শিবপুরান

গদ্যে সংক্ষিপ্তসার

শিবপুরাণ

গদ্যে সংক্ষিপ্তসার

সূচীপত্র

শিবাষ্টক স্তোত্রম্

প্রভুমীশ মণীশমশেষগুনং গুণহীনমহীশ গরলাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
গিরিরাজ সুতান্বিতং বামতনুং তনুনিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণু শিরোধৃতপাদযুগং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
শশলাঞ্ছিত রঞ্জিতসন্মুকুটং কটিলম্বিত সুন্দর কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনীকৃত পূতজটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং মুখপদ্ম পরাজিত কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভাল তটং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
বৃষরাজ নিকেতনমাদিগুরুং গরলাসর্পমাজিবিষাণধরম্।
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
মকরধ্বজ মত্তমাতঙ্গহরং করিচর্ম্মগনাগ-বিবোধকরম্।
বরমার্গণশূল বিষাণ ধরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
জগদুদ্ভবপালননাশকরং ত্রিদিবেশ-শিরোমণি ঘৃষ্টপদম্।
প্রিয়মানব সাধু জনৈক গতিং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
অনাথং সুদীনং বিভো বিশ্বনাথ পুনর্জ্জন্ম-দুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো।
ভজতোঽখিল দুঃখ সমূহ হরং প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

।।শ্রীশ্রীশিবের প্রণাম মন্ত্র।।

ওঁ অবিঘ্নেন ব্রতং দেবং ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতং।
ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হরং।।
ধর্ম্ময়াস্য কৃতং পুণ্যং তদ্রুদস্য নিবেদিতং।
ত্বৎ প্রসাদান্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমার্পিতং।।
প্রসন্নো ভব মে শ্রীমনমন্ত্তিঃ প্রতিপদ্যতাং।
ত্বদালোকনমাত্রেন পবিত্রহস্মি ন সংশয়ঃ।।

শিবপুরাণ

গদ্যে সংক্ষিপ্তসার

পূর্ব্বখণ্ড

নিখিল বিশ্বের সর্ব্বজ্ঞ অনাদি পুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গোলোক রঞ্জন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম জানাই। তাঁর গুণগানমুখর পবিত্র ধাম নৈমিষারণ্যে শৌণকাদি মুনিদিগের নিকট একদা শুভাগমন করলেন ব্রহ্মার পুত্র শাস্ত্রজ্ঞ সনৎকুমার।

তাঁর আগমনে ঋষিগণের মনে শিব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান লাভের অনুপ্রেরণা হল। সবাই সনৎকুমারকে যথাবিহিত পাদ্য অর্ঘ্যাদি অর্পণ করে যোগ্যাসনে উপবিষ্ট হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। শৌণকাদি ঋষিবর্গের আপ্যায়নে কুশাসনে উপবিষ্ট হলেন বিরিঞ্চি নন্দন।

মুনিগণ তাঁর নিকট ভগবান শিব সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন, লিঙ্গার্চ্চন বিধি, শিবের অর্চ্চনা, প্রসাদ মাহাত্ম্য প্রভৃতি। সেই সঙ্গে তাঁরা জানতে চাইলেন শিবের মূর্ত্তি বিভাগ ও তদ্‌মন্ত্রের বিধান, আবর্ত্তিক বিধি প্রভৃতি।

সানন্দিত সনৎকুমার ঋষিবর্গের প্রশ্নোত্তরে বললেন, আমি আপনাদের নিকট মঙ্গলময় ও সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশকারী শ্রীশ্রীশিবের পুরাণ কাহিনী বর্ণনা করব। এই কথা যিনি মনযোগ সহকারে ও ভক্তিভরে শ্রবণ

করবেন তিনি যশস্কর ও আয়ুষ্কর হবেন, দীর্ঘকাল নীরোগ অবস্থায় পৃথিবীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে অন্তিমে সক্ষম হবেন দেবলোকে অবস্থান করতে।

তিনি বললেন — পূর্ব্বে এই বিশ্ব ছিল ঘোর তমোময়। তখন একমাত্র পরমাত্মা বলে যিনি ছিলেন তিনি বহুকাল চিন্তা করার পর সৃষ্টি করলেন জ্ঞান। অবশেষে সৃষ্টি করলেন অহঙ্কার। অহঙ্কার হতে সৃষ্টি হল পঞ্চভূত। তারপর ষোড়শ বিকারে অষ্ট প্রকৃতির সৃষ্টি হল। ক্রমে ক্রমে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রাণ অপানাদির সৃষ্টি হল। সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ ও তমোগুণের সৃষ্টি হল। এই তিন গুণে জন্ম নিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বর। স্বয়ং শিব তাঁর মহাতেজে মুগ্ধ করলেন বিশাল ত্রিভুবন। তাই কথিত হল শিব হতে শ্রেষ্ঠ শক্তি আর কেউ নয়। কল্পে কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃষ্টি হয় আর শিব সব লয় করেন। একাত্তর যুগ গত হলে এক মন্বন্তর আর চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। এক কল্প সমান বিধাতার একদিন। আর এক কল্পে এক নিশা। এইভাবে মাস ও বর্ষের সৃষ্টি হলে ব্রহ্মার পরমায়ু হয় একশত বৎসর। এই সময় শিবের এক নিমেষ। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ এক নিমেষ মাত্র জীবিত রয়।

এই বিশাল বিশ্বে মোট সাতটি লোক বিদ্যমান এবং সাতটি পাতালও আছে। লীলাপ্রসঙ্গে শিব আবার এগুলি ধ্বংস করেন।

সকলের সার হল ধর্ম্ম আচরণ করা। সংসারে ধার্ম্মিক মানুষ মাত্রেই শান্তির আশ্রয় পান কিন্তু অধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার বিঘ্নের সম্মুখীন হন। আমরা পিতা মাতা স্ত্রীপুত্র অনেক কিছু প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকি কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই হল সর্ব্বকর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। যে মানুষ ধর্ম্ম আচরণ করতে অক্ষম তিনি পশুরও অধম। কারণ মানুষ ধর্ম্ম পালন করতে সক্ষম। পশুরা ধর্ম্ম পালন করতে পারে না।

তিনি ঋষিগণকে আরও বললেন, যে ধর্ম্ম চারপাদে পরিপূর্ণ। সত্যযুগে এই চারিপাদ সুশোভিত, ত্রেতায় তিনপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ থাকে। আর কলিযুগের শেষের দিকে একপাদও থাকে না। কারণ তখন কলিতে মানুষ অধর্ম্মের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকে তার কল্যাণ হয় আর যে অধর্ম্মপথে থাকে তার হয় অকল্যাণ। অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে কেউ ভালচোখে দেখে না।

তারপর সনৎকুমার নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট চৌরাশী নরককুণ্ড ও পাপ বিশেষে বিভিন্ন নরক বিশেষের কথা ব্যাখ্যা করেন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য ও অধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য ও অধিকার সমূহ ব্যাখ্যা করলেন।

প্রকৃতি কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন — প্রকৃতির কাহিনী বর্ণনা করা অতীব কঠিন তথাপি সামান্য অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি বলছি। প্রকৃতির প্রধান গুণ তিনটি। সৃষ্টি কারণে তিনি সর্ব্বদা রমণীরূপা শক্তিধারণ করেন। স্বয়ং সনাতন পুরুষ পরমাত্মা মহানুভব সৃষ্টি কারণে দুই ভাগে বিভক্ত হন। দক্ষিণে পুরুষ ও বামভাগে হন রমণী। ইচ্ছাময়ী সে প্রকৃতি হলেন মহাদেব প্রণয়িনী গণেশ জননী। বিশ্বময়ী নারায়ণী তিনি ব্রহ্ম সনাতনী। মহালক্ষ্মীরূপে তিনি বৈকুণ্ঠে বিরাজিতা, সরস্বতীরূপে বাক্য-বিধায়িনী, সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মার ভামিনী আবার রাধাবেশে হরিপ্রাণ কৃষ্ণ বিনোদিনী। পৃথিবীর যত যত রমণী সবাই মহামায়ার অংশজাতা। তাই কোন নারীকে নিন্দাবাদ মহাপাপ। তারপর তিনি পুরুষের অযোগ্যা কুলটা রমণীর কাহিনী ও চালচলন ব্যাখ্যায়িত করেন।

প্রকৃতি মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে তিনি শিবের দর্পচূর্ণ কাহিনীও প্রকাশ করলেন।

একদা শিব ও শিবানী উভয়ে সুরম্য পরিবেশে উপবেশন করে কিছু সময় প্রিয়ভাবে আলাপ করলেন। তারপর উভয়ে মৌনভাব অবলম্বন করেন।

শিব মনে মনে ভাবলেন — এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তা স্বয়ং আমি। আমার অধীনস্থ ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সমস্ত দেবগণ। পৃথিবীর সবাই আমাকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করে।

শিবের মনোভাবের কথা বুঝতে পারলেন প্রকৃতিদেবী। তাই সহসা তিনি নখের আঘাতে একটুকরো মৃত্তিকা তুলে এক অপূর্ব্ব গোলাকার বটিকা নিৰ্ম্মাণ করে শিবের কোলে ছুঁড়ে দিলেন। শিব সেই মাটির বটিকাকে হাতে তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে দেখলেন অতীব সুন্দর সেই গোলাকার বটিকা বৃহৎ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তার সুবর্ণদ্বার। সেই দ্বার দিয়ে শিব ভিতরে প্রবশে করে দেখলেন বিশাল শষ্য শ্যামলা প্রান্তর, অগণিত বৃক্ষরাজি সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রান্তর লঙ্ঘন করে অন্য দ্বারদেশে প্রবেশ করে দেখেন দশানন যুক্ত মহাদেব। আরও সেখানে অনেক দেব-দেবীকে দর্শন করে চলে গেলেন অন্য এক দ্বারে। সেখানে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন কতকগুলি ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহাদেব। তাঁদের কারো মাথা দশটি কারো বিশটি কারো বা পঞ্চাশ — একশ, আবার কারো কারো মাথা এক হাজার। সেখানে স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা আছেন দেবী সিংহবাহিনী প্রকৃতি দেবী। সবাই তাঁকে যে যার ব্রহ্মাণ্ডের কাজকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

এইসব লক্ষ্য করে মহাদেব নিজেকে ধিক্কার দিয়ে অধোবদনে বসে রইলেন। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন যেখানে যেমনভাবে বসেছিলেন, তেমনি বসে আছেন।

ঋষিগণ ব্রহ্মাপুত্র সনৎকুমারকে শিবপ্রিয় পুষ্প নির্ণয় কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, শ্বেতকরবী ফুলে পঞ্চাননকে পূজা করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, লোহিত করবী দ্বারা পূজা করলে তার দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। চাঁপা ফুলে শিবলিঙ্গ পূজা করলে বহু সুকৃতি সঞ্চয় হয়। একাদশী ব্রতে যে ফল প্রাপ্ত হয় ধুতুরা ফুলে শিব পূজায় তদ্রূপ ফল হয়।

পুরাকালে ভূজবল নামে এক দুর্দ্দান্ত তস্কর ছিল। একদা প্রতিবেশীগণ এক জোট হয়ে চোরকে ধরে রাজার হাতে তুলে দিলে তিনি তাকে বিচার করে দণ্ড দিলেন চির নির্ব্বাসন। তস্কর অবন্তী নগরের শেষ প্রান্তে গিয়ে কুটীর বেঁধে বাস করে, কিন্তু তার সে চৌরবৃত্তি স্বভাব গেল না, সেখানেও রাজ্যবাসীদের দ্রব্যাদি চুরি করে জীবিকা নির্ব্বাহে ব্রত হয়।

একদিন ছিল সোমবার — চতুর্দ্দশী তিথি, তস্কর ভূজবল সেদিন অন্ধকার রাত্রে বিল্বফল সঞ্চয়ের লোভে গিয়ে উঠল কোন এক উদ্যানস্থিত বিল্ববৃক্ষে, অসংখ্য বিল্বফল সঞ্চয় করল সেই বৃক্ষ থেকে। সেই বৃক্ষতলে ছিল শিবলিঙ্গ, তস্কর বিল্বফল ভাঙ্গার সময় অনেক বিল্বপত্র সহ জল শিবলিঙ্গে পতিত হয়, বিল্ব পত্র ও জল পেয়ে পরম তুষ্ট হলেন তস্করের উপর পরম পুরুষ মহেশ্বর।

বিল্ববৃক্ষের বিল্বফলগুলি তুলে নিয়ে তস্কর চলে গেল আপন গৃহে, কুটীরের মধ্যে সহসা তার মৃত্যু হল। যমদূত গেল তার পাশে, সঙ্গে সঙ্গে শিবদূতগণ গিয়েও হাজির হলেন। উভয়ের মধ্যে বাধল তুমুল বিবাদ।

শিবের অনুচরকে যমদূত বললে — যতদিন এই চোর বেঁচেছিল এর কোন ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাপে লিপ্ত থাকার জন্য নরকবাস অনিবার্য্য।

একথা শুনে রক্তিম লোচন শিবের দূতগণ যমদূতগণকে চপেটাঘাতে বিদায় দিয়ে ভুজবলকে কৈলাসে নিয়ে গেলেন। এইভাবে শ্রীফল মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন করে ব্রহ্মপুত্র শ্রীফলবৃক্ষের অদ্ভুত জন্ম কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন।

একদা রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্টা লক্ষ্মী - নারায়ণ আলোচনা করছেন পৃথিবীর মঙ্গল অমঙ্গলের কথা, সহসা লক্ষ্মীদেবী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন — কে তোমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়?

নারায়ণ বললেন — তুমি আমার একান্ত প্রিয়া, আমার ভক্ত আমার অতি প্রিয়, আমার ভক্তদের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তাঁকে যে পূজার্চ্চনা করে সর্ব্বাপেক্ষা সে আমার বেশী প্রিয়, শিবারাধনা যে না করে তার সকল পুণ্যকর্ম্মাদি একেবারে বৃথা।

নারায়ণের মুখে একথা শুনে মাত্র লক্ষ্মী শিবপূজা করার মনস্থ করলেন, প্রত্যহ শত শ্বেতপদ্মে তিনি শিবার্চ্চনা করেন।

একদা লক্ষ্মী দেবী নিজ হস্তে পদ্মফুল চয়ন করে তিনবার গণনা করে একশত ফুল নিয়ে শিবপূজায় বসলেন, পূজান্তে দেখা গেল একশতের দুটি ফুল কম আছে। সেজন্য কমলা অন্য উপায় না দেখে পদ্ম স্বরূপ নিজের স্তন কর্ত্তন করতে উদ্যত হলেন। প্রথমে কর্ত্তন করেন বাম স্তন। তারপর দক্ষিণ স্তন কর্ত্তনে উদ্যত হলে শিব বাধা দিয়ে বললেন — তোমার পূজার্চ্চনায় আমি সন্তুষ্ট, তোমার কাটা স্তন পূর্ব্বের মত হয়ে যাবে আর যে স্তনটি কাটা হয়েছে সেটা থেকে জন্ম নেবে শ্রীফল বৃক্ষ। শ্রীফল অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষ, সজল বিল্বপত্রে যে আমাকে সেবা করবে তার প্রতি আমি খুশী হব। আর যে মহান ব্যক্তির গৃহের ঈশানকোণে প্রত্যহ বিল্বপত্র সহ বিল্ববৃক্ষ পূজিত হয় অন্তিমে তাঁর স্থান হবে শিবলোকে।

এইভাবে বিল্ববৃক্ষের জন্ম কথা ব্যাখ্যা করে সনৎকুমার সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হলাহল পান করে শিবের নীলকণ্ঠ নাম ধারণের কাহিনী বললেন, তখন প্রকাশ পায় শিবের মাহাত্ম্য।

এবার নৈমিষারণ্যবাসীগণের অনুরোধে বললেন রামায়ণ কাহিনী, অযোধ্যারাজ পিতা দশরথের সত্য রক্ষার জন্য রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী সীতাদেবী ও ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে গেলেন চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে। সেখানে লঙ্কাধিপতি রাক্ষস রাবণের ভগ্নি সূর্পনখার নাশাকর্ণ ছেদন করায় রাবণ ভিখারীবেশে হরণ করলেন রামপত্নী সেই লক্ষ্মী স্বরূপিনী সীতাদেবীকে। জটায়ু রাবণকে বাধা দিতে গিয়ে যুদ্ধ করে মারা গেল। রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে রাখলেন মনোরম অশোক কাননে, সীতা সেখানে দিব্য চরু ভোজন করলেন, রাবণের ভ্রাতৃবধূ সরমা সীতাদেবীর কাছে কাছে থেকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

এদিকে সীতা হারা রামের সাথে হল সুগ্রীব ও হনুমানাদির সাদর মিলন।

তারপর বর্ণিত হল হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ, চণ্ডীপূজা, লঙ্কাদগ্ধ, সীতাসহ অশোকবনে কথোপকথন, পুনরায় শ্রীরাম সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন, সুগ্রীব হনুমানের অনুরোধে বানরসৈন্য সহযোগে শ্রীরামচন্দ্র আক্রমণ করলেন রাবণের স্বর্ণলঙ্কা, দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে রামচন্দ্র বধ করলেন দশাননকে এবং উদ্ধার করলেন স্বীয় পত্নী সীতাকে।

তারপর বর্ণিত হল হনুমানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ভীমের নীলপদ্ম আনয়ন, হনুমানসহ সাক্ষাৎ ও কপিধ্বজ হওয়ার বিষদ কারণ সমুদয়।

শিববংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে সনৎকুমার বললেন — কার্ত্তিক ও গণপতির কাহিনী।

সর্ব্ববিশ্ব শিবাত্মক, শিবের কোন বংশ নেই, শিবশক্তিযুত নারায়ণ ও ব্রহ্মাদি শিবগণ, প্রকৃতিরূপিনী দেবী নগেন্দ্রসূতা। একদা জগন্মাতা কৈলাস ঈশ্বরী দুর্গাদেবী দেব ত্রিপুরারীকে সম্বোধন করে বললেন — নিখিল বিশ্ব অপত্যে পরিচালিত পুত্রহীনজন কোন ক্রিয়া অধিকারী নয়, অতএব তুমি আমার উদরে পুত্র জন্মানোর ব্যবস্থা কর।

দেবীর কথা শুনে মহাদেব বললেন — জগৎ সংসারে যারা গৃহী তাদের পুত্র উৎপাদন দরকার, কিন্তু আমি গৃহী নই, দেবগণ কৌশল করে তোমাকে আমার হস্তে অর্পণ করেছে, আমার পুত্র বাঞ্ছা আদৌ থাকতে পারে না। এই কথা বলে আনমনা শিব রইলেন অদূরে উপবিষ্ট হয়ে, আর পার্ব্বতী কাঁদতে লাগলেন পুত্র কামনা করে। জয়া বিজয়াদি সতীর সখীবৃন্দ এসে শিবকে অনেক করে বোঝালেন।

পুনরায় মহাদেব পার্ব্বতীর কাছে আগমন করে বললেন— তোমার একান্ত ইচ্ছা পূরণ আমাকে করতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে এইকথা বলে তিনি পার্ব্বতীর পরণের বস্ত্র থেকে একখণ্ড বস্ত্র নিয়ে দেবীর কোলে নিক্ষেপ করে বললেন গ্রহণ কর তোমার আশা কামনার ধন, পুত্র মুখ চুম্বন কর।

বস্ত্র খণ্ড দর্শন করে দেবী উর্দ্ধমুখে কাঁদতে কাঁদতে বললেন হায় দুর্ভাগ্য! শিব আমাকে পুত্রের পরিবর্ত্তে উপহাস করে বস্ত্রখণ্ড ফেলে দিল। বস্ত্রের দ্বারা কেমন করে পুত্রের কামনা পূরণ হবে!

এমনি করে অনেক অনুশোচনা করার পরে পার্ব্বতী যখন নিজ অঙ্গে লক্ষ্য করলেন তখন তিনি দেখলেন সেই বস্ত্র হতে উৎপত্তি হয়েছে বস্ত্রের রঙ অনুরূপ এক পুত্রসন্তান। পুত্রকে সাদরে কোলে নিয়ে মুখ চুম্বন করতে করতে পার্ব্বতী শিবের হাতে তুলে দিলেন। তারপর শিব তাকে আদর করতে থাকলে নবজাত শিশু শিবের হস্ত হতে নীচে পড়ে গেল। শির ছিন্ন হয়ে পুত্র মারা গেল। এই দৃশ্যে পার্ব্বতীর শোক সমুদ্র উথলে উঠল। শিব নিরুপায় হয়ে হায় হায় করতে লাগলেন। তারপর দৈববাণী হল — "উত্তরে মাথা করে শয়ন করে আছে এমন কারো মাথা নিয়ে মৃত পুত্রের স্কন্ধে জোড়া দাও। তাহলে তোমার মৃতপুত্র প্রাণ ফিরে পাবে।" দৈববাণী শুনে শিব নন্দীকে পাঠালেন, নন্দী উত্তর শিয়রে শয়ন রত ইন্দ্রের ঐরাবতের মাথা এনে পার্ব্বতী নন্দনের স্কন্ধে জোড়া দিলেন, বেঁচে গেল শিবপুত্র গজানন। তিনিই হলেন বিঘ্ন বিনাশনকারী দেব গণপতি, সকল দেবতার অগ্রে তাঁর পূজা হবে।

তারপর কার্ত্তিকের জন্মকথা বলতে গিয়ে বিধিপুত্র সনৎকুমার বললেন — একদা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন প্রজাপতি দক্ষ, শিবহীন যজ্ঞ বলে কথিত, স্বামীর অপমানে অসহ্য হয়ে দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগ করেন সেই যজ্ঞে। পরবর্ত্তীকালে দেবী উমারূপে হিমালয় কন্যা হয়ে মেনকাগর্ভে উদয় হন। বড় হয়ে যৌবনা উমা শিবকে স্বামীরূপে পাবার জন্য কৈলাসে শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা আরম্ভ করলেন।

দেবগণ উমার তপস্যা দেখে শিবকে টলাবার জন্য কামদেব মদনকে প্রেরণ করেন। পুষ্পধনু হস্তে কামদেব তপরত মহাদেবকে পুষ্পশর নিক্ষেপ মাত্রেই মহাদেব ক্রোধিত দৃষ্টিতে ভস্ম করলেন মদন দেবতাকে। তারপর দেবতা প্রেরিত অতি অপরূপা হিমালয় কন্যাকে দর্শন করে শিব হলেন মোহিত। উমাকে নিয়ে শিব

বহুকাল বিহার করার পর তৃপ্তি না পেয়ে চলে যান ইলাবৃত বর্ষে, সেখানে শিব-উমার একশত বৎসরকাল বিহার রত থাকতে দেখে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁদের বিহারে ক্ষান্ত দেবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণগণ সেখানে উপনীত হলেই তাঁদের বিহার নিস্তব্ধ হয়ে যায়, লজ্জায় অধোবদনে বস্ত্র পরিধান করে উমা অভিশাপ দিলেন — যে পুরুষ এখানে আগমন করবে সেই নারী হয়ে যাবে। অদ্যাবধি নারী হবার কারণে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে কেউ আর ইলাবৃতবর্ষে গমন করেন না।

শিবের শতবর্ষ বিহারের প্রচণ্ড তেজ ধারণ করলেন অগ্নি। অগ্নি সে তেজ সহ্য করতে না পেরে নিক্ষেপ করলেন গঙ্গার জলে। গঙ্গাদেবী মহাদেবের তেজ গ্রহণ করতে না পেরে ফেলে দিলেন ষোড়শীতে। ষোড়শীতে শরবনে জন্মগ্রহণ করলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী এক অতি উত্তম পুত্র সন্তান। তিনিই হলেন শিবের পুত্র কার্ত্তিক বা ষড়ানন। কারণ তাঁর ছয়টি বদন, অবশেষে দেবতাগণ সেনাপতিত্বে বরণ করলেন তাঁকে।

এবার ঋষিবর্গের একান্ত অনুরোধে গঙ্গাদেবীর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও গঙ্গার সহস্রনাম কীর্ত্তন করলেন দেবতা সনৎকুমার। অজ্ঞানে মহা-মহাপাপ করে যদি কোন মানব গঙ্গার জলে স্নান করেন তাঁর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, গঙ্গাতীরে প্রত্যহ বাস করে যিনি তাঁকে প্রণাম জ্ঞাপন করেন তিনি অতি পুণ্যবান। তাঁকে আর পুনরায় মাতৃজঠরের যন্ত্রণা ভোগ করে মানবরূপে জন্ম নিতে হয় না। গঙ্গায় মৃত্যু হলে হয় অমরধাম লাভ, গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে জীবের অশেষ কল্যাণ লাভের কথা তিনি বর্ণনা করলেন। তারপর অযোধ্যা, অবন্তী, মায়া, কাঞ্চী, কাশী ও মথুরার মাহাত্ম্য এবং জাহ্নবী তীরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় বর্ণনাকালে ভৃগুরামের কাহিনী প্রসঙ্গে জামদগ্নির আশ্রমে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের আতিথ্য গ্রহণের কথা বললেন।

তখনকার দিনে পৃথিবীতে প্রবল প্রতাপান্বিত এক শক্তিশালী ও মহান রাজা ছিলেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, তাঁর এক সহস্র বাহু ছিল। তিনি একসময় মহাবীর দশাননকে পরাস্ত করেছিলেন। একদা তিনি বহু সৈন্যসামন্ত সমারোহে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন মৃগ শিকারের জন্য। কিন্তু সন্ধ্যাবধি কোন শিকার মিলল না, আর সৈন্যদের নিয়ে রাত্রিকালে রাজধানীতে ফিরেও আসতে পারলেন না। কয়েকটি বৃক্ষে আরোহণ করে কোনরকমে অনাহার - অনিদ্রায় নিশিযাপন করলেন। পরদিন প্রভাত হলে অতীব ক্লান্ত হয়ে ফেরার পথে ঋষি জামদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন। মুনিবর বললেন — আপনারা সবাই আমার আশ্রমের প্রসাদ পেয়ে যাবেন। বহু সৈন্যসহ রাজা কার্ত্তবীর্য্য স্নানাদি সমাধা করে আহারের অপেক্ষায় বসে রইলেন। এমন সময় মুনি জামদগ্নি গেলেন তাঁর কামধেনুর কাছে। তাকে গিয়ে তাঁর অতিথিদের আপ্যায়নের কথা বললে কামধেনু বলল— তোমার কোন চিন্তা নেই, কেমনভাবে রাজ পরিচর্য্যা করতে হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি।

কামধেনুর কৃপায় রাজার উপযোগী খাদ্যাদি দান করে মুনি সবাইকে তৃপ্ত করলেন। রাজা সংবাদ জানলেন মুনির আশ্রমে পালিত এক কামধেনুর সাহায্যে তিনি এতবড় মহান কাজ সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার মনে দুষ্টবুদ্ধি এসে গেল। এমন অপূর্ব্ব গুণধারী কামধেনু মুনির অপেক্ষা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। অতএব যেন-তেন প্রকারেন কামধেনু তাঁকে হস্তগত করতেই হবে। তিনি ঋষি জামদগ্নির নিকট তাঁর আশ্রমস্থিতা লক্ষ্মীরূপিনী গাভী কামধেনুকে প্রার্থনা করলেন। ঋষি অসম্মত হলেন এবং বললেন — অসম্ভব কথা আপনি বলছেন মহারাজ। আমার সাধনা লব্ধ আমার মাতৃস্বরূপিনী এই কামধেনু। তার করুণা কিরণে আজ আমি প্রতিষ্ঠিত। আপনার প্রয়োজনে পরিবার পরিজন সমভিব্যাহারে যখন ইচ্ছা

আগমন করুন আপনার যাবতীয় ভোগ বাসনা পূরণ করতে সামর্থ কিন্তু আমার একান্ত নির্ভরশীল কামধেনুকে স্বর্গরাজ ইন্দ্র এসে চাইলেও দান করতে অক্ষম।

ঋষির কথায় রাজা কার্ত্তবীর্য্যের মনঃপুত হল না। তিনি বলপূর্ব্বক কামধেনুকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে উভয় পক্ষে ভীষণ দ্বন্দ্ব বাধল। ক্রমে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হল ঋষি জামদগ্নি সহ কার্ত্তবীর্য্যের। তাতে পরাজিত হলেন রাজা। আবার রাজা ও ঋষির সাথে চলল সম্পূর্ণ সংগ্রাম। যুদ্ধে মুনিবর নাগপাশে বন্ধন করলেন রাজাকে। প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে ঋষি মুক্তি দিলেন রাজাকে। রাজা ফিরে গেলেন তখনকার মত নিজধামে।

রাজা আবার চিন্তা করলেন ক্ষত্রিয় হয়ে যুদ্ধে প্রাণদান শ্রেয় কিন্তু সামান্য একজন ব্রাহ্মণের কাছে পরাজিত হওয়া অতীব কলঙ্কের কথা। সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে পরদিন রাজা পুনরায় আক্রমণ করলেন জামদগ্নি ঋষিকে। ঘোরতর যুদ্ধ চলল এবং কালের চক্রে রাজার মহাশক্তি বানে প্রাণ হারালেন মহর্ষি জামদগ্নি। দেহত্যাগ করে ঋষি চলে গেলেন গোলোকে, কামধেনু ঋষির বিরহে কাঁদতে কাঁদতে অদৃশ্য হয়ে চলে গেল স্বর্গধামে।

এদিকে জামদগ্নি বিরহে পত্নী রেণুকা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একমাত্র স্নেহের দুলাল পরশুরামকে শরণ করলেন। পরশুরাম এসে মায়ের নিকট তাঁর পিতার মৃত্যুর কথা শুনে হয়ে গেলেন ভীষণ ক্রোধান্বিত। মাতা রেণুকা পুত্রকে অনেক কথা বলে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন কিন্তু তাঁর মহাপ্রতিজ্ঞায় আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল— পিতৃহন্তা প্রতিবিধিংশিতে কেবল ক্ষত্রিয় অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নয়— একবিংশতিবার তিনি নিঃক্ষত্রিয় করবেন শষ্যশ্যামলা ধরিত্রী।

মহাসতী রেণুকা দেবর্ষি নারদের নিকট থেকে সকল বিষয় জ্ঞাত হয়ে স্বামীর চিতায় সহমরণ কার্য্য সম্পায়ন করলেন। পরশুরামও যথাযথভাবে সম্পন্ন করলেন পিতার ও মাতার প্রেতকর্ম্মাদি।

তারপর পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধন শপথের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন ব্রহ্মলোকে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট। সেখান থেকে ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ নিয়ে তিনি চলে গেলেন শিবলোক কৈলাসে। সেখানে পশুপতি শিবের তপস্যা করে তাঁকে খুশী করে গ্রহণ করলেন ক্ষত্রিয় নিধনের অমোঘ অস্ত্র পাশুপত। শিবদত্ত পাশুপত অস্ত্র লাভ করে শিবের বরপুত্র পরশুরামের মনে জয়ানন্দের ঢেউ উঠল। তিনি ফিরে এলেন মর্ত্ত্যধামে পিতার আশ্রমে, তারপর যুদ্ধঘোষণা করলেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের উদ্দেশ্যে।

যুদ্ধের কথা শুনে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ভয়ত্রস্থ, মহর্ষি জামদগ্নির সাথে সংগ্রামকালে তাঁর মনে কোন ভয় ছিল না কিন্তু তাঁর যুবক পুত্র পরশুরামের সাথে যুদ্ধ করতে রাজার মনে ভয়ের কারণ কি? আগামীকাল যুদ্ধ। সেনাপতিকে আদেশ দিলেন শক্তিমান সৈন্যগুলিকে সাজতে বলুন। শক্তিমান ও দ্রুতগামি অশ্ব ও হস্তীদের তোরণ দ্বারে অপেক্ষা করতে বলুন। রাজার আদেশমত সমস্ত প্রস্তত। সন্ধ্যাকালে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মা কাত্যায়নীকে বারবার ডেকে নিলেন। নিশাকালে তাঁর ঘুম হল না, সামান্য তন্দ্রার মধ্যে তিনি ভয়ঙ্কর বিভীষিকা দর্শন করে কেঁপে উঠলেন। তাঁর আতঙ্কে সান্ত্বনা দিলেন রানী মনোরমা।

রানী বুঝতে পারলেন পরশুরামের সহিত যুদ্ধে রাজার মৃত্যু অনিবার্য্য। তাই তিনি স্বামীর মৃত্যু দেখার পূর্ব্বে হরিপদে আত্মনিয়োগ করে প্রাণত্যাগ করলেন। তারপর মহারানীর শোকে নরপতির খেদ প্রমাণ করলেন সনৎকুমার।

তুমুল সংগ্রাম চলল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সাথে মুনিপুত্র ভৃগুরামের। ঘন ঘন কার্মুক টঙ্কারে কেঁপে উঠল বসুমতী। অগণিত সৈন্য সহ রাজার যুদ্ধের সহায় ছিলেন মৎস্যরাজ। দুই রাজা মিলিত হয়ে ভৃগুরামের উপর যত বাণ নিক্ষেপ করেন ঋষিপুত্র নিমিষের মধ্যে সেগুলি নাশ করেন। তারপর মহাশক্তিশালী মৎস্যরাজকে পরাজিত করা কঠিন জেনে চিন্তান্বিত হলেন পরশুরাম। শোনা গেল ঋষির স্বপক্ষে দৈববাণী — " শিব প্রদত্ত দূর্ব্বার কবচ আছে মৎস্যরাজের দেহে। সে কবচ তাঁর দেহের মধ্যে থাকাকালে তাঁকে নিহত করা কারো সাধ্য নেই।"

দৈববাণী শ্রবণ করে ভৃগুরাম যোগীবেশে চেয়ে আনলেন রাজার কবচ, তারপর মৎস্যরাজকে কৌশলে নিধন করলেন জামদগ্নি নন্দন পরশুরাম। এবার এককভাবে যুদ্ধ চলল রাজা কার্ত্তবীর্য্যের ও ঋষিতনয় ভৃগুরামের। শিবের বরে বলীয়ান ভৃগুরাম পাশুপত বাণে নিধন করলেন মহাশক্তিশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে। এমনি করে তিনি একুশবার ধরণীকে নিক্ষত্রিয় করে কত বিধবার অভিশাপ গ্রহণ করলেন। প্রতিজ্ঞা পালন করার সাথে সাথে তিনি নির্ব্বাচিত হলেন মহাপাপীরূপে।

ভৃগুরাম নিজেকে মহাপাপী বলে বুঝতে পেরে চললেন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মারনিকট। ব্রহ্মার নিকট থেকে উপদেশ পান গুরুদেব শিবের নিকট যাওয়ার জন্য। তারপর পরশুরাম গুরুনাম স্মরণ করে চললেন কৈলাসে।

কৈলাসে ভৃগুরাম শিবের সাথে দেখা করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন হৈমবতী নন্দন গণপতি। উভয়ের মধ্যে প্রথমে বাকযুদ্ধ ও পরে ঠেলাঠেলির মাধ্যমে গণপতি পড়ে যান এবং তাঁর একটি মূশল অর্থাৎ হস্তী বদনের একটি দন্ত ভগ্ন হয়। সেই মূশল থেকে মূলা গাছের জন্ম বলেই মাঘ মাসে হিন্দুদের অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদের মূলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

গণপতির সাথে অশালীন আচরণের জন্য মনে মনে ভার্গবের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন মহাদেব। অতিশয় ক্রোধান্বিত হলেন দেবী কাত্যায়নী। দেবীর রোষ থেকে মুক্তিলাভ অসম্ভব দেখে ভগবান বিষ্ণু দ্বিজবেশে কৈলাসধামে গিয়ে শিব শিবানীকে সাদরে বুঝিয়ে উদ্ধার করেন তাঁকে। তারপর বিষ্ণুর কথামত ভার্গব স্তব আরম্ভ করলেন মহাদেবীর উদ্দেশ্যে। ভার্গবের স্তবে তুষ্ট হলেন মহামায়া। অবশেষে তিনি নিজের সন্তান-প্রতিম কাছে টেনে নিলেন পরশুরামকে। সকলের আদেশ মস্তকে ধারণ করে মুনিপুত্র চললেন কামরূপে ক্ষত্রিয় নিধন পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

তারপর সনৎকুমার ঋষিদের নিকট গণপতির স্তবের কথা ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন পার্ব্বতী নন্দন গণপতিকে স্তব করলে ও অর্চ্চনা করলে মনোবাসনা সিদ্ধ হয়।

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ ব্রহ্মানন্দনের নিকট ভক্ত প্রহ্লাদ চরিত্র শ্রবণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেন— নারায়ণের দ্বারপাল জয় ও বিজয়। সনকাদি চারি মুনির শাপে তারা মর্ত্ত্যে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে দুষ্ট দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করল। বরাহরূপী বিষ্ণুর হস্তে জ্যেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু হলে পরে কনিষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ভয়ানকভাবে বিষ্ণুর সাথে শত্রুতা আরম্ভ করলেন। দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদের উপর হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার শুরু হল। সুদীর্ঘকাল দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মার নিকট থেকে রাজা বর আদায় করেছিলেন যে ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণীর হাতে , ভূমিতে, জলে কিংবা আকাশে, দিবাকালে কিংবা রাত্রিকালে, ঘরের ভিতরে কিংবা বাহিরে তাঁর

মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হিরণ্যকশিপু স্বর্গরাজ্যে অত্যাচার করে দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করলেন। দেবতারা তখন হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুর কাছে গেলে বিষ্ণু বললেন যে, তিনি তার বধের উপায় করবেন।

হিরণ্যকশিপুর চারপুত্র। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ। বাল্যকাল থেকে প্রহ্লাদ অতিশয় বিষ্ণুভক্ত, কৃষ্ণ নাম স্মরণ করলেই চোখে জল আসে। কৃষ্ণের প্রতি যাতে তার মন বিরূপ হয় সেজন্য হিরণ্যকশিপু তাকে ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই অসুর গুরুর হাতে তুলে দিলেন। কিন্তু গুরুদেবদ্বয় শত চেষ্টা করেও প্রহ্লাদের মন থেকে কৃষ্ণভক্তির কথা বিলোপ করতে সক্ষম হলেন না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করে পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করলেন। রাজার আদেশে প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হল, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল, বিষ খাওয়ানো হল, বিশাল অগ্নি কুণ্ডে ফেলে দেওয়া হল কিন্তু কিছুতেই প্রহ্লাদের মৃত্যু হল না। কৃষ্ণ নাম করে প্রহ্লাদ সমস্ত বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হলেন।

একদা মহারাজ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় তোমার কৃষ্ণ দেখাতে পার?

প্রহ্লাদ বললে কৃষ্ণ সর্ব্বত্রই বিরাজমান এমন কি স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে যে কৃষ্ণ আছেন সেকথাও প্রহ্লাদ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। হিরণ্যকশিপু তখন পদাঘাতে ভেঙ্গে ফেললেন স্ফটিক স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ থেকে আবির্ভাব হলেন নরসিংহরূপী স্বয়ং ভগবান। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে উরুর উপর রেখে নখের আঘাতে উদর চিরে হত্যা করলেন। তারপর কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করলেন। ইহলোকে বহুকাল রাজত্ব করার পর প্রহ্লাদ পরকালে বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর আপনজন হয়ে রইলেন। এদিকে নৃসিংহদেব শ্রীশৈল শিখরে গিয়ে অধিষ্ঠিত হন। সেখানে সমস্ত দেবদেবী আগমন করে তাঁকে পূজা করেন। সেই ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্র কথা শ্রবণ করলে নির্ধনীর ধন ও বিদ্যার্থীর বিদ্যা লাভ হয়। শ্রোতার হৃদয় হয় পরম পবিত্র। এইভাবে প্রহ্লাদের কাহিনী শেষ করে তিনি বলতে শুরু করলেন মৎস্যাবতারের কাহিনী।

হয়গ্রীব নামে দৈত্য ব্রহ্মার বেদ হরণ করলে স্বয়ং ভগবান ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্যরূপে মনুর নিকট উপনীত হলেন। ক্রমে সেই মৎস্য বড় হতে হতে মনু সত্যব্রতের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করে সর্ব্বৌষধি, সর্ব্ববীজ এবং ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে এক নৌকায় প্রবেশ করতে বললেন। মৎস্যের উপদেশে মনু অনুরূপভাবে নৌকায় আরোহণ করলে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হল। মৎস্যরূপী ভগবান নিজের শৃঙ্গ সাহায্যে সেই নৌকা রক্ষা করলেন। তারপর ভগবান হয়গ্রীবকে বধ করে ব্রহ্মার হাতে বেদ অর্পণ করেন।

মহর্ষি সনৎকুমার যম ও তাঁর ভগ্নি যমীর কাহিনী প্রসঙ্গে যমরাজ যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক সে কথা ব্যাখ্যা করে ধর্ম্মই যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে কথা প্রমাণ প্রসঙ্গে বললেন — পুত্রের কর্ত্তব্য পিতার আদেশ পালন, পতিব্রতা নারীর ধর্ম্ম একান্ত মানসে পতির সেবা করা। পতিব্রতা নারী সাবিত্রীর কাহিনী বললেন।

একদা ব্রাহ্মণ পুত্র দেবশর্ম্মা নদীতে স্নান করে বস্ত্র শুকাবার জন্য মাটির উপর মেলে দিলেন। সেই ভিজা বস্ত্রের উপর দুটি পাখি বসতেই দেবশর্ম্মা তাদের তিরস্কার করলে পরে পাখিদ্বয় পালিয়ে যাবার সময় ব্রাহ্মণের কাপড়ে মলত্যাগ করে। দেবশর্ম্মা ক্রোধ দৃষ্টিতে পাখিদের দিকে তাকাতেই তারা ভস্ম হয়ে যায়।

এবার ব্রাহ্মণ পুত্র মনস্থ করলেন ভিক্ষায় বাহির হবেন। এক গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে ভিক্ষা চাইলেন। সেই গৃহে ছিলেন স্বামী পরায়ণা সতী সাবিত্রী।

ব্রাহ্মণ দেখলেন সতী নারী ভিক্ষা দিতে আসবেন, এমন সময় তাঁর স্বামী বিদেশ থেকে হাজির। তখন মেয়েটি তাঁর স্বামীর সেবায় ব্যস্ত রইলেন। তারপর স্বামী সেবা শেষ করে অনেক পরে ভিক্ষা দিতে এলেন।

ভিক্ষা নেওয়ার পূর্ব্বে দেবশর্ম্মা ক্রোধ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন সাবিত্রী বললেন—'আমাকে আর পাখি পাননি যে তাকালে ভস্ম হয়ে যাব, ভিক্ষা গ্রহণ করে যথাস্থানে গমন করুন।

ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ পথে যেতে যেতে চিন্তা করলেন— এত দূর থেকে এ মেয়েটি কেমন করে পাখি ভস্মের কথা জানতে পারলেন? নিশ্চয়ই কোন ছলনাময়ী অথবা ত্রিকালজ্ঞ সাধিকা। আবার ব্রাহ্মণ মেয়েটির নিকট ফিরে গিয়ে পাখি ভস্ম জ্ঞাত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাবিত্রী উত্তর দিলেন— আমি স্বামী সেবা ছাড়া আর কোন ধর্ম্ম উত্তম বলে জানিনা। আর আমার স্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। অতএব তাঁকে একান্তমনে সেবা করার পুণ্যফলে আমি ভূত-ভবিষ্যৎ ও অতীতের সব কথা অনুধাবন করতে পারি। কৃষ্ণভক্ত স্বামী যার, এ সংসারে তার আর পাওয়ার কি আছে?

এভাবে সনৎকুমার পতিব্রতা কাহিনী বর্ণনা করে পৃথিবীর সমস্ত ভৌগোলিক কাহিনী প্রসঙ্গে সপ্তদ্বীপ, সপ্তনদী, নববর্ষ, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবতাদের অবস্থান প্রভৃতি বিশদাকারে বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি সনাতন ধর্ম্ম কথা ও তার পালন বিধি বর্ণনা করে বললেন — একমাত্র হরিভক্তি ছাড়া জীবের শান্তির কোন পথ নেই। আরও বললেন যে হরিভক্তি হীন মানুষ ও পশুতে কোন পার্থক্য নেই। একমাত্র হরিভক্তি পরায়ণ জীব মোক্ষলাভ করতে পারেন। আবার নিয়তি ও তাঁর অবস্থার কথা বর্ণনা করে তিনি মানবকুলের দেহান্তের পরিণামের কথা প্রসঙ্গে বললেন — সুকর্ম্ম করলে সুগতি হয় এবং কুকর্ম্ম করলে কু-গতি হয়। সেই সাথে মহাপাপাদি কথন ও শমনমার্গ নির্ণয় কাহিনী আলোচনা করলেন।

তারপর বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলেন আত্মবোধ কথা। তিনি প্রকাশ করলেন আত্ম প্রত্যয় না থাকলে মানবকুল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। দেহ পঞ্চভূতে গঠিত হলেও আত্মাকে ভগবানের বিশুদ্ধ শক্তি বলে চিন্তা করতে হবে। সেই জ্ঞান হল আসল ও সনাতন।

বৃহস্পতির উপাখ্যান ও তাঁর প্রতি গ্রহদোষ বিষয়ে বিশদাকারে বললেন। একদা দেবগুরু বৃহস্পতি অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যধামে বাচস্পতি পণ্ডিতরূপে অবস্থান করেন। রবিনন্দন শনি পিতার আদেশ মাথায় নিয়ে এলেন বাচস্পতির নিকট বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য। পণ্ডিত বাচস্পতিও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে যথাযথভাবে বেদ শাস্ত্রাদির যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। বাচস্পতির নিকট বিদ্যা শিক্ষা শেষ করে শনিদেব বিদায় নেওয়ার সময় গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। কিন্তু বাচস্পতি চেয়ে নিলেন তাঁর প্রতি কোন প্রকারে যেন কোন গ্রহদোষ না হয়। শনিদেব বললেন— গ্রহদোষকে বাধা দেওয়া কারো কোন ক্ষমতা নেই। বিধির লিখন অনুযায়ী যার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

অবশেষে বাচস্পতি পরিচয় পেলেন তাঁর এই উপযুক্ত শিষ্য অন্য আর কেউ নয় ছায়ার গর্ভজাত রবিপুত্র শনৈশ্চর। শিষ্য বিদায় নিলেন কিন্তু গুরুদেব বাচস্পতির মনে থেকে গেল গ্রহকোপের নিদারুণ ভয়।

একদিন গুরুদেব প্রাতঃস্নান সমাধা করে ফুলের সাজি হস্তে বাহির হলেন এবং এসে পৌঁছলেন এক মনোরম পুষ্পোদ্যানে, বীরবাহু নামে সেই দেশের রাজা মৃগয়ার জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিল তাঁর শিশুপুত্র। সহসা সকলের অলক্ষ্যে তাঁর শিশুসন্তান কিভাবে হরণ হয়ে গেল। সে সংবাদ শুনে সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাজা সৈন্যদের আদেশ দিলেন তাঁর শিশু সন্তানকে অনুসন্ধান করার জন্য। সৈন্যগণ রাজপুত্র অন্বেষণে এগিয়ে এসে দেখলেন বাচস্পতি ব্রাহ্মণের ফুলের সাজির মধ্যে রাজপুত্রের কাটা মাথা। সেই রক্তাক্ত সাজিসহ ব্রাহ্মণকে নিয়ে গেলেন রাজার নিকট। তাঁর সুবিচার করার জন্য মন্ত্রী অমাত্যদের অনুরোধ করলেন কিন্তু বিধির বিধানের উপর কেউ কোন আলোকপাত করতে পারলেন না। রাজাসহ সবাই অবাক বিস্ময়ে ঘটনার কথা অনুধাবন করতে লাগলেন। এমন সময় শনি দেবতা ছদ্মবেশে এসে রাজার কাছে উপনীত হয়ে বললেন— গুরুদেব বাচস্পতির কোন দোষ নেই। গ্রহদোষে পরস্পরের এমন অবস্থা। আপনি কালবিলম্ব না করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যথাযথভাবে সেবা করুন। আর শিশুপুত্র আপনার কক্ষমধ্যে রত্নময় শয্যাপরে শয়নে আছে লক্ষ্য করবেন।

এইভাবে সনৎকুমার ধর্ম্মাত্মা পবিত্র চিত্ত সূর্য্যনন্দন শনিদেবের চরিত্র প্রসঙ্গে বীরসেনের উপাখ্যান আলোচনা করলেন। তারপর আলোচিত হল রাজকর্ত্তব্য। একজন রাজা প্রজাদের পিতার তুল্য, অতএব তাঁর উচিত হবে ধর্ম্মপথে মন রেখে সুকর্ত্তব্য সাধন করা ও প্রজাদের পালন করা।

ব্রতপালন ও উপবাসে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার কথা প্রস্তাবিত হল, দেহ ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য স্নান করা একান্ত বিধেয়।

দেবর্ষি সনৎকুমার বিভূতি দ্বাদশীব্রত মাহাত্ম্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে পুষ্কর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে পুষ্পবাহনের উপাখ্যান বললেন। ব্রহ্মা প্রদত্ত পুষ্প বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজার নাম পুষ্পবাহন রাজা। এই রাজার রাজ্যে এক সময় অশান্তিজনক ঘটনা পরিলক্ষিত হলে তিনি অন্নদান দিয়ে রাজ্যের শান্তি ফিরিয়ে আনেন। প্রমাণিত হল যে অভুক্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে অন্নদান দিলে প্রভূত পুণ্যের লেশ পাওয়া যায়। সাধু গুরু বৈষ্ণব সেবায় পুণ্য ও সুকৃতি লাভ হয়। এবার বর্ণনা করলেন বিশোক দ্বাদশী ও লবণ ধেনুর কথা এবং সেই সাথে বহুবিধ ব্রতের বিবরণ। তড়াগাদি জলাশয় ও ব্রহ্মাদি প্রতিষ্ঠায় কি ফল পাওয়া যায় সে কথাও ব্যাখ্যা করলেন।

সৌভাগ্য শয়ন ব্রত বলতে গিয়ে তিনি দেবী পক্ষে সাধনার কথা বললেন, আশ্বিন ও চৈত্র মাসের যে শুক্লপক্ষে দুর্গা বা বাসন্তী পূজা হয় সেই পক্ষের চতুর্থীতে এই ব্রত করা বিধেয়। চার বৎসরে উদ্‌যাপন করা নিয়ম। এই ব্রত সধবা ও পুত্রবতীরা করতে পারে।

উক্ত চতুর্থীর দিনে ঘটস্থাপন করে ভগবতী দুর্গার অর্চ্চনা করবে। এই ব্রত করলে চিরদুঃখিনীও সুখলাভ করে থাকে।

আবার শিব দুর্গার মহিমা অবলম্বনে ঘোরদৈত্য বধ ও যোগিনীগণের উৎপত্তি কাহিনী বললেন।

মহাদেব একদা চিন্তা করতে করতে পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে নিজের দেহের ময়লা উত্তোলন করে মাটিতে নিক্ষেপ করা মাত্রেই তার থেকে জন্ম হল বিশালাকার ও মহাশক্তিশালী এক বিকটদর্শন দৈত্যের। শিব বরে বলীয়ান সেই দৈত্যের নাম হল ঘোরদৈত্য। একদা সেই দৈত্য নৃত্য করতে করতে গিয়ে হাজির হলেন পূর্ব্ব

দ্বারে। সেখানে জগৎজননী দুর্গার রূপ দর্শন করে কামোন্মত্ত হয়ে দেবীর নিকট রতি প্রার্থনা করলেন। দুর্গাদেবী তাকে তিরস্কার করলেন। তাতে সে ক্রোধান্বিত হয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল উভয়ের। দেবীর অঙ্গ থেকে যে তেজচ্ছটা নির্গত হতে লাগল তার থেকে সৃষ্টি হল বহু যোগিনী ও মায়াবিনীর।

তারপর ঘোরদৈত্যের নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মহাদেবী শিবের অনুমতি নিয়ে তাকে নিধন করলেন।

দেবীর দেহাভ্যন্তরে অদ্ভুত শতরকমের শিব দর্শন করলেন যোগিঋষিগণ। তারপর ব্রহ্মে বিশ্বের স্থিতি প্রসঙ্গে বর্ণনা করলেন শুক্রের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

এই বিশ্ব চিদাকাশে প্রকাশিত, সমুদয় জ্ঞান চিৎ স্বরূপ। চিদ্ব্যতীত কখনো অন্য কিছু হয় না। অতএব কর্ত্তা বা দ্রষ্টা কেউ নাই। এ বিশ্ব স্বপ্নময়, মুখের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হয় সেরূপ চিদাত্মা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হয়ে হৃদয়ে জগৎ প্রকাশ করে। তবে এক ব্রহ্মা ব্যতিত দ্বিতীয় নাস্তি, সেই ব্রহ্মাকে চিন্তা করলে চিত্তের শান্তি বজায় থাকে।

পুরাকালে মন্দর পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বাস করতেন মহামতি ভৃগু। বহুদিন ঘোরতর তপস্যা করে দেবকুলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, তবে তিনি উপাসনা করেও ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে অবস্থান করেছিলেন।

শুক্রাচার্য্য ছিলেন ভৃগুর পুত্র, অল্পবয়সে শুক্রাচার্য্য গিরিশৃঙ্গে অবস্থানকালে শূন্যমার্গে বেশ্যাকে দর্শন করে বিমোহিত হন। মনে মনে চক্ষু মুদিত করে তিনি অপ্সরাকে সম্ভোগ করার চিন্তা করলেন। বত্রিশ বছর এইভাবে চিন্তা করার পর তিনি স্থুলদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেন। আবার পুণ্য ক্ষয় হলে অমর লোক থেকে তাঁর পতন হয়। পরে বিপ্রনারী গর্ভে জন্ম নিয়ে সুমেরু শিখরে তপস্যায় রত হন। সেখানে এক অপ্সরাকে দর্শন করে কামভাবে তাঁর রেতঃ পতিত হয় ভূমির উপর। সেই রেতঃ এক হরিণী ভক্ষণ করলে তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। শুক্রাচার্য্য তাকে পালন করতে গিয়ে পুত্রের হিত চিন্তায় ঘোরতর সংসারী হয়ে পড়লেন। ভুলে গেলেন তিনি শ্রীহরির চিন্তা, তারপর দেহত্যাগ করে তিনি জন্ম নিলেন মদ্রদেশে। সেখানে বিবাহ করে রাজপদ লাভ করে সুখে প্রজাপালনে ব্যস্ত থাকেন। আবার তিনি সে রাজদেহ বিসর্জ্জন দিয়ে সঙ্গমাতীরে এক তপস্বীর সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

এদিকে ভৃগুমুনি ছিলেন তপস্যায় নিমগ্ন। শুক্র দেহত্যাগ করলে তাঁর শবদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তিনি মনে মনে দুঃখ ও ক্রোধান্বিত হয়ে কালকে শাসন করতে থাকেন।

কাল বললেন — প্রণাম নেবেন মহান পুরুষ। আপনি সবই জ্ঞাত যে বিধাতার বিধান অনুসারে আমাকে কার্য্য করতে হয়, অতএব জীবের কর্ম্মদোষে, মানবিকতার দোষে নানাবিধ ফল ভোগ করতে হবে। আমি নিমিত্ত মাত্র, সবই মায়াময়।

তারপর ইতিপূর্ব্বে শুক্রের বিভিন্ন জন্মে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল সে সকল বললেন। জীবের চিত্ত যে একমাত্র করণ কারণ তাও বোঝালেন। আত্মমন সংযুক্ত না হলে ব্রহ্মে একনিষ্ঠ ভক্তি জন্মায় না। জ্ঞানীগণ পঞ্চবক্ত্র পূজা অর্চ্চনার মাধ্যমে মনকে আয়ত্বে আনতে পারেন, মন দ্বারা সব কিছু সম্ভব।

পিণ্ডদানের কথা বলতে গিয়ে ব্রহ্মানন্দন বললেন — পুণ্যতীর্থ গয়াধামে পিতামাতার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান দিলে মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার কল্যাণ হয় ও উদ্ধার হয়ে তাঁরা আবার শান্তিতে পুনঃ জন্মলাভ করেন। পুত্রবাঞ্ছা করে গয়ায় পিণ্ড দিলে মনোস্কামনা পূর্ণ হয়। তারপর শিবলিঙ্গ স্থাপন, পুষ্পদান প্রভৃতির ফল ও শিবের সন্তুষ্টি বিধানের কথা ব্যাখ্যা করলেন। আবার তিনি প্রতিমাসে অষ্টমীতিথিতে পূজা প্রকরণ ও তার ফল বলেন। লক্ষ্মনাষ্টমী ব্রত উপলক্ষে বিবিধ প্রকারে শিবপূজার মহিমা বললেন।

দানধর্ম্ম বিধিতে অন্নদান একমাত্র শ্রেষ্ঠ দান বলে বিহিত। স্বর্ণদান, ভূমিদান এবং গন্ধদান করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। বিপ্রকে জলদান করলে হয় রূপবান, বিপ্রকে রজতপাত্র দান দিলে গন্ধর্ব্বকুলে অবস্থান করে। গোদানে কল্যাণ হয় ও দুগ্ধবতী গাভীদানে স্বর্গলাভ হয়, গৃহদানে অশ্বমেধ ফল ও সৎপাত্রে কন্যাদানে সনাতনধামে গতি হয়। তারপর একাদশী ব্রত ফলের কথা বলে সনৎকুমার শিব শিরে চন্দ্রোৎপত্তির কাহিনী বললেন।

শিব চন্দ্রকলা শিরোপরে কেন ধারণ করেন সেকথা দুর্গা প্রশ্ন করলে শিব বললেন — তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নেই। শিব ও শিবা অভিন্ন হৃদয় কিন্তু পুরাকালে তোমাতে ও আমাতে একবার বিচ্ছেদ ঘটায় আমি যত্র তত্র ভ্রমণ করতে থাকি। মাঝে মাঝে যে যে বৃক্ষে অবস্থান করেছিলাম সেই সেই বৃক্ষ আমার মনানলে দগ্ধ হয়। গিরিশৃঙ্গও দগ্ধীভুত হয়ে গেল আমার তেজে, সূর্য্যও সে সময় হীন তেজা হয়ে যায়। এরূপ নানাভাবে জগতের মলিন অবস্থা লক্ষ্য করে দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন, ব্রহ্মা বললেন— ভার্য্যা রহিত হয়ে শিবের রোষ-দীপ্তিতে এইসব অমঙ্গলজনক ঘটনা ঘটছে। শিবকে শান্ত করতে চল আমরা সবাই চন্দ্র ও অমৃত কুম্ভ নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হই। তারপর চন্দ্রকে নিয়ে দেবগণ অমৃতপুরিত কুম্ভ মধ্যে রেখে আমার নিকট হলেন আমার তেজকে শান্ত করবার জন্য। সবাই এসে আমার কৃপাদৃষ্টি চেয়ে বিদগ্ধ জগতকে পরিত্রাণ করতে বললেন। আমি আনন্দিত হয়ে অমৃত কুম্ভ থেকে অঙ্গুলী দ্বারা সুধা তুলতেই আমার নখাঘাতে অর্দ্ধচন্দ্র উঠে আসে। সেই চন্দ্র ললাটে রাখতেই আমার তেজ হরণ হয়। সেই তেজ বিষ রূপে কণ্ঠে গমন করতেই আমার নাম হয় নীলকণ্ঠ। তারপর শিব তাঁর বিভূতি কীর্ত্তন প্রসঙ্গে পর্নাদি ঋষির উপাখ্যান ব্যাখ্যা করলেন। বর্ণনা করলেন তাঁর অষ্ট নামের ব্যুৎপত্তি ও লিঙ্গার্চ্চনের ফল এবং অষ্ট ষষ্ঠী সংখ্যক অবস্থান পীঠ ও নন্দীশ্বর যোগ কথা।

ভগবান শিবের ধ্যানের ফলাফল, ধ্যানযোগ প্রাণায়ামাদি, যোগসাধন ও বারাণসী মাহাত্ম্য কথা বিশদ-ভাবে কীর্ত্তন করার পর হরিকেশ নামক যক্ষের উপাখ্যান প্রসঙ্গে বললেন— পূর্ব্বকালে পূর্ণভদ্র নামে এক যক্ষ ছিল। তাঁর পুত্র ছিল হরিকেশ, তিনি ছিলেন পরম ধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান। আজন্ম তিনি শিব ভক্তিতে আপ্লুত পিতার সাথে বিবাদ করে তিনি সংসার রহিত হয়ে পরমেশ্বরের তপস্যায় নিমগ্ন হন। তপস্যাস্থলে বল্মিকের আবরণ ও পিপীলিকা পর্যন্ত ভীড় জমায় ও তাঁর দেহে দংশন করে। কিন্তু দিবানিশি তিনি দেব পঞ্চাননের চিন্তা-ভাবনা ব্যতিত আর কিছুই জানেন না। একদা শিবদুর্গা ভ্রমণে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে পরম খুশী হয়ে মহাপুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে অবস্থান করতে আদেশ দিলেন।

তারপর শিবের তপশ্চয়নাদি ব্রতানুষ্ঠানের কারণ ও তৎপ্রসঙ্গে অপূর্ব্ব উপাখ্যান ব্যাখ্যা করলেন। আবার নারায়ণের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গালব ঋষির সঙ্গে রাজা চিত্রকূটের দ্বন্দ্বের কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন।

ব্রহ্মার বরে ত্রিপুরনগরী নির্ম্মাণ, ত্রিপুরাসুরের দৌরাত্মে শিবের নিকট দেবগণের গমন ও স্তব কথা, ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধোদ্যোগ ও অসুর দহন কথা বললেন। স্বয়ং মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন বলেই তাঁর অপর নাম ত্রিপুরারি।

এবার বললেন মহেশ্বর যোগ কথা। দেহের মধ্যে যত নাড়ী বিদ্যামান আছে তার মধ্যে প্রাণ নাড়ী সকলের শ্রেষ্ঠ। শিবসম শক্তি ধারণ করে সেই নাড়ী। যিনি দেবাদিদেব শিবকে দিবানিশি ভজনা করেন তাঁর ইহকাল ও পরকাল সম্পূর্ণ সচ্ছল। জ্ঞানী মানবকুল ষট্চক্র সহযোগে মহাদেবকে গুরুরূপে আশ্রয় করে পরম মুক্তি লাভ করেন। তাঁর নিকট নিত্যকাল মেধা, ধৃতি, কীর্ত্তি, শ্রী ও সরস্বতী উমাদেবী সহ বসবাস করে। অন্তকালে অবশ্যই তিনি আনন্দধাম প্রাপ্ত হবেন। এই বিচারে তিনি শিবপুরাণের পূর্ব্বখণ্ড সমাধা করলেন।

উত্তর খণ্ড

নৈমিষকাননবাসী ঋষিগণ ব্রহ্মানন্দন সনৎকুমারের মুখে শিব মাহাত্ম্য কথা শুনে পরম আনন্দিত হয়ে বললেন— এবার প্রয়াগতীর্থে বামদেব মুনির আশ্রমে তৃপ্তি নামক একজন মহান ঋষি এসে উপনীত হলেন। শুভযোগে মাঘমাসে মুনিবর প্রয়াগতীর্থে স্নান করে শ্রীমাধব দর্শন করে বামদেবাশ্রমে এসে উপনীত হন। তিনি ছিলেন শিবের পরম ভক্ত এবং শিব সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। বামদেব সেই আশ্রমে অবস্থান করে যে সকল সুখাবহ ও পাপ...শন কথাগুলি বলেছিলেন তৃপ্তি মুনি সহ অন্যান্য মুনিবর্গকে সেই কথাগুলি পরিবেশন করছি শ্রবণ করুন।

তিনি বললেন — প্রলয়কালে প্রবল বায়ুতে বিশ্ব বিনষ্ট হলে একার্নব মাঝে কুন্দেন্দুস্ফটিক নিভ অতীব সুন্দর জগত ঈশ্বর মহেশ্বর ত্রিনয়নরূপে আবির্ভূত হন। তিনি 'মা-ভৈ-মা-ভৈ' শব্দ উচ্চারণ করার সাথে তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ থেকে পদ্মযোনি ব্রহ্মার জন্ম হয়, বামাঙ্গ হতে বিষ্ণু ও রুদ্রদেব জন্ম নিলেন হৃদয় দেশে। জন্মমাত্রে রুদ্রদেব তিরোহিত হলেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু দু'জনে নানান কথা অলোচনার মাধ্যমে ব্রহ্মা বললেন আমি বিশ্বকর্ত্তা আর তুমি বিষ্ণু বিশ্বপিতা, কিন্তু সংহার কর্ত্তা কোথায় আছেন?

এইভাবে আলোচনারত অবস্থায় তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন জলের ভিতর থেকে মহালিঙ্গ আবির্ভূত হলেন। জ্বালামালা সমাকুল সেই লিঙ্গবরকেদর্শন করে বিস্মিত হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু, দুর্নিরীক্ষ তেজপূর্ণ সেই লিঙ্গ দর্শন করে উর্দ্ধভাগে ব্রহ্মা ও নিম্নভাগে নারায়ণ গমন করে কোন সীমা না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হলেন। তারপর শিবের মস্তক হতে কেতকী পতিত হলে ব্রহ্মা তাহা নারায়ণকে দেখিয়ে বলেন— আমি শিবের উর্দ্ধসীমা থেকে কেতকী পুষ্প নিয়ে এলাম। এর সত্য-মিথ্যা কারণ জিজ্ঞাসা করায় কেতকী ব্রহ্মার স্বপক্ষে

মিথ্যা কথা বলায় বিষ্ণু অভিশাপ প্রদান করেন। কেতকী আর শিবের মস্তকে কোনদিন স্থান পাবে না। কেতকী বিষ্ণুর নিকট কাকুতি-মিনতি করে আবার শিবচতুর্দ্দশী দিনে শিবলিঙ্গে স্থান পেতে পারে বলে কৃপা করলেন। যে ব্যক্তি শিব চতুর্দ্দশী তিথিতে কেতকী ফুল নিয়ে শিবলিঙ্গে অর্পণ করবেন তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হবে। তারপর বিষ্ণু ও ব্রহ্মা নানাভাবে শিবকে স্তব করলেন।

জগৎকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা শিবকে আরাধনা করার জন্য উপনীত হলেন হিমালয়ে। শিবের সহস্রেক নামমালা পাঠ করে স্তব করায় ব্রহ্মার প্রতি শিব সন্তুষ্ট হলেন এবং ব্রহ্মাকে বর দিতে চাইলে ব্রহ্মা বললেন— আমাকে এই বর দেন যেন আপনার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে ও আপনার মাহাত্ম্য যেন আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

ব্রহ্মাকে শিব তাঁর দ্বাদশ লিঙ্গ অবস্থানের কথা কীর্ত্তন করে ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

তারপর দেবী সরস্বতী সহ দেবগণ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পূজা সমাধা করে সানন্দে অমরলোকে গমন করেন।

তারপর বামদেব মুনি নির্গুণ শিব ব্রহ্মের স্বগুণত্বের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহাবলশালী ত্রিপুরাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্য আক্রমণ এবং বিষ্ণু, যম, বরুণাদি দেবতাগণের শক্তি ও বাহনগুলিকে হরণ ও ব্রহ্মধাম হরণে আগমনের কথাগুলি বললেন, ত্রিপুরাসুরের অত্যাচার দেখে দেবতাগণ পালিয়ে চলে গেলেন শিবের নিকট হিমালয়ে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ দেবতাগণ যখন শিবের উদ্দেশ্যে স্তব করছেন এমন সময় উপমন্যু ঋষি সেখানে এসে হাজির হলেন। ঋষি বললেন — এতদিনে আমার শিবপূজা সফল হল। ব্রহ্মা বিষ্ণু দুজনকে প্রত্যক্ষে দর্শন করলাম। গরুড়কে ডেকে বললেন— তোমার জন্ম সার্থক, দিবানিশি শ্রীহরিকে স্কন্ধে বহন করছ, হংস বিধিকে বহন করছে। এবার ব্রহ্মা উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করলেন— কি প্রকারে শিবকে তুষ্ট করা যায়?

উপমন্যু বললেন — এ প্রশ্ন দুরূহ, তথাপি বিধির আদেশে যতটুকু জ্ঞাত আছি প্রকাশ করব। 'ভগবান শিব নির্লিপ্ত এবং নির্গুণ— বিগ্রহ বিহীন। সজ্জন লোকের তিনি একমাত্র গতি। দুই অক্ষর 'শিব' নামে তাঁর স্তব করলেও সিদ্ধিলাভ হয়।

ব্রহ্মা দেবতাগণকে বললেন — শিবতুল্য ঋষি উপমন্যু, অতএব তিনি যেভাবে শঙ্করকে ডাকার কথা বলেন সে সব কথা আমাদের শুনতে হবে।

তারপর সকলে মিলিত হয়ে ভগবান শঙ্করকে উপাসনা করার পর তিনি তুষ্ট হয়ে বললেন — মধ্যাহ্ন সময়ে সেই দুরাত্মা ত্রিপুরের জন্ম হয়, তিনলোকে পুজ্য বলেই তার নাম ত্রিপুরাসুর। জন্ম মাত্রে তিনি তপস্যা করতে গেলেন উদয়াচলে। ব্রহ্মার কাছে অমর বর প্রার্থনা করতে গিয়ে বললেন — একবাণে যে ব্যক্তি এই ত্রিলোক ভেদ করতে পারবেন তাঁর হাতে আমার মহাপ্রয়াণ ঘটবে, সেই বর নিয়ে আজ ত্রিপুরাসুর ত্রিভুবনে তার অত্যাচারের মহা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রিভুবনবাসীকে রক্ষা করার জন্য শিব নিধন করতে গেলেন ত্রিপুরাসুরকে। শিবের সাথে তার ঘোরতর যুদ্ধ চলল বহুদিন যাবৎ। তাতে অসুরকে বধ করতে না পেরে তিনি তাঁর বিখ্যাত পাশুপত নামক অস্ত্রে ত্রিভুবন ভেদ করে ত্রিপুর দৈত্যকে বধ করলেন।

বিশালাকার ত্রিপুর দৈত্য ভূমিতলে নিপতিত দেখে সকল দেবতাগণ আনন্দে বাদ্যধ্বনি করতে থাকেন। ভূপতিত অসুর ত্রিপুরের বক্ষোপরে দণ্ডায়মান হয়ে নৃত্য করতে থাকেন দেবাদিদেব শঙ্কর। শিবনৃত্য দর্শন

করার জন্য মহামায়া দুর্গাদেবী সেখানে এসে উপনীত হলেন। ত্রিপুরাসুর বধের সংবাদ শুনে স্বয়ং ভগবান শ্রীহরিও সেখানে উপনীত হয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন শিবকে। আর তুষ্ট হয়ে শিবকে তাঁর বাহনরূপে বৃষকে প্রদান করলেন।

এবার ঋষিবর সর্ব্বসমক্ষে শিবের সতীলাভ ও যজ্ঞে তাঁর দেহত্যাগের বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন — ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ। তাঁর পরমা সুন্দরী ও অতীব গুণান্বিতা কন্যা সতীকে দর্শন করে ব্রহ্মা তাঁকে শিবের হস্তে দান করবেন বলে মনে মনে পরিকল্পনা করলেন। পদ্মযোনি দক্ষের নিকট গিয়ে শিবের বিবরণ দিয়ে তাঁর কন্যা সতীকে নিয়ে হিমালয় গুহায় গিয়ে শিবের করে অর্পণ করলেন।

একদা জামাতা শিবের নিকট অসম্মানিত হয়ে প্রজাপতি দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে শিবের পরিবার ব্যতিত সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। বিনা নিমন্ত্রণে সেই যজ্ঞে শিবপত্নী সতী উপস্থিত হয়ে পিতার মুখে পতির নিন্দা শুনে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন সমস্ত দেবতামণ্ডলী।

এদিকে কৈলাসপুরে শশাঙ্ক শেখর জ্ঞান চক্ষে সব দর্শন করে ক্রোধান্বিত হয়ে ভীষণাকার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করলেন। তাঁর ললাট ঘর্ম্ম থেকে এক মহাবীরের জন্ম হল তাঁর নাম বীরভদ্র, শিব তাঁকে অভেদ্য নামক কবচ, অক্ষয় তূণ, পঙ্কজ মালা ও পরশু নামক বস্ত্র প্রদান করলেন। বীরভদ্র গিয়ে দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট করে দক্ষকে নিধন করেন, দক্ষের কাটা মাথা ভূলুণ্ঠিত হতে দেখে দেবগণ ভয়ত্রস্থ হয়ে পশুপাখীর রূপ ধারণ করে পলায়নরত।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ করে পালাতে চেষ্টা করলে শিব তাঁকে ধরে বিনাশ করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা স্তব আরম্ভ করলেন শিবের উদ্দেশ্যে। শিব তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে ব্রহ্মা বললেন — দক্ষ পুনরায় জীবিত হোক আর যে যে দেবতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁরা যেন প্রাণ ফিরে পায়, ছাগ মস্তক নিয়ে দক্ষের স্কন্ধে যোজনা করে বাঁচান হল। করজোড়ে দক্ষ শিবকে স্তব করলেন, তুষ্ট হয়ে মহাদেব বীরভদ্রকে রুদ্রশ্রেষ্ঠ করে প্রেরণ করলেন কৈলাসধামে। তারপর যজ্ঞ সমাপ্ত হল।

একদিন ব্রহ্মা নিজ বাসে অবস্থান করে নিজ কন্যাকে দর্শন করে মোহিত হলেন। এমন কি তাঁকে অত্যন্ত কামবানে জর্জ্জরিত দেখে ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে অধোবদনে অন্তর্গৃহে গমন করলেন এবং ব্রহ্মাও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। ব্রহ্মা সন্ধ্যার হস্ত ধারণ করতেই তিনি বল পূর্ব্বক নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মৃগীরূপ ধারণ করে ছুটতে লাগলেন। ব্রহ্মাও ছুটলেন মৃগরূপ ধারণ করে মৃগীর পশ্চাতে। মৃগীরূপা সন্ধ্যা স্বর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। মৃগরূপী ব্রহ্মাও সেখানে গেলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মাকে বোঝালেন কিন্তু ব্রহ্মা বুঝলেন না। তাঁর মনের সঙ্কল্প সন্ধ্যার সাথে অবশ্যই রতিক্রীড়া করবেন। মৃগী মৃগের এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে পালিয়ে গেল। মৃগও তার পিছে পিছে ছুটল, এই দৃশ্য দর্শন করে শিব মৃগরূপী ব্রহ্মাকে নাশ করবার জন্য সরোষে উদ্যত হলেন। মৃগকে নিহত দেখে মৃগী আনন্দমনে স্বর্গে গমন করল। এবার মৃগদেহ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মা শরণ নিলেন ভগবান শিবের। শিব তাঁকে অনেক উপদেশ দিয়ে ক্ষমা করলেন।

এদিকে গিরিবর হিমালয় নারদের নিকট শিবমন্ত্র দীক্ষা নিয়ে আরাধনা করতে থাকেন। হিমালয় পত্নী মেনকাও শিব মন্ত্র গ্রহণ করে শিবের পূজা আরাধনায় ব্যস্ত, কালক্রমে শিবের বরে মেনকার গর্ভে সতীর আবির্ভাব হয়, দ্বাদশ বর্ষ গর্ভ ধারণের পর তিনি গৌরীকে প্রসব করেন। পিতার আদেশ মাথায় নিয়ে

মেনকার কন্যা গৌরী হিমালয় শিখরবাসী শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যায় ব্রতী হন। তিনি মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চিন্তান্বিতা।

দেবতাদের আদেশে মদনদেব শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি করানোর জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন পুষ্পশর। শিব বুঝতে পেরে ক্রোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভস্ম করলেন কামদেব মদনকে। মদন পত্নী রতি স্বামীশোকে আকুল। রতিদেবী শিবকে আরাধনা করে বর নিলেন তাঁর স্বামীকে পুনরায় ফিরে পাবার জন্য। শিবের আদেশে রতি শম্বরাসুর গৃহে অবস্থান করলেন।

অপরদিকে শিবকে লাভ করার জন্য উমা কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। মদনবানে শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় তিনি উমাকে পাবার আশায় তাঁকে বর দিতে গেলেন। জটিল বেশে শিব উমার তপস্যাস্থলে আবির্ভূত হয়ে মনোমত বর প্রদান করেন।

তারপর একসময় শিব কুম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে উমাকে পরীক্ষা করার জন্য মায়াবলে এক শিশু সৃষ্টি করলেন। পর্ব্বত উপরে শিশুকে নিয়ে উৎপীড়ন করায় সে বাঁচাও-বাঁচাও বলে চিৎকার আরম্ভ করে দিল। শিশুর চিৎকার উমার কর্ণগোচর হতেই উমা তাকে উদ্ধার করতে ছুটে গেলেন। গ্রাহরূপী শিব বললেন—আমার খাদ্যকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। শিশুর বদলে উমা অন্য ফলমূলাদি খাদ্য দিতে চাইলে শিব তাতে রাজি হলেন না। উমা নিজের পুণ্যাদি দিয়ে গ্রাহরাজকে স্বর্গে পাঠাতে চাইলে শিব খুশী হয়ে শিশুকে ত্যাগ করেন। উমার কোলে শিশুকে দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে দেবরাজ তাকে নিধন করতে উদ্যত হন। তারপর শিশুরূপী স্বয়ং মহেশ্বরকে উপলব্ধি করে শিশুক্রোড়ে উমাকে স্তব করলেন দেবতাগণ।

উমার বিয়ের আয়োজন করলেন গিরিরাজ হিমালয়। দেবতা মুনিবৃন্দ তাঁর বিয়েতে যোগদান করে শুভ বিবাহকে সাফল্যমণ্ডিত করলেন।

ব্রহ্মানন্দন সনৎকুমার তারকাসুর বধ প্রসঙ্গে কার্ত্তিকের জন্ম কথা ও তাঁর নাম স্কন্দ হওয়ার বিশেষ কারণও বললেন।

তারকাসুর নিধন করে স্বর্গের উৎপত্তি কথাও আলোচিত হল। কার্ত্তিকের তীর্থযাত্রা কথা ও গণেশের যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে গণপতিত্ব লাভের কথাও বললেন।

ষড়ানন কার্ত্তিক ভ্রমণ করলেন কেদার, কৌশিকী, সরয়ু, কালিন্দী, প্রয়াগাদি নানা তীর্থ। পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হয়ে সাগর তীরে কার্ত্তিকের সাথে সাক্ষাৎ করে দেবী মহামায়া নেত্রজল বিসর্জ্জন দিলে তাহা হতে জন্ম হয় অঞ্জন পর্ব্বত আর ক্রোধ হতে জন্মায় জ্বালামুখী। দেবীর সিন্দুর হয় গৈরিক পর্ব্বত। একসময় হরপার্ব্বতীকে কৈলাসে বিহার করতে দেখে উমার সখী জয়ার ইচ্ছা জাগল শিবসাথে বিহার করার জন্য। বিষয়টি উমা বুঝতে পেরে তাঁকে মানবী হতে অভিশাপ দিলেন। সাথে সাথে অভিশপ্তা জয়া মানবী হয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রথমা ভার্য্যা হলেন, সেইকালে শিব ছদ্মবেশে গিয়ে জয়ার মনোবাসনা পূর্ণ করায় জয়ার নন্দী ভৃঙ্গি নামে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অদ্যাবধি নন্দী-ভৃঙ্গি শিব দুর্গার স্নেহভাজন হয়ে কৈলাসে বাস করছেন।

আবার বামদেব মুনি বলতে আরম্ভ করলেন মণিকর্ণিকার উৎপত্তি ও তার মাহাত্ম্য। মহাতীর্থ কাশীধামে গঙ্গাস্নানের নিয়ম ও কাশীকৃত পাপের ফল, অন্যগৃহে যাত্রাবিধি প্রভৃতি বর্ণনা করলেন।

এবার তিনি বানরাজার কাহিনী অবলম্বনে অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক উষা হরণ ও মহাকালের উৎপত্তি কথা বললেন। আদিকালে দৈত্যপতি বলির পুত্র ছিলেন বান। সাতাশ কোটি লিঙ্গ পুজা করে তিনি মহাদেবের

নিকট থেকে বর পান যে শিব সহচরগণসহ সর্ব্বদা তাঁর গৃহে বাঁধা থাকবেন। পরে আবার শিবকে খুশী করে বর নিলেন সহস্রেক বাহু। বানরাজার হাজার বাহু হল। আবার শিবকে পূজা করায় শিব বর দিতে চাইলে রাজা বললেন— যুদ্ধহেতু আমার বাহু কণ্ডু হয়েছে, সে কণ্ডু নাশ কর দয়াধার। শিব বললেন — পিতা পুত্রে কোনদিন যুদ্ধ হয় না, অতএব তুমি অন্য বর চাও। কিন্তু বারবার একই বর চাওয়াতে শিব রোষ ভরে বললেন— ভগবান কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সাথে যুদ্ধে তোমার কণ্ডু সংহার হবে।

একদিন বানকন্যা উষা স্বপ্নযোগে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের রূপ দর্শন করে মোহিত হলেন। রাজকন্যার সহচরী যোগবলে সেই অনিরুদ্ধকে নিয়ে এলে উষা তাঁর সাথে বিহারে রত হন। বানরাজা এই কথা শুনে অনিরুদ্ধকে বন্ধন করে শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। ক্রমে দেবতা দানবে যুদ্ধ ঘোরতর হয়। বানরাজার চারটি বাহু রেখে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বাহু ছিন্ন করে। তারপর বানকে পরাস্ত করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলে যান পৌত্র ও পৌত্র বধূকে নিয়ে।

এদিকে ছিন্নবাহু নিয়ে বানরাজ কাশীধামে চলে গেলে মহাদেব তাঁকে সেখানে মহাকালরূপে কাশীর দুয়ারী হয়ে চিরকাল থাকতে আদেশ দিলেন। একদা হরগৌরী বিহারকালে কীর্ত্তি ও বাস নামক দু'জন অসুর মা গৌরীকে দেখে মোহিত হয়। তখন শিব ও দুর্গা দুজনে গোপ-গোপিনী বেশ ধারণ করেছিলেন। দৈত্যদ্বয়ের অবস্থা লক্ষ্য করে শিবকে উমা বললেন — অবিলম্বে দৈত্যদের নিধান কর। শিব বললেন — আমার হাতে ওরা ধ্বংস হবে না, হবে তোমার হাতে। ওরা ক্রমিল রাজার পুত্রদ্বয় অভিশপ্ত হয়ে ধরায় এসেছে। তুমি দু'জনকে বিনাশ করে প্রজা রক্ষা কর। অবশেষে দেবীর পদপিষ্ট হয়ে অসুরদ্বয় মারা গেল ও পাতালপুরে চলে গেল। সেইস্থানে এক হ্রদের সৃষ্টি হল, তার নাম দেবী হ্রদ।

তারপর শিব কর্ত্তৃক উমার পদসেবা শূলাঘাতে শঙ্কর বাপীর উৎপত্তি, উমাকে কজ্জল প্রদান ও গোদাবরীর প্রতি অভিশাপ কাহিনী ব্যাখ্যা করলেন। হরগৌরীর মনোময় রাসলীলা ও শিবের অষ্টোত্তর শতনাম কীর্ত্তন করলেন। যে নামে সকল বিঘ্ন বিনাশিত হয়।

বারাণসী তীর্থ সমান একাম্র কানন। সেখানে চৈত্রমাসে শিবারাধনা করলে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

মহাশক্তিশালী অসুর হিরণ্যাক্ষ ধরনীকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গেলে বিষ্ণু তাঁকে উদ্ধার করেন বরাহরূপ ধারণ করে। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধকালে স্বয়ং বিষ্ণু শিবকে সাধনায় তুষ্ট করে সুদর্শন চক্র লাভ করেন।

দেবাসুরে মিলিত হয়ে সমুদ্র মন্থন করলে দ্বিতীয় মন্থনে যে কালকুট বিষ উঠেছিল শিব সে সকল পান করে জগৎকে রক্ষা করেন। তখনও তাঁর নীলকণ্ঠ নাম হয়।

মৃকণ্ডু মুনির পুত্র মার্কণ্ডেয়ের আয়ু ছিল মাত্র সাতবর্ষ। এই ভগবান শিবের আরাধনা করার ফলে মার্কণ্ডেয়ের আয়ুষ্কাল হয় সপ্তকল্প। একেবারে চিরজীবি হয়ে গেলেন। কয়েকবার মৃত্যুদূত এসে বিমুখ হয়ে ফিরে গেছেন, মার্কণ্ডেয় মুনির নামে পুরাণ প্রকাশিত হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

বামদেব মুনি তুণ্ডি ঋষিবরকে শিব চতুর্দ্দশী ব্রত বিধির কথা ও পূজা প্রকরণ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে শোনালেন। তারপর শিবরাত্রি প্রসঙ্গে দ্বিজ কৃষ্ণ শর্ম্মা কিভাবে পিশাচ রূপ ধারণ করেছিলেন সে কথাও গল্প করে শোনালেন। আরও বললেন যে প্রত্যহ সন্ধ্যা ও সকালে শিবলিঙ্গ পূজা করলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

আবার তৃপ্তি ঋষি যোগিনীগণের উৎপত্তি, ঘোরদৈত্য বধ ও শিবের অদ্ভুত দর্শন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বললেন —

শ্রুতং হি সাধনং সর্ব্বং ত্বন্মুখাম্ভোজনির্গতং।
পরং পারং পরং পুণ্যং পবিত্রং পরমং মহৎ।।
যোগিন্যুৎ পত্তিকথনং ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভং।
কথয়স্ব মহাদেব কেবলানন্দসং স্থিতং।।

ঋষিগণ পুনরায় সনৎকুমারের কাছে উমা-প্রিয়তমা যোগিনীগণের জন্মবৃত্তান্ত শুনতে চাইলে তিনি বললেন, — "দেব পঞ্চানন যেমন বলেছিলেন আমি তোমাদের তাই শোনাব। উমা যোগিনীদের জন্মবৃত্তান্ত জানতে চাইলে মহেশ্বর বলেছিলেন মহাপ্রলয়ের কালে ত্রিভুবনে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন আমি সহাস্যে তোমাকে বলি আমার থেকে তোমার শক্তি বেশী কি কম তার পরীক্ষা হোক। এই হেতু তোমাকে জিজ্ঞসা করি, ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও থাকার জায়গা নেই দেখতে পাচ্ছি। এখন বলতো আমি কোথায় থাকবো?" আমার এই কথায় রোষবশে তোমার চোখ লাল হয়ে ওঠে, তুমি নিষ্ঠুর বচনে আমাকে বল, "হে দেব! আমাকে নির্ভর করেই তুমি যে কোন কাজ কর। আমার শক্তি ভিন্ন তুমি শবরূপে অবস্থান কর। আমার অকার্য্য কিছুই নেই, আমি সর্ব্বদা পরমা প্রকৃতি রূপে বিদ্যমান। এই চরাচর বিশ্ব আমার মায়ায় নির্ম্মিত হয়েছে। আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুই শক্তি আমার অন্তরে আছে।" তোমার এই কথায় আমার শিরে বজ্রপাত হল। কিছুকাল মৌন হয়ে থেকে আমি পৃথিবীর পশ্চিমদিকে গিয়ে নিজ দেহমহল থেকে বিকটাকার ও অতি মহাকায় এক দৈত্য সৃষ্টি করলাম। যার দৈর্ঘ্য কোটি যোজন, বিস্তার বত্রিশ লক্ষ্য, এক কোটি হাত ও চোখ এবং পঞ্চাশ লক্ষ মুখ। এইরূপে দানব পতি সৃষ্টি করে তোমার কাছে আসলে তুমি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে জীবহীন এই জগত পুনরায় দর্শন করতে চাইলে আমার সঙ্গে জগত দর্শনের জন্য পশ্চিম দিকে নিয়ে যাই। সেইস্থানে অবস্থিত দৈত্যবর তোমাকে দেখে কামশরে অভিভূত হয় এবং হস্ত প্রসারিত করে তোমাকে ধরতে অগ্রসর হয়। সেই দুরাচার চাটুবাক্যে বলে, "তুমি আমার জীবনে সর্ব্বেশ্বরী হয়ে আমাকে মদন সাগর থেকে উদ্ধার কর। হে প্রেয়সী, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছিনা। তুমি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কর।" এই কথা শুনে তুমি কটাক্ষে বল, 'শোন দৈত্যরাজ, তুমি স্বর্গভোগী, বীর্য্যবান ও দেবগণাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আমার প্রতিজ্ঞা পালন করলে আমি তোমাকে বরণ করব। আমাকে যে যুদ্ধে পরাস্ত করবে তাকেই আমি পতিত্বের আসনে বসাবো।'

তোমার এই কথায় দৈত্যরাজ রোষবশে চোখ নীল করে গর্জ্জন করলে তার রূপ দেখে আমি বিহ্বল হই। সেই দুরাচার তোমাকে ধরতে ধাবিত হলে তার পদাঘাতে গিরিগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে সবেগে সাগরে পড়ে। তার অঙ্গের প্রবাহিত বায়ুতে জলমণ্ডল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

অতঃপর দৈত্যবর তোমার সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সে নানা অস্ত্র ক্ষেপণ করে, কিন্তু তা ভস্মীভূত হয়ে ভূতলে পড়ে। কোটিবর্ষ ধরে অবিরাম সেই যুদ্ধে চলতে দেখে ভয়াতুর হয়ে আমি সূক্ষ্মতনু ধারণ করে তোমার দেহে আশ্রয় নিই, কোনভাবেই দৈত্য তোমাকে বধ করতে না পেরে অবশেষে নিজ কলেবর বৃদ্ধি করে।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী ভয়ঙ্কর নিজ কলেবর দেখে হৃষ্ট হয়ে সে বলে, ' হে দুষ্ট নারী! তোমার পালাবার সাধ্য নেই। আমি তোমাকে এখুনি বধ করব।' অবশেষে তুমি রোষ ভরে বললে, 'ওরে দুরাচার! আমি তোকে সংহার করব, এই জগত সংসার আমার সৃষ্ট, আমিই অখিল বিশ্বের রক্ষা ও পালন কর্ত্তা, আমিই সেই সনাতন ব্রহ্ম, দুষ্ট ও শিষ্ট যেভাবে লোকে আমার পূজা করে সেইভাবেই তাকে আমি ফল বিতরণ করি ও তার মনোস্কামনা পূর্ণ করি। আমার প্রসাদে নিৰ্ব্বাণ ও মুক্তি লাভ হয়। বহুদিন তুমি দুষ্টভাবে আমাকে লাভ করার জন্য বাসনা করেছ। আমার জন্য বহু শ্রম করায় আমি মহাপ্রীত হয়ে তোমাকে শিবসদৃশ মনে করেছি। বহু ধ্যান করেও যোগীরা যে রূপ দেখতে পায় না, সন্তুষ্ট হয়ে আজ আমি তোমাকে সেই রূপ দেখাবো। যে রূপ দেখতে সুর, অসুর, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ অপ্সর সকলে বাসনা করে অবিলম্বে তুমি তা দর্শন কর।' এই বলে তুমি 'আমি কালী' এই উচ্চারণ করে কৃষ্ণবর্ণা ঘোররূপ কালিকামূর্ত্তি ধারণ করলে। মহাকালের উপর মুণ্ডমালা গলে, মুক্তকেশী হাস্যমুখী দেহ থেকে ঘন ঘন তেজোরাশি নিঃসৃত হচ্ছে। সেই রশ্মি থেকে কোটি কোটি যোগিনী জন্মলাভ করে কালীস্তব করতে লাগল। সূর্য্যের মত দীপ্তিময়ী যোগিনীরা ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। এইভাবে অপূৰ্ব্ব সুন্দরী যোগিনীদের জন্ম হয়। এই কাহিনী ভক্তিভরে পাঠ বা শ্রবণ করলে পাতকের সমস্ত বিঘ্নরাশি দূর হয়ে অন্তিমকালে কৈলাসবাসী হয়।"

ঘোর দৈত্য বধ

এবং তাং কালী কাং দৃষ্টা মুর্চ্ছিতো দানবেশ্বরঃ।
সুপ্রীতোসৌ মহাকাল্যা দৃষ্টা শ্রীমুখমণ্ডলং।।

শ্রবণান্তে ঋষিগণ পুনরায় ঘোর দৈত্যের কাহিনী শুনতে চাইলে সনৎকুমার বললেন, "তারপর শিব পাৰ্ব্বতীকে বলেন, মহাদেবীর আশ্চর্য্য সুন্দর সেই কালীমূৰ্ত্তি দেখে দৈত্য মুৰ্চ্ছিত হয়ে পড়ে। পরে দেবীর মুখদর্শন করে অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মালে দানবরাজ দেবীর স্তব করে বলে, ' হে মহাদেবী! না বুঝে অনেক দোষ করেছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, তুমিই জগন্মাতা সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কর্ত্রী, তোমার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়। তোমার নিদ্রাকালে প্রলয় ঘটে, জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফলে আজ আমি তোমার পাদপদ্ম দর্শন করেছি। তুমিই সংসারের একমাত্র গতি ও পরকালের সুগতি। আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করে তোমার চরণাশ্রিত কর।' দানব রাজের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী রণমাঝে লোলজিহ্বা প্রসারিত করে দানবকে আকর্ষণ করলেন এবং অবিলম্বে চৰ্ব্বণ করে তাকে বধ করলেন। দেবী কালীমূর্ত্তি ত্যাগ করে পূৰ্ব্বরূপ ধারণ করল। যোগিনীদের জয়ধ্বনি, কালী কালী রব ও জয়বাদ্যর মধ্য দিয়ে দৈত্যে বিমানে চড়ে কৈলাসে গেল। পুরাকালে এইভাবে ঘোরদৈত্য বধ করে মহাদেবী স্থিরচিত্ত হন।"

দেবীর দেহাভ্যন্তরে শিবের অদ্ভুতদর্শন

সুষুম্নাবর্ত্মণা দেবি তত্র গত্বা ময়া কিল।
সমুদ্দিষ্টং শ্রুতং যদ্যৎ কমিতুং নৈব শক্যতে।।
সর্ব্বশ্চর্য্যাময়ং দেবি ন দৃষ্টং ন শ্রুতং কচিৎ।
অতীব বৃহদাকারা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ।।

অতঃপর ঋষিগণ বললেন, "ওহে মহাত্মন, দৈত্যের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধের সময় মহেশ্বর সূক্ষ্মতনু ধরে উমাকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু দৈত্যবধের পর তিনি কোথায় গেলেন সেই কাহিনী এখন বর্ণনা কর।

উত্তরে বিধিপুত্র বললেন, "পার্ব্বতীকে সম্বোধন করে দেব পঞ্চানন বলেন, "দৈত্য বধকালে তোমার শরীরে আশ্রয় নিয়ে দেখলাম সেখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল,ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পুলকিত হৃদয়ে বিরাজমান। অষ্টসিদ্ধিসহ কত মহেশ্বরকে শরীরের মধ্যে বিচরণ করতে দেখে আমি কে তা বিস্মৃত হলাম। এইভাবে কোটি বছর দেহে বিচরণ করার পর হৃদয় কমলে গিয়ে দেখলাম সেখানে ধর্ম্মশাস্ত্র, জীবাত্মা, ইন্দ্রিয় সমূহ ও পুরাণ বিরাজ করছে।এছাড়া সেখানে তন্ত্রশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ছন্দ কল্প ব্যাকরণ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশাস্ত্র বিদ্যমান। দিব্যতেজের আলোকে কর্ণিকামধ্যে বর্ণপুঞ্জ ও ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন করলাম। সর্ব্বসিদ্ধিময় ও সর্ব্বানন্দময় আগম দর্শন করে হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করলাম। চারিদিকে অতি চমৎকার দৃশ্য দেখে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশের মত, কালীর আমার সমস্ত অজ্ঞানতা ও মোহান্ধ দূরীভূত হল।

এরপর কিঞ্জল্কপুঞ্জে গমন করে বৈশেষিক, পাতঞ্জল, মীমাংসা ন্যায় ও সংখ্যা প্রভৃতি দর্শন করলাম। কর্ণিকার প্রান্তদেশের দীপ্তিময়ী বর্ণাবলী, আয়ুর্ব্বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করে হৃদয়ে পরম জ্ঞান লাভ করলাম। পরে হোমের পদ্ধতি ও কোটিতেজে পরিবৃত ব্রহ্মজ্ঞান সহ বেদান্ত অভ্যাস করে অন্তর বিমল হল। শেষে বর্ণপুঞ্জে কোটি সূর্য্যসম দীপ্তিময় অতি মনোরম চারি বেদ দর্শন ও সত্বর অধ্যয়ন করে আমি বহুসিদ্ধিময়, জ্ঞানময় ও সর্ব্বস্বত্বময় হই। তারপর দেখলাম কালী সনাতনী শিবাগণে পরিবৃতা হয়ে ঘন ঘন নৃত্য করছেন, দেবীর শ্রীমুখ দর্শন করে দ্বিদল-কমলে গমন করে আজ্ঞাচক্রে গিয়ে অবস্থান করি এবং পথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু জ্ঞান উদিত হয়। সম্মুখে দেখি অবিরাম নৃত্যরতা দেবীর চিবুকদ্বয় থেকে স্বেদবিন্দুদ্বয় পড়ে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু জন্মলাভ করল এবং দেবীকে দেখে ভয়ে কেঁপে নাসারন্ধ্র দিয়ে গমন করল। ইড়া-পিঙ্গলাতে অবস্থানরত ব্রহ্মা বিষ্ণুকে দুঃখিত অন্তরে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে দেখে আমি বিষ্ণুর পাশে গিয়ে অবিলম্বে জ্ঞানমন্ত্র অর্পণ করলাম, তখন তিনি আমার সমতুল্য হয়ে আমার বাম অঙ্গে রইলেন, এরপর ব্রহ্মার পাশে গিয়ে তাকে প্রদান করলাম মন্ত্রজ্ঞান ও পরম অদ্ভুত জ্ঞান। ব্রহ্মা মহাজ্ঞান লাভ করে আমার সদৃশ হয়ে আমার দক্ষিণ অঙ্গে পদ্মাসনে রইলেন। আমার আদেশে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে শাস্ত্র দিলেন এবং উভয়েই আমাকে স্বীকার করলেন আদি গুরু বলে।

শতকোটি বছর ধরে মহাকালীকে যোগিনীসহ নৃত্য করতে দেখে আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁকে স্তববাক্যে বলি। প্রথমে ব্রহ্মা বৈদ্যবাক্য উচ্চারণ করে বলেন,— তুমি শিবা, উমা, অচিন্তা, অনন্ত, দিগম্বরী তুমিই পরম শক্তি, তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড চরাচর শোভা পায়, তোমার নিয়মে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটে, তুমি ত্রিগুণাতীত, তোমার চরণে প্রণাম জানাই। তুমি করুণা কর যেন তোমার পায়ে সদাই আমার ভক্তি থাকে।

এইভাবে কোটিবছর স্তব করার পর দেবী ব্রহ্মাকে বলেন, " কমল আসন ব্রহ্মা, তুমি বিশ্বে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাত, আমার আশীষে সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে পুনরায় বিশ্বসৃষ্টি কর।"

বিষ্ণু দেবীর স্তব করে বললেন, "আমি অজ্ঞান, তোমার কৃপায় পরমজ্ঞান লাভ হয়েছে, যোগীগণ তোমাকে ওঙ্কাররূপে ধ্যান করে, তুমি ত্রিজগতে অন্তর্য্যামী, তোমাকে প্রণাম জানাই। তুমি হৃদয়ে পরমেষ্ঠিরূপে অনন্ত শক্তিধর, কালরূপে জগৎ সংহার কর, অসংখ্য সর্প দিবারাত্র তোমার স্তব করছে, হে সর্ব্বশক্তিময়ী দেবী, তুমি আমাকে দয়া কর।"

মহামতী বিষ্ণু কোটিবছর স্তব করার পর দেবী কালিকা তাঁকে বলেন, "মহাবিষ্ণু, তুমি জগতে বেদজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞানী, আমার আদেশে তুমি পালক হয়ে সৃষ্টি রক্ষা কর।"

অতঃপর আমি পঞ্চানন কালিকার স্তব করে বলি, "তুমি পরমাদ্যা ব্রহ্ম সনাতনী, তোমার মায়ায় জগৎ সৃষ্টি ও লয় হয়, তুমিই পরমাগতি, আমি তোমাকে আশ্রয় করে রয়েছি, তাই তুমি শিবা। তুমি আমাকে অভয় প্রদান কর।"

এইভাবে বিংশকোটি বছর স্তব করার পর দেবী আমাকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি সগুণ ও মহাযোগী। সুতরাং আমার বাক্য পালন করে সৃষ্টি সংহার কর।" দেবীর আদেশে পুনরায় পঞ্চকোটি বছর একমনে স্তব করার পর মহাকালী তুষ্ট হলে বলি, "আমার একান্ত ইচ্ছা আমি যেন তোমার চরণে স্থান পাই।"

অতঃপর সুমিষ্ট বচনে মহাকালী বললেন,"মহেশ্বর তোমার দেহ থেকে সৃষ্ট ঘোরদৈত্যকে আমি সংহার করেছি, ভদ্রকালীরূপে মহিষাসুর সংহারকালে আমি তোমার হৃদয়ে বামাসুষ্ঠ স্থাপন করব।"

দেবীর কথা শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি নতশিরে তাঁর পদে প্রণাম করি, লক্ষবর্ষ পরে গাত্রোত্থান করে দেবীকে দেখতে না পেয়ে শোকের সাগরে নিমগ্ন হই। দুঃখিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলি, "মহাকালী, তোমার কমল বদন আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, তোমাকে ছেড়ে আমরা কোথায় গমন করব। দেবী, কেন তুমি আমাদের দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করলে। তুমি কৃপাময়ী, তোমা ভিন্ন আমরা অন্য কিছু জানিনা, তুমি আমাদের রক্ষা না করলে আমরা প্রাণত্যাগ করব।"

লক্ষবছর এভাবে রোদন করার পর দেবী সনাতনী নিরাকারে থেকে সুমধুর স্বরে বলেন, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তোমাদের সবার মধ্যে সর্ব্বদাই আমি বিরাজমান। আমি অব্যয়া সচ্চিদানন্দরূপী। আমি সেই পরমব্রহ্ম। আমার শরীরে তোমরা যে রূপ দেখেছ তা চিন্তা করে একমনে মন্ত্র জপ করলে অচিরেই তোমাদের মঙ্গল হবে। এরপর তিনি বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে বলেন, যতদিন কমল আসন ব্রহ্মা জ্ঞানক্রিয়াময়ী সৃষ্টি না করেন, ততদিন তোমরা তাঁর দেহে অবস্থান করবে।"

দেবীর আজ্ঞা শিরে ধারণ করলে তিনি খুশী হয়ে আমাদের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি — এই তিন শক্তি বিচার করে বিষ্ণুকে ইচ্ছাশক্তি, ব্রহ্মাকে ক্রিয়াশক্তি ও আমাকে জ্ঞানশক্তি অর্পণ করেন। তারপর সুমধুর স্বরে বলেন, "তোমাদের তিনজনের শরীরেই আমি প্রবেশ করব, কিন্তু শঙ্করের শরীরে আমি পূর্ণ-ভাবে প্রবেশ করব, কারণ শিব সর্ব্বগুরু ও সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা জগৎ সংসারে কেউই শিবের সমান নও।"

এইকথা বলে মহাদেবী সানন্দে শিবের শরীরে প্রবেশ করলেন তাতে ব্রহ্মা মহাজ্ঞান লাভ করে মহাকালীর উদ্দেশ্যে হোম অনুষ্ঠান করে স্বয়ম্ভু নামে খ্যাত হন, তারপর পদ্মাসন কোথায় যাবেন চিন্তা করে একবর্ষ

পরে অখিলভুবন ব্যাপী জলের সৃষ্টি করে সেই জলে অধিষ্ঠিত থাকেন ও হেমসম বীর্য্য জলে ক্ষেপণ করে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। সেইসময় আমি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে প্রতি ব্রহ্মাণ্ড রক্ষণ করি আবার তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করে সংহারও করি। আমার আদেশে বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডপালনকার্য্য সাধন করেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই আমরা তিনজন থাকি, তারপর বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভূমি, অগ্নি, বায়ু, শূন্য ও জল এই পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে মূর্ত্তি সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু আপন ইচ্ছায় তা পালন করেন এবং আমি রুদ্রভাবে সব সংহার করি।

এই পর্য্যন্ত বলে মহেশ্বর পার্ব্বতীকে বললেন, "তুমিই সেই আদি প্রকৃতি শক্তি তোমার মায়ায় বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার হয়। তুমিই সেই দেবী মহাকালী যার করতলে নির্ব্বাণ ও মুক্তিলাভ হয়।"

অতঃপর কাহিনী শেষ করে বিধিসূত ঋষিগণকে বললেন, "প্রকৃতি বা মহাকালীর আখ্যান ব্রহ্মেতে অর্পণ কর। ব্রহ্ম হল কার্য্যকারণ শূন্য, শুদ্ধ ও পবিত্রতাময়। সেই ব্রহ্মেই বিশ্ব অবস্থিত, সুতরাং ব্রহ্মছাড়া আমাদের অন্য কোন গতি নেই।"

সর্ব্বশেষে শিবপুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করলে জীবের অসীম কল্যাণ লাভের কথা বললেন, গঙ্গাতীরে বসে পাঠ করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ মুক্ত হয়। প্রত্যহ শিবপুরাণ পাঠে বিদ্যা বুদ্ধি ও কবিত্ব শক্তি জন্মায়। মনের মধ্যে শিবকে ভগবান জ্ঞানে এই পরম পবিত্র গ্রন্থ পাঠে ভববন্ধ ভয় দূরীভূত হয়। শিবপুরাণ পাঠে জাগতিক রাজবন্ধন কোনপ্রকার শাস্তির ভয় থাকে না। যিনি শিবপুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণ দুটির প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ, ধরাবক্ষে থেকে তিনি সকলের কাছে সম্মান লাভ করেন। জয় শিব শম্ভু, ওঁ নমো শিবায় বলে শিবপুরাণ কথা সমাপ্ত করলেন।

শ্রীশ্রীশিবপুরাণ

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের নিকট মহাত্মা সনৎকুমারের আগমন

অনাদির আদি যিনি দেব ভগবান।
তাঁহার চরণে করি সহস্র প্রণাম।।
যাঁর ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
যাঁর ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন।।
যাঁর ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
যাঁর ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার।।
তাঁর নাম বিনা ভবে আর নাহি গতি।
শ্রীশিব সঙ্গেতে তাঁরে জানাই প্রণতি।।
বিশ্বদেব হন যিনি দেব পশুপতি।
তাঁহারে আশ্রয় করি করিয়া প্রণতি।।
যিনি হন ত্রিভুবনে পুরুষ রতন।
ওঁকারাখ্য বলি তিনি বিখ্যাত ভুবন।।
যিনি জ্ঞানকর্ত্তা হন দেব উমাপতি।
সমুৎপন্ন যাঁহাতেই ত্রিবিধ মূরতি।।
সর্ব্বভূত পঞ্চভূতে করেন সৃজন।
হিতকারী জগতের হিতের কারণ।।
জ্বলন্ত অনল সম দীপ্ত কলেবর।
যিনি মহাশূলধারী দেব দিগম্বর।।
যিনি যোগমায়া সহ মিলিত হইয়ে।
কৌতুকেতে উল্লসিত নানা খেলা লয়ে।।

নারী অর্দ্ধ অঙ্গ যিনি করিয়া ধারণ।
নানা মতে নাচে গায় অপূর্ব্ব দর্শন।।
যিনি অনুগ্রহ করে জগৎ উপরে।
পৃথিবী করেন রক্ষা একান্ত অন্তরে।।
অচিন্ত্য মহিমা যাঁর বুঝিবারে নারি।
সকল বিদিত যাঁর যিনি শূলধারী।।
একান্ত ভকতি রাখি তাঁহার চরণে।
শিবোক্ত পুরাণ বলি যত ঋষিগণে।।
শিব ধ্যান শিব জ্ঞান শিবনাম সার।
ওই নাম বিনা ভক্তি দিতে নাহি আর।।
নরোত্তম নারায়ণে প্রণমি আর নরে।
কালিরে প্রণমি জয় উচ্চারিয়া পরে।।
ভারত মাঝারে খ্যাত নৈমিষ কানন।
পাপনাশে পুণ্য বাড়ে করিলে দর্শন।।
কাননের শোভা হেরি নয়ন জুড়ায়।
তার কাছে স্বর্গশোভা শোভা নাহি পায়।।
হিংসা দ্বেষ শোক দুঃখ কিছু তথা নাই।
পরম আনন্দে তথা বিরাজে সদাই।।
তরুরাজি মনোহর কিবা শোভা পায়।
মরাল-মরালিগণ সলিলে বেড়ায়।।
মুখে মুখে মৃগকুল নবশিশু লয়ে।
চারিদিকে বিহরিছে সানন্দ হৃদয়ে।।
খেলা করে মৃগকুল শার্দ্দুল সহিত।
নকুল ভুজঙ্গ সহ পুলকে পূরিত।।
শিখিকুল বসি শাখি 'পরেতে পুলকে।
তালে তালে নাচিতেছে কেকা কেকা ডাকে।।
রব করে কুহু কুহু যত পিকগণ।
বিরহী জনের হয় আকুল জীবন।।
বহে মন্দ মন্দ কিবা মলয় সমীর।
জীবন জুড়ায় কিন্তু বিরহী অধীর।।
মধু আশে মধুকর পুষ্পে পুষ্পে গিয়ে।
গায় বসে গুনগুন পুলক হৃদয়ে।।
ভক্ত ভগবান আর প্রকৃতিসুন্দর।
বিহরে নৈমিষারণ্যে কিবা মনোহর।।

মনোহর সরোবরে বারি সুশীতল।
জলচর পক্ষীকুল ভ্রমিছে কেবল।।
মনের আনন্দে সবে করে বিচরণ।
নাহি সেথা হিংসা দ্বেষ নাহিক রোদন।।
কত যোগী ঋষি সেথা করে বসবাস।
ভক্ষণ বৃক্ষের ফল অজিনের বাস।।
মুনির বসন তাহা বৃক্ষোপরে আছে।
বৃক্ষ যেন যোগী সম তপস্যা করিছে।।
অতি পুণ্যধাম হেথা পাপ বিনাশন।
বসতি করেন তথা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন।।
পিতা যাঁর পরাশর মাতা সত্যবতী।
সর্ব্ব নর জ্ঞাত যাহা তাঁদের মহতী।।
অতীব ধার্ম্মিক ব্যাস ব্রহ্মর্ষি-আখ্যান।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তিনি মহামতিমান।।
বসিয়া আছেন ব্যাস হইয়া বেষ্টিত।
শোভে পদ্মযোনিসম পরাশর-সুত।।
বেদবিভাগ তিনি চারিভাগে কৈল।
ঋষিগণে শিক্ষাদান করিতে লাগিল।।
তিনি হন কবিশ্রেষ্ঠ ব্যক্ত চরাচর।
অগণিত শিষ্য তাঁর আছে ধরাপর।।
যত শিষ্য মুনি ঋষি সানন্দিত মনে।
আছেন সবাই বসি দিব্য কুশাসনে।।
কত শাস্ত্রকথা সেথা আলোচিত হয়।
ব্যাসঋষি মধ্যভাগে যেন চন্দ্রোদয়।।
সহসা উদয় হন ব্রহ্মার কুমার।
অতি ধর্ম্মমতি দেব সনৎ-কুমার।।
মহান সুকৃতিপন্ন মুনি ঋষিগণ।
ব্রহ্মার কুমারে তাঁরা পান দরশন।।
সনৎ-কুমার সেথা আগমন করি।
হেরিলেন মুনিবৃন্দ বসি সারি সারি।।
মহাত্মারে হেরি সেথা মুনিগণ যত।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরা সেবে মনোমত।।
পূজা পেয়ে তারপর বিরিঞ্চি-নন্দন।
কুশের আসন সেথা করেন গ্রহণ।।

কুশাসনে উপবিষ্ট* সনৎ-কুমার।
যত মুনিগণ করে জিজ্ঞাসা তাঁহার।।
লিঙ্গার্চ্চন বিধি আর শিবের অর্চ্চনা।
কিরূপ মাহাত্ম্য তাঁর প্রসাদ মহিমা।।
মূরতি বিভাগ বিধি আর মন্ত্র ধ্যান।
আবর্ত্তিক* বিধি আদি বিবিধ আখ্যান।।
এইসব প্রশ্ন যত রাখে ঋষিগণ।
যথাযোগ্য আসনেতে উপবিষ্ট হন।।
যে যাহার বয়সাদি বিবেচনা করি।
বসিলেন উচ্চ আর নীচাসনোপরি।।
পবিত্র আসনে বসি পদ্মযোনিসুত।
আরম্ভিল শাস্ত্রকথা ভক্তিগুণযুত।।
শিবপুরাণের কথা অমৃত আধার।
ভক্তিতে শুনিলে হয় ভবনদী পার।।

শিবপুরাণ মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কথন

হেথা ভক্তিমান যত তাপস নিকর।
বেষ্টিয়া বসেন সবে ভক্তিতে তৎপর।।
বেষ্টন করিয়া সবে ব্রহ্মার নন্দনে।
শোভিত যেমন চন্দ্রমধ্যে তারাগণে।।
তারপর মুনিগণ বিনীত হইয়া।
জিজ্ঞাসা করেন সবে আনন্দিত হিয়া।।
প্রকাশ করহ শুনি ওহে ভগবান।
শ্রবণ মধুর পূত* শ্রীশিবপুরাণ।।

* উপবিষ্ট — বসিলেন।
* আবর্ত্তিক — আলোড়ন সৃষ্টিকারী।
* পূত — পবিত্র।

তুমি মহাজ্ঞানী দেব ভুবন ভিতরে।
অজ্ঞাত নহেক কিছু জগৎ-মাঝারে।।
শিবপুরাণের কথা যত ঋষিগণ।
শুনিতে বাসনা কৈল মুনির সদন।।
সবাকার অনুরোধে বিধির কুমার।
আরম্ভ করেন তবে পুরাণের সার।।
শ্রবণ করহ মুনে পবিত্র আখ্যান।
প্রকাশ করিব কথা শ্রীশিবপুরাণ।।
দেবগুহ্য সনাতন পুরাণ প্রবর।
শ্রবণে শাতন* হয় পাতক নিকর।।
ভক্তি-শ্রদ্ধাভরে যেবা করিবে শ্রবণ।
শিবের পার্ষদ সম পায় যশোধন।।
সেই জন ভবিতাত্মা কৃতকৃত্য হয়।
যশ আয়ু বৃদ্ধি পায় জানিবে নিশ্চয়।।
রোগহীন স্বর্গলাভ বাসনা পূরণ।
সকল সিদ্ধান্ত যাহা বেদের বচন।।
শিবের কীর্ত্তন করে যেই গুণাধার।
ইহকাল পরকাল মঙ্গল তাহার।।
সে সব পবিত্র কথা করিব বর্ণন।
শিবোক্ত বাণী যাহা অতি পুণ্যতম।।
অতএব সেই বার্ত্তা করহ শ্রবণ।
প্রকাশিব সংক্ষেপিত করিয়া এখন।।
বিস্তারিয়া সম্পূর্ণ নারিব বর্ণিতে।
শতবর্ষে কারো সাধ্য নাহি এ জগতে।।
ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ যেরূপে জন্মিল।
পৃথিব্যাদি জীবজন্তু যেভাবে সৃজিল।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বিবরণ বর্ষের নির্ণয়।
সপ্তদ্বীপ উপাখ্যান শুন মহাশয়।।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদির যত বিবরণ।
বিভীষণ উপাখ্যান লিঙ্গের পূজন।।
তাহার উৎপত্তি আর যেমন প্রলয়।
পূজার্চ্চনা বিধি আর শুন ঋষিচয়।।

* শাতন — বিনাশ হয়।

কেমন পূজার বিধি দেবদেব হরে।
আদ্য'পান্ত সমুদয় বর্ণিব সবারে।।
আবর্ত্তিক বিধি আদি করিব বর্ণন।
পুনরাবর্ত্তিকা বিধি শুন ঋষিগণ।।
শিবতত্ত্ব মূর্ত্তিভেদ বলিব সবারে।
কেমনে লিঙ্গের জন্ম কহি বরাবরে।।
কেমনে করিবে সেই লিঙ্গ সংস্থাপন।
লিঙ্গে পুষ্পদান ফল করিব বর্ণন।।
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরে যথা করে বিমোহন।
বিস্তারিয়া সেই সব কহিব আখ্যান।।
অনশন আসন-বিধি করিব কীর্ত্তন।
অনুত্তম ধূপদান করহ শ্রবণ।।
চতুর্দ্দশী অষ্টমীর কিবা রীতিনীতি।
নামাষ্টমী বিধি আর শিবের মূরতি।।
অষ্টমী বিধির কথা শুন ঋষিগণ।
লিঙ্গার্চ্চন ফলকথা অতি মনোরম।।
বীরাচার শৌচাচার যোগের বিধান।
নন্যাভিশেচন আদি বিবিধ আখ্যান।।
অবিমুক্ত জপেশ্বর কাহিনী সবার।
তীর্থাদি সকল কথা করিব প্রচার।।
দেব ত্রিপুরারি যেন জনম লভিল।
নীলকণ্ঠ সমুদ্ভব যেমতে হইল।।
বাসুদেব বিধি সহ তাঁর গুণপনা।
সর্ব্বধর্ম্মরহস্যাদি করিব বর্ণনা।।
জ্ঞান প্রশংসন আর মুক্তির বর্ণন।
এইসব বহুবিধ করিব কীর্ত্তন।।
কহিতে বিস্তার কথা সময় না হবে।
কহিব সংক্ষেপে যাহা সকলে শুনিবে।।
আদিতে আছিল বিশ্ব ঘোর তমোময়।
অপ্রজ্ঞান অলক্ষণ শুন মহাশয়।।
রুদ্র একমাত্র ব্যক্ত পরম কারণ।
অবশেষে দয়াময় করিয়া চিন্তন।।
সৃজিলেন জ্ঞান অগ্রে আনন্দে হরিষে।
তারপর অহংকার সৃজিলেন শেষে।।
মনের জনম সেই অহংকার হতে।
পঞ্চ মহাভূত পরে আসিল জগতে।।
অষ্ট প্রকৃতির সৃষ্টি ষোড়শ বিকার।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আদি আর।।
ক্রমে প্রাণ অপানাদি হইল গঠন।
সত্ত্ব রজঃ তম—তিন গুণের জনম।।
সেই গুণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু জন্মিলেন পরে।
তারপর তাঁহাদের মোহিবার তরে।।
নির্ব্বিকার নিরাকার দেবের জনম।
মুগ্ধ করে তেজে তাঁর এ তিন ভুবন।।
তিনি দেব দেব শিব জানেন সবাই।
তাঁহা হতে শ্রেষ্ঠতর কেহ হবে নাই।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু কল্পে কল্পে লভেন জনম।
কত কল্পে কত বিশ্ব হয়েছে সৃজন।।
হেনমতে সৃষ্টি করি দেব মহেশ্বর।
পুনরায় লয় করে শুন বরাবর।।
একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর হয়।
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প কয়।।
হেনমতে এক কল্প হইলে বিগত।
বিধাতার একদিন শাস্ত্রের সম্মত।।
পুনরায় এক কল্পে নিশা গত হয়।
হেনমতে মাস আর বর্ষ সুনিশ্চয়।।
এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার জীবন।
শিবের নিমেষ তাহা জানিবে এখন।।
চন্দ্র আদি গ্রহ সহ এ বিশ্বমণ্ডল।
নিমেষ মাত্র আয়ু জানিবে সকল।।
সকল বিশ্বেতে সপ্তলোক বিদ্যমান।
ভূর্লোক-ভুবর্লোক বিবিধ আখ্যান।।
সুতল-বিতল আদি পাতাল নিচয়।
কিন্তু সবই কৃষ্ণলীলা জানিবে নিশ্চয়।।
সৃষ্টি ও সংহার করে অখিল সংসারে।
হরির নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে।।
অতি পুণ্যময় কথা পুরাণ বচন।
শ্রবণে পাতক নাশ শুন মুনিগণ।।

সর্ব্বদা মজাও মন শাস্ত্র পুরাণে।
নাহি গতি ধর্ম্ম বিনা এ তিন ভুবনে।।
এ ভব মাঝারে যেবা হয় সাধুজন।
অতীব যতনে ধর্ম্ম করিবে পালন।।
ধর্ম্মহীন মন যেন কভু নাহি হয়।
অধর্ম্ম হীন সদা হইবে নিশ্চয়।।
গুরুর অপেক্ষা বড় ধর্ম্মকে মানিবে।
সুকৃতির হেতু নর ধর্ম্মকে জানিবে।।
ধর্ম্ম সম বন্ধু আর ত্রিজগতে নাই।
অতি সত্য কথা এই কহি তব ঠাঁই।।
তীর্থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে জানিবে।
রক্ষা পায় সাধু নর ধর্ম্মের প্রভাবে।।
পৃথিবীতে যত কিছু দর্শন ও শ্রবণ।
সবাকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বেদের বচন।।
লভিয়া মানবজন্ম অনিত্য সংসারে।
করে নাই ধর্ম্মাশ্রয় যেই মূঢ় নরে।।
বৃথা ও বিফল তার মানব জনম।
ঘেরিবে পাতক তারে শাস্ত্রের বচন।।
ধর্ম্মে মতি সর্ব্বদাই রাখে যেইজন।
তারে আসি পাপ তাপ না করে বেষ্টন।।
ধর্ম্ম হেতু সুমঙ্গল করিবে আশ্রয়।
শাস্ত্র-গুহ্যকথা এই বেদের নির্ণয়।।
সর্ব্বদাই অধর্ম্মেতে মানস যাহার।
বিনাশিত হয় সব সকলি অসার।।
বিপদেতে যদি কভু পড়ে সেইজন।
ধর্ম্মাশ্রিয় করে তবু না টলিবে মন।।
দার পরিগ্রহ কর ধর্ম্মের কারণ।
ভার্য্যাগর্ভে ধর্ম্ম তরে জন্মাবে নন্দন।।
নিজগৃহে বসবাস সত্য বটে মানি।
তাহা কিন্তু ধর্ম্ম হেতু শুন যত মুনি।।
ধন উপার্জ্জন মাত্র ধর্ম্মের কারণ।
ধর্ম্মের কারণ মাত্র শরীর রক্ষণ।।
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাতা ধরা জানহ মনেতে।
ধর্ম্ম হেতু সূর্য্য তাপ দেন এ জগতে।।

ধর্ম্ম লাগি হয় এই শাস্ত্র ও পুরাণ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা রয় ধার্ম্মিকের মান।।
ধর্ম্মপথে নাহি রহে যেই মূঢ় পর।
যদ্যপি তাহার মুখ দেখে যদি নর।।
সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যমুখ করিবে দর্শন।
অন্যথায় নরকেতে হবে নিমগন।।
সূর্য্য দরশনে সব পাপ নাশ হবে।
শাস্ত্রের বিধান যাহা নিশ্চই জানিবে।।
যেখানে বসতি করে ধার্ম্মিকের গণ।
তীর্থস্থান বলি সেই কর অনুমান।।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন।
ধার্ম্মিকেরে পাপরাশি না ধরে কখন।।
ওহে প্রিয় ঋষিগণ করহ শ্রবণ।
পরিপূর্ণ চারিপাদে হয়েছে ধরম।।
সত্যে চারিপাদ ত্রেতা এক পাদে ক্ষয়।
দ্বাপরে দ্বিপাদ নাশে কলি এক রয়।।
কলিতে ধর্ম্মহীন মধ্যে ডুবে নর।
যাহা বলি শুন তাহা পুরাণপ্রবর।।
অতএব মায়া মোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব ধর্ম্মপথে রাখিবে নয়ান।।
কণিকা ধর্ম্মের বল কে বলিতে পারে।
মহাজয় নিরন্তর জীবে রক্ষা করে।।
অধর্ম্ম কণিকা কিন্তু অতি বিভীষণ।
দান করে মহাভয়ে জানিবে সুজন।।
সত্য দয়া শান্তি আর অহিংসা এ চারি।
চারিটি ধর্ম্মের পাদ জানিবে বিচারি।।
যেইজন ধর্ম্মপথে রহে সর্ব্বক্ষণ।
শমন তাহার কাছে সতত সমন।।
ইহলোকে সেইজন থাকিয়া হরিষে।
যায় চলি অন্তিমেতে অমর সকাশে।।
করিনু চারিটি পাদ ধর্ম্মের বর্ণন।
তাহার বিশেষ বলি করহ শ্রবণ।।
পিতৃ-মাতৃভক্তি আর গুরুর অর্চ্চন।
সত্যবাক্য প্রিয়বাক্য ব্রতাদি সাধন।।

শুচিত্ব আস্তিক্য আর স্বীকার রক্ষণ।
সাধুসঙ্গ এইসব সত্যের লক্ষণ।।
ধর্ম্মের প্রথম পাদ ইহারেই কয়।
দয়ার লক্ষণ এবে শুন ঋষিচয়।।
পর উপকার দান স্মিত আলাপন।
নম্রতা সুধির বুদ্ধি মূন্যতা গ্রহণ।।
দয়া কহে ইহারেই শাস্ত্রের নিয়ম।
বলি শুন শান্তির লক্ষণ ঋষিগণ।।
অসুয়া হীনতা আর ইন্দ্রিয় দমন।
মৌনব্রত দেবার্চ্চনা রমণী বর্জ্জন।।
নির্ভীকতা স্থিরচিত্ত গম্ভিরাদি আর।
সর্ব্বদ্রব্যে নির্ব্বাসিনা রক্ষ পরিহার।।
মান অপমান সবে সমভাব হেরে।
সদা পরের প্রশংসা নিজ মুখে করে।।
জপ হোম তীর্থসেবা অতিথিপূজন।
ক্ষমা ধৃতি অমাৎ সূর্য্য অকার্য্য বর্জ্জন।।
শান্তির লক্ষণ এই জানিবে অন্তরে।
অহিংসার বিবরণ শুন অতঃপরে।।
পরেরে ক্লেশ নাহি অর্পিবে কখন।
দমন সদা ইন্দ্রিয় রাখিবে সুজন।।
একান্ত যতনে সদা অতিথি পূজিবে।
পরেরে আপন মত সতত ভাবিবে।।
শান্তভাব দেখাইবে সবার গোচরে।
শাস্ত্রের অহিংসা এই লক্ষণ বিচারে।।
চারিটি ধর্ম্মের পাদ করিনু বর্ণন।
সদা সবে ধর্ম্মপথে রাখিবেক মন।।
অধর্ম্মের ফলে দুঃখ নানা মতে পায়।
সদা অধর্ম্ম জীবের বিপদ ঘটায়।।
অধর্ম্মের ফলে জীব নরকেতে পড়ে।
দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিচয়।
পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন ওহে মহাশয়।।
কত বা নরক আছে শমন-সদনে।
যাতনা কিরূপ পায় পড়ি সেই স্থানে।।
কিরূপ কি পাপে শাস্তি পায় জীবগণ।
শুনিতে বাসনা হয় সবাকার মন।।
এইসব বিস্তারিয়া বল কৃপা করি।
পুণ্যের কথা শুনিয়া মহাপাপে তরি।।
এতেক বচন শুনি বিধির তনয়।
শুন শুন কহিলেন যত ঋষিচয়।।
দুর্ব্বার নরকস্থান অতি বিভীষণ।
তাহাতে যাতনা পায় পড়ি পাপীগণ।।
পুরাণ যতেক আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
বর্ণনা আছে নরক তাহার ভিতরে।।
কোথাও আছে সংক্ষেপে কোথা বিস্তারিয়ে।
আমি তাহা বলিতেছি শুন মন দিয়ে।।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তেতে আছে বিস্তার আখ্যান।
কতক করেছে ব্যক্ত ধরম পুরাণ।।
নরক কত যে আছে শমন সদন।
না পারে গণিতে কেহ ওহে ঋষিগণ।।
তপ্তকুণ্ড বহ্নিকুণ্ড ক্ষারকুণ্ড আর।
বিষ্ঠাকুণ্ড মূত্রকুণ্ড অতীব দুর্ব্বার।।
অশ্রুকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড মাংসকুণ্ড আদি।
ঘর্ম্মকুণ্ড বিষকুণ্ড নাহিক অবধি।।
নরক আছে অসংখ্য কে গণিতে পারে।
চুরাশি প্রধান তাহে জানিবে অন্তরে।।
পাপীগণ ইহলোকে ত্যজিয়া জীবন।
নরক মাঝে দুস্তর করয়ে গমন।।
যেই দুষ্ট হিংসা করে পরের উপরে।
পড়ে সেই জন বহ্নিকুণ্ডের ভিতরে।।
দেহেতে থাকে তাহার যত রোমচয়।
নরকেতে তত বর্ষ মহাকষ্ট সয়।।
তারপর পশুযোনি লভে তিনবার।
আছয়ে শাস্ত্রেতে বিধি কহিলাম সার।।
ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্ত্ত কেহ অতিথি হইয়ে।
জলপান হেতু যদি আইসে আলয়ে।।
তাহারে সলিল দান যেবা নাহি করে।
জানিবে তপ্তকুণ্ডে পড়ে সে অন্তরে।।

শতজন্ম তারপর বিহঙ্গিণী হয়।
এই কহিনু শাস্ত্রের বিধান নিশ্চয়।।
যেইজন শ্রাদ্ধদিনে সানন্দ অন্তরে।
ক্ষারেতে আপন বস্ত্র সুরঞ্জিত করে।।
যতদিনে এক ইন্দ্র বিনিপাত হয়।
ক্ষারকুণ্ডে ততদিন সেই জন রয়।।
রজকী জঠরে শেষে লভয়ে জনম।
এইরূপ সাতবার শাস্ত্রের বচন।।
করি দান পুনঃ তাহা যেই জন হরে।
লোভ হয় পরধনে যাহার অন্তরে।।
লইতে ব্রহ্মস্ব বাঞ্ছা করে যেইজন।
কোনরূপে দেবধন যে করে হরণ।।
অযুত বয়স সেই বিষ্ঠাকুণ্ডে রয়।
তার ভাগ্যে বিষ্ঠাভোগ জানিবে নিশ্চয়।।
পরের তড়াগ যেই করিয়া হরণ।
তথায় তড়াগ নিজ করিয়ে গঠন।।
সেই জন মূত্রকুণ্ডে মহাকষ্ট পায়।
সেই মূত্রাহার করি জীবন কাটায়।।
সপ্ত জন্ম তার পর গোধিকা রূপেতে।
পায় আসি মহাকষ্ট অবনী ধামেতে।।
নির্জ্জনে একাকী বসি যেই অভাজন।
মিষ্টদ্রব্য নানাবিধ করয়ে ভোজন।।
সেইজন শ্লেষ্মাকুণ্ডে শতবর্ষ রয়।
কত কষ্ট দেয় তারে যমদূতচয়।।
প্রেতযোনি অবশেষে ধারণ করিয়ে।
অবনী মাঝারে আসি বিকল হৃদয়ে।।
আগত অতিথি হেরি যেই অভাজন।
ফিরায় আপন মুখ ফিরায় নয়ন।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত সেইজন হয়।
যতেক কষ্ট তাহার বর্ণিবার নয়।।
তার দত্ত পিণ্ড নাহি লয় পিতৃগণ।
দূষিকা-নরকে পড়ে সেই দুরজন।।
তথা থাকি শতবর্ষ মহাকষ্ট পায়।
দরিদ্র হইয়া শেষে ধরাধামে যায়।।

এইরূপে সপ্ত জন্ম দরিদ্র হইয়ে।
মহাকষ্ট পায় আসি মানব আলয়ে।।
ধনরত্ন কি প্রকারে করিয়া অর্পণ।
যেইজন পুনরায় করয়ে হরণ।।
সেইজন যক্ষ্মাকুণ্ডে বহু কষ্ট পেয়ে।
জন্ম লয় সাতবার কৃকলাস হয়ে।।
যেই করে পরনারীর প্রতি অত্যাচার।
কামেতে মাতিয়া তারে করে বলাৎকার।।
অশ্রুকুণ্ডে সুদারুণ সেই জন পড়ে।
শতবর্ষ রহে সেই নরক ভিতরে।।
অস্ত্রাঘাত ইষ্টদেবে করে যেই জন।
অথবা বিপ্রের দেহ করয়ে ছেদন।।
অথবা গো-দেহে করে অস্ত্রের প্রহার।
সেই জন পড়ে অসৃক্‌কুণ্ডের মাঝার।।
তার পর সাতবার নিষাদী জঠরে।
জনম লভয়ে আসি অবনি মাঝারে।।
বনে বনে ব্যাধরূপে করিয়া ভ্রমণ।
কত যে যাতনা পায় কে করে বর্ণন।।
হরিগুণ যেইখানে সংকীর্ত্তন হয়।
গদগদ ভাবে যত ভক্তগণ রয়।।
সে ভাব হেরিয়া যেই পরিহাস করে।
অশ্রুকুণ্ডে পড়ে সেই শাস্ত্রের বিচারে।।
ভিতরে নরক সদা করি অবস্থান।
কত করে হাহাকার কে করে বাখান।।
শতবর্ষ এইরূপে থাকিয়া তথায়।
আপন করম দোষে চণ্ডালত্ব পায়।।
এইরূপে তিনবার চণ্ডালী উদরে।
জনম লভিয়া কষ্টে দিবাপাত করে।।
হিংসা করে অপরেরে যেই অভাজন।
গাত্র মলকুণ্ডে পড়ে সেই মূঢ়জন।।
সেই স্থানে শতবর্ষ করি অবস্থান।
সঘনে ঈশ্বরে ডাকে 'কর পরিত্রাণ'।।
মর্ত্ত্যধামে অবশেষে খররূপে যায়।
বিচরিয়া বনে বনে মহাকষ্ট পায়।।

এইরূপে তিন জন্ম গর্দ্দভ আকারে।
জনম লভয়ে আসি মানব আগারে।।
বধিরেরে দরশন করি যেই জন।
ঘৃণা করে উপহাস করি সর্ব্বজন।।
পড়ি কর্ণমল কুণ্ডে সেই দুরাচার।
সদা করি ত্রাহি ত্রাহি করে হাহাকার।।
বধির হইয়া শেষে ধরাতলে আসি।
মহাকষ্ট পেয়ে পাপী কাটে দিবানিশি।।
সপ্তজন্ম এইরূপে করিয়া ধারণ।
মহাকষ্ট পেয়ে কাল কাটায় দুর্জ্জন।।
তারপরে সাত জন্ম দরিদ্র হইয়ে।
মানব আলয়ে আসে ব্যথিত হৃদয়ে।।
তবে ত তাহার পাপ হইবে মোচন।
শিবের বচন ইহা শাস্ত্রের বচন।।
লোভ বশীভূত হয়ে যেই দুরজন।
অমূল্য জীবের প্রাণ করয়ে হনন।।
মজ্জাকুণ্ডে লক্ষ বর্ষ সেই জন রয়।
তাহার দুর্গতি যত বর্ণিবার নয়।।
শশক হইয়া শেষে লভয়ে জনম।
এইরূপ সাতবার শাস্ত্রের নিয়ম।।
সাতজন্ম তার পর মৎস্যরূপ ধরে।
মহাক্লেশ পেয়ে থাকে জলের ভিতরে।।
আপন কন্যারে পালি অতীব যতনে।
বিক্রি করে অর্থলোভে অপরের স্থানে।।
মনে মনে ধর্ম্মভাব না করে চিন্তন।
বশীভূত হয় অর্থলোভে যার মন।।
নরকেতে মাংসকুণ্ড পড়ে দুরাচার।
তথায় পড়িয়া করে সঘনে চীৎকার।।
শরীরে থাকে তাহার যত রোমচয়।
সেই কুণ্ডে তত কাল মহাকষ্ট সয়।।
যমের কিঙ্কর তারে করয়ে পীড়ন।
মাংসভার সর্ব্বক্ষণ করয়ে বহন।।
তারপর তিনজন্ম শূকর আকারে।
জনম লভয়ে আসি মানব আগারে।।
সপ্তজন্ম তারপর কুক্কুর হইয়ে।
জনম ধরয়ে আসি ব্যাকুল হৃদয়ে।।
সপ্তজন্ম তারপর ভেকরূপ হয়।
জলৌকা হইয়া পরে সাত জন্ম রয়।।
সাত জন্ম তারপর শব রূপ ধরে।
বোবা হয়ে রহে কিন্তু অবনী মাঝারে।।
তবে ত তাহার পাপ হবে বিমোচন।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই শিবের বচন।।
ক্ষৌরকর্ম্ম শ্রাদ্ধদিনে যদি কেহ করে।
শতবর্ষ রহে নখকুণ্ডের ভিতরে।।
যমদূত তার সদা করয়ে পীড়ন।
ত্রাহি ত্রাহি বলি শব্দ করে উচ্চারণ।।
কেশ সহ শিবলিঙ্গ যদি কেহ পূজে।
সেই জন অভাজন মহাপাপে মজে।।
সেই জন কেশকুণ্ডে করয়ে গমন।
মহাকষ্ট পায় তথা শিবের বচন।।
শিবের শাপেতে শেষে যবন হইয়ে।
জনম লভয়ে আসি মানব আলয়ে।।
ভারতে পরম ক্ষেত্রে গয়ানামে ধাম।
পিতৃ-পিণ্ড দিবে তথা আছয়ে বিধান।।
যেইজন হেনস্থানে করিয়া গমন।
পিণ্ডদান বিষ্ণুপদে না করে কখন।।
সেইজন পড়ে অস্থিকুণ্ডের ভিতর।
বহুকষ্ট পায় তথা থাকি সেই নর।।
অঙ্গহীন তারপর হয়ে দুরাচার।
জনম লভয়ে আসি মানব আগার।।
সগর্ভা রমণী সহ করিলে রমণ।
সেইজন তাম্রকুণ্ডে করয়ে গমন।।
শতবর্ষ সেই স্থানে থাকি নিরবধি।
কত কষ্ট পায় তার নাহিক অবধি।।
অনূঢ়ার অন্ন যেই করয়ে ভোজন।
নরকেতে লৌহকুণ্ডে পড়ে সেই জন।।
সেই স্থানে শতবর্ষ করি অবস্থিতি।
কত যে যাতনা পায় নাহিক অবধি।।

শত জন্ম তারপর রজকী উদরে।
লভয়ে জনম আসি অবনী মাঝারে।।
দরিদ্র হইয়া কষ্ট পায় অনিবার।
সঘনে ঈশ্বরে ডাকে রক্ষ এইবার।।
ঘর্ম্মহস্তে দেববস্তু করিলে স্পর্শন।
ঘর্ম্মকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।।
সেই স্থানে শত বর্ষ করি অবস্থান।
কত কষ্ট পায় তার কে করে সন্ধান।।
শূদ্র অন্ন দ্বিজ হয়ে করিলে ভোজন।
শতবর্ষ সুরাকুণ্ডে রহে সেই জন।।
নিবেদন নাহি করি ভোজন করিলে।
কৃমিকুণ্ডে সেইজন পড়ে পাপফলে।।
কৃমিভক্ষী হয়ে তথা সেই দুষ্ট রয়।
তাহার যাতনা হেরি বিদরে হৃদয়।।
শূদ্রশব যেই জন করে দাহন।
পূয়কণ্ড নরকেতে পড়ে সেই জন।।
যমদূত ঘন ঘন প্রহারে তাহারে।
তাহার যাতনা হেরি হৃদয় বিদরে।।
জীবগণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিলে হনন।
দংশকুণ্ডে নরকেতে পড়ে সেই জন।।
তথা তারে যমদূত বাখি অনাহারে।
বান্ধি হস্ত পদ আদি সতত প্রহারে।।
মধুলোভে মধুকরে করিয়া হনন।
ভাঙ্গি মধুচক্র মধু করয়ে গ্রহণ।।
গরল কুণ্ডেতে পড়ে সেই দুরাচার।
গরল ভোজন করি করে হাহাকার।।
যাতনা দেয় দারুণ যম দুতচয়।
যতেক দুঃখ তাহার বর্ণিবার নয়।।
দণ্ডাঘাত বিপ্রপরে করে যেইজন।
সেই কুণ্ডে বজ্রদংষ্ট্র করয়ে গমন।।
প্রজাগণে অর্থলোভে করিলে পীড়ন।
বৃশ্চিক কুণ্ডেতে করে সে নৃপ গমন।।
তথা কত কষ্ট পায় বর্ণিবারে নয়।
নীচ কুলে জন্মে শেষে মানব আলয়।।

ধর্ম্মকর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া সেই দ্বিজবর।
আরোহিয়া অস্ত্র ধরি অশ্বের উপর।।
সদা অধর্ম্ম পথেতে করে বিচরণ।
সেই জন বসাকুণ্ডে হয় নিগমন।।
কেশেতে তাহার ধরি যম দূতচয়।
প্রহার করে যে কত বলিবার নয়।।
বিনা দোষে কোন জনে যেই বন্দি করে।
আবদ্ধ করিয়া রাখে অন্ধকার ঘরে।।
নরকেতে গোলকুণ্ড সে করে গমন।
তাহার যাতনা যত না হয় বর্ণন।।
বক্ষোপরি পরনারী কুচ মনোহর।
যে জন হেরিয়া হয় কামুক-অন্তর।।
ঘন ঘন কামভাবে কটাক্ষ প্রহারে।
পড়ে সেইজন কাককুণ্ডের ভিতরে।।
কাকেতে উপাড়ি লয় নয়ন যুগল।
করম যেমন তার সমুচিত ফল।।
স্বর্ণ চুরি করে লোভবশে যেই জন।
হিংসা করি কিম্বা করে যে কিছু হরণ।।
সেই জন তৈলকুণ্ডে নিমগন হয়।
তাহার দেহ তৈলেতে হয়ে যায় ক্ষয়।।
সুতপ্ত তৈলেতে পড়ি করে হাহাকার।
তাহার বাক্য কে শুনে সকলি অসার।।
সেই স্থানে বহু ভস্ম করয়ে ভোজন।
সপ্ত মন্বন্তর তথা থাকে নিমগন।।
ঘন ঘন যমদূত প্রহারে তাহারে।
তাহার যাতনা হেরি হৃদয় বিদরে।।
যেই অস্ত্রাঘাত করে তাহার উপরে।
অমূল্য জীবন ধন নির্দয়েতে হরে।।
অসিপত্র নরকেতে তাহার গমন।
তাহা যতকাল রহে করহ শ্রবণ।।
চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যত দিনে হয়।
নরকেতে তত কাল সেই জন রয়।।
বিপ্রদেহে এই রূপে করিলে হনন।
শত মন্বন্তর রহে শাস্ত্রের বচন।।

ঘন ঘন যমদূত করয়ে প্রহার।
চীৎকার করিয়া কহে রক্ষ এইবার।।
শূকর হইয়া শেষে আসে বহুবারে।
কত কষ্ট পায় পড়ি কানন ভিতরে।।
অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করে যেইজন।
ক্ষুরধার কুণ্ডে হয় তাহার গমন।।
বহুকাল সেই স্থানে থাকিবারে হয়।
যাতনা কত যে পায় নাহিক নির্ণয়।।
প্রেত-যোনি তার পর করিয়া ধারণ।
সাত জন্ম ফলভোগ করে অনুক্ষণ।।
নরজন্ম তারপর ধরে দুরাচার।
শূলরোগে বক্ষ তার হয় ছারখার।।
তার পর কুষ্ঠ রোগী সাত জন্ম হয়।
পাপের মুক্তি তবে ত জানিবে নিশ্চয়।।
দ্বিজের উপরে ঘৃণা করে যেই জন।
দেবতা উপরে ভক্তি না রাখে কখন।।
সদা করে পরনিন্দা আপন বদনে।
সুচি কুণ্ডে পড়ে সেই শাস্ত্রের বিধানে।।
সেই স্থানে তিন যুগ করে অবস্থান।
অবশেষে ধরাধামে করয়ে প্রয়াণ।।
সপ্ত জন্ম সর্প হয়ে লভয়ে জনম।
বজ্র কীট হয় পুনঃ সপ্তম জনম।।
সাত জন্ম ভস্মকীট হয় তার পরে।
শত জন্ম বিছা হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
কত কষ্ট পায় দিবানিশি সেইজন।
যতেক দুঃখ তাহার না হয় বর্ণন।।
লোভবশে বাস ভগ্ন যেই জন করে।
গৃহ কাড়ি কিম্বা লয় অতি দর্পভরে।।
নরক দারুণ ভোগ করে সেই জন।
শেষে ছাগ মেষ হয়ে লভয়ে জনম।।
ভাগ্যে প্রতি জন্মে তার এই ত নির্ণয়।
দারুন যাতনা দেয় যমদূতচয়।।
গোপগৃহে তার পর লভয়ে জনম।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে কষ্ট পায় অনুক্ষণ।।

চুরি করে লঘু দ্রব্য যেই অভাজন।
নম্রমুখ নরকেতে তাহার গমন।।
একযুগ সেই স্থানে বিষাদে থাকিয়া।
শেষে নরজন্ম ধরে ধরাতে আসিয়া।।
অশ্বচুরি গজচুরি করে যেই জন।
ব্রজদংশকুণ্ডে হয় তাহার পতন।।
যমদূত গজদন্ত ধরিয়া সঘনে।
সবলে প্রহার করে তাহার বদনে।।
বহু কষ্ট এইরূপে পেয়ে সেই জন।
গজরূপ তিন জন্ম করয়ে ধারণ।।
তিন জন্ম তারপর ম্লেচ্ছরূপী হয়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কেহ জলপান তরে।
ব্যাকুলিত হয়ে যায় জলাশয় তীরে।।
বাধা তারে জলপানে দেয় যেইজন।
মহাপাপে ডুবে সেই অধম দুর্জ্জন।।
গোমুখ নরকে পড়ে সেই দুরাচার।
মন্বন্তর এক তথা করে হাহাকার।।
যোগী হয়ে তার পর ধরাধামে যায়।
তাহার যাতনা হেরি বক্ষ ফেটে যায়।।
ব্রহ্মহত্যা গরুহত্যা যেই জন করে।
গমন করে অগম্য কামার্ত্ত অন্তরে।।
তিন সন্ধ্যা যেই বিপ্র বিবর্জ্জিত হয়।
দেবল হইয়া দান নানা মতে লয়।।
শূদ্র-গৃহে পাক করে ব্রাহ্মণ হইয়ে।
বৃষলীর হয় স্বামী আনন্দ হৃদয়ে।।
ভিক্ষুকেরে হিংসা করে যেই দুরাচার।
ভ্রূণহত্যা করে যেই অবনী মাঝার।।
মহাপাপী বলি খ্যাত এইসব জন।
দারুণ নরকে সবে হয় নিমগন।।
কত কষ্ট যমদূতে দেয় সবাকারে।
ফেলিয়া কখন দেয় কন্টক উপরে।।
তপ্ত তৈলে ফেলি কভু মারে ঘন ঘন।
উষ্ণ জলে ফেলে কভু যমদূতগণ।।

কখন ফেলিয়া দেয় পাষাণ উপরে।
কখন ফেলিয়া দেয় অনল ভিতরে।।
শাস্তি কত এই মত বলা নাহি যায়।
যাতনা তাদের হেরি বক্ষ ফেটে যায়।।
তারপর ঘুঘুজন্ম সাতবার ধরে।
সাতবার জন্মে শেষে শুকর আকারে।
কৃষ্ণ সর্প হয় পরে সপ্তম জনম।
মলকুণ্ডে তার পর পড়ে সেইজন।।
বাষট্টি হাজার বর্ষ সেই কুণ্ডে রয়।
দীন হয়ে জন্মে শেষে মানব আলয়।
কুষ্ঠরোগী হয়ে কষ্ট পায় অনুক্ষণ।
যক্ষ্মারোগী হয় সেই নারকী দুর্জ্জন।।
বংশহীন হয়ে রহে সেই দুরাচার।
ভার্য্যাহীন হয়ে সদা করে হাহাকার।।
ঋষিবর এত শুনি আনন্দেতে কয়।
অপূর্ব্ব শুনিনু কথা ওগো মহাশয়।।
জিজ্ঞাসি এখন যাহা করহ বর্ণন।
ব্রহ্মহত্যা কারে বলে ওহে মহাজন।।
অগম্যাগমন বল কাহারে বা বলে।
সন্ধ্যাহীন কোন্ জন এই ভূমণ্ডলে।।
পূজারী ব্রাহ্মণ বল হয় কোন্ জন।
শূদ্র অন্নপাপকারী কোন্ বা ব্রাহ্মণ।।
বৃষলীর পতি কারে বলে মহাশয়।
শুনিবার এইসব কৌতুকী হৃদয়।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন যত ঋষিগণ।।
পঞ্চ তন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে অন্তরে।
শাক্ত শৈব গাণপত্য সৌর আদি করে।।
পঞ্চম যে বিষ্ণুতন্ত্র ওহে ঋষিগণ।
এই পঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্বজন।।
নারায়ণ শিব শিবা সূর্য্য গণপতি।
ইহাদের ভেদ ভাবে যেই দুরমতি।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেই জন।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা শিবের বচন।।

বেদমাতা বিমাতাদি গুরুর তনয়।
ইহাদের ভেদ ভাবে সেই দুরাশয়।।
অন্য দেব ভক্তসহ শিবের ভকতে।
সম ভাবে যেই জন আপনার চিতে।।
দুইজনে দেব স্লেচ্ছ সমজ্ঞান যার।।
অদৃষ্টে তাহার আছে নরক দুর্ব্বার।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন।
শাস্ত্রের বিধান ইহা বেদের বচন।।
দেবতা পূজন নাহি করে যেইজন।
পিতৃগণে পিণ্ড নাহি করয়ে অর্পণ।।
বিষ্ণু-উপাসকে আর শিব-উপাসকে।
নিন্দা করে যেই দুষ্ট অতীব কৌতুকে।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন।
অন্তিমে সেজন হয় নরকে পতন।।
যদি করে দুর্গানিন্দা কোন দুরাচার।
ব্রহ্মহত্যা আক্রমিবে শরীরে তাহার।।
নাহি করে শিবরাত্রি ব্রত যেইজন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হইবে মগন।।
একাদশী রবিবার জনম-অষ্টমী।
এই কয়দিন আর শ্রীরাম-নবমী।।
এইসব পর্ব্বে ব্রত যেই নাহি করে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আদি ঘেরিবে তাহারে।।
পৃথ্বী অম্বুবাচী দিনে করিলে খনন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন।।
যেই জন শিবলিঙ্গ কভু নাহি পূজে।
ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই অবশ্যই মজে।।
গো গণ যখন যায় আহার কারণ।
বাধা তখন তাহারে দেয় যেইজন।।
গোহত্যা পাতকে মগ্ন সেই জন হয়।
শিবের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
গরুকে উচ্ছিষ্ট যেই করয়ে অর্পণ।
বৃষভ বাহক হয় যেই বিপ্রজন।।
গুরুহত্যা পাপ শত ইহাদের হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়।।

অগ্নিদেবে পদাঘাত করে যেইজন।
গো দেহে চরণাঘাত করয়ে অর্পণ।।
স্নান অন্তে পদধৌত কভু নাহি করে।
যেই দ্রুত পদে যায় ঘরের ভিতরে।।
নাহি পদ ধৌত করি করয়ে আহার।
বিপ্র হয়ে দিবাভাগে খায় দুইবার।।
অন্ন খায় অনূঢ়া কন্যার যেই জন।
ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জিত হয় হইয়া ব্রাহ্মণ।।
পিতৃ-পিণ্ড যথাকালে না করে অর্পণ।
দেবতা বিধানে নাহি করয়ে পূজন।।
গোহত্যা পাপেতে মগ্ন সেই জন হয়।
মিথ্যা কভু শিবের বচন নাহি হয়।।
অগ্নি জল জীবগণে লঙ্ঘি যেবা যায়।
নৈবেদ্যাদি অন্ন পুষ্প লঙ্ঘিয়া বেড়ায়।।
মিথ্যা কথা নিরন্তর বলে যেই জন।
প্রতারণা করি করে সকলি হরণ।।
গোহত্যা পাতক মজে এই সবজন।
দুর্ব্বার নরকে শেষে হয় নিমগন।।
প্রণাম করিলে শূদ্র যেই বিপ্রজন।
নাহি করে আশীর্ব্বাদ বিধানে তখন।।
পাতকে মজে গোহত্যা সেই দুরাচার।
অদৃষ্টে শেষে তাহার সকলি দুর্ব্বার।।
বিদ্যাদান বিদ্যার্থীরে যেই নাহি করে।
গোহত্যা পাতক তার ঘেরিবে শরীরে।।
বিপ্রপত্নী শূদ্র হয়ে করিলে হরণ।
বিপ্র হয়ে শূদ্রাণীতে করিলে গমন।।
অগম্যাগমন বলে শাস্ত্রের বিচারে।
পাপ আসি ব্রহ্মহত্যা ঘেরিবে তাহারে।।
বৃষলীর সেবা করে হইয়া ব্রাহ্মণ।
একাদশী উপবাস না করে যে জন।।
নরকেতে কুম্ভীপাক সেই জন যায়।
দারুণ যাতনা পেয়ে করে হায় হায়।।
জননী বিমাতা আর গুরুর পত্নিনী।
পুত্রবধূ নিজকন্যা শ্বশুর-রমণী।।
ভ্রাতৃবধূ নিজভগ্নী আর পিতৃষ্বসা।
মাতুলানী পিতামহী আর মাতৃষ্বসা।।
ভ্রাতার দুহিতা আর মাতার জননী।
শিষ্যা শিষ্যপত্নী আর পুত্রের রমণী।।
নারীগামী এইসব হয় যেই জন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে সেই হয় নিমগন।।
কুম্ভীপাক নরকেতে সেই জন যায়।
যাতনা দারুণ পায় থাকিয়া তথায়।।
গঙ্গার তীরেতে আর নারায়ণ স্থানে।
কুরুক্ষেত্রে হরিপদে বদরিকাশ্রমে।।
হরিদ্বার বারাণসী সাগর-সঙ্গম।
প্রভাস শ্রীরামমণ্ড আর বৃন্দাবন।।
সরস্বতীতীরে আর নৈমিষ কাননে।
ত্রিবেণী কৌশিকী আর হিমালয় স্থানে।।
তীর্থেতে দান ইত্যাদি যেই জন লয়।
সেই তীর্থগ্রাহী বলি মহাপাপী হয়।।
নরকেতে কুম্ভীপাকে তাহার পতন।
শাস্ত্রের বিধান ইহা শিবের বচন।।
সপ্তশূদ্র অতিরিক্ত যাজক যে হয়।
গ্রামযাজী বিপ্র সেই শাস্ত্রে হেন কয়।।
অন্নপাক শূদ্র করে হইয়া ব্রাহ্মণ।
শূদ্রসুপকারী সেই শাস্ত্রের বচন।।
কুলটা নারীর অন্ন করিলে আহার।
মগ্ন হয়ে মহাপাপে সেই দুরাচার।।
বেশ্যা সহ রতি করে যেই দুরজন।
শিমুলের বৃক্ষ হয়ে লভয়ে জনম।।
চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণেতে যেই দুরজন।
পায়স অন্ন সুখেতে করয়ে ভোজন।।
নরক মাঝারে যায় সেই দুরাচার।
যাতনা পেয়ে দারুণ করে হাহাকার।।
কথা দিয়া একবার অন্য বরে বরে।
মহাপাপী সেই কন্যা জানিবে অন্তরে।।
পাংশুনামা নরকেতে সেই কন্যা যায়।
যাতনা তথায় লভি করে হায় হায়।।

দান করি পুনঃ তাহা করিলে হরণ।
পাংশুভোজী নরকেতে যায় সেইজন।।
যমদূত পাশে বদ্ধ করিয়া তাহারে।
সঘনে লোহার কাঁটা অসংখ্য প্রহারে।।
অবহেলা শিবলিঙ্গে করে যেই জন।
তাহার বিধানে পূজা না করে কখন।।
শিবের ক্রোধেতে সেই পড়ে দুরাচার।
তার ভাগ্যে প্রেতকুণ্ড অতীব দুর্ব্বার।।
পতি প্রতি ক্রোধ করে যদ্যপি যুবতী।
পাপের শাস্তি তাহার অনেক দুর্গতি।।
উল্কামুখ নরকেতে তাহার পতন।
কিছুকাল রহি তথা করয়ে গমন।।
তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়।
সেই কুণ্ডে ততদিন সেই নারী রয়।।
সপ্ত জন্ম তার পর বিধবা হইয়ে।
যাতনা পায় দারুণ মানব আলয়ে।।
বিপ্রপ্রাণী হইয়া করে শূদ্র অভিলাষ।
শূদ্রের রমণে বিপ্রা পুরায় যে আশ।।
অর্দ্ধকুণ্ড নরকেতে সেই নারী যায়।
চৌদ্দ ইন্দ্রপাতাবধি রহিবে তথায়।।
বিপ্র হয়ে অন্য বিপ্রা করিলে হরণ।
ক্ষাত্রাণীতে অন্য ক্ষত্র করিলে গমন।।
বৈশ্য হয়ে অন্য বৈশ্যা সহ রতি করে।
অন্য শূদ্রা শূদ্র হয়ে সহিত বিহরে।।
তপ্তোদ নরকে পড়ে এইসব জন।
দ্বাদশ বরষ তথা করয়ে যাপন।।
পাপীগণ এইরূপে মহাকষ্ট পায়।
নরক কত যে আছে বলা নাহি যায়।।
পাপের যতেক শাস্তি কে বলিতে পারে।
অনন্ত অনন্তমুখে বর্ণিবারে নারে।।
তাই বলি মন দিয়া শুন ঋষিগণ।
ধরম পথে সতত রাখিবেক মন।।
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি আর।
মহাপুণ্য এই সবে শাস্ত্রের বিচার।।

নারীগণ রত হবে স্বামীর উপরে।
তবে ত পুণ্যের বৃদ্ধি তাহার শরীরে।।
এতেক শুনি বচন ঋষিগণ কয়।
পুণ্যকথা শুনিতেছি ওহে মহাশয়।।
গুরুভক্তি পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি আর।
স্বামীভক্তি আদি করি ওহে গুণাধার।।
বিশেষ করিয়া সব করহ কীর্ত্তন।
শুনিয়া পুণ্যের বৃদ্ধি করি সর্ব্বজন।।
কহে সনৎকুমার শুন ঋষিগণ।
পরম গুরুই গতি গুরুই জীবন।।
ভবধামে গুরু বিনা গতি নাহি আর।
গুরুগতি গুরুমুক্তি গুরুপদ সার।।
ধরাধামে যত জীব লভয়ে জনম।
মানব তাহার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বচন।।
এহেন মানবজন্ম ধারণ করিয়ে।
নাহি পশে গুরুমন্ত্র যাহার হৃদয়ে।।
দীক্ষা নাহি গুরু মহামন্ত্রে হয় যার।
নরাধম হয় সেই বিশ্বের মাঝার।।
গুরু অনুগ্রহে হয় ব্রহ্ম দরশন।
বঞ্চিত সে ধনে হয় সেই নরাধম।।
তাহার জীবনে বল কিবা ফল আর।
নরাধম সেই জন অবনী মাঝার।।
যেই দ্রব্য সেই জন করয়ে ভোজন।
সেই দ্রব্য বিষ্ঠা সম শাস্ত্রের বচন।।
আবৃত থাকে অজ্ঞানে মনুষ্য-হৃদয়।
গুরুমন্ত্রে হয় তাহে জ্ঞানের উদয়।।
গুরুর সদৃশ নাহি ভুবন মাঝার।
অন্তরে একান্ত তাঁর পূজা মাত্র সার।।
হেন সাধ্য গুরু বিনা ধরে কোন্ জন।
অজ্ঞান জনেরে করে জ্ঞান সমর্পণ।।
গুরু অনুগ্রহে হয় কৃতান্ত বিজয়।
গুরু প্রসাদে নাহি রহে যম ভয়।।
গুরু আরাধিতে যেই করয়ে যতন।
ভব বন্ধ ঘুচে তার শাস্ত্রের বচন।।

গুরুদেব মহেশ্বরে কিছু ভেদ নাই।
মহেশ্বর গুরুরূপে আছে সর্ব্ব ঠাঁই।।
সরল স্বভাব যার ধর্ম্মে আছে মতি।
দয়াবান শাস্ত্রবেত্তা সুশান্ত প্রকৃতি।।
গৃহবাসী এইরূপ যেই জন হয়।
সেইজন গুরুযোগ্য জানিবে নিশ্চয়।।
নাহিক শঠতা কভু যাহার অন্তরে।
শোভে যার সদাহাস্য বদন বিবরে।।
ধরম পথেতে সদা রহে যার মন।
অভিলাষ সুখভোগে নাহিক কখন।।
উপযুক্ত গুরুপদে যেই জন হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
শঠতা নাহিক কভু যাহার অন্তরে।
শোভে যাহার সদা হাস্য বদনবিবরে।।
ধরম পথেতে সদা রহে যার মন।
অভিলাষ সুখভোগে নাহি কখন।।
গুরুপদে উপযুক্ত সেই জন হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
গুরুর তনয় কিম্বা পৌত্র আদি করে।
গুরুর সবারে সম ভাবিবে অন্তরে।।
ভেদভাব ভাবে যদি পাপেতে মজিবে।
ভেদজ্ঞান গুরুসনে কভু না করিবে।।
গুরুকুলে যেইজন লভয়ে জনম।
কভু মূর্খ যদি হয় সেই অভাজন।।
তাহার পূজা তথাপি করিবে সাদরে।
নতুবা নিশ্চয় যাবে নরক মাঝারে।।
বহুমূর্ত্তি গুরুদেব করিয়া ধারণ।
আদিরূপে পুত্র পৌত্র করে বিচরণ।।
দেবতাতে গুরুদেব ভেদ না চিন্তিবে।
চিন্তিলে নিরয় মাঝে নিশ্চয় পড়িবে।।
রহিবে দাঁড়ায়ে সদা গুরুর সকাশ।
বসিবে যদ্যপি হয় অনুজ্ঞা প্রকাশ।।
বসন গলায় দিয়ে রবে অনুক্ষণ।
রবে ভীতচিত্ত সদা গুরুর সদন।।
শ্রীগুরুদেব দাঁড়ালে অমনি দাঁড়াবে।
বসিলে অনুজ্ঞা লয়ে পরেতে বসিবে।।
করিলে শয়ন তাঁর সেবিবে চরণ।
শাস্ত্রের এই ত বিধি ওহে ঋষিগণ।।
করিলে গমন গুরু অনুগামী হবে।
নিকটে তাঁহার নাহি চাপল্য দেখাবে।।
তাঁহার সংগীত পাশে করিবে বর্জ্জন।
অহঙ্কার তাঁরে নাহি দেখাবে কখন।।
বিনা জিজ্ঞাসেতে কভু কথা না কহিবে।
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলে প্রত্যুত্তর দিবে।।
গুরু-আচরণ যাহা করিবে দর্শন।
নিষেধ তাহাতে নাহি করিবে কখন।।
শ্রীগুরু চরণোদক লইয়া সাদরে।
রাখিবে ভক্তিভাবে নিজ শিরোপরে।।
চরণধূলি গুরুর লইয়া নিয়ত।
করিবে ভোজন হয়ে সদা ভক্তিযুত।।
গুরুর চরণে সদা রাখিবেক মন।
গুরুর প্রসাদ সুখে করিবে ভোজন।।
সাক্ষাতেতে গুরুদেব যতদিন রবে।
চরণপূজা তাঁহার ভক্তিতে করিবে।।
পৃথক পূজা না কভু করিবে কখন।
করিলে বিফল সব শাস্ত্রের বচন।।
ভক্তিমান এইরূপে যেই জন হয়।
সুরপুরে তার গতি জানিবে নিশ্চয়।।
যেই জন রাখে ভক্তি পিতৃ-মাতৃপরে।
সুশীল সুশান্ত সেই অবনী মাঝারে।
শিবের উপরে সদা রাখয়ে ভকতি।
সদা শিবপূজা হেতু ব্যাকুলিত মতি।।
যে জন বুঝিতে পারে শিষ্যের হৃদয়।
উপযুক্ত গুরু সেই শাস্ত্রের নির্ণয়।।
চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজজাতি হয়।
নারীগুরু বিপ্রজাতি জানিবে নিশ্চয়।।
জ্ঞানী মহাজ্ঞানী যদি হয় দ্বিজজন।
কনিষ্ঠ বয়সে হলে করিবে অর্জ্জন।।

যতনেতে গুরুমন্ত্র গোপনে রাখিবে।
মহাবিঘ্ন প্রকাশেতে নিশ্চয় জানিবে।।
গুরুসহ দেবতারে ভিন্ন ভাবে যেই।
নরক দারুণ মধ্যে পড়িবেক সেই।।
গুরুতে দেবেতে সদা ভাবিবে সমান।
যেই গুরু সেই হন দেবতা ঈশান।।
ঈশান ভাবেতে সদা গুরুরে পূজিবে।
ভিন্ন ভাব তাঁহা হতে কভু না ভাবিবে।।
যেমন শ্রীগুরু শ্রেষ্ঠ অবনী মাঝারে।
তেমন নারীর পতি জানিবে অন্তরে।।
রমণীর গুরু এক পতি মাত্র হয়।
গতি পতি পতি মুক্তি জানিবে নিশ্চয়।।
সদৃশ পতির নাই সংসার মাঝারে।
পতি বিনা প্রাণে বল কিবা ফল করে।
হৃদয়ে পতির পদ করিবে চিন্তন।
সমান পতির নাহি এ তিন ভুবন।।
রমণীর পতি সম কেহ নাহি আর।
পতি ধনে ভাবিবেক হৃদে অনিবার।।
যদ্যপি পতিত হয় পতি মহোদয়।
তথাপি গুরুর সম জানিবে নিশ্চয়।।
কিবা তপ কিবা জপ কিবা যজ্ঞদান।
কিছুই কিছুই নহে পতির সমান।।
পতির চরণ পূজা সাদরে করিলে।
ভববন্ধ ঘুচে তার সেই পুণ্যফলে।।
বিহনে পতির ভবে সকলি অসার।
রমণীর পতি বিনা কিছু নাহি আর।।
ভবধামে পতিরতা যেই নারী হয়।
ভবসিন্ধুপারে সেই যাইবে নিশ্চয়।।
সদা পতিসুখে সুখী যেই নারীজন।
ভক্তিভরে পতিপদ করয়ে পূজন।।
পতি বিনা অন্য নরে কভু নাহি হেরে।
পতিপদে সদা চিন্তে হৃদয় মাঝারে।।
ইহলোক মহাসুখে থাকে সেই নারী।
যায় চলি অন্তকালে অমর নগরী।।

তার পাশে যমদূত কভু নাহি যায়।
তেজেতে তাহার দূত ভয়েতে পলায়।।
পুত্র হয়ে পিতৃপদ পূজিবে যেমন।
নারীজন্মে সেই রূপ পতির পূজন।।
আরাধনা পতি সদা করিবে অন্তরে।
তবে ত তরিবে সেই দুস্তর সাগরে।।
পতিপরায়ণা সদা যেই নারী রয়।
না করে পাতক কভু তাহার আশ্রয়।।
নির্ম্মল সতত রহে তাহার অন্তর।
তার দরশনে হয় পুণ্যবান নর।।
ভূষণ পরম লজ্জা রমণীর হয়।
লজ্জাশীলা নিরন্তর থাকিবে নিশ্চয়।।
লোভ পরিত্যাগ নারী সতত করিবে।
লোভেতে কমলা তারে নিশ্চয়ই ছাড়িবে।।
শয়ন করিবে যবে পতিধন সনে।
তখন নির্লজ্জ সবে শাস্ত্রের বচনে।।
বদনে সহাস্য সদা করিবে গমন।
পতিপাশে মনোব্যথা না করে কখন।।
সদা পতিপাশে প্রেম করাবে দর্শন।
তাহার তবে ত যশ রটিবে ভুবন।।
সন্তান জন্মিলে পরে একান্ত যতনে।
করিবে রক্ষণ সদা নয়নে নয়নে।।
পরের তনয় সদা পুত্রের সমান।
রমণী দেখিবে এই শাস্ত্রের বিধান।।
পতিসুখে সুখী সবে যত নারী জাতি।
দুঃখী পতিদুঃখে নারী রবে দিবারাতি।।
যদি পতি করে কভু বিদেশে গমন।
সব নারী সুখভোগ দিবে বিসর্জ্জন।।
সাবধানে গৃহদ্রব্য সতত রাখিবে।
সযত্নে সকল জনে ভোজন করাবে।।
যেই নারী পতিভক্তি না জানে কখন।
খাইলে তাহার অন্নপাতকী সেজন।।
একান্ত অন্তরে যেই পতিধনে ভজে।
তারে পতিব্রতা বলে জগতসমাজে।।

কামবশে দুই পতি করে যেই নারী।
তাহারে কুলটা কহে শাস্ত্রের বিচারী।।
যদি ভজে তিন পতি ধর্ষিণী সে হয়।
চারি পতি হলে পরে পুংশ্চলি নিশ্চয়।।
যেই নারী পঞ্চপতি করে কামবশে।
বেশ্যা বলি সেই দুষ্টা ধরাধামে ঘোষে।।
অধিক তাহার পতি যদি কভু করে।
বলি মহাবেশ্যা সেই খ্যাত চরাচরে।।
রমণী এরূপ সহ করিলে রমণ।
দুস্তর নিরয়ে পড়ে সেই অভাজন।।
বহু বহু বর্ষ থাকে নরকে পড়িয়া।
যোনিতির্য্যক ধরে ধরাধামে গিয়া।।
কোন কারণেতে যেই রমণী সুন্দরী।
পতি প্রতি যদি চাহে রোষনেত্র করি।।
নরকেতে উল্কামুখ সে করে গমন।
তারে মহা কষ্ট দেয় যমদূতগণ।।
দেহে ধরে সেই নারী যত রোমচয়।
নরকেতে ততকাল নিপতিত রয়।।
পতিহীনা সপ্তজন্ম হয় সেই নারী।
মহাকষ্ট পায় ভূমে দিবস-শর্ব্বরী।।
ব্রাহ্মণী হইয়া যেই পতিরে ছাড়িয়া।
ব্রাহ্মণ অপর সনে বিরহে মাতিয়া।।
নামে আছে তপ্তজল নরক দুর্ব্বার।
পড়িয়া তাহাতে কষ্ট পায় অনিবার।।
নারী ক্ষত্রিয়ের কিংবা বৈশ্যের রমণী।
অথবা শূদ্রের গৃহে হইয়া শুদ্রাণী।।
নিজ নিজ পতি ছাড়ি স্বজাতি অপরে।
সানন্দ লইয়া মনে কামেতে বিহরে।।
তাহার অন্তিমে গতি নরক মাঝার।
পড়িয়া নরকে কষ্ট পায় অনিবার।।
ক্ষত্রিয়ের নারী কিংবা বৈশ্যের রমণী।
ভাদ্র বধূ আর যিনি শিষ্যের জননী।।
পতিরতা যেই নারী জগত মাঝারে।
গৃহের বিধানে কাজ যেই নারী করে।।
সদা ভক্তিভরে ধর্ম্ম যে করে পালন।
বিনা পতি অন্য জনে নাহি যার মন।।
তাহার জগতে পূজা করে সর্ব্বলোকে।
বাস করে ইহকালে সেই নারী সুখে।।
সেই নারী ধরাধামে দেবতা রূপিণী।
তাহে প্রতিষ্ঠাতা রহে নিখিল অবনী।।
বিহনে তনয় গৃহ শোভা নাহি পায়।
সভায় পণ্ডিত ভূষা বিদিত সবায়।।
নরের সুবুদ্ধি ভূষা জানিবে নিশ্চিত।
ভূষা লজ্জা রমণীর আছয়ে বিহিত।।
মূর্খ বিপ্র মৃত সম জানিবে সুজন।
সভাতলে মৃত সম বুদ্ধিহীন জন।।
রমণী নির্লজ্জা হয় মৃতার সমান।
যজ্ঞ অদক্ষিণ মৃত জানিবে ধীমান।।
নদী সলিলবিহীনা যেমন বৃথায়।
যথা কৃষ্ণহীনা বুদ্ধি শোভা নাহি পায়।।
রাজাহীন রাজ্য যথা দুঃখের কারণ।
নারীজাতি পতিহীন জানিবে তেমন।।
ভূষণ বিবিধ কিম্বা নবীন যৌবন।
কেশপাশ চারুবর সুবেণী ধারণ।।
যাহা কিছু মধুরতা নারীজাতি ধরে।
নাহি পায় কিছু শোভা বিধবা শরীরে।।
শ্রীশিব-পুরাণকথা অতি মধুময়।
পাতক শুনিলে নাশ কবিবর কয়।।

প্রকৃতি বর্ণন

সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনৎকুমারে।
জিজ্ঞাসেন সম্বোধিয়া সুমধুর স্বরে।।
প্রকৃতি লক্ষণ এবে শুনিতে বাসনা।
করিয়া প্রকাশ তাহা পুরাও কামনা।।
কহে সনৎকুমার শুন ঋষিগণ।
সাধ্য কার বর্ণিবারে প্রকৃতি লক্ষণ।।
ক্ষমতা এমন কারো নাহিক ধরায়।
গুণাগুণ প্রকৃতির যেই জন গায়।।
জানি যাহা তাহা বলি করহ শ্রবণ।
প্রকৃতি করেন সদা ত্রিগুণ ধারণ।।
ত্রিগুণে ভূষিত সর্ব্ব শকতিধারিণী।
সৃষ্টি কারণেতে হয় প্রধানা কামিনী।।
বিভাগ দ্বিভাগে আত্ম: পুরুষ করিল।
দক্ষিণে পুরুষ বামে রমণী জন্মিল।।
দরিদ্র ভিক্ষুক আদি কিবা ধনী আর।
অগোচরে নাহি কিছু নিকটে যাঁহার।।
কপিল মুনির পত্নী ধৃতি ঋষিগণ।
অধৈর্য্য না হেরি সর্ব্বলোক সে চরণ।।
সুশীলা সুরূপা ক্ষমা যমের ঘরণী।
রুষ্ট হয় সর্ব্বলোকে বিনা সে রমণী।।
সতী রতি অনঙ্গের হৃদয়-হারিণী।
ক্রীড়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামবিমোহিনী।।
সুশীলা সুরূপা রতি নাহিক যথায়।
শৃঙ্গার কৌতুকরস নাহিকতথায়।।
গৃহিণী সত্যের মুক্তি জেনো ঋষিগণ।
মায়ায় যাঁহার বদ্ধ সর্ব্বজীবগণ।।
দয়া মোহপত্নী দেবী পূজ্যা এ ভুবনে।
করে সবে নিষ্ঠুরতা তাঁহার বিহনে।।
পুণ্যের প্রতিষ্ঠা ভার্য্যা ভুবনে পূজন।
জীবনে মরণ তাহা বিনা সর্ব্বজন।।
কীর্ত্তি নামে আর এক পুণ্যের রমণী।
যশোবিধায়িনী দেবী যশের জননী।।
নামেতে উদ্যোগ আর আছে একজন।
ভার্য্যাক্রিয়া নামে তাঁর রমণীরতন।।
ভক্তি এই দেবী প্রতি না আছে যাহার।
উচ্ছন্ন সত্বরে যায় বিহনে তাহার।।
অধর্ম্মদেবের পত্নী মিথ্যা নাম হয়।
নির্ম্মিল বিধাতা তার শুন পরিচয়।।
দেহ তার সত্যযুগে হয় অদর্শন।
বেদেতে কথিত ইহা শুন ঋষিগণ।।
সূক্ষ্মদেহ ত্রেতাযুগে অর্দ্ধ দ্বাপরেতে।
পূর্ণদেহ কলিযুগে ধরে বেদমতে।।
কপট তাহার ভ্রাতা শুন পরিচয়।
লজ্জা শান্তি দুই পত্নী তাহার যে হয়।।
তৃতীয় জ্ঞানের ভার্য্যা শুন ঋষিগণ।
বুদ্ধি মেধা স্মৃতি নাম বেদের বচন।।
কৃপা বিনা তাহাদের হয় মূঢ়মতি।
ক্রূরমন কদাচার মহাপাপী অতি।।
সুন্দরী ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি নাম তাঁর।
কদাচার হয় নর বিহনে যাঁহার।।
রুদ্রের ঘরণী নিদ্রা সতী শিরোমণি।
আছে নিদ্রা সর্ব্বস্থানে ঘোর মায়াবিনী।।
কালপুরুষের তিন প্রেয়সী রতন।
দিবা ও যামিনী সন্ধ্যা এই তিনজন।।
লোভের রমণী ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইজন।
ক্ষোভযুক্ত যাঁর তরে সদা জনগণ।।
নামেতে বৈরাগ্য আর আছে একজন।
শ্রদ্ধা ভক্তি নামে দুই প্রেয়সী রতন।।
এই দুই দেবীরে যেই নাহি করে ভক্তি।
বঞ্চিত বিধাতা সেই নাহি পায় মুক্তি।।

হয়েন অদিতি দেবগণের জননী।
গো-গণ সুরভি মাতা বিশ্ববিমোহিনী।।
কশ্যপ ঋষির মন প্রাণবিমোহিনী।
দিতি কদ্রু বিনতাদি তাঁহার কামিনী।।
প্রকৃতির অংশে এই নারীগণ হয়।
অনান্য রমণী শক্তি অংশে জন্ম লয়।।
প্রিয়তমা শশাঙ্কের হয় যে রোহিণী।
সংজ্ঞা হল দিবাকর মনবিমোহিনী।।
গিরির মেনকা পত্নী দুর্গার জননী।
লোপমুদ্রা বৃন্দাবলী বরুণা কামিনী।।
কালিন্দী রেবতী মিত্রা কৃতি জাম্ববতী।
লক্ষ্মণা রুক্মিণী সতী এ সব যুবতী।।
তার মধ্যে সীতা আর লক্ষ্মণা রুক্মিণী।
রমণী এই তিন হয় লক্ষ্মী-স্বরূপিনী।।
প্রকৃতি অংশেতে জন্ম যে করে গ্রহণ।
তাহাদের কহি নাম শুন ঋষিগণ।।
সত্যবতী চিত্ররেখা যেই ব্যাসমাতা।
প্রভাবতী রোহিণী যে বলভদ্রমাতা।।
শ্রীকৃষ্ণভগিনী ভদ্রাদেবী ভানুমতি।
ভৃগুর রেণুকা মাতা অবলা যুবতী।।
অংশেতে প্রকৃতি জন্ম এসব নারীর।
বেদের বচন জেন যত সব ধীর।।
অংশেতে প্রকৃতি জন্মে গ্রাম্যদেবী যত।
ব্রহ্মাণ্ডে রমণী হয় তাঁর অংশ মত।।
নারীরে এ হেন যদি নিন্দে কোনজনে।
প্রকৃতি-নিন্দা তাহলে হয় সেইক্ষণে।।
অলঙ্কার চারু আর সুচারু অম্বরে।
বাসিত চন্দন দিয়া অতিভক্তি ভরে।।
পতিপুত্রবতী নারী যে করে পূজন।
সুজন সুশীল সাধু হয় সেই জন।।
করিলে যতনে পূজা ব্রাহ্মণ নারীর।
হবে পূজা তাহলে দেবী ভবানীর।।
শুন সবে রমণীরা তিন জাতি হয়।
আমি এবে কহি তাহাদের পরিচয়।।

ধর্ম্ম পতিব্রতা লক্ষ্য করি যেই জন।
সেবা করে এক মনে পতির চরণ।।
এ ভব-ভবনে হয় সে উত্তমা নারী।
সত্ত্বগুণে পতিব্রতা হয় অধিকারী।।
রমণী মধ্যমা শুদ্ধ ভোগের কারণ।
করে থাকি অনুদিন পতির সেবন।।
ভোগ আশে সেবে পতি করিয়া যতন।
অধিকারী রজোগুণ সে নারী রতন।।
সর্ব্বদা যে নারী, সুখ বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
দুর্ব্বার অধর্ম্মী নীচ কার্য্যে বিচক্ষণ।।
দুর্ম্মুখা কুলটা অতি কুবংশে জনম।
অধিকারী তমোগুণ নারী সেইজন।।
স্বর্গবিদ্যাধরী এক দেববিলাসিনী।
লভিল জনম সেই আসিয়া মেদিনী।।
অংশে তার যত সব নারী জনমিল।
সেই হেতু তারা সব কুলটা হইল।।
প্রকৃতির সর্ব্ব কথা শুনিলে ধীমান।
সবার উপরে হয় প্রকৃতি প্রধান।।
পূজিল প্রথমে দুর্গা সুরথ রাজন।
পূজিল দ্বিতীয় রাম রাবন কারণ।।
ত্রিলোক নিবাসীগণ করিয়া যতন।
পূজিলেন তার পরে তাঁহার চরণ।।
পরে দেবী সে জনম করি পরিহার।
গর্ভে প্রসুতির জন্মিলেন পুনর্ব্বার।।
অসুর দানবগণে নিধন করিয়ে।
পতিনিন্দা দক্ষালয়ে স্বকর্ণে শুনিয়ে।।
সে জনম পরিহারি মেনকা উদরে।
পুনঃ জন্মিলেন আসি হিমাদ্রির ঘরে।।
বহুদিন একমনে সেবি পশুপতি।
পতিরূপে পশুপতি পাইলেন সতী।।
কৃষ্ণের অংশেতে জন্ম নিল গজানন।
বিষ্ণুর অংশেতে জন্মিলেন ষড়ানন।।
গণেশ কার্ত্তিক নাম উভয়ের হয়।
জগতবন্দিনী মাতা দুর্গার তনয়।।

প্রথমে কমলা পূজে মঙ্গল রাজন।
ত্রিলোকবাসী পরেতে করিল পূজন।।
সাবিত্রী প্রথমে পূজা করে সৃষ্টিকর।
ত্রিলোকনিবাসী তাঁরে পূজে তারপর।।
প্রথমে কালীরে ব্রহ্মা করিল পূজন।
পূজিল পরেতে দেবাসুর মুনিগণ।।
গোলোকেতে রাধানাথ করিয়া যতন।
শ্রীমতীর প্রথমেতে করিল পূজন।।
কার্ত্তিক-পূর্ণিমা দিনে আনন্দিত মনে।
পূজিল শ্রীহরি গোপ-গোপিকার সনে।।
পরেতে পূজিল তারে ব্রহ্মাদেবগণ।
তাহার পরেতে তারে পূজে সর্ব্বজন।।
প্রকৃতির কথা এই অতি মধুময়।
বিরচিয়া কবিবর আনন্দ হৃদয়।।

প্রকৃতি-মাহাত্ম্য ও শিবের দর্পচূর্ণ

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনৎকুমারে।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল তবে সুমধুর স্বরে।।
জ্ঞানের অপূর্ব্ব কথা করিনু শ্রবণ।
জিজ্ঞাসি এখন যাহা করহ বর্ণন।।
প্রকৃতি-রূপিণী দেবী শুভা হৈমবতী।
তাঁহার হৃদয়-ধন দেবপশুপতি।।
শ্রেষ্ঠ কেবা ইহাদের উভয় মাঝারে।
করিয়া প্রকাশ তাহা বলহ সবারে।।
বচন শুনিয়া তবে সনৎকুমার।
শুন শুন কহিলেন কহিব বিস্তার।।
প্রকৃতিতে মহেশেতে কিছু ভেদ নাই।
দুই ভাগ এক দেহ জানিবে সবাই।।
প্রকৃতি-বশ তথাপি দেব পঞ্চানন।
মহিমা-প্রকৃতি বল কে করে বর্ণন।।
সত্ত্ব আদি তিনগুণ ধরিয়া প্রকৃতি।
শিব-অনুগতা সদা আছেন যুবতী।।
আদি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব অমর-নিকর।
নাহিক প্রভুত্ব কারো প্রকৃতি উপর।।
দর্প যদি প্রকৃতি উপরে কেহ করে।
অমনি প্রকৃতি তার গরব সংহারে।।
তাহার প্রমাণ বলি করহ শ্রবণ।
একদিন দেব দেব শিব পঞ্চানন।।
আছেন বসিয়া সুখে কৈলাস নগরে।
প্রকৃতি নিকটে স্বর্ণ-সিংহাসনোপরে।।
প্রিয়ালাপ নানাবিধ করিয়া তখন।
উভয়েতে মৌনভাবে রহে কতক্ষণ।।
চিন্তা করে মনে মনে দেব মহেশ্বর।
সবার প্রধান আমি বিশ্বের উপর।।
করিতে নিমেষে পারি সকলি সংহার।
কে আছে আমার সম জগত মাঝার।।
সবে করে দেব দৈত্য মম উপাসনা।
ভক্তের পুরাই আমি যতেক কামনা।।
ব্রহ্মাবিষ্ণু আদি করি অমর-নিকরে।
পূজা করে ভক্তিভরে সতত আমারে।।
দানবে পীড়ন করে যত দেবতায়।
কিন্তু সদা সেবা করে তাহারা আমায়।।
মম নাম আশুতোষ জানে সর্ব্বজন।
পূরাই সবার আশা যে চাহে যেমন।।
আমি ধরি পঞ্চমুখ কভু একমুখ।
আমা হতে জগতের যত দুঃখ সুখ।।
সত্য বটে ভিক্ষুবেশে বেড়াই শ্মশানে।
কুবের ভাণ্ডারী কিন্তু মম বিদ্যমানে।।
ঐশ্বর্য্য আছে যতেক অবনী মাঝার।
আমা বিনা কেবা আর অধিকারী তার।।
আমি কত মূর্ত্তি ধরি কে বুঝিতে পারে।
রাখিলাম বিষ ভক্ষি জগত সংসারে।।

আত্মগর্ব্ব এইরূপে করি পঞ্চানন।
কৈলাসেতে মৌনভাবে করেন চিন্তন।।
এদিকে আপন মনে জানিল শিবানী।
গর্ব্বিত হয়েছে এবে দেব শূলপাণি।।
শিবের গরব আমি করিব ভঞ্জন।
ভাবি এত নখে ভূমি করে বিলিক্ষণ।।
নখেতে মৃত্তিকা দেবী লিখন করিয়ে।
নিলেন বটিকা সম গুটিকা তুলিয়ে।।
শিবের হস্তেতে তাহা করেন অর্পণ।
দেখি বিমোহিত হন দেব পঞ্চানন।।
অপূর্ব্ব গুটিকা সেই কি বর্ণিতে পারি।
তেজেতে তাহার মণি যায় বলিহারি।।
এ হেন গুটির সৃষ্টি বিধি নাহি পারে।
হাতে করি পঞ্চানন বিশেষে নেহারে।।
এক পার্শ্বে দেখিলেন দ্বার মনোহর।
দেখিতে দেখিতে বাড়ে উত্তর উত্তর।।
স্বর্ণের কপাট আহা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
ঠাঁই ঠাঁই মণি মুক্তা অতি শোভমান।।
দেখিতে দেখিতে দ্বার উন্মুক্ত হইল।
অবিলম্বে পঞ্চানন প্রবেশ করিল।।
বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভূমি অতি ভয়ঙ্কর।
নবদূর্ব্বা শোভে কিবা অতি মনোহর।।
বৃক্ষশ্রেণী চারি ধারে কিবা শোভা পায়।
তরুর এহেন শোভা নাহিক ধরায়।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যত তরু আছে।
তার মাঝে হেন বৃক্ষ কে কোথা দেখেছে।।
সরোবর মাঝে মাঝে অতি মনোহর।
সারস-সারসী আদি ভ্রমে জলচর।।
নীলপদ্ম, স্বর্ণপদ্ম, পীতপদ্ম আর।
রয়েছে ফুটিয়া কত শোভার আধার।।
এরূপে প্রান্তর ক্রমে করিয়া লঙ্ঘন।
অপর দ্বারের কাছে যান পঞ্চানন।।
বসিয়া দ্বারেতে এক দেব মহেশ্বর।
দশমুখ ধরে সেই অতি ভয়ঙ্কর।।

ভুজঙ্গ ভুষণ দেহে কিবা শোভা পায়।
চন্দ্রকলা ভালোপরি মরি কিবা তায়।।
কক্ষবাদ্য গালবাদ্য ঘনঘন করে।
প্রকৃতির জয় মুখে নিয়ত উচ্চারে।।
দ্বারেতে যখন আসিলেন পঞ্চানন।
বারেক কটাক্ষমাত্র করিল তখন।।
বাধা কিছুমাত্র নাহি দিলেন তাঁহারে।
বিস্ময়ে প্রবেশে শিব পুরীর ভিতরে।।
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা করি দরশন।
শিব বিমোহিত হয়ে রহে কতক্ষণ।।
চারিদিকে নেত্রপাত করি পশুপতি।
কত যে দেবতা হেরে নাহি তার স্থিতি।।
কত বহ্নি কত ইন্দ্র কত মরুদ্গণ।
কত বায়ু কত সূর্য্য চন্দ্র অগণন।।
কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কে গণিতে পারে।
অসংখ্য যম রয়েছে কালদণ্ড ধরে।।
এক মুখ দুই মুখ তিন মুখ কার।
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ বিবিধ আকার।।
দশমুখ শতমুখ সহস্রমুখ করি।
কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু গণিবারে নারি।।
এক মুখ পঞ্চমুখ কত পঞ্চানন।
সামান্য দেবের মত আছে অগণন।।
দেখিতে দেখিতে শিব চলিতে লাগিল।
অপূর্ব্ব সম্মুখে গৃহ দেখিতে পাইল।।
দ্বারেতে দাঁড়ায়ে আছে দেব অগণন।
ধীরে ধীরে যান তথা দেব পঞ্চানন।।
গৃহেতে প্রবেশ করি দেখে পশুপতি।
স্বর্ণসিংহাসনে শোভে প্রকৃতি মূরতি।।
চারিদিকে অগণন যত দেবগণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সম্মুখেতে আর পঞ্চানন।।
দশমুখ শতমুখ সহস্রমুখ কার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সব অদ্ভুত আকার।।
যেই দেব যেই কার্য্যে আছে নিয়োজিত।
কার্য্যের হিসাব সবে দিতেছে ত্বরিত।।

সিদ্ধ-সাধ্য যতি ঋষি কত অগণন।
করিতেছে করযোড়ে দেবীর স্তবন।।
এই সব নিরখিয়া দেব মহেশ্বর।
করেন ধিক্কার কত আত্মার উপর।।
অবশেষে নেত্র মুদি দেব পঞ্চানন।
বেদবাক্যে করে কত প্রকৃতি-স্তবন।।
স্তবে শেষ করি চক্ষু যেমন মেলিল।
নাহিক কিছুই তথা বিস্ময় জন্মিল।।
আছে বসি পূর্ব্ববৎ কৈলাস নগরে।
সম্মুখে শিবানী সতী ভূ-লিখন করে।।
তাহা দেখি গর্ব্বত্যাগ করি পঞ্চানন।
লজ্জাভরে অধোমুখে রহেন তখন।।
পুরাণে সুধার কথা অতি মনোহর।
বিরচিয়া দ্বিজ কবি সানন্দ অন্তর।।

শিবপ্রিয় পুষ্পনির্ণয়, ভুজবল নামক ‌‌‌‌ ‌রের উপাখ্যান ও বিল্বোৎপত্তি

সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনৎকুমারে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে।।
পরম তত্ত্ব শিবের শুনিতে বাসনা।
তত বাড়ে যত শুনি মনের কামনা।।
জিজ্ঞাসি এখন যাহা ওহে মহোদয়।
করিয়া প্রকাশ তাহা করহ নির্ণয়।।
কোন্ পুষ্পে অতি তুষ্ট হন পঞ্চানন।
করিয়া প্রকাশ তাহা করহ বর্ণন।।
শুনি তবে হেন বচন বিধির কুমার।
বলিলেন শুন বলি করিয়া বিস্তার।।
ভূষণে বিবিধ ধেনু করিয়া ভূষিত।
বিপ্র করে যদি দেয় বৎসের সহিত।।
যেই পুণ্য তাহে হয় ওহে ঋষিগণ।
করবীর পুষ্পে যদি পূজে পঞ্চানন।।
পুণ্য সেই লাভ হয় নাহিক সংশয়।
শ্বেত করবীরে কিন্তু ওহে ঋষিচয়।।
শ্বেত করবীতে হয় যে পুণ্য সঞ্চার।
দ্বিগুণ লোহিত পুণ্য শাস্ত্রের বিচার।।
রৌপ্য কোটি শিবে যদি করয়ে অর্পণ।
সেই পুণ্যলাভ তাহে করে জনগণ।।
সেই ফললাভ হয় শেফালী কুসুমে।
যদি পূজে ভক্তিভরে দেব পঞ্চাননে।।
শতগুণ তাহা হতে কুন্দ পুষ্পে হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়।।
মল্লিকা পুষ্পেতে যদি পূজে মহেশ্বরে।
কুন্দ হতে শতগুণ ফল পায় নরে।।
শিবলিঙ্গ মুক্তা দিয়া করিয়া নির্ম্মাণ।
মুক্তা দিয়া যদি করে পূজার বিধান।।
তাহে যেই পুণ্য পায় পুণ্যবান নর।
দ্রোণ পুষ্পে সেই পুণ্য যদি পূজে হর।।
সুবর্ণে গঠিয়া লিঙ্গ করিলে পূজন।
তাহে যেই পুণ্য পায় পুণ্যবান জন।।
চম্পক ফুলেতে যদি পূজে মহেশ্বরে।
পায় সেই পুণ্য সেই শাস্ত্রের বিচারে।।
বৈশাখে পবিত্র মাসে যেই সাধুজন।
শুভবর্ণ চামরেতে করয়ে ব্যজন।।
তাহে সেই ফল দেন দেবদেব হর।
শিরীষ ফুলেতে সেই পুণ্য পায় নর।।
অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে সেই পুণ্য হয়।
কোটি গঙ্গাস্নানে হয় সেই ফলোদয়।।
নাগকেশরেতে যদি পূজে মহেশ্বরে।
পুণ্য সেই লাভ হয় কহিনু সবারে।।
মুচুকুন্দ ফুল শিবে করিলে অর্পণ।
ফল পায় গয়াশ্রাদ্ধ সেই সাধুজন।।

তুলসী অর্পণে পায় সেই পুণ্যনর।
ফল পায় চন্দ্রায়ন অর্পিলে টগর।।
উপবাস কাশীধামে যদি কেহ করে।
সেই পুণ্য তাহে পায় পুণ্যবান্ নরে।।
বজ্রপুষ্পে যদি শিবে করয়ে পূজন।
সেই পুণ্য পায় তাহে সেই পুণ্যজন।।
পরমাত্মা শিবে যদি কোন সাধু নরে।
কুসুম ধুস্তুর দিয়া পূজে ভক্তি ভরে।।
একাদশী উপবাসে যেই পুণ্য হয়।
সেই পুণ্য লভে সেই নাহিক সংশয়।।
কেতকী পুষ্পেতে শিবে কভু না পূজিবে।
বিফল পূজিলে পূজা অন্তরে জানিবে।।
শিবপ্রিয় পুষ্প যাহা করিনু বর্ণন।
এই সব ফুলে পূজা করিলে সুজন।।
যেই পুণ্য উপার্জ্জন সেই জন করে।
পদ্মপুষ্পে সেই পুণ্য শাস্ত্রের বিচারে।।
পদ্মপুষ্প হতে শ্রেষ্ঠ নাহি পুষ্প আর।
সন্তুষ্ট পরম ইথে শিব দয়াধার।।
পুষ্প কিছুমাত্র যদি কভু নাহি মিলে।
পূজিবে শঙ্করদেবে শুদ্ধ বিল্বদলে।।
মহাতুষ্ট বিল্বপত্রে দেব পঞ্চানন।
সমান ইহার নাহি এ তিন ভুবন।।
ভক্তিভরে বিল্বপত্রে যদি পূজে হরে।
কিম্বা অভক্তিতে দেয় শিবের উপরে।।
নিকটে হয় তাহার শমন দমন।
সে জন যায় অন্তিমে কৈলাস ভুবন।।
প্রমাণ তাহার বলি শুনহ সকলে।
শুনিলে পাতক মুক্তি শাস্ত্রে হেন বলে।।
পূর্ব্বেতে আছিল এক দারুণ তস্কর।
চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি কাজেতে তৎপর।।
পরদ্রব্য সদা সেই করিত লুন্ঠন।
চক্ষের নিমেষে সব করিত হরণ।।
উত্যক্ত হইয়া সবে ঐক্য হইয়া তখন।
রাজদ্বারে তারে ধরি করিল অর্পণ।।

নাম ধরে ভুজবল দারুণ তস্কর।
তারে ধৃত করি দিল রাজার গোচর।।
প্রমাণ বিশেষ পেয়ে সেই নরপতি।
সেই দুষ্টে নির্ব্বাসনে দিল অনুমতি।।
রাজার আদেশ পেয়ে কিঙ্কর সকলে।
দূরীকৃত করি দিল দুষ্ট ভুজবলে।।
সে দেশ ছাড়িয়া দুষ্ট করিল গমন।
উপনীত ক্রমে আসি অবন্তীভবন।।
রাজ্য প্রান্তভাগে গিয়া কুটির নির্ম্মিল।
ভুজবল সেই স্থানে বসতি করিল।।
যাহার স্বভাব যাহা কভু নাহি যায়।
চৌর্য্য হেতু দুষ্ট সদা ঘুরিয়া বেড়ায়।।
উদ্যানে গোপনে পশি ফলমূল লয়ে।
বিক্রয় করয়ে দুষ্ট বাজারেতে গিয়ে।।
জীবিকা নির্ব্বাহি দুষ্ট এইরূপে করে।
উত্যক্ত হইয়া লোক চিন্তয়ে অন্তরে।।
যত দ্রব্য এইরূপে করয়ে হরণ।
নাহি জানে কেহ কিন্তু চোর কোন্‌জন।।
উদ্যানে একদা এক প্রবেশ করিয়ে।
বিল্ববৃক্ষে উঠে দুষ্ট ফলার্থী হইয়ে।।
রজনী নিশীথ ঘোর অন্ধকারময়।
বৃষ্টি তাহে অল্প অল্প দেখি লাগে ভয়।।
সেই দিন সোমবার চতুর্দ্দশী তিথি।
ছিল বিল্বমূলে লিঙ্গদেব পশুপতি।।
বৃক্ষেতে তস্কর ক্রমে করি আরোহণ।
শ্রীফল অসংখ্য পাড়ি করিল গ্রহণ।।
তাহাতে পত্রের জল লিঙ্গোপরি পড়ে।
পড়ে বিল্বপত্র কত শিবের উপরে।।
বিল্বের সজল দল পেয়ে মহেশ্বর।
পরম সন্তুষ্ট হন তস্কর উপর।।
এইরূপে বিল্বফল লয়ে দুষ্টমতি।
গেল ধীরে ধীরে চলি আপন বসতি।।
সেই দুষ্ট কালক্রমে ত্যজিল জীবন।
তার পাশে যমদূত করিল গমন।।

শিবদূত হেনকালে আগত হইল।
বাক্যযুদ্ধ দুই দূতে ক্রমেতে বাধিল।।
যমদূত কহে শুন শিব অনুচর।
যত দিন বেঁচে ছিল দারুণ তস্কর।।
নাহি হৃদে ধর্ম্মবোধ আছিল কখন।
সেই চৌর্য্যবৃত্তি কাল করিল যাপন।।
পাপ লয়ে সেই যাবে শমন গোচরে।
চিরদিন রবে দুষ্ট নরক ভিতরে।।
শিবদূত এত শুনি রক্তনেত্র করি।
আঘাত চপেট করে যম দূতোপরি।।
সভয়ে যমের দূত করে পলায়ন।
শমন নিকটে গিয়া করে নিবেদন।।
যমরাজ দ্রুতপদে আপনি আসিল।
নিকটেতে শিবদূত দেখিতে পাইল।।
জিজ্ঞাসিল শিবদূতে ইহার কারণ।
শুন কহে শিবদূত শমন রাজন।।
পরম ভক্ত শিবের এই দুষ্টমতি।
চতুর্দ্দশী দিনে পূজে দেব পশুপতি।।
শ্রীফলপত্রে সজল করিল পূজন।
পরিতুষ্ট হন তাহে দেব পঞ্চানন।।
আজ্ঞায় শিবের আমি লইতে ইহারে।
দণ্ডধর আসিয়াছি কহিনু তোমারে।।
কৈলাস নগরে লয়ে করিব গমন।
শিবের কিঙ্কর তথা হবে এইজন।।
এই কথা শুনি দূত মুখে দণ্ডধর।
প্রণাম করে উদ্দেশ্যে শিবের উপর।।
ছাড়িয়া তস্করে গেল শমন রাজন।
শিবদূত গেল পরে কৈলাস ভবন।।
শিবের প্রসাদে সেই দারুণ তস্কর।
কৈলাসপুরীতে রহে হয়ে অনুচর।।
শ্রীফল-মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন।
প্রসাদে ইহার তরে দুষ্ট দুরজন।।
পূজে যদি বিল্বপত্রে দেব দেব হরে।
সেই অবহেলে তরে ভব পারাপারে।।

ভবডোর তারে কভু না করে বন্ধন।
ইহা শাস্ত্রের বচন বেদের কথন।।
ঋষিগণ এত শুনি সুমধুর স্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ বিধির কুমারে।।
শ্রীফল বৃক্ষের জন্ম করহ কীর্ত্তন।
পবিত্র হোক শুনিয়া পাতকী জীবন।।
এত শুনি বিধিসুতে কহে পুনরায়।
সেই কথা শুন শুন বলিব সবায়।।
কাহিনী অদ্ভুত সেই অতি মনোহর।
পবিত্র দেহ শুনিলে পবিত্র অন্তর।।
পূর্ব্বকালে কোন দিন বৈকুণ্ঠনগরে।
আছেন বসিয়া হরি সিংহাসনোপরে।।
কমলা বসি বামেতে পুলকিত মন।
জিজ্ঞাসা করেন নাথে ওহে প্রাণধন।।
কেবা তব আমাপেক্ষা প্রিয় এ সংসারে।
বিবরিয়া কহ তাহা অধিনী গোচরে।।
এত শুনি মিষ্টি ভাবে কহে জনার্দ্দন।
তুমি মম প্রাণধন জীবন-জীবন।।
কিন্তু এক কথা বলি কমল আলয়ে।
যেই ডাকে ভক্তিভাবে আমারে হৃদয়ে।।
সেই প্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা জানিবে আমার।
সতত বসতি মম নিকটে তাঁহার।।
একমাত্র হেন ভক্তি দেব পঞ্চানন।
শিবপেক্ষা প্রিয় নাহি এ তিন ভুবন।।
অর্চ্চনা করে শিবের যেই সাধুমতি।
শিব হতে প্রিয় সেই শুনহ যুবতি।।
নাহি করে শিবপূজা যেই দুষ্টজন।
তাহার উপরে রুষ্ট আমি সর্ব্বক্ষণ।।
জপ তপ পূজা আদি যাহা কিছু করে।
বিফল সকলি তার জানিবে অন্তরে।।
শিবেরে পূজিলে হয় সকল মঙ্গল।
নৈলে পদে পদে তার ঘটে অমঙ্গল।।
প্রিয় সে কারণ মম শিব পশুপতি।
তাঁরে পূজে যেই জন করিয়া ভকতি।।

জনম সফল তার সার্থক জীবন।
সে জন অন্তিমে পায় আমার চরণ।।
লক্ষ্মীদেবী এত শুনি মলিন বদনে।
কহে নাথ ধীরে ধীরে নিবেদি চরণে।।
অভাগিনী আমি অতি নাহিকসংশয়।
জনম জীবন মম বিফল নিশ্চয়।।
শত ধিক্ ধিক্ ধিক্ এই পাপীনীরে।
করেছে বঞ্চিত বিধি হায়রে আমারে।।
পূজন শিবের আমি না করি কখন।
বিফল জীবন মম বিফল জীবন।।
বাঁচিয়া কী ফল মম ওহে গদাধর।
না পূজি কভু আমি দেবদেব হর।।
এরূপে ধিক্কার করে বিষ্ণু-প্রণয়িনী।
সান্ত্বনা করিয়া কহে হরি গুণমণি।।
প্রাণপ্রিয়ে শুন শুন না করে রোদন।
দোষ নাহি ইথে তব জানিবে কখন।।
মাহাত্ম্য শিবের আমি তোমার গোচরে।
কীর্ত্তন করেছি নাহি কখন সাদরে।।
জানিবে কীরূপে তুমি ইহার মহিমা।
দোষ নাহি ইথে তব শুন সুলোচনা।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
শিবপূজা অদ্য হতে কর আচরণ।।
প্রতিদিন পদ্মপুষ্পে পূজহ সাদরে।
তুষ্ট হবেন অবশ্য শিব তবোপরে।।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্মপুষ্প কহিনু তোমায়।
অদ্য হতে রত হও শিবের পূজায়।।
সংকল্প বিধানে করি অতিভক্তি ভরে।
প্রতিদিন শতপদ্মে পূজ মহেশ্বরে।।
পরিতুষ্ট ইথে হবে দেব পঞ্চানন।
পরম সন্তুষ্ট হব আমি জনার্দ্দন।।
তুষ্টিতে শিবের তুষ্ট অমর নিকর।
সর্ব্বপূজাফল পায় পূজে যেই নর।।
শিবের পূজনে হয় সবার অর্চ্চনা।
করেন পূরণ শিব মনের বাসনা।।

লক্ষ্মীদেবী এত শুনি বিমল অন্তরে।
পূজিতে প্রবৃত্ত হন দেব মহেশ্বরে।।
পরিতুষ্ট ইথে হবে দেব পঞ্চানন।
পরম সন্তুষ্ট হবে আমি জনার্দ্দন।।
সকল্প করিয়া শিবে করেন পূজন।
প্রতিদিন শতপদ্ম করেন অর্পণ।।
নিজহস্তে পুষ্পদেবী চয়ন করিয়ে।
করেন গণনা নিজে একান্ত হৃদয়ে।।
গঙ্গাজলে তার পর করিয়া ক্ষালন।
পুনশ্চ গণেন দেবী হয়ে একমন।।
পূজাকালে তারপর পুনশ্চ গণিয়ে।
প্রবৃত্ত হন পূজায় একান্ত হৃদয়ে।।
প্রতিদিন এইরূপে করেন পূজন।
বর্ষাবধি হবে পূজা এরূপ মনন।।
বৎসর অতীত ক্রমে এরূপে হইল।
বৎসরের শেষদিন আসি দেখা দিল।।
পূর্ব্বমত সেই দিনে করিয়া চয়ন।
গঙ্গাজলে পূর্ব্বমত করিয়া ক্ষালন।।
গণনা করি ত্রিবার একান্ত অন্তরে।
বসিল পূজায় দেবী অতি ভক্তিভরে।।
এদিকে পরীক্ষা হেতু দেব পঞ্চানন।
দুই পদ্ম তাহা হতে করেন হরণ।।
কমলাদেবী এদিকে এক এক করি।
ক্রমে দেন শত পুষ্প শিবলিঙ্গোপরি।।
ক্রমেতে দেখেন দুই পুষ্প ন্যূন হয়।
পদ্মালয় তাহা হেরি বিস্মিত হৃদয়।।
পদ্মালয়া মনে মনে করেন চিন্তন।
হায় হায় কে করিল কুসুম হরণ।।
হয়ত ভ্রমেতে আমি ক্ষালন করিয়ে।
পুনঃ গণি নাহি তাহা মনেতে ভুলিয়ে।।
সাদরে প্রত্যহ আমি গণি তিনবার।
গণিয়াছি ভ্রমে আজি শুদ্ধ দুইবার।।
ভক্তির শৈথিল্য মম হয়েছে নিশ্চয়।
বিফল সকলি মম নাহিক সংশয়।।

হয়েছে দ্বিপদ্ম ন্যূন কোথায় পাইব।
কিরূপে অপর দ্বারা কুসুম আনাব।।
প্রতিদিন নিজহস্তে করেছি চয়ন।
পরহস্তে আনয়ন অযোগ্য এখন।।
নিজেও উঠিতে নারি আসন হইতে।
কি হয় উপায় এবে ভাবিতেছি চিতে।।
চিন্তা করি এইরূপ বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী।
মৌন হয়ে রহে নেত্র নিমীলিত করি।।
চিন্তা করি ক্ষণকাল কহেন তখন।
স্মৃতিপটে দিব্যকথা হয়েছে স্মরণ।।
একদিন জনার্দ্দন শুয়ে শয্যাতলে।
বলেছিল প্রিয়ভাবে মোরে করি কোলে।।
প্রিয়তমে তুমি মম ফুল্ল-সরোবর।
তব কুচদ্বয় ইথে পদ্ম মনোহর।।
বচন হরির মিথ্যা না হয় কখন।
মম স্তনদ্বয় পদ্ম হরির বচন।।
স্তনপদ্মে শিবে আমি পূজিব সাদরে।
তুষ্ট ইথে হবে হরি আমার উপরে।।
এত চিন্তা মনে মনে করিয়া তখন।
করেতে আপন ছুরি করেন গ্রহণ।।
তাহা দেখি স্তনদ্বয় বলিতে লাগিল।
তোমার জনমি অঙ্গে জনম সফল।।
দোঁহা দিয়া আমা তুমি পূজিবে শিবেরে।
মোরা ধন্য ধন্য দোঁহা জগত-সংসারে।।
এতেক বচন শুনি কমলা তখন।
মিষ্টভাবে স্তনদ্বয়ে কহেন বচন।।
মস্তক আমার যথা দেব দেব হরে।
সতত করয়ে পূজা অতি ভক্তিভরে।।
সেরূপ তোমরা দোঁহে হয়ে একান্তর।
শিবের পূজনে অদ্য হওগে তৎপর।।
শিবেতে হরিতে ভেদ নাহিক যেমন।
পদ্ম সহ তোমা দোঁহে জানিবে তেমন।।
হস্তপদ মুখ শির নখ আদি করে।
জন্মেছে যেমন সবে আমার শরীরে।।

তোমরা সেরূপ অঙ্গে লভেছে জনন।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।।
দ্বিপদ্ম হয়েছে ন্যূন শিবের পূজনে।
পূরক তাহার হও তোমরা দুজনে।।
বাম স্তন এত বলি বাম করে ধরি।
দক্ষিণ হাতেতে ছুরি নিলেন ঈশ্বরী।।
হাস্যমুখে অকাতরে করিয়া ছেদন।
শিবের উপরে তাহা করেন অর্পণ।।
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দেবী স্মরণ করিয়ে।
শিবের শিরেতে দেন একান্ত হৃদয়ে।।
যেই স্তন হরি পূর্ব্বে করিত মর্দ্দন।
সেই স্তন অবহেলে করিল ছেদন।।
কিছুই যাতনা বোধ না করি অন্তরে।
হাসিতে হাসিতে দেন শিব-শিরোপরে।।
এইরূপে বামস্তন করিয়া ছেদন।
করেন কৃতার্থ জ্ঞান কমলা তখন।।
তদন্তরে অন্য স্তন ছেদিবার তরে।
হলেন উদ্যত দেবী একান্ত অন্তরে।।
এইরূপে বামস্তন করিতে কর্ত্তন।
দেখিয়া দুঃখিত হন দেব পঞ্চানন।।
অন্য-স্তন ছেদিবারে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী।
যেমন উদ্যত হন শিবনাম স্মরি।।
অমনি মহেশ দেব—দেব পঞ্চানন।
স্বর্ণলিঙ্গোপরি আসি দিলেন দর্শন।।
শ্বেতকায় শুভ্রবর্ণ অতি মনোহর।
নীলকণ্ঠ ভস্মমাখা ত্রিলোচন হর।।
জটাজুট শোভে শিরে লোহিত বরণ।
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম অতি সুশোভন।।
উপবীত নাগযজ্ঞ দোলে গলদেশে।
আবির্ভূত দেব-দেব মনোহর বেশে।।
কমলারে হস্ত তুলি করেন বারণ।
না কর না কর মাতঃ এ স্তন ছেদন।।
ভক্তি তব জানিয়াছি আপন অন্তরে।
মনোরথ পূর্ণ তব কহিনু তোমারে।।

তুমি মাতঃ যেই স্তন করেছ ছেদন।
পুনশ্চ হইবে তাহা পূর্ব্বের মতন।।
ছিন্ন অর্পিয়াছি স্তন মম লিঙ্গোপরে।
তাহা বৃথা নাহি হবে জানিবে অন্তরে।।
বৃক্ষরূপে ওই স্তন লভিবে জনম।
শ্রীফল হইবে নাম শুনহ বচন।।
চন্দ্র সূর্য্য ধরাতলে যত দিন রবে।
ততকাল তব কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।।
পরম প্রিয় আমার হবে তরুবর।
সেই পত্রে মম পূজা করিবেক নর।।
বেলপত্রে একমাত্র করিলে পূজন।
পরম সন্তুষ্ট হব আমি পঞ্চানন।।
স্বর্ণেতে আমার লিঙ্গ করিয়া নির্ম্মাণ।
স্বর্ণদ্বারা যদি করে পূজার বিধান।।
অথবা প্রবাল মুক্তা ইত্যাদি অর্পিয়ে।
অর্চ্চনা যদ্যপি করে একান্ত হৃদয়ে।।
তথাপি তেমন তুষ্ট না হবে কখন।
পরিতুষ্টি বিল্বপত্রে লভি যেমন।।
গঙ্গাজল বিল্বপত্রে মিশ্রিত করিয়ে।
মম লিঙ্গোপরি দিলে ভক্তিযুত হয়ে।।
করি যে তাহারে আমি কৈবল্য অর্পণ।
তাহাতে আমাতে ভেদ না রহে কখন।।
ক্ষান্ত হও এবে দেবী সাগর-নন্দিনী।
স্বরূপা জননী তুমি হর-বিমোহিনী।।
পরিপূর্ণ মনোরথ হইল তোমার।
তোমার অন্তর শুদ্ধ ভক্তির আধার।।
এতেক কমলা শুনি সানন্দ অন্তরে।
ভক্তিভরে স্তব করে দেব মহেশ্বরে।।
দেব দেব নম নম শশাঙ্কশেখর।
ত্রি-কারণ-হেতু তুমি ওহে দিগম্বর।।
মন-প্রাণ-আত্মা আমি করিনু অর্পণ।
ভাবি যেন সদা হৃদে তোমার চরণ।।
শশধর সম তব মূর্ত্তি মনোহর।
শোভে শিরে চন্দ্রকলা অতীব সুন্দর।।
পাপ কোটি নাশি তুমি ওহে ত্রিপুরারি।
মৃদু হাস্য হাস্য পাশে যাই বলিহারি।।
শোভে কিবা ত্রিলোচন মনোবিমোহন।
ধবল বৃষভোপরি কর আরোহণ।।
প্রসীদ প্রসীদ দেব নমামি তোমারে।
কটাক্ষ করুণা কর আমার উপরে।।
তুমি সত্ব রজ তম গুণত্রয় ময়।
বাজাও ডিণ্ডিম সদা তুমি মহোদয়।।
সুখ সাগরেতে তুমি কর সন্তরণ।
জয় জয় জয় দেব ওহে পঞ্চানন।।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, কর্ত্তা তুমি গুণাধার।
সাকার কখন তুমি কভু নিরাকার।।
হেরি তব ত্রিনয়ন ললাট উপরে।
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি সম কিবা শোভা ধরে।।
ইচ্ছাবশে কর তুমি বিশ্বের সৃজন।
করিতেছ ইচ্ছাবশে জগত পালন।।
ইচ্ছাবশে কর তুমি পুনশ্চ সংহার।
তবলীলা কে বুঝিবে ওহে গুণাধার।।
শ্মশানে মশানে তুমি কর বিচরণ।
তব অঙ্গে প্রেতধূলি অতি সুশোভন।।
ভূতনাথ তব নাম ভূত অনুচর।।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিতটে তুমি দিগম্বর।।
করহ বিরাজ তুমি সাধুর অন্তরে।
প্রেতভূমিপ্রিয় তুমি নমামি তোমারে।।
ত্রিপুরহর মহেশ তুমি ত্রিনয়ন।
নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন ভস্ম বিভূষণ।।
দুঃখ হর ওহে হর করি নমস্কার।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার।।
স্তব করে এইরূপে কমলা যুবতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে কহে পশুপতি।।
লভিনু সন্তোষ মাতঃ স্তবেতে তোমার।
বর মাগো ওগো দেবী বচনে আমার।।
লক্ষ্মীদেবী এত শুনি কহে পুনরায়।
নমস্কার নমস্কার প্রণমি তোমায়।।

আমি বিষ্ণুর গৃহিণী সাগর-নন্দিনী।
হেরিতেছি ভক্তিবশে তোমা শূলপানি।।
লভিলাম ভাগ্যবশে তোমার দর্শন।
কিবা বর ইহাপেক্ষা ওহে পঞ্চানন।।
আমি মাগি এইমাত্র ওহে মহেশ্বর।
থাকে যেন তবপরে সতত অন্তর।।
এত শুনি দেব দেব দেব পঞ্চানন।
হয়ে যান অন্তর্হিত কৈলাসভবন।।
অনন্তর বৈশাখের শুক্লপক্ষ দিনে।
ফলপুষ্প পত্র জন্মে কপাল-মোচনে।।
তৃতীয়া তিথিতে হয় শ্রীফল জনম।
পবিত্র অপূর্ব্ব বৃক্ষ অতি বিমোহন।
হইল আগত তথা অমর নিকর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি আর মহেশ্বর।।
সবে দেবপত্নীগণ করে আগমন।
দেখিলেন মনোহর তরু বিমোহন।।
ত্রিপত্র মৃদুল শোভে অতি মনোহর।
দীপ্তমান স্বীয়তেজে অতীব সুন্দর।।
দেবগণ তরুবর করি দরশন।
প্রণমিল ভক্তিভরে সকলে তখন।।
সম্বোধি সবারে পরে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
কহিলেন শুন শুন অমর নিকর।।
বিল্ববৃক্ষ মনোহর করিছ দর্শন।
ইহার যতেক নাম করহ শ্রবণ।।
মালুর শ্রীফল বিল্ব শিব তীর্থপদ।
শাণ্ডিল্য শৈলুষ পুণ্য ও কোমলচ্ছদ।।
ধুম্রাক্ষ পাপঘ্ন বিষ্ণু দেববাস জয়।
শুক্লবর্ণ ত্রিনয়ন সংযমী বিজয়।।
শিবপ্রিয় শ্রাদ্ধদেব বর তার পর।
একবিংশ নামধারী এই তরুবর।।
একবিংশ নামে তরু প্রসিদ্ধ হইবে।
পরম পবিত্রবৃক্ষ ধরায় জানিবে।।
শত ধনু মূল হতে পরিমিত স্থান।
পরম পবিত্র ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বিধান।।

ভূমিতলে মূল হতে ওই পরিমাণে।
পবিত্র পরম ক্ষেত্র জান সর্ব্বজনে।।
শোভিছে ত্রিপদ যাহা করিছ দর্শন।
দেবত্রয় রূপী উহা ওহে দেবগণ।।
স্বয়ং উর্দ্ধপত্র শিব বামপত্র বিধি।
বিষ্ণু আমি দক্ষপত্রে আদি নিরবধি।।
কভু পত্র ছায়া নাহি করিবে লঙ্ঘন।
তদুপরি কভু নাহি অর্পিবে চরণ।।
লঙ্ঘিলে অথবা স্পর্শ করিলে চরণে।
আয়ু শেষ হয় তার শাস্ত্রের বিধানে।।
সেই জন লক্ষ্মীহীন হইবে নিশ্চয়।
বচন আমার ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
পদ্মপুষ্প সহস্রেতে করিলে পূজন।
যেই ফল সাধ নর করে উপার্জ্জন।।
শ্রীফল পত্রে পূজিলে সেই ফল হয়।
সন্তুষ্ট পরম ইথে শিব গুণময়।।
ভাঙ্গি শাখা কভু নাহি করিবে পূজন।
আরোহণ না করিবে বুদ্ধিমান জন।।
পত্র যদি নিম্ন হতে পাড়িবারে নারে।
উঠিবে তাহলে বৃক্ষে অতি ধীরে ধীরে।।
সাবধানে উঠি পত্র করিবে চয়ন।
কদাপি না হয় যেন শাখার ভঞ্জন।।
যদি বিল্বপত্র হয় কদাচ খণ্ডিত।
অথবা খণ্ডিত থাকে যেন অখণ্ডিত।।
তুষ্ট হন সকলেতে দেব পঞ্চানন।
সকল পত্রেতে হয় তাঁহার পূজন।।
ছয়মাস পরে পত্র পূর্য্যুষিত হয়।
প্রমাণ শাস্ত্রের ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
বিল্বপত্রে সর্ব্বদেবে করিবে পূজন।
পূজিবে কভু না কিন্তু দেব গজানন।।
সূর্য্যদেবে কভু নাহি বিল্বপত্র দিবে।
বিধান শাস্ত্রের ইহা সকলে জানিবে।।
বিরাজ যথায় করে বিল্বের কানন।
বারাণসী সম তাহা ওহে ঋষিগণ।।

বিল্ববৃক্ষ পঞ্চসংখ্য থাকে যেইস্থানে।
বাস করে তথা শিব আনন্দিত মনে।।
বিল্ববৃক্ষ সপ্ত সংখ্য বিরাজে যথায়।
উভেয়েতে হরগৌরী রহেন তথায়।।
যথায় বিরাজে একমাত্র তরুবর।
শিব তথা উমাসহ রহে নিরন্তর।।
বাটীর ঈশান কোণে অতীব যতনে।
বিল্বতরু রোপিবেক পুলকিত মনে।।
বিপদপাদ তথায় কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
বাটীর পূরব দিকে যদ্যপি জনমে।
সুখভাগী হয় গৃহী শাস্ত্রের বচনে।।
বাটীর দক্ষিণে যদি জন্মে তরুবর।
যমভয় নাহি রবে বেদের গোচর।।
বাটীর পশ্চিমে বৃক্ষ যদ্যপি জনমে।
পুত্রবান হয়ে গৃহী থাকে ফুল্লমনে।।
বিল্ব বৃক্ষ জন্মে যদি এই সর্ব্বস্থানে।
শ্মশানে তটিনীতটে প্রান্তরে বা বনে।।
সেই স্থানে সিদ্ধপীঠ নাহিক সংশয়।
সিদ্ধিলাভ যোগলাভ সেই স্থানে হয়।।
প্রাঙ্গন মাঝেতে বিল্ব না রবে কখন।
দৈবে যদি স্বতঃ হতে লভয়ে জনম।।
তাহারে কদাপি নাহি তুলিয়া ফেলিবে।
সেই বৃক্ষে শিবজ্ঞানে সতত পূজিবে।।
চৈত্র হতে চারি মাস করিয়া যতন।
যদি বিল্বপত্রে পুজে দেব পঞ্চানন।
লক্ষধেনু দানফল সেইজন পায়।
কৈলাসেতে অন্তকালে সেই সাধু যায়।।
মধ্যাহ্নকালেতে যদি অতি ভক্তিভরে।
সংযত হইয়া বিল্ব প্রদক্ষিণ করে।।
সুমেরু প্রদক্ষিণের ফল তার হয়।
ইহাতে নাহিক কভু জানিবে সংশয়।।
কভু নাহি বিল্ববৃক্ষ করিবে ছেদন।
কভু নাহি বিল্বকাষ্ঠ করিবে দহন।।
বিল্ববৃক্ষ কভু নাহি করিবে বিক্রয়।
করিলে পাতকভাগী সে হবে নিশ্চয়।।
যজ্ঞার্থ বিক্রয়মাত্র করিবারে পারে।
তাহে না হইবে পাপ শাস্ত্রের বিচারে।।
চন্দন বিল্বের যদি করয়ে ধারণ।
সতত তাহার পাশে শমন দমন।।
ধরাতলে বিল্বফল পতিত হইলে।
তাহা নিজে শিব ধরে আপনার শিরে।।
চৈত্র হতে চারি মাস যতন করিয়ে।
দিবে জল বিল্বমূলে ভক্তিযুক্ত হয়ে।।
আচরণ এইরূপ করে যেই জন।
হয় তার পিতৃকুল পরিতৃপ্ত মন।।
বিল্ববৃক্ষ নেত্রপথে নিপতিত হলে।
বিধানে পড়িবে মন্ত্র শাস্ত্র হেন বলে।।
চয়নকালেতে মন্ত্র পড়িতে হইবে।
স্পর্শনে বিহিত মন্ত্র যতনে পড়িবে।।
বিল্বতলে মন্ত্র পড়ি করিবে মার্জ্জন।
যেমন লিখিত আছে শাস্ত্রের বচন।।
পুরাণে আছে অন্যান্য মন্ত্রের বাখান।
উচ্চারিবে সেইরূপ এই ত বিধান।।
দেবগণে এইরূপে সম্বোধন করি।
বলিলেন বিল্বকথা দেব দেব হরি।।
ব্রহ্মা আদি তদন্তরে যত দেবগণ।
পূজিলেন বিল্বপত্রে দেব পঞ্চানন।।
যথাবিধি পূজা শেষ করিয়া সকলে।
আপন আপন স্থানে যান কুতূহলে।।
বিল্ববৃক্ষ এইরূপে লভিল জনম।
পরম পবিত্র বৃক্ষ বিদিত ভুবন।।
শিবের পরম প্রিয় বিল্বদল হয়।
বিল্বে আশুতোষ তুষ্ট নাহিক সংশয়।।
বিল্বের প্রসাদে মুক্তি লভে সাধু নর।
সমান ইহার নাহি ত্রিলোক ভিতর।।
পরমতত্ত্ব শিবের শ্রীশিব-পুরাণে।
কবিবর বিরচিল আনন্দিত মনে।।

কাটিবারে ভবডোর যদি চাহে মন।
একান্ত অন্তরে লহ শিবের শরণ।।

শিবের নীলকণ্ঠ নাম ধারণ ও মাহাত্ম্য

জিজ্ঞাসিল ঋষিগণ সনতকুমারে।
নমস্কার বিধিসুত জিজ্ঞাসি তোমারে।।
পরম শিবের তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
হইবে সফল এবে মোদের জীবন।।
বিস্তার করিয়া বল তাঁহার মহিমা।
শুনিয়া পুরাই সবে মনের কামনা।।
নীলকণ্ঠ নাম শিব ধরে কি কারণ।
কহ তাহা বিস্তারিয়া বিধির নন্দন।।
বিধিসুত এত শুনি কহে পুনরায়।
সেই কথা শুন শুন কহিব সবায়।।
সুরাসুর পূর্ব্বকালে মিলিয়া যতনে।
সাগর মন্থন করে অমৃত কারণে।।
মন্থনের দণ্ড তাহে মন্দর ভূধর।
হলেন বাসুকি রজ্জু খ্যাত চরাচর।।
দুই দিক দুই দলে করিয়া ধারণ।
আরম্ভ করিল যত্নে সাগর মন্থন।।
বাসুকির মুখদেশ অসুর ধরিল।
সাগর মন্থনে উঠে দেব শশধর।।
তিনি গিয়া রহিলেন আকাশ উপর।
অশ্ব উঠে উচ্চৈঃশ্রবা সাগর হইতে।।
নিলেন দেবেন্দ্র তাহা পুলকিত চিতে।
ঐরাবত গজ ক্রমে মন্থনে উঠিল।
সেই গজ ইন্দ্রদেব গ্রহণ করিল।।
উত্থিত ক্রমেতে হন কমল আলয়া।
বৈকুণ্ঠে হলেন তিনি শ্রীহরির প্রিয়া।।
কত রত্ন এইরূপে কত বিভূষণ।
সাগর হইতে ক্রমে উঠিল তখন।।
সবে একে একে তাহা গ্রহণ করিল।
হলাহল বিষ পরে উত্থিত হইল।।
ভয়াকুল হেরি তাহা সুরাসুরগণ।
কি হবে উপায় ভাবি ব্যাকুলিত মন।।
মহাবিষ কালকূট অতি ভয়ঙ্কর।
তাহা হেরি সুরাসুর চিন্তিত অন্তর।।
বিষের তেজেতে ধরা বিনাশিত হয়।
লোপ পায় বিশ্বসৃষ্টি নাহিক সংশয়।।
কি হবে উপায় ভাবি চিন্তিয়া অমর।
ধীরে ধীরে উপনীত শিবের গোচর।।
প্রণমী শিবেরে সবে কহেন তখন।
লোপ হয় বিশ্বসৃষ্টি ওহে পঞ্চানন।।
বিষ কালকূট উঠে সাগরমন্থনে।
উপায় কি হবে এবে কহ সবা স্থানে।।
বিষের তেজেতে মরে এ তিন ভুবন।
করহ উপায় এবে ওহে পঞ্চানন।।
নমস্কার নমস্কার ওহে আশুতোষ।
উপায় ইহার করি করহ সন্তোষ।।
মহিমা তোমার দেব কে বুঝিতে পারে।
হও কৃপাময় তুমি যাহার উপরে।।
ভাবনা তাহার কিবা ওহে মহেশ্বর।
মহাসুখী ইহকালে হয় সেই নর।।
অন্তিমে মুকতি পায় নাহিক সংশয়।
এখন মোদের প্রতি হও হে সদয়।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
রক্ষিতে জগত প্রভু করিয়া মনন।।
গণ্ডুষে সে কালকূট করিলেন পান।
শিবের অদ্ভুত তত্ত্ব কে পায় সন্ধান।।
তেজেতে যাহার দহে এ তিন ভুবন।
সেই বিষ করে পান দেব পঞ্চানন।।

বিষপান হেতু শিব নীলকণ্ঠ নামে।
সুবিখ্যাত হইলেন এ তিন ভুবনে।।
বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।
নাহি কেহ শিব সম এ তিন ভুবন।।
সত্ত্ব রজ তম এই তিনগুণ ধরি।
বিরাজ করেন সদা দেব ত্রিপুরারি।।
হরিরূপে সত্ত্বগুণে দেব পঞ্চানন।
নিরন্তর করিছেন জগত পালন।।
রজগুণ ধরি তিনি ব্রহ্মার আকারে।
করেন সৃজন সদা জগত সংসারে।।
অন্তকালে শিবরূপে করেন সংহার।
শিবতত্ত্ব কে বুঝিবে ভুবন মাঝার।।
বিশ্বরক্ষা বায়ুরূপে করিছেন হর।
শশাঙ্করূপেতে আছে আকাশ উপর।।
ভাস্কররূপেতে তাপ দেন শূলপাণি।
সংহারেন কালরূপে সকলি আপনি।।
জীবহৃদে আত্মারূপে আছে পঞ্চানন।
সেই শিব সর্ব্বসাক্ষী ওহে ঋষিগণ।।
সদা ভক্তিভাবে তাঁরে করিলে অর্চ্চনা।
করেন পূরণ তিনি মনের কামনা।।
মহিমা তাঁহার কত কে বুঝিতে পারে।
তাহার প্রমাণ দেব বলি সবাকারে।।
অবতীর্ণ রামরূপে হন নারায়ণ।
সহায় হলেন তাহে দেব পঞ্চানন।।
বানররূপেতে শিব গিয়া ধরাতলে।
মহাশক্তি প্রকাশিত বিদিত সকলে।।
নৈলে কিবা শক্তি ধরে রঘুর নন্দন।
জানকী উদ্ধার করে নাশি দশানন।।
অতএব ভক্তিভাবে পূজহ শিবেরে।
লভিবলে পরম পদ কহি সবাকারে।।
শিবের সন্তোষে তুষ্ট যত দেবগণ।
শিবের পূজনে হয় সবার পূজন।।
শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেব দেব দেব পশুপতি।
তাঁহার উপরে সদা রাখিবে ভকতি।।

তাই বলে কবিবর ওরে মূঢ়মন।
একান্ত অন্তরে ভাব সাধনের ধন।।

সংক্ষেপে রামায়ণ বর্ণন

সানন্দ অন্তরে পুনঃ যত ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ওহে মহাত্মন।।
বানররূপেতে জন্মে কেন পশুপতি।
কেন বা কাননবাসী হন রঘুপতি।।
জানকী দেবী কি রূপে হইল হরণ।
সে অদ্ভুত কার্য্য কিবা করে পঞ্চানন।।
এইসব বিবরিয়া কহ মহামতি।
শুনিতে সবার হৃদি কুতূহলি অতি।।
এত শুনি মিষ্টভাষে বিধির নন্দন।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
ছিল রাজা রাক্ষসের দশানন নামে।
বসত করিত দুষ্ট সদা লঙ্কাধামে।।
তাহার পীড়নে সদা হইয়া পীড়িত।
দেবগণ হইলেন অতি ব্যাকুলিত।।
সশঙ্কিত ত্রিভুবন তাহার পীড়নে।
নাহি পারে বসুমতী সে ভার সহনে।।
তখন ব্যাকুল হয়ে যত দেবগণ।
ব্রহ্মার নিকটে সবে করিল গমন।।
প্রণাম করিয়া তাঁরে বহু স্তব করি।
কহিলেন শুন শুন ওহে সৃষ্টিকারী।।
তোমার প্রসাদে বর পেয়ে দশানন।
করিতেছে নিরন্তন সবারে পীড়ন।।
তাহার দুঃসহ ভার সহিবারে নারি।
বসুমতী কাঁপিতেছে ওহে সৃষ্টিকারী।।

তোমার সৃজিত বিশ্ব হয় বিনাশন।
রক্ষ কৃপা করি এবে ওহে ভগবান।।
এতেক বচন শুনি সৃষ্টি অধিকারী।
ক্ষণকাল রহিলেন মৌনভাব ধরি।।
চিন্তা করি ক্ষণকাল দেবগণে লয়ে।
উপনীত হন আসি বৈকুণ্ঠ আলয়ে।।
কমলা সহিতে হরি আছেন তথায়।
উপনীত হন আসি বৈকুণ্ঠ আলয়।।
চন্দ্র সূর্য্য ইন্দ্র আদি বরুন নিচয়।
ধীরে ধীরে উপনীত দেবতা সবায়।।
করিয়া প্রণাম পরে বহুতপ করি।
দেবগণ রহিলেন মৌনভাব ধরি।।
মধুর বচনে হরি কহেন তখন।
তোমাদের বুঝিয়াছি আসার কারণ।।
রক্ষভয়ে প্রপীড়িত হইয়া সকলে।
আসিয়াছ মমপাশে ব্যাকুল অন্তরে।।
ব্রহ্মার বরেতে দুষ্ট রক্ষ দশানন।
নিরন্তর করিতেছে জগত-পীড়ন।।
সবা হতে অবধ্যত্ব বর লাভ করি।
হয়েছে গর্ব্বিত দুষ্ট মহাপাপাচারী।।
মানুষ তাহার ভক্ষ্য করিয়া চিন্তন।
তাহা হতে অবধ্যত্ব না করে গ্রহণ।।
অতএব নররূপে যাইয়া ভূতলে।
করিব বিনাশ সেই দুষ্ট দুরাচারে।।
কিন্তু এক কথা আছে শুন দেবগণ।
পরম ভক্ত শিবের দুষ্ট দশানন।।
শিবভক্তে নাশে হেন সাধ্য আছে কার।
নাহি হবে শিব বিনা একাজ উদ্ধার।।
শিব শিবা পূজা করে সেই দুষ্টমতি।
যোঁহার প্রসাদে গর্ব্বী হইয়াছে অতি।।
শিবপাশে অতএব করিব গমন।
আমি শিবের সাহায্য করিব গ্রহণ।।
তোমরা সকলে যাও নিজ নিজ স্থানে।
জনম ধরহ সবে মানব ভবনে।।
বানরী উদরে সবে লভহ জনম।
ভল্লুকী উদরে জন্ম ধর কোনজন।।
দশরথ অযোধ্যাতে প্রবল নৃপতি।
তাঁহার নাহিক কিছু সন্তানসন্ততি।।
ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গে করি আনয়ন।
পুত্র হেতু যজ্ঞ রাজা করিছে এখন।।
গৃহেতে তাঁহার আমি জনম লভিয়ে।
বিনাশিব রক্ষকুল বানর সহায়ে।।
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ।
আপন আপন ধামে করিলা গমন।।
মর্ত্ত্যলোকে অংশে অংশে জন্মিতে লাগিল।
বানরী ভল্লুকী গর্ব্ভে জনম ধরিল।।
এদিকে নারায়ণ ব্রহ্মার সহিতে।
উপনীত হন আসি কৈলাসপুরেতে।।
দেবীর সহিত বসি দেব পঞ্চানন।
মহাসুখে করিছেন মিষ্ট আলাপন।।
নিরখিয়া নারায়ণে দেব পশুপতি।
পুলকে পূরিত তনু আনন্দিত মতি।।
দুইজনে ব্যস্তভাবে করে আলিঙ্গন।
নমস্কার দুইজনে করেন তখন।।
অভ্যর্থনা যথাবিধি করিয়া বিধিরে।
বসিলেন তিনজন সিংহাসনোপরে।।
জিজ্ঞাসা করেন শিব আসার কারণ।
মিষ্টভাষে বলিলেন দেব নারায়ণ।।
তোমার পরম ভক্ত রক্ষ, অধিপতি।
করেছে পীড়ন লোক ওহে পশুপতি।।
তাহার পীড়ন সহ্য করিবারে নারি।
বসুমতী কাঁপিতেছে ওহে ত্রিপুরারি।।
দিয়াছে বিধাতা বর জানহ শঙ্কর।
গর্ব্বিত তাহাতে সেই অধম পামর।।
অবধ্য সবার সেই ওহে পঞ্চানন।
নর-বানরের হাতে হইবে নিধন।।
এহেতু জন্মিয়া আমি অবনীমণ্ডলে।
করিব বিনাশ সেই দুষ্ট দুরাচারে।।

আমার সাহায্য হেতু যত দেবগণ।
বানর ভল্লুকরূপে লভেছে জনম।।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে পশুপতি।
বিনাশিতে তব ভক্তে কাহার শকতি।
শিব-শিবা পূজা করে সেই দশানন।
তাহারে কিরূপে আমি করিব নিধন।।
শিবভক্তে শিবাভক্তে আমার ভকতে।
বিভিন্ন নাহিক কিছু ভাবিবেক চিতে।।
হৈমবতী এত শুনি কহেন বচন।
মম বাক্য শুন শুন ওহে নারায়ণ।।
হয়েছে গর্ব্বিত বটে সেই দুষ্টমতি।
বিনাশ উচিত তার ওহে মহামতি।।
আমি কিন্তু অধিষ্ঠাত্রী সেপুরী লঙ্কার।
বিদ্যমানে আমি নাশে হেন সাধ্য কার।।
যাহা বলি অতএব করহ শ্রবণ।
লক্ষ্মীদেবী ধরাতলে লভুক জনম।।
জনমিবে সীতারূপে মিথিলা নগরে।
তুমি হরি লভ জন্ম দশরথ ঘরে।।
চারিভাগে জন্ম ধর তুমি নারায়ণ।
তোমার করেতে সীতা হইবে অর্পণ।।
সীতারে হরিয়া লবে সেই দুষ্টমতি।
ত্যজিব তখন আমি লঙ্কার বসতি।।
লঙ্কাপুর যবে আমি করিব বর্জ্জন।
হবে তবে অনায়াসে রাক্ষস নিধন।।
এত শুনি পশুপতি কহে ধীরে ধীরে।
বলিবে কি আর হরি তুমি হে আমারে।।
তোমাতে আমাতে ভেদ কিছুমাত্র নাহি।
এখন শুনহ যাহা বলি তব ঠাঁই।।
বানরী গর্ভেতে আমি লভিব জনম।
হইব সহায় তব ওহে নারায়ণ।।
অদ্ভুত দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়ে।
অনুগত রব তব সানন্দ হৃদয়ে।।
আমা হতে তব কার্য্য হইবে উদ্ধার।
অবিলম্বে যাহ তুমি অবনী মাঝার।।

এত বলি তিন জনে বিদায় হইয়ে।
আপন আপন স্থানে গেলেন চলিয়ে।।
অঞ্জনা বানরী গর্ভে দেব পঞ্চানন।।
আসি হনুমানরূপে লভিল জনম।।
ভল্লুকী উদরে বিধি জনম ধরিল।
জাম্বুবান নামে তার প্রসিদ্ধি হইল।।
কমলা জন্মিল আসি মিথিলানগরে।
দেবগণ এইরূপে সবে জন্ম ধরে।।
এদিকে শ্রীহরিদেব বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়ে।
লভেন জনম আসি মানব আলয়ে।।
কৌশল্যা-উদরে রাম লভেন জনম।
কৈকেয়ী গর্ভেভরত জানে সর্ব্বজন।।
সুমিত্রা গর্ভেতে জন্মে যমজ সন্তান।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন এই দুজনের নাম।।
ক্রমে ক্রমে চারি শিশু বাড়িতে লাগিল।
রাজার নয়ন মন পরিতৃপ্ত হৈল।।
বিদ্যাশিক্ষা দেন রাজা চারিটি কুমারে।
শিশুগণ দিন দিন জনমন হরে।।
শৈশব হতে লক্ষ্মণ রাম-অনুগত।
শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে জানিবে তেমত।।
সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ রাম লোক-অভিরাম।
নাহিক জগতে কেহ তাহার সমান।।
তাঁহারে হেরিয়া লোক পুলকে মগন।
সতত করেন তিনি লোকের রঞ্জন।।
শিক্ষা করে ধনুর্ব্বিদ্যা চারিটি কুমার।
মহাযোদ্ধা হৈল সবে অবনী মাঝার।।
বিশ্বামিত্র একদিন আসিয়া নগরে।
রামেরে চাহেন ভিক্ষা রাজার গোচরে।।
করে সদা যজ্ঞ বিঘ্ন রাক্ষসের গণ।
তাদের নাশিতে হবে এই সে কারণ।।
বহুচিন্তা নৃপবর করিয়া অন্তরে।
রামেরে অর্পণ করে বিশ্বামিত্র করে।।
রাম সহ বিশ্বামিত্র করেন গমন।
অনুগামী হন তাহে অনুজ লক্ষ্মণ।।

পরম ভক্ত শিবের এই দুষ্টমতি।
চতুর্দ্দশী দিনে পূজে দেব পশুপতি ॥

পথিমধ্যে সুবাহুকে করিয়া সংহার।
একবাণ মারীচের করেন প্রহার।।
বাণাঘাতে দুরাচার ঘুরিতে ঘুরিতে।
নিপতিত হল বহু যোজন দূরেতে।।
যজ্ঞস্থলে তার পর করিয়া গমন।
রাক্ষসী তাড়কা রাম করেন নিধন।।
যজ্ঞরক্ষা এই রূপে করিয়া যতনে।
বিশ্বামিত্র সহ যান মিথিলা ভবনে।।
তথা ভাঙ্গি হরধনু রাম রঘুবর।।
লাভ করি জানকীরে হরিষ অন্তর।।
পুত্রসহ দশরথে করি আনয়ন।
চারি কন্যা দেন সুখে মিথিলা রাজন।।
সীতারে রামের করে করিলেন দান।
ঊর্ম্মিলা লক্ষ্মণে দেন সুন্দর সুঠাম।।
মাণ্ডবী নামেতে কন্যা দেন ভরতেরে।
শ্রুতকীর্ত্তি কন্যা দেন শত্রুঘ্নের করে।।
চারি কন্যা এই রূপে করিয়া অর্পণ।
যৌতুক দিলেন কত মিথিলা রাজন।।
নারী লাভ করি সবে আনন্দিত মনে।
অযোধ্যায় চলিলেন বন্ধু আদি সনে।।
পথেতে ভার্গব সহ হর দরশন।
রাম সহ তাঁর দ্বন্দ্ব হইল ঘটন।।
হাতের ধনু তাঁহার লহে রঘুবর।
যোজনা করেন তাহে একমাত্র শর।।
দর্পচূর্ণ সেই শরে করিয়া তাঁহার।
রুদ্ধ করে স্বর্গপথ রাম দয়াধার।।
দর্পচূর্ণ এইরূপে করিয়া তখন।
অযোধ্যানগরে রাম করেন গমন।।
ভরত তাহার পর মাতুল সহিতে।
যান মাতামহগৃহে পুলকিত চিতে।।
কিছুদিন পরে দশরথ নরপতি।
করিতে রামেরে রাজা করিলেন মতি।।
তাহা শুনি প্রজাগণ পুলকিত মন।
কৈকেয়ী দাসীর মুখে করেন শ্রবণ।।
বর্ষাবশে নদী যথা কলুষিত হয়।
হৈল তথা দাসীবাক্যে কৈকেয়ী হৃদয়।।
দাসীর বচনে তিনি বিমুগ্ধ অন্তরে।
গিয়া উপনীত হন রাজার গোচরে।।
অঙ্গীকার তারে পূর্ব্ব করায়ে স্মরণ।
রাজ্য দিতে ভরতেরে বলেন তখন।।
চৌদ্দ বর্ষ তরে রাম যাবেন কাননে।
এই বর মাগিলেন দশরথ স্থানে।।
দেবীর বচনে রাজা হইয়া কাতর।
বিনয় বচনে তারে কহেন বিস্তর।।
কিছুতেই ক্ষান্ত নাহি মহিষী হইল।
রামেরে কানন-বাসে প্রেরণ করিল।।
এবে রাজ্য প্রতিনিধি যাইল কাননে।
জটাচীর ধরি রাম চলিলেন বনে।।
লক্ষ্মণ অনুজ গেল সহিতে তাঁহার।
সীতাদেবী চলিলেন বন্দিনী তাঁহার।।
বনবাসে তিনজনে করেন গমন।
শোকাকুল নরপতি বিষাদিত মন।।
কাঁদেন কৌশল্যা কত বর্ণিবারে নারি।
সৌমিত্রি জানকী রাম রথোপরি চড়ি।।
সুমন্ত্র সহিতে যান ছাড়িয়া নগর।
পুরবাসী সবে সঙ্গে বিষণ্ণ অন্তর।।
রঘুবর পথি মাঝে পুলক অন্তরে।
একনিশা রহিলেন গুহকের ঘরে।।
সকলেরে তারপর করিয়া বিদায়।
যান রাম বনমাঝে লইয়া সীতায়।।
অস্ত্রধারী সঙ্গে সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ।
ভৃত্যের সমান অনুগামী সর্ব্বক্ষণ।।
মহামুনি ভরদ্বাজ রহেন যথায়।
উপস্থিত রঘুবর সানন্দে তথায়।।
ভরদ্বাজ-অনুমতি লয়ে তারপর।
চিত্রকূট গিরিরবে যান রঘুবর।।
পাতার কুটীর তথা করিয়া নির্ম্মাণ।
পুলকেতে তিনজনে করে অবস্থান।।

ধনুর্ব্বাণ ধরি সদা রহেন লক্ষ্মণ।
অবহেলে করে সদা জানকী রক্ষণ।।
দশরথ রাম শোকে কান্দিয়া কান্দিয়া।
স্বর্গবাসে চলিলেন জীবন ত্যজিয়া।।
হৈল অরাজক রাজ্য রাজার বিহনে।
তাহা দেখি বশিষ্ঠাদি যত মন্ত্রীগণে।।
মাতামহগৃহ হতে ভরতে আনিল।
পিতার সৎকার যত ভরত করিল।।
জননীরে তারপর করি তিরস্কার।
রামেরে আনিতে যান কানন মাঝার।।
বশিষ্ঠাদি সবে গেল তাঁহার সহিতে।
মাতৃগণ যান সবে ব্যাকুলিত চিতে।।
ভরদ্বাজ-আশ্রমেতে করিয়া গমন।
তাঁহার চরণ বন্দি ভরত সুজন।।
চলিলেন সবা সহ চিত্রকূট গিরে।
উপনীত ক্রমে সবে রামের গোচরে।।
ভরত রামেরে গিয়া করেন প্রণাম।
আলিঙ্গন দেন রাম যেমত বিধান।।
প্রণমিল মাতৃগণে রাম রঘুবর।
বশিষ্ঠাদি সবাকারে বন্দে তারপর।।
রামেরে ভরত কত কহেন বচন।
অনুরোধ করে কত আসিতে ভবন।।
প্রবোধ বচনে রাম করিয়া বিদায়।
নিজের পাদুকা দুটি দিলেন তাঁহায়।।
পাদুকা লইয়া পরে ভরত আসিল।
নন্দীগ্রামে জটাধারী হইয়া রহিল।।
রামের পাদুকা রাখি সিংহাসনোপরি।
ভরত করেন রাজ্য রামনাম স্মরি।।
চিত্রকূট এদিকেতে ত্যজি রঘুবর।
ক্রমেতে পশেন গিয়া দণ্ডক ভিতর।।
করিয়া কুটীর সেই গহন কাননে।
রহিলেন সীতা সহ লইয়া লক্ষ্মণে।।
রাক্ষসী সে বনে রহে সূর্পনখা নাম।
তাহার হৃদয়ে পশে মদনের বাণ।।
রামের পরম রূপ করি দরশন।
সূর্পনখা কামবশে ব্যাকুলিত মন।।
ভক্ষণ করিয়া সেই জানকী দেবীরে।
বাসনা করিল পতি লভিতে রামেরে।।
মহারোষে তাহা হেরি সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।
নাসাকর্ণ পাপিষ্ঠার করেন ছেদন।।
কান্দিতে কান্দিতে দুষ্টা গিয়া নিজ ঘরে।
খরদূষণাদি সবে নিবেদন করে।।
রাক্ষসেরা ক্রোধভরে লয়ে সৈন্যগণ।
রামসহ যুঝিবারে করিল গমন।।
রামের হাতেতে সব হইল সংহার।
সহস্র সহস্র রক্ষ সবে দুরাচার।।
রাক্ষস যতেক ছিল দণ্ডক কাননে।
রাম করে মরি গেল স্বরগভবনে।।
সূর্পনখা এইসব করি দরশন।
লঙ্কাধামে দ্রুতগতি করিল গমন।।
রাবণ সদনে সব কহিল বিবরি।
জ্বলি উঠে মহারোষে অমরের অরি।।
সীতার পরম রূপ করিয়া শ্রবণ।
বাসনা করিল দুষ্ট করিতে হরণ।।
সম্বোধিয়া মরীচেরে কহে দুষ্টমতি।
আমার সহায় হও তুমি মহামতি।।
এতেক বচন শুনি মারীচ তখন।
বিনয় করিয়া কহে নিষেধ বচন।।
নাহি শুনি সেই কথা রাবণ শ্রবণে।
কালেতে আসন্ন হিত কেবা কোথা শোনে।।
রাবণের ভয়ে পড়ে মারীচ তখন।
রাম-হাতে শ্রেয়স্কর ভাবিল মরণ।।
সুবর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করিয়ে।
দণ্ডক কাননে যায় হেলিয়ে দুলিয়ে।।
সীতার সম্মুখে মৃগ করি আগমন।
রঙ্গ ভঙ্গ করে কত অতি বিমোহন।।
সীতাদেবী তাহা হেরি মুগ্ধ হইল।
রঘুবরে মিষ্টভাবে কহিতে লাগিল।।

সোনার হরিণ ধরি দেহ রঘুবর।
হেন মৃগ করি নাহি নয়নগোচর।।
হরিণী যদ্যপি নাহি লভিবারে পারি।
ত্যজিব জীবন নাথ স্মরিয়া শ্রীহরি।।
বনমাঝে হের হের করে পলায়ন।
যাও শীঘ্র ওহে নাথ করহ গমন।।
মোহিত সীতারে হেরি রাম রঘুবর।
সম্বোধিয়া মিষ্টভাষে করেন উত্তর।।
কাঞ্চন-হরিণী আমি এখনি অর্পিব।
তোমার মনের সাধ অবশ্য পূরাব।।
এত বলি লক্ষ্মণেরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন ভাই আমার বচন।।
রক্ষা কর সযতনে জানকী সীতারে।
মৃগ হেতু যাই আমি কানন ভিতরে।।
ফিরি আমি অবিলম্বে আসিব হেথায়।
রক্ষহ যতনে তুমি প্রাণের সীতায়।।
এইরূপ লক্ষ্মণেরে বলিয়া বচন।
মৃগ হেতু বনে রাম গেলেন তখন।।
মৃগহেতু বনে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
শুখাল কমল মুখ আতপ লাগিয়া।।
ঘনঘন চারিদিকে করেন দর্শন।
কোন দিকে মৃগ নেত্রে না হয় পতন।।
রঘুবর অবশেষে কাতর অন্তরে।
তরুমূলে বসিলেন ক্লান্তি নাশিবারে।।
স্বর্ণমৃগে অকস্মাৎ করেন দর্শন।
হেলিতে দুলিতে বামে করিছে গমন।।
উঠি রাম দ্রুতগতি ধনুর্ব্বাণ ধরি।
তাহার পশ্চাতে যান শরযোগ করি।।
লক্ষ্য করি মৃগে শর করেন ক্ষেপণ।
শরাঘাতে স্বর্ণমৃগ হইল পতন।।
রামের কণ্ঠের স্বর অনুরূপ করি।
চীৎকার করিল মৃগ হা লক্ষ্মণ স্মরি।।
স্বর্ণমৃগ রাম হস্তে হইয়া নিধন।
বিমানে আরোহি গেল বৈকুণ্ঠ ভবন।।

ঋষিগণ এত শুনি বিধির কুমারে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে।।
দুরাচার রামহস্তে হইয়া নিধন।
বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল কিসের কারণ।।
বিধিসুত বলে শুন যত ঋষিবর।
পাপিষ্ঠ হোক অধম যেই কোন নর।।
রামহস্তে অন্তকালে যদি সেই মরে।
নির্ব্বাণ পাইয়া সেই যাবে সুরপুরে।।
বিশেষ মারীচ ছিল বৈকুণ্ঠ ভবন।
শ্রীহরির দ্বারী ছিল জানিবে সেজন।।
সনক ঋষির শাপে রাক্ষস হইয়ে।
সেইজন জন্মেছিল মানব আলয়ে।।
অবশেষে রাম হাতে হইয়া নিধন।
পুনরায় দ্বারী হইল বৈকুণ্ঠভবন।।
যখন তাহারে মারে রাম রঘুবর।
চীৎকার করে তখন অধম পামর।।
কোথা রে লক্ষণ ভাই বলিয়া ডাকিল।
রামের কণ্ঠের অনুকরণ করিল।।
প্রবেশিল সেই স্বর সীতার শ্রবণে।
উঠিল কাঁপিয়া সীতা ভয়াকুল মনে।।
পুনঃ শব্দ অকস্মাৎ উঠিল তখন।
শীঘ্র আসি দেখ ভাই কোথা রে লক্ষ্মণ।।
রাক্ষস হাতেতে আমি এইবার মরি।
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ এস ত্বরা করি।।
এই শব্দ পুনরায় করিয়া শ্রবণ।
ব্যাকুল হইয়া উঠে জানকীর মন।।
বিনয় বচনে কহে দেবর লক্ষ্মণে।
রাক্ষসে মারিছে শুন রাম প্রাণধনে।।
তাঁর কাছে দ্রুতগতি করহ গমন।
প্রাণ মম ব্যাকুলিত নাথের কারণ।।
লক্ষণ এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে।
করেন সান্ত্বনা কত অতীব বিনয়ে।।
মারিতে পারে রামেরে হেন সাধ্য কার।
ওগো মাতঃ, স্থির হও ভয় কি তোমার।।

সান্ত্বনা করে এইরূপে সৌমিত্রী লক্ষ্মণ।
কিছুতে না শান্ত হয় জানকীর মন।।
অবশেষে বলিলেন দেবর লক্ষ্মণে।
না যাও যদ্যপি তুমি রামের কারণে।।
বিষ পান করি আমি ত্যজিব জীবন।
তুমি পাপভাগী হবে দেবর লক্ষ্মণ।।
এইরূপ কত কত লক্ষ্মণে কহিয়া।
কান্দিতে লাগিল সীতা ব্যাকুল হইয়া।।
তখন লক্ষ্মণ প্রভু হয়ে দ্রুতগতি।
বুঝিলেন ভয়ত্রস্ত জানকীর মতি।।
যাত্রাকালে গণ্ডী দিয়া কুটীর ভিতরে।
তাহা মাঝে বসালেন জানকী সতীরে।।
বলিলেন শুন দেবী আমার বচন।
গণ্ডী হতে বাহিরেতে না করো গমন।।
আসিব এখনি আমি রামেরে লইয়ে।
আনন্দ-নীরে ভাসিবে তাঁহারে হেরিয়ে।।
গণ্ডী মাঝে এত বলি বসায়ে তখন।
রামের উদ্দেশ্যে যান সৌমিত্রি লক্ষ্মণ।।
ভিক্ষুবেশে হেনকালে লঙ্কা-অধিপতি।
সীতার কুটীরদ্বারে আসে দ্রুতগতি।।
জানকীরে মিষ্টভাষে করি সম্বোধন।
সীতারে কহিল শুন আমার বচন।।
ক্ষুধায় কাতর আমি হইয়াছি অতি।
ভিক্ষা দেহ ভিক্ষুকেরে হয়ে দ্রুতগতি।।
জানকী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে ভিক্ষুকেরে কহেন তখন।।
আমার বচন শুন ওহে মহামতি।
গিয়াছেন বনমাঝে মম প্রাণপতি।।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর আমার আশ্রমে।
দিবে আসি ভিক্ষা নাথ তোমা ভিক্ষুজনে।।
মৃগহেতু গিয়াছেন কানন ভিতর।
প্রতীক্ষা কিঞ্চিৎ কর রহ ভিক্ষুবর।।
এতেক বচন শুনি দুষ্ট দশানন।
হাসিয়া হাসিয়া কহে মধুর বচন।।

তোমার বচন শুনি লাগিল বিস্ময়।
ভিক্ষা দেহ যাই চলি আপন আলয়।।
জানকী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাহে পুনরায় কহে ওহে যোগীজন।।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর পাদপের মূলে।
আসিবে এখনি নাথ মৃগ লয়ে কোলে।।
করেছে বারণ মোরে দেবর লক্ষ্মণ।
গণ্ডীর বাহিরে যেন না যেও কখন।।
দশানন এত শুনি পুনরায় কয়।
ওগো সতী ফিরি যাই আপন আলয়।।
ভিক্ষায় নাহিক কাজ করি গো গমন।
ক্ষুধায় কাতর দেহ সকাতর মন।।
বিলম্ব আমি কভু করিতে না পারি।
গৃহে চলিলাম ফিরে শুন গো সুন্দরী।।
ভিক্ষুক ফিরিয়া যায় করি দরশন।
সীতা ভিক্ষাদ্রব্য হাতে করিয়া গ্রহণ।।
গণ্ডীর বাহিরে দেবী আসিল যখন।
অমনি তাঁহার হাত ধরে দশানন।।
দ্রুতগতি রথোপরি লইয়া তাঁহারে।
শূন্যদেশে যায় দুষ্ট আপন নগরে।।
জানকীদেবী তখন করেন রোদন।
কোথা রাম রঘুবর কোথায় লক্ষ্মণ।।
দেবর তোমার বাক্য শ্রবণে না শুনি।
পাইনু তাহার ফল ওহে গুণমণি।।
জন্মের মত আমি হইনু বিদায়।
আর না হেরিব নাথে আর যে তোমায়।।
হায় রাম দাশরথি তুমি রঘুপতি।
দয়িতা তোমার হরে দুষ্ট রক্ষপতি।।
সীতাদেবী এইরূপে করেন রোদন।
ফেলি দেন গাত্র হতে যত বিভূষণ।।
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর যিনি যিনি চিন্তামণি।
রাক্ষসে হরিল হায় তাঁহার ভাবিনী।।
অপূর্ব্ব লীলা বিধির কে বুঝিতে পারে।
কত খেলা কত ছল তাহার অন্তরে।।

এ অধম তাই বলে ওরে মূঢ় মন।
চিন্তামণি হৃদে সদা করহ স্মরণ।।
ভবের যাতনা তায় অবশ্য ঘুচিবে।
পুরাণ শ্রবণফল অবশ্য পাইবে।।

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ এবং রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে অশোকবনে স্থাপন এবং সীতার দিব্য চরু ভোজন

জানকীরে এই রূপে করিয়া হরণ।
লঙ্কা অভিমুখে যায় দুষ্ট দশানন।।
রোদনেতে অবিরত সীতা গুণবতী।
হইলেন অতিশয় ব্যাকুলিত মতি।।
উন্মোচন গাত্র হতে করি বিভূষণ।
সীতাদেবী চলিলেন করিয়া রোদন।।
ফেলিলেন কোন স্থানে কঙ্কন-কেয়ুর।
ফেলিয়া কোথাও দেন চরণ-নপুর।।
মনোদুঃখে ফেলি দিয়া উত্তরীয় বাস।
রথের উপরে বসে হইয়া উদাস।।
তাঁহারে এদিকে লয়ে দুষ্ট দশানন।
দ্রুতগতি লঙ্কাধামে করিছে গমন।।
শূন্যে ছিল হেনকালে এক পক্ষীবর।
নাম তাহার জটায়ু যোদ্ধার প্রবর।।
সীতারে হরিতে দেখি সেই মহোদয়।
সম্বোধিয়া রাবণেরে ক্রোধভরে কয়।।
দুরাত্মন শোন্ শোন্, আমার বচন।
কি পাপ করিলি দুষ্ট সীতারে হরণ।।
এখনি বধিব দুষ্ট জীবন তোমার।
রথ রাখ রাখ রথ ওরে দুরাচার।।
ব্রহ্মাবংশে জন্ম তোর ওরে দশানন।
করেছিস্ দশমুণ্ডে শিবের পূজন।।
কৈলাস তুলিয়াছিলি নিজ ভুজবলে।
জিনেছিস্ দেবগণে অতি কুতূহলে।।
বহুসংখ্য করেছিস অসাধ্য-সাধন।
কেন এ দুর্ম্মতি হৈল ওরে দুরাত্মন।।
ধনুর্দ্ধর বলি তুই বিখ্যাত ভুবনে।
বীরত্ব প্রকাশ কৈলি সীতার হরণে।।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ওরে দুরাচার।
বধিব এখনি আমি জীবন তোমার।।
রামের ঘরণী সীতা কমলারূপিণী।
সবাকার আদ্যাশক্তি ইনিই জননী।।
সাক্ষাতে আমার তুই করিবি হরণ।
কভু না পারিবি দুষ্ট ওরে দুরাত্মন।।
সীতারে এখানে শীঘ্র কর পরিহার।
নতুবা অকালে যাবি শমন আগার।।
বীরত্ব এই কি তোর ওরে দশানন।
শৃগালের মত তুই করিলি হরণ।।
ভৎর্সনা এরূপে করে বিহঙ্গপ্রবর।
গ্রাহ্য কিছু নাহি করে রাক্ষস পামর।।
পক্ষীবর তাহা দেখি অতি রোষভরে।
গর্জ্জন করিয়া কহে দুষ্ট দুরাচারে।।
দেখছিস চঞ্চু মম বজ্রের সমান।
ইহা দিয়া বিনাশিব তোমার পরাণ।।
ভীত হয়ে দ্রুতগতি কর পলায়ন।
ইহার উচিত শাস্তি পাবি দুরাত্মন।।
পক্ষীমুখে তিরস্কার শুনিয়া শ্রবণে।
অগ্নিসম ক্রোধ বাড়ে রাবণের মনে।।
পক্ষীবরে ক্রোধভরে করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিল রক্ষ ওরে বিহঙ্গম।।
আমার সহিতে কর সমরের আশ।
কেবা তুই দুষ্ট পক্ষী কোথায় নিবাস।।
ত্রিভুবনে খ্যাত আমি রাজা দশানন।
আমার প্রতাপে কাঁপে এ তিন ভুবন।।
পক্ষী হয়ে কটু বাক্য কহিস আমায়।
উচিত শাস্তি ইহার দিব রে তোমায়।।

এতেক বচন পক্ষী করিয়া শ্রবণ।
রথোপরি লম্ফ দিয়া পড়িল তখন।।
চঞ্চুতে টানিয়া ধবজা ছিঁড়িয়া ফেলিল।
পদাঘাতে চারি অশ্ব জীবন ত্যজিল।।
সুন্দর মুকুট ছিল রাবণের শিরে।
নখাঘাতে টানি তাহা ফেলি দিল দূরে।।
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ হয়ে দশানন।
ব্রহ্ম অস্ত্র ধনুকেতে জুড়িল তখন।।
মন্ত্র পড়ি পক্ষীবরে মারে সেইবাণ।
পড়িল ভূমেতে পক্ষী হইয়া অজ্ঞান।।
পক্ষদ্বয় ছিন্ন তার হইয়া পড়িল।
কুষ্মাণ্ড সমান হয়ে ধরায় রহিল।।
ওষ্ঠাগতপ্রাণ হয়ে রহিল পড়িয়ে।
চলিয়া গেল রাক্ষস আপন আলয়ে।।
লঙ্কাধামে জানকীরে লইয়া তখন।
অশোক কাননে দুষ্ট করিল স্থাপন।।
রাক্ষসীরা চারিদিকে প্রহরী রহিল।
ব্যাকুল হইয়া সীতা কাঁদিতে লাগিল।।
ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র হইয়া গোপন।
রাত্রিযোগে সীতা পাশে করে আগমন।।
আনি দিব্যচরু তাঁরে করিল অর্পণ।
সেই চরু সীতাদেবী করিল ভোজন।।
চরুর প্রসাদে তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়।
যাবত জানকীদেবী ছিলেন তথায়।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ততদিন কিছু নাহি ছিল।
সীতা অনাহারে দিন যাপন করিল।।
শ্রীরাম এদিকে মৃগ করিয়া নিধন।
আশ্রমেতে দ্রুতগতি করে আগমন।।
ভ্রাতৃসহ পথিমাঝে দরশন হয়।
রামচন্দ্র তাহা দেখি বিস্মিত-হৃদয়।।
ব্যাকুল হইয়া কহে প্রাণের লক্ষ্মণ।
সীতারে রাখিয়া কেন কৈলে আগমন।।
রাখি একাকিনী তাঁরে কান্তার মাঝারে।
কেন শীঘ্র আসিয়াছ বল রে আমারে।।

হারাই সীতারে বুঝি ও ভাই লক্ষ্মণ।
ব্যাকুল পরাণ মম ব্যাকুলিত মন।।
রামের এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে।
লক্ষ্মণ কহেন তাঁরে অতীব বিনয়ে।।
তোমার বিলম্ব সীতা করি দরশন।
ভয়েতে কাতর মাতা হলেন তখন।।
রাক্ষস মায়াবী স্বর শুনিয়া শ্রবণে।
পাঠান আমারে দেবী তব অন্বেষণে।।
কহি কত কটুবাক্য করেন প্রেরণ।
আসিয়াছি গণ্ডী দিয়া এই সে কারণ।।
ভয় নাই চল প্রভু আশ্রমেতে যাই।
প্রভু হেরিবেন ওগো সীতা সেই ঠাঁই।।
দুইজনে এত বলি হয় দ্রুতগতি।
তপোবন উদ্দেশ্যেতে করিলেন গতি।।
আশ্রমেতে অবিলম্বে করিয়া গমন।
দেখিলেন নাহি তথা জানকী রতন।।
অন্বেষিয়া তিন কোণ রাম রঘুবর।
লক্ষ্মণে কহেন পরে হইয়া কাতর।।
তিন কোণ অন্বেষিয়া জানকী রতন।
দেখিবারে নাহি পাই প্রাণের লক্ষ্মণ।।
চতুর্থ কোণেতে যেতে মন নাহি সরে।
কি আছে অদৃষ্টে ভাই বল রে আমারে।।
হেন বোধ মনে মনে করিবে লক্ষ্মণ।
আমরা ভুলিয়া হেথা করি আগমন।।
পর্ণশালা এই সেই কভু বুঝি নয়।
এই ভাব মনে মনে হতেছে উদয়।।
আমাদের পর্ণশালা যদ্যপি হইত।
প্রিয়ার চরণ-চিহ্ন অবশ্য থাকিত।।
কত খেদ এইরূপে করি রঘুবর।
করে কত অন্বেষণ আশ্রম ভীতর।।
কোন স্থানে জানকীরে না করি দর্শন।
ভূমে পড়ে অজ্ঞান হইয়া তখন।।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন বসিয়ে।
লক্ষ্মণ প্রবোধ দেন সান্ত্বনা করিয়ে।।

কাতর হইয়া রাম বনচর গণে।
করেন জিজ্ঞাসা কত মিষ্ট সম্ভাষণে।।
তোমরা দেখেছ মম জানকী রতন।
ছাড়িয়া আমারে কোথা করেছে গমন।।
বৃক্ষেরে সম্বোধি কহে রাম রঘুবর।
শুন শুন ওহে বৃক্ষ পাদপ প্রবর।।
আমার জানকী ধন বলহ কোথায়।
ছিলেন বসিয়া কি হে তোমার ছায়ায়।।
সম্বোধিয়া হরিণীরে কহেন বচন।
শুন শুন ওহে মৃগী করহ শ্রবণ।।
তোমরা দেখেছ কি হে জানকী সতীরে।
হরিয়াছে কোন্ জন মম প্রেয়সীরে।।
এরূপে বিলাপ করি রাজার কোঙর।
পুনশ্চ প্রবেশে গিয়া কুটির ভিতর।।
দেখিলেন পদ্ম এক ধরায় পড়িয়ে।
প্রফুল্ল হতেন সীতা শিরে যাহা দিয়ে।।
রঘুবর সেই পদ্ম তুলিয়া তখন।
সম্বোধিয়া লক্ষ্মণেরে কহেন বচন।।
লক্ষ্মণ হের রে ভাই পুষ্প মনোহর।
বসত করিত যাহা সীতা-শিরোপর।।
রহিয়াছে সেই পদ্ম কর দরশন।
কিন্তু হায় নাহি মম জানকী রতন।।
শত ধিক হায় হায় ধিক ধিক মোরে।
রাখিতে নারিনু আমি আপন নারীরে।।
বিফল জীবনে আর কিবা প্রয়োজন।
অগ্নি কিম্বা জলে পশি ত্যজিব জীবন।।
বিষম গরল কিম্বা করিব যে পান।
মরণ মঙ্গল মম মরণ কল্যাণ।।
কোথা সীতা হায় হায় রাজার কুমারী।
বিচ্ছেদ তোমার আমি সহিতে না পারি।।
কোথা প্রাণ-প্রিয়তমা দেহ দরশন।
মিষ্ট ভাষে সুধামাখা জুড়াও জীবন।।
হরধনু যার তরে করিনু ভঙ্গণ।
নয়নে সতৃষ্ণ যারে করিনু দর্শন।।
যার গুণ প্রাণ ভরি করিতাম পান।
যাহার বদন সুধা করিতাম পান।।
বসিতাম একাসনে যাহার সহিতে।
রূপ যার সদা ধ্যান করিতাম চিতে।।
কোথা হায় সেই প্রিয়া করিল গমন।
বিরহে তাহার মম ব্যাকুল জীবন।।
আহা প্রিয়ে তব সহ মিষ্ট সম্ভাষণে।
থাকিতাম নিরন্তর বসি একাসনে।।
প্রিয় ভাই বল বল বল রে লক্ষ্মণ।
কোথায় প্রাণের প্রিয়া জানকী রতন।।
তুমি ভাই যাহ ফিরি অযোধ্যা নগরে।
যাব নাহি আর আমি জননী গোচরে।।
বলিও জন্মের মত তব রামধন।
বিদায় হইয়া গেছে শমন-ভবন।।
এখনি জীবন আমি করি পরিহার।
যন্ত্রণা এড়িয়া যাব শমন-আগার।।
কষ্ট পাও কেন ভাই আমার সহিতে।
অবিলম্বে ফিরি যাও অযোধ্যা পুরীতে।।
রঘুবর এইরূপে করিয়া রোদন।
কাননে কাননে ভ্রমে করি অন্বেষণ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বসে পাদপের মূলে।
চিন্তা করে গণ্ডস্থল রাখি করতলে।।
সীতার মোহন মূর্তি করেন চিন্তন।
নিদ্রাবশে অবিলম্বে হন অচেতন।।
ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে উঠিয়া বসিল।
হৃদয়-গগনে সীতা শশাঙ্ক উদিল।।
বিলাপ করিয়া পুনঃ করেন রোদন।
কোথা প্রিয়ে হায় হায় করিলে গমন।।
হা প্রিয়ে জানকীদেবী বিরহে তোমার।
ওষ্ঠাগতপ্রাণ মম রক্ষা নাহি আর।।
নিরন্তর এইরূপে রঘুর নন্দন।
কান্দিয়া কান্দিয়া ভ্রমে কানন কানন।।
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই অনুগামী রয়।
বাক্যমুখে নাহি সরে বিষণ্ণ হৃদয়।।

এদিকে অশোকবনে জনক-কুমারী।
বিষাদে কাটান কাল স্মরিয়া শ্রীহরি।।
কপালে আঘাত করি করেন রোদন।
বলে হায় কোথা রাম জানকীরতন।।
সাধনের ধননাথ রহিলে কোথায়।
তোমার রমণী ওগো কান্দিছে হেথায়।।
অদর্শন নাথ তব সহিবারে নারি।
মরণ মঙ্গল মম তব নাম স্মরি।।
চন্দ্রমুখ কত দিনে হবে দরশন।
তব পদ কতদিনে পাব জনার্দ্দন।।
নিদারুণ হা রে বিধি কোন কর্ম্মফলে।
হেন শাস্তি অভাগীরে কি দোষেতে দিলে।।
রাজার মহিষী হব বড় সাধ মনে।
কোথায় আজ সে সাধ রাক্ষস-ভবনে।।
পতি সনে বনে বনে ছিনু নিরন্তর।
কোন দোষে বাস করি রাক্ষসের ঘর।।
বিধাতার কিবা দোষ হায় হায় হায়।
অদৃষ্টদোষেতে সব কপালে ঘটায়।।
দয়াময় কোথা নাথ দেহ দরশন।
কি হবে দাসীর গতি ওহে জনার্দ্দন।।
রাজকন্যা রাজবধূ হয়ে অভাগিনী।
গৃহে বন্দী রাক্ষসের যেন কাঙ্গালিনী।।
সীতাদেবী এইরূপে করেন রোদন।
ভাসি যায় অশ্রুজলে যুগল লোচন।।
কবিবর তাই বলে ভাবিয়া অন্তরে।
কি আশ্চর্য্য বিধিলীলা কে বুঝিতে পারে।।
হরির ঘরণী যিনি জগতজননী।
রাক্ষস হাতেতে তিনি হলেন বন্দিনী।।

সরমা কর্ত্তৃক সীতাকে প্রবোধদান ও রামের সহিত সুগ্রীব-হনুমানাদির মিলন, হনুমানের লঙ্কাপ্রবেশ, চণ্ডীপূজা, লঙ্কাদগ্ধ, সীতার সহিত কথোপকথন ও হনুমানের পুনরাগমন

কান্দেন অশোকবনে জানকী সুন্দরী।
তথা আসে হেনকালে রমণীয়া নারী।।
গজেন্দ্র গমনে ধনি করি আগমন।
সীতার আসনে আসি বসিল তখন।।
মিষ্টভাষে সম্বোধিয়া জানকীরে কয়।
করিয়া রোদন সতী নাহি ফলোদয়।।
রোদন সম্বর ধনি ওগো গুণবতী।
অবশ্য লভিবে তুমি আপনার পতি।।
শ্রীরাম পরম ব্রহ্ম রাজার নন্দন।
তুমি লক্ষ্মী অবতার জানে সর্ব্বজন।।
হরণ করিল তোমা রাবণ দুর্ম্মতি।
ইহার উচিত ফল দিবে সীতাপতি।।
মরিবে সবংশে দুষ্ট রাম কোপানলে।
উদ্ধার করিবে তোমা রাম কুতূহলে।।
কিছুকাল ধৈর্য্য ধরি করহ যাপন।
অবশ্য পাইবে সতী রাম দরশন।।
শুনি বাক্য সরমার জনক নন্দিনী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে মৃদুভাষে বাণী।।
কহেন সরমে যাহা নাহিক সংশয়।
না মানে প্রবোধ কিন্তু আমার হৃদয়।।
অসহ্য মুহূর্ত্ত হয় অদর্শনে যার।
সহিব কিরূপে বল বিরহ তাঁহার।।
অদর্শনে তাঁর বুঝি যায় গো জীবন।
বাঁচিব কিরূপে বল সরমে এখন।।
গুণময় কোথা রাম করিছ বসতি।
তোমার বিরহে মরি ওহে রমাপতি।।
শিবের দারুণ ধনু করিয়া ভঙ্গণ।
তুমি নাথ করেছিলে আমায় গ্রহণ।।

নয়নে নয়নে সদা রাখিতে হেথায়।
রক্ষগৃহে সেই সীতা জীবন হারায়।।
সদা তুমি মিষ্টভাষে তুষিতে যাহারে।
কেশ বান্ধি দিতে যার নিজ পদ্মকরে।।
আপন অঞ্চলে যার মুছাতে আনন।
আপনি যাহার চক্ষে দিতে হে অঞ্জন।।
আজি সে তোমার সীতা অশোককাননে।
বেষ্টিত হইয়া আছে যত রক্ষগণে।।
দুর্ম্মতি রাবণ কবে করে বলাৎকার।
সদা এই ভয়ে কান্দে অন্তর আমার।।
আসি নাথ ত্বরা করি দেহ দরশন।
হারাই নতুবা বুঝি অকালে জীবন।।
সীতা সতী এইরূপে রাজার নন্দিনী।
অবিরল ডাকে রামে কোথা রঘুমণি।।
সীতাদেবী অবশেষে মুদিয়া নয়ন।
রামের মোহন রূপ করেন চিন্তন।।
বলে সতী আহা বিধি কী কাজ করিলে।
কষ্ট দিলে অভাগীরে কোন্ কর্ম্মফলে।।
রঘুমণি কোথা নাথ দেহ দরশন।
চারিদিক অন্ধকার করি নিরীক্ষণ।
আসিয়া বারেক দেখ ওহে রঘুপতি।
রয়েছে কিভাবে আজ তব সীতা সতী।।
আদর করিয়ে কত চিবুক ধরিয়ে।
কত আশা দিতে নাথ কোলেতে বসায়ে।।
প্রেমালাপ করিতে হে মধুর বচনে।
সতত রাখিতে নাথ নয়নে নয়নে।।
রঘুনাথে এই রূপে করিয়া স্মরণ।
জানকী কান্দিয়া হন সকাতর মন।।
এদিকে সীতার লাগি কমললোচন।
অবিরত বনে বনে করেন ভ্রমণ।।
কান্দিতে কান্দিতে কহে সৌমিত্রি সুধীরে।
কাননে গেলাম কেন মৃগ ধরিবারে।।
নতুবা জানকী মম হতো না হরণ।
রাখিতে নারিনু হায় রমণী রতন।।

কেন আর শরাসন ধরিয়াছি করে।
উচিত আমার নহে ধনু ধরিবারে।।
নারীরক্ষা ক্ষত্র হয়ে করিতে নারিল।
সত্যই তাহার পক্ষে বনবাস ভাল।।
সুবিচার করেছেন জনক আমার।
কাপুরুষ মম সম কেবা আছে আর।।
ধর্ম্মপত্নী যেইজন রাখিবারে নারে।
পৃথিবী কীরূপে সেই শাসিবারে পারে।।
পূর্ব্বতন রঘুবংশে যত রাজগণ।
করেছেন কত কীর্ত্তি জানে সর্ব্বজন।।
রাখিলাম ভালো কীর্ত্তি আমি পাপমতি।
রক্ষিতে নারিনু হায় সধর্ম্মিণী সতী।।
রঘুনাথ এত বলি সে স্থান ত্যজিয়ে।
কুঞ্জের ভিতরে পরে পশিলেন গিয়ে।।
কুঞ্জের পরম শোভা করি দরশন।
শ্রীরামের অশ্রুজলে ভাসিল নয়ন।।
সম্বোধিয়া লক্ষ্মণেরে কহেন তখন।
সেই কুঞ্জ এই ভাই কর দরশন।।
মানস তুষিত মম হেরিলে নয়নে।
হেরিয়া এখন হৃদি বিঁধিতেছে বাণে।।
পূর্ব্বের গোলাপ অই দরশন করি।
বিরহে হৃদয় জ্বলে প্রাণে বুঝি মরি।।
বকুল পাপদ ওই কর দরশন।
উহার কুসুম সীতা করিয়া গ্রহণ।।
কবরী বন্ধন সীতা করিত যতনে।
এখন বকুল হেরি দহিতেছে প্রাণে।।
সীতা বিনা যায় বুঝি আমার জীবন।
কোথা গেল হায় হায় জানকী রতন।।
কোথা প্রিয়ে দরশন দেহ একবার।
তোমার বিরহে যায় জীবন আমার।।
এরূপে কান্দিয়া রাম লক্ষ্মণে ডাকিয়া।
সকাতরে কহিলেন করুণা করিয়া।।
অযোধ্যানগরে ফিরি যাও রে লক্ষ্মণ।
প্রিয়ার বিরহে মোর যায় রে জীবন।।

নিবেদন করো মম মাতা কৌশল্যারে।
করিতে যতন সদা পুত্র বলি যারে।।
চুম্বন করিতে সদা চাঁদমুখে যার।
না হেরিলে প্রাণ ব্যাকুল তোমার।।
আপন হাতেতে যারে করাতে ভোজন।
সীতার বিরহে তার গিয়াছে জীবন।।
নিবেদন বিমাতারে করো রে লক্ষ্মণ।
পুত্র লয়ে সুখে যেন কাটান জীবন।।
অযোধ্যা নগরে আর ফিরি নাহি যাব।
কিরূপে সমাজে বল বদন দেখাব।।
বনমাঝে চৌদ্দবর্ষ করিয়া যাপন।
অযোধ্যানগরে পুনঃ যাইব যখন।।
করিবে জিজ্ঞাসা মোরে পুরবাসীগণে।
দেশে এলে রঘুনাথ লইয়া লক্ষ্মণে।।
কোথা সীতা সতী রৈল বলহ বচন।
উত্তর তখন কিবা দিব রে লক্ষ্মণ।।
কিরূপে বদন বল দেখাব সমাজে।
যাব আর নাহি আমি কভু লোকমাঝে।।
কি কঠিন হায় হায় আমার জীবন।
এখনো ত্যজিতে নারি মানব ভবন।।
এইরূপে রোদন করি রাম রঘুবর।
নয়ন মুদিয়া বসে কানন ভিতর।।
সীতারূপ চক্ষু মুদি করেন চিন্তন।
বাড়িল দ্বিগুণ তাহে অন্তর দহন।।
সে স্থান ত্যজিয়া পুনঃ চলিতে লাগিল।
মৌনভাবে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণ চলিল।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে রঘুর নন্দন।
এক স্থানে অকস্মাৎ করেন দর্শন।।
ভূমিতে সীতার নূপুর রয়েছে পড়িয়ে।
রঘুবর ব্যস্ত হয়ে নিলেন তুলিয়ে।।
লক্ষ্মণে সম্বোধি পরে কহেন বচন।
প্রাণের লক্ষ্মণ এই কর দরশন।।
প্রিয়ার নূপুর রহে পড়িয়া ভূতলে।
হৃদয় হেরিয়া মম জ্বলিছে অনলে।।

এ নূপুরে কত শোভা পদে হত হায়।
আজি তাহা পড়ে হেথা ভূমেতে লোটায়।।
রুনু রুনু শব্দ হতো প্রিয়ার চরণে।
তার পরিণতি এবে দুর্গম কাননে।।
অন্বেষণ চারিদিকে কর রে লক্ষ্মণ।
আছে কিনা দেখ দেখ অন্য বিভূষণ।।
এতেক বচন শুনি সুমিত্রা-তনয়।
বিনয় বচনে পরে শ্রীরামেরে কয়।।
হেরিতাম নিরন্তর সীতার চরণ।
জানিব কিরূপে প্রভু অঙ্গ বিভূষণ।।
এত শুনি রঘুবর নূপুর লইয়ে।
কাননে কাননে ফিরে কান্দিয়ে কান্দিয়ে।।
এক স্থানে অকস্মাৎ দেখিবারে পায়।
সীতার উত্তরীবস্ত্র ভূমেতে লোটায়।।
রঘুবর তাহা দেখি আনন্দের ভরে।
ব্যস্ত হয়ে তুলিলেন আপনার করে।।
তার প্রতি একদৃষ্টে করি নিরীক্ষণ।
ভাসি যায় অশ্রুজলে রামের নয়ন।।
বসন স্থাপন করি হৃদয় উপরে।
সম্বোধিয়া লক্ষ্মণে কন সুমধুর স্বরে।।
প্রিয়ার বসন ভাই কর দরশন।
শোভা পেত সীতা অঙ্গে উত্তরীবসন।।
সেই বস্ত্র হায় হায় ভূতলে পড়িয়ে।
কোথায় জানকী মম রহিয়াছে গিয়ে।।
কোথা গিয়ে একবার দেহ দরশন।
দেখ আসি তব রাম করিছে রোদন।।
কান্দিয়া এরূপে ভ্রমে রাম রঘুপতি।
কোথা হায় কোথা প্রিয়ে মম সীতাসতী।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাম পান দেখিবারে।
ধরাতলে পক্ষী এক রহিয়াছে পড়ে।।
নাম তার জটায়ু মহাবলধর।
হয়ে আছে বাণাঘাতে জীর্ণ কলেবর।।
রামেরে সংবাদ দিবে এই সে কারণে।
বেঁচে আছে কোন রূপে ধরিয়া পরাণে।।

রামেরে সমীপবর্ত্তী করি দরশন।
জটায়ু সীতার বার্ত্তা কহিল তখন।।
সীতার হরণবার্ত্তা রামেরে বলিয়ে।
পক্ষী দেহত্যাগ করে রামেরে হেরিয়ে।।
মোহন রূপ রামের করি দরশন।
জটায়ু আপন প্রাণ দিলেন বিসর্জ্জন।।
বিমানে চড়িয়ে পক্ষী বৈকুণ্ঠে চলিল।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তার শ্রীরাম করিল।।
বনে বনে তার পর করিয়া ভ্রমণ।
অনুজ সহিতে ফিরে রঘুর নন্দন।।
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি মনোহর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা যান রঘুবর।।
সুগ্রীব বালীর ভ্রাতা বানর প্রধান।
দিবানিশি সে পর্ব্বতে করে অবস্থান।।
নল নীল হনুমান গয় আদি করি।
বসতি করে তথায় গিরির উপরি।।
মহাবল বালী সেই কিষ্কিন্ধ্যা-রাজন।
ভ্রাতার ভার্য্যারে সেই করিল গ্রহণ।।
সুগ্রীবের ভার্য্যা কাড়ি তাড়াইয়া দিল।
ঋষ্যমুখে আসি পরে সুগ্রীব রহিল।।
আসিবারে সে পর্ব্বতে বালী নাহি পারে।
সুগ্রীব নির্ব্বিঘ্নে তথা নিবসতি করে।।
হনুমান আদি করি বানর প্রধান।
সুগ্রীবের অনুচর করে অবস্থান।।
হেরিয়া রামেরে তথা সুগ্রীব সুমতি।
বন্ধুত্ব করিয়া কহে ওহে সীতাপতি।।
যদ্যপি আমার রাজ্য করহ উদ্ধার।
করিব সীতার তত্ত্ব প্রতিজ্ঞা আমার।।
বানর সেনা অসংখ্য আছে বিদ্যমান।
মম অনুগত হয়ে করে অবস্থান।।
কত যে আছে ভল্লুক কে গণিতে পারে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাম্বুবান হেরহ ইহারে।।
চারিদিকে ইহাদিকে করিয়া প্রেরণ।
সীতার করিব তত্ত্ব আমার বচন।।

এতেক বচন শুনি রাম রঘুবর।
সৌহার্দ্দ্য করিয়া কহে ওহে কপিবর।।
কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যেতে তোমা বসাব আসনে।
বিহার করিবে সদা বালীভার্য্যা সনে।।
পশ্চিমে যদ্যপি হয় ভাস্কর উদয়।
রামের বাক্য তথাপি কভু মিথ্যা নয়।।
রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরম আনন্দ লভে সুগ্রীব রাজন।।
করযোড়ে হনুমান বামপাশে আসি।
বিনয় বচনে কহে ওহে কালশশী।।
তুমি রাম পরব্রহ্ম জেনেছি অন্তরে।
হেথায় আসিলে দয়া অধীনেরে করে।।
পরম ভকত আমি ওহে রঘুবর।
সদা চিন্তে তব রূপ আমার অন্তর।।
কি ভয় কি ভয় নাথ আমি বিদ্যমানে।
আমি তব প্রসাদে যাব অন্বেষণে।।
সসাগরা-বসুন্ধরা করি অন্বেষণ।
সীতাতত্ত্ব আনি দিব কমললোচন।।
যাহার ভকতি থাকে তোমার উপরে।
তাহার অসাধ্য কিবা বলহ সংসারে।।
যেই জন তব নাম করয়ে স্মরণ।
সেই জনে ভববন্ধ না করে বন্ধন।।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।
তবোপরি ভক্তি যেন রহে অনিবার।।
হনুমান এইরূপ করিছে স্তবন।
পরম সন্তুষ্ট তাহে কমললোচন।।
হাসিতে হাসিতে কন পবনকুমারে।
ভক্তশ্রেষ্ঠ তুমি মম জানিহে অন্তরে।।
তোমা হতে মম কার্য্য হইবে উদ্ধার।
তোমার কীর্ত্তি রটিবে জগত মাঝার।।
এইরূপে আলাপন সবে মিলি করে।
পরম আনন্দভরে রহে গিরিপরে।।
রামচন্দ্র তারপর বালীরে বধিয়ে।
রাজ্য দেন সুগ্রীবেরে পুলক-হৃদয়ে।।

কপিরাজ রাজ্য পেয়ে প্রণমি রামেরে।
নগরে প্রবেশ করে লয়ে অনুচরে।।
অনুজ সহিতে রাম রহে গিরিপরে।।
সীতার উদ্ধার আশে ব্যাকুল অন্তরে।।
কার্ত্তিক মাসেতে পরে সুগ্রীব ধীমান।
পূর্ণিমাতে উপনীত রাম বিদ্যমান।।
বিনয় বচনে কহে রাম রঘুবরে।
ওহে প্রভু শুন শুন বলি হে তোমারে।।
অসংখ্য অসংখ্য কপি হয়েছে আগত।
অসংখ্য সকলেই তব অনুগত।।
অসংখ্য ভল্লুক আছে মম অনুচর।
প্রবল প্রতাপ সবে ওহে রঘুবর।।
সীতা-অন্বেষণে সবে করুক গমন।
আসিবে মাসেক মধ্যে পুনঃ সর্ব্বজন।।
এত বলি অতঃপর কপির রাজন।
পাঠাইল দূতগণে সীতার কারণ।।
কতক উত্তরে গেল কতক পশ্চিমে।
পূর্ব্বদিকে গেল কত না যায় গণনে।।
দক্ষিণ দিকেতে গেল বীর হনুমান।
অঙ্গদ করিয়া আদি আর জাম্বুবান।।
রামের অঙ্গুরী হনু করিয়া গ্রহণ।
সীতা-অন্বেষণে করে দক্ষিণে গমন।।
কপিমূর্ত্তি মহেশ্বর দুষ্কর সাধিতে।
অঙ্গুরী লইয়া চলে দক্ষিণ দিকেতে।।
নানা স্থান সীতা লাগি করি অন্বেষণ।
বিষণ্ণ হইয়া সবে বসিল তখন।।
মাসেক মধ্যেতে ফিরি যাইতে হইবে।
সুগ্রীবের আজ্ঞা নৈলে পরাণ যাইবে।।
নিয়মিত কালগত হইল দেখিয়া।
মরণ নিশ্চয় ভাবে বিষণ্ণ হইয়া।।
হনুমান জাম্বুবান অঙ্গদাদি করি।
মরণে নিশ্চয় হয় রাম নাম স্মরি।।
হেনকালে সেই স্থানে কানন ভিতরে।
সম্পাতি নামেতে পক্ষী ছিল বৃক্ষোপরে।।
দগ্ধপক্ষ বহুদিন ছিল বিহঙ্গম।
রামনাম শুনি পক্ষী উঠিল তখন।।
তখন বানরগণে সম্বোধন করি।
কহিল সে শুনশুন যত বনচারী।।
সীতার লাগিয়া সবে করিছ ভ্রমণ।
সীতাদেবী লঙ্কাধামে আছেন এখন।।
রাবণ হরিয়া গেল আপন নগরে।
রাক্ষসী বেষ্ঠিতা সীতা সদা খেদ করে।।
পক্ষীর মুখেতে ইহা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে পূরিত হয় যত কপিগণ।।
ব্যস্ত হয়ে উঠি সবে সানন্দ অন্তরে।
ক্ষণমধ্যে উপনীত জলনিধি তীরে।।
ভীষণ সাগরজল করি নিরীক্ষণ।
ভাবিছেন মনে মনে রাম নারায়ন।।
শিবমূর্ত্তি হনুমান সানন্দ অন্তরে।
জলনিধি পারে যেতে অভিলাষ করে।।
হৃদমাঝে রামনাম করিয়া স্মরণ।
মহাবীর বায়ুবেগে উঠিল তখন।।
লম্ফ দিয়া শূন্যমার্গে উঠি কপিবর।।
করিল গমন বীর রাক্ষস-নগর।।
পথিমাঝে সিংহি করে করিয়া নিধন।
মৈনাক পর্ব্বত স্পর্শ করিয়া তখন।।
প্রবেশিল সন্ধ্যাকালে রাক্ষস-নগরে।
পুরীমধ্যে চারিদিকে বিচরণ করে।।
এই রূপে সপ্তরাত্রি করি বিচরণ।
অসংখ্য রহস্য বীর করে দরশন।।
নাহি দেখি কিন্তু কোথা জানকীদেবীরে।
মরিয়াছে সীতাদেবী হেন বোধ করে।।
মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া তখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় অশোককানন।
রক্তবর্ণ পুষ্পে বন কিবা শোভা ধরে।
যাইয়া তথায় বীর দরশন করে।।
পরমা সুন্দরী এক বসিয়া তথায়।
রাক্ষসীরা চারিদিকে বেড়িয়া তাঁহায়।।

সাধ্বাচিহ্ন কপিবর করি দরশন।
জানকী জানিল এই শ্রীরামের ধন।।
বৃক্ষোপরি ধীরে ধীরে আরোহণ করি।
লাগিল দেখিতে বীর রাম নাম স্মরি।।
তথা অকস্মাৎ দেখে আসি দশানন।
দিতেছে সীতারে দুষ্ট নানা প্রলোভন।।
তাহারে জানকী কত করেন ভর্ৎসন।
হইল হতাশ তাহে দুষ্ট দশানন।।
তারপর গেল দুষ্ট আপন আগার।
বসিয়া নির্জ্জনে দেবী ফেলে অশ্রুধার।।
তাহা দেখি কপিবর নামিয়া তখন।
সীতা পাশে ধীরে ধীরে করিল গমন।।
আমি রামদাস দেবী নাম হনুমান।
জানকীরে বলি এত করিল প্রণাম।।
অদ্ভুত আকার সীতা করি দরশন।
অদ্ভুত বানর-বাক্য করিয়া শ্রবণ।।
করেন জিজ্ঞাসা বাছা কহ সত্য করি।
ছলনা করিছ না কি বুঝিবারে নারি।।
হনুমান এই কথা করিয়া শ্রবণ।
রামের অঙ্গুরী তাঁরে করিল অর্পণ।।
রাখি সে অঙ্গুরী সীতা নিজ বক্ষোপরে।
রামের লাগিয়া খেদ নানা মতে করে।।
সম্বোধি হনুরে পরে কহেন বচন।
চিরসুখী হও তুমি বানর-নন্দন।।
এতেক বচন শুনি বীর হনুমান।
প্রণাম করিয়া পুনঃ উঠিল ধীমান।।
নগরী দেখিয়া হনু ভ্রমিতে লাগিল।
ঈশান কোণেতে গিয়া দেখিতে পাইল।।
তিন্তিড়ী-কানন মধ্যে অশোকের মূলে।
সুঠাম মন্দির এক দেখিবারে পেলে।।
গিরিশৃঙ্গ সম উচ্চ অতি মনোহর।
ভীষণ কবাট তাহে অতীব সুন্দর।।
বিভূষিত মণিমুক্তা মন্দির শোভন।
চারিদিক সমুজ্জ্বল অতি বিমোহন।।
স্বর্ণপীঠ শোভে কিবা মন্দির ভিতরে।
তদুপরি দেবীমূর্ত্তি কিবা শোভা ধরে।।
চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা দেবী ত্রিনয়না।
অট্ট অট্টহাস্য মুখে রুধিরবদনা।।
মুণ্ডমালা শোভে গলে আহা মরি মরি।
মান্দার-কুসুমমালা যাই বলিহারি।।
নবীন যৌবনা দেবী নূপুর চরণে।
দিগম্বরী নৃত্য করে প্রফুল্ল বদনে।।
কটাক্ষে মদনভাব হয় দরশন।
শঙ্খঘণ্টা আদি দেবী করিছে বাদন।।
যোগিনীরা অষ্ট সংখ্য বেড়ি চারিধারে।
অষ্টবর্ণে শোভা তারা জন-মন হরে।।
শ্যামা মুখে নিরন্তর রাবণের জয়।
দেখিয়া মারুতি তাহা হইল বিস্ময়।।
লম্ফ দিয়া হুঙ্কার করিয়া হনুমান।
শূন্য হতে দেবী অগ্রে করে অবস্থান।।
হনুর হুঙ্কার শব্দ করিয়া শ্রবণ।
ভয়ে যোগিনীরা হয় ব্যাকুলিত মন।।
আশ্বাসিয়া দিগম্বরী যোগিনীগণেরে।
হনুমানে সম্বোধিয়া কহে তার পরে।।
বানররূপী কে তুমি দেহ পরিচয়।
কি কারণে সমাগত রাবণ আলয়।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে হনুমান কহিল তখন।।
বানর-নন্দন আমি নাম হনুমান।
রামদাস হইয়াছি আমি বলবান।।
রাক্ষস-আলয়ে আসি সীতা অন্বেষণে।
কি বলিব মম শক্তি তব বিদ্যমানে।।
সসাগরা স্বপর্ব্বত এই বসুমতী।
গরাসিতে পারি মম এহেন শকতি।।
করিছ সতত তুমি রাবণের জয়।
বলহ কে তুমি দেবী আত্ম-পরিচয়।।
হনুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চণ্ডিকা মধুর ভাষে বলেন তখন।।

আমি হিমগিরি-কন্যা শুন পরিচয়।
চণ্ডিকারূপেতে থাকি রাবণ-আলয়।।
রাক্ষসের অধিপতি লঙ্কার রাজন।
আমার উপরে ভক্তি করয়ে দর্শন।।
ভক্তিবলে বশীভূত করিয়াছে মোরে।
এহেতু তাহার জয় বদন বিবরে।।
পার্ব্বতী ইত্যাদি নাম আছয়ে আমার।
বলিতেছি এবে যাহা শুন গুণাধার।।
তোমার ভীষণ রূপ কর প্রদর্শন।
দেখিব মনেতে মম এই আকিঞ্চন।।
দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
মনে মনে বায়ুসুত স্মরি রামধনে।।
অচিরে ধরিল বীর ভীষণ আকৃতি।
বিস্তারিত নেত্রযুগ অদ্ভুত বিকৃতি।।
তাহার শরীরে দেবী করেন দর্শন।
রয়েছে সংলগ্ন যত রাক্ষসের গণ।।
নমে লগ্ন আছে কেহ কেহ বা দশনে।
মৃত সম সব রক্ষ মুদিত লোচনে।।
প্রতি রোম সন্ধিদেশে যতেক বানর।
ধনুষ্পাণি শীর্ষদেশে রাম রঘুবর।।
মহাবল মহাসত্ব কমললোচন।
হনুর মস্তকোপরি কৌশল্যা-নন্দন।।
রামের হাতেতে ধনু কিবা শোভা ধরে।
আছয়ে লগ্ন রাবণ ধনুকের শরে।।
চাপমুষ্টি বাম করে ধরে রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ তাহে লগ্ন মহাবলধর।।
ললাটদেশে হনুর শোভিছে লক্ষণ।
রোচনা তিলক সম অতি বিমোহন।।
চাপমুষ্টি লক্ষ্মণের কিবা শোভা পায়।
অতিকায় লগ্ন আছে মরি কিবা তায়।।
ইন্দ্রজিত আছে লগ্ন লক্ষ্মণ-চরণে।
পরম আশ্চর্য্য আহা না যায় বর্ণনে।।
লক্ষ্মণের কিরীটেতে জনক-নন্দিনী।
করিছে বিরাজ কিবা রাঘব-ভামিনী।।
দৃষ্টি আছে জানকীর রামের চরণে।
রাবণ আছে চাহিয়া জানকীর পানে।।
হনুর ভুরুর মধ্যে রাক্ষসনগরী।
রক্ষ সহ জ্বলিতেছে আহা মরি মরি।।
দেখিলেন আরো দেবী বানর হৃদয়ে।
বিভীষণ শোভিতেছে আনন্দিত হয়ে।।
মুর্ত্তিমান ধর্ম্ম সম শোভে বিভীষণ।
সিংহাসনে লঙ্কারাজ্যে তিনিই রাজন।।
এইরূপ কপি অঙ্গে দরশন করি।
বিনয় বচনে কহে দেবী দিগম্বরী।।
কপিরূপী জানি আমি তুমি মহেশ্বর।
রাবণ হেতু বিনাশ হয়েছ বানর।।
তোমাতে রাঘবে ভেদ কিছুমাত্র নাই।
কি করিব আমি এবে বল মম ঠাঁই।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
তোমার এরূপ রূপ কর সম্বরণ।।
এতেক দেবীর বাক্য শুনি হনুমান।
সৌম্যমূর্ত্তি ধরি তবে করে অবস্থান।।
দেবীরে সম্বোধি পরে কহেন বচন।
আমার বচন দেবী করহ শ্রবণ।।
লঙ্কাপুরী অবিলম্বে করি পরিহার।
স্থানান্তরে যাহ দেবী বচনে আমার।।
জানকীর অপমান করে দশানন।
তার জয় ইচ্ছা কর ইহা বা কেমন।।
থাক যদি তুমি দেবী রক্ষ-নিকেতনে।
বধিতে নারিবে রাম দুষ্ট দশাননে।।
রাবণ যদ্যপি নাহি হয় বিনাশন।
সমূলে ব্রহ্মাণ্ড দেবী হবে নিপতন।।
হনুর বচন শুনি কহে মহেশ্বরী।
কপিরূপী শুন শুন ওহে ত্রিপুরারী।।
জানকীর অপমানে মম অপমান।
সন্দেহ হয়েছে নাহি ওহে মতিমান।।
ত্যজিতে বলিলে তুমি রাবণ-আলয়।
সমুচিত ইহা বটে ওহে মহোদয়।।

এতেক দেবীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
স্তববাক্যে হনুমান কহেন তখন।।
পর্ব্বতনন্দিনী দেবী তুমি মহেশ্বরী।
পুনঃ পুনঃ তবোদ্দেশে নমস্কার করি।।
সতী কালরূপা তুমি বিশ্বনিকেতনা।
সৈন্ধবী লঙ্কেশী তুমি বিমলবদনা।।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবারাধ্য তুমি সনাতনী।
সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্রী তুমি সংহারকারিণী।।
দেবী তুমি আদ্যাশক্তি ভকতবৎসলা।
বিপক্ষনাশিনী তুমি শিবমনোহরা।।
রঘুবরে বর দেবি করহ অর্পণ।
যাহাতে বধিতে পারে দুষ্ট দশানন।।
করিবে সাহায্য তুমি রাবণ-নিধনে।
এই বর দেহ দেবী আমা বিদ্যমানে।।
এতেক হনুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চণ্ডীদেবী মিষ্টভাষে কহেন তখন।।
রঘুবরে বর আমি করিনু প্রদান।
পরাজয় দশাননে করিবে ধীমান্।।
পুনশ্চ লভিবে রাম জানকী সীতারে।
রামের কীর্ত্তি রটিবে জগতমাঝারে।।
সাহায্য উচিত বটে করিতে আমার।
কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণাধার।।
কার্য্য সিদ্ধ যাবতীয় করিতে হইলে।
বোধন করিতে হয় শাস্ত্রে হেন বলে।।
অকালে সাহায্য নৈলে কিরূপে হইবে।
বোধিত হইয়া পরে সাহায্য লইবে।।
অতএব রামচন্দ্র করিয়া বোধন।
মম পূজা যথাবিধি করিলে সাধন।।
সাহায্য করিব আমি রাবণ-নিধনে।
রঘুবর জয়ী হবে কহি তব স্থানে।।
এতেক দেবীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে হনুমান কহেন তখন।।
প্রীতি হেতু দেবতার তুমি সনাতনী।
স্বাহারূপে বিরাজিত কৈবল্যদায়িনী।।

তুমি পিতৃতুষ্টি হেতু স্বধার আকারে।
বিরাজ নিয়ত কর সানন্দ অন্তরে।।
রামপূজা স্বধারূপে করহ গ্রহণ।
পিতৃগণ দর্শপর্ব্বে হয়েছে সৃজন।।
পিতৃগণ ওই দিনে কব্য ভোজ্য হয়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিহ নিশ্চয়।।
তব পাশে অতএব এই আকিঞ্চন।
রামদত্ত কব্য তুমি করহ ভক্ষণ।।
এতেক হনুর বাক্য শুনি সনাতনী।
কহিলেন শুন শুন ওহে গুণমণি।।
যা বলিলে তাহা হবে পবননন্দন।
রঘুবর আসিবেন রাক্ষস-ভবন।।
আমি হব পিতৃরূপা তোমার বচনে।
পার্ব্বনিক শ্রাদ্ধ রাম করিবে যতনে।।
পঞ্চদশ দিন আমি পিতৃরূপী রব।
রামদত্ত পূজা আমি গ্রহণ করিব।।
সযত্নে সংগ্রাম সবে করিও সবলে।
বিজয়ী হইবে রাম লয়ে কপিদলে।।
এতেক বচন শুনি কহে হনুমান।
আমরা করিব যুদ্ধ যেমন বিধান।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
ক্ষণকাল এই পীঠ করহ বর্জ্জন।।
এতেক হনুর বাক্য শুনি সনাতনী।
ক্ষণকাল পীঠ দেবী ত্যজিল তখনি।।
তখন সুন্দরবন ভাঙ্গে হনুমান।
শুনে লোকমুখে তাহা রাবণ ধীমান।।
বহুরক্ষ দশানন করি সম্বোধন।
বিনাশিতে হনুমানে করিল প্রেরণ।।
পবন-নন্দন সবে করিয়া সংহার।
চণ্ডিকার পূজা করে হনু গুণাধার।।
দেবীর উদ্দেশ্যে হনু করয়ে পূজন।
রাক্ষসের রক্তে পাদ্য করেন অর্পণ।।
তরু কুসুমিত কত পড়িতে লাগিল।
চণ্ডিকার সেই পুষ্পে অর্চ্চনা হইল।।

অক্ষ আদি রাজপুত্রে করিয়া নিধন।
চণ্ডিকা উদ্দেশ্যে বলি করিল অর্পণ।।
রাত্রিযোগে তদন্তর মেঘনাদ সনে।
ঘোরতর যুদ্ধ হয় না যায় কহনে।।
মেঘনাদ প্রাতঃকালে করিল বন্ধন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।।
রাবণেরে দেখিবার বাসনা হইল।
সেই হেতু হনুমান নিজে ধরা দিল।।
নতুবা সাধ্য কাহার বান্ধিতে তাহারে।
যে জন নিমেষে শক্ত জগত-সংহারে।।
এইরূপে হনুমানে করিয়া বন্ধন।
দ্রুতগতি লয়ে গেল রাবণ-সদন।।
বিদ্রূপ করিতে তারে রাক্ষসের পতি।
লাঙ্গুলে আগুন দিতে দিল অনুমতি।।
লাঙ্গুল জ্বলিয়া উঠে অতি বিভীষণ।
পূজার্থ প্রদীপ হইল জ্ঞান সর্ব্বজন।।
জ্বলন্ত লাঙ্গুলে হনু গৃহে গৃহে ফিরে।
অসংখ্য গৃহ এরূপে ক্রমে দগ্ধ করে।।
ধূপরূপে সেইসব করিয়া প্রদান।
পূজা করে চণ্ডিকার বীর হনুমান।।
হনুকৃত পূজা দেবী করিয়া গ্রহণ।
লঙ্কা ত্যজি কামরূপে করিল গমন।।
কপিবর তারপর জানকী সদনে।
প্রণাম করিল গিয়া যুগল চরণে।।
আশীষ করিয়া সীতা কহেন তখন।
শুন বৎস মম বাক্য পবন-নন্দন।।
গমন করহ তুমি রামের গোচরে।
বলিবে আমার কথা দেব রঘুবরে।।
মোরে যেন অবিলম্বে করেন উদ্ধার।
প্রতীক্ষা করিয়া রহি রাক্ষস-আগার।।
যদি ত্রাণ নাহি পাই দ্বিমাস ভিতরে।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনু তোমারে।।
রাঘবেরে এইসব কর নিবেদন।
উদ্ধারিতে মোরে তুমি করিবে যতন।।
দেবীর এতেক বাক্য শ্রবণ করিয়ে।
তথাস্তু বলিয়া হনু সানন্দ হৃদয়ে।।
হৃদিমাঝে রামনাম করিয়া চিন্তন।
লম্ফ দিয়া শূন্যভরে উঠিল তখন।।
লঙ্ঘিয়া সাগর পরে এপারে আসিল।
অঙ্গদাদি সহ আসি মিলিত হইল।।
হনুরে হেরিয়া সবে সানন্দ অন্তরে।
গেল চলি অবিলম্বে রামের গোচরে।।
রামপদে হনুমান করিয়া প্রণাম।
সীতার কাহিনী সব কহিল ধীমান।।

শ্রীরামের লঙ্কায় গমন, রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার

রাম আশীর্ব্বাদ করি পবন-নন্দনে।
উদ্‌যোগ করিতে থাকে লঙ্কায় গমনে।।
শ্রাবণে দশমী দিনে রঘুর নন্দন।
যাত্রা কপিসেনা সহ করিল তখন।।
পর্যটন অহোরাত্র করিয়া সকলে।
দ্বাদশীতে উপনীত সাগরের কূলে।।
অগাধ সমুদ্র সবে করি দরশন।
যাইবে কীরূপে পারে করিছে চিন্তন।।
বিভীষণ হেন কালে ত্রয়োদশী দিনে।
শরণ লইল আসি রামের চরণে।।
পরীক্ষা করিয়া তারে রঘুর নন্দন।
সুহৃদ বলিয়া তাঁরে করিল গ্রহণ।।
তাঁর পরামর্শে রাম করিয়া নিয়ম।
সিন্ধুরাজে সুপ্রসন্ন করেন তখন।।

তারপর সেতু বান্ধে সাগর উপরে।
অপূর্ব্ব সুন্দর সেতু হেরি মন হরে।।
সাগরে এরূপে হৈল সেতুর বন্ধন।
উঠে জয় জয় ধ্বনি এ তিন ভুবন।।
কপিসৈন্য সহ তারপর রঘুবর।
চলিলেন সিন্ধুপারে সানন্দ-অন্তর।।
কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি সেইদিনে।
সেই দিনে উপনীত কপিসৈন্য সনে।।
সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণ করিছে গমন।
রাবণ শুনিল ক্রমে এই বিবরণ।।
ভয় শোক বুদ্ধিমোহ প্রলাপ চিন্তন।
দিগ্‌ভ্রম আদি করি আর যে কম্পন।।
এই সব একেবারে রাবণে ঘেরিল।
বিমুগ্ধ হইয়া রাজা চিন্তিতে লাগিল।।
রামচন্দ্র তারপর অঙ্গদ কপিরে।
দূতরূপে পাঠালেন রাবণ গোচরে।।
অঙ্গদ রাবণ পাশে করিয়া গমন।
অনেক ভর্ৎসনা তারে করিল তখন।।
রাবণের শিরোস্থিত মুকুট লইয়ে।
অঙ্গদ চলিয়া আসে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
তখন আপন মনে করিয়া চিন্তন।
হইল নিশ্চয় যুদ্ধ ভাবিল রাবণ।।
পুরগুপ্তি আরম্ভিল সতর্ক হইয়ে।
চতুরঙ্গ সেনা সাজে উদযোগী হৃদয়ে।।
শ্রীরামচন্দ্র এদিকে সেনার সহিতে।
প্রবেশিল লঙ্কাপুরী আনন্দিত চিতে।।
কিবা জলে কিবা স্থলে কিবা বৃক্ষোপরে।
রহিল বানর কুল সমরের তরে।।
গৃহপ্রান্তরেতে গৃহে অথবা প্রাচীরে।
জপিতে লাগিল মুখে শ্রীরাম সীতারে।।
যেই দিকে দুই চক্ষু হয় নিপতন।
সেই দিকে হয় সব বানর দর্শন।।
মহাবাহু অনন্তর রাম রঘুবর।
আহ্বান করিয়া সবে কহেন সত্বর।।
সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ হনুমান।
নল নীল গয় আর বীর জাম্বুবান।।
সম্বোধিয়া ইহাদের কহেন তখন।
আমার বচন সবে করহ শ্রবণ।।
পূর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসন্ন আমার অন্তর।
পিতৃযজ্ঞ অপর্ব্বেতে করিব সত্বর।।
অদ্য হতে পঞ্চদশ দিবস যতনে।
করিব শ্রাদ্ধের বিধি যেমন বিধানে।।
এত বলি শ্রাদ্ধ রাম করেন তখন।
রাক্ষস-সৈন্য অমনি হয় দরশন।।
অকম্পন সেনাধ্যক্ষ রাবণ-আদেশে।
সসৈন্য সংগ্রামে আসে রামের সকাশে।।
অক্ষৌহিনী পতি সেই বীর অকম্পন।
যুদ্ধে তারে হনুমান করিল নিধন।।
পরম আনন্দ তাহে পান রঘুবর।
এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।।
যুদ্ধ হয় প্রতিদিন রাক্ষসের সনে।
ধূম্রাক্ষ মরিল পরে ঘোরতর রণে।।
তারপরে বজ্রদংষ্ট্র রণেতে পড়িল।
দশানন তাহা দেখি ব্যাকুলিত হৈল।।
শেষে বহু চিন্তা করি বীর দশানন।
মাতুল প্রহস্তে যুদ্ধে করিল প্রেরণ।।
সেই যুদ্ধ রাত্রিকালে বাধে ঘোরতর।
দেবাসুর তাহা হেরি ভয়ার্ত্ত অন্তর।।
প্রভাতে প্রহস্ত পড়ে দারুন-সমরে।
পতিত হইয়া গেল অমর নগরে।।
মাতুল রণেতে যদি হইল পতন।
কাতর হয় চিন্তায় বীর দশানন।।
মেঘনাদ তাহা দেখি রাবণ-তনয়।
পিতৃপাশে ধীরে ধীরে উপনীত হয়।।
মায়াবী সে মেঘনাদ মহামায়া জানে।
পিতঃ কহিল পিতারে নমামি চরণে।।
কেন চিন্তাকুল পিতঃ আমি বিদ্যমান।
সমরে এখনি আমি করিব প্রয়াণ।।

রাম-লক্ষ্মণেরে বল কিবা আছে ভয়।
সমরে পাঠাব দোঁহে শমন আলয়।।
এত বলি যুদ্ধসজ্জা করিয়া তখন।
সমর উদ্দেশ্যে চলে রাবণ-নন্দন।।
চতুরঙ্গ সেনা চলে সজ্জিত হইয়ে।
উপনীত রণক্ষেত্রে সানন্দ হৃদয়ে।।
রাম-লক্ষ্মণের সহ বাধিল সমর।
সেই যুদ্ধ কি বলিব অতি ঘোরতর।।
সমরেতে মেঘনাদ অতি বিচক্ষণ।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে বীর করিল বন্ধন।।
নাগপাশে বন্দীভূত করে দোঁহাকারে।
গরুড় আসিয়া পরে বিমোচন করে।।
দারুণ শকতি পরে করিয়া গ্রহণ।
লক্ষ্মণ উপরে বীর করিল ক্ষেপণ।।
ক্ষিপ্তশক্তি মেঘনাদ আসিয়া সবলে।
বেগেতে পড়িল লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে।।
অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়িল লক্ষ্মণ।
হাহাকার করি রাম করেন রোদন।।
করাঘাত ঘন ঘন করেন কপালে।
বলে বিধি কী বা দোষে এরূপ ঘটালে।।
অযোধ্যানগরে আর না যাব কখন।
লোকের নিকটে নাহি দেখাব বদন।।
কেন আমি হায় হায় করিনু সমর।
আসিনু কেন বা আমি রাক্ষস-নগর।।
গিয়াছিল সীতা তাহে ক্ষতি নাহি ছিল।
প্রাণের অনুজ আজি প্রাণেতে মরিল।।
উপায় নাহিক এবে করি দরশন।
কিরূপে লক্ষ্মণ হায় পাইবে জীবন।।
আনিবে ঔষধ কেবা হায় হায় হায়।
প্রভাত হইলে আর নাহিক উপায়।।
রামচন্দ্র এইরূপে করেন রোদন।
সম্মুখেতে উপনীত পবননন্দন।।
যোড়করে কহে প্রভু নমামি চরণে।
কি ভয় কি ভয় নাথ দাস বিদ্যমানে।।

গন্ধমাদনক নামে খ্যাত গিরিবর।
তথায় ঔষধি আছে ওহে রঘুবর।।
সেই স্থানে রাত্রি মাঝে করিব গমন।
ঔষধি লয়ে আসিব করি নিবেদন।।
এত বলি রামপদে করিয়া প্রণাম।
জয় জয় শব্দে চলে বীর হনুমান।।
মুহূর্ত্ত মধ্যেতে গেল পর্ব্বত উপর।
ঔষধি কারণে তথা ভ্রমে বীরবর।।
তন্নতন্ন করি খোঁজে পর্ব্বত উপরে।
বিশল্যকরণী নাহি নিরীক্ষণ করে।।
যেরূপ ঔষধিচিহ্ন করেছে শ্রবণ।
নির্ণয় করিতে তাহা না পারে কখন।।
নেহারিল ক্রমে ক্রমে রাত্রি অবসান।
তাহা দেখি সচিন্তিত বীর হনুমান।।
অবশেষে চিন্তা বহু করিয়া অন্তরে।
গিরিবরে তুলি লয় নিজ শিরোপরে।।
বহুভার অতি উচ্চ সেই গিরিবর।
অনায়াসে তুলি নিল মস্তক উপর।।
মুহূর্ত্ত মধ্যেতে বীর পর্ব্বত লইয়ে।
উপনীত হইল আসি সানন্দ হৃদয়ে।।
রামচন্দ্র তাহা হেরি বিস্মিত অন্তর।
প্রশংসা করেন হনুমানের বিস্তর।।
গিরি হতে তার পর ঔষধি লইয়ে।
লক্ষ্মণেরে কোলে লন পুলকিত মনে।।
সেই গিরি তারপর পুনশ্চ লইয়ে।
লক্ষ্মণেরে বাঁচাইল সানন্দ হৃদয়ে।।
চেতন পাইয়া উঠে সুমিত্রা-নন্দন।
জয় জয় শব্দ করে কপি সৈন্যগণ।।
আনন্দ সলিল পড়ে রামের চরণে।
লক্ষ্মণেরে কোলে লন পুলকিত মনে।।
সেই গিরি তারপর পুনশ্চ লইয়ে।
হনুমান চলি গেল সানন্দ হৃদয়ে।।
গিরিবরে যথাস্থানে করিয়া স্থাপন।
রামের নিকটে পুনঃ করে আগমন।।

যুদ্ধ বাধে পুনর্ব্বার অতি ঘোরতর।
মেঘনাদ সহ যুঝে সুমিত্রা-কোঙর।।
মেঘনাদ সেই যুদ্ধে হয় পরাজয়।
করে যত হাহাকার রাক্ষসনিচয়।।
দশানন তার পর বিচারি অন্তরে।
আপনি সাজিয়া পরে চলিল সত্বরে।।
রাম-রাবণের যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
অসংখ্য অসংখ্য বীর ত্যজে কলেবর।।
কত মুণ্ডমালা পড়ে কে গণিতে পারে।
রক্তনদী বহে কত খরতর ধারে।।
রাশি রাশি স্কন্ধ উঠি নাচিতে লাগিল।
অসংখ্য অসংখ্য মুণ্ড হাসিতে থাকিল।।
দুই দিন দিবারাত্রি হইল সমর।
ভগ্নরথ হৈল পরে রাক্ষস-ঈশ্বর।।
হত অশ্ব হয়ে শেষে বিমুখ হইয়ে।
পলায়ে চলিয়ে গেল আপন আলয়ে।।
রণেতে বিমুখ হইল রাজা দশানন।
জয় জয় শব্দ করে কপিসৈন্যগণ।।
উপায় কি হবে ভাবি রাক্ষস-ঈশ্বর।
অধোমুখে বসি রহে ব্যাকুল অন্তর।।
ভ্রাতা ছিল রাবণের কুম্ভকর্ণ নাম।
নিদ্রাগত ছিল সদা নাহিক বিশ্রাম।।
তার সম বীর নাহি করি দরশন।
দেখিলে অন্তরে হয় ভয় উৎপাদন।।
যাবতীয় কপি-সেনা ধরিয়া সবলে।
পারে অনায়াসে সেই রাখিতে কবলে।।
পরামর্শ সকলের লইয়া তখন।
কুম্ভকর্ণে জাগরিত করে দশানন।।
দেবতাগণ এদিকে অমর-নগরে।
সভয়ে চিন্তিত হয়ে পরামর্শ করে।।
ব্রহ্মার নিকটে সবে করে নিবেদন।
শুন শুন নিবেদন ওহে মহাত্মন।।
পঞ্চ লক্ষ কোটি সৈন্য লইয়া সহিতে।
কুম্ভকর্ণ চলিতেছে সমর ভূমিতে।।
রামের সহিতে সেই করিবে সমর।
উপায় হইবে কিবা ওহে পদ্মাকর।।
মোদের বাসনা এই হতেছে অন্তরে।
স্বস্ত্যয়ন করি সবে মঙ্গলের তরে।।
এতেক বচন ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে কিছুক্ষণ করেন চিন্তন।।
দেবীর সন্তোষ বিনা না হবে উপায়।
এ দিকেতে পক্ষ দেখি গত হল প্রায়।।
শুক্লপক্ষ বিনা নাহি মরিবে রাবণ।
দেবীর সন্তোষ তাহে প্রধান কারণ।।
শুক্লপক্ষ হলে পরে রাক্ষসের পতি।
যদ্যপি অর্চ্চনা করে পরমা-প্রকৃতি।।
তাহলে তাহারে মারে হেন সাধ্য কার।
বোধন এহেতু করা হয় যুক্তিসার।।
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন।
সম্বোধিয়া দেবগণে কহেন তখন।।
স্বস্ত্যয়ন কর সবে বিহিত বিধানে।
শ্রীরামের জয় হেতু পুলকিত মনে।।
এক কথা বলি কিন্তু করহ শ্রবণ।
বিধানে করিতে হবে দেবীর বোধন।।
নতুবা করম সিদ্ধি কভু নাহি হবে।
দেবীর অর্চ্চনা বিনা কিছু না ফলিবে।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।।
আরম্ভিল দেবীস্তব যত দেবগণ।
কমলনয়নী দেবী পরম দেবতা।।
শঙ্করী শাম্ভবী শিবা ত্রিনেত্রা বরদা।
ভক্তিরূপা ভক্তিপ্রিয়া তুমি গো ভবানী।।
ভৈরবী ভীমবদনা সবার জননী।।
ভীমাননা ভীমা শুভা সংহারকারিণী।
বিষ্ণুকার্য্যকরী তুমি সংস্থিতিকারিণী।।
শশীকলা শোভে কিবা মস্তক উপরে।
শ্যামা-শ্বেতা গৌরী তুমি নমামি তোমারে।।
কৌমারী বিচিত্রা তুমি শকতিরূপিণী।
দ্বিভুজা কখন তুমি ষড়ভুজধারিণী।।

চতুর্ভুজা দশভুজা কভু অষ্টাদশ।
কখন ধরহ ভুজ তুমি গো ষোড়শ।।
সহস্র চরণ তব নিষ্কল রূপিণী।
স্থূল সূক্ষ্ম শুদ্ধ খর্ব্ব অসংখ্যনয়নী।।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার জঠরে।
বিন্ধ্যগিরি-নিবাসিনী নমামি তোমারে।।
দীর্ঘ জিহ্বা অপ্রমেয়া তুমি গো পাবনী।।
বিল্ববৃক্ষস্থিতা তুমি বিল্বনিবাসিনী।
শ্রীদুর্গা দুর্গতিহরা কমল-আলয়া।।
মন্ত্ররূপা জগন্ময়ী আকাশ-নিলয়া।
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা হুঙ্কাররূপিণী।।
নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী তোমারে নমামি।
মহেশ্বরী মহাদেবী বিশ্বের জননী।
তত্ত্বময়ী পরাৎপরা ব্রহ্ম সনাতনী।।
তুমি জগতের সার বিশ্বের কারিণী।
আনন্দস্বরূপা তুমি পুলকদায়িনী।।
সকলের বীজ তুমি পরমা ঈশ্বরী।
সবার প্রধানা তুমি জগত-ঈশ্বরী।।
তুমি অগতির গতি মহিষমৰ্দ্দিনী।
মঙ্গল-আলয় দেবী মঙ্গলকারিণী।।
বিপদনাশিনী দেবী তুমি পরাৎপরা।
প্রকৃতি পরমা তুমি সার হতে সারা।।
অখিলের গতি তুমি আদিমা শকতি।
সর্ব্বেশ্বরী মহামায়া সর্ব্বভূতে গতি।।
তুমি লজ্জা তুমি ক্ষমা তুমি মাগো ধৃতি।
তুমি বুদ্ধি তুমি মোক্ষ তুমি শান্তি মতি।।
তুমি দয়া তুমি শ্রদ্ধা তুমি বেদমাতা।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী সবাকার মাতা।।
তুমি বিরাজ করহ সদা সর্ব্বস্থলে।
কে বুঝিবে তব তত্ত্ব জগত মাঝারে।।
যোগের ঈশ্বরী তুমি আত্ম-স্বরূপিনী।
কারণ কারণ তুমি নিস্তারকারিণী।।
তুমি শূন্য তুমি মর্ত্ত্য তুমি শশধর।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি দিবাকর।।

তুমি নদ তুমি নদী তুমি জলাশয়।
তোমা হতে উৎপত্তি তোমা হতে লয়।।
কিবা সুখ কিবা দুঃখ তুমিই কারণ।
রক্ষ রক্ষ দেবগণে ধরি গো চরণ।।
ত্রিগুণ-অতীত তুমি জগত-পালিনী।
ওগো তত্ত্বময়ী তারা তোমারে নমামি।।
জগৎমোহিনী তুমি সর্ব্ব মায়াময়।
তোমা হতে হয় মাতঃ ভবভয় ক্ষয়।।
হৈমবতী হরজায়া বিশ্বের ঈশ্বরী।
প্রকৃতিরূপিণী মাতঃ তুমি যজ্ঞেশ্বরী।।
সৃষ্টি হইল বিশ্বের তোমার হইতে।
বিশ্বের পালন লয় হয় তোমা হতে।।
শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী পরমারূপিণী।
শঙ্করী শিবানী মাতঃ জগতজননী।।
নমস্কার নমস্কার পুনঃ নমস্কার।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার।।
স্তববাক্য এইরূপ করিয়া শ্রবণ।
দেবী কন্যারূপে আসি দিলেন দর্শন।।
কন্যারে দেখিয়া যত অমরনিকর।
নমস্কার করে তাঁর চরণ উপর।।
দেবী কহে নমস্কার তোমার চরণে।
ভয় হতে রক্ষ মাতঃ আমা সবাগণে।।
এতেক বচন কন্যা করিয়া শ্রবণ।
শুন শুন কহিলেন যত দেবগণ।।
আমি এসেছি দুর্গার আদেশে হেথায়।
আদেশ তাঁহার বলি শুনহ সবায়।।
কল্য তোমা সবে মিলি যত দেবগণ।
বিল্ববৃক্ষে যথাবিধি করহ বোধন।।
দেবীর উদ্দেশ্যে সবে বোধন করিলে।
বোধিত হবেন তিনি কহিনু সবারে।।
বোধন করিয়া পরে যত দেবগণ।
দেবীপূজা যথাবিধি করহ সাধন।।
তাঁহার বিধানে স্তব করিবে সকলে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে তাহে না যাবে বিফলে।।

সিদ্ধ হইবে রামের বাসনা নিশ্চয়।
এত বলি কন্যা দেবী অন্তর্হিত হয়।।
তারপর পদ্মযোনি দেবগণ সনে।
আসি উপনীত হন মানব ভবনে।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে করেন দর্শন।
এক স্থানে বিল্ববৃক্ষ হতেছে শোভন।।
সুতপ্ত কাঞ্চন সম বরণ তাঁহার।
ক্ষীণকটি বিম্ব-ওষ্ঠি সুচারু আকার।।
অনাবৃত অঙ্গে আছে করিয়া শয়ন।
নবপদ্মমালী গলে হতেছে শোভন।।
দর্শন করি তাঁহার কমল-আকর।
চিত্র-পুত্তলিকা সম বিস্মিত অন্তর।।
পুনরায় দেবগণ সহিত মিলিয়ে।
আরম্ভিল স্তব ব্রহ্মা সানন্দ হৃদয়ে।।
তুমি মাতঃ জানি জানি মতি মায়াবিনী।
ভূমিতলে মায়া করি এসেছ জননী।।
শত্রুরূপা তুমি দেবী তুমি মিত্ররূপা।
যোগীর অন্তরে থাক তুমি সত্ত্বরূপা।।
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম জগত-রূপিণী।
চরণে মাতঃ তোমার পুনশ্চ নমামি।।
কিবা বিষ্ণু কিবা আমি কিবা মহেশ্বর।
কিবা দেবগণ আর দানব কিন্নর।।
কোন জন তব তত্ত্ব বুঝিবারে নারে।
তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে।।
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষট্‌কার।
হ্রীঙ্কাররূপিণী তুমি তুমিই হুঙ্কার।।
তুমি সর্ব্বরূপা দেবী সত্য সনাতনী।
পুনঃ পুনঃ তব পদে নমামি নমামি।।
তুমি মাস তুমি পক্ষ তুমি সম্বৎসর।
তুমি ঋতু দ্বি-অনয় তুমিই সকল।।
তুমি হব্য তুমি কব্য তুমি গো জননী।
সত্যস্বরূপিণী তুমি তোমারে নমামি।।
তোমার বোধন মোরা করেছি যতনে।
সুপ্রসন্ন হও মাতঃ যত দেবগণে।।

উচ্চজনে নীচ তুমি কর গো সুন্দরী।
নীচজনে উচ্চ কর জগত-ঈশ্বরী।।
চন্দ্রকে করিতে তুমি পার দিবাকর।
সূর্য্যেরে করিতে তুমি পার শশধর।।
অকালে তোমার মাতঃ করেছি বোধন।
সুপ্রসন্না হও দেবী এই আকিঞ্চন।।
স্তববাক্য এইরূপ করিয়া শ্রবণ।
কন্যারূপ অবিলম্বে ত্যজিয়া তখন।।
সুন্দরী যুবতীরূপ ত্যজিয়া ঈশ্বরী।
নিদ্রা ত্যজি উঠিলেন নয়ন উন্মীলি।।
উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেবী করিয়া ধারণ।
সম্বোধিয়া দেবগণ কহেন তখন।।
সন্তুষ্ট স্তবেতে আমি হয়েছি সবার।
বর মাগ দেবগণ যাহা ইচ্ছা যার।।
এতেক বচন শুনি কমল-আসন।
সম্বোধি দেবীরে কন মধুর বচন।।
দেবী নিবেদন করি তোমার চরণে।
সুপ্রসন্না হও মাতঃ যত দেবগণে।।
করিলাম অকালেতে তোমার বোধন।
রামোপরি অনুগ্রহ কর বিতরণ।।
যেরূপ নিহত হয় রাক্ষসের পতি।
উপায় কর তাহার ওগো ভগবতী।।
অদ্য হতে আগামী নবমী যাবত।
অর্চ্চনা করিব তোমা যথা বিধিমত।।
যাবৎ রাবণ নাহি হইবে নিধন।
তোমার তাবৎ দেবী করিব পূজন।।
বিসর্জ্জন তারপর করিব তোমারে।
যাইবে তখন দেবী ইচ্ছামত স্থলে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য এইরূপে পাতাল নগরে।
পূজিবে সকলে তোমা অতি ভক্তিভরে।।
এই বিশ্ব যতদিন থাকিবে জননী।
ততদিন তব পূজা হবে সনাতনী।।
কৃষ্ণপক্ষ নবমীতে তোমার বোধন।
করিবে যতনে সবে আমার বচন।।

এতেক বচন শুনি জগত-জননী।
ব্রহ্মারে সম্বোধি কন ওহে পদ্মযোনি।।
যা বলিবে তাই হবে নাহি হবে আন।
বাঞ্ছিত তোমারে আমি করিব বিধান।।
বোধিত হইনু আমি রামের কারণে।
শিবের আদেশ আছে জানিবেক মনে।।
শিবের আদেশ ভিন্ন কিছু নাহি পারি।
পরমপুরুষ শিব জগতকাণ্ডারী।।
তত্ত্বময় মহাজ্ঞানী দেব পঞ্চানন।
আদেশ তাঁহার করি সতত পালন।।
রামের কারণে শিব সদাই চঞ্চল।
রামহিত সাধিবারে নিয়ত তৎপর।।
বলিতেছি এবে যাহা করহ শ্রবণ।
অদ্য রক্ষ কুম্ভকর্ণ হইবে নিধন।।
ত্রয়োদশী দিনে যুদ্ধ করিবে লক্ষ্মণ।
সেই যুদ্ধে অতিকায় ত্যজিবে জীবন।।
চতুর্দ্দশী দিনে যুদ্ধে রাবণ যাইবে।
অমাবস্যা দিনেতে মেঘনাদ মরিবে।।
প্রতিপদে মকরাক্ষ হইবে নিধন।
বহু বীর দ্বিতীয়াতে ত্যজিবে জীবন।।
রামচন্দ্র তারপর দিব্য ধনু লয়ে।
সপ্তমীতে রণমাঝে প্রবেশিবে গিয়ে।।
ঘটিবেক অষ্টমীতে দারুণ সমর।
রাম-রাবণের যুদ্ধ অতি ঘোরতর।।
অষ্টমী নবমী সন্ধি হবে যেইকালে।
রাবণের মুণ্ডরাশি পড়িবে ভূতলে।।
পুনঃ পুনঃ শিরোবৃন্দ হবে নিপতন।
পুনঃ আবার মস্তক হবে উৎপাদন।।
নবমীর অপরাহ্নে রাবণ মরিবে।
দশমীতে রামচন্দ্র বিজয়ী হইবে।।
এইরূপে পনের দিন আমার পূজন।
করিবে যতন করি ওহে দেবগণ।।
বিল্বমূলে মম পূজা করিয়া বিধানে।
সপ্তমীতে গৃহে মোরে আনিবে যতনে।।
তিন দিন গৃহে মোরে করিবে পূজন।
চতুর্থ দিনেতে পূজি দিবে বিসর্জন।।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করি পূজিলে আমারে।
হইবে সুফল তার কহিনু সবারে।।
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই সব জন।
সর্ব্বকর্ম্ম তিন দিন করিবে বর্জ্জন।।
হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য কভু না করিবে।
কলহ বিবাদ সবে সর্ব্বথা ত্যজিবে।।
কোন হেতু অপচয় যদি কিছু হয়।
তাহে নাহি হবে কভু বিষণ্ণ হৃদয়।।
অধ্যাপন অধ্যয়ন কভু না করিবে।
ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্য্য সর্ব্বথা ত্যজিবে।।
তিন দিন না করিবে অর্থ উপার্জ্জন।
তিন দিন কৃষিকার্য্য করিবে বর্জ্জন।।
তিন দিন মহানন্দে করিবেক গান।
বিপ্রগণে ভোজ্য দ্রব্য করিবে প্রদান।।
নারীর সন্তোষ সদা করিবে যতনে।
বিল্বপত্রে হোমকার্য্য করিবে বিধানে।।
এইরূপে পূজা করে যেই সাধুজন।
সর্ব্বেশ্বর হয় সেই আমার বচন।।
আমার শারদী পূজা যেই নাহি করে।
মহাপাপী হয় সেই জানিবে অন্তরে।।
পিতৃঋণী দেবঋণী হয় সেইজন।
অন্তিমে নিরয় মাঝে করয়ে গমন।।
মহৎ বিপদ হতে করে পরিত্রাণ।
এই হেতু মহাষ্টমী হয়েছে আখ্যান।।
মহৎ সম্পত্তিদাত্রী এই সে কারণে।
মহানবমী এ নাম জানিবেক মনে।।
বিজয়া দশমী হয় অতি শুভদিন।
প্রশংসা করে ইহার যতেক প্রবীণ।।
শুভকর্ম্ম এই দিনে আরম্ভিতে হয়।
সুফল ফলিবে তাহে নাহিক সংশয়।।
শারদীয়া মহাপূজা করিলে সাধন।
পরম প্রীতি আমার হইবে যেমন।।

সেইরূপ রাবণের নিধন করিলে।
রামের রহিবে কীর্ত্তি অবনীমণ্ডলে।।
তুমি মম এই পূজা করিলে স্থাপন।
এই হেতু তব কীর্ত্তি রবে পদ্মাসন।।
এখন আমার বাক্য শুনহ সকলে।
অদ্য হতে পূজারম্ভ কর ভক্তিভরে।।
এত বলি ভগবতী তিরোহিত হন।
যথাবিধি দেবীপূজা করে দেবগণ।।
মানব আকার সবে ধারণ করিয়ে।
ধরাতলে চলিলেন সানন্দ হৃদয়ে।।
তথা গিয়া মহাপূজা করেন সাধন।
মহাপূজা পেয়ে দেবী মহাতুষ্ট হন।।
এদিকে নবমী দিনে রাম রঘুবর।
দেবী পূজা করি যান করিতে সমর।।
সেই যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ হইল নিধন।
করে জয় জয় ধ্বনি কপিসৈন্যগণ।।
তারপর অতিকায় সমরে মরিল।
তারপর দশানন রণেতে চলিল।।
ইন্দ্রজিৎ তারপর হইল নিধন।
কত রক্ষ মরে রণে কে করে গণন।
দ্বিতীয়াতে মকরাক্ষ নিহত হইল।
অসংখ্য অসংখ্য রক্ষ জীবন ত্যজিল।।
কপিসৈন্য মরে কত কে গণিতে পারে।
পড়িল রাক্ষস কত ভীষণ সমরে।।
অসংখ্য অসংখ্য স্কন্ধ উঠিতে লাগিল।
অসংখ্য অসংখ্য মুণ্ড হাসিতে থাকিল।।
মস্তকমালা হতে রক্ত বাহির হইয়ে।
অসংখ্য অসংখ্য নদী বহিল চলিয়ে।।
কাকগণ উর্দ্ধমুখে সানন্দ অন্তরে।
রক্তপান আরম্ভিল থাকিয়া সমরে।।
তৃতীয়াতে তারপর দারুণ সমর।
রামসহ রাবণেতে অতি ঘোরতর।।
দুইজনে বাক্যযুদ্ধ বিস্তর হইল।
রামচন্দ্র দিব্য ধনু ধারণ করিল।।

তখন রামের রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
রাবণ উপরে শর মারেন বিস্তর।।
কয় দিন ক্রমাগত দারুণ সমরে।
দোঁহাকার কেহ নাহি স্থির হতে পারে।।
অষ্টমী নবমী সন্ধি হইল যখন।
মস্তকরাশি রাবণের পড়িল তখন।।
ছেদন যেমন করে রাম রঘুবর।
পুনশ্চ জনমে শির স্কন্ধের উপর।।
একশত আটবার করেন ছেদন।
উঠে শির পুনঃ পুনঃ আশ্চর্য ঘটন।।
নবমীর অপরাহ্নে রাম রঘুবর।
দশাননে ফেলিলেন ভূমির উপর।।
যেমন রাবণ রণে হইল পতন।
কাঁপিয়া উঠে পৃথিবী অতি ঘন ঘন।।
পর্ব্বত সাগর আদি কাঁপিতে লাগিল।
মহাবীর বিশেহস্তে রণেতে পড়িল।।
দশানন এইরূপে হইল পতন।
নারীগণ আরম্ভিল করিতে রোদন।।
রণে ভঙ্গ দিয়া যত রাক্ষস নিকর।
পলায়ন করে সবে দিক্‌-দিগন্তর।।
রমণী-রাক্ষস যত আসিয়া সমরে।
করি শিরে করাঘাত নানা খেদ করে।।
ঘনঘন মন্দোদরী করেন রোদন।
কোথা এবে হায় নাথ করিলে গমন।।
কেন নাথ ফেলি মোরে দুঃখের সাগরে।
চলিয়া অকালে গেলে অমরনগরে।।
বারেক করুণা করি দেহ দরশন।
রক্ষা কর অধীনেরে ওহে মহাত্মন।।
শোভা পেত বিংশ শিরে যেই কলেবর।
সেই দেহ হায় হায় ধূলায় ধূসর।।
উঠ নাথ চল যাই কুসুমকাননে।
সুগন্ধ কুসুম সদা ফুটিত যেখানে।।
সৌরভে আকুল হতে সতত যথায়।
বারেক চলহ নাথ উঠিয়া তথায়।।

ভালোবাসা সেই স্থানে জানাতে আমারে।
বসাতে করুণা করি অঙ্কের উপরে।।
কত কথা মধুমাখা কহিতে আমায়।
পড়িয়া কেন এখন ধূলায় হেথায়।।
যথায় আমাকে লয়ে করিতে গমন।
নিয়ত কোকিলস্বর করিতে শ্রবণ।।
প্রফুল্লিত মন প্রাণ করিত যথায়।
বারেক চলহ নাথ চল গো তথায়।।
বসন্তের সমাগমে ওহে প্রাণধন।
সঙ্গেতে করি আমারে করিয়া যতন।।
সতত যথায় তুমি করিতে বিহার।
চল নাথ সেই স্থানে চল একবার।।
ধরাতলে কেন নাথ নীরবে পড়িবে।
বারেক বলহ কথা দেখহ চাহিয়ে।।
কথা তব সুধামাখা করিতে শ্রবণ।
সতত উৎসুখ আমি ওহে প্রাণধন।।
বলিব অধিক কিবা ওহে প্রাণেশ্বর।
তোমার বিহনে মম ব্যাকুল অন্তর।।
পতিগতি একমাত্র রমণীর হয়।
পতি বিনা নাহি কিছু ওগো মহোদয়।।
যেই নারী পতিহীনা অবনী মাঝারে।
জীবন বিফল তার এ ভব-সংসারে।।
পতি হেতু প্রাণত্যাগ সুখের কারণ।
পতিহীনা রমণীর বিফল জনম।।
তোমা বিনা কিবা সুখ এ ভব সংসারে।
ত্যজিব জীবন আমি পশিয়া সাগরে।।
অথবা অনলে পশি ত্যজিব জীবন।
বিষপান করি কিম্বা করিব পতন।।
তোমা সহ সুরপুরে মিলিত হইব।
মহানন্দে দুইজন বসতি করিব।।
তোমা বিনা কিবা ফল ধরিয়া জীবন।
সতত তোমার নাথ হইবে স্মরণ।।
শয়নে স্বপনে নাথ কিম্বা জাগরণে।
গমনে আসীনে নাথ অথবা ভোজনে।।

সতত তোমারে নাথ করিয়া স্মরণ।
অন্তর্দ্দগ্ধ অন্তর্দ্দহো হব সর্ব্বক্ষণ।।
সহস্র সহস্র দুঃখ করি উপভোগ।
নারী জাতি যদি পায় পতির সংযোগ।।
বিস্মৃত হয় সকল সেই সুখোদয়ে।
সানন্দ অন্তরে রহে প্রফুল্লিত হয়ে।।
উঠ নাথ কথা কহ কর দরশন।
দয়িতা তোমার হয়ে করিছে রোদন।।
হেন বন্ধু নাহি আর জগত-সংসারে।
হেরি রহি যার মুখ প্রফুল্ল অন্তরে।।
একাকী রাখি আমারে ওহে প্রাণেশ্বর।
কি হেতু চলিয়া গেলে অমরনগর।।
যাহারে বাসিতে ভাল অধিনী তোমার।
করিলে তাহারে ত্যাগ একি ব্যবহার।।
ভালোবাসা বুঝিলাম মুখের কেবল।
নৈলে সঙ্গে নাহি কেন নিলে প্রাণেশ্বর।।
ওহে নাথ রঘুবর করুণাসাগর।
জানি জানি তোমা জানি তুমিই ঈশ্বর।
তুমি জগতের নাথ সদা দয়াময়।।
রক্ষা পায় তোমা হতে ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চয়।
ব্রহ্মাণ্ড মাঝে আমি নিবসতি করি।।
নাহি রক্ষ কেন তবে বৈকুণ্ঠবিহারী।।
নাম দয়াময় তব বিদিত ভুবন।
তোমার দয়া এই-ত অখিল-ভঞ্জন।
অন্তর্য্যামী তুমি দেব জানহ হৃদয়।
হৃদয় আমার তোমা কভু ভিন্ন নয়।।
কেন নাহি তব দয়া আমার উপরে।
কে লবে তোমার নাম জগত-মাঝারে।।
সকলি তোমার মায়া কমললোচন।
সবাকার পতি তুমি অখিল কারণ।।
কার কেবা পতি বল কে কার তনয়।
কেবা পত্নী কেবা পিতা কেহ কিছু নয়।।
কর্ম্মবশে তুমি নাথ করহ সংযোগ।
পুনশ্চ করহ তুমি উভয়ে নিয়োগ।।

বুঝিতে পারি সকলি ওহে দয়াময়।
কভু কিন্তু মন নাহি স্থিরীভূত হয়।।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে জীবগণ।
সংসার মাঝারে সদা করে বিচরণ।।
অবলা অজ্ঞান আমি কি বুঝিতে পারি।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ তোমার চাতুরি।।
অধিক বলিব কিবা কমলনয়ন।
করুণা কটাক্ষ মোরে কর বিতরণ।।
করে খেদ এই রূপে রাবণী ঘরণী।
প্রবোদ প্রদান করে রাম রঘুমণি।।
প্রবোধিয়া সবাকারে সান্ত্বনা করিয়ে।
পাঠায়ে দিলেন সবে আপন আলয়ে।।
তারপর বিভীষণ ধর্ম্মপরায়ণ।
সৎকার যথাবিধি করিল সাধন।।
পরদিন প্রাতঃকালে রাম রঘুবর।
জানকীরে আনালেন সবার গোচর।।
সীতারে হেরিয়ে যত কপিসৈন্যগণ।
জানকী জ্ঞানেতে পদ করিল বন্দন।।
কহিল আনন্দে সবে আহা মরি মরি।
কভু নাহি হেন রূপ নয়নে নেহারি।।
ইহার কারণে মোরা করেছি ভ্রমণ।
ধরাতলে নানা স্থান করি অন্বেষণ।।
ইহার কারণে বালি হয়েছে নিধন।
সুগ্রীব সহিত হৈল বন্ধুত্ব স্থাপন।।
ইহার কারণে দগ্ধ হৈল লঙ্কাপুরী।
সাগরে হইল সেতু আহা মরি মরি।।
কারণ ইহার হৈল রাবণ-নিধন।
ইহার কারণে মলো রাক্ষসের গণ।।
সীতাদেবী রাজবধূ সবার জননী।
হেরিনু সাক্ষাতে সবে কমলারূপিণী।।
এই মত হর্ষভরে কপি-সৈন্যগণ।
নানা কথা বলি সবে বন্দিল চরণ।।
রঘুবর তারপর সবার সাক্ষাতে।
অগ্নিকুণ্ড করি কহে সীতারে পশিতে।।

অগ্নিতে বিশুদ্ধ হলে করিবে গ্রহণ।
মনে ভাবে এই রূপ কমললোচন।।
ব্রহ্মা আদি হেনকালে অমরনিকর।
আসি উপনীত হন রামের গোচর।।
আসিয়া কহে সকলে রাম রঘুবরে।
অগ্নিতে পশিতে নাহি দিবে হে সীতারে।।
কমলারূপিণী দেবী সবার জননী।
করিবে ইহারে শুদ্ধ কভু নাহি শুনি।।
হেন কথা মুখে কভু না বলো কখন।
দেবগণ এইরূপে করেন বারণ।।
তারপর দেবরাজ অমৃতবর্ষণে।
বাঁচালেন মৃত কপিসৈন্য আদিগণে।।
দেবগণ অনন্তর করিল প্রস্থান।
রাম করিলেন বিভীষণে রাজ্যদান।।
বিভীষণে লঙ্কা রাজ্যে বসায়ে যতনে।
সহবাস যাত্রা করে অযোধ্যা ভবনে।।
যাত্রাকালে সেতুবন্ধ কমললোচন।
শিবলিঙ্গ মহা যত্নে করেন স্থাপন।।
পরম পবিত্র কথা যেই জন শুনে।
সে জন অন্তিমে যায় অমর ভবনে।।
বিদ্যার্থী যদ্যপি ইহা করে অধ্যয়ন।
তার হয় বিদ্যালাভ শাস্ত্রের বচন।।
অর্থাকাঙ্খা অর্থোপায় ইহার কৃপায়।
কামার্থীর কামপূর্ণ কহিনু সবায়।।
পুত্র লভে বন্ধ্যা নারী ইহার কৃপায়।
পুত্রার্থীর পুত্র হয় জানিবে সবায়।।
যতনে লিখিয়া ইহা যেই সাধুজন।
কণ্ঠে কিবা বাহুদেশে করয়ে ধারণ।।
বিঘ্নরাশি তার কাছে কভু নাহি যায়।
সুমঙ্গল পদে পদে সেইজন পায়।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ।
সংক্ষেপে সবার কাছে করিনু বর্ণন।।
মহাবীর হনুমান বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার সাহায্যে রাম জয়ী হন রণে।।

তাহার প্রভাবে হয় সীতা অন্বেষণ।
তাহার প্রভাবে হয় রাক্ষস নিধন।।
তাহার প্রভাবে পায় লক্ষ্মণ জীবন।
মাহাত্ম্য হনুর বল কে করে বর্ণন।।
বীরত্ব হনুর বল কে বলিতে পারে।
যার রোমে কপিধ্বজ কপিধ্বজ ধরে।।
বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।
কার কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ সর্ব্বজন।।

হনুমানের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ভীমের নীলপদ্ম আনয়ন ও হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ এবং কপিধ্বজের বর্ণনা

সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনৎ-কুমারে।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে।।
অপূর্ব্ব কথা শুনিনু ওহে মহাত্মন।
বিধির নন্দন তুমি অতি বিচক্ষণ।।
কপিধ্বজ নাম কেন অর্জ্জুনের হয়।
বল প্রকাশিয়া সেই কথা মহাশয়।।
কিরূপে হনুর রোম ধনঞ্জয় পায়।
তাহা বল বিস্তারিয়া আমা সবাকায়।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
পাঁচটি পাণ্ডুর পুত্র বিখ্যাত ভুবনে।
মধ্যম শ্রীভীমসেন জানে সর্ব্বজনে।।
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম মহাবলধর।
ওহে শুন শুন যত তাপসনিকর।।
পাণ্ডব-মহিষী যিনি দ্রৌপদী আখ্যান।
কমলারূপিণী দেবী সুন্দর সুঠাম।।
বাসনা একদা তার হইল অন্তরে।
নীলপদ্মে পূজিবেন দেব-দেবেশ্বরে।।
নীলপদ্ম কে আনিবে করেন চিন্তন।
হেনকালে বৃকোদর উপনীত হন।।
কৃষ্ণা চিন্তিত দেখি কহে বৃকোদর।
হেরিতেছি কেন প্রিয়ে বিষণ্ণ অন্তর।।
আমা সবা বিদ্যমানে কি খেদ তোমার।
কেন আজি পূর্ব্বমত না করি বিহার।।
কেন চিন্তাকুল তুমি কিসের কারণ।
প্রকাশ করিয়া বল আমার সদন।।
অভাব কিসের তব ওগো প্রিয়তমে।
বিবরিয়া বল দেবী আমা সন্নিধানে।।
বাসনা মনের তব করহ বর্ণন।
কামনা তোমার আমি করিব পূরণ।।
তোমার সাধিতে কার্য্য যদি প্রাণ যায়।
তাহাতে বরঞ্চ শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয়।।
এতেক বচন শুনি দ্রৌপদী সুন্দরী।
বদন তুলিয়া কহে সবিনয় করি।।
শুন শুন প্রাণনাথ করি নিবেদন।
বিষাদিত যে কারণে হইয়াছে মন।।
মনে মনে আকিঞ্চন পূজিব ঈশ্বরে।
দশশত নীলপদ্ম দিব ভক্তিভরে।।
নীলপদ্ম কে আনিবে কোথায় পাইব।
মনের বাসনা আমি কিরূপে পূরাব।।
এ চিন্তা করি আমি হয়েছি কাতর।
এই হেতু সদা মম ব্যাকুল অন্তর।।
নতুবা অপর আর নাহিক কারণ।
প্রাণনাথ তব পাশে করি নিবেদন।।
এতেক বচন শুনি বৃকোদর কয়।
সামান্য কারণে তব ব্যাকুল হৃদয়।।
অবলীন জাতি সহজে অল্পবুদ্ধি ধরে।
সামান্য কারণে আছ ব্যাকুল অন্তরে।।
দশশত নীলপদ্ম অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
আনি দিতে পারি আমি সহিত উদ্যান।।

স্থির হও বিধুমুখি না হও কাতর।
যাব আমি পুষ্প হেতু অতীব সত্বর।।
পূজার উদ্‌যোগ তুমি করহ সুন্দরী।
নীলপদ্ম আনি দিব যত শীঘ্র পারি।।
বাসনা তোমার আমি করিব পূরণ।
প্রতিজ্ঞা আমার কভু না হবে খণ্ডন।।
এতেক বচন বলি পাণ্ডুর নন্দন।
নীলপদ্ম হেতু শীঘ্র করেন গমন।।
দ্রৌপদী পরম তুষ্ট হইয়া অন্তরে।
করে পূজা আয়োজন অতি ভক্তিভরে।।
প্রতিজ্ঞা ভীমের কভু হবে না খণ্ডন।
দ্রৌপদীর এবিশ্বাস ওহে ঋষিগণ।।
গন্ধর্ব্বের উপবন অতীব সুন্দর।
তাহে শোভা পায় কিবা স্বচ্ছ সরোবর।।
সেই সরোবরে নীল পদ্মরাশি রাজে।
সেই বন শোভা পায় ঘোর বনমাঝে।।
সেই বন উদ্দেশ্যেতে ভীমসেন যায়।
প্রান্তর ত্যজিয়া ক্রমে মহাবন পায়।।
নির্ভয়ে পশিল তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
কোথা বন কোথা পদ্ম করেন দর্শন।।
চিন্তা করে মনে মনে বীর বৃকোদর।
যদি মোরে বাধা দেয় গন্ধর্ব্ব নিকর।।
পাঠাব সবারে আমি শমন সদনে।
কার সাধ্য মোরে আঁটে এ তিন ভুবনে।।
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
বৃকোদর বনমাঝে করেন গমন।।
কত শত মহাতরু করিয়া ভঞ্জন।
মহাবীর মহাবেগে করিয়া গমন।।
বহুদূর অতিক্রম করি বীরবর।
মধ্যস্থলে দেখিলেন পথের উপর।।
ভীষণ বানর এক করিয়া শয়ন।
রয়েছে নিদ্রিত যেন মৃতের মতন।।
যুড়িয়া রয়েছে পথ কপির ঈশ্বর।
তাহা দেখি মহারুষ্ট বীর বৃকোদর।।

গর্জ্জন করিয়া ভীম কহেন তখন।
উঠরে বানর বেটা অধম দুর্জ্জন।।
এইরূপ মহারোষে কহে বৃকোদর।
দৃক্‌পাত নাহি করে কপির ঈশ্বর।।
তাহা হেরি বৃকোদর অতি রোষভরে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বানর উপরে।।
কপিবর অকস্মাৎ নয়ন মিলিয়ে।
কহিতে লাগিল ভীমে বিনয় করিয়ে।।
হইয়াছি অতি বৃদ্ধ ওহে মহোদয়।
পীড়াতে হয়েছি তাহা জর্জ্জর হৃদয়।।
উত্থানের শক্তি নাহি শুনহ বচন।
লাঙ্গুল সরায়ে তুমি করহ গমন।।
ঈশ্বর করুন তব কল্যাণ বিধান।
দয়া করি পাশ দিয়া যাহ মতিমান।।
এতেক বচন শুনি পাণ্ডুর নন্দন।
লাঙ্গুল ধরিয়া ক্রমে করে উত্তোলন।।
সেই লেজ কার সাধ্য তুলিবারে পারে।
বিস্মিত হইয়া ভীম নয়নে নেহারে।।
বৃকোদর সাধ্যমত করেন যতন।
নারিল করিতে লেজ ভীম উত্তোলন।।
বিস্মিত হয়ে তখন বীর বৃকোদর।
মনে মনে বহু চিন্তা করি তারপর।।
ভাবিলেন নহে এই সামান্য বানর।
দেব কিম্বা দৈত্য হবে অথবা কিন্নর।।
করেছি অন্যায় আমি করিয়া তর্জ্জন।
জানিতে হইবে এবে হয় কোন্ জন।।
সবিনয়ে এত ভাবি ধীরে ধীরে কয়।
কপি রূপী শুন শুন ওহে মহোদয়।।
সামান্য বানর তুমি নহে ত কখন।
কৃপা করি বল তুমি হও কোন্‌জন।।
না বুঝে করেছি আমি অপরাধ যত।
করিয়া প্রকাশ বল করি প্রণিপাত।।
এতেক বচন শুনি কহে হনুমান।
পান্ডুপুত্র তুমি শুন শুন হে ধীমান।।

বায়ুর নন্দন তুমি ওহে বৃকোদর।
হনুমান মম নাম বায়ুর কোঙর।।
বনমাঝে আসিয়াছ পদ্মের কারণে।
পেরেছি জানিতে তাহা কহি তব স্থানে।।
তোমার কারণে আমি আসিয়ে হেথায়।
কপটে শুইয়া আছি কহিনু তোমায়।।
সম্বন্ধেতে ভ্রাতা তুমি ওহে বৃকোদর।
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে আমার অন্তর।।
তোমা বীরে এই হেতু করিতে দর্শন।
পথি মাঝে আছি ভাই করিয়া শয়ন।।
তোমারে হেরিয়া বড় লভিনু পীরিত।
বলিব এখন যাহা শুনহ বিহীত।।
দেখিতেছ তিনপথ তিন দিকে যায়।
বামপথে চলি যাও কহিনু তোমায়।।
নাহি গেলে অন্যপথে কার্য্য সিদ্ধি হবে।
অধিকন্তু অমঙ্গল অবশ্য ঘটিবে।।
বামপথে এবে তুমি করহ গমন।
আমার বরেতে হবে কামনা পূরণ।।
অতিক্রম বহুদূর করিলে ধীমান।
পড়িবে নয়নে তব সুন্দর উদ্যান।।
গন্ধর্ব্ব উদ্যান সেই কহিনু তোমায়।
আছে বহু নীল পদ্ম জানিবে তথায়।।
নীলপদ্ম তথা হতে করিয়া গ্রহণ।
কৃষ্ণার বাসনা শীঘ্র করহ পূরণ।।
আমার বরেতে তুমি বিজয়ী হইয়ে।
গৃহেতে সানন্দে যাবে নীলপদ্ম লয়ে।।
এতেক বচন শুনি ভীমসেন কয়।
নিবেদন শুন শুন ওহে মহোদয়।।
রুদ্ররূপী তুমি দেব বীর হনুমান।
তোমার চরণে করি অসংখ্য প্রণাম।।
কে বুঝিবে তবতত্ত্ব জগত মাঝারে।
যেই জানে সেই ভজে একান্ত অন্তরে।।
কত কান্ড ত্রেতাযুগে করিয়াছ তুমি।
তোমার সাহায্যে সীতা পায় রঘুমণি।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়।
কৃপা করি দেহ বর হইয়া সদয়।।
হনু কহে বৃকোদর কিবা অভিলাষ।
মমপাশে অবিলম্বে করহ প্রকাশ।।
দানযোগ্য যদি হয় তোমার প্রার্থনা।
সফল অবশ্য হবে পুরাব কামনা।।
এতেক বচন শুনি কহে বৃকোদর।
নিবেদন করি প্রভু তুমিই শঙ্কর।।
অন্য কোন বরে মম প্রয়োজন নাই।
যাহা মাগি নিবেদন করি তব ঠাঁই।।
কুরু সহ পাণ্ডবের হইবে সমর।
করিবে সাহায্য তুমি চাই এই বর।।
মোদের পক্ষেতে যাবে সমর-অঙ্গনে।
এই বর মাগি দেব তোমার সদনে।।
ভীমের বচন শুনি বীর হনুমান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান।।
যা বলিলে সত্য বটে উচিত আমার।
কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণাধার।।
ত্রেতাযুগে রামপাশে আছিনু কিঙ্কর।
দশানন সহ যুদ্ধ করেছি বিস্তর।।
রাক্ষসেরা কত শত মম বাহুবলে।
নিপতিত হয়ে গেছে শমন আগারে।।
সেই একদিন গেছে ওহে বৃকোদর।
সেকালে একালে ভাব অনেক অন্তর।।
কালেতে সকলি জান হয়ে যায় ক্ষয়।
কালবশে বলহীন নয় নরচয়।।
তেমন বীর এখন আর কেহ নাই।
কাহার সঙ্গে যুঝিব বল দেখি ভাই।।
মম বাহুবল বল সহে কোন্‌জন।
বসুমতী মমভার সহিতে অক্ষম।।
রামনাম স্মরি আমি আপন অন্তরে।
দাঁড়াব যখন ভাই বসুমতী'পরে।।
ধরাদেবী রসাতলে করিবে গমন।
বিশ্ব হবে ছারখার ওহে সাধুজন।।

বলিতেছি অতএব শুন বৃকোদর।
আর আমি নাহি যাব করিতে সমর।।
একগাছি রোম মম করহ গ্রহণ।
ইহার প্রভাবে হবে বাসনা পূরণ।।
এই রোম অর্জ্জুনের রথোপরি লয়ে।
মনের উল্লাসে দিবে ধ্বজাতে বাঁধিয়ে।।
কপিধ্বজ নাম পার্থ করিবে ধারণ।
বিশেষ বিবরি বলি করহ শ্রবণ।।
যুদ্ধকালে এই রোমে মহাফল হবে।
দেহবল অর্জ্জুনের ত্রিগুণ বাড়িবে।।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যবে হইবে ঘটন।
এই রোম উচ্চৈঃস্বরে করিবে গর্জ্জন।।
মাঝে মাঝে রোমগাছি করিবে চীৎকার।
চীৎকারে অযুতসৈন্য হইবে সংহার।।
চীৎকার এরূপে রোম করিবে যখন।
শত্রুসৈন্য দশশত হইবে পতন।।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে বৃকোদর।
আপন কাজেতে এবে হও হে সত্বর।।
এত বলি হনুমান হন তিরোধান।
নাহি কিছু আর হেরে ভীম মতিমান।।
উদ্দেশ্যে প্রণাম করি শঙ্কর-চরণে।
নীলপদ্ম হেতু যান গন্ধর্ব্ব উদ্যানে।।
হনুর আদেশমত সেই পথ দিয়ে।
গন্ধর্ব্ব উদ্যানপাশে উপনীত গিয়ে।।
বনমধ্যে ধীরে ধীরে করিয়া গমন।
সরোবরে নীলপদ্ম করেন দর্শন।।
নীলপদ্ম তথা হতে লইয়া যতনে।
হাসিতে হাসিতে দেন কৃষ্ণার সদনে।।
নীলপদ্ম পেয়ে ধনি আনন্দিত মন।
যতনে করেন দেবী পূজা আয়োজন।।
যেই রোম দিয়াছিল বীর হনুমান।
অর্জ্জুনের রথধ্বজে হল অধিষ্ঠান।।
এই হেতু কপিধ্বজ নাম পার্থ ধরে।
বিস্তার বর্ণনা আছে পুরাণ অন্তরে।।
সাক্ষাৎ শঙ্কর বীর অঞ্জনানন্দন।
মাহাত্ম্য তাঁহার বল কে করে বর্ণন।
এহেন সাধ্য জগতে আছে বল কার।।
শিবের মাহাত্ম্য কহে করিয়া বিস্তার।
এই বিশ্ব শিবময় ওহে ঋষিগণ।
অগতির গতি শিব অখিলকারণ।।
তাঁহারে তুষিতে যেই পারে ভক্তিভরে।
সেজন অন্তিমে যায় কৈলাসনগরে।।
পুরাণে সুধার কথা অতি মধুময়।
বিবরিয়া কবিবর হরিষ হৃদয়।।

শিব-বংশ বর্ণন প্রসঙ্গে বস্ত্র হইতে গণেশের উৎপত্তি ও তদীয় গজমুণ্ডের বিবরণ

ব্যাস আদি ঋষিগণ সনৎকুমারে।
জিজ্ঞাসা পুনশ্চ করে অতি সমাদরে।।
দেব-মাহাত্ম্য শিবের করিনু শ্রবণ।
যাহা জিজ্ঞাসি এখন করহ বর্ণন।।
শিব-বংশ বিবরণ করিয়া বিস্তার।
বর্ণন করহ এবে ওহে গুণাধার।।
শিবের নন্দন সেই দেব লম্বোদর।
গজমুণ্ড কি কারণে মস্তক উপর।।
সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা হয় কি কারণ।
করিয়া বিস্তার তাহা কহ মহাত্মন।।
এত শুনি ব্রহ্মসুত কহে ধীরে ধীরে।
ঋষিগণ শুন শুন কহিব সবারে।।
প্রকৃতিরূপিণী দেবী নগেন্দ্র-নন্দিনী।
পরমপুরুষ হন দেব শূলপানি।।
এ দোঁহা হইতে হয় জগত সৃজন।
সৃষ্টিকর্ত্তা নাহি জান অন্য কোনজন।।

যতেক পুরুষ আছে সংসার মাঝারে।
শিবাত্মক সবে হয় জানিবে অন্তরে।।
জগতে যতেক নারী কর দরশন।
পার্ব্বতীরূপিনী সবে ওহে ঋষিগণ।।
পুংলিঙ্গরূপক হন দেব মহেশ্বর।
স্ত্রীলিঙ্গরূপিনী দেবী তাপস-নিকর।।
এই যে হেরিছ বিশ্ব স্থাবরজঙ্গম।
শিব-দেবী লিঙ্গরূপী ওহে ঋষিত্তম।।
অখিল জগত এই শিব-বংশ হয়।
শিবাত্মক সর্ব্ব বিশ্ব নাহিক সংশয়।।
বনমাঝে আসিয়াছে পদ্মের কারণে।
পেরেছি জানিতে তাহা কহি তব স্থানে।।
আমি তোমার কারণে আসিয়ে হেথায়।
কপটে শুইয়া আছি কহিনু তোমায়।।
পৃথক শিবের বংশ কিছু মাত্র নাই।
বলিনু নিগূঢ় কথা সবাকার ঠাঁই।।
শিবশক্তি যুত হন দেব নারায়ণ।
শিবশক্তিসুত ব্রহ্মা আর দেবগণ।।
শিবশক্তিময় বিশ্ব কহিনু সবারে।
শিবশক্তি ভিন্ন কিছু নাহিক সংসারে।।
ঋষিগণ শুন শুন বর্ণিব উত্তম।
গণেশের বিবরণ অতি পুণ্যতম।।
যেই জন ভক্তি করি অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।।
গণপতি তার প্রতি পরিতুষ্ট হন।
সে জন অন্তিমে যায় গণেশ সদন।।
বিদ্যাকামী বিদ্যালাভে গণেশের বরে।
সেই তত্ত্বজ্ঞান পায় আপন অন্তরে।।
ধনার্থীর ধন হয় কামার্থীর কাম।
মোক্ষার্থী মুকতি লভে নাহি হয় আন।।
জগন্মাতা একদিন কৈলাস-ঈশ্বরী।
সম্বোধি শঙ্করে কহে ওহে ত্রিপুরারি।।
মহেশ্বর শুন শুন আমার বচন।
অপত্যে অখিল বিশ্ব আছে পঞ্চানন।।
বংশহীন যেইজন সংসার মাঝারে।
নাহি ক্রিয়া অধিকারী হয় সেই নরে।।
মম বাক্য অতএব করহ শ্রবণ।
হও তুমি পুত্রবান এই আকিঞ্চন।।
আমার উদরে তুমি ওহে ত্রিপুরারি।
অদ্যই জন্মাও পুত্র এই বাঞ্ছা করি।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তারে কহে মিষ্ট ভাষে দেব পঞ্চানন।।
শুন শুন গিরিসুতে বচন আমার।
অনুচিত বাক্য কেন কহ বারবার।।
জগৎ সংসারে যেই হয় গৃহী জন।
অবশ্য তাহার হয় পুত্র প্রয়োজন।।
আমি কভু গৃহী নহি পর্ব্বতনন্দিনী।
পুত্রে মম কিবা কাজ বল দেখি শুনি।।
কুচক্র সকলে করি যত দেবগণ।
তোমারে আমার করে করেছে অর্পণ।
নৈলে প্রয়োজনে কিবা আমার ভার্য্যায়।
নহিক গৃহস্থ আমি কহিনু তোমায়।।
গৃহী হয় যেই জন জগত মাঝারে।
পুত্র আর ধন সেই অভিলাষ করে।।
পুত্রের কারণ শুদ্ধ ভার্য্যা প্রয়োজন।
গৃহীজন পুত্র বাঞ্ছে পিণ্ডের কারণ।।
মরণ আমার নাহি শুনহ সুন্দরী।
পুত্রে মম কিবা কাজ বুঝিবারে নারি।।
বিশ্বে যেই জন করে ব্যাধি নিরূপণ।
ঔষধ লইয়া তার কিবা প্রয়োজন।।
পরমপুরুষ আমি তুমি যে প্রকৃতি।
সদানন্দ রূপে দোঁহে করি অবস্থিতি।।
আত্মারাম রূপে দোঁহে করি বিচরণ।
বল দেবী পুত্র লয়ে কিবা প্রয়োজন।।
এতেক বচন শুনি পর্ব্বতনন্দিনী।
বিনয় বচনে কহে ওহে শূলপাণি।।
দেব দেব ভগবান ওহে ত্রিলোচন।
যা বলিলে নহে তাহা অযুক্ত কথন।।

করি তবু নিবেদন শুন হে শঙ্কর।
অপত্য-বাসনা সদা মম নিরন্তর।।
অপত্য জন্মায়ে দাও আমার উদরে।
যোগ ত্যজি আমি তারে পালিব সাদরে।।
আমি সদা পুত্র লয়ে করিব পালন।
তুমি সদা যোগী হয়ে কর বিচরণ।।
চুম্বিতে পুত্রের মুখ হয়েছে বাসনা।
কৃপা করি পূর্ণ কর আমার কামনা।।
আমারে যদ্যপি কর ভার্য্যা বলি জ্ঞান।
পুত্র উৎপাদন কর ওহে মতিমান।।
এতেক দেবীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উঠে যান রোষভরে দেব পঞ্চানন।।
কহিলেন শুন দেবী বচন আমার।
বংশ-ইচ্ছা হৃদি হতে কর পরিহার।।
করিছ সতত তুমি পুত্র আকিঞ্চন।
দেবী পুত্রধন যদি লভ কদাচন।।
বিবাহ-বিমুখ হবে সে পুত্র তোমার।
বংশ নাহি রবে দেবী কহিলাম সার।।
এই বলি চলি যান দেব পঞ্চানন।
বিমনা হইয়া দেবী রহেন তখন।।
পার্ব্বতীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া।
দেখিল তাহারা বিষাদিত হরজায়া।।
শিবের নিকটে তারা করিয়া গমন।
প্রবোধ বচনে কত করিল সান্তন।।
তাহে রোষ পরিহার করি মহেশ্বর।
পুনশ্চ আসিল ফিরি দেবীর গোচর।।
বিমনা দেবীরে হেরি কহে পঞ্চানন।
মহাদেবী শুন শুন আমার বচন।
কেন দুঃখ পুত্রাভাবে করিছ সুন্দরী।।
কৈলাস-ঈশ্বর আমি তুমি সুরেশ্বরী।
যদি পুত্রলাভে তব হয় আকিঞ্চন।
যদি বাঞ্ছা হয় পুত্রে করিতে চুম্বন।।
বাসনা পুরণ কর ওগো সুরেশ্বরী।
এখনি তোমারে পুত্র সমর্পণ করি।।

এত বলি দেব দেব দেব পঞ্চানন।
পার্ব্বতীর বস্ত্র এক করি আকর্ষণ।।
পুঁটলী করিয়া তাহা পার্ব্বতীর কোলে।
দিলেন ফেলিয়া 'পুত্রলহ' এই বলে।।
তোমারে তনয় এই করিনু অর্পণ।
বাসনা পুরায়ে কর বদন চুম্বন।।
এতেক বচন শুনি পর্ব্বত-কুমারী।
শুন শুন কহিলেন ওহে ত্রিপুরারি।।
মম রক্তবর্ণ বস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
পুত্র লহ বলি ক্রোড়ে করিলে অর্পণ।।
কি করিব বস্ত্র লয়ে ওহে মহেশ্বর।
পুত্র-বাঞ্ছা করিতেছে আমার অন্তর।।
পুত্রকার্য্য কভু নাহি হইবে বসনে।
পরিহাস কর ত্যাগ ধরি গো চরণে।।
নহি আমি পশুমতি ওহে পঞ্চানন।
রক্তবর্ণ বস্ত্র মম কিংবা প্রয়োজন।।
পুত্র লাভে লভিতাম যে সুখ অন্তরে।
বসনে সে সুখ বল হবে কি প্রকারে।।
এরূপ বিলাপ করি গিরিজাসুন্দরী।
অধোমুখে চিন্তা করে বস্ত্র কোলে করি।।
আপনার অঙ্কোপরি রাখিয়া বসন।
পরিহাস-বাক্য দেবী করেন চিন্তন।।
কি আশ্চর্য্য অকস্মাৎ দেখ ঋষিগণ।
সেই বস্ত্র পুত্ররূপ করিল ধারণ।।
দেবীর অঙ্কেতে বস্ত্র পুত্ররূপী হয়ে।
করিতে থাকে স্পদন থামিয়ে থামিয়ে।।
পুনঃ পুনঃ সেই পুত্র করয়ে স্পন্দন।
গিরিরাজ তাহা দেখি আনন্দিত মন।।
'জীব জীব' বলি সত্যি আশীর্বাদ করে।
পুত্রমুখ ঘনঘন নয়নে নেহারে।।
জীবন পাইয়া শিশু করয়ে রোদন।
মাতার আনন্দ হৃদে বাড়িল তখন।।
গিরিরাজ আনন্দে তারে করে স্তনদান।
অবিরাম স্তনদুগ্ধ শিশু করে পান।।

করি শিশু স্তনপান প্রফুল্লবদন।
হাস্য করে মুহুর্ম্মুহু অতি বিমোহন।।
পিতৃপানে ঘন ঘন সেই শিশু চায়।
চুম্বন করে জননী মুহুর্ম্মুহু তায়।।
বালকেরে ক্ষণকাল করি আলিঙ্গন।
সম্বোধি শিবেরে দেবী কহেন তখন।।
মহেশ্বর শুন শুন প্রণমি চরণে।
তোমার কৃপায় পুত্র লভিনু এক্ষণে।।
দয়া করি পুত্র তুমি করিলে প্রদান।
তব নাম আশুতোষ ওহে মতিমান।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
একবার পুত্রধনে করহ গ্রহণ।।
একবার অঙ্কে লহ এই পুত্রধনে।
দেখ প্রভু একবার আপন নয়নে।।
পুত্রমুখ দরশনে কিবা সুখ হয়।
বুঝিতে পারিবে প্রভু তুমি দয়াময়।।
পুত্রমুখ কি সুখে করয়ে চুম্বন।
পারিবে বুঝিতে তাহা ওহে পঞ্চানন।।
এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি।
কহিলেন শুন শুন পর্ব্বত-নন্দিনী।।
বিধির অপূর্ব্ব লীলা কে বলিতে পারে।
কার আছে হেন সাধ্য জগত-সংসারে।।
পরিহাস করি তোমা দিলাম বসন।
হৈল তাহে ভাগ্যবশে তব পুত্রধন।।
অদ্ভুত বিধির লীলা বুঝিবারে নারি।
অপুত্র করহ পুত্র দেখিগো সুন্দরী।।
এই পুত্র বস্ত্র হতে হইল সৃজন।
কিরূপে পাইল দেখি আপন জীবন।।
এতবলি পদ্মহস্ত করিয়া বিস্তার।
পুত্র বলি অঙ্কোপরি রাখে আপনার।।
নিপুণ নয়নে পুত্রে করেন দর্শন।
পুনঃ পুনঃ দেখে শিব করি নিরীক্ষণ।।
দরশন বহুক্ষণ করি শূলপানি।
শুন শুন কহিলেন কৈলাস ভামিনী।।

জন্মিয়াছে পুত্র তব অতীব সুন্দর।
তার গ্রহ প্রতিকুল ইহার উপর।।
অল্পকাল তবপুত্র ধরিবে জীবন।
হবে অল্পকাল মধ্যে জীবন নিধন।।
একরূপ ভালো তাহা শুনগো সুন্দরী।
মরিলে বর্দ্ধিত হয়ে বড় দুঃখ করি।।
বড় হয়ে যথাযথ হয়ে গুণবান।
মরিলে তাহাতে করে অতি কষ্টদান।।
শুন দেবী অতএব না হও কাতর।
অল্পকাল মধ্যে তব মরিবে কোঙর।।
বলিতেছে এইরূপ দেব পঞ্চানন।
সহসা আশ্চর্য্য দেখ ওহে ঋষিগণ।।
উত্তর শিরেতে শিশু হস্তোপরে ছিল।
অকস্মাৎ হস্ত হতে ভূতলে পড়িল।।
মহেশের হস্ত হতে পড়িল যেমন।
সে শিশু অমনি ত্যজে আপন জীবন।।
দেহ হতে শির তার পৃথক হইল।
উমাদেবী তাহা দেখি কাঁদিতে লাগিল।।
হা বৎস হা বৎস বলি করেন রোদন।
বিস্ময়ে আকুল হন দেব পঞ্চানন।।
দেবীরে কাতর দেখি দেব শুলপাণি।
কহেন মধুর স্বরে শুন ত্রিনয়নী।।
রোদন করহ দেবী আশু সম্বরণ।
বিলম্ব ক্ষণেক কর পাইবে নন্দন।।
পুত্র ধনে তুমি দেবী পাইবে অচিরে।
নাহি কর পুত্রশোক আপন অন্তরে।।
পুত্রশোক ত্যজ দেবি করহ শ্রবণ।
আমি বাঁচাইব পুত্রে কহিনু বচন।।
পড়ি আছে ছিন্ন শির অবনী মাঝারে।
তুলিয়া যোজনা কর অতি শীঘ্র করে।।
এতেক শিবের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্যস্ত হয়ে ছিন্ন শির করিয়া গ্রহণ।।
করিল যোজনা দেবী ছিন্নদেহ পরে।
কিন্তু নাহি যুক্ত হয় শুন অতঃপরে।।

বৃকোদর সাধ্যমত করেন যতন।
নারিল করিতে লেজ ভীম উত্তোলন॥

তাহা দেখি চিন্তাকুল কৈলাস ঈশ্বরী।
অধোমুখে চিন্তা করে দেব ত্রিপুরারী।।
দৈববাণী অকস্মাৎ হইল তখন।
ওহে শম্ভু শুন শুন দেব পঞ্চানন।।
তব পুত্র ছিন্ন শিরা গ্রহদোষে হয়।
যোজনা এ শির নাহি হইবে নিশ্চয়।।
অপর কাহার শির করি আনয়ন।
করহ যোজনা স্কন্ধে ওহে পঞ্চানন।।
আর এক কথা বলি শুন মন দিয়ে।
তব হস্তে ছিল শিশু উত্তর হইয়ে।।
অতএব যার শির করিবে ছেদন।
উত্তর শিয়রে সেই হবে পঞ্চানিন।।
তাহার মস্তক শম্ভু আনহ ত্বরায়।
তবেত বাঁচিবে শিশু কহিনু তোমায়।।
এতেক আকাশ-বাণী করিয়া শ্রবণ।
দেবীরে আশ্বাস দেন দেব পঞ্চানন।।
নানামতে প্রবোধিয়া পার্ব্বতী সতীরে।
সুবীর নন্দীরে শিব ডাকিলেন পরে।।
আজ্ঞামাত্র নন্দী আসি উপস্থিত হয়।
তাহারে সম্বোধি শিব মিষ্টভাবে কয়।।
ওহে নন্দী শুন শুন আদেশ আমার।
তোমার উপরে দিনু যে কার্য্যের ভার।।
অবিলম্বে গিয়া তুমি কর অন্বেষণ।
উত্তর শিয়রে শুয়ে আছে কোনজন।।
যেরূপ পারহ তার মস্তক আনিবে।
আমার এ শিশু তবে জীবন পাইবে।
আদেশ পাইয়া নন্দী স্মরি ত্রিনয়ন।
অবিলম্বে দ্রুতগতি করিল গমন।।
বিচরিল ক্রমে ক্রমে এ তিন ভুবনে।
উত্তর শিয়রে নাহি দেখে কোনজনে।।
পরেতে অমরাবতী করিয়া গমন।
দেখে ঐরাবতী গজ করিয়া শয়ন।।
আছে শয়নেতে গজ উত্তর শিয়রে।
তাহারে হেরিয়া নন্দী হরিষ অন্তরে।।

উদযোগ করিল শির করিতে ছেদন।
চীৎকার করিয়া উঠে ইন্দ্রের বাহন।।
বৃংহতি নিনাদ করে অতি ঘোরতর।
চকিত হইয়া সবে আসিল সত্বর।।
ইন্দ্র আসি সবে তথা করে আগমন।
নন্দীরে হেরিয়া ইন্দ্র কহেন তখন।।
কোথায় কে তুমি থাক বল শীঘ্রতর।
নাশিতে উদ্যত কেন এই গজবর।।
আসিয়াছ কি কারণে ইন্দ্রের ভবনে।
পাঠিয়েছে কোন জন বল এই স্থানে।।
তোমার হাতেতে অসি কিসের কারণ।
অদ্ভুত আকার তব করি দরশন।।
কে তুমি কাহার লোক বল ত্বরা করি।
আসিয়াছ কিবা হেতু আমার নগরী।।
এতেক বচন শুনি নন্দী বীর কয়।
মহোদয় শুন শুন মম পরিচয়।।
শিবের কিঙ্কর আমি নন্দী অভিধান।
শিবের আদেশে আমি আসি এই স্থান।।
ঐরাবত শির আমি করিয়া গ্রহণ।
শম্ভুর নিকটে ত্বরা করিব গমন।।
শিবের তনয় হয় পরম সুন্দর।
উত্তর শিয়রে ছিল সেই শিশুবর।।
অকস্মাৎ হস্ত হতে হয়েছে পতন।
শির তার তাহাতেই হয়েছে ছেদন।।
সে শির যোজনা নাহি স্কন্ধোপরি হয়।
আসিয়াছি সেই হেতু ওহে মহোদয়।।
দৈববাণী হইয়াছে শুনহ রাজন।
গ্রহদোষে শিশু শির হয়েছে পতন।।
উত্তর শিয়রে শিশু ছিল হস্তোপরে।
এহেতু যে জন আছে উত্তর শিয়রে।।
মস্তক তাহার আনি করিলে যোজন।
পুনশ্চ বালক পাবে আপন জীবন।।
আসিয়াছি এই হেতু তোমার নগরে।
দেখিলাম তব গজ উত্তর শিয়রে।।

তাই আমি গজশির করিব গ্রহণ।
ঐরাবত আশা তুমি কর বিসর্জ্জন।।
যদি বাধা দেহ ইন্দ্র ইহাতে আমায়।
যাইবে শমন গৃহে কহিনু তোমায়।।
শিবের তনয়ে প্রাণ প্রদান করিতে।
নিশ্চয় বধিব আজি গজ ঐরাবতে।।
এতেক নন্দীর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মহাক্রোধে রোষি উঠে দেবেন্দ্র তখন।।
অবিলম্বে দেবগণে করি আহ্বান।
সবার সাক্ষাতে কহে নন্দীরে ধীমান।।
শ্মশানে মশানে থাকে দেব পঞ্চানন।
শুন শুন ওহে নন্দী করহ শ্রবণ।।
আসিয়াছ বুঝি তার হইয়া কিঙ্কর।
কি জন্য বধিবে বল মম গজবর।।
অমর নগরে আজি আমি বিদ্যমানে।
কার সাধ্য বধে বল আমার বাহনে।।
এত বলি শূল তুলি দেবেন্দ্র তখন।
নন্দীরে বধিতে যান হয়ে ক্রুদ্ধমন।।
নন্দী তাহা দেখি করে ভীষণ হুঙ্কার।
ভস্মীভূত হয়ে শূল হয় ছারখার।।
দেবরাজ শূলভস্ম করি দরশন।
রুষ্ট হয়ে গদা ইন্দ্র করিল গ্রহণ।।
নিক্ষেপ করেন গদা নন্দীর উপরে।
অনায়াসে নন্দী তাহা ধরে বাম করে।।
ফেলে নন্দী সেই গদা ইন্দ্রের উপর।
ইন্দ্রবক্ষে গিয়ে গদা পড়ে ঘোরতর।।
গদার আঘাতে ইন্দ্র ব্যথিত হইয়ে।
রহে ভূমে ক্ষণকাল ব্যাকুল হৃদয়ে।।
তারপর পুনঃ শূল করিয়া গ্রহণ।
নন্দীর উপরে ইন্দ্র করে বিসর্জ্জন।।
লঘু হস্তে নন্দী বীর অসি লয়ে করে।
ইন্দ্রক্ষিপ্ত যেই শূল দ্বিধা ছেদ করে।।
দেবরাজ তাহা দেখি হয়ে ক্রুদ্ধমন।
পুনশ্চ ভীষণ বজ্র করিল গ্রহণ।।

নন্দী বীর তাহা দেখি অতি রোষ ভরে।
শঙ্করে স্মরিয়া রূপ ভয়ঙ্কর ধরে।।
সহসা মাতলী তথা করিয়া গমন।
ঐরাবত গজ ইন্দ্রে করিল অর্পণ।।
ঐরাবতে আরোহিয়া দেবরাজ পরে।
নন্দীর সহিত যুদ্ধ মহারোষে করে।।
ইন্দ্রসহ মিলি আসি যত দেবগণ।
নন্দীর উপরে করে বাণ বরিষণ।।
মহাঘোরে বর্ষাকালে জলদপটল।
নিক্ষেপ যেমন করে পর্ব্বত সকল।।
সেইরূপ শরবৃষ্টি করে নন্দীপরে।
দৃকপাত তবু নন্দী তাহে নাহি করে।।
ভীষণ আকার নন্দী অতি ভয়ঙ্কর।
পাষাণ কঠিন দেহ মহাবলধর।।
বামকরে অসি শোভে অতি সুশোভন।
হুঙ্কার শব্দেতে শর করি বরিষণ।।
ছাড়িয়া নিঃশ্বাস শর নিবারণ করে।
দেবগণ তাহা দেখি বিমুগ্ধ অন্তরে।।
অকস্মাৎ নন্দী বীর ছাড়িয়া হুঙ্কার।
ঐরাবত গজবরে করিল সংহার।।
গজের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল।
হাহাকার দেবগণ করিয়া উঠিল।।
গজশির লয়ে নন্দী করি আগমন।
শিবের নিকটে আসি করিল অর্পণ।।
নন্দীর বিক্রম দেখি দেব মহেশ্বর।
মহানন্দে আলিঙ্গন দিলেন বিস্তর।।
তারপর গজশির করিয়া গ্রহণ।
শিশুর স্কন্ধেতে লয়ে করেন যোজন।।
যোজন মাত্রেতে শিশু বাঁচিয়া উঠিল।
পরম সুন্দর রূপ নয়ন তুলিল।।
স্থূলতনু খর্ব্বকায় গজেন্দ্রবদন।
জবাপুষ্প সম তার অঙ্গের বরণ।।
শশাঙ্ক সদৃশ মুখ সুন্দর ধবল।
মদ গন্ধে ভ্রমে সদা ভ্রমর সকল।।

শিবের সমীপে শিশু কিবা শোভা পায়।
আনন্দে পার্ব্বতীদেবী পুলকিত কায়।।
পুত্র মুখ ঘন ঘন করেন চুম্বন।
আনন্দে আনন্দ অশ্রু হয় নিপতন।।
হয়েছে শিবের পুত্র অতীব সুন্দর।
ঘোষণা হইল ক্রমে ত্রিলোক ভিতর।।
অনন্তর দেবগণ মিলিয়া সকলে।
উপনীত হন আসি কৈলাস অচলে।।
দেখিতে সবার ইচ্ছা শিবের নন্দন।
মরি মরি সেই পুত্র অতি সুশোভন।।
শম্ভুর অঙ্কেতে শিশু কিবা শোভা পায়।
সুন্দর বদন আহা মরি কিবা তায়।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করি আগমন।
বালকের অভিষেক করেন তখন।।
পদ্মযোনি* দিল নাম বলি লম্বোদর।
সর্ব্বদেব মধ্যে শোভে শিশু মনোহর।।

---

* পদ্মযোনি – ভগবান ব্রহ্মা। আদিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সনাতন অনাদি জন্ম জরা মৃত্যু রহিত পুরুষ সৃষ্টি মানসে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে আধা অঙ্গে তাঁর হ্লাদিনী শক্তিময়ী নারী রাধা-রাণীকে সৃজন করেন। সেই রাধারাণীর বাম অঙ্গে লক্ষ্মী ও জিহ্বাদেশ থেকে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ থেকে শ্রীরাধার শক্তি প্রয়োগে যে নারায়ণের জন্ম হয়েছিল সেই নারায়ণের নাভিপদ্মে জন্ম হয় ব্রহ্মার। পদ্ম হতে জন্ম বলেই ব্রহ্মাকে বলা হয় দেব পদ্মযোনি। এই মহানপুরুষ ব্রহ্মা বেদ সৃজন করেছিলেন। সেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সনাতন ধর্ম্মালোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ একটা কথা বুঝতে পারে যে মনুষ্য জন্ম লাভ করে সেই দুর্লভ জন্ম সার্থক করা উচিত। আহার পান নিদ্রা মৈথুন প্রভৃতি সাংসারিক ভোগ জনিত সুখ তো পশু, কীটাদি নিম্নযোনিতেও পাওয়া যেতে পারে। যদি মনুষ্য জীবনের আয়ু এই অনিত্য ও মিথ্যা সুখ প্রাপ্তির জন্য অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে মনুষ্য জন্ম লাভ করে আমরা কি পেলাম ও কিবা লাভ হল। মনুষ্য জন্মের পরম কর্ত্তব্য ও মহান হল অনুপমেয় এবং সত্যিকারের সুখ লাভ করা। যার সমান অন্য কোনও সুখ নেই সেই মহান ও স্থায়ী সুখ হল পরমাত্মা ভগবানকে জানা এবং প্রাপ্ত হওয়া। তাতেই মনুষ্য জীবনের পরম সার্থক।

সেই হেতু সর্ব্বদের অগ্রেতে পূজন।
হইবে শিশুর ইহা শাস্ত্রের বচন।।
সরস্বতী মহানন্দে লেখনী লইয়ে।
অর্পণ করে শিশুরে পুলক হৃদয়ে।।
পদ্মযোনি জপমালা করেন অর্পণ।
গজরাজ দিল ইন্দ্র হয়ে ফুল্লমন।।
পদ্মাবতী পদ্ম দিল আনন্দের ভরে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম* দেন শিব হরিষ অন্তরে।।
বৃহস্পতি* যজ্ঞসুত্র করেন অর্পণ।
পৃথিবী সানন্দে দিল মুষিক বাহন।।
মুনিগণ রক্তবর্ণ শিবের নন্দনে।
নানামতে স্তব করে ঐকান্তিক মনে।।
অনন্তর পদ্মযোনি করি সম্বোধন।
পুলকেতে পঞ্চাননে কহেন তখন।।
মমবাক্য শুনশুন ওহে মহেশ্বর।
তব পুত্র তব সম অবনী ভিতর।।
সর্ব্বদেব অগ্রে পূজা হইবে ইঁহার।
সর্ব্বশেষে তব পূজা ওহে গুণাধার।।
আদি অন্ত সর্ব্বগৃহে তোমার পূজন।
হইবে অবনীতলে ওহে পঞ্চানন।।
সর্ব্ব দেবগণ মধ্যে তোমার নন্দন।
অধীশ্বর হৈল শম্ভু আমার বচন।।

---

* ব্যাঘ্রচর্ম্ম – বাঘের চামড়া অর্থাৎ বাঘের দেহের ছাল। মহাদেব তাঁর বসন হিসাবে এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করেন। তার কারণ হল মহাদেব দুর্গার পরম সাধক। সৃষ্টি রহস্যমতে তিনি বহুকল্প তপস্যার প্রভাবে দুর্গার মত পরম সাধ্বী রমণীকে ভার্য্যারূপে লাভ করেছেন। তাই তিনি দেবীকে নিজ প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। সুতরাং দুর্গার বাহন বাঘ অথবা সিংহ। বিশালক্ষ্মীরূপে তিনি ব্যাঘ্রবাহন গ্রহণ করেন। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে শিব দুর্গার প্রতি অশেষ প্রীতিও ভালবাসা প্রদর্শন করেন।

* বৃহস্পতি – দেবতাদের গুরু। তাঁর পুত্র ছিলেন ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের পুত্র গর্গমুনি। তিনি কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ করেছিলেন। সেই গর্গমুনি একসময় কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন অনুশাম্বের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হবে।

তব গুণ যাহা আছে তোমার সদনে।
তাহা হতে শ্রেষ্ঠ হৈল কহি তব স্থানে।।
এই হেতু গনাধিপ আখ্যান ইহার।
রটিবে অবনীতলে ওহে গুণাধার।।
গজমুখ হেতু নাম হৈল গজানন।
আরো এক নাম বলি করহ শ্রবণ।।
তোমার কিঙ্কর নন্দী * করিয়া সমর।
ঐরাবতে নাশিয়াছে ওহে মহেশ্বর।।
এক দন্ত ভগ্ন করি মস্তক আনিয়ে।
দিয়াছে শিশুর স্কন্ধে সানন্দে যোগায়ে।।
এই হেতু একদন্ত হৈল এক নাম।
বীজরূপ নাম হইল হেরম্ব আখ্যান।।
তব পুত্রে যেই জন করিবে স্মরণ।
তার পাশে বিঘ্নরাশি না যাবে কখন।।
এই হেতু বিঘ্নেশ্বর* আখ্যান ইহার।
রটিবে ধরণীতলে ওহে গুণাধার।।
যথাকালে যেইজন করিবে স্মরণ।
স্মরণ করিবে ক্রিয়ারম্ভে যেইজন।।
মনোরথ পূর্ণ তার অচিরেতে হয়।
আমার বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
যাবত মঙ্গল কর্ম্মে তোমার নন্দন।
পূজনীয় হবে অগ্রে ওহে পঞ্চানন।।
ইহার পূজায় হবে সবার অর্চ্চনা।
সিদ্ধ হবে মনোরথ পুরিবে কামনা।।

এত বলি ক্ষান্ত হন দেব পদ্মাসন।
ঐরাবত দুঃখে ইন্দ্র মৌনভাবে রন।।
মৌনভাবে কিয়ৎক্ষণ করি অধিষ্ঠান।
শিবেরে সম্বোধি কহে ওহে মতিমান।।
দেবদেব মহাদেব ওহে ত্রিনয়ন।
পার্ব্বতী ঈশ্বর তুমি জগত কারণ।।
তোমার কিঙ্কর নন্দী মহাবলাধার।
মম ঐরাবত গজে করেছে সংহার।।
করিয়াছি অপরাধ তোমার সদনে।
ক্ষমাকর ওহে দেব নমামি চরণে।।
স্ব শির যাঁহারে পারি করিতে অর্পণ।
গজশির তাঁরে দিতে করেছি বারণ।।
অপরাধ এই হেতু হয়েছে আমার।
ক্ষমা কর তব পদে করি নমস্কার।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাবে কহে তাঁরে দেব পঞ্চানন।।
ঐরাবতে ছিন্নশিরা সাগর সলিলে।
অবিলম্বে দেবরাজ দেহ গিয়ে ফেলে।।
হইবে যখন ইন্দ্র সমুদ্র-মন্থন।
সেইকালে পুনঃ পাবে বারণ রতন।।
দেবরাজ শুন শুন বচন আমার।
ঐরাবত গজ তব হয়েছে সংহার।।
ঐরাবত শির তুমি করেছ অর্পণ।
আমিও তোমারে দিব বিষয়াদি ধন।।
এতেক বচন শুনি ত্রিদিব ঈশ্বর।
চলি গেল প্রণমিয়া অমর নগর।।
ব্রহ্মা আদি সুরগণ হরিষ অন্তরে।
অবিলম্বে চলি গেল নিজ নিজ পুরে।।
পার্ব্বতী সহিতে দেব দেব ত্রিলোচন।
গণেশেরে সযতনে করেন পালন।।
গণেশ প্রথম যোগী মহাতত্ত্বজ্ঞানী।
বিমুখ সংসার সুখে হইলেন তিনি।।
অনন্তর ঋষিগণ আসিয়া কৈলাসে।
স্তব করে গণেশের মনের উল্লাসে।।

---

* নন্দী — শিবের একান্ত অনুচর। ভৃঙ্গীও নন্দীর মত শিবের অনুচর। উভয়ে সর্ব্বদাই শিবের পাশাপাশি অবস্থান করেন। কথিত আছে দুর্গার সখী জয়া ও বিজয়ার পুত্রদ্বয় যথাক্রমে নন্দী ও ভৃঙ্গী। তাঁরা দু'জন শিব - দুর্গার পরম ভক্ত ও প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন।

* বিঘ্নেশ্বর — গণেশ ঠাকুরের অপর নাম বিঘ্নেশ্বর। কারণ তাঁকে একমনে স্মরণ করতে পারলে সমুদয় বিঘ্ন, ব্যাঘাত ও দুর্ঘটনার সম্মুখ হতে হয় না। তিনি বৈষ্ণবদের পরম পূজনীয় ও সহায়ক দেবতা। ব্যাসদেবের নিকট উপবিষ্ট হয়ে সমগ্র মহাভারত গ্রন্থটি তিনিই লিখেছিলেন।

গণেশ হেরম্ব গণনাথ মহোদয়।
পার্ব্বতী নন্দন দেব গিরিশ তনয়।।
দেবরাজ গজানন বিঘ্নবিনাশন।
যোগীশ্বর লম্বোদর মুষিক বাহন।।
চতুর্ব্বাহু অগ্রপূজ্য লিপির ঈশ্বর।
মঙ্গল আলয় দেব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর।।
একদন্ত মোক্ষদায়ী সুশুভ্র বদন।
পদ্মকর দন্তকর বিষ্ণু পরায়ণ।।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি পরমার্থ জ্ঞানী।
হরিগুণকারী দেব তোমারে নমামি।।
সদানন্দময় দেব অতি মনোরম।
জয় ও বিজয় দেব তুমি মহাত্মন।।
নাম স্তোত্র গণেশের যেই জন পড়ে।
পদে পদে সুমঙ্গল লভে সেই নরে।।
যাত্রাকালে পূজাকালে কিম্বা দানকালে।
তিন সন্ধ্যা স্নানকালে কিম্বা শ্রাদ্ধকালে।।
অথবা মঙ্গল কর্ম্ম যেই কালে হয়।
এই স্তোত্র পড়িবেক নাহিক সংশয়।।
অথবা ভকতি করি করিলে শ্রবণ।
তার পাশে বিঘ্নরাশি না যায় কখন।।
পুত্রলাভ ধনলাভ সে জনের হয়।
প্রত্যহ মঙ্গল তার ঘটিবে নিশ্চয়।।
মহাভক্তি ইষ্টদেবে জনমে তাহার।
বাঞ্ছিত সাধন হয় শাস্ত্রের বিচার।।
স্তব করি এইরূপে যত ঋষিগণ।
আপন আপন স্থানে করিল গমন।।
জন্মকথা গণেশের কহিনু সবায়।
পৃথক শিবের বংশ নাহিক ধরায়।।
মহেশ্বর এই বিশ্ব অন্তিমে সংহারে।
তাঁহার মাহাত্ম্য বল কে বুঝিতে পারে।।
শিবের অপর পুত্র আছে ঋষিগণ।
তার নাম কার্ত্তিকেয় জানে সর্ব্বজন।।
সে পুত্র কৌমারব্রত করে আচরণ।
বিবাহ নাহি তাহারো ওহে ঋষিগণ।।

করিয়াছিলে জিজ্ঞাসা যে সব বিষয়।
বর্ণন করিনু তাহা ওহে ঋষিচয়।।
বাসনা এখন যাহা বলহ সত্বরে।
করিব কীর্ত্তন তাহা সবার গোচরে।।
যেই জন একমনে করয়ে শ্রবণ।
অথবা ভক্তি করি করে অধ্যয়ন।।
সিদ্ধ হয় সুনিশ্চিত বাসনা তাহার।
সেজন অন্তিমে যায় কৈলাস আগার।।
দেবতা উপরে ভক্তি যেই নাহি করে।
নাহি কভু গুরুভক্তি যাহার অন্তরে।।
পিতৃ মাতৃপরে ভক্তি না করে কখন।
শিব বিষ্ণু ভেদ ভাবে যেই মূঢ়জন।।
যেই দেবনিন্দা করে হরিষ অন্তরে।
পরদারা হেরি কামে অমনি শিহরে।।
পরদ্রব্য দেখি হয় লোভিত অন্তর।
দান করি পুনঃ হরে যেই মূঢ় নর।।
তাহার নিকটে নাহি পড়িবে কখন।
সমীপে তাহার নাহি করাবে শ্রবণ।।
তাহার নিকটে পড়ে যেই মূঢ়মতি।
হয় তাহার অন্তিমে নরকেতে গতি।।
সুধার সমান কথা অতি মনোরম।
বিবরিয়া কবিবর পুলকে মগন।।

কার্ত্তিকেয়ের বিবরণ

সনৎকুমার কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত হয়ে শৌনকাদি ঋষিগণ।।
সম্বোধিয়া ঋষিগণ সনৎকুমারে।
জিজ্ঞাসা পুনশ্চ করে সুমধুর স্বরে।।

তব মুখে শুনিতেছি অমৃত কথন।
অন্তর জুড়াল আর জুড়াল শ্রবণ।।
তোমার কৃপায় মোরা লভি তত্ত্বজ্ঞান।
যাহা এখন জিজ্ঞাসি কহ মতিমান।।
গণেশের জন্মকথা করিলে কীর্ত্তন।
বলহ এখন কার্ত্তিকের বিবরণ।।
ষড়ানন কিরূপেতে নিজ জন্ম ধরে।
সেই দেব কেন বল বিবাহ না করে।।
জন্ম কোথায় হয় কহ মহাত্মন।
কার্ত্তিকেয় নাম ধরে কিসের কারণ।।
শরজন্মা একনাম শুনেছি তাহার।
দেবসেনা-অধিপতি সেই গুণাধার।।
বধিতে কাহারে হন সেনার ঈশ্বর।
এই সব বিবরিয়া বল যোগীশ্বর।।
কৌতুকী হয়েছি মোরা করিতে শ্রবণ।
বিস্তার করিয়া বল ওহে মহাত্মন।।
তোমার পশ্চাতে মোরা শুনিয়া সকলে।
সংসার-সাগর ঘোর তরি অবহেলে।।
আসিয়া সংসারে নর মায়াজালে পড়ি।
মুগ্ধ হয়ে থাকে সদা ভুলিয়া শ্রীহরি।।
আত্মসুখে নিরন্তর করে অভিলাষ।
পরকাল ফল তার হয় যে প্রকাশ।।
নাহি বুঝি আগে শেষে করে পরিতাপ।
সতত অন্তর দেহে পেয়ে মনস্তাপ।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
শুনিয়াছি যেইরূপ আপন শ্রবণে।
সেরূপ বলিব সব সবা বিদ্যমানে।।
পবিত্র পুরাণ কথা করিয়া শ্রবণ।
পবিত্র করিব হৃদি ওহে ঋষিগণ।।
কার্ত্তিকের বিবরণ অতি মধুময়।
শুন সবে মন দিয়া ওহে ঋষিচয়।।
বিবাহ-বিমুখ সেই শিবের নন্দন।
এমন সুরূপ নাহি হেরী কদাচন।।

জন্ম কথা তাহার বলিব সবারে।
শুন সবে মন দিয়া অতি ভক্তিভরে।।
সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ করি বিসর্জ্জন।
দ্বিধারূপে মেনাগর্ভে করেন গমন।।
জন্ম লন দুই ভগ্নি হিমালয় ঘরে।
প্রথমতঃ গঙ্গা জন্মে উমা তার পরে।।
জনমিয়া গঙ্গাদেবী সুরপুরে যান।
মেনা তাহে হিমগিরি মহা দুঃখ পান।।
উমাদেবী তারপর লভেন জনম।
উমারে পাইয়া শোক করে বিসর্জ্জন।।
শশিকলা সম উমা দিন দিন বাড়ে।
পিতা মাতা হর্ষ পান হেরিয়া তাঁহারে।।
একদা নারদ ঋষি করি আগমন।
হিমালয় পাশে আসি দেন দরশন।।
নানাকথা কহে ঋষি অন্তঃপুরে যায়।
মেনকা সহিত দেখা হইল তথায়।।
যথাবিধি মেনা দেবী করেন পূজন।
পূজা পেয়ে দেব ঋষি আনন্দে মগন।।
কথায় কথায় ঋষি মেনকারে কয়।
তোমার কন্যার দেবি শুন পরিচয়।।
সামান্য নহেক দেবী তোমার নন্দিনী।
পরমা প্রকৃতি ইনি ভবের জননী।।
মুনি পাশে নির্জ্জনে করিয়া শ্রবণ।
কন্যা পরিচয় মেনা জানিল তখন।।
দেব ঋষি তারপর বাহিরে আসিয়ে।
হিমগিরি পাশে বসে পুলক হৃদয়ে।।
কথায় কথায় ঋষি কহেন তখন।
শুন শুন গিরিরাজ আমার বচন।।
কমললোচনা গিরি তোমার নন্দিনী।
দানযোগ্য হইয়াছে হেন মনে গণি।।
কাহার করেতে তারে করিব অর্পণ।
কি হেতু নিশ্চিন্ত আছ বলহ রাজন।।
বচন এতেক শুনি গিরি হিমালয়।
শুন শুন কহিলেন ওহে মহোদয়।।

আমার নন্দিনী ঋষি কানন ভিতরে।
করিতেছে তপশ্চর্য্যা একান্ত অন্তরে।।
সতী যোগ্যপতি পাবে এই সে কারণ।
তপ করে বন মধ্যে ওহে মহাত্মন।।
পূর্ব্বজন্মে পতি যিনি আছিল ইহার।
বাসনা তাঁহারে পাবে ওহে গুণাধার।।
এহেতু নিশ্চিন্ত আছি ওহে মহাত্মন্।
নিজে যত্নবতী কন্যা পতির কারণ।।
এতেক বচন শুনি দেব ঋষি কয়।
যা বলিলে সত্য বটে ওহে হিমালয়।।
তথাপি উদযোগী থাকা উচিত তোমার।
অনুদ্‌যোগী হলে পরে বিপদ তাহার।।
উদযোগী পুরুষ নাহি হয় সেইজন।
তার কার্য্য নষ্ট হয় শাস্ত্রের বচন।।
যদ্যপি আপন পতি লভিবার তরে।
আছে তব কন্যা তপে কানন ভিতরে।।
যদ্যপি উদযোগী থাকা উচিত তোমার।
কন্যাদান ফল হেতু ওহে গুণাধার।।
লব্ধব্য লভিতে নাহি উদ্‌যোগী যেজন।
গৃহী বলি গণ্য সেই না হয় কখন।।
অতএব হিমালয় শুনহ বচন।
কন্যার বিবাহ হেতু করহ যতন।।
বিপ্রগণ সহ তুমি মন্ত্রণা করিয়ে।
দান কর যোগ্যবরে সানন্দে হৃদয়ে।।
এতেক বচন শুনি হিমালয় কয়।
নিবেদন শুনি বলি ওহে মহোদয়।।
কাহার করেতে কন্যা করিব প্রদান।
বিচার করিয়া বল তুমি মতিমান।।
কাহার করেতে কন্যা করিলে অর্পণ।
হইবে সুখিনী তাহা করহ বর্ণন।।
সর্ব্ববেত্তা তত্ত্বজ্ঞানী তুমি মহাশয়।
প্রকাশ করিয়া বল উচিত যা হয়।।
এতেক বচন শুনি নারদ ধীমান।
শুন শুন কহিলেন ওহে মতিমান।।

যোগ্যপতি আছে গিরি তোমার কন্যার।
যাহার কারণে কন্যা কানন মাঝার।।
যাহারে লভিতে যত্ন করিছেন সতী।
উপযুক্ত পাত্র তিনি কৈলাসের পতি।।
স্বয়মাত্মা মহাবাহু যেই মহেশ্বর।
কুবের যাহার গৃহে নিয়ত কিঙ্কর।।
দেবগণ পূজনীয় সেই পঞ্চানন।
তাঁহার করেতে কন্যা করহ অর্পণ।।
এতেক বচন শুনি হিমালয় কয়।
আমারো বাসনা তাই ওহে মহোদয়।।
অর্পণ করিব কন্যা মহেশের করে।
অন্যথা নাহিক ইথে কহিনু তোমারে।।
দেব ঋষি শুন শুন আমার বচন।
শিবেরে আনহ তুমি আমার সদন।।
দেব ঋষি এই কথা শুনিয়া শ্রবণে।
তথাস্তু বলিয়া যান মহেশ সদনে।।
কৈলাসে শিবের পাশে করিয়া গমন।
বিনয় বচনে কহে নারদ তখন।।
শম্ভো তব মনোরথ হইল পূরণ।
পুনর্ব্বার তব সতী লভেছে জনম।।
গঙ্গাদেবী জন্মিয়াছে যাঁহার আগারে।
সতীও জন্মেছে তথা কহিনু তোমারে।।
তোমাকে পাইবে পতি এই সে কারণ।
মহাবনে তপ করে ওহে পঞ্চানন।
হিমালয় পাশে আর মেনার গোচরে।
তব কথা বলিয়াছি সানন্দ অন্তরে।।
তোমার করেতে কন্যা করিবে অর্পণ।
দম্পতির মনোবাঞ্ছা ওহে পঞ্চানন।।
অতএব মম বাক্য শুন মহেশ্বর।
অবিলম্বে চল যথা হিম গিরিবর।।
সেবিবে তোমারে গৌরী একান্ত অন্তরে।
তুমিও লভিবে সতী কহিনু তোমারে।।
শুনি এতেক বচন দেব পঞ্চানন।
শুন শুন কহিলেন ওহে মহাত্মন্।।

গঙ্গারূপা সতী লাভ করিয়াছি আমি।
শিরেতে রেখেছি তাঁরে ওহে মহামুনি।।
অন্য নারী এবে আর কিবা প্রয়োজন।
যেই গঙ্গা সেই সতী ওহে মহাত্মন্।।
বচন শুনি এতেক দেব ঋষি কয়।
মম বাক্য শুন শুন ওহে মহোদয়।।
সতীদেবী দ্বিধারূপে লভেছে জনম।
গঙ্গা উমা এই দুই ওহে পঞ্চানন।।
গঙ্গারে ধরেছ তুমি আপনার শিরে।
উমারে বামাঙ্গে ধর অতীব সাদরে।।
এতেক বাক্য ঋষির করিয়া শ্রবণ।
তথাস্তু বলিয়া দেব দেব পঞ্চানন।।
নারদ সহিতে যান, হিমালয় পুরে।
বিপ্রবেশে উপনীত উমার গোচরে।।
উমা সতী যেই স্থানে তপেতে মগন।
সেই স্থানে বিপ্রবেশে যান পঞ্চানন।।
ধীরে ধীরে উমাপাশে গমন করিয়ে।
মধুর বচনে তারে কহে সম্বোধিয়ে।।
নন্দিনী কাহার তুমি বলহ সুন্দরী।
কি নাম ধরহ তুমি বল ত্বরা করি।।
এ হেন বয়সে তপ কিসের কারণ।
তপস্যা সময় তব নহে কদাচন।।
তুমি দেবী সুকুমারী পরম রূপসী।
করিছ তপ কি হেতু বনমাঝে বসি।।
এতেক বচন শুনি উমা দেবী কয়।
বলিতেছি শুন শুন মম পরিচয়।।
আমি হিমালয় কন্যা উমা নাম ধরি।
শিবেরে লাগিয়া তপ কাননেতে করি।।
শিবেরে পাইব পতি এই সে কারণ।
কাননে বসিয়া তপ করেছি সাধন।।
ছিনু পূর্ব্বজন্মে আমি দক্ষের আগারে।
দক্ষযজ্ঞে দেহ ত্যজি খ্যাত চরাচরে।।
পতিনিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
দক্ষযজ্ঞে ত্যজেছিনু আপন জীবন।।
পুনশ্চ জনমি আসি হিমালয় ঘরে।
তপশ্চর্য্যা করিতেছি মহেশের তরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
কহিলেন শুন সতী আমার বচন।।
ভ্রমেণ সতত শিব শ্মশানে মশানে।
কুরূপ দেখিতে তায় জানে সর্ব্বজনে।।
নাহি ঘর নাহি বাড়ী নাহি কিছু ধন।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিদেশে করিছে ধারণ।।
পাগল সমান ফিরে যেখানে সেখানে।
তাহারে বাঞ্ছিত পতি কিসের কারণে।।
তুমি গুণে গুণবতী পরমা সুন্দরী।
শিবে অভিলাষ কেন বল ত্বরা করি।।
ইন্দ্রাদি দেবতাগণে করি বিসর্জ্জন।
শিবের পাইতে সাধ কিসের কারণ।।
কঠোর তপস্যা কেন শিবের কারণে।
সতী তুমি গুণবতী কহি তব স্থানে।।
চিত্ত হতে শিব আশা কর বিসর্জ্জন।
অনুরূপ পতি লাভে করি আকিঞ্চন।।
যেমন তোমার রূপ শুনহ সুন্দরী।
তব নখ সম নহে সেই ত্রিপুরারি।।
এতেক বচন শুনি উমা সতী কয়।
ব্রহ্মচারী শুন শুন ওহে মহোদয়।।
মম পাশে শিব নিন্দা না কর কখন।
হেনবাক্য মুখে নাহি আন কদাচন।।
যেই বাক্য শুনি আমি পূরব জনমে।
নিজ দেহ ত্যজেছিনু দক্ষের ভবনে।।
সেই বাক্য কেন তুমি কহ ব্রহ্মচারী।
গতি অগতির সেই দেব ত্রিপুরারি।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
স্তব কর মহেশের ওহে মহাত্মন।।
উভয়ের তাহা হলে প্রায়শ্চিত্ত হবে।
নৈলে আমি কিংবা তুমি নরকে ডুবিবে।।
উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মচারী শিবস্তুতি করেন তখন।।

শিব হর ত্রিনয়ন ওহে ত্রিপুরারি।
প্রমথ অধিপ তুমি কৈলাস বিহারী।।
সর্ব্বানন্দময় তুমি অখিল কারণ।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি অখিল ভুবন।।
কালরূপী তুমি দেব করি নমস্কার।
অগতির গতি তুমি সার হতে সার।।
ব্রহ্মচারী মুখে স্তব করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে উৎফুল্ল হয় উমার নয়ন।।
ব্রহ্মচারী-রূপী শিবে সম্বোধন করি।
মিষ্টভাষে কহে উমা নগেন্দ্র-কুমারী।।
ব্রহ্মচারী শুন শুন করি নমস্কার।
শিবতত্ত্বজ্ঞানী তুমি ওহে গুণাধার।।
শিবের স্বরূপ তুমি তোমারে নমামি।
প্রসীদ প্রসীদ দেব করি যোড়পাণি।।
তোমাতে শিবেতে ভেদ না করি দর্শন।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ওহে মহাত্মন।।
উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মচারী রূপী শিব হরিষে মগন।।
অবিলম্বে নিজরূপ ধারণ করিয়ে।
উমার সম্মুখে রহে পুলক-হৃদয়ে।।
আহা মরি কিবা শোভা বৃষভ উপরে।
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে জনমন হরে।।
নাগযজ্ঞ উপবীত গলদেশে তাঁর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটিতটে সুন্দর আকার।।
শশিকলা শোভে শিরে আহা মরিমরি।
ববম্ ববম্ মুখে যাই বলিহারি।।
সম্মুখে উমার থাকি দেব ত্রিলোচন।
কহিলেন মিষ্টভাষে করহ শ্রবণ।।
তুমি পাইবে আমারে শুনহ সুন্দরী।
এত বলি অন্তর্ধান হন ত্রিপুরারি।।
মহাযোগী গঙ্গাধর গঙ্গারে লভিয়ে।
পরম আনন্দে আছে মস্তকে লইয়ে।।
সে হেতু অপর নারী বাঞ্ছা নাহি করে।
সদানন্দে রহে শিব গঙ্গা লয়ে শিরে।।

উমারে দর্শন দিয়া করেন প্রস্থান।
হিমালয় শৃঙ্গে বসে দেব দয়াবান।।
আপন যোগেতে মন করে নিবেদন।
নারদের মুখে গিরি করিল শ্রবণ।।
ব্যস্ত হয়ে কন্যা লয়ে শিবের সদনে।
পরিচর্য্যা হেতু রাখে অতীব যতনে।।
উমা সতী পিতৃ-আজ্ঞা ধরি শিরোপরে।
সেবা করে মহেশের অতি ভক্তি-ভরে।।
শিশিরে শিশিরে কষ্ট করেন সুন্দরী।
পতিপাবে মনে মনে দেব ত্রিপুরারি।।
কিন্তু মহাযোগে রত দেব পঞ্চানন।
উমার উপরে মন না দেন কখন।।
এদিকে দেবতা সহ দেব পদ্মাকর।
বহুক্ষণ পরামর্শ করেন বিস্তর।।
শিবের কিরূপে যোগ হইবে ভঞ্জন।
উমারে কিরূপে শিব করিবে গ্রহণ।।
এইরূপ বিবেচনা করি পদ্মযোনী।
কামদেবে পাঠালেন যথা শূলপাণি।।
ভাঙ্গিতে শিবের যোগ চলিল মদন।
পুষ্পধনু হাতে কিবা অতি সুশোভন।।
হিমালয়ে ধীরে ধীরে হয়ে উপস্থিত।
শিবের পাশেতে যায় মদন ত্বরিত।।
আকর্ণ টানিয়া ধনু করেন টঙ্কার।
মোহনাদি বাণ তাহে যুড়ে গুনাধার।।
তাহা দেখি কালসখা বসন্ত ধীমান।
সখার পাশেতে রহে হয়ে মূর্ত্তিমান।।
পুষ্পরাশি নানাবিধ ফুটিল তখন।
গন্ধে আমোদিত হয়ে অখিল কানন।।
এদিকে শিবের চিত্তে জন্মিল বিকার।
তাহা দেখি আত্মারাম করেন বিচার।।
চিত্তের বিকার জন্মে কিসের কারণ।
কেন আজি বিচলিত হইতেছে মন।।
এইরূপ বিবেচনা করিয়া অন্তরে।
নয়ন মেলিয়া হর দৃষ্টিপাত করে।।

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে পঞ্চানন।
অকস্মাৎ দেখে পাশে মদন তখন।।
করিয়া মণ্ডলী ধনু রয়েছে দাঁড়ায়ে।
পঞ্চবাণ পঞ্চশর কার্ম্মুকে যুড়িয়ে।।
তাহা দেখি রোষবশে দেব পঞ্চানন।
আরক্ত নয়নে করে মদন দর্শন।।
তখন ললাটনেত্র হইতে তাঁহার।
বাহিরিল অগ্নিকণা ভীষণ আকার।।
দেখিতে দেখিতে অগ্নি করিয়া গমন।
মদনের ভস্মীভূত করিল তখন।।
হায় হায় কি হইল দেবগণ করে।
করাঘাত করে রতি বক্ষের উপরে।।
সাধ্য কার শিবপাশে করয়ে গমন।
মহেশেরে কার শক্তি করে নিবারণ।।
ভস্মীভূত হয়ে কাম আনন্দ আকারে।
গুপ্তভাবে রহে গিয়া উমার শরীরে।।
কামদেহ ভস্ম পরে লয়ে পঞ্চানন।
আপনার কলেবরে করেন লেপন।।
তারপর উমা দেবী কামভাব ধরি।
মহেশেরে নিরীক্ষণ করেন সুন্দরী।।
তখন সকাম হন দেব পঞ্চানন।
পরিতুষ্ট তাহা দেখি যত দেবগণ।।
সেইকালে হিমালয় সানন্দ অন্তরে।
উদ্যোগ করেন কন্যা অর্পিতে শিবেরে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
সমবেত সবে আসি হলেন তখন।।
বিধি অনুসারে দেব দেব ত্রিপুরারী।
উমারে গ্রহণ করে সমাদর করি।।
বিধানে উমার সহ হয় পরিণয়।
উমারে পাইয়া শিব হরিষ হৃদয়।।
তার পর শুন শুন এক আশ্চর্য্য ঘটন।
তারক নামেতে দৈত্য আছিল দুর্জ্জন।।
তাহার পীড়নে যত অমর নীকর।
জ্বালাতন হয়ে কষ্ট পান নিরন্তর।।
দেবতার রাজ্য দুষ্ট করয়ে হরণ।
যজ্ঞভাগ লয় কাড়ি সেই দুরাত্মন।।
হেন সেনাপতি নাহি বিনাশে তাহায়।
দেবগণ এই হেতু ব্যাকুল চিন্তায়।।
জন্মে যদি শিবতেজে একটি নন্দন।
দৈত্য তারক হবে তবে বিনাশন।।
এই হেতু ব্রহ্মা আদি অমর নিকর।
করযোড় করি কহে শিবের গোচর।।
মহেশ্বর শুন শুন করি নিবেদন।।
এই বিশ্ব তোমা হতে হয়েছে সৃজন।।
এখন বিনষ্ট হয় দেখ ত্রিপুরারি।
তারক নামেতে দৈত্য দেবতার অরি।।
সদা পীড়ন করিছে এ তিন ভুবন।
বিশ্ব রহে অরি নাহি ওহে পঞ্চানন।।
জন্মে যদি তব তেজে একটি কুমার।
রক্ষা পায় তবে প্রভু জগত সংসার।।
অতএব কৃপা কর দেবগণোপরে।
বিহার করহ প্রভু লইয়া উমারে।।
তোমার তেজেতে যদি জনমে নন্দন।
মরিবে তবে তো সেই দুষ্ট দুরজন।।
বচন এতেক শুনি কৈলাসের পতি।
তথাস্তু বলিয়া করে ইলাবৃতে গতি।।
দেবতার কার্য্যসিদ্ধি করিবার তরে।
শিব ইলাবৃতে যান লইয়া উমারে।।
ইলাবৃতবর্ষে পরে করিয়া গমন।
মত্ত হন বিহারেতে দেব পঞ্চানন।।
উমার সহিত দেব করেন বিহার।
বিহারে নহেন তৃপ্ত প্রভু দয়াধার।।
শত বর্ষ ক্রমে দিব্য অতীত হইল।
তথাপি বিহারে নাহি বিরতি জন্মিল।।
ব্রহ্মা আদি তাহা দেখি যত দেবগণ।
ভীত হয়ে পরামর্শ করেন তখন।।
কহে সবে পরস্পরে কি বলিব আর।
জনমে না হেরি কভু এহেন বিহার।।

কি অনর্থ হবে ইথে বুঝিবারে নারি।
কিরূপে হবেন ক্ষান্ত দেব ত্রিপুরারি।।
দিব্য শতবর্ষ গেল যাঁহার মৈথুনে।
ধরিবে পৃথ্বী তাঁহার তনয়ে কেমনে।।
ধরণীর সাধ্য নহে ধরিতে তাঁহায়।
চিন্তা করে এইরূপ দেবতা সবায়।।
বহু চিন্তা এইরূপ করিয়া তখন।
ব্রাহ্মণেরে কতিপয় করেন প্রেরণ।।
আদেশে ব্রহ্মার যত ব্রাহ্মণ নিকর।
উপনীত হন গিয়া শিবের গোচর।।
দুইজনে শিব শিবা বিহরে যথায়।
বিপ্রগণ উপনীত অচিরে তথায়।।
পুরোভাগে বিপ্রগণে করি দরশন।
অবনত করে দেবী লজ্জায় বদন।।
ব্যগ্রভাবে বস্ত্র দেবী করে পরিধান।
অধোমুখে লজ্জাবশে করে অবস্থান।।
তদবধি সেই স্থানে পুরুষে না যায়।
তথায় গেলে পুরুষ রমণীত্ব পায়।।
আছয়ে দেবীর শাপ জানে সর্ব্বজন।
যদি কেহ সেই স্থানে করয়ে গমন।।
পুরুষত্ব যাবে তার নারীরূপী হয়।
এ হেতু তথায় নাহি যায় নরচয়।।
বিপ্রগণে নিরখিয়া গিরিজা সুন্দরী।
লজ্জাবশে অধো মুখে রহে বস্ত্র পরি।।
অকস্মাৎ শিবতেজ স্পর্শিলি ধরায়।
অগ্নিদেব ব্যস্ত হয়ে নিলেন তাহায়।।
কিন্তু তেজ ধরিবারে সক্ষম না হয়ে।
ভীত হয়ে গঙ্গাগর্ভে দিলেন ফেলিয়ে।।
গঙ্গাদেবী ধরিবারে না হয় সক্ষম।
কৈলাসেতে শরবনে ফেলেন তখন।।
শিবতেজে সেই বনে জন্মিল নন্দন।
মহাবাহু মহাবল অদ্ভুত গঠন।।
কনক সমান গৌর অতীব সুন্দর।
বিবিধ ভূষণে তার শোভে কলেবর।।
দেবগণ সেই পুত্রে করিয়া গ্রহণ।
তাঁরে সেনাপতি পদে করেন বরণ।।
কৃত্তিকাদি ছয় জন স্তন করে দান।
ছয় মুখে শিবসুত দুগ্ধ করে পান।।
কার্ত্তিকেয় এই হেতু নাম তার হয়।
ছয় মুখ হেতু ষড়ানন পরিচয়।।
সেনাপতি পদে তাঁরে করিল বরণ।
অস্ত্র শস্ত্র দেবগণ করেন অর্পণ।।
সেনাপতি হয়ে পরে শিবের কুমার।
দারুণ সমরে করে তারকে সংহার।।
পশুপতি উমা সহ কৈলাস শিখরে।
পরম সুখেতে রহে হরিষ অন্তরে।।
করিয়াছেন জিজ্ঞাসা যাহা ঋষিগণ।
সবার পাশেতে তাহা করিনু কীর্ত্তন।।
মহাপুণ্য-কথা এই যেই জন শুনে।
ইস্ট সিদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচনে।।
এই কথা সাধুগণ করিবে শ্রবণ।
পড়িবে ভকতি করি সিদ্ধির কারণ।।
একমনে যদি লয় শুন ঋষিগণ।
অবশ্যই মোক্ষপ্রাপ্তি শাস্ত্রের বচন।।

গঙ্গা মাহাত্ম্য ও সহস্রনাম কীর্ত্তন

তবে হেথা শৌনকাদি যত মুনিগণে।
জিজ্ঞাসে পুনশ্চ ওহে বিধির নন্দনে।।
সুধাকথা তব মুখে যতবার শুনি।
বাসনা ততই বাড়ে ওহে মহামুনি।।
জিজ্ঞাসা এখনি যাহা কহ মহোদয়।
শুনিয়া পবিত্র কথা জুড়াই হৃদয়।।

তুমি বর্ণনা করিলে শিবশিরোপরে।
জাহ্নবী বিরাজ করে কলকল স্বরে।।
অগতির গতি যিনি অখিল কারণ।
গঙ্গারে মস্তকে ধরে সেই পঞ্চানন।।
তবে ত সামান্য নাহি জাহ্নবী সুন্দরী।
তাঁহার মাহাত্ম্য ঋষি বল কৃপা করি।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন যত ঋষিগণ।।
গঙ্গার মহিমা বল কে বলিতে পারে।
যাঁহার নামেতে পাপী অবহেলে তরে।।
শতেক যোজন হতে গঙ্গা গঙ্গা স্মরি।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে যেই হৃদে ভক্তি করি।।
অসংখ্য পাতক তার হয় বিনাশন।
সে জন অন্তিমে যায় বৈকুণ্ঠভবন।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য গাহি কি সাধ্য আমার।
কিঞ্চিৎ জানেন শিব দয়ার আধার।।
আর কিছু জানে মাত্র দেবনারায়ণ।
নৈলে বুঝে হেন জন নাহি ত্রিভুবন।।
ইতিহাস বলি এক শুনহ সাদরে।
পারিবে বুঝিতে সবে আপন অন্তরে।।
ব্রহ্মধামে একদিন যত ঋষিগণ।
ব্রহ্মার নিকটে আসি সমবেত হন।।
নানাবিধ কথা সবে কহে পরস্পর।
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাস করে তাপস নিকর।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য বল ওহে পদ্মযোনি।
মনের বাসনা সবার এই কথা শুনি।।
এতেক বচন ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য আমি বলিতে না পারি।
কিঞ্চিৎ জানেন যদি বৈকুণ্ঠ বিহারী।।
জানে মাত্র তার কিছু দেব পঞ্চানন।
অতএব মম বাক্য শুন ঋষিগণ।।
সকলে মিলিয়া যাও কৈলাস আগারে।
করহ জিজ্ঞাসা সবে শিবের গোচরে।।
অথবা বৈকুণ্ঠে সবে করহ গমন।
সবাপাশে বলিলেন দেব জনার্দ্দন।।
ঋষিগণ এত শুনি কহে পুনরায়।
হে ব্রহ্মণ, নিবেদন করি হে তোমায়।।
শিবের সভায় মোরা করিতে গমন।
কদাপিও না পারিব ওহে পদ্মাসন।।
বৈকুণ্ঠে গমন মোরা করিতে নারিব।
গঙ্গার মাহাত্ম্য তবে কিরূপে জানিব।।
অতএব শুন বলি ওহে পদ্মাসন।
তুমি নিজে কৈলাসেতে করহ গমন।।
অথবা বৈকুণ্ঠে যাহ অতি ত্বরা করি।
যথায় বিরাজ করে বৈকুণ্ঠ বিহারী।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য তুমি জানিয়া সাদরে।
ত্বরা করি ফিরে এস মোদের গোচরে।।
তোমার নিকটে মোরা করিব শ্রবণ।
এই ত মোদের বাঞ্ছা ওহে পদ্মাসন।।
তুমি দেব সৃষ্টিকারী কি বলিব আর।
করি কৃপা পূর্ণ কর বাসনা সবার।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
তথাস্তু বলিয়া প্রভু করেন গমন।।
প্রথমে কৈলাসে যেতে মনন করিয়ে।
শূন্যমার্গে উঠে দেব হরিষ হৃদয়ে।।
রক্তবর্ণ চতুর্ম্মুখ দেব পদ্মাকর।
কমণ্ডলু শোভে করে অতি মনোহর।।
শূন্যভরে যায় দেব পবন গতিতে।
সহসা প্রবল বায়ু উঠিল ত্বরিতে।।
দিক নিরূপণ কিছু করা নাহি যায়।
পথিমাঝে ঘটে হায় এই কিবা দায়।।
কোন দিকে যান বিধি নাহি নিরূপণ।
মুষলের ধারে বৃষ্টি হয় বরিষণ।।
চপলা চমকে কিবা অতি ঘন ঘন।
পুনঃ পুনঃ বজ্রাঘাত হয় নিপতন।।
বায়ুবশে পদ্মযোনি ঘুরিতে ঘুরিতে।
উপনীত হন গিয়া অপর স্থানেতে।।

ঝড় বৃষ্টি ক্রমে আদি হয় নিবারণ।
বিধাতা হেরেন সব অদ্ভুত গঠন।।
অদ্ভুত আকার তথা নরগণ ধরে।
অদ্ভুত বিশ্বের রূপ নারি বর্ণিবারে।।
হেরেন তথায় ব্রহ্মা আছেন বসিয়া।
নানা ঋষি চারিদিকে আছেন বেড়িয়া।।
শতমুখ ধরে সেই দেব পদ্মাসন।
তাহা দেখি সবিস্ময় চতুর আনন।।
তাঁর পাশে ধীরে ধীরে গমন করিয়ে।
সভামাঝে বসিলেন অতীব বিনয়ে।।
ধীরে ধীরে শতমুখে করে নিবেদন।
নমস্কার ওহে বিধি শতেক বদন।।
কাহার ব্রহ্মাণ্ড এই বলহ আমারে।
কে নিযুক্ত কৈল তোমা বিশ্ব শাসিবারে।।
তুমি ধরিলে কিরূপে শতেক বদন।
বিবরিয়া বল সব এই নিবেদন।।
শতমুখ ব্রহ্মা কহে শুন সৃষ্টিকারী।
একমাত্র ব্রহ্ম যিনি সবার উপরি।।
জানিবে সকলি বিধি তাঁর অধিকার।
তিনি বিনা কেবা কর্ত্তা সংসার মাঝার।।
তাঁহার আদেশে আমি এই রাজ্যপতি।
সৃজন পালন করি শুন ওহে বিধি।।
যেরূপে হইল মোর শতেক আনন।
সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
ভূমণ্ডলে ছিনু আমি ব্যাধের তনয়।
বধিতাম নিরন্তর পশু পক্ষীচয়।।
বনে বনে করিতাম নিয়ত ভ্রমণ।
ধনুর্ব্বাণ লয়ে হাতে ওহে পদ্মাসন।।
দয়ার কণিকা মাত্র আছিল অন্তরে।
কত কাণ্ড করিতাম স্বার্থসিদ্ধি তরে।।
বহুকাল এইরূপে করিয়া যাপন।
একদিন গঙ্গাতীরে করিনু গমন।।
জাহ্নবী তীরেতে এক ছিল তরুবর।
পক্ষীর কুলায় ছিল তাহার উপর।।
পক্ষীশিশু ধরিবারে করিয়া মনন।
বৃক্ষোপরি অবিলম্বে করি আরোহণ।।
শাখায় শাখায় বাহি উঠিয়া উপরে।
হস্ত প্রসারিয়া যাই পক্ষী ধরিবারে।।
হের হের পদ্মাসন বিধির ঘটন্।
পক্ষীনীড়ে ছিল এক কাল ভুজঙ্গম।।
যেমন প্রসারী হস্ত পক্ষী ধরিবারে।
অমনি দংশন সেই ভুজঙ্গম করে।।
বিষের জ্বালায় আমি ছটফট্ করি।
জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ি গঙ্গার উপরি।।
গঙ্গাগর্ভে পড়ি আমি ত্যজিনু জীবন।
বিমান লইয়া আসে দেবকন্যাগণ।।
এসেছিল যমদূত লইতে আমারে।
দেবগণ যমদূতে নিবারণ করে।।
যমদূতগণ ভয়ে করে পলায়ন।
চড়িনু বিমানে আমি ওহে পদ্মাসন।।
দেবনারীগণ মোর থাকি চারিপাশে।
ব্যজন করিতে থাকে মনের উল্লাসে।।
গঙ্গায় মরিনু আমি এই সে কারণ।
শতেক বদন মোর হইল তখন।।
ঈশ্বরের আদেশে এই বিশ্বে আসি।
মনসুখে ব্রহ্মারূপে আছি দিবানিশি।।
কি বলিব তোমা পাশে গঙ্গার মহিমা।
গঙ্গার প্রসাদে পুরে মনের কামনা।।
বলিনু তোমার পাশে মম বিবরণ।
এখন আপন স্থানে করহ গমন।।
ব্রহ্মাণ্ড কত যে আছে কে বলিতে পারে।
কত ব্রহ্মা কত ইন্দ্র আছয়ে সংসারে।।
এতেক বচন শুনি চতুর আনন।
বিস্মিত হইয়া রহে না সরে বচন।।
ধীরে ধীরে নমস্কার করি শতাননে।
উঠিলেন শূন্যভরে সবিস্ময় মনে।।
কৈলাস উদ্দেশ্যে পুনঃ করেন গমন।
প্রবল বায়ু পুনশ্চ উঠিল তখন।।

গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনি বিস্মিত অন্তরে।
ভাবিতে ভাবিতে চলে কৈলাস শিখরে।।
প্রবল ঝটিকা হেরি দেব পদ্মাসন।
চিন্তাকুল হয়ে দ্রুত করেন গমন।।
কোন দিকে যাবে কিন্তু নাহিক নির্ণয়।
বায়ুবেগে কার সাধ্য অগ্রসর হয়।।
ঘুরিতে ঘুরিতে পরে দেব পদ্মাসন।
অপর ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া দিলেন দর্শন।।
তথা দেখিলেন এক ব্রহ্মা সমাসীন।
জটাজুট শোভে শিরে অতীব প্রবীণ।।
সহস্র বদন তাঁর কিবা শোভা ধরে।
উঠিতেছে হোমগন্ধ দিক দিগন্তরে।।
তাঁহারে দেখিয়া দেব চতুর-আনন।
প্রণাম করিয়া বসে সবিস্ময় মন।।
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন সহস্র আননে।
পরিচয় দেহ দেব এ অধীন জনে।।
ধরিলে কিরূপে তুমি সহস্র আনন।
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বল কিসের কারণ।।
সহস্র আনন কহে শুন পদ্মাকর।
একমাত্র জগৎমাতা সবার ঈশ্বর।।
আদেশে তাঁহার আমি ব্রহ্মপদে বসি।
আদেশ পালন করি সুখে দিবানিশি।।
যে কারণে ধরি আমি সহস্র আনন।
সেই কথা বলিতেছি শুন পদ্মাসন।।
মুষিক উদরে আমি জনম ধরিয়ে।
বহুদিন ছিনু বিধি ধরাধামে গিয়ে।।
বিবর করিয়া সদা করিতাম বাস।
মার্জ্জার হেরিলে হতো অন্তরেতে ত্রাস।।
রাত্রিযোগে গর্ত্ত হতে উঠি ধীরে ধীরে।
খাদ্য হেতু ভ্রমিতাম উদরের তরে।।
যাহা কিছু পাই তাহা করিয়া ভোজন।
করিতাম পুনরায় বিবরে গমন।।
বহুকাল এইরূপে জীবন কাটাই।
তারপর ঘটে যাহা বলি তব ঠাঁই।।
উঠিয়াছি একদিন আহারের তরে।
সহসা মার্জ্জার এক হেরিলে আমারে।।
বিবরে যাইতে আমি নারিনু তখন।
ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে করি বেগে পলায়ন।।
পশ্চাতে পশ্চাতে মোর ধাইল মার্জ্জার।
পড়ি কিম্বা মরি নাহি দৃষ্টির সঞ্চার।।
দৌড়িতে দৌড়িতে আমি করিনু গমন।
অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে হই নিপতন।।
পতিত হই যেমন জাহ্নবী-সলিলে।
অমনি ত্যজিনু প্রাণ কহি যে তোমারে।।
গঙ্গার গর্ভেতে মোর হইল মরণ।
সেই হেতু এই পদ ওহে পদ্মাসন।।
গঙ্গার প্রসাদে আমি এই পদ ধরি।
পরম সুখেতে আছি দিবা বিভাবরী।।
তোমার পাশে বলিনু মম বিবরণ।
আপন স্থানে এখন করহ গমন।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোনি।
পুনঃ নমস্কার করি চলিল তখনি।।
বিস্মিত হইয়া চলে দেব পদ্মাসন।
শূন্যমার্গে মহাবেগে করেন গমন।।
মনে ছিল আগে যাবে কৈলাস ভূধর।
কিন্তু উপনীত গিয়া বৈকুণ্ঠ নগর।।
প্রবল ঝড়েতে পড়ি দেব পদ্মাসন।
ঘুরি যান নানাস্থানে হরির সদন।।
ধীরে ধীরে উপনীত বৈকুণ্ঠ আগারে।
দেখিলেন দেব হরি সিংহাসনোপরে।।
নয়ন মুদিয়া হরি দেব জনার্দ্দন।
একমনে গঙ্গাস্তব করে অধ্যয়ন।।
পারিষদ সবে আছে নয়ন মুদিয়ে।
গঙ্গাস্তব শুনে সবে একান্ত হৃদয়ে।।
প্রশ্নের সময় নাহি পাইয়া তথায়।
পদ্মাসন ধীরে ধীরে তথা হতে যায়।।
বিস্মিত অন্তরে যান কৈলাস নগর।
যথায় বিরাজ করে দেব দেব হর।।

কৈলাসেতে ক্রমে ক্রমে করিয়া গমন।
কৈলাসের দ্বারদেশে উপনীত হন।।
আশ্চর্য্য হেরেন গিয়া কৈলাসের দ্বারে।
শিবমুর্ত্তি চারিজন বসি সেই স্থলে।।
তাহা দেখি সবিস্ময় দেব পদ্মাসন।
বুঝিতে পারেন সত্য শিব কোন জন।।
বিধিরে ব্যাকুল হেরি শিবের দুয়ারি।
শুন শুন কহিলেন ওহে সৃষ্টিকারী।।
মোদের কেহই নহে দেব পঞ্চানন।
আমরা শিবের দ্বারী শুন পদ্মাসন।।
আছে বসি পশুপতি সিংহাসনোপরে।
কলকলরবে গঙ্গা বিরাজেন শিরে।।
পার্ব্বতী দেবী বামেতে আছেন বসিয়ে।
আত্মারাম আত্মানন্দে আছেন মজিয়ে।।
ব্যাকুল তোমারে কেন হেরি পদ্মাসন।
কিসের কারণে তব হেথা আগমন।।
এত শুনি পদ্মাসন কহে ধীরে ধীরে।
মম বাক্য শুন শুন বলি সবাকারে।।
তোমা সবে কেবা ছিলে কহ বিবরণ।
শিবরূপ কিবা রূপে করিলে ধারণ।।
দ্বারীগণ কহে সবে শুন পদ্মাকর।
মোদের বৃত্তান্ত অতি বিস্ময় আকর।।
মোরা ছিনু অবনীতে কৃমিরূপ ধরি।
দারুণ পাপিষ্ঠ মোরা ওহে সৃষ্টিকারী।।
কুক্কুরের শব এক গঙ্গায় পড়িয়ে।
চলি যায় স্রোতাবেগে ভাসিয়ে ভাসিয়ে।।
সেই শবে বহু কীট লভিল জনম।
তাহার মধ্যে আমরা এই চারিজন।।
বায়স আসিয়া বসি শবের উপর।
কৃমি ধরি ভোজনেতে হইল তৎপর।।
তার চঞ্চুপুট হতে মোরা এই চারি।
পতিত হইয়া যায় সলিল উপরি।।
গঙ্গাগর্ভে পড়ি মোরা ত্যজিনু জীবন।
সেই ফলে হই মোরা তুল্য পঞ্চানন।।

গঙ্গায় মরণ ফলে এই পদ পাই।
শিবের দুয়ারি হই কহি তব ঠাঁই।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য বল কে বুঝিতে পারে।
গঙ্গা সম নাহি কেহ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।।
এই হেতু দেবদেব দেব পঞ্চানন।
সমতলে শিরোপরি করেন ধারণ।।
অধিক বলিব কিবা ওহে পদ্মাকর।
ইচ্ছা হলে যেতে পার শঙ্কর গোচর।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
কহিলেন এবে আমি করিব গমন।।
এসেছিনু যেই হেতু জানিনু সকল।
এখন থাকিয়া আর কিবা বল ফল।।
আছে বসি ঋষিগণ আমার সভায়।
তাঁদের সকাশে ত্বরা যাইব তথায়।।
আমার প্রতীক্ষা করি আছে সব জন।
তোমা সবে নমস্কার ওহে সাধুজন।।
শিবের সদৃশ সত্য তোমরা সকলে।
নমস্কার তোমা সবে যাই নিজস্থলে।।
উদ্দেশ্যে শঙ্করপদে করি নমস্কার।
চলিলাম এবে আমি আপন আগার।।
জানিনু গঙ্গার সম নাহি কোন জন।
যাহা হতে সুপবিত্র এ তিন ভুবন।।
যাঁহার শিরেতে ধরে শশাঙ্কশেখর।
বুঝিতে মহিমা তাঁর পারে কোন্ নর।।
এত বলি নমস্কার করি পদ্মাসন।
বিশ্বাসিত মনে যান আপন ভবন।।
হৃদিমাঝে জাহ্নবীরে স্মরণ করিয়ে।
গমন করেন বিধি পুলক হৃদয়ে।।
সব চিন্তা দূরে গেল গঙ্গা চিন্তা সার।
সতত ভাবেন গঙ্গা হৃদয় মাঝার।।
গঙ্গাস্তব অধ্যয়ন করিতে করিতে।
নিজ ধামে চলে ব্রহ্মা পুলকিত চিতে।।
ওঙ্কার-রূপিণী দেবী শ্বেতা সত্ত্বরূপিণী।
শান্তিঃ শান্তা ক্ষমা শক্তিঃ পরাপরমদেবতা।।

বিষ্ণুর্নারায়ণী কাম্যা কমনীয়া মহাকলা।
দুর্গা দুর্গতিসংহন্ত্রী গঙ্গা গগনবাসিনী।।
শৈলেন্দ্রবাসিনী দুর্গবাসিনী দুর্গমপ্রিয়া।
নিরঞ্জনা চ নির্লেপা নিষ্কলা নিরহক্রিয়া।।
প্রসন্না শুক্লদশনা পরমার্শা পুরাতনী।
নিরাকারা চ শুদ্ধা চ ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী।।
দয়া দয়াবতী দীর্ঘা দীর্ঘবক্তুরোদরা।
শৈলকন্যা শৈলরাজবাসিনী শৈলনন্দিনী।।
মন্দাকিনী মহানন্দা স্বর্ধুনী স্বর্গবাহিনী।
মোক্ষাখ্যা মোক্ষসরণির্ভক্তি মুক্তিপ্রদায়িনী।।
জলরূপা জলময়ী জলেশী জলবাসিনী।
দীর্ঘজিহ্বা করালাক্ষী বিশ্বাক্ষা বিশ্বতোমুখী।।
বিশ্ববর্ণা বিশ্বদৃষ্টি বিশ্বেশী বিশ্ববন্দিতা।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুপাদাব্জসম্ভবা বিষ্ণুবাহিনী।।
বিষ্ণুস্বরূপিণী বন্দ্যা বালা বৃদ্ধ বৃহত্তরা।
পীযুষপূর্ণা পীযুষবাসিনী মধুরদ্রবা।।
সরস্বতী চ যমুনা গোদা গোদাবরী বরী।
বরেণ্যা বরদা বীরা বরকন্যা বরেশ্বরী।।
বল্লবী বল্লবশ্রেষ্ঠা বাগ্মীরা বিশ্বরূপিণী।
বারাহি বনসংস্থা চ বৃক্ষস্থা বৃক্ষসুন্দরী।।
বারুণী বরুণ জেষ্ঠা বরা বরুণ বল্লভা।
বরুণপ্রণতা দেবী বরুণানন্দ কারিণী।।
বন্দ্যা বৃন্দাবলী বৃন্দারম্যা বৃষভবাহিনী।
দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা শ্যামা পরমসুন্দরী।।
শিবপ্রিয়া শিবরাধ্যা শিবামস্তকবাসিনী।
শিবমস্তকভূষা চ বিষ্ণুপাদবহা তথা।।
বিপত্তিনাশিনী দুর্গাতারিণী জগদীশ্বরী।
গীতা পুণ্যাচরিত্রা চ পুণ্যনাম্নী সুবিশ্রবা।।
শ্রীরামরূপা চ রামচন্দ্রৈকচন্দ্রিকা।
রাঘবী রঘুবংশেশী সূর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠাতা।।
সূর্য্যা সূর্য্যপ্রিয়া গৌরী সূর্য্যমণ্ডলভেদিনী।
ভগিনী ভাগ্যদা ভব্যা ভাগ্যপ্রাপ্যা ভগেশ্বরী।।
ভব্যোচ্চয়োপলব্ধা চ কোটিজন্মতপঃফলা।
তপস্বিনী তাপসী চ তপন্তী তাপনাশিনী।।

বিষ্ণুভেদপ্রবাকারা শিবগানামৃতোদ্ভবা।
আনন্দদ্রবরূপা চ পূর্ণানন্দময়ী শিবা।।
কোটিসূর্য্যপ্রভা পাপধ্বান্ত সংহারকারিণী।
পবিত্রা পরমা পুণ্যা তেজস্বিনী শশিপ্রভা।।
শশিকোটিপ্রকাশা চ ত্রিজগদ্দীপিকারিণী।
সত্যা সত্যস্বরূপা চ সত্যজ্ঞা সত্যসম্ভবা।।
সত্যাশ্রয়া সতী শ্যামা নবীনানরকন্তকা।
সহস্রশীর্ষা দেবেশী সহস্রাক্ষী সহস্রপাৎ।।
লক্ষবক্ত্রালক্ষপাদা লক্ষহস্তা বিলক্ষণা।
সদা নূতনরূপা চ দুর্লভা সুলভা শুভা।।
রক্তবর্ণা চ রক্তাক্ষী ত্রিনেত্রা শিবসুন্দরী।
ভদ্রকালী মহাকালী লক্ষ্মী গগনবাসিনী।।
মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্ররূপা সুমন্ত্রিতা।
রাজসিংহাসনোতটী রাজরাজেশ্বরী রমা।।
রাজকন্যা রাজপূজ্যা মন্দমারুতচামরা।
বেদবৃন্দপ্রপূজ্যা চ দেববৃন্দপ্রবন্দিতা।।
দেববৃন্দস্তুতা দিব্যা বেদবৃন্দসুর্ণিতা।
সুরাণাং বর্ণনীয়া চ সুবর্ণগাননন্দিতা।।
সুবর্ণদানলভ্যা চ গানানন্দপ্রিয়ামলা।
মালা মালাবতী মাল্যা মালতীকুসুমপ্রিয়া।।
দিগম্বরী দুষ্টহন্ত্রী সদা দুর্গমবাসিনী।
অভয়া পদ্মহস্তা চ পীযূষকরশোভিতা।।
খড়্গহস্তা ভীমরূপা শ্বেত মকরবাহিনী।
শুদ্ধস্রোহা বেগবতী মহাপাষাণভেদিনী।।
পাপালি-মোচনকরী পাপসংহারকারিণী।
গভীরালকনন্দা চ মেরুসদৃশভেদিনী।।
স্বর্গলোককৃতাবাসা স্বর্গসোপানরূপিকা।
স্বর্গগা মোক্ষদা গঙ্গা নরসেব্যা নরেশ্বরী।।
পার্ব্বতী মেরুদৌহিত্রী মেনকাগর্ভসম্ভবা।
অযোনিসম্ভবা সূক্ষ্মা পরমাত্মা পরত্বদা।।
বিষ্ণুজা বিষ্ণুজননী বিষ্ণুপাদনিবাসিনী।
দেবী বিষ্ণুপদী পদ্মা জাহ্নবী পদ্মবাসিনী।।
পদ্মা পদ্মাবতী পদ্মধারিণী পদ্মলোচনা।
পদ্মপাদা পদ্মমুখী পদ্মনাভা চ পদ্মিনী।।

পদগর্ভা পদ্মশয়া মহাপদ্মগুণাধিকা।
পদ্মাক্ষা পদ্মললিতা পদ্মবর্ণা সুপদ্মিনী।।
সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মাকরনিবাসিনী।
মহাপদ্মপুরস্থা চ পুরেশী পরমেশ্বরী।।
হংসী হংসবিভূষা চ হংসরাজ বিভূষণা।
হংসরাজসুবর্ণা চ হংসারূঢ়া চ হংসিনী।।
মন্ত্রাক্ষরস্বরূপা চ মন্ত্রবর্ণ স্বরূপিণী।
আনন্দ জলসংপূর্ণা শ্বেতবারিপ্রপূরিকা।।
অনায়াসসদামুক্তিযোগ্যা যোগ্যবিচারিণী।
তেজোরূপ জলপূর্ণা তেজসাং দীপ্তিরূপিণী।।
প্রদীপকলিকাকারা প্রণায়ামস্বরূপিণী।
প্রাণদা প্রাণনীয়া চ মহৌষধস্বরূপিণী।।
মহৌষধজলা চৈব পাপরোগচিকিৎসকা।
কোটিজন্মতপোলক্ষ্মী প্রাণত্যাগোত্তরামৃতা।।
নিঃসন্দেহা নির্ম্মহিমা নির্ম্মলা মলনাশিনী।
শবারূঢ়া শবস্থানবাসিনী শববর্ত্তী।।
শ্মশানবাসিনী কেশকীকশা চিততারিণী।
ভৈরবী ভৈরবশ্রেষ্ঠা সেবিতা ভৈরবপ্রিয়া।।
ভৈরবপ্রাণরূপা চ বীররসনিবাসিনী।
বীরপ্রিয়া বীরপত্নী কুলীনা কুলপণ্ডিতা।।
কুলবৃক্ষস্থিতা কৌলী কুলকোমলবাসিনী।
কুলদ্রবপ্রিয়া কুল্যা কুলমালাজপপ্রিয়া।।
কৌলদা কুলমাতা চ কুলবারিস্বরূপিণী।
রণস্ত্রী রণভূরম্যা রণোৎসাব প্রিয়ারণিঃ।।
নৃমুণ্ডহালাভরণা নৃমুণ্ডকরধারিনী।
বিবস্তা সেবস্ত্রা চ সূক্ষ্মবস্ত্রা চ যোগিনী।।
রসিকা চ স্বরূপা চ জিতাহারা জিতেন্দ্রিয়া।
কামিনী চার্দ্ধরাত্রস্থা কুর্চ্চবীজস্বরূপিণী।।
লজ্জাশক্তিশ্চ বাগলাপা নারী নরকহারিণী।
তারা তারকরম্যা চ তারিণী তাররূপিণী।।
অনন্তা চাদিরহিতা মধ্যশূন্যস্বরূপিণী।
নক্ষত্রমালিনী ক্ষীণা নক্ষত্রস্থলবাসিনী।।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশা মাতঙ্গী মৃত্যু বর্জ্জিতা।
অমরামরসংসেব্যা উপাস্যা শক্তিরূপিণী।।

ধূমাকারাগ্নিসংভূতা ধূমা ধূমাবতী রতিঃ।
কামাখ্যা কামরূপাচ কাশী কাশীপুরস্থিতা।।
বারাণসী বারযোষিৎ কাশীনাথ শিরঃস্থিতা।
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।।
দ্বারকা জলদগ্নিশ্চ কেবলা কেবলত্বদা।
করবীরপুরস্থা চ কাবেরী করবী শিবা।।
রঙ্কিণী চ করালাক্ষী কঙ্কালা শরণপ্রিয়া।
জ্বালামুখী ক্ষরিণী চ ক্ষীরগ্রামনিবাসিনী।।
রক্ষাকরী দীর্ঘকর্ণা সুদণ্ডা দণ্ড বর্জ্জিতা।
দৈত্যদানবসংহন্ত্রী দুষ্টহন্ত্রী বলিপ্রিয়া।।
বলিমাংসপ্রিয়া শ্যামা ব্যাঘ্রচর্ম্মপিধারিনী।
জবাকুসুমসংকাশা সাত্ত্বিকা রাজসী তথা।।
তামসী তরুণী বৃদ্ধা যুবতী বালিকা তথা।
যক্ষরাজসুতা জম্বুমালিনী জম্বুবাসিনী।।
জাম্বুনদবিভূষা চ জলজ্জাম্বুনদপ্রভা।
রুদ্রাণী রুদ্রদেহস্থা রুদ্রা রুদ্রাঙ্গধারিণী।।
অণুশ্চ পরমাণুশ্চ হ্রস্বা দীর্ঘা চ ভাবিনী।
রুদ্রগীতা বিষ্ণুগীতা মহাকাব্যস্বরূপিণী।।
আদিকাব্যস্বরূপা চ মহাভারতরূপিণী।
অষ্টাদশপুরাণস্থা ধর্ম্মমাতা চ ধর্ম্মিণী।।
মাতা মান্যা স্বসা চৈব শ্বশ্রূশ্চৈব পিতামহী।
গুরুশ্চ গুরুপত্নী চ কালসর্পভয়প্রদা।।
পিতামহসুতা সীতা শিবসীমন্তিনী শিবা।
রুক্মিণী রুক্মবর্ণা চ ভৈমী ভীমাস্বরূপিণী।।
সত্যভামা মহালক্ষ্মীর্ভদ্রা জাম্বুবতী মহী।
নন্দা ভদ্রমুখী রিক্তা বিজয়া জয়দা জয়া।।
জায়িত্রী পূর্ণিমা পূর্ণা পূর্ণ চন্দ্রনিভাননা।
গুরুপূর্ণা সৌম্যভদ্রা বিষ্টিঃ সংবেশকারিণী।।
শনি-বুধ কুজ-জয়া-সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী।
অমৃতামৃতরূপা চ শ্রীমতী চ জলামৃতা।।
নিরাতঙ্কা নিরালম্বা নিষ্প্রপঞ্চা বিশোষিণী।
নিষেধা সিদ্ধরূপা চ গরিষ্ঠা যোষিতাংবরা।।
যসস্বিনী কীর্ত্তিমতী মহাশৈলাগ্রবাসিনী।
ধরা ধরিত্রী ধরণী সিন্ধুর্বর্দ্ধুঃ সবান্ধবা।।

সম্পত্তিঃ সম্পদীশা চ বিপত্তিপরিমোচিনী।
জন্ম প্রবাহহারিণী জন্মশূন্যনিবন্ধিনী।।
নাগালয়া নাগলীলা জটামণ্ডলধারিণী।
সুতরঙ্গজটাজুটা জটাধরশিরঃস্থিতা।।
পট্টাম্বরধরা বীরা করিকাব্যরসপ্রিয়া।
পুণ্যক্ষেত্রা পাপহরা হরিণী হারিণীহরা।।
হরিদ্রানগরস্থা চ বৈদ্যনাথপ্রিয়া বলিঃ।
বক্রেশ্বরী বক্রধারা বক্রেশ্বরপুরস্থিতা।।
শ্বেতগঙ্গা শীতলা চ উষ্ণোদকময়ী রুচিঃ।
চোলরাজপ্রিয়করী চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তিনী।।
আদিত্যমণ্ডলগতা সদা নিত্যা চ কাশ্যপী।
দহনাক্ষী ভয়হরা বিষজ্বালানিবারিণী।।
হরা দশহরা স্নেহদায়িনী কলুষাশনিঃ।
কপালমালিনী কালী মহাকালস্বরূপিণী।।
ইন্দ্রাণী বারুণী বাণী বলাকা বলশঙ্করী।
গৌরী-হ্রীঁ-ধর্ম্মরূপা চ ধী-শ্রীর্ধন্যাধনঞ্জয়া।।
চিৎ সংচিত কুঃ কুবেরী ভুতির্ভুমির্ধরাধরী।
ঈশ্বরী হ্রীঁমতি হ্রীঁশা ক্রীড়াবতা জয়প্রদা।।
জীবন্তী জীবনী জীবজয়াকারা জয়েশ্বরী।
সর্ব্বোপদ্রবসংশূন্যা সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতা।।
সাবিত্রী চৈব গায়ত্রী গণেশী গণবন্দিতা।
দুষ্প্রেক্ষ্য দুষ্প্রবেশা চ দুর্দ্দশা চ সুবোধিনী।।
দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা দুর্দ্দণ্ডা যমদেবতা।
গৃহদেবী ভূমিদেবী ধনেশী ধনদেবতা।।
গুহালয়া ঘোররূপা মহাঘোরনিতম্বিনী।
স্ত্রী চঞ্চলা পাপশ্চারুনেত্রা লয়াত্মিকা।।
কান্তিং কাম্যা নির্গুণা চ রজঃসত্ত্বতমোময়।
কামরাত্রিমহারাত্রির্জীবরূপা সনাতনী।।
সুখদুঃখাদি ভোক্ত্রী চ সুখদুঃখাদিবর্জ্জিতা।
মহাবৃজিনসংহোরা বৃজিনধ্বান্তমোচিনী।।
জননী খলহন্ত্রী চ বারুণী পালকারিণী।
নিদ্রাযোগ্যা মহানিদ্রা যোগনিদ্রা যোগেশ্বরী।।
উদ্ধারয়িত্রী স্বর্গঙ্গা উদ্ধারণপুরা মতিঃ।
উদ্ধৃতা উদ্ধৃতাহারা লোকোদ্ধারণকারিণী।।

শংখেশ্বরী শংখহস্তা শংখরাজবিদারিণী।
পশ্চিমাস্যা মহাস্রোতা পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী।।
সার্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণা পাবন্যুত্তরবাহিনী।
পতিতোদ্ধারিণী দোষক্ষমিণী দোষবর্জ্জিতা।।
শরণ্যা শরণশ্রেষ্ঠা যুতা শ্রাদ্ধদেবতা।
স্বাহা স্বধা বিরূপাক্ষী স্বরূপাক্ষী শুভাননা।।
কৌমুদী কুমুদাকারা কুমুদাম্বরভূষনা।
সৌম্যা ভবাণী ভূতিস্থা ভীমরূপা বরাননা।।
বরাহকাম্যা বর্হিষ্ঠা বৃহৎশ্রেণী বলাহক।
কেশিনী কেশপাশ্যাঢ্যা নভোমণ্ডলবাসিনী।।
মল্লিকা মল্লিকাপুষ্পবর্ণা লাঙ্গলধারিণী।
তুলসীদলগন্ধাঢ্যা তুলসীদামভূষণা।।
তুলসীতরুসংস্থো চ তুলসীরসমোহিনী।
তুলসীরসসুস্বাদুসলিলা বিল্ববাসিনী।।
বিল্ববৃক্ষনিবাসা চ বিল্ব পত্ররসদ্রবা।
মালুরপত্রমালাঢ্য বৈল্বী শৈবার্দ্ধদেহিনী।।
অশোকা শোকরহিতা শোকদাবাগ্নিহৃজ্জলা।
অশোকবৃক্ষনিলয়া রম্ভা শিবকরামৃতা।।
দাড়িমী দাড়িমীবর্ণা দাড়িমস্তনশোভিতা।
রক্তাক্ষী ক্ষীরবৃক্ষস্থা রক্তিনী রক্তদন্তিকা।।
রাগিণী রাগভার্য্যা চ সদা রাগবিবর্জ্জিতা।
বিরাগরাগসংদমোদা সর্ব্বরাগস্বরূপিণী।।
তালস্বরূপিণী তালরূপিণী তারকেশ্বরী।
বাল্মীকিবদনস্থা চ ভেদ্যা হ্যনন্তরূপিণী।।
মাতা উমাসপত্নী চ ধরাহারাবলী শুচিঃ।
শ্বেতবর্ণপতাকা চ ইষ্টভোগী রসা ইলা।।
স্বর্গতীরামৃতাজলা চারুবীচিস্তরঙ্গিনী।
ব্রহ্মতীরা ব্রহ্মজলা গিরিদারণকারিণী।।
ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী ঘোরনাদিনী ঘোরযোগিনী।
ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী চৈব গিরিরাজ প্রভেদিণী।।
শুভ্রধারাময়ী দিব্যশং খবাদ্যানুসারিণী।
ঋষিস্তুত্যা সুরস্তুত্যা গ্রহবর্গপ্রপূজিতা।।
সুমেরুশীর্ষনিলয়া ভদ্রা সীতা মহেশ্বরী।
অমলালকানন্দা চ শৈলসোপানচারিণী।।

লোকাশাপুরন-করী সর্ব্বমানসদোহনী।
ত্রৈলোক্যপাবনী ধন্যা পৃথ্বকরণকারিণী।।
ধরণী পার্থিবী পৃথ্ব পৃথুকীর্ত্তিনিরাময়া।
ব্রহ্মপুত্রী চ ব্রাহ্মণী ব্রহ্মকন্যা বলাশ্রয়া।।
ব্রহ্মরূপা বিষ্ণুরূপা শিবরূপা হিরণ্ময়ী।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাঢ্যা ব্রহ্মাবিষ্ণুশিব-ত্বদা।।
সজ্জনোদ্ধারিণী চ স্মরণার্ত্তবিলাসিনী।
দুর্গহন্ত্রী-সুখস্পর্শা সুখ-মোক্ষস্বরূপিনী।।
আরোগ্যদায়িনী রম্যা নানাতাপবিনাশিনী।
তাপোৎসারণ-শীলা চ তপোধামা শ্রমাপহ্‌।।
সর্ব্বদুঃখ প্রশমনা সর্ব্বশোকবিনাশিনী।
সর্ব্বশ্রমহরা সর্ব্বসুখদা সুখসেবিতা।।
সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তমতী বাসমাত্রমহাতপা।
সতনুর্নিস্তনুস্তন্বা তনুধারণকারিণী।।
মহাপাতকদাবাগ্নিঃ শীতলশশধারিণী।
গেয়া জপ্যা চিন্তাশীলা ধ্যেয়া স্মরণলক্ষিত।।
চিদানন্দস্বরূপা চ জ্ঞানরূপা গণেশ্বরী।
আগম্যা আগমস্থা চ সর্ব্বাগমনিরূতিপা।।
ইষ্ট দেবী মহাদেবী দেবনীয়া দিবিস্থিতা।
দণ্ডবনগৃহস্থা চ শঙ্করাচার্য্যরূপিণী।।
শঙ্করাচার্য্য প্রণতা শঙ্করাচার্য্যসংস্তুতা।
শঙ্করাভরণোপেতা সদা শঙ্করভূষণা।।
শঙ্করা চারুশীলা চ শঙ্খ্যা চ শঙ্কবোধিনী।
শিবস্রোতা শম্ভুমুখী গৌরী গগনদাহিনী।।
দুর্গমা দুর্গমগোপ্যা গোপিনী গোপবল্লভা।
গোমতী গোপকন্যা চ যশোদা-নন্দনন্দিনী।।
কৃষ্ণানুজা কংসহন্ত্রী ব্রহ্মরাক্ষসমোচনী।
শাপসংমোচিনী লঙ্কা লঙ্কেশী চ বিভীষণা।।
বিভীষা ভূষণী ভূষা হারা বলিরনুত্তমা।
তীর্থস্তুতা মহাতীর্থা তীর্থকন্যা তীর্থপ্রসূঃ।।
কন্যা কল্পলতা কেলিঃ কল্যাণী কল্পবাসিনী।
কলিকল্মসসংহন্ত্রী কালকাননবাসিনী।।
কালসেব্যা কালময়ী কলিকা কালিকোত্তমা।
কামদা কারণাখ্যা চ কামিণী কর্ত্তিধারিণী।।

কোকামুখী কেকরাক্ষী কুরঙ্গনয়নী কলিঃ।
কজ্জলাক্ষী কান্তিরূপা কামাখ্যা কেশরীস্থিতা।।
বহুখলপ্রাণহরা ঘূর্ণৎস্রোতা মনোপমা।
ঘূর্ণক্ষিদোষহরণী ঘূর্ণয়ন্তী জগত্রয়ং।।
ঘোরামৃতোপনজলা ঘর্ঘরা ঘরঘোষিণ।
ঘোরা ঘোরতরা ঘূর্ণা ঘোষা ঘর্ঘরনাদিন।।
ঘোষরাজ ঘোষকন্যা ঘোষনীয়া ঘুলানয়া।
ঘট্টঘর্ঘরঘট্টাচ ঘট্টারী ঘট্টবারিণী।।
ঙঙা ঙকারিণী ঙেশী ঙকারবর্ণসংশ্রয়া।
চকোরনয়নী চারুমুখী চামরধারিণী।।
চন্দ্রিকা শুক্লসলিলা চন্দ্রমন্ডলবাসিনী।
চোহারবাসিনী চর্য্যা চর্ম্মর চর্ম্মবাসিনী।।
চর্ম্মহস্তা চর্ম্মমুখী চুচুকদ্বয়শোভিতা।
ছত্রিতা ছত্রনিলয়া ছত্রচামরশোভিতা।।
ছত্রিতা ছদ্মসংহন্ত্রী ছত্রব্রহ্মস্বরূপিনী।
ছায়া চ ছলশূন্যা চ ছলরতীছলান্বিতান।।
ছিন্নমস্তা ছলধরা ছবর্ণা ছুরিতচ্ছবিঃ।
জীমূতবাহিনী জিহ্বা জবাকুসুমসুন্দরী।।
জরাশূন্য জবাজ্বালা জবিনী জবনেশ্বরী।
জ্যোতিরূপা জগন্ময়ী জনার্দ্দনমনেরমা।।
ঝঙ্কারকারিণী বঝর্ঝা বর্ঝরীবাদ্যবাদিনী।
ঝনন্নুপুবসংশেব্ধা ঞরা ব্রহ্মঝরাঝরা।।
ঞকারেশী ঞকারস্থা ঋবর্ণমধ্যনামিকা।
টঙ্কারকারিণীটঙ্কধারিণী টঙ্ককাটনী।।
ঠাকুরাণী ঠদ্বয়েশী ঠাক্কারী ঠাকুরপ্রিয়া।
ডামরী ডমরাধীশা ডামরেশী শিরঃস্থিতা।।
ডমরুধ্বনিনৃত্যান্তী ডাকিনীভয়হারিণী।
ডীণা ডয়িনী ডিণ্ডী চ ডিণ্ডধ্বনিসদাপ্রিয়া।।
ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কাবাদন-ভূষণা।
ণকারবর্ণধারিণী ণকারীহানভাষিণী।।
তৃতীয়া তীব্রপাপঘ্নী তীব্রতরণি-মণ্ডান।
তুষারকরতুল্যাস্যা তুষারকরবাসিনী।।
থকারাক্ষী থবর্নস্থা দ্বন্দ্বশুক-বিভূষণা।
দীর্ঘজিহ্বা দীর্ঘরব ধনরূপা ধর্নেশ্বরী।।

দূরদৃষ্টির্দূরগম্য দ্রুতগস্ত্রী দ্রবস্রবা।
নীরজাক্ষী নীররূপা নিস্ফলা নির্ব্বৃতিপ্রিয়া।।
পারা পরায়ণা পদ্মা পারায়ণপরায়ণা।
পাবনী চ পঙ্গিতা চ পণ্ডাপণ্ডিনমোচিতা।।
পরা পবিত্রা পুন্যাখ্যা পালিকা পীতবাসিন।
ফুৎকারদুরদূরিতা ফীণয়ন্তি ফনাশ্রয়া।।
ফেণিলা ফেণদশনা ফেণা ফেনবতী ফণা।
ফেৎকারিণী ফণাধার ফণিলোকনিবাসিনী।।
ফণিকৃতালয়া ফুল্লা ফুল্লরেবিন্দলোচনা।
বেণীধরা বলবতী বেগবতী বলাধরা।।
বন্দারুবন্দ্যা বারা চ বলবতী বলাশ্রয়া।
ভীমরাজী ভীম-পত্নীভবশীর্ষকৃতলয়া।।
ভাস্করা ভাস্করধরা ভূষা ভাস্করবাদিনী।
ভয়ঙ্করী ভরহরা ভূষরা ভূমিভেদিনী।।
ভগভাগ্যবতী ভব্যা ভবদুঃখনিবারিণী।
ভেরুণ্ডা ভেরুসুগমা ভদ্রকালী ভবস্থিতা।।
মনোরমা মনোজ্ঞা চ মৃতা মোক্ষা মহামতিঃ।
মতিদাত্রী মতিলয়া মঠস্থা মোক্ষরূপিণী।।
যমপূজা যজ্ঞরূপা যজমানী যমস্বসা।
যমদণ্ডস্বরূপা চ যমদণ্ডভরা যতিঃ।।
রঙ্কিকা রাত্রিরূপা চ রমনীয়া রমা রতি।
লয়াক্ষী লেশরূপা চ লেশনীয়া লয়প্রদা।।
বিবৃদ্ধা বিশ্বহস্তা চ বিশিষ্টা বেশধারিণী।
শ্যামরূপা শরৎকন্যা শরদী শরণা শ্রুতা।।
শ্রুতিগম্যা শ্রুতিস্তুত্যা শ্রীমুখী শরণপ্রদা।
ষষ্টিবট্ কোণ নিলয়া ষটকর্ম্মপরিসেবিতা।।
সাত্ত্বিকী সত্যবাদিনী সানন্দা সুখরূপিণী।
হরিকন্যা হরিজন্যা হরিদ্বর্ণা হরীশ্বরী।।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমরূপা সুরধারাম্বু-শোবিনী।
অলকা ইন্দিরা ঈশ উমা ঊষা ঋবর্ণিকা।।
ঋষ্যরূপা ৯কারস্থ ৯কারী এযিজা তথা।
ঐশ্বর্য্যাদায়িনী ওকারিনী ঔকাররূপিনী।।
অক্কান্তশূন্যা অঙ্কধরা অস্পর্শা অস্ত্রধারিনী।
সর্ব্ববর্ণময়ী বর্ণব্রহ্মরূপাখিউকম্বিকা।।

হেনমতে গঙ্গাস্তব জপিতে জপিতে।
পদ্মযোনি উপনীত আপন ধামেতে।।
ব্রহ্মাকৃত এই স্তব পড়ে যেই জন।
গঙ্গাদেবী তার প্রতি মহাতুষ্ট হন।।
মানব জনম ধরি সংসার মাঝারে।
পড়িবেক এই স্তব অতি ভক্তিভরে।।
অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা করাবে পঠন।
মনোরথ সিদ্ধ হবে শাস্ত্রের বচন।।
তদুপরি তুষ্ট হয়ে ত্রিপথগামিনী।
অভিমত বর দেন শুন যত মুনি।।
জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরা সুতিথি পাইয়ে।
সদা শিবা জাহ্নবীরে অর্চ্চনা করিয়ে।।
এই স্তব যেই জন করে অধ্যয়ন।
তার গৃহে গঙ্গাদেবী অধিষ্ঠিত রন।।
পুত্রোৎসব বিবাহাদি কিম্বা শ্রাদ্ধদিনে।
অথবা জনম দিনে শুনিবে শ্রবণে।।
অথবা পড়িবে স্তব হয়ে একমন।
লভিবে অক্ষয় ফল শাস্ত্রের বচন।।
ধনার্থীর ধন হয় ইহার প্রসাদে।
ভার্য্যার্থীর ভার্য্যা হয় জানিবেক চিতে।।
অপুত্রের পুত্র হয় শাস্ত্রের বচন।
চতুর্ব্বর্গ ফল হয় ওহে ঋষিগণ।।
যুগাদধ্যা দিবসে আর পূর্ণিমা তিথিতে।
রবি সংক্রমণে দিনক্ষয়ে ব্যতীপাতে।।
অমাবস্যা দিনে কিম্বা হরি বাসরেতে।
পড়িবেক এই স্তব ভক্তিযুক্ত চিত্তে।।
অথবা অতিথি যবে হবে আগমন।
সেই দিন এই স্তব করিবে পঠন।।
যেই নর এই স্তব পড়ে ভক্তিভরে।
গঙ্গাদেবী সদা তুষ্ট তাহার উপরে।।
রোগ শোক তার কাছে কভু নাহি যায়।
তাহার সদৃশ নাহি এ তিন ধরায়।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন ঋষিগণ।
ঋব্যস্তে করিবে এই স্তব অধ্যয়ন।।

মহামতি ব্যাসদেব ঋষি যে ইহার।
অনুষ্টুপ ছন্দ জান শাস্ত্রের বিচার।।
সে মূল প্রকৃতি হয় পরম দেবতা।
সেই দেবী বিশ্বমাঝে সর্ব্বদেবারাধ্যা।।
বিনিয়োগ যাহে যাহে করহ শ্রবণ।
সহস্রেক অশ্বমেধ ওহে ঋষিগণ।।
বাজপেয় রাজসূয় শত শত করি।
গয়াশ্রাদ্ধ শত আর শাস্ত্রের বিচারি।।
ব্রহ্মহত্যা পাপক্ষয়ে পর উপকারে।
এই সবে বিনিয়োগ জানিবে অন্তরে।।
এরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করি তারপর।
পড়িবেক এই স্তব তাপসনিকর।।
এইরূপে স্তব পাঠ করিতে করিতে।
উপনীত হন ব্রহ্মা আপন ধামেতে।।
অপেক্ষা করিয়াছিল যত ঋষিগণ।
তাদের নিকটে সব করেন বর্ণন।।
ব্রহ্মামুখে সব কথা করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময়ে আকুল হয় যত ঋষিগণ।।
তদবধি অন্য কার্য্য করি বিসর্জ্জন।
একান্ত অন্তরে করে গঙ্গারে স্মরণ।।
গঙ্গা আরাধনা করে অতি ভক্তিভরে।
গঙ্গারে করেন সার হৃদয় মাঝারে।।
ব্রহ্মার নিকটে পরে লইয়া বিদায়।
আপন আপন স্থানে ঋষিগণ যায়।।
এতেক বৃত্তান্ত বলি সনত কুমার।
ঋষিগণে সম্বোধিয়া কহে পুনর্ব্বার।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণে নাহি হেন জন।।
গঙ্গার সমান তীর্থ অন্য কোথা নাই।
বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদের ঠাঁই।।
যত তীর্থ হয় সবে সংসার মাঝারে।
সকলে বিরাজে গঙ্গা জানিবে অন্তরে।।
ব্রহ্মসৃষ্টি মাঝে আছে যত তীর্থগণ।
গঙ্গা হতে সব তীর্থ লভয়ে জনম।।

সর্ব্বতীর্থ বিদ্যমান জাহ্নবী শরীরে।
তত্ত্বজ্ঞানী সেই তত্ত্ব বুঝয়ে অন্তরে।।
মূঢ়মতি হতজ্ঞান যেই সব জন।
গঙ্গাতত্ত্ব বুঝিবারে না হয় সক্ষম।।
যোজন শতেক হতে যেই সাধুজন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি থাকে অতি ঘন ঘন।।
অন্তিমে বিমানে চড়ি সেই সাধু নর।
মনের সুখেতে যায় বৈকুণ্ঠ নগর।।
হেন দয়াময়ী মাতা নাহি কোথা আর।
তাঁহারে ডাকিলে হয় সবংশ উদ্ধার।।
সগরের পুত্রগণ গঙ্গার কৃপায়।
সুগতি করেছে লাভ জানিবে সবায়।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
গঙ্গার সমান নাহি এ তিন ভুবন।।
পরমা প্রকৃতি দেবী জাহ্নবী সুন্দরী।
তাঁহার তুলনা কভু কোথা নাহি হেরি।।
তাঁহার চরণে সদা করহ বন্দন।
ঘুচি যাবে ঋষিগণ ভবের বন্ধন।।
তাঁহারে নিয়ত ভজ একান্ত অন্তরে।
আর না আসিতে হবে ভব-কারাগারে।।
জ্ঞানাজ্ঞানে যত পাপ করে নরগণ।
গঙ্গার স্মরণে হয় সকল মোচন।।
বিধানে যদ্যপি করে জাহ্নবীতে স্নান।
ভয় বিঘ্ন নাহি আসে তার বিদ্যমান।।
কুগ্রহ কখন নাহি করে আক্রমন।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই শিবের বচন।।
যেরূপ নিয়ম আছে স্নান করিবারে।
সেরূপে করিবে স্নান একান্ত অন্তরে।।
গঙ্গাস্নান প্রতিদিন করে যেই জন।
রোগ নাহি তার দেহে করে আক্রমণ।।
মনের মালিন্য তার সব দূরে যায়।
মনোরথ সিদ্ধ হয় দেবীর কৃপায়।।
অতএব ঋষিগণ করহ শ্রবণ।
একান্ত অন্তরে লহ জাহ্নবী স্মরণ।।

সতত তাঁহার পদে কর নমস্কার।
ভবার্ণবে পার হবে নাহি ভয় আর।।
না ঘটিবে ভব মাঝে কখন জঞ্জাল।
সকল সময়ে সুখে কাটাইবে কাল।।
অতএব মায়ামোহ ত্যজি ওরে মন।
নিত্যকাল ভাব সেই সাধনের ধন।।
শ্রীকবি বলেন শিবপুরাণের কথা।
অতি পুণ্যবান যাহা না হবে ব্যর্থতা।।

গঙ্গা স্নানবিধি ও তার মাহাত্ম্য

পুনরায় ঋষিগণ সুমধুর স্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন দেব সনৎ কুমারে।।
নিবেদন মহামতে চরণে তোমার।
এবে জিজ্ঞাসিছি যাহা কহ গুণধার।।
তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
এখন মোদের বাক্য করহ শ্রবণ।।
বলিবে গঙ্গার কথা ওহে মহোদয়।
তোমার মুখে শুনিনু মোরা মুনিচয়।।
গঙ্গাস্নান বিধি এবে করহ কীর্ত্তন।
শুনিতে বাসনা বড় করিতেছে মন।।
এতেক বচন শুনি সনত কুমার।
কহিতে লাগিল কথা সবার মাঝার।।
ঋষিগণ শুন শুন করি নিবেদন।
করিলে জিজ্ঞাসা যাহা করিব বর্ণন।।
স্নান হেতু সুচঞ্চল হবে যবে মন।
সেই কালে গঙ্গাস্নানে করিবে গমন।।
স্নানান্তে বিধানে পূজা দিবে দেবগণে।
ঋষিগণে পিতৃগণে পূজিবে যতনে।।

শুভ্র বস্ত্রদ্বয় পরে পরিয়া সাদরে।
করিবেক প্রাণায়াম একান্ত অন্তরে।।
যেই কালে গঙ্গাস্নানে করিবে গমন।
মৈথুন কলহ হিংসা করিবে বর্জ্জন।।
মলিন বসন পরি আপন শরীরে।
গঙ্গাযাত্রা করিবেক কহিনু সবারে।।
যেইকালে গঙ্গা স্নানে করিবে গমন।
গুরু বিষ্ণু গোব্রাহ্মণে করিবে বন্দন।।
গণপতি শিবদুর্গা আর সরস্বতী।
এই সবে প্রণমিবে করিয়া ভকতি।।
গুরুপিতা দেব আর দিকপালগণ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর ঋষি গ্রহাদি চারণ।।
সর্ব্ব দেবদেবী সবে করি নমস্কার।
পড়িবেক এই মন্ত্র শাস্ত্রের বিচার।।
এই মন্ত্র পড়ি যাহা করিবেক স্নান।
সর্বসিদ্ধ হবে তাহে কহি সবাস্থান।।
গঙ্গে দেবী লোকমাতা বিঘ্নবিনাশিনী।
নমস্কার করি তোমা জগত-জননী।।
শুভ যাত্রা করিতেছি তোমা দরশনে।
কর মাতা অনুমতি নমামি চরণে।।
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করি তার পর।
গঙ্গাযাত্রা করিবেক সেই সাধুনর।।
বিল্ববৃক্ষে প্রণমিয়া নমি তুলসীরে।
বিল্বপত্র দ্রাণ করি অতি ভক্তিভরে।।
গঙ্গাযাত্রা তারপর করিবে সুজন।
এই'ত আছয়ে বিধি ওহে ঋষিগণ।।
কিবা পথে কিবা গৃহে কিবা রাত্রি দিনে।
শয়নে ভোজনে কিম্বা দ্রব্য আদি দানে।।
গঙ্গা গঙ্গা নিরন্তর করিবে স্মরণ।
করতলে সিদ্ধি তার ওহে ঋষিগণ।।
গঙ্গাযাত্রা করি নর যদি পথে মরে।
গঙ্গা মৃত্যু ফল পায় জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গা হেতু দরশন যত দেবগণ।
পরস্পর করে সবে কলহ ঘটন।।

আমি অগ্রে আমি অগ্রে যাইব গঙ্গায়।
করে সবে এইরূপ স্পর্দ্ধায় স্পর্দ্ধায়।।
যাত্রা হেতু গঙ্গাস্নান করয়ে যখন।
যত পাপ বিদ্যমান দেহেতে তখন।।
বিকল হইয়া সব হয়ে যায় ক্ষয়।
বিঘ্নরাশি তার পাশে কভু নাহি রয়।।
গঙ্গার সলিল বায়ু লাগিলে শরীরে।
মহাপাপে মুক্ত হয় জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গাবায়ু দেহে লগ্ন হইবে যখন।
সেইকালে এই স্তব করিবে পঠন।।
গঙ্গাজলে যেই দেব মহতুষ্টি পান।
সর্ব্বদেবেশ্বর তিনি কেশব আখ্যান।।
আপনার মহিমাতে তার অবস্থিতি।
অপ্রমেয় অজ্ঞ যিনি সবাকার গতি।।
শোক মোহ কভু নাহি জানে সেইজন।
সনাতন সেই বিষ্ণু ওহে ঋষিগণ।।
স্মরণ করিবে তাঁরে সতত অন্তরে।
তিনি ভিন্ন নাহি কিছু সংসার ভিতরে।।
সদানন্দ হন যিনি সংসার মাঝার।
ধর্ম্মাধর্ম্মসমন্বিত দয়ার আধার।।
ব্যোমদেহরূপী যেই বিষ্ণু সনাতন।
তাঁহারে হৃদয় মাঝে করিবে স্মরণ।।
নিয়ত করেন যিনি অভয় প্রদান।
সত্যরূপী সেইজন যিনি সর্ব্বস্থান।।
সনাতন সেই দেব বিষ্ণু নারায়ণ।
সতত তাঁহারে হৃদে করিবে ধারণ।।
স্বরূপ অমৃত যিনি সাধনের ধন।
মনীষা সমূহ যাঁরে করেন দর্শন।।
জ্ঞেয়াখ্যা পরম আত্মা যিনি সনাতন।
অন্তর মাঝে তাঁহার করিবে স্মরণ।।
মহাতপা ব্যাস আদি তাপস নিকর।
যাঁহার উপরে সদা রাখেন অন্তর।।
ভাবপুষ্পে পূজা যার করেন সাধন।
সেই বিষ্ণুদেব সদা করিবে স্মরণ।।

গঙ্গাবায়ু দেহ লগ্ন হইবে যখন।
সেইকালে এই স্তব করিবে পঠন।।
মহাপুণ্যপ্রদ স্তব ওহে ঋষিগণ।
ইহার প্রসাদে হর্ষ পায় যোগীগণ।।
ভক্তিভরে এই স্তব যেই জন পড়ে।
বিষ্ণুতুল্য হয় সেই জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গারে দেখিয়া পরে হরিষ হৃদয়ে।
ভক্তিভরে প্রণমিবে দন্ডবৎ হয়ে।।
জগন্মাতা গঙ্গাদেবী বিশ্বের জননী।
মহা মহাপুণ্যা শিবশীর্ষ নিবাসিনী।।
জনম সফল মম করহ সুন্দরী।
তোমার চরণে মাতঃ প্রণিপাত করি।।
পাঠ করি এই মন্ত্র একান্ত অন্তরে।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম পরে করিবে সাদরে।।
তারপর গঙ্গাজল করিবে স্পর্শন।
এই মন্ত্রস্পর্শকালে পড়িবে তখন।।
তোমারে স্মরণ গঙ্গে করিগো অন্তরে।
মহেশ্বরী তুমি দেবী পরশি তোমারে।।
বিষ্ণুদেহ দ্রবাকারা তুমি গো জননী।
প্রসীদ প্রসীদ দেবী পতিত পাবনী।।
ভক্তিভরে এই মন্ত্র করি উচ্চারণ।
সনাতনী জাহ্নবীরে করিবে স্পর্শন।।
দ্বিবাসা হইয়া পড়ে করিবেক স্নান।
প্রিয়সিদ্ধি হবে তাতে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
মানব শরীর ধরি অবনী মাঝারে।
যেই জন স্নান করে জাহ্নবীর নীরে।।
পুনঃ নাহি আসে সেই ভব কারাগার।
বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের বিচার।।
গঙ্গাজলে না করিবে তীর্থ আবাহন।
সর্ব্বতীর্থ যাঁর দেহে রয়েছে স্থাপন।।
সংকল্প ব্যতীত স্নান যদি কেহ করে।
তথাপি সে জন যায় বৈকুণ্ঠ নগরে।।
তাঁর দেহে কিছু মাত্র পাপ নাহি রয়।
দেবগণ পিতৃগণ সদা তুষ্ট হয়।।

স্নান করি যথা বিধি জাহ্নবীর নীরে।
তর্পণ করিবে পরে বিধি অনুসারে।।
অন্য চিন্তা হৃদি হতে দিয়া বিসর্জ্জন।
ইষ্টদেব নিরন্তর করিবে স্মরণ।।
গঙ্গাতীরে তিনরাত্রি যেইজন রয়।
তাহার মুকতি জান হাতে হাতে হয়।।
মুহূর্ত্ত যদ্যপি রহে জাহ্নবীর নীরে।
জানিবে সার্থক সেই মুহূর্ত্ত অন্তরে।।
স্নান করি গৃহে পুনঃ যাইবে যখন।
প্রার্থনা করিবে পুনঃ করিতে দর্শন।।
যদি পরিত্যাগ করে জনক জননী।
ভার্য্যা পুত্রধন আর অথবা ভগিনী।।
তেমন দুঃখ তথাপি কভু নাহি হয়।
গঙ্গার বিয়োগ দুঃখ যেই রূপ রয়।।
জাহ্নবীর যেই দেশে নাহি অধিষ্ঠান।
সেই দেশে কভু নাহি যাবে মতিমান।।
একপদে অবস্থান করি যেই জন।
অযুত বৎসর তপ করে আচরণ।।
যেই পুণ্য হয় তার সেই তপফলে।
যদি রহে দণ্ডমাত্র জাহ্নবীর জলে।।
সেই পুণ্য হয় তার নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
গঙ্গার তীরে যাবত করে অবস্থান।
পিতৃগণ ততক্ষণ মহাতুষ্টি পান।।
তাবত দেবতাগণ সেই জনোপরে।
পরম সন্তুষ্ট রহে জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গাতীরে যতক্ষণ রবে সাধুজন।
ব্রহ্মচর্য্য ততক্ষণ করিবে সাধন।।
ততক্ষণ পর অণু কভু নাহি খাবে।
পরনিন্দা কভু নাহি বদনে আনিবে।।
পরনিন্দা করে গঙ্গাতীরে যেইজন।
মহাক্রুদ্ধ হন তার প্রতি নারায়ণ।।
গৃহীজন স্নান হেতু আসি গঙ্গাতীরে।
তণ্ডুলে সুবর্ণ আর বস্ত্র আদি করে।।
এই সব দ্রব্য নাহি করিবে গ্রহণ।
লইলে ফলের হানি শাস্ত্রের বচন।।
যেইজন গঙ্গাতীরে করি নিবসতি।
গঙ্গাস্নান নাহি করে করিয়া ভকতি।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিগণ।।
নিবসতি যারা করে জাহ্নবীর তীরে।
ভকতি করিয়া তারা আপন অন্তরে।।
প্রভাত মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যার সময়ে।
তিনবার দেখিবেক প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
নিবসতি গঙ্গাতীরে করে যেই জন।
স্নান না করিয়া করে দূরেতে গমন।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি সেই জনে ঘেরে।
সেজন অন্তিমে যায় নরক মাঝারে।।
যেইজন গঙ্গাতীরে করে অবস্থান।
ভক্তি করি প্রতিদিন করে গঙ্গাস্নান।।
অর্চ্চনা করে তাহার যেই সাধুজন।
অশ্বমেধ ফল তার হয় উপার্জ্জন।।
গঙ্গাহীন দেশে বাস যেই জন করে।
গঙ্গার আশ্রয়ে নাহি থাকে ভক্তি ভরে।।
বিধাতা কর্ত্তৃক হয় বঞ্চিত সে জন।
মহাপাপী হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
গ্রাম জনপদ শৈল অথবা আশ্রম।
গঙ্গাদেবী যে স্থলেতে হয়েছে বহন।।
পরম পবিত্র ক্ষেত্র সেই স্থান হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়।।
দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম ধরিয়া সংসারে।
গঙ্গা আরাধনা নাহি যেইজন করে।।
বিফল জনম তার বিফল জীবন।
অন্তিমে সে জন করে নরক গমন।।
মহা মহাপুণ্য যারা করে উপার্জ্জন।
দেবলোকে সদামান্য সেই সবজন।।
তাহারা একান্ত মনে অতিভক্তি ভরে।
গঙ্গার প্রকৃত মূর্ত্তি দরশন করে।।

অন্য জল সমজ্ঞান জাহ্নবীর নীরে।
বিবেচনা করে যেই আপন অন্তরে।।
মগ্ন হয় মহাপাপে সেইসব জন।
অন্তিমে তাহারা করে নরকে গমন।।
গঙ্গাহীন দেশ ত্যাগ করি যেই নর।
সগঙ্গা দেশেতে বাস করে নিরন্তর।।
মহাবুদ্ধিমান সেই নাহিক সংশয়।
দেবগণ পূজ্য সেই ওহে ঋষিচয়।।
আছে যার গঙ্গা তীরে পৈতৃক বসতি।
সেই সাধু শিবতুল্য সেই মহামতি।।
মনুষ্যের চর্ম্মমাত্র তাহার শরীরে।
মহেশ্বর সম তারে জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করে যেইজন।
তাহার করেতে কন্যা করিলে অর্পণ।।
গয়াশ্রাদ্ধ ফল পায় সেই সাধুনর।
সদাতুষ্ট পিতৃগণ তাহার উপর।।
নিবসতি গঙ্গাতীরে যেইজন করে।
ভূমিদান করে যেই সে জনের করে।।
চতুর্দ্দশ ইন্দ্র রহে যাবত ধরায়।
স্বর্গরাজ্য ততদিন সেই জন পায়।।
অবস্থান করে গঙ্গাতীরে যেইজন।
অপরাধ করে সেই যদ্যপি কখন।।
প্রহার কিম্বা তাড়না করিলে তাহারে।
রুষ্ট হন দেবগণ তাহার উপরে।।
বিমুখ তাহার পরে পিতৃগণ হন।
জন্ম জন্ম মহাপাপী সেই দুরজন।।
সেই জনে গঙ্গাদেবী পরিত্যাগ করে।
সেই জন যায় অন্তে নরক ভিতরে।।
গঙ্গাতীরে বাস করে যেই সাধুনর।
সূর্য্যতুল্য তারে ভাবে যেই নরবর।।
বিমল অন্তর তার নাহিক সংশয়।
তাহারে দেখিতে বাঞ্ছে দেবতা নিচয়।।
যারা নিবসতি করে জাহ্নবীর তীরে।
গঙ্গা লোক বলি সবে ডাকিল সাদরে।।
তার প্রতি গঙ্গাদেবী পরিতুষ্ট হন।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিগণ।।
কুবুদ্ধি কুমতি যারা এ ভব সংসারে।
মনুষ্য বলিয়া ভাবে গঙ্গাবাসী নরে।।
তাহারা অন্তিমে যায় নরক মাঝার।
মহা কষ্ট পেয়ে তারা করে হাহাকার।।
মনুষ্য রূপেতে রাজে যত দেবগণ।
নিবসতি গঙ্গাতীরে করে সর্ব্বক্ষণ।।
অতএব তাহাদিগে একান্ত অন্তরে।
সম্মান করিবে সদা অতি ভক্তিভরে।।
তাহাদের অপমান করে যেইজন।
মঙ্গল তাহার নাহি হয় কদাচন।।
গঙ্গার উভয়তীরে শিবের আদেশে।
অসংখ্য পিশাচ সদা সানন্দে নিবসে।।
বায়ুরূপে রহে তারা সদা সর্ব্বক্ষণ।
যে যে কাজ করে তারা করহ শ্রবণ।।
গঙ্গাতীরে যারা যারা পাপকর্ম্ম করে।
বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে অভক্তি অন্তরে।।
শ্লেষ নখ কেশ আদি করে নিক্ষেপণ।
শাস্তি দেয় তাহাদের পিশাচের গণ।।
মিথ্যাবাদী ভবধামে যেই সব নর।
গুরুসেবা পরাঙ্মুখ যাহার অন্তর।।
দুষ্টবুদ্ধি দুরমতি যেইজন হয়।
বৃথা হিংসা করে যারা কপট হৃদয়।।
বিশ্বাস ঘাতক হয় যেই যেই জন।
তাহাদের শাস্তি দেয় পিশাচের গণ।।
এইসব পাপীগণ অন্তিম সময়ে।
গঙ্গাতীরে আসে যবে অজ্ঞান হইয়ে।।
উহাদিগে ধরি সেই পিশাচের গণ।
মহাবেগে শূন্যমার্গে করে নিক্ষেপণ।।
গগন মণ্ডলে তারা ত্যজি কলেবর।
দূরগতি লাভ করে নরক ভিতর।।
দেখিতে না পায় কিন্তু যত পাপীগণ।
দিব্যচক্ষু যারা তারা করে দরশন।।

পিশাচেরা যাহাদিকে ধরিয়া সবলে।
মহারোষে ফেলি দেয় গগন মণ্ডলে।।
যে রূপে তাহারা ত্যজে আপন জীবন।
সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
মলমূত্র ত্যাগ করি ভূরি পরিমাণে।
বহুদিন ঘুরি ক্রমে গগনে গগনে।।
হতজ্ঞান হয়ে হয় ঘূর্ণিত লোচন।
ঘন ঘন উদ্ধর্শ্বাস করে বিসর্জ্জন।।
ইন্দ্রিয় বিলোপ পায় জানিবে সবার।
কৃষ্ণবর্ণ কলেবর ভীষণ আকার।।
এইরূপে কষ্ট পেয়ে দুর্জ্জন নিকর।
ত্যাগ করে তার পর নিজ কলেবর।।
শিবের কিঙ্কর বহু রহে গঙ্গাতীরে।
শ্রীগঙ্গাভৈরব নাম সেই সব ধরে।।
গঙ্গারক্ষা করে তারা করিয়া যতন।
নানারূপ ধরি তারা করে বিচরণ।।
যে কাজ করয়ে তারা শুনহ সকলে।
নিরন্তর রহে তারা জাহ্নবীর কোলে।।
অদত্ত কুসুম আদি যাহা যাহা পায়।
স্পর্শ করি গঙ্গাজল লইয়া তাহায়।।
জাহ্নবীরে তাহা দ্বারা করয়ে পূজন।
শিব বিষ্ণু সকলেরে করয়ে অর্চ্চন।।
আর যাহা করে তাহা শুন ভক্তি করি।
স্নানান্তে বসন হতে পড়ে যেই বারি।।
মস্তক উপরি তারা করয়ে ধারণ।
উহা পাছে গঙ্গাজলে হয় নিপতন।।
মাৎসর্য্য সতত আছে যাহার অন্তরে।
সেই জন দুষ্টবুদ্ধি অবনী মাঝারে।।
পরের অনিষ্ট সদা করে যেই জন।
কপট অন্তর যার ওহে ঋষিগণ।।
শ্রীগঙ্গাভৈরবগণ সেই সব জনে।
রহিতে না দেয় কভু জাহ্নবী সদনে।।
এহেতু মাৎসর্য্য সদা করিবে বর্জ্জন।
হিংসা দ্বেষ না করিবে কাহারে কখন।।

পরের অনিষ্ট চিন্তা যেই নাহি করে।
কপটতা নাহি যার হৃদয় মাঝারে।।
দেবভক্তি সদা করে যেই সাধুজন।
পিতৃগণ উদ্দেশ্যেতে করয়ে তর্পণ।।
অতিথি সেবায় যাঁর হরিষ অন্তর।
বাস করে গঙ্গাতীরে সেই সব নর।।
তাহারাই দেহত্যাগ করে গঙ্গাতীরে।
অন্তিমে তাহারা যায় বৈকুণ্ঠ নগরে।।
নতুবা কপট বুদ্ধি দুষ্ট দুরজন।
তাহার ভাগ্যেতে নাহি গঙ্গায় মরণ।।
বহুভাগ্যে মরে জীব জাহ্নবীর নীরে।
বহুভাগ্যে অন্তকালে গঙ্গারে নেহারে।।
ভাগ্যফলে গঙ্গামৃত্যু লভে সাধুজন।
শিবের আদেশ ইহা ওহে ঋষিগণ।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
সনত কুমারে কহে করি সম্বোধন।।
কহ কহ বিধিসুত করিয়া করুণা।
করিয়া বর্ণনা সব পুরাও কামনা।।
গঙ্গায় মরিলে বল কিবা ফল হয়।
কিরূপেতে গঙ্গামৃত্যু পায় নরচয়।।
তাহার প্রমাণ কথা করেছে দর্শন।
এই সব বিবরিয়া কহ মহাত্মন।।
এতেক বচন শুনি বিধিসুত কয়।
বলিতেছি শুন শুন ওহে ঋষিচয়।।
কোটি কোটি জন্মে পাপ যেই নাহি করে।
গঙ্গামৃত্যু হয় তার জানিবে অন্তরে।।
প্রবাহ অবধি করি হস্ত চতুষ্টয়।
ইহার মধ্যেতে মৃত্যু যদি কভু হয়।।
পুনঃ নাহি আসি এই ভব কারাগারে।
নির্ব্বাণ মুকতি পায় হরিষ অন্তরে।।
যেই জন্মে গঙ্গামৃত্যু লভে দেহীজন।
সেই জন্মকৃত পাপ হয় বিনাশন।।
কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য সেইজন পায়।
সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবায়।।

জন্মের সহিতে জন্ম দেহের মরণ।
জনমি গঙ্গায় মরে সেই সাধুজন।।
জীবন সহিতে নাশ জনমের হয়।
ভবের বন্ধন তার হয়ে যায় ক্ষয়।।
শতশত মন্দকার্য্য করি যেইজন।
অন্তিমে জাহ্নবী জলে ত্যজয় জীবন।।
সেইক্ষণে পাপরাশি বিনাশে তাহার।
কোটি জন্ম পুণ্যরাশি হয় সে তাহার।।
সেই পুণ্য সেই নর করিয়া আশ্রয়।
দিব্য রথে চড়িক্রমে উর্দ্ধগামী হয়।।
যদ্যপি গঙ্গায় মরে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে।
গঙ্গামৃত্যু ফল পায় শিবের বচনে।।
কিবা পশু কিবা নর কিবা পক্ষীগণ।
কীট পতঙ্গাদি করি ওহে ঋষিগণ।।
যেই কেহ দেহ ত্যজে জাহ্নবীর নীরে।
মুকতি লভিয়া যায় অমরনগরে।।
মিথ্যাবাদী দুষ্ট হয় যেই দুরজন।
গুরুসেবা পরাঙ্মুখ যাহাদের মন।।
বৃথা হিংসা করে যারা জীবের উপরে।
বিশ্বাসঘাতক যারা এ ভব সংসারে।।
কপট হৃদয় যারা ওহে ঋষিগণ।
মরণ কালেতে তারা হয় অচেতন।।
জাহ্নবী দর্শন নাহি তাদের ভাগ্যেতে।
পাপ হেতু যায় তারা নিরয় মাঝেতে।।
পিশাচেরা তাহাদিগে করিয়া ধারণ।
শূন্যমার্গে ফেলি দেয় ওহে ঋষিগণ।।
গগনেতে ত্যজে তারা নিজ কলেবর।
দূর্গতি লভয়ে গিয়া নরক ভিতর।।
কষ্টপায় বহুকাল থাকিয়া তথায়।
তারপর জন্মে গিয়া পুনশ্চ ধরায়।।
সেই জন্মে যদি লভে গঙ্গায় মরণ।
তবে ত তাদের পাপ হয় বিমোচন।।
পশুপক্ষী কীট আদি গঙ্গায় মরিলে।
যায় চলি স্বর্গধামে সেই পুণ্যফলে।।

তাদের উপরে নাহি যম অধিকার।
দেবতা সহিতে তারা করয়ে বিহার।।
দিব্য রথে চড়ি তারা করয়ে গমন।
অমর রমণী সব করয়ে ব্যজন।।
দেবগণ তার গুণ নিরন্তর গায়।
পাপরাশি তার নামে দুরেতে পলায়।।
পুনঃ নাহি জন্মে তারা মানব আগারে।
নিরন্তর রহি সুখে অমর নগরে।।
নিরন্তর হৃদি যার সন্তোষেতে রয়।
পর উপকার হেতু ব্যাকুল হৃদয়।।
একান্ত অন্তরে ভজে দেব পিতৃগণে।
অতিথি সৎকার করে অতীব যতনে।।
গুরুসহ দেবে নাহি করে ভেদজ্ঞান।
মন্ত্র সহ ব্রহ্মে যার বিচার সমান।।
সে জন অন্তিমে লভে গঙ্গায় মরণ।
ঋষিগণ ঘুচি যায় ভবের বন্ধন।।
সত্য বিনা মিথ্যা নাহি যেইজন জানে।
সত্য মিত্র সত্যগতি ভাবে যেই মনে।।
প্রবঞ্চনা নাহি যার অন্তর মাঝার।
গঙ্গায় মরণ হয় জানিবে তাহার।।
ইতিহাস বলি এক শুন ঋষিগণ।
বুঝিবে কি ফল হয় গঙ্গায় মরণ।
প্রয়াগ নামেতে তীর্থ সর্ব্ব জনে জানে।।
মোক্ষ হেতু নরগণ যায় সেই স্থানে।
ত্রিবেণী পরম তীর্থ বিরাজে তথায়।
কত সিদ্ধ সাধ্য রহে বসিয়া তথায়।।
বায়ুরূপে দেবগণ অবস্থান করে।
দেবর্ষিগণেরা সবে রহে শূন্যভরে।।
জাহ্নবী যমুনা আর দেবী সরস্বতী।।
একত্রেতে তিন নদী করে অবস্থিতি।।
ত্রিবেণী সমান তীর্থ নাহিক ধরায়।
তথায় মরিলে ভব বন্ধন-খণ্ডায়।।
যমুনা-সলিল মিশে জাহ্নবী-সলিলে।
কিবা শোভা মন মোহে নয়নে হেরিলে।।

সরস্বতী গুপ্তভাবে করে অবস্থান।
নাহিক ইহার সম তীর্থ কোন স্থান।।
এই স্থানে করে সবে মস্তক মুণ্ডন।
যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া করয়ে সাধন।।
দক্ষিণা প্রদান করে ব্রাহ্মণের করে।
ভোজন করায় বিপ্রে অতীব সাদরে।।
নাহি যায় হেন তীর্থে সেই অভাজন।
বিফল জনম তার বিফল জীবন।।
কল কল রবে গঙ্গা বহে সুরধনী।
যমুনা মিলেছে সঙ্গে শমন-ভগিনী।।
যমুনার কাল জল জাহ্নবীর নীরে।
তরঙ্গে তরঙ্গে পড়ে জল বিশ্বপরে।।
শ্বেত জলে কৃষ্ণজল হইয়া পতন।
কিবা শোভা ধরে হায় মোহে জনগণ।।
জাহ্নবীর শ্বেতজল যমুনার নীরে।
পড়ি কিবা শোভা ধরে জন মন হরে।।
যেইজন হেন তীর্থ না করে দর্শন।
বিফল জন্ম তার বিফল জীবন।।
সেই স্থানে এক দস্যু করিত বসতি।
বিরাধ তাহার নাম অতি দুরমতি।।
নিরন্তর পরদ্রব্য করিত লুণ্ঠন।
পরগৃহে পশি রাত্রে করিত হরণ।।
ভ্রমিত-সতত দুষ্ট প্রান্তরে প্রান্তরে।
কখন থাকিত গিয়া বনের মাঝারে।।
একাকী পথিক যদি হতো দরশন।
তখনি তাহারে দুষ্ট করিত নিধন।।
ব্রহ্ম হত্যা নারী হত্যা ভ্রূণহত্যা আর।
কিছুতে না হতো তার বিকার সঞ্চার।।
কুকর্ম্মে কখন নাহি জনমিত ভয়।
পরকালে না ভাবিত তাহার হৃদয়।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম না জানিত জগত মাঝারে।
কেবল ভ্রমিত সদা উদরের তরে।।
দস্যুবৃত্তি করি যাহা হতো উপার্জ্জন।
কুলটা পদেতে তাহা করিত অর্পণ।।
কুলটা লইয়া সদা করিত বিহার।
কুলটা তাহার জ্ঞান জগতের সার।।
কুলটার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দুর্ম্মতি।
কদাচার করে কত নাহি তার স্থিতি।।
মত্ত হয়ে সুরাপানে করিত ভ্রমণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার লোহিত নয়ন।।
দস্যু কর্ম্মে অর্থ নাহি যে দিন হইত।
বনমাঝে সেদিন গমন করিত।।
পশুপক্ষী আদি করি করিত নিধন।
বাজারে মাংসাদি লয়ে করিত গমন।।
মাংস চর্ম্ম আদি বিক্রি করিয়া তথায়।
অর্থলয়ে বেশ্যাগৃহে যাইত ত্বরায়।।
আম্বোদর সেই অর্থ করিত পূরণ।
এইরূপে কালকাটে সেই দুরজন।।
ঋষিগণ শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন।
গঙ্গাতীরে একদিন করিল গমন।।
গঙ্গাতীরে ছিল এক সুন্দর উদ্যান।
সেইস্থানে দুরমতি করিল প্রস্থান।।
মনে মনে অভিলাষ পশিল কাননে।
ফলমূল আনি চুরি করিবে যতনে।।
মনে মনে এই স্থির করি দুরজন।
সেই স্থানে রাত্রিযোগে করিল গমন।।
ধীরে ধীরে বাগানেতে করিয়া প্রবেশ।
উত্তম উত্তম ফল করয়ে উদ্দেশ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় জাহ্নবীর কুলে।
দেখে এক আম্রবৃক্ষ শোভে বহুফলে।।
তরুবর অবনত হয়ে ফলভারে।
পরশিছে যেন গিয়া জাহ্নবীর নীরে।।
তাহা দেখি দুর্ম্মতির প্রফুল্ল নয়ন।
ব্যস্ত হয়ে বৃক্ষোপরি করে আরোহন।।
অসংখ্য অসংখ্য ফল পাড়িয়া যতনে।
সাবধানে রাখে দুষ্ট আপন বসনে।।
কত আশা মনে মনে করে দুরমতি।
বাজারে লইয়া আম্র যাবে দ্রুতগতি।।

বহু অর্থ হবে তাহে নাহিক সংশয়।
আমোদ প্রমোদ হবে দিন কতিপয়।।
এত চিন্তি বাছি বাছি পড়িতে লাগিল।
এদিকে রক্ষক যেই জাগরিত হইল।।
বৃক্ষের মর্ম্মর শব্দ করিয়া শ্রবণ।
সন্দেহ করিল কেহ করিছে হরণ।।
আলোক লইয়া যেই দ্রুতগতি যায়।
দুর্ম্মতি ঠেকিল এবে ঘোরতর দায়।।
কি করে উপায় নাহি করি দরশন।
বৃক্ষ হতে নামিবার উদ্যত তখন।।
তাড়াতাড়ি নীম্নে আসি পলাইবে দূরে।
দুরমতি মনে মনে অভিলাষ করে।।
অপূর্ব্ব বিধির খেলা কর দরশন।
বৃক্ষ হতে দুষ্ট দস্যু নামিবে যেমন।।
শুষ্কডালে পদ দিলা নিশা অন্ধকারে।
অমনি পড়িল গিয়া জাহ্নবীর নীড়ে।।
যেমন গঙ্গার জলে হৈল নিপতন।
অমনি জীবন দস্যু করে বিসর্জ্জন।।
যমদূত দ্রুতগতি আসিল ত্বরায়।
দস্যুরে লইয়া যাবে এই বাসনায়।।
হস্তপদ ক্রমে তার করিল বন্ধন।
উদ্‌যোগ করয়ে ক্রমে করিতে গমন।।
অকস্মাৎ একজন আসিল তথায়।
জটাজুট শোভে শিরে ভীমতর কায়।।
রক্তবর্ণ আঁখি তাঁর ঘন ঘন ঘুরে।
ত্রিশুল শোভিছে এক সুলম্বিত করে।।
দ্রুতগতি আসে সেই করে নিবারণ।
বেন্ধোনা বেন্ধোনা কভু না কর বন্ধন।।
কে তোমার কেন বল বান্ধিছ ইহায়।
কি দোষ ইহার শীঘ্র বলহ আমায়।।
এতেক বচন শুনি যমদূত দ্বয়।
কহিল শুনহ বলি ওহে মহোদয়।।
যমের কিঙ্কর হই মোরা দুইজন।
মৃত জনে লয়ে যাই শমন ভবন।।
এ কাজে নিযুক্ত আছি যমের আদেশে।
এই দুষ্টে লয়ে যাব প্রভুর সকাশে।।
বেঁচে ছিল যতদিন এই দুরজন।
নিরন্তর মন্দক্রিয়া করেছে সাধন।।
করিয়াছ দস্যুবৃত্তি প্রফুল্ল অন্তরে।
বারেক নাহিক দুষ্ট চাহে ধর্ম্মোপরে।।
তাহার উচিত ফল লভিবে নিশ্চয়।
এই হেতু লয়ে যাব শমন আলয়।।
ইহার সমান পাপী না দেখি ভুবনে।
পাইবে কত যে শাস্তি শমন-সদনে।।
তুমি কেবা মহাশয় দেহ পরিচয়।
নিবারণ কর কেন ওহে মহোদয়।।
এত শুনি সেই বীর কহে ধীরে ধীরে।
সাবধান সাবধান বলি দোঁহাকারে।।
পুনশ্চ যদ্যপি কর ইহার বন্ধন।
সমুচিত ফল পাবে কহিনু বচন।।
শ্রীগঙ্গাভৈরব হয় আমার আখ্যান।
শিবের কিঙ্কর আমি মহাবলবান।।
শিবের আদেশে আমি লইব ইহারে।
ইহারে লইয়া যাব শিবের গোচরে।।
ইহার শরীরে পাপ কিছু মাত্র নাই।
তাহার কারণ শুন বলি দোঁহা ঠাঁই।।
জাহ্নবী পবিত্র জলে হয়েছে মরণ।
বিমানে চড়িয়া যাবে কৈলাস ভবন।।
ইথে যদি বাধা দোঁহে করহ প্রদান।
এখনি নাশিব জান দোঁহাকার প্রাণ।।
এই যে রয়েছে শূল ভয়ঙ্কর করে।
ইহাতে বধিব প্রাণ জানিবে অন্তরে।।
জীবনে বাসনা যদি কর দুইজন।
প্রভুপাশে অবিলম্বে করহ গমন।।
আমার বচন গিয়া বলহ তাঁহারে।
বিলম্বে নাহিক কাজ যাহ শীঘ্র করে।।
ওই দেখ চড়ি যাবে এই সাধু মতি।
পলায়ন পর দোঁহে অতি দ্রুতগতি।।

এত বলি শিবদাস ছাড়য়ে হুঙ্কার।
হুঙ্কারেতে কাঁপে হৃদি দূত দোঁহাকার।।
দস্যুরে ছাড়িয়া দোঁহে ত্রাসিত অন্তরে।
দ্রুতগতি চলে গেল শমন-গোচরে।।
এদিকে বিমান আসি উপনীত হয়।
দিব্য নারীগণ তাহে ওহে ঋষিচয়।।
সেই রথে দুষ্ট দস্যু করি আরোহন।
কৈলাসেতে মনসুখে করিল গমন।।
ব্যজন করিতে থাকে দিব্যনারী তারে।
উপনীত ক্রমে গিয়া কৈলাস নগরে।।
তথা গিয়া হৈল দস্যু শিবের কিঙ্কর।
শিবরূপী হয়ে রহে কৈলাস নগর।।
গঙ্গার মাহাত্ম্য এই করিলে শ্রবণ।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।।
চিরদিন মহাপাপ করি তারপরে।
গঙ্গায় মরিয়া গেল কৈলাস নগরে।।
পরম আশ্চর্য্য বল কিবা আছে আর।
ধরণী মাঝারে গঙ্গা সার হতে সার।।
অতএব ঋষিগণ শুনহ বচন।
গঙ্গারে হৃদয় মাঝে করহ স্মরণ।।
পূরিবে মনের বাঞ্ছা নাহিক সংশয়।
ভববন্ধ দূরে যাবে জানিবে নিশ্চয়।।

অযোধ্যা, অবন্তী, মায়া, কাঞ্চী, কাশী ও মথুরার মাহাত্ম্য ও জাহ্নবী তীরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনৎ কুমারে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সুমধুর স্বরে।।
কহিলে কি কথা ওহে বিধির কুমার।
শুনিয়া পাইনু হৃদে আনন্দ অপার।।
জিজ্ঞাসী এমন যাহা ওহে মহোদয়।
কৃপাকরি সেই সব দেহ পরিচয়।।
কি কাজ কর্ত্তব্য বলি বিদিত গঙ্গায়।
কি কাজ নিষিদ্ধ তথা কহ সবাকায়।।
কি কাজ করিলে তথা মহাফল হয়।
কি কাজ করিলে হয় পাপের উদয়।।
বিবরিয়া এই সব কহ মহাত্মন্।
শুনিতে কৌতুকী বড় হইতেছে মন।।
এত শুনি মিষ্ট হাসি বিধির তনয়।
মধুর বচনে কহে শুন ঋষিচয়।।
কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য যাহা গঙ্গায় বিহিত।
সেই সব যথাযথ হইলে বিদিত।।
গঙ্গাস্নান ফল হয় ওহে ঋষিগণ।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন।।
বাহির হইল গঙ্গা হিমালয় হতে।
নানা দেশ দিয়া ক্রমে পড়ে সাগরেতে।।
যেই যেই দেশ দিয়া করেন গমন।
মহাপুণ্যতম উহা ওহে ঋষিগণ।।
অযোধ্যা মথুরা মায়া অবন্তী নগরী।
কাশী কাঞ্চী ছয় আর দ্বারাবতী পুরী।।
এই সপ্ত পুরী যাহা সংসার মাঝারে।
মোক্ষ প্রদায়িনী সব জানিবে অন্তরে।।
ইহার সমান পুরী নাহি কোথা আর।
পরম মঙ্গল তাহা সংসার মাঝার।।
অযোধ্যা রামের পুরী জানে সর্ব্বজন।
মথুরা কৃষ্ণের স্থান বিদিত ভুবন।।
মনোহর মায়া পুরী অবনী মাঝারে।
কামাখ্যা যাহার নাম জানে সর্ব্বনরে।।
বারাণসী শিবপুরী মুক্তি-প্রদায়িনী।
শিরকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী দুই কাঞ্চি জানি।।
অবন্তী নগর হয় অতি মনোরম।
সমুদ্র তীরেতে শোভে পুরুষ উত্তম।।
সাগর মাঝেতে কিবা শোভে দ্বারাবতী।
কৃষ্ণকৃতা পুরী সেই কর অবগতি।।

পৃথ্বী মধ্যে এই সব কভু গণ্য নয়।
এই সব স্বর্গধাম নাহিক সংশয়।।
রামের ধনুর আগে অযোধ্যানগরী।
সদা অধিষ্ঠিত আছে জানিবে বিচারী।।
মথুরা ধরেন কৃষ্ণ নিজ সুদর্শনে।
শিবলিঙ্গোপরি মায়া বিদিত ভুবনে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
নিরন্তর মায়াপুরী করেন পূজন।।
কামাখ্যা ইহারে কয় ওহে ঋষিচয়।
ইহার সমান স্থান বিশ্বে নাহি হয়।।
বারাণসী মহেশের ত্রিশুল উপরে।
সদা শোভা পায় কিবা জনমন হরে।।
হরিহরাত্মক হরপুরী কাঞ্চীদ্বয়।
মোক্ষদাত্রী এই দুই নাহিক সংশয়।।
বিষ্ণুকাঞ্চী ধরে হরি নিজ বাম করে।
শিবকাঞ্চী মহেশ্বর দক্ষ করে ধরে।।
অবন্তী নগরী দিব্য কেশবের স্থান।
হরির কমলোপরি করে অধিষ্ঠান।।
দ্বারাবতী রহে সদা পাঞ্চ জন্যোপরি।
মুক্তিদাত্রী এই সব জানিবে বিচারী।।
একত্রে গণিত হলে এই সব স্থান।
জনগণে তব মুক্তি করয়ে প্রদান।।
কিন্তু সুরধনী শোভে শিবশিরোপরে।
একা দেবী মুক্তিদাত্রী জগৎ সংসারে।।
উক্ত সপ্ত পুরী হতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ হয়।
বেদের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
মহাদেব এই হেতু প্রফুল্ল অন্তরে।
গঙ্গারে ধরেন নিজ মস্তকে উপরে।।
যেই যেই দেশ রহে গঙ্গার আশ্রয়ে।
পৃথ্বী মধ্যে নহে গণ্য জানিবে হৃদয়ে।।
গঙ্গার আশ্রয়ে রহে যেই যেই স্থান।
সেই সব মহেশের মস্তক সমান।।
গঙ্গাদেবী কোথা বহে দক্ষিণ বাহিনী।
পশ্চিম বাহিনী কোথা দেবী সুরধনী।।
উত্তর বাহিনী হয়ে বহে কোন স্থান।
দক্ষিণ দিকেতে কোথা হয় বহমান।।
দক্ষিণবাহিণী হতে দেবী সুরধনী।
শতগুণে পুণ্যতমা পূরববাহিনী।।
পূর্ব্ব হতে শতগুণে পশ্চিমে প্রধান।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিধান।।
পশ্চিমবাহিনী হতে সহস্রেক গুণে।
উত্তর বাহিনী শ্রেষ্ঠ জানিবেক মনে।।
গঙ্গা সমতীর্থ নাহি ওহে ঋষিগণ।
পরম দেবতা গঙ্গা বিদিত ভুবন।।
গঙ্গাদেবী বিশ্বমাঝে বসতির স্থান।
গঙ্গাই পরমা গতি সবার প্রধান।।
আকাশবাসিনী হন দেবীসুরধনী।
পবিত্রা জাহ্নবী দেবী শৈলেশবাসিনী।।
পৃথিবী বাসিনী গঙ্গা পাতালে নিবাস।
যথাগঙ্গা তথা শুভ জানিবে নির্য্যাস।।
বিরাজ করেন গঙ্গা যথায় যথায়।
নিরন্তর মহাশুভ তথায় তথায়।।
স্নান করে যেই জন জাহ্নবীর নীরে।
পবিত্র তাহার দেহ জানিবে অন্তরে।।
কিবা কীট পতঙ্গাদি পশুপক্ষীগণ।
যদি গঙ্গাজলে ত্যজে আপন জীবন।।
সেই দেহ ত্যজি সেই দিব্য দেহ পায়।
বিমানে চড়িয়া তারা স্বর্গপুরে যায়।।
তাহার প্রমাণ দেখ সাগর সন্তান।
জাহ্নবীর নীর স্পর্শি পায় পরিত্রাণ।।
তমোভাবে ছিল তারা পাতাল নগরে।
ব্রহ্মশাপে দূরগতি জানে সর্ব্বনরে।।
গঙ্গাজল স্পর্শি পরে পাইল উদ্ধার।
গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণে হেন সাধ্য কার।।
যোজন শতেক হতে গঙ্গা গঙ্গাস্বরে।
যেইজন ডাকে সদা আনন্দ অন্তরে।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সেই সাধুজন।
অন্তিমে সেজন করে বৈকুণ্ঠে গমন।।

আজন্ম পাতক করে যেই মূঢ়মতি।
মরিলে জাহ্নবী জলে লভয়ে মুকতি।।
গঙ্গারে করিবে রক্ষা অতীব যতনে।
তাহার কারণ বলি শুন সর্ব্বজনে।।
গঙ্গারে রক্ষণ নাহি করে যেইজন।
পরিত্রাণ নাহি সেই পায় কদাচন।।
অতএব গঙ্গা রক্ষা করিবে যতনে।
তাহা হলে মুক্তিলভে শাস্ত্রের বচনে।।
গঙ্গা হতে মুক্তিলভে বিদিত ভুবন।
গঙ্গাই পরমা গতি জানে সর্ব্ব জন।।
এতেক বচন শুনি ঋষিগণ কয়।
এক কথা শুন শুন বিধির তনয়।।
বলিলে গঙ্গারে রক্ষা করে যেই জন।
করে মুক্তিলাভ সেই শাস্ত্রের বচন।।
গঙ্গা গঙ্গা নাহি করে যেই মূঢ়মতি।
অন্তিমে যোজন লভে পরমা দুর্গতি।।
কদাচ নাহিক সেই পায় পরিত্রাণ।
এহেতু রক্ষিবে গঙ্গা ওহে মতিমান।।
তোমার মুখেতে ইহা করিনু শ্রবণ।
সন্দেহ হইল কিন্তু ওহে মহাত্মন।।
গঙ্গারে রক্ষিবে বল কেমন প্রকারে।
গঙ্গা রক্ষে বলে কারে কহ সবাকারে।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
মিষ্টভাষে কহে শুন ওহে ঋষিগণ।।
গঙ্গাতে কর্ত্তব্য যাহা করিলে সাধন।
গঙ্গা রক্ষা তারে কহে শাস্ত্রের বচন।।
নিষিদ্ধ গঙ্গাতে যাহা শাস্ত্রের বিচারে।
মূঢ়মতি যদি কেহ সেই কাজ করে।।
তাহা হলে গঙ্গা রক্ষা কভু নাহি হয়।
গঙ্গার রক্ষণ ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
বলিব এখন যাহা ওহে ঋষিগণ।
গঙ্গাতে কর্ত্তব্য যাহা করিবে সাধন।।
চারি হাত যত দুর প্রবাহ হইতে।
নারায়ণ স্বামী তার জানিবেক চিতে।।
অন্য কেহ নহে স্বামী জান কদাচন।
এই স্থানে দান নাহি লইবে কখন।।
কণ্ঠগত যদি প্রাণ হয় কোন কালে।
তথাপি না লবে দান শাস্ত্রে এই বলে।।
উপযুক্ত পাত্র যদি থাকে বিদ্যমান।
নারায়ণ ক্ষেত্রে কভু নাহি দিবে দান।।
প্রতিগ্রহ যদি কভু কেহ নাহি করে।
দানভাব হবে তবে বুঝ সর্ব্বনরে।।
যেই কার্য্যে হয় পর অনিষ্ট সাধন।
না করিবে গঙ্গাতীরে তাহা কদাচন।।
কোন দান গঙ্গাতীরে গ্রহণ করিলে।
জাহ্নবী বিক্রীতা হয় শাস্ত্রে হেন বলে।।
জাহ্নবী বিক্রীতা যদি হয় ঋষিগণ।
বিক্রীত হইবে তাহে দেব জনার্দ্দন।।
যদ্যপি বিক্রীত হয় দেব জনার্দ্দন।
তাহাতে বিক্রীত হয় এ তিন ভুবন।।
গঙ্গাতীরে মিথ্যা বাক্য কভু না বলিবে।
ভ্রমান্ধ হইয়া নাহি পরদান লবে।।
কভু নাহি গঙ্গাতীরে করিবেক দান।
শাস্ত্রেব বচন ইহা বেদের প্রমাণ।।
অপারমার্থিক বাক্য করিবে বর্জ্জন।
ক্রয়বিক্রয়াদি নাহি করিবে কখন।।
বসন ক্ষালন নাহি করিবে তথায়।
মার্জ্জন কখন নাহি করিবেক কায়।।
কটুবাক্য না করিবে কাহার উপরে।
অস্ত্রাঘাত না করিবে কোন জীবোপরে।।
পরের হৃদয়ে ক্লেশ যাহে যাহে হয়।
সেই কাজ না করিবে ওহে ঋষিচয়।।
পরদ্রব্য গঙ্গাতীরে করিয়া গ্রহণ।
না করিবে প্রভু কোন দেবতা পূজন।।
না করিবে কারো সহ শাস্ত্রের বিচার।
নাহি কভু গঙ্গাতীরে করিবে আহার।।
শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হয় যে সব বচন।
সেই বাক্য গঙ্গাতীরে করিবে বর্জ্জন।।

অন্যজন প্রশংসা না করিবে কখন।
এই বাক্য সত্য সত্য ওহে ঋষিগণ।।
স্থানস্থান বিবেচনা করিবে বর্জ্জন।
গঙ্গাতীরে বর্জ্জনীয় করিনু বর্ণন।।
যেই জন গঙ্গাতীরে করে নিবসতি।
উচিত তাহার যাহা কর অবগতি।।
গঙ্গাগর্ভে হতে জল তুলিয়া যতনে।
করিবে সকল কাজ শাস্ত্রের বিধানে।।
গঙ্গাতীরে অবস্থান করে যেই জন।
নাহি স্পর্শ অন্যজল করিবে কখন।।
গঙ্গাতীরে যেই জন করে অবস্থিতি।
অন্যজল যদি স্পর্শে সেই মূঢ়মতি।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন।
সে জন অন্তিমে করে নরক গমন।।
মহাতীর্থ গঙ্গাতীরে করিয়া গমন।
দেবপূজা পিতৃপূজা করিবে সাধন।।
মলমূত্র না ত্যজিবে জাহ্নবীর তীরে।
তেয়াগিলে যাবে সেই নরক মাঝারে।।
যেই দিক গঙ্গাদেবী করে অধিষ্ঠান।
সেই মুখে যেইজন করি অবস্থান।।
মলমূত্র আদি সব করে বিসর্জ্জন।
তাহার অদৃষ্টে শুদ্ধ নরকে গমন।।
গঙ্গার তীরের কাছে যেই দেশ রয়।
মহাপুণ্যভূমি সেই নাহিক সংশয়।।
দেবপূজা দীক্ষা জপ যতেক রকম।
যথাবিধি গঙ্গাতীরে করিবে সাধন।।
ক্ষেত্র মাঝে নারায়ণ করি অবস্থান।
করিলে এ সব কাজ যেই মতিমান।।
গঙ্গাতীরে যেই জন করিয়া গমন।
যতনে সাবিত্রী জপে করয়ে মনন।।
সেইজন শুক্ল বস্ত্র ধারণ করিবে।
নতুবা তাহার কাজ বিফলে যাইবে।
শ্রাদ্ধ ক্রিয়া গঙ্গাতীরে করিবে সাধন।
পিতৃগণে যথাবিধি করিবে তর্পণ।।

পর উপকার হয় যেই সে করমে।
এক মনে সেই কাজ করিবে যতনে।।
ইষ্টদেব মহাতুষ্ট যাহে যাহে হন।
সেই কাজ গঙ্গাতীরে করিবে সাধন।।
বৃষোৎসর্গ করিবারে যদি ইচ্ছা হয়।
করিবেক গঙ্গাতীরে শাস্ত্রের নির্ণয়।।
না করিবে দান হেতু পাত্র অন্বেষণ।
তিক্ত দ্রব্য ইচ্ছা নাহি করিবে কখন।।
স্তব পাঠ করিবেক অতীব সাদরে।
মৌনভাবে রবে সাধু একান্ত অন্তরে।।
জীবের সহিত নাহি আলাপ করিবে।
নারীজনোপরে নাহি নয়ন ফেলিবে।।
পরের কুকার্য্য যদি কর দরশন।
সেই দিকে পুনঃ নাহি ফেলিবে নয়ন।।
নয়ন মুদিয়া নিজ করম করিবে।
অপর দিকেতে কিম্বা চাহিয়া থাকিবে।।
তৃষ্ণা হলে গঙ্গা জল করিবেক পান।
ব্রহ্মরূপ সেইজলে করিবেক জ্ঞান।।
নারায়ণ ক্ষেত্র যাহা অতি পুণ্যতম।
এসব রকম তথা করিবে সাধন।।
গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ আদি যেইজন করে।
নাহি থাকে শোক মোহ তাহার অন্তরে।।
নাহি তারে রোগ আসি করে আক্রমণ।
বলিব কিবা অধিক ওহে ঋষিগণ।।
এতেক বচন শুনি ঋষিকুল কয়।
নিবেদন আছে এক ওহে মহোদয়।।
পিতৃশ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে করিব কেমনে।
তাহার বিধান বল আমা সবাস্থানে।।
জানিবারে এই সব নিরত বাসনা।
বর্ণনা করিয়া এবে পুরাও কামনা।।
এত শুনি কহে পুনঃ বিধির কুমার।
প্রশ্ন করিয়াছ যাহা সার হতে সার।।
করিবেক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান যেরূপে গঙ্গায়।
করিব বর্ণন তাহা শুনহ সবায়।।

করিবে গঙ্গাতে শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধানে।
তীর্থশ্রাদ্ধ কহে তারে শাস্ত্রের বচনে।।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট ইহাতেই হন।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিগণ।।
গমন করিয়া যেই জাহ্নবীর তীরে।
বৎসর যাবত শ্রাদ্ধ বিধানেতে করে।।
ফল পায় গয়াশ্রাদ্ধ সেই সাধুজন।
পিতৃঋণ হতে মুক্ত সেই সাধু হন।।
পিণ্ডদান গয়াধামে যদি কেহ করে।
তাহে যেই ফল হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
গঙ্গা তীরে শ্রাদ্ধ যদি করে অনুষ্ঠান।
অবশ্য তাহাতে ফল গয়ার সমান।।
বিশেষতঃ কলিকালে জাহ্নবীর তীরে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিণ্ডদান জানিবে অন্তরে।।
অপমৃত্যু মৃত্যু যদি হয় কোন জন।
গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ তার করিলে সাধন।।
দুর্গতি মোচন হয় জানিবে তাহার।
সুগতি লভয়ে সেই শাস্ত্রের বিচার।।
অমাবস্যা যেই দিন ওহে ঋষিগণ।
সে দিন করিবে সবে গঙ্গায় তর্পণ।।
বিশেষতঃ করিবেক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান।
তুলসী কুসুম তিল করিবে প্রদান।।
রবি শুক্র দুই বারে তিল ত্যাগ করি।
তর্পণ করিবে সবে শাস্ত্রের বিচারি।।
শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সেই দিন করিতে হইবে।
তবে পূর্ব্বদিনে যাহা বর্জ্জন করিবে।।
সেই সব বলিতেছি ওহে ঋষিগণ।
একান্ত অন্তরে সবে করহ শ্রবণ।।
আমিষ মসুর তৈল আর দ্বিভোজন।
তিক্তদ্রব্য মাংস রোষ রমণী সঙ্গম।।
পেশুন শোকাদি হিংসা ত্যজিবে যতনে।
কলহ বাসনা নাহি করিবেক মনে।।
ক্রোশের অধিক পথ না যাবে কখন।
অস্ত্র শস্ত্র কভু নাহি করিবে ধারণ।।
না করিবে পূর্ব্বদিনে পরাহ্নে আহার।
না যাবে কদাচ ভ্রমে মদ্যাদির পার।।
না করিবে পূর্ব্বদিনে শোণিত পাতন।
ক্রয় বিক্রয়াদি নাহি করিবে কখন।।
পূর্ব্বদিনে এই সব ত্যজিবে যতনে।
ব্যায়াম করিবে নাহি শাস্ত্রের বচনে।।
শ্রাদ্ধদিনে যেই সব করিবে বর্জ্জন।
তাহা শুন মন দিয়া করিব বর্ণন।।
অধ্যয়ন অধ্যায়ন করিবে বর্জ্জন।
সায়ংসন্ধ্যা না করিবে সেই সাধুজন।।
ধান্য মুগ মসুরাদি আহার ত্যজিবে।
তন্তু নির্ম্মাণের কার্য্য সর্ব্বথা বর্জ্জিবে।।
যাচ্‌ঞা করিবে নাহি পরের সদন।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ।।
স্নান দান আদি নাহি করিয়া সাধন।
জাহ্নবী লঙ্ঘন করে যেই দুরজন।।
যাবত করম হয় বিফল তাহার।
পূর্ব্বকর্ম্ম নাশ পায় শাস্ত্রের বিচার।।
অতএব স্নান আদি করিয়া সাধন।
যাইবে তবে গঙ্গাপারে ওহে ঋষিগণ।।
নাহি যাবে বিনা কাজে জাহ্নবীর পারে।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে অন্তরে।।
যদি হয় গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ দর্শন।
ভক্তিভরে প্রণমিবে তাঁহারে তখন।।
ব্রহ্মার সমান তাঁরে করিবেন জ্ঞান।
মহাফল হবে তাহে বেদের বিধান।।
ধেনু দরশন যদি হয় গঙ্গাতীরে।
মহাপুণ্য হয় তাহে জানিবে অন্তরে।।
শুক্লবস্ত্র বন্য পুষ্প করিলে দর্শন।
অথবা তুলসী তরু হয় নিরীক্ষণ।।
অথবা সুন্দরী নারী নয়নেতে পড়ে।
করিবে তারে প্রণাম একান্ত অন্তরে।।
গঙ্গাতীরে পদ্মপুষ্প করিলে দর্শন।
নৃপতি সারস শুক্র অথবা খঞ্জন।।

হংস কয়াস্তুব ক্রৌঞ্চ পড়িলে নয়নে।
প্রণাম করিবে তারে ভক্তিযুত মনে।।
বিল্ববৃক্ষ কিম্বা শঙ্খ করিলে দর্শন।
করিবে প্রণাম তারে হয়ে পুতমন।।
ব্রাহ্মণ স্থাপন যেই করে গঙ্গাতীরে।
শিবলিঙ্গ স্থানে কিম্বা অতিভক্তি ভরে।।
বিষ্ণুর মন্দির কিম্বা করয়ে স্থাপন।
দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিত করে যেইজন।।
পুনঃ নাহি আসে সেই ভব কারাগারে।
শাস্ত্রের বিচার ইহা জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গাতীরে যায় যদি করয়ে পাষাণে।
অথবা ইষ্টকে বান্ধে অতীব যতনে।।
পুনরায় জন্ম সেই না করে ধারণ।
মুকতি লভিয়ে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন।।
প্রভাতে মধ্যাহ্নে আর সন্ধ্যার সময়ে।
গঙ্গাতীরে মাঝে যেই একান্ত হৃদয়ে।।
কোটিজন্ম কৃত পাপ বিনাশে তাহার।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিচার।।
গঙ্গাতীর দরশন করে যেইজন।
প্রফুল্ল অন্তর নাহি হয় কদাচন।।
মহাক্রুর বলি সেই বিখ্যাত ভুবনে।
দেবগণ নিগৃহীত করে সেইজনে।।
গঙ্গাতীরে গিয়া যদি করয়ে রোদন।
অকালে নিরয়ে সেই হয় নিপতন।।
সহস্র ব্রহ্মার পাত যত দিনে হয়।
তাবত নরক মাঝে সেই জন রয়।।
গঙ্গার তরঙ্গ রাশি দেখি যেইজন।
আনন্দে উৎফুল্ল হয় ওহে ঋষিগণ।।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে।
দেবগণ সুপ্রসন্ন জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গাবাস পরিত্যাগ করে যেইজন।
অন্যস্থানে গিয়া করে বসতি স্থাপন।।
গঙ্গাদেবী পরিত্যাগ করেন তাঁহারে।
নরাধম যেই জন বিদিত সংসারে।।
ম্লেচ্ছের দেশেতে জন্ম লভে সেইজন।
অপঘাতে পুনঃ তার হইবে মরণ।।
তারপর পক্ষী জন্ম করিয়া ধারণ।
গগন মন্ডলে সদা করে বিচরণ।।
কোটি জন্ম থাকি সেই এহেন প্রকারে।
শূকর রূপেতে জন্মে কানন ভিতরে।।
পুনঃ পুনঃ এই রূপ লভয়ে জনম।
তবেত মুকতি পায় সেই দুরজন।
অন্তস্থান তেয়াগিয়া যেই সাধুমতি।।
জাহ্নবী তীরেতে গিয়া করয়ে বসতি।
জীবন্মুক্ত সেইজন শাস্ত্রের বচন।।
বলিনু শাস্ত্রের কথা ওহে ঋষিগণ।।
দেবগণ গঙ্গাতত্ত্ব কভু নাহি জানে।
আমরা অধম জন জানিব কেমনে।।
সার হতে সার গঙ্গা ওহে ঋষিগণ।
বেদের প্রমাণ ইহা শাস্ত্রের বচন।।
যোজনাভ্যন্তর স্থান গঙ্গাতীর হতে।
তাহাতে করিবে কার্য যথা বিধিমতে।।
নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য করিবে সাধন।
পাইবে অক্ষয় ফল তাহে সাধুজন।।
না করিবে কালাকাল গঙ্গার বিচার।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবেক সার।।
আবাহন না করিবে গঙ্গায় কখন।
বিধান জানিবে এই ওহে ঋষিগণ।।
গঙ্গাতীরে সাধুজন করিয়া গমন।
বিষ্ণু সূর্য্য প্রজাপতি করিবে পূজন।।
দুর্গা লক্ষ্মী ষষ্ঠী আর মনসা দেবীরে।
সরস্বতী আদি করি পূজিবে সাদরে।।
দিকপালগণের পূজা করিবে সাধন।
পূজিবেক গ্রহগণে ওহে ঋষিগণ।।
ভূতেশ্বর মহেশ্বর পূজিবে সাদরে।
ভূতপ্রেত পিশাচাদি গন্ধর্ব্ব অপ্সরে।।
পিতৃগণে যথাবিধি করিবে পূজন।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ।।

শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া যতনে।
যথাবিধি উপবিষ্ট হইয়া আসনে।।
অখিল দেবতাগণে করিবে পূজন।
পূর্ব্বমুখ হয়ে সাধু বসিবে তখন।।
অথবা বসিতে হবে উত্তর বদনে।
আছয়ে বিধান এই শাস্ত্রের বচনে।।
আসন স্বাগত আদি যত উপচার।
পূজিবে তাহাতে সাধু শাস্ত্রের বিচার।।
স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যময় অর্পিবে আসন।
কুশকাশময় কিম্বা করিবে অর্পণ।।
প্রশ্নবাক্যে জিজ্ঞাসিবে স্বাগত পরেতে।
প্রাদার্থক জল পাদ্য দিবে আদরেতে।।
যেরূপে দিবেন অর্ঘ্য শুন সর্ব্বজন।
ত্রিকোণ মন্ডল বামে করিয়া অঙ্কন।।
তাহার উপর পাত্র স্থাপন করিয়ে।
ত্রিভাগ পূরিবে জলে একান্ত হৃদয়ে।।
শঙ্খ পাত্র হবে কিন্তু ওহে ঋষিগণ।
তন্ডুল দূর্ব্বাদি তাহে করিবে অর্পণ।।
ধেনুমুদ্রা যোনিমুদ্রা দর্শন করায়ে।
করিবেক আবাহন একান্ত হৃদয়ে।।
কিন্তু নাহি গঙ্গাজলে হবে আবাহন।
অন্যজলে আবাহন করিবে সাধন।।
আচমন করি পূর্বে বিষ্ণুনাম স্মরি।
অগ্নিসূর্য্য ইন্দু নাম উচ্চারণ করি।।
অষ্টবার মূলমন্ত্র করিবে পঠন।
এইরূপে দিবে অর্ঘ্য ওহে ঋষিগণ।।
আচমন জল দিবে যেমত বিধান।
গন্ধ আনি তারপর করিবে প্রদান।।
চন্দন অগুরু আদি করিবে অর্পণ।
পুংদেবে অর্পিতে হবে সুশুভ্র বসন।।
কিম্বা গৌর বস্ত্র তারে করিবে প্রদান।
রক্তবস্ত্র দেবীগণে দিবে মতিমানে।।
রক্তবস্ত্র দিবে কিন্তু দেব দিবাকরে।
নীলবস্ত্র মনসারে দিবেক সাদরে।।

কৃষ্ণদেবে নীলবস্ত্র করিবে অর্পণ।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ।।
যেই দেব যেই বর্ণ করেন ধারণ।
সেইরূপ তারে দিবে বর্ণের আসন।।
তাহাতে পরম তুষ্ট দেবগণ হন।
সেরূপ বর্ণের দিবে যত বিভুষণ।।
অলঙ্কার দিবে স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যময়।
শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে ঋষিচয়।।
কাংস্যপাত্রে মধুপর্ক করিলে প্রদান।
দেবগণ তাহে তুষ্টি অতিশয় পান।।
ষোড়শাঙ্গ ধূপ সাধু করিবে অর্পণ।
অথবা দশাঙ্গ দিবে সেই সাধুজন।।
ঘৃতদীপ পূজা হেতু অর্পিত হইবে।
অথবা অভাবে তৈল প্রদীপ অর্পিবে।।
পুষ্পমাল্য পূজাকালে করিবে অর্পণ।
সুগন্ধ কুসুম হবে ওহে ঋষিগণ।।
ফল দুগ্ধ সমন্বিত করিয়া সাদরে।
নৈবেদ্য অর্পিবে সাধু একান্ত অন্তরে।।
নৈবেদ্য সংঘৃত কিন্তু করিবে সৃজন।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে ঋষিগণ।।
পুনরাচমনী দিবে যেমন বিধানে।
তাম্বুল দিবেক পরে শুন সর্ব্বজনে।।
গুবাক লবঙ্গ চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ।
তাম্বুল দেবতাগণে করিবে অর্পণ।।
এইরূপ উপহারে অতীব সাদরে।
সাধুগণ পূজিবেক জাহ্নবীর তীরে।।
পরভাষা গঙ্গাতীরে না করে কখন।
সেইকালে নীচ কথা করিবে বর্জ্জন।।
অশুচি স্পর্শন কভু ভ্রমে না করিবে।
ক্রোধ হিংসা হৃদি হতে সর্ব্বদা ত্যজিবে।।
যাবত অর্চ্চনা নাহি হয় সমাপন।
তাবত না তেয়াগিবে আসন কখন।।
পৈশুন্য কখন নাহি রাখিবে অন্তরে।
চাঞ্চল্য হৃদয় মতে ত্যজিবে সাদরে।।

অহঙ্কারে মমতাদি করিবে বর্জ্জন।
শোক ভয় হৃদে নাহি করিবে কখন।।
না করিবে অর্থচিন্তা আপন অন্তরে।
কহিনু শাস্ত্রের বিধি সবার গোচরে।।
গুরু যদি পূজাকালে করে আগমন।
সেইকালে পূজাত্যাগ করিবে সুজন।।
গুরুপুত্র কিম্বা পৌত্র আসিলে তথায়।
করিবেক পূজাত্যাগ কহিনু সবায়।।
করিবেক তাঁহাদের অর্চ্চনা সাধন।
ইষ্টফল হবে পূর্ণ শাস্ত্রের বচন।।
এইরূপে ইষ্টদেব পূজিতে হইবে।
শুন শুন শিবলিঙ্গে যেরূপে পূজিবে।।
দিব্য বেদি বিরচিবে ওহে ঋষিগণ।
করিবে নিম্নেতে তার আসন স্থাপন।।
দণ্ডাকার হবে লিঙ্গ শাস্ত্রের বিধান।
অঙ্গুষ্ঠের ন্যূন নাহি হবে পরিমাণ।।
তাহার অধিক যত করিবারে পারে।
ততই অধিক ফল জানিবে অন্তরে।।
নানাবিধ উপচারে করিবে পূজন।
শিবার্থে মৃত্তিকা পরে করিতে খনন।।
গঙ্গাগর্ভ বিদারণ করি সাধুজন।
মৃত্তিকা লইতে পারে শিবের কারণ।।
বিল্বপত্রে শিবপূজা করিবে সাদরে।
মহাতুষ্ট শিব তাহে আপন অন্তরে।।
গঙ্গাজলে মহাতুষ্ট দেব পঞ্চানন।
গঙ্গানামে মহাপ্রীত মহাদেব হন।।
গঙ্গাতীরে যেইজন শিবপূজা করে।
পুণ্যের কথা তাহার নারি বর্ণিবারে।।
বিল্বপত্র পুষ্প আদি যদি নাহি পায়।
পূজিবেক গঙ্গাজলে কহিনু সবায়।।
একমাত্র গঙ্গাজলে তুষ্ট মহেশ্বর।
শাস্ত্রের বচন ইহা তাপস নিকর।।
গঙ্গার সমান নাহি এতিন ভুবনে।
গঙ্গানামে তরে লোক কহি সবাস্থানে।।

নিরন্তর গঙ্গানাম করিলে স্মরণ।
অখিল পাতক তার হয় বিনাশন।।
গঙ্গারে ভকতি ভাবে পূজে যেইজন।
সে জন অন্তিমে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন।।
পাপিষ্ঠ যদ্যপি করে গঙ্গা দরশন।
কোটি কোটি জন্ম পাপ হয় বিনাশন।।
যেই জন স্নান করে ভাগীরথী নীরে।
মুকতি পায় নির্ব্বাণ জানিবে অন্তরে।।
যত পুণ্য হয় তার বলিব কেমনে।
নরধামে গঙ্গাদেবী মুক্তির কারণে।।
গঙ্গাজল কিছুমাত্র যেই করে পান।
সে জন পায় অন্তিমে অবশ্য নির্ব্বাণ।।
নর হত্যা গরুহত্যা পাপ আছে যত।
সেই সব পাপে মত্ত জীব অবিরত।।
স্নান যদি গঙ্গাজলে করে ভক্তিভরে।
নিষ্পাপী হইয়া যায় অমর নগরে।।
ধরাধামে যত নদী হয় দরশন।
সবার প্রধানা গঙ্গা ওহে ঋষিগণ।।
জাহ্নবী অনিল যদি লাগে কারোগায়।
অবহেলে সেই জন মোক্ষ পদ পায়।।
জাহ্নবী তীরেতে যদি কেহ পাক করে।
সুধার সমান তাহা জানিবে অন্তরে।।
সেই দ্রব্য সুরগণ বাঞ্ছয়ে ভক্ষিতে।
তরাবারে মহাপাপী জাহ্নবী ধরাতে।।
ভগীরথ দয়া করি ধরায় আনিল।
সেই হেতু ভাগীরথী আখ্যান হইল।।
বিষ্ণুর চরণে হয় জনম উহার।
ভগীরথ কুলদেবী করেন উদ্ধার।।
আগমনকালে যথা জহ্নু মহাঋষি।
গণ্ডুষে গঙ্গারে তিনি ফেলেন গরাসি।।
পুনরায় জানু হতে বাহির করিল।
সেহেতু গঙ্গার নাম জাহ্নবী হইল।।
জননী জাহ্নবী দেবী মহিমা অপার।
তিনি ভীষ্মের জননী সার হতে সার।।

ত্রিপথ বাহিনী দেবী আপনি হইল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে প্রবেশ করিল।।
স্বর্গে মন্দাকিনী নাম গঙ্গাদেবী ধরে।
পাতালেতে ভোগবতী জানে সর্ব্বনরে।।
মর্ত্ত্যে ভাগীরথী নাম ওহে ঋষিগণ।
ভীষ্মের জননী দেবী নিস্তার কারণ।।
ভগীরথে কৃপা করি আসেন অবনী।
ব্রহ্মাকমণ্ডুলে রহে জগত জননী।।
কৈলাস শিবের শিরে আসিয়া পড়িল।
তথা হতে হিমালয় ভেদিয়া পড়িল।।
ভীষণ বেগেতে দেবী হয়ে স্রোতস্বতী।
কল কল রবে করে সাগরেতে গতি।।
সাগরে প্রবেশি করে পাতালে গমন।
সগর রাজার বংশ উদ্ধার কারণ।।
দেবগণ গঙ্গাজল করেন ভক্ষণ।
মুক্তিপদ হয় যাহে অখিল তারণ।।
মোক্ষের কারণ গঙ্গা বৈকুণ্ঠ আগারে।।
সোপান সদৃশ তাঁর জানিবে অন্তরে।।
মৃত্যুকালে যেই জন গঙ্গাজল খায়।
সেই জন অবহেলে মোক্ষপদ পায়।।
বিমানে আরোহী যায় মহাপাপী হলে।
জীবের উদ্ধার হয় স্পর্শন করিলে।।
আনন্দে বৈকুণ্ঠে সেই করয়ে গমন।
বিষ্ণুর কিঙ্কর হয়ে থাকে সেইজন।।
জরা মৃত্যু শোক দুঃখ কিছু নাহি রয়।
মোক্ষপদ পায় সেই নাহিক সংশয়।।
ঋষিগণ শুন আরো আমার বচন।
কেহ যদি দুরদেশে ত্যজয়ে জীবন।।
মৃত দেহ লয়ে যদি জাহ্নবীর তীরে।
ভস্মীভূত করে গিয়া পবিত্র অন্তরে।।
মহাপাপী যদি হয় সেই মৃত জন।
তথাপি মুক্তি পায় শাস্ত্রের বচন।।
বৈকুণ্ঠ নগরে যায় হয়ে পুলকিত।
অনুচর হয়ে তথা রহে অবস্থিত।।
জীবের জীবন অন্তে যদি মৃতকায়।
বায়সে শৃগালে কিম্বা সেই মাংস খায়।।
যদি গঙ্গাজল ভক্ষে তারা সব আসি।
অথবা শরীর তার জলে যায় ভাসি।।
মুকতি পায় অবশ্য সেই মৃত জন।
বিমানে চড়িয়া যায় অমরভবন।।
দেহত্যাগ করে যদি কেহ অন্যস্থানে।
তার অস্থি যদি দেয় জাহ্নবী জীবনে।।
তাহার মুকতি হয় নাহিক সংশয়।
বৈকুণ্ঠে সেজন যায় ওহে ঋষিচয়।।
আরো শুন এক কথা ওহে ঋষিগণ।
ব্রাহ্মণ যদ্যপি কেহ ত্যজয়ে জীবন।।
মৃত দেহ শূদ্রে আনি যদি গঙ্গা নীরে।
ফেলি দেয় ঋষিগণ সলিল উপরে।।
নাহি যায় নরকেতে সেই মৃতজন।
বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভুবন।।
ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়।
ভবডোরে সেই কভু বন্দীভূত নয়।।
স্নান হেতু যেই জন জাহ্নবীর নীরে।
ভকতি করিয়া চলি যায় গঙ্গাতীরে।।
চলি যায় যত পদ ওহে ঋষিগণ।
তত কোটি বর্ষ রহে বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
গঙ্গার মহিমা বল কি বলিব আর।
মস্তকে ধরেন শিব দয়ার আধার।।
মহিমা জানেন মাত্র সেই শূলপাণি।
সেহেতু ধরেন শিরে শুন যত মুনি।।
কি বলিব অধিক আর তাপস নিকর।
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে যেই কোন নর।।
সহস্র যোজন দূরে যদি সেই রয়।
মুকতি পাইবে তবু নাহিক সংশয়।।
যেই জন গঙ্গা নাম স্মরে অনুক্ষণ।
হরিপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
অতএব ঋষিগণ শুনহ সকলে।
একান্ত অন্তরে ভজ জাহ্নবী দেবীরে।।

গঙ্গার সমান নাহি এতিন ভুবন।
তাঁহারে অন্তরে ভজ ওহে ঋষিগণ।।
সদা ডাক সাদা ভাব একান্ত অন্তরে।
বাসনা তরিতে যদি তব পারাবারে।।
ভবার্নব পারে যেতে যদি থাকে মন।
সব ছাড়ি জাহ্নবীরে করহ স্মরণ।।
এমন তরণী আর নাহি কোন স্থানে।
করয়ে ছেদন যাহা ভবের বন্ধনে।।
ভববন্ধ কাটিবারে যদি হয় মন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাক ওহে ঋষিগণ।।
যত কিছু তীর্থ আছে বিশ্বের মাঝারে।
গঙ্গা সম নহে কেহ জানিবে অন্তরে।।
সর্ব্বতীর্থে গঙ্গা দেবী করে অধিষ্ঠান।
সর্ব্বতীর্থ হতে গঙ্গা জানিবে প্রধান।।
গঙ্গাশূন্য তীর্থ নাহি বিশ্বের মাঝারে।
কহিনু নিগুঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকারে।।
এখন বিচার করি ওহে ঋষিগণ।
যেমন বাসনা হয় করহ তেমন।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এই সে কারণে।
বলিনু গঙ্গার কথা সবা বিদ্যমানে।।
মুক্তির কারণ গঙ্গা ধর্ম্মের কারণ।
পুণ্যের কারণ গঙ্গা তীর্থের কারণ।।
তার পূজা ভক্তিভরে করিলে সাদরে।
অবহেলে পাপ হতে পাপীজন তরে।।
সগর সন্তানগণ অতি দূরাচার।
গঙ্গার কৃপায় তারা লভিল উদ্ধার।।
গঙ্গা হতে ব্রহ্ম শাপ হইল মোচন।
ইহার অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।।
কামরূপ নামে তীর্থ বিদিত সংসারে।
বিরাজে কামাখ্যা দেবী জান সর্ব্বনরে।।
গুপ্তভাবে গঙ্গাদেবী আছে সেইস্থানে।
সেই হেতু মহাতীর্থ জানিবে অখ্যান।।
ভৃগুরাম মহাপাপ করিয়া সাধন।
সেই স্থানে স্নান আদি করেন সাধন।।
তাহে পাপে মুক্ত হয় সেই ঋষিবর।
গঙ্গার মহিমা মাত্র তাপস নিকর।।
অস্ত্র ধরি ভৃগুরাম অতি রোষভরে।
কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের বিনিপাত করে।।
পিতার আদেশে করে জননী নিধন।
কামরূপে তারপর করেন গমন।।
তথায় জাহ্নবী দেবী করে অধিষ্ঠান।
সেইস্থানে স্নান করে ভার্গব ধীমান্।।
আছে গঙ্গা সেই তীর্থে অতীব গোপনে।
এই হেতু মহাতীর্থ জান সর্ব্বজনে।।
গঙ্গার সমান নাহি এতিন ভুবনে।
অতএব ভাব তাঁরে ঐকান্তিক মনে।।
পতিত পাবন মাতা শাস্ত্রের বচন।
শ্রীকবি রচিয়া বলে আত্মতৃপ্তি ধন।।

ভৃগুরামের বৃত্তান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে জমদগ্নির আশ্রমে কার্ত্তবীর্য্যের আতিথ্য গ্রহণ

শুনিয়া এতেক বাণী কহে ঋষিগণ।
তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কথন।।
শুনিতে শুনিতে আরো স্পৃহা বলবতী।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহামতি।।
ভৃগুরাম মহাপাপ করিয়া সাধন।
সেই দেব তীর্থে তীর্থে করেন ভ্রমণ।।
ক্ষত্রিয় করিল বধ ব্রাহ্মণ হইয়া।
যুদ্ধ করে বহু মতে কুঠার লইয়া।।
ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি করিলেন রণ।
ইহার কারণ কিবা কহ মহাত্মন।।

এই কথা শুনিবারে বাসনা সবার।
প্রকাশ করিয়া কহ ওহে গুণাধার।।
এতেক বচন শুনি বিধির তনয়।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়।।
অপূর্ব্ব সুরম্য কথা করহ শ্রবণ।
কার্ত্তবীর্য্য যেই রূপে হইল নিধন।।
অস্ত্রধরে কি কারণে ভার্গব ধীমান।
বর্ণন করিব তাহা সবা বিদ্যমান।।
কার্ত্তবীর্য্য নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
সহস্রেক বাহু তার পুরাণেতে বলে।।
মহাবল নরপতি বিদিত ভুবন।
একদা কাননে যায় মৃগয়া কারণ।।
চতুরালি সেনা যায় সহিতে তাহার।
ক্রমে ক্রমে পশে গিয়া কানন মাঝার।।
নানাবিধ মৃগ বধ করিয়া রাজন্।
কাননে কাননে তিনি করেন ভ্রমন।।
ঝড় বৃষ্টি অকস্মাৎ হয় উপনীত।
বজ্রাঘাত ঘন ঘন হতেছে পতিত।।
চারিদিক অন্ধকার নিরীক্ষিত হয়।
নিকটের দ্রব্য কিছু দর্শন না হয়।।
ক্রমে নিশা উপনীত অতি বিভীষণ।
সকলেতে বৃক্ষোপরি করে আরোহণ।।
অনাহারে নিশাপাত করে বৃক্ষোপরে।
নামিল প্রভাতে সবে অবনী উপরে।।
সকলের অনাহারে কাতর জীবন।
পিপাসায় সকাতর যত সৈন্যগণ।।
জমদগ্নি ঋষিবর বসি আশ্রমেতে।
সৈন্য সহ নরপতি চলে সেই পথে।।
হেরে ঋষি নরপতি তথায় আসিল।
ঋষিবাসে মহানন্দে অতিথি হইল।।
হেরে ঋষি নরপতি সন্নিধানে যায়।
আদরেতে বসিবারে আসন যোগায়।।
ঋষিবরে পুলকেতে পরে সে রাজন।
চরণেতে ভক্তিভরে করেন বন্দন।।

আশীষ করিয়া ঋষি জিজ্ঞাসে কুশল।
প্রফুল্ল বদনে রাজা কহিল সকল।।
বৃত্তান্ত শুনিয়া ঋষি দুঃখিত অন্তরে।
কহিলেন মিষ্টভাষে তখন রাজারে।।
নরপতি শুন শুন আমার বচন।
অদ্য এই স্থানে থাক আমার আশ্রম।।
আমার আলয়ে সবে করহ আহার।
কল্য পুনঃ সৈন্য সহ যাইবে আগার।।
এতেক ঋষির বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে উৎফুল্ল হন নৃপতি তখন।।
বহুলোক নিরখিয়া সেই ঋষিবর।
সুরভির সন্নিধানে গেলেন সত্বর।।
বিনয় বচনে কহে সুরভি সদনে।
কৃপা দৃষ্টি কর মাতঃ এ অধীন জনে।।
সবার জননী তুমি আমার জননী।
এঘোর বিপদে মাগো তোমারেই জানি।।
পড়েছি বিষম দায়ে কি হবে উপায়।
চরণে ধরিগো মাতঃ রক্ষহ আমায়।।
অতিথি হয়েছে রাজা লয়ে সৈন্যগণ।
সবারে করাতে মাতঃ হইবে ভোজন।।
কামধেনু ধীরে ধীরে কহে ঋষিবরে।
ভয় কর কেন ঋষি আপন অন্তরে।।
আমি বিদ্যমানে তব কিবা আছে ভয়।
যা মাগিবে দিব তাহা নাহিক সংশয়।।
রাজযোগ্য দ্রব্য সব অবশ্য যোগাব।
অভিলাষ যার যাহা তাহাই অর্পিব।।
এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন।
কহিলেন শুন মাতঃ আমার বচন।।
রাজভোগ্য দ্রব্য সব কর আয়োজন।
সুন্দর সুখাদ্য যত আছে মনোরম।।
ঋষিবর এত বলি করিল প্রস্থান।
উপস্থিত অবিলম্বে রাজ-সন্নিধান।।
এদিকে সুরভি সব করে আয়োজন।
নানা খাদ্য নানা ফল অতি মনোরম।।

স্বর্ণখাট স্বর্ণাসন বর্ণিবারে নারি।
বসন ভূষণ কত যাই বলিহারি।।
ঋষিবর তার পর করিয়া যতন।
ভোজন করান নৃপে সহ সৈন্যগণ।।
নৃপতির তাহা দেখি লাগিল বিস্ময়।
ভাবে মনে কিবা রূপে এই সব হয়।।
তপস্বী হইয়া মণি কোথায় পাইল।
এসব সুন্দর দ্রব্য কিরূপে আসিল।।
কিরূপে তাপস হয়ে দিলে স্বর্ণাসন।
রত্ন মণি আদি করি যত বিভূষণ।।
নরপতি এত ভাবি হইয়া বিস্ময়।
অমাত্য প্রবরে ডাকি ধীরে ধীরে কয়।।
সন্দেহ হয়েছে বড় ওহে মন্ত্রীবর।
আমার বচন শুন কহিঃ অতঃপর।।
আশ্রম ভিতরে গিয়া কর অন্বেষণ।
কিরূপে তাপস সব কৈল আয়োজন।।
মহূর্ত্ত মাঝেতে সব কিরূপে পাইল।
বহুমূল্য দ্রব্যজাত কিরূপে আসিল।।
বনবাসী হয়ে করে এত আয়োজন।
ইহার কারণ কিবা কর অন্বেষণ।।
যেই সব দ্রব্য ঋষি আয়োজন করে।
জগতে দুর্লভ ইহা কহিনু তোমারে।।
কারণ ইহার শীঘ্র জান মন্ত্রীবর।
দেখিয়া বিস্মিত বড় হয়েছে অন্তর।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মন্ত্রীবর দ্রুতগতি করিল গমন।।
আশ্রম ভিতরে মন্ত্রী যায় ধীরে ধীরে।
ঘন ঘন চারিদিকে নেত্র পাত করে।।
কত দ্রব্য দেখে তথা সেই মন্ত্রীবর।
দেখিয়া বিস্মিত হয় তাহার অন্তর।।
সুরভিরে হেরি তথা হইয়া বিস্মিত।
দ্রুতগতি নৃপপাশে আসিল ত্বরিত।।
বিনয় বচনে কহে অতি ধীরে ধীরে।
শুন শুন নৃপবর নিবেদি তোমারে।।

আশ্রম ভিতরে যাহা করি দরশন।
করিতেছি নিবেদন করহ শ্রবণ।।
দেখিলাম যজ্ঞবেদী কাষ্ঠ আদি আর।
অগ্নিকুণ্ডে জ্বলে অগ্নি ওহে গুণাধার।।
কত পুষ্প কত ফল আছে বিরাজিত।
বিল্বদল চারিপাশে আছে অপ্রমিত।।
কুশাসন আছে কত কে করে গণন।
কম্বল আসন কত শুনহ রাজন।।
মৃগছাল আছে কত অতি মনোহর।
উপশিষ্য কত শিষ্য ওহে নৃপবর।।
চারিদিকে বেদপাঠ ঘন ঘন হয়।
স্বর্ণপত্র রাশি রাশি ওহে মহোদয়।।
শোভিতেছে চারিদিকে অমূল্য বসন।
বৃক্ষছাল পরি আছে যত শিষ্যগণ।।
সবার শিরেতে শোভে দীর্ঘ জটাভার।
এই সব হেরিলাম ওহে গুণাধার।।
আরো দেখিলাম যাহা শুনহ রাজন।
কুটীরের বাহিরেতে করি নিরীক্ষণ।।
সুরভি নামেতে গাভী কিবা শোভা পায়।
শুভ্রবর্ণ মনোহর সুললিত কায়।।
সূর্য্যসম আভা তার শুনহে রাজন্।
পদ্মপত্র সম তার যুগল নয়ন।।
মনোহর বর্ণ কিবা অতি সুচিকন।
তাহার গুণের কথা কি কহি রাজন্।।
নাম তার কামধেনু গুণের আলয়।
লক্ষ্মীদেবী সম ধেনু মূর্ত্তিমতি হয়।।
সেই ধেনু ক্ষীরবতী করি নিরীক্ষণ।
কামনা করেন তিনি সতত পূরণ।।
ঋষিবর যাহা চাহে তাঁহার সদনে।
তাহাই যোগান তিনি কহি তব স্থানে।।
এতেক বচন রাজা করিয়া শ্রবণ।
বহুক্ষণ মনে মনে করেন চিন্তন।।
দুর্ব্বুদ্ধি হইল তাঁর হৃদয় মাঝারে।
ধীরে ধীরে কহিলেন অমাত্য-প্রবরে।।

ঋষির নিকটে ধেনু চাহিব এখন।
অবশ্য দিবেন মোরে বিপ্রের নন্দন।।
যে রূপে পারিব আমি সে ধেনু লইব।
ধেনু আমি নাহি লয়ে গৃহে না ফিরিব।।
তাহার সমান ধেনু নাহিক ভুবনে।
যেরূপে পারিব লয়ে যাইব ভবনে।।
এইরূপ মনে রাজা করেন চিন্তন।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল তাঁর কিসের কারণ।।
কে বুঝিবে কেন হেন মনন তাঁহার।
কালবশে হয় কিবা বুঝা অতি ভার।।
কালের বশগ হয় যবে জীবগণ।
হিতাহিত জ্ঞান নাহি থাকয়ে তখন।।
ধর্ম্মবোধ পাপপূণ্য জ্ঞান নাহি রয়।
একেবারে সব তার হয়ে যায় লয়।।
কালের বশগ হলে হয় বুদ্ধি নাশ।
কালের বশগ হলে ঘটে সর্ব্বনাশ।।
পাপকার্য্যে পাপ বাড়ে অধর্ম্ম উদয়।
পুণ্যকর্ম্মে কীর্ত্তিরাশি বিশ্বমাঝে রয়।।
পূর্ণকর্ম্ম যেই জন করয়ে সাধন।
পরলোকে মহাসুখ পায় সেই জন।।
জীবগণ কর্ম্মফলে লভয়ে জনম।
কর্ম্মফলে নানাযোনি করয়ে ভ্রমণ।।
কর্ম্মফলে জন্ম লয়ে রাজার আগারে।
কর্ম্মফলে যায় জীব নরক মাঝারে।।
পাপেতে মগন হয় যবে জীবগণ।
বুদ্ধি বিদ্যা সব তার হয় বিনাশন।।
সমস্ত বিলুপ্ত হয় জানিবে তাহার।
কর্ম্মফলে কত হয় অবনী মাঝার।।
কর্ম্মফলে পীড়া ভোগ করে জীবগণ।
কর্ম্মফলে ব্যাধিগ্রস্ত হয় জনগণ।।
কালবশে হতজ্ঞান হন নরপতি।
কালবশে হৃদে তাঁর ঘটিল দুর্ম্মতি।।
ঋষিবরে অনন্তর করি সম্বোধন।
মিষ্টভাষে নরপতি কহেন তখন।।
ঋষিবর শুন শুন আমার বচন।
তোমার চরণে করি সাদরে বন্দন।।
কল্পতরু সম তুমি ওহে মতিমান।
জগতে নাহিক কেহ তোমার সমান।।
তব হৃদে যাহা হয় যখন উদয়।
তখনি করহ সিদ্ধ ওহে মহোদয়।।
সুরভি নামেতে গাভী আছয়ে তোমার।
ভিক্ষা চাই তব পাশে ওহে গুণাধার।।
করুণা করহ ঋষে আমার উপরে।
শীঘ্র করি দেহ ভিক্ষা সুরভি ধেনুরে।।
যোগীর প্রধান তুমি ওহে ঋষিবর।
যোগেতে মগন সদা তোমার অন্তর।।
যোগবলে কত ধেনু হইবে তোমার।
অতএব ধরি মুনে চরণে তোমার।।
তোমার পাশে ভিক্ষুক হইলাম আমি।
বিমুখ নাহি ভিক্ষুকে কর মহামুনি।।
সুরভিরে মোরে দেহ ওহে ঋষিবর।
ভিক্ষুকেরে দান দিতে না হও কাতর।।
এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন।
রোষবশে ঘনঘন কাঁপেন তখন।।
লোহিত বরণ হৈল নয়ন তাঁহার।
কহিলেন শুন ভূপ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার।।
কেন হেন কথা বল ওহে নৃপবর।
বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হতেছে অন্তর।।
নরাধম তুমি রাজা এ ভব সংসারে।
মহাশঠ দুরজন হেরিনু তোমারে।।
দান উপযুক্ত পাত্র নহত কখন।
দরিদ্র নহেক তুমি রাজার নন্দন।।
করিব তোমারে দান কিসের কারণ।
উপযুক্ত পাত্রে দান শাস্ত্রের বচন।।
ক্ষত্রজাতি হও তুমি ওহে নরপতি।
করিব তোমারে দান এই কোন রীতি।।
তুমি অতি দুরমতি শুনহ রাজন।
হেনবাক্য পুনঃ নাহি কর উচ্চারণ।।

জন্মিয়াছে কামধেনু অমর নগরে।
দুর্গার সদৃশ ধেনু জানিবে অন্তরে।।
ভৃগুমুনি ব্রহ্মাপাশে লভেন ইহায়।
দিয়াছেন মোরে শেষে শুন মহাশয়।।
যতনে পালন আমি করেছি ইহারে।
তুমি এবে যাচিতেছ বল কিবা করে।।
হয়েছ অতিথি তুমি আমার ভবন।
নৈলে ভস্মীভূত তুমি হতে এতক্ষণ।।
মম রোষানলে তুমি ভস্মীভূত হয়ে।।
এতক্ষণ যেতে নৃপ শমন-আলয়ে।।
শুন শুন নৃপবর ছাড় এই আশ।
নিজে মহাকাল তোমা করিবে গরাস।।
যদি রোষ হয় নৃপ আমার অন্তরে।
নিশ্চয় যাইবে তুমি শমন আগারে।।
আমার বচন এবে শুনহ রাজন।
নিজ গৃহে অবিলম্বে করহ গমন।।
এহেন বচন আর না কহ বদনে।
ফিরি যাহ অবিলম্বে আপন ভবনে।।
রাজ কার্য্য যথাবিধি করহ সাধন।
প্রজাগণে বিধানেতে করহ পালন।।
গাভীর কারণে আসি কানন মাঝারে।
কত কষ্ট লভিয়াছি আপন অন্তরে।।
দারাপুত্র গৃহে গিয়া কর দরশন।
আমার বচন হৃদে করহ ধারণ।।
এতেক বচন শুনি নৃপতি প্রবর।
মহারোষে জ্বলি উঠে ঋষির উপর।।
রোষনেত্রে অনুচরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
সবলে প্রবেশ গিয়া ঋষির আগারে।
সুরভিরে আন শীঘ্র আমার গোচরে।।
প্রতিবাদী হয় যদি তাহে কোনজন।
তাহারে বধিবে তুমি আমার বচন।।
কাহার বচন নাহি ধরিও অন্তরে।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ ঋষির আগারে।।

কামধেনু ত্বরা করি কর আনয়ন।
সৈন্য লয়ে শীঘ্র সবে করহ গমন।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ।
দ্রুতগতি আশ্রমেতে প্রবেশে তখন।।
সৈন্য কল কল রবে প্রবেশে ভিতরে।
মুনিবর তাহা দেখি ব্যাকুল অন্তরে।।
সুরভি নিকটে ত্বরা করিয়া গমন।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বিনয় বচন।।
শুনগো জননী আজি নিবেদি তোমারে।
রাজসৈন্য অগণিত আসিছে ভিতরে।।
সবলে তোমারে লয়ে করিবে গমন।
এত বলি ঋষিবর করেন রোদন।।
সুরভি ঋষির বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সকাতরে ঋষিবরে কহেন তখন।।
কেন পিতঃ ভয় কর আপন অন্তরে।
কার হেন সাধ্য আছে হরিবে আমারে।।
যতনে আমারে তুমি করেছ পালন।
তোমারে ছাড়িয়া আমি না যাব কখন।।
সবলে লইবে মোরে হেন সাধ্য কার।
তুমি যারে দিবে আমি হইব তাহার।।
তোমার আদেশ বিনা কেবা নিতে পারে।
কান্দিছ কেন বা পিতঃ বলহ আমারে।।
চিরদিন দুঃখ ভোগ কভু নাহি হয়।
সকলি জানিও পিতঃ কালের আশ্রয়।।
কভু সুখ উপনীত দুঃখ বা কখন।
হৃদি হতে শোক দুঃখ কর বিসর্জ্জন।।
নরপতি লবে মোরে কি শক্তি তাহার।
জানে না সে দুরমতি শকতি আমার।।
ধরণী সহিত যদি এক দিকে হয়।
তথাপি কাহার সাধ্য মোরে হরি লয়।।
তুমি নিজে যারে মোরে করিবে অর্পণ।
তাহার সহিত আমি করিব গমন।।
কামধেনু এত বলি নিঃশ্বাস ছাড়িল।
অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য অমনি জন্মিল।।

অস্ত্র শস্ত্র কত হৈল কে গণিতে পারে।
কত সৈন্য জন্ম নিল বদন বিবরে।।
পুচ্ছ হতে কত হয় কে করে গণন।
ঋষিবর তাহা দেখি আনন্দে মগন।।
নয়ন হইতে জন্মে কত যোদ্ধাজন।
সুরভি মুনিরে পরে কহিল তখন।।
ঋষিবর শুন শুন বচন আমার।
এই সৈন্য সহ তুমি হও আগুসার।।
রণস্থলে নিজে কিন্তু না কর গমন।
এই সৈন্য লয়ে শীঘ্র করহ গমন।।
ধেনুর আদেশ ঋষি ধরি শিরোপরে।
সৈন্যগণ লয়ে চলে অতিদ্রুত করে।।
দূর হতে রাজসৈন্য করি দরশন।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া তারা চিন্তে ঘনঘন।।
মহাবল ঋষিসৈন্য দরশন করে।
পলায়ন করে সবে ব্যাকুল অন্তরে।।
রাজার নিকটে ত্বরা করিয়া গমন।
নিবেদন করে সবে যত বিবরণ।।
নরপতি তাহা শুনি বিস্মিত হৃদয়।
ভাবে মনে এই কিবা আশ্চর্য্য বিষয়।।
সামান্য তপস্বী মাত্র বসতি কাননে।
কিরূপে এতেক সৈন্য তাহার সদনে।।
সকলি সুরভি হতে লভেছে জনম।
সন্দেহ নাহিক ইথে সুরভি কারণ।।
যাহা হোক যেই রূপে সুরভি হরিব।
আশ্রম হইতে তারে রাজ্যেতে লইব।।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
কত শক্তি ধরে ঋষি করিব দর্শন।।
পুরাণের সুধা কথা অতি মনোরম।
শুনিলে মোচন হয় ভবের বন্ধন।।

জমদগ্নি সহ কার্ত্তবীর্য্যের সংগ্রাম

মহাপুণ্য ধাম হয় নৈমিষ কানন।
বক্তা ব্রহ্মাপুত্র শ্রোতা শৌনকাদিগণ।।
ঋষিগণে তারপর করি সম্বোধন।
পুনশ্চ কহিতে থাকে বিধির নন্দন।।
ঋষিগণ শুন শুন বচন আমার।
তারপর ঘটে যেই অদ্ভুত ব্যাপার।।
নরপতি সৈন্য মুখে করিয়া শ্রবণ।
বহুক্ষণ মনে মনে করেন চিন্তন।।
দূত এক সম্বোধন করি তারপর।
অবিলম্বে পাঠালেন ঋষির গোচর।।
রাজার আদেশে দূত করিল গমন।
অবিলম্বে উপনীত ঋষির সদন।।
ঋষিপাশে উপনীত হইয়া তখন।
তাঁহারে সম্বোধি কহে কর্কশ বচন।।
ঋষিবর শুন শুন বচন আমার।
রাজার আদেশে আসি নিকটে তোমার।।
রাজার আদেশ যাহা করহ শ্রবণ।
তোমা পাশে একে একে করি নিবেদন।।
সুরভি নামেতে ধেনু আছয়ে তোমার।
রাজার করেতে তাহা দেহ উপহার।।
নৃপবরে যদি নাহি করহ অর্পণ।
অবশ্য হইবে তব বিপদ ঘটন।।
তোমার সহিতে তাঁর হইবে সমর।
বুঝিয়া করহ কাজ ওহে ঋষিবর।।
এতেক বচন শুনি ঋষির নন্দন।
মিষ্টভাবে ধীরে ধীরে কহেন তখন।।

ওহে দূত শুন শুন বচন আমার।
দুর্বুদ্ধি ঘটেছে তব জানিবে রাজার।।
রাজা ছিল অনাহারে গাছের উপরে।
সৈন্য সহ কত কষ্টে নিশাপাত করে।।
যতনে অতিথি আমি করিনু সবায়।
তাহার উচিত ফল দিতেছে আমায়।।
সাধ্যমত সকলেরে করানু ভোজন।
রাজা তার প্রতিফল দিতেছে এখন।।
আমার বচন শুন ওহে দূতবর।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি রাজার গোচর।।
আমার বচন শীঘ্র জানাও তাঁহারে।
ফিরি যাও শীঘ্র করি আপন গোচরে।।
সুরভিরে আমি নাহি করিব অর্পণ।
ভয়ে ভীত নহি আমি ঋষির নন্দন।।
তোমার রাজারে আমি ভয় নাহি করি।
কভু নাহি দিবে ধেনু কহ ত্বরা করি।।
রাজার নিকটে ত্বরা করিয়া গমন।
আমার যতেক বাক্য কর নিবেদন।।
দূত কহে শুন শুন ওহে ঋষিবর।
রাজার সহিত নাহি করিও সমর।।
বিবাদে নাহিক কাজ করহ শ্রবণ।
রাজার সহিতে নাহি পারিবে কখন।।
অপদস্থ হবে কেন ওহে ঋষিবর।
রাজার অসংখ্য সেনা মহাবলধর।।
সত্য বটে সৈন্য তব করি দরশন।
সুরভি প্রদত্ত উহা ঋষির নন্দন।।
কিন্তু একথা বলি শুনহ শ্রবণে।
যুদ্ধ করিবে রাজার সহিত কেমনে।।
অল্পমাত্র সৈন্য তব ওহে ঋষিবর।
রাজার অসংখ্য সেনা মহাবলধর।।
অল্পবল তব সৈন্য কর দরশন।
বিবাদেতে অতএব নাহি প্রয়োজন।।
বিবেচনা করি দেখ আপন অন্তরে।
পরাভূত যদি হও তুমি হে সমরে।।
ভবিষ্যতে কিবা দশা ঘটিবে তোমার।
ওহে ঋষি মনে মনে করহ বিচার।।
তাপস ব্রাহ্মণ তুমি কাননে বসতি।
যুদ্ধে বল কিবা কাজ ওহে মহামতি।।
রাজার সহিতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন।
অবিলম্বে সুরভিরে করহ অর্পণ।।
রাজার সহিতে কভু না কর সমর।
নিশ্চয় ত্যজিতে হবে এই কলেবর।।
অকালে যহিবে তুমি শমন ভবন।
অতএব যুদ্ধে বল কিবা প্রয়োজন।।
তোমার মঙ্গল হেতু নিবেদি তোমারে।
অবিলম্বে সুরভিরে দেহ রাজকরে।।
তাহাতে মঙ্গল হবে লভিবে কল্যাণ।
পরম সন্তুষ্ট হবে নৃপতি ধীমান্।।
দূতের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে ঋষিবর কহেন তখন।।
ওহে দূত শুন শুন বচন আমার।
কি সাধ্য বলহ দেখি তোমার রাজার।।
যে কথা বলিলে তুমি আমার সদনে।
পুনরায় হেন কথা না কহ বদনে।।
দূতরূপে মমপাশে তব আগমন।
ক্ষমিলাম এই হেতু শুনহ সুজন।।
নিবেদন কর গিয়া তোমার রাজারে।
করুক সমর সেই যত শক্তি ধরে।।
রাজার বচনে মম নাহি কোন ভয়।
সংগ্রাম করিব আমি নাহিক সংশয়।।
শীঘ্রগতি ওহে দূত করহ গমন।
অবিলম্বে রণে আমি হব নিমগন।।
মম দূত রূপে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
নিবেদন কর গিয়া ওহে মহামতি।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দূত যায় দ্রুতগতি রাজার সদন।।
রাজার নিকটে আসি নিবেদন করে।
শুনি রাজা মহারুষ্ট আপন অন্তরে।।

মহারোষে সেনাগণে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন সবে আমার বচন।।
সমরে সাজহ সবে বচন আমার।
ঋষি সহ যুদ্ধে সবে হও আগুসার।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ।
অবিলম্বে সমরেতে সাজিল তখন।।
অশ্বোপরি কত সাজে কে করে গণনা।
গজোপরি সাজে কত অগণিত সেনা।।
পদাতি সাজিল কত কে গণিতে পারে।
অসি ঢাল হাতে কত সাজিল সমরে।।
এইরূপে সাজে যত চতুরঙ্গ দল।
হুঙ্কার নিনাদে ধরা যায় রসাতল।।
পদভারে ধরাদেবী টলমল করে।
লম্ফ ঝম্ফ দেয় সৈন্য উল্লাসের ভরে।।
রণমদে মত্ত হয়ে যত সৈন্যগণ।
জয় জয় শব্দে ক্রমে করিল গমন।।
মহাবেগে তীর ছাড়ে কোন কোন জন।
অশ্বোপরি চড়ি করে বেগেতে গমন।।
মার মার শব্দে কেহ দ্রুতগতি ধায়।
ধনুর্গুণ টানে কেহ মহাবলকায়।।
রণবাদ্য বাজে কত অতি মনোরম।
করতালি সঙ্গে সঙ্গে দেয় কোন জন।।
ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে বাজয়ে ঝাঁঝরি।
ডম্ফবাজে শঙ্খবাজে বাজয়ে মুরলি।।
কত যে সানাই বাজে কে গণিতে পারে।
জগঝম্ফ বাজে কত নারি বর্ণিবারে।।
মহানন্দে সৈন্যগণ নাচে সর্ব্বক্ষণ।
ধূলি উঠি আচ্ছাদিল গগনে তখন।।
প্রভাকর ক্ষীণকর হইয়া পড়িল।
অন্ধকার চারিদিকে দরশন দিল।।
বন্যপশু যত ছিল কানন মাঝারে।
ভয় পেয়ে চারিদিকে পলায়ন করে।।
এইরূপে নৃপসৈন্য করয়ে গমন।
এদিকে মহর্ষি ডাকে যত সৈন্যগণ।।
কামধেনু দত্ত সৈন্য মহাবলবান।
হুহুঙ্কার রবে সব করয়ে প্রস্থান।।
ঘন ঘন লম্ফ দেয় করয়ে চীৎকার।
মার মার শব্দে সবে হয় আগুসার।।
ক্রমে ক্রমে দুই সেনা হয় একত্রিত।
বিষম বাধিল ক্রমে রণ আচম্বিত।।
কত কাটামুণ্ড পড়ে সমর ভূমিতে।
শোণিতের কত নদী বহে চারিভিতে।।
মরিল সৈন্য কত কে করে গণন।
নৃপ সেনা ভয়ে পড়ে করে পলায়ন।।
রাজার যতেক সেনা পড়িল সমরে।
অচেতন হয়ে রাজা ভূমিতলে পড়ে।।
সুরভিপ্রদত্ত সেনা নাচে ঘনঘন।
মহোল্লাসে ঋষিবর প্রফুল্ল বদন।।
রাজার অজ্ঞান হেরি সেই ঋষিবর।
সহজাত দয়াগুণে সদয় অন্তর।।
অতিথি বলিয়া ঋষি করিলেন জ্ঞান।
রক্ষিলেন নৃপবরে মহর্ষি ধীমান।।
আশীষ করিয়া শেষে রাজার উপরে।
ধরিয়া বসান ঋষি আসন উপরে।।
গাত্রোত্থান করি রাজা চারিদিকে চায়।
পুরোভাগে ঋষিবরে হেরিবারে পায়।।
নৃপবর ঋষিবরে করেন প্রণাম।
হাস্য করে মনে মনে মহর্ষি ধীমান।।
পুনশ্চ রাজারে লয়ে করেন গমন।
নানামতে নৃপবরে করান ভোজন।।
প্রবোধ বচন কত বলিয়া রাজারে।
কহিলেন শুন শুন বলিহে তোমারে।।
গৃহে ফিরি যাহ রাজা আমার বচন।
বহু কষ্ট লভিয়াছে যত সৈন্যগণ।।
এতেক বচন শুনি নরপতি কয়।
ঋষিবর শুন শুন ওহে মহোদয়।।
আমার করেতে শীঘ্র দেহ সুরভিরে।
নৈলে পুনঃ রত হও অচিরে সমরে।।

সুরভিরে যদি নাহি করহ অর্পণ।
পুনশ্চ সংগ্রাম আমি করিব এখন।।
ধেনু নাহি যদি পাই ওহে মহোদয়।
না যাব গৃহেতে ফিরি কহিনু নিশ্চয়।।
মম বাক্য অতএব করহ শ্রবণ।
অবিলম্বে পুনঃ রণে হও নিমগন।।
এত বলি সেনাগণে করি সম্বোধন।
অনুমতি দেন পুনঃ করিবারে রণ।।

ঋষিসহ নৃপতির পুর্নযুদ্ধ ও প্রজাপতির আগমন

রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋষিবর মিষ্টভাবে কহেন তখন।।
নরপতি শুন শুন বচন আমার।
অধিপতি হও তুমি গুণের আধার।।
অহঙ্কারে মত্ত কেন হতেছ এখন।
করিবেন দর্পহারী দর্পের ভঞ্জন।।
আমার বচন ধর আপন অন্তরে।
যাহ ফিরি অবিলম্বে আপন আগারে।।
রাজকার্য্য কর গিয়া পূর্ব্বের মতন।
বিধিমতে কর গিয়া প্রজার পালন।।
রক্ষা হবে ক্ষত্র ধর্ম্ম ওহে মহামতি।
রটিবে তোমার যশ এই বসুমতি।।
হয়েছিলে হতজ্ঞান তুমি যে সমরে।
রক্ষা করিয়াছি আমি সদয় অন্তরে।।
তোমার যতেক শক্তি বুঝিয়াছি আমি।
পুনঃ কেন বাঞ্ছা রণে ওহে নৃপমণি।।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাহি তোমার অন্তরে।
সামান্য মানুষ জ্ঞান করহ আমারে।।
আমার সহিত যুদ্ধ কিসের কারণ।
আমার বচন এবে ধরহ রাজন।।
তারপর প্রণমিয়া ঋষির চরণে।
রথোপরে উঠে গিয়া লোহিত লোচনে।।
দৈববশে নরপতি জ্ঞানহীন হয়।
কর্ম্মফল কদাচই খণ্ডিবার নয়।।
রোষভরে ঋষিবরে করি সম্বোধন।
রক্তনেত্রে নরপতি কহেন তখন।।
ঋষিবর শুন শুন আমার বচন।
অবিলম্বে কামধেনু করহ অর্পণ।।
যদি নাহি দেহ তবে করহ সমর।
নৈলে পরিত্রাণ নাহি ওহে ঋষিবর।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষভরে কাঁপে অঙ্গ ঋষির নন্দন।।
লোহিত লোচন হয় অতিরোষ ভরে।
সেনাগণে অনুমতি দেন তারপরে।।
অনুমতি পেয়ে সেনা করে হুহুঙ্কার।
পুনশ্চ সমর বাধে অদ্ভুত ব্যাপার।।
দুই দলে বাধে রণ অতি ভয়ঙ্কর।
দেবগণ হেরে থাকি গগন উপর।।
সুরভি প্রদত্ত সেনা অতি বলবান।
রাজসৈন্য নহে কভু তাহার সমান।।
রাজার অনেক সৈন্য করিল নিধন।
শরাঘাতে নিজে রাজা হন অচেতন।।
ক্ষণেক অজ্ঞানে রাজা রহে রথোপরে।
পুনশ্চ চেতনা পেয়ে উঠেন সমরে।।
এইরূপে দুই সৈন্য করে ঘোর রণ।
শরে শরে মহাযুদ্ধ অদ্ভুত দর্শন।।
নিজে রাজা অগ্নিবাণ যুড়ে শরাসনে।
মহাতেজে চলে শর ঋষিবর পানে।।
বরুণ অস্ত্রেতে ঋষি করে নিবারণ।
তাহা দেখি মহারুষ্ট নৃপতি তখন।।

পুনশ্চ বায়ব্য বাণ করেন সন্ধান।
গন্ধর্ব্ব বাণেতে নাশে মহর্ষি ধীমান।।
তাহা দেখি অতি রুষ্ট নৃপতি অন্তরে।
শেষে অস্ত্র ছাড়ে রাজা অতি ক্রোধভরে।।
শেষে অস্ত্র হেরি ভীত ঋষির নন্দন।
বৈষ্ণব শরেতে তাহা করে নিবারণ।।
এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর।
তুমুল সংগ্রাম হেরে অমর-নিকর।।
রণমাঝে কত অশ্ব ভূমিতলে পড়ে।
অসংখ্য অসংখ্য হস্তী পড়িল সমরে।।
উভয় পক্ষের সৈন্যমরে অগনন।
আসোয়ার মরে কত ওহে ঋষিগণ।।
ঋষির যতেক সৈন্য কুপিত অন্তরে।
শতবাণ একত্রেতে ধনুকেতে যুড়ে।।
নৃপতি উপরে করে শর বরিষণ।
কাটে সারথির মাথা ঋষি সৈন্যগণ।।
নৃপতির অশ্বরথ সকলি কাটিল।
গতিশূন্য হয়ে রথ অমনি রহিল।।
তাহা দেখি ঋষিবর অতি রোষভরে।
জৃম্ভন নামেতে অস্ত্র শরাসনে যুড়ে।।
মারিল সে বাণ ঋষি রাজার উপর।
অজ্ঞান হইল রাজা রথের উপর।।
স্পন্দহীন হয়ে রহে রাজার নন্দন।
মৃতসম রথোপরি আশ্চর্য্য ঘটন।।
ঋষিবর তারপর দুই বাণ মারে।
কুণ্ডল কাটিয়া নৃপে বন্দীভূত করে।।
নাগপাশে নৃপতিরে করিল বন্ধন।
কিন্তু নাহি প্রাণধন করিল নিধন।।
নৃপতিরে বন্দী করি ঋষি মহোদয়।
পুলক ভরেতে চলে আপন আলয়।।
প্রজাপতি অকস্মাৎ তথায় আসিল।
ঋষিবর তাঁরে হেরি বন্দনা করিল।।
প্রজাপতি ঋষিবরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
ভূপতিরে বন্দী কর কিসের কারণে।
বল বল ত্বরা করি আমার সদনে।।
এতেক বচন শুনি ঋষিবর কয়।
নিবেদন শুন শুন ওহে মহোদয়।।
দুর্ম্মতি দুর্জ্জন এই অর্জ্জুন নৃপতি।
ইহার সমান পাপী নাহিক সম্প্রতি।।
ক্ষত্র হয়ে ব্রহ্মস্বেতে লোভ পরায়ণ।
সবলে সুরভি ধেনু করিবে গ্রহণ।।
ইহার যতেক পাপ কি বলিব আর।
নরক মাঝারে গতি জানিবে ইহার।।
এত বলি পূর্ব্বাপর করে নিবেদন।
প্রজাপতি তাহা শুনি কহেন তখন।।
জ্ঞানহীন মূঢ়বুদ্ধি এই নরপতি।
তব তত্ত্ব কী বুঝিবে ওহে মহামতি।।
অজ্ঞানে করেছে রাজা তব সহ রণ।
নৃপতিরে ক্ষমা কর আমার বচন।।
আমার বচন শুন ওহে ঋষিবর।
নাগপাশে মুক্ত কর আমার গোচর।।
কেন আর কষ্ট দাও নৃপতি নন্দনে।
অবিলম্বে মুক্ত কর আমার বচনে।।
যেমন করম কৈল রাজার নন্দন।
উচিত হয়েছে শাস্তি জানিবে তেমন।।
আমার বচন এবে ধর ঋষিবর।
মোচন করহ নৃপে আমার গোচর।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নাগপাশে ভূপতির করেন মোচন।।
তারপর নরপতি পুলকিত মনে।
আপন ভবনে যান সহ সৈন্যগণে।।
পুরাণে মধুর কথা অতি বিমোহন।
পাতকী পবিত্র হয় করিলে শ্রবণ।।

যুদ্ধে জমদগ্নির মৃত্যু

পুনরায় কহিলেন বিধির নন্দন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
পরাভূত হয়ে গৃহে গেল নরপতি।
মনে মনে তাহে কিন্তু মহাদুঃখী অতি।।
বিপ্রপাশে পরাভূত হলেন সমরে।
এই হেতু সদা চিন্তা করেন অন্তরে।।
নরপতি মনে মনে করেন চিন্তন।
জীবন ধরিয়া আর কিবা প্রয়োজন।।
পুনরায় যুদ্ধ হেতু যাইব আশ্রমে।
বরঞ্চ ত্যজিব প্রাণ দ্বিজ সহ রণে।।
বীরের উচিত হয় রণেতে পতন।
যুদ্ধেতে মরিলে যায় অমর ভবন।।
সমরে বিমুখ হলে কাপুরুষ হয়।
সেই জন নরাধম নাহিক সংশয়।।
যেই জন দেহত্যাগ করয়ে সমরে।
মোক্ষপদ পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে।।
অন্তকালে বিষ্ণুলোকে সেইজন যায়।
শাস্ত্রের বচন বল কে কোথা খণ্ডায়।।
অতএব পুনঃ আমি করিব গমন।
ললাটে আছয়ে যাহা হইবে ঘটন।।
যেমনে পাইব লব সুরভি ধেনুরে।
অথবা ত্যজিব প্রাণ পশিয়া সমরে।।
এইরূপ মনে মনে চিন্তিয়া রাজন।
চতুরঙ্গ সৈন্য সজ্জা করেন তখন।।
কত গজ কত অশ্ব পদাতি সাজিল।
মহাবল সেনাগণ নাচিতে লাগিল।।
রথোপরি রথী চলি অতি ঘোরতর।
ঢালহস্তে ঢালী যায় মহাভয়ঙ্কর।।
শর সহ শরাসন লয়ে নিজ করে।
পদাতিক চলে কত কে গণিতে পারে।।
চতুরঙ্গ সেনা চলে কে করে গণন।
বসুমতী পদভরে কাঁপে ঘন ঘন।।
রণবাদ্য বাজে কত অতি মনোরম।
তুরী ভেরি কত বাজে কে করে গনন।।
মৃদঙ্গ মাদল বাজে বাজিছে ঝাঁঝরি।
সপ্ততাল রণশিঙ্গা বাজিছে ঢেউরী।।
ঘোর রব শুনি সবে মহাভয় পায়।
স্তব্ধ হয়ে পশুগণ চারিদিকে চায়।।
শঙ্খ ঘন্টা কত বাজে অতি ভয়ঙ্কর।
তাহে করতাল আদি অতি মনোহর।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যগণ।
মহাঘোর রব করি চলিল তখন।।
পতাকা উড়িছে কত গগন উপরে।
নীল পীত শ্বেত রক্ত জনমন হরে।।
মহাবেগে সৈন্যগণ দ্রুতগতি ধায়।
জগতের লোক হেরি রহে স্তব্ধ প্রায়।।
সেনাগণ রণোল্লাসে করয়ে গমন।
মার মার কাট কাট শব্দ সর্ব্বক্ষণ।।
মনের আনন্দে চলে অর্জ্জুন নৃপতি।
চতুরঙ্গ সৈন্য সহ ঋষির বসতি।।
দূর হতে সেনা শব্দ করিয়া শ্রবণ।
ভীত হয়ে মুনিবর দেখেন তখন।।
ক্রমে ক্রমে নৃপসেনা আসে ভয়ঙ্কর।
তাহা দেখি হতজ্ঞান হয় ঋষিবর।।
মহাবলে নরবর পশিয়া আশ্রমে।
সবলে ত্বরিত যান সুরভি সদনে।।
কামধেনু সঙ্গে করি করেন গমন।
বিহ্বল হইয়া ঋষি করে দরশন।।
গৃহমুখে যায় রাজা সুরভি লইয়ে।
এদিকে চিন্তয়ে ঋষি আপন হৃদয়ে।।

ঋষিবর মনে মনে করেন চিন্তন।
এহেন পাপাত্মা নাহি করি দরশন।।
দুরাচার অতি পাপী এই নরপতি।
ক্ষত্রিয় হইয়া পীড়ে ব্রাহ্মণের প্রতি।।
ইহার উচিত ফল করিব অর্পণ।
এত বলি মহাক্রুদ্ধ হলেন তখন।।
রক্তবর্ণ দুই নেত্র হইল তঁহার।
ঘন ঘন অঙ্গ কাঁপে ভীষণ আকার।।
নৃপতি সহিত যুদ্ধ করিয়া মনন।
নিজ করে ধনুর্ব্বাণ করেন গ্রহণ।।
যত সেনা দ্রুত গিয়া নৃপ অভিমুখে।
রোষভরে মারে বাণ নৃপতির বুকে।।
অগ্রে অগ্রে নিজ ঋষি করেন গমন।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় যত সৈন্যগণ।।
জ্ঞানশূন্য হয়ে ঋষি চলিতে লাগিল।।
ঘন ঘন শর কত ছাড়িতে লাগিল।
ঋষিরে পশ্চাদগামী করি দরশন।।
রথ হতে নরপতি নামেন তখন।
ভক্তি করি ঋষিপদে করিয়া প্রণাম।।
রথেতে উঠিল পুনঃ নৃপতি ধীমান।
তারপর দুই জনে বাধিল সমর।।
দুইজনে মহাকায় মহাবলধর।
বাণ মারে ঘন ঘন ঋষি রোষভরে।।
অনায়াসে নরপতি নিবারে তাহারে।
শেল শূল আদি মারে ঋষির নন্দন।।
অবহেলে নরপতি করে নিবারণ।
মারে যত শর ঋষি সকলি নিষ্ফল।।
তাহা দেখি মুনি হন অতীব বিফল।।
অমোঘ নামক বাণ করিয়া গ্রহণ।
রাজার উপরে মারে ঋষির নন্দন।।
গদার আঘাতে ভূপ নিবারে তাহায়।
তাহা দেখি ঋষিবর বিকলিত কায়।।
ঋষিপরে শূল অস্ত্র মারেন নৃপতি।
গদাতে নিবারে তাহা ঋষি মহামতি।।
সেনাগণ ঋষিপরে কত শর মারে।
মহাযুদ্ধ ঘটে ক্রমে যত শরে শরে।।
কত সৈন্য ক্রমে যায় শমন ভবন।
কেবা গণে কেবা হেরে ওহে ঋষিগণ।।
কত অশ্ব কত গজ পড়িল ধরায়।
ধরাশায়ী কত রথী গণা নাহি যায়।।
ঋষিবর তারপর রোষিত অন্তরে।
জৃম্ভন নামেতে বাণ শরাসনে জুড়ে।।
তাহা দেখি নরনাথ করেন চিন্তন।
অকস্মাৎ মোহগ্রস্ত যত সৈন্যগণ।।
মায়াতে বিমুগ্ধ করি রাজসেনাগণে।
সুরভিরে লয়ে ঋষি চলেন ভবনে।।
এদিকে নৃপতি পরে পাইয়া চেতন।
দেখিলেন কামধেনু হয়েছে হরণ।।
নরপতি বাণ ম... অতি রোষভরে।
সাধ্যমতে নিবারণ ঋষিবর করে।।
ব্রহ্ম অস্ত্র মারে পরে রাজার নন্দন।
ঋষিবর ব্রহ্ম অস্ত্রে করে নিবারণ।।
পুনরায় ব্রহ্ম অস্ত্র ধনুকে যুড়িয়ে।
নৃপোপরি মারে ঋষি কুপিত হইয়ে।।
সারথি মুণ্ড তাহে করেন ছেদন।
সারথি পড়েন রণে দেখেন রাজন।।
মহারোষে শেল লয়ে অর্জ্জুন নৃপতি।
ঋষির উপরে মার হয়ে ক্রুদ্ধমতি।।
ভয়ঙ্কর অস্ত্র সেই প্রদীপ্ত অনল।
ঋষিরে বধিতে চলে যেন কালানল।।
দিব্য অস্ত্র ঋষিবর করিয়া ক্ষেপণ।
মুহূর্ত্ত মধ্যেতে তাহা করে নিবারণ।।
তাহা দেখি নরপতি কুপিত অন্তরে।
মহাশক্তি শরাসনে অবিলম্বে যুড়ে।।
দেবদত্ত শক্তি সেই অতি ভয়ঙ্কর।
সবলে মারিল তাহা ঋষির উপর।।
সকল দেবের শক্তি আছয়ে তাহায়।
মন্ত্রপুত করি নৃপ ফেলেন তাহায়।।

কোটি কোটি সূর্য্য সম শক্তি তেজধরে।
দেবগণ হেরি তাহা শিহরে অন্তরে।।
সেই শক্তি ধনুকেতে করিয়া সন্ধান।
ঋষির উপরে মারে নৃপতি ধীমান।।
মহাতেজ উঠে ক্রমে গগন উপরে।
বাড়বাঅনল যেন প্রকাশে সাগরে।।
তাহার অপূর্ব্ব তেজ করি দরশন।
বোধ হয় যেন সূর্য্য হতেছে পতন।।
অব্যর্থ সে মহাশক্তি উঠিল গগনে।
সুরগণ মহাভীত তাহা দরশনে।।
হাহাকার করে যত দেবতা নিকর।
শর হেরি ব্যাকুলিত মহর্ষি প্রবর।।
সে শক্তি ধরিতে শক্তি কেহ নাহি ধরে।
সেই শক্তি চলে বেগে মুনির উপরে।।
বিধির লিখন বল কে করে খণ্ডন।
ঋষির উপরে শক্তি চলিল তখন।।
দেখিতে দেখিতে পড়ে বক্ষের উপরে।
ঋষিবক্ষ অকস্মাৎ বিদারণ করে।।
ঋষির হৃদয় শেল করি বিদারণ।
পুনশ্চ উঠিল তাহা গগন তখন।।
রাজার ধনুকে আসি পুনশ্চ মিলিল।
ধরাতলে ঋষিবর পড়িয়া রহিল।।
কালের কুটিল গতি নাহি নিবারণ।
মহাঋষি নিজ প্রাণ দিল বিসর্জ্জন।।
কালেতে সকলি ঘটে কালে সব হয়।
নিজে কাল আসি সব জীবন নাশয়।।
ঋষি আত্মা ব্রহ্ম ধামে করিল গমন।
সুরভি আপন চক্ষে করি দরশন।।
সুরভি কান্দিল বহু বিষণ্ণ অন্তরে।
বিলাপ করিল কত কে বর্ণিতে পারে।।
বলে আমি ভাগ্যহীন নাহিকসংশয়।
পালন করিল মোরে যেই মহোদয়।।
আমার অদৃষ্ট দোষে মরিল সেজন।
এত ক্লেশ দুঃখ শুধু আমার কারণ।।
কোথা পিতঃ মোরে ত্যজি গমন করিলে।
মোরে দুঃখের সাগরে কেন গো ভাসালে।।
কতবার যুদ্ধে জয়ী হইলে হে তুমি।
তোমার দুঃখের হেতু দায়ী মাত্র আমি।।
এরূপে সুরভি বহু করিয়া রোদন।
গোলকধামেতে আশু করিল গমন।।
পুরাণে পুণ্যের কথা অতি মনোরম।
শ্রবণে পাপের নাশ শাস্ত্রের বচন।।

পতিশোকে ঋষিপত্নীর খেদ

ঋষিগণে সম্বোধিয়া ব্রহ্মার নন্দন।
কহিলেন তারপর অপূর্ব্ব ঘটন।।
যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরে অর্জ্জুন ভূপতি।
সেনাসহ নিজ গৃহে করিলেন গতি।।
এদিকে ঋষির নারী রেণুকা সুন্দরী।
পতিশোকে খেদ করে হাহাকার করি।।
যুদ্ধেতে মরেছে পতি করিয়া শ্রবণ।
হাহাকার করি সতী করেন রোদন।।
দ্রুতগতি রণক্ষেত্রে করিয়া গমন।
দেখিলেন পতিধন ভূমে অচেতন।।
পতিত হইয়া সতী পতি বক্ষ পরে।
নানা মতে খেদ করে বিষণ্ণ অন্তরে।।
ক্ষণকাল রহে সতী হয়ে অচেতন।
চেতনা পাইয়া পুনঃ করয়ে রোদন।।
একি দশা কহো প্রভো হইল আমার।
উঠ নাথ দাসী প্রতি চাহ একবার।।
অনাথা করিয়া মোরে করিলে গমন।
দাসী কোথা রবে প্রভু বলহ এখন।।

আমার বচন নাথ শুনহ এখন।
কেন নাথ ধরাতলে হয়ে অচেতন।।
উঠ নাথ কথা কহ দাসীর সহিত।
কেন প্রভু ধরাতলে আছহ পতিত।।
একবার কথা কহ ওহে প্রাণেশ্বর।
তব পাশে দাসী বসি কান্দিছে বিস্তর।।
বল বল প্রাণনাথ কি দশা করিলে।
এ দাসীরে একেবারে ভুলিয়া চলিলে।।
সতিরে কাঁদান নহে পতির উচিত।
উঠ নাথ কেন বল ধরায় পতিত।।
কোন দোষে দোষী নহে তোমার চরণে।
আমারে ত্যজিয়া নাথ যাইবে কেমনে।।
কেন নাথ হেন বুদ্ধি ঘটিল তোমার।
কেন রাজা সহ যুদ্ধে হলে আগুসার।।
পরম তাপস তুমি বসতি কাননে।
সমরে কি ফল ছিল নৃপতির সনে।।
হা রে বিধি নিদারুণ কি কাজ করিলে।
কি দোষে আমার ভাগ্যে এ দশা ঘটালে।।
নির্দ্দয় তোমার সম নাহি কোন জন।
তোমারি বা কিবা দোষ অদৃষ্ট লিখন।।
সংগ্রামে মরিল মম পতি প্রাণধন।
আমার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন।।
পতিহীনা হয়ে বল কি ফল জীবনে।
কিরূপে দেখাব মুখ অন্যের সদনে।।
পতিহীনা হয়ে যেবা ধরয়ে জীবন।
তাহার জীবনে বল কিবা প্রয়োজন।।
হা রে প্রাণ নিদারুণ বাঁচি কিবা ফল।
মরণ তোমার পক্ষে অতীব মঙ্গল।।
যেই স্থানে প্রাণনাথ করেছেন গতি।
তথায় চলহ তুমি অতি দ্রুতগতি।।
এরূপে বিলাপ করি রেণুকা সুন্দরী।
মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে ধরার উপরি।।
ক্ষণ পরে সংজ্ঞা পেয়ে বসিল উঠিয়ে।
রোদন করয়ে সতী বিলাপ করিয়ে।।

সতী পতিপাশে বসে করয়ে রোদন।
ভৃগুরাম অকস্মাৎ উপনীত হন।।
জমদগ্নি পুত্র সেই মহাবলবান।
হরিভক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ অতীব ধীমান।।
পুষ্কর তীর্থেতে তিনি করি অবস্থিতি।
শ্রীহরির পূজা করে সেই মহামতি।।
পিতার নিধন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
শোকেতে কাতর হয়ে করে আগমন।।
রণক্ষেত্রে আসি রাম হেরেন তথায়।
মৃতদেহ জনকের গড়াগড়ি যায়।।
পিতার বক্ষেতে পড়ি জননী সুন্দরী।
বিলাপ করেন কত হাহাকার করি।।
তারপর যুদ্ধ বার্ত্তা কন অতঃপর।
শ্রবণ করিয়া রাম ব্যাকুল অন্তর।।
মহারোষ জন্মে তাঁর রাজার উপরে।
চিন্তা করি ক্ষণকাল আপন অন্তরে।।
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে সাধন।
কাষ্ঠ আহরণ তরে করেন গমন।।
চন্দনাদি কাষ্ঠভার আনিয়া সত্বর।
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করে ভৃগুবর।।
যথাবিধি চিতা সজ্জা করি আয়োজন।
জননী পাশেতে সব করে নিবেদন।।
কহিলেন অনুমতি কর গো জননী।
অগ্নি প্রজ্জ্বলন আমি করিব এখনি।।
রেণুকা এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভৃগুরামে অঙ্কোপরি নিলেন তখন।।
পুত্রমুখ ঘনঘন করেন চুম্বন।
বলে বৎস কী বলিব হৃদয়ের ধন।।
বিবেচনা কর যাহা উচিত অন্তরে।
করিবে যেরূপ কাজ কহিনু তোমারে।।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
পতির সহিতে আমি করিব গমন।।
সহমৃতা হব আমি শুন বাছাধন।
পতি বিনা বৃথা হয় সতীর জীবন।।

পতির মরণে হয় সতীর মরণ।
পতি বিনা কিবা ফল ধরিয়া জীবন।।
পরকালে গিয়া আমি সানন্দ অন্তরে।
মিলিব পতির সহ কহিনু তোমারে।।
চরমে পরম গতি লভিব নিশ্চয়।
এখন করহ যাহা সমুচিত হয়।।
পতি হয় একমাত্র সতীর পরাণ।
পতি বিনা রমণীর নাহি পরিত্রাণ।।
আরো এক কথা বলি শুন বাছাধন।
রাজার সহিত যুদ্ধ না কর কখন।।
নিরন্তর বসি বৎস আপন আশ্রমে।
হরি আরাধনা কর একান্ত যতনে।।
আমার বচন বৎস করিও পালন।
ভৃগুরাম কহে মাতঃ না কর বারণ।।
যেই জন মারিয়াছে আমার পিতারে।
অবশ্য মারিব তারে কহিনু তোমারে।।
প্রতিজ্ঞা আমার এই জানিবে জননী।
কান্দিয়া আকুল সতী এই বাক্য শুনি।।
বলে বৎস মম বাক্য করহ শ্রবণ।
এতেক চঞ্চল বল কিসের কারণ।।
ক্ষত্রিয় সহিতে যুদ্ধ না করো কখন।
বিপ্র হয়ে যুদ্ধে বল কিসের কারণ।।
ঋষিপত্নী এত বরি করয়ে রোদন।
ভার্গব প্রবোধ দেন মাতারে তখন।।
সুতের বচনে পরে দুঃখ পরিহরি।
পতির দাহন ক্রিয়া করে ত্বরা করি।।
দেবঋষি হেনকালে করে আগমন।
তাহারে সম্বোধি সতী কহেন তখন।।
বিধি দেহ ওহে ঋষি বচনে আমার।
ঋতুমতী আছি আমি করহ বিচার।।
চতুর্থ দিবস আমি ওহে তপোবন।
সহগামী হব আমি আছয়ে মনন।।
ইথে যদি দোষ থাকে কহ মহোদয়।
শাস্ত্রের বিধান যাহা সমুচিত হয়।।

এতেক বচন শুনি দানী তপোবন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
তুমি সহগামী হবে শুনগো সুন্দরী।
দোষ নাহি ইথে কোন জানিবে বিচারী।।
পতিসহ সহমৃতা যেই নারী হয়।
সুগতি লভয়ে সেই নাহিক সংশয়।।
বিশেষত মহাপাপী হয় যদি পতি।
তাহারে উদ্ধার করে সেই সে যুবতী।।
সহমৃতা যেই নারী করহ শ্রবণ।
বৈকুণ্ঠে তাহার বাস শাস্ত্রের বচন।।
পতিরে লইয়া যায় বৈকুণ্ঠ আগারে।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে অন্তরে।।
পতিসহ সেই ধামে করি অবস্থান।
আনন্দ লাভ কত কে করে বাখান।।
পতি সেবা নিরন্তর যেই নারী করে।
পতিব্রতা সেই নারী জানিবে সংসারে।।
এতেক বাক্য ঋষির করিয়া শ্রবণ।
রেণুকা সুন্দরী সতী কহেন তখন।।
কৃপা করি কহ প্রভু এই অধিনীরে।
জানিতে বাসনা বড় হতেছে অন্তরে।।
সহমৃতা নারী হয় কোন কোন নারী।
বর্ণন করহ তাহা নিবেদন করি।।
এতেক বচন শুনি দানী তপোধন।
সত্য কহিলেন শুন আমার বচন।।
পতীর মরণকালে রহে গর্ভবতী।
সহমৃতা নাহি হবে সেই সে যুবতী।।
অতি শিশুপুত্র কন্যা আছয়ে যাহার।
সহমৃতা নাহি হবে শাস্ত্রের বিচার।।
দিবস ত্রয়ের মধ্যে থাকে ঋতুমতী।
নাহি হবে সহগামী সেই সে যুবতী।।
কুলটা রমণী যারা এভব সংসারে।
কুষ্ঠরোগে অভিভূত কহিনু তোমারে।।
পতিসেবা নাহি করে যেই নারীজন।
স্বামী প্রতি কটু বাক্য করে উচ্চারণ।।

সহগামী নাহি হবে সেই সব নারী।
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিবে সুন্দরী।।
হেন নারী সহমৃতা যদি কভু হয়।
পতি নাহি পারে সেই জানিবে নিশ্চয়।।
পতিসহ যেই নারী ত্যজয়ে জীবন।
স্বর্গভোগ পতিসহ করে সেই জন।।
যার পতি সদা হয় হরিপরায়ণ।
শ্রীহরি স্মরণ করি ত্যজয়ে জীবন।।
তার নারী যদি কভু সহমৃতা হয়।
পতিফল পায় সেই নাহিক সংশয়।।
আমার বচন তুমি শুন গুণবতী।
পতিসহ অনুমৃতা হওগো সম্প্রতি।।
ইহাতে তোমার পাপ কভু নাহি হবে।
বরঞ্চ পরম পুণ্য অবশ্য লভিবে।।
ভৃগুরামে এত বলি করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
কেন বৃথা শোক কর আপন অন্তরে।
চিতা সজ্জা কর এবে অতীব সাদরে।।
চন্দন কাষ্ঠেতে চিতা করহ নির্ম্মাণ।
মৃত পিতৃধনে শীঘ্র আন এই স্থান।।
পিতার শরীরে ঘৃত করায়ে মর্দ্দন।
দক্ষিণ শিয়র করি করাও শয়ন।।
যথাবিধি মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ।
পিতার মুখেতে অগ্নি করহ অর্পণ।।
মহামুনি এত বলি করেন প্রস্থান।
মুনি পুত্রে কহে মাত শুনহ ধীমান।।
আমার বচন শুন ওহে বাছাধন।
হিত বাক্য বলি যাহা করহ শ্রবণ।।
ইহাতে হইবে তব কল্যাণ বিধান।
মম বাক্য অতএব শুন মতিমান।।
সংসার হেরিছ বাপু আপন নয়নে।
বিবাদে নাহিক ফল বুঝি দেখ মনে।।
এই কথা মনে মনে করহ স্মরণ।
ইহাতে মঙ্গল হবে ওহে বাছাধন।।

কোন কাজে যদি কভু অভিলাষ হয়।
ব্রহ্মার নিকটে যাবে না কর সংশয়।।
তাঁর পরামর্শ তুমি করিয়া গ্রহণ।
তবে মনোমত কর্ম্মে হইবে মগন।।
এত বলি পতি ধনে বক্ষেতে লইয়ে।
অনলে প্রবেশে সতী পুলক হৃদয়ে।।
নয়ন মুদিয়া করে শ্রীহরি স্মরণ।
দেখিতে দেখিতে সতী হইল দাহন।।
শ্রাদ্ধ আদি কার্য্য যত করি সমাপন।
ভৃগুরাম বহু বিপ্রে করান ভোজন।।
তারপর সদা চিন্তা করেন অন্তরে।
কিরূপে নাশিবে সেই পিতার অরিরে।।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন।
দ্বিজ বলে শুন যেই সাধনের ধন।।
কবি বলে অনন্তর করহ শ্রবণ।
কিরূপে ক্ষত্রিয়গণে করিল নিধন।।

ক্ষত্রিয় নিধনে ভৃগুরামের শপথ ও প্রজাপতির নিকট গমন

সনৎকুমার কথা করিয়া শ্রবণ।
বিপুল আনন্দ লাভ শৌনকাদিগণ।।
জিজ্ঞাসিল ঋষিগণ বিধির নন্দনে।
মিষ্টভাবে সম্বোধিয়া মধুর বচনে।।
কহ কহ বিধিসুত অপূর্ব্ব কথন।
কি কার্য্য করিল রাম ভৃগুর নন্দন।।
অপূর্ব্ব পুরাণ কথা শ্রবণ করিতে।
বাসনা হয়েছে বড় আমাদের চিতে।।
আনন্দ অতীব প্রভু পাইব সর্ব্বক্ষণ।
কৃপাকরি কহ সব বিধির নন্দন।।

এতেক বচন শুনি সনত কুমার।
শুন শুন কহিলেন অদ্ভুত ব্যাপার।।
পিতার মরণ রাম করিয়া শ্রবণ।
উপনীত ত্বরা করি আপন আশ্রম।।
দেখিলেন পিতা তাঁর পতিত ধরায়।
ধূলি তলে মৃতদেহ গড়াগড়ি যায়।।
যেরূপে হইল মৃত্যু করিয়া শ্রবণ।
পিতৃশত্রু বিনাশিতে করেন মনন।।
তখন রামের মাতা রেণুকা সুন্দরী।
কহিলেন শুন বাছা বচন আমারি।।
পিতৃশত্রু বিনাশিতে নাহি কর মন।
ক্ষত্রিয় বধিতে বাছা নাহি কর রণ।।
দারুণ বলিষ্ঠ হয় ক্ষত্র নরপতি।
তার সহ যুদ্ধ নাহি কর মহামতি।।
এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন মাতঃ আমার বচন।
পিতৃশত্রু যেই জন নাহি বধ করে।
বিফল জনম তার সংসার মাঝারে।।
কাপুরুষ বলি সেই গণনীয় হয়।
তাহার জীবনে মাতা কিবা ফলোদয়।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে।
ক্ষত্র না রাখিব আমি পৃথিবী ভিতরে।।
একবিংশবার ক্ষত্রিয় করিব নিধন।
ক্ষত্র নাম ঘুচাইব আমার বচন।।
প্রতিজ্ঞা আমার এই জানিবে জননী।
বদনে অমৃত বাক্য কভু নাহি আনি।।
কার্ত্তবীর্য্যে সর্ব্ব অগ্রে করিব নিধন।
করিব তাহার রক্তে পিতার তর্পণ।।
তাহা হলে শান্ত হবে রোষ যে আমার।
জানিবে প্রতিজ্ঞা এই করিলাম সার।।
আমা হতে ক্ষত্রবংশ হইবে নিধন।
সত্য সত্য নহে কভু অসত্য বচন।।
প্রতিজ্ঞা করে এরূপে রাম ভৃগুবর।
পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করে তারপর।।
যেরূপে পিতারে পরে করয়ে দাহন।
অনুমৃতা মাতা তাঁর যেইরূপ হন।।
শ্রাদ্ধক্রিয়া যেইরূপ সমাপন করে।
বলিয়াছি সেই সব সবার গোচরে।।
সর্ব্বকার্য্য যথা বিধি করিয়া সাধন।
রাম শত্রু বধিবারে করেন চিন্তন।।
কিরূপে নাশিবে রাম পিতার অরিরে।
অধোমুখে বসি তাহা আন্দোলন করে।
হেনকালে ভৃগুমণি তাপস প্রবর।
উপনীত হন আসি রামের গোচর।।
ভৃগুরে দেখিয়া রাম করেন রোদন।
প্রবোধ প্রদান করে ভৃগু তপোধন।।
রাম কহিলেন শুন তুমি মহামতি।
কি হেতু কাতর হও শুনহ সম্প্রতি।।
মহাজ্ঞানী বিচক্ষণ তুমি মহোদয়।
শোকেতে রোদন করা সমুচিত নয়।।
চিরজীবী নহে কেহ সংসার মাঝারে।
জন্মিলে মরণ আছে জানে সর্ব্বনরে।।
জন্মের সহিতে জন্মে অবশ্য মরণ।
কেহ আজি কেহ কালি এইত নিয়ম।।
যাতায়াত এইরূপে জীবগণ করে।
সেহেতু কাতর কেন হতেছ অন্তরে।।
এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মহোদয়।
কিছুই কিছুই নয় সব মায়াময়।।
কর্ম্মফলে আসে জীব সংসারে মাঝারে।
কর্ম্মফলে পুনঃ যায় শমন আগারে।।
কর্ম্মফল ভোগ যত করিয়া তথায়।
আসে জীব পুনরায় জানিবে ধরায়।।
পুনঃপুনঃ যাতায়াত কর্ম্মফলে করে।
কর্ম্মফলে জীবগণে অল্পদিনে মরে।।
কর্ম্মফলে দীর্ঘ আয়ু পায় জীবগণ।
কর্ম্মবশে স্বর্গে যায় শুন বিচক্ষণ।।
শমন যন্ত্রণা ঘুচে নিজ কর্ম্মফলে।
অনিত্য জীবন এই জানিবে অন্তরে।

এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মহাত্মন।
পদ্মপত্রস্থিত বারি বিম্বের মতন।।
ক্ষণকাল পরে সব হয়ে যাবে লয়।
কিছুমাত্র না রহিবে ওহে মহোদয়।।
এই যে হেরিছ চক্ষে শোভে বসুমতি।
মিথ্যা সব মায়াময় ওহে মহামতি।।
একমাত্র হরি যিনি দেব নিরঞ্জন।
সত্য সত্য তিনি সত্য শুন মহাত্মন।।
তাঁহার চরণ চিন্তা একান্ত অন্তরে।
শোক তাপ দূরে যাবে কহিনু তোমারে।।
আর এক কথা বলি শুন বিচক্ষণ।
মহাজ্ঞানী বলি তুমি বিখ্যাত ভুবন।।
শোক করা কভু তব সমুচিত নয়।
মনে মনে ভাব সেই হরি দয়াময়।।
অবহেলে শোক তাপ সব যাবে দূরে।
নিরঞ্জন ভাব সদা একান্ত অন্তরে।।
ঘটিতেছে যাহা কিছু কর দরশন।
সকলি তাঁহার ইচ্ছা ওহে মহাত্মন্।।
তাঁহার ইচ্ছায় হয় সকলি ধরায়।
জন্ম মৃত্যু ঘটে সব তাঁহার ইচ্ছায়।।
ধরা মাঝে হেন শক্তি কোন জন ধরে।
তাঁহার ইচ্ছাকে রুদ্ধ করিবারে পারে।।
পঞ্চভূতে এই দেহ হয়েছে গঠন।
মনে মনে সেই কথা করহ চিন্তন।।
যখন হয়েছে পঞ্চভূত একত্রিত।
তখন বিচ্ছেদ হবে জানিবে নিশ্চিত।।
শোক কেন কর তবে ওহে মহোদয়।
স্বপ্ন সম সব মিথ্যা কিছু সত্য নয়।।
কেবা পিতা কেবা মাতা এভব সংসারে।
কেবা পুত্র কেবা দারা বলত আমারে।।
ক্ষণকাল তরে মাত্র হয়েছে মিলন।
তাহাদের তরে শোক কিসের কারণ।।
দেখ দেখ সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গ-নিকর।
চারিদিক হতে আসি রহে বৃক্ষোপর।।
প্রভাত হইলে পুনঃ করয়ে গমন।
সেই রূপ জীবগণ ওহে মহাত্মন।।
কর্ম্মফলে জীবকুল করে বিচরণ।
কর্ম্মফল ভোগ করে যত জীবগণ।।
মহাজ্ঞানী যেই জন অবনী মাঝারে।
শোক নাহি তারে কভু আক্রমণ করে।।
যদি নেত্র জল পড়ে ভূমির উপর।
মৃত ব্যক্তি যায় তাহে নরক ভিতর।।
বিশেষত রোদনেতে কিবা ফলোদয়।
শতবর্ষ যদি চক্ষে জলধারা হয়।।
তবু নাহি মৃতজন আসিবে ফিরিয়ে।
ভাব দেখি এই কথা আপন হৃদয়ে।।
প্রাণবায়ু দেহ হতে করিলে গমন।
পাঁচে পঞ্চ মিশি যায় ওহে মহাত্মন।।
প্রাণবায়ু একবার যদি বাহিরায়।
সেই কলেবরে কিগো আসে পুনরায়।।
মরিলে সঙ্গেতে তার সব পায় লয়।
কীর্ত্তিরাশি শুদ্ধমাত্র বিশ্বমাঝে রয়।।
ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রবোধ মানেন হৃদে ভার্গব তখন।।
ভৃগুপদে নমস্কার করি ভক্তিভরে।
কহিলেন শুন শুন নিবেদি তোমারে।।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি ওহে মহাত্মন্।
নিরমূলে ক্ষত্রকুল করিব নিধন।।
করিয়াছি অঙ্গীকার জননী গোচরে।
না রাখিব ক্ষত্রকুল সংসার মাঝারে।।
একবিংশবার ক্ষত্র করিব নিধন।
আমার প্রতিজ্ঞা এই ওহে মহাত্মন।।
ইহাতে আমার পাপ কভু নাহি হবে।
অবশ্য ইহাতে তুষ্টি পিতৃগণ পাবে।।
অগ্নি দ্বারা যেই জন বিনাশে জীবন।
বিষ দ্বারা প্রাণ বধে যেই দুরজন।।
প্রতারণা করি যেই জীবন সংহারে।
অস্ত্র ধরি যেই জন ধন আদি হরে।।

পরনারী যেই জন করয়ে হরণ।
বল দ্বারা ভূমি হরি লয় যেইজন।।
ধরাতলে পিতৃঘাতী যেই দুরাচার।
তাদের বধিলে নাহি পাপের সঞ্চার।।
তাদের বচন শুনি ভৃগুরাম কয়।
শুন শুন মম বাক্য ওহে মহোদয়।।
মাতার আদেশ তুমি করহ পালন।
প্রজাপতি সকাশেতে করহ গমন।।
যেরূপ আদেশ করে দেব প্রজাপতি।
করিবে সেরূপ কার্য্য ওহে মহামতি।।
ভৃগু ঋষি এত বলি করেন গমন।
তাঁহার চরণে রাম করেন বন্দন।।
ভৃগুরাম তার পর হরিষ অন্তরে।
উপনীত হয় গিয়া ব্রহ্মার গোচরে।।
ব্রহ্মার চরণে পড়ে করিয়া প্রণতি।
কহিলেন শুনশুন ওহে প্রজাপতি।।
তোমার বংশেতে হয় আমার জনম।
জমদগ্নি পুত্র আমি ওহে মহাত্মন্।।
তোমার প্রপৌত্র আমি ওহে মহামতি।
কৃপা কর ওহে দেব অধীনের প্রতি।।
তব পাশে যাহা আমি করি নিবেদন।
উপায় কর তাহার ওহে পদ্মাসন।।
উচিত আদেশ কর এ অধীন জনে।
আমি সেইরূপ কার্য্য করিব যতনে।।
শুন শুন পদ্মাসন করি নিবেদন।
কার্ত্তবীর্য্য নরপতি জানে সর্ব্বজন।।
মৃগয়া কারণে তিনি আসেন কাননে।
চতুরঙ্গ সেনা ছিল নৃপতির সনে।
বনমাঝে অকস্মাৎ ঝড় বৃষ্টি হয়।।
তাহে মহাকষ্ট পায় যত সৈন্যচয়।।
বৃক্ষোপরি অনাহারে করি আরোহণ।
সসৈন্যে ভূপতি করে যামিনী যাপন।।
পরদিন প্রভাতেতে পিতা মহোদয়।
মহারাজ দেখি বড় হলেন সদয়।।

কহিলেন শুন শুন ওহে মহীপতি।
অদ্য মম পাশে তুমি কর অবস্থিতি।।
সসৈন্যে এখানে তুমি কর অবস্থান।
কল্য পুনঃ স্বদেশেতে করিবে প্রয়াণ।।
কল্য হতে উপবাসী রহিয়াছ তুমি।
অতিথি আমার বাসে হও নৃপমণি।।
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুলকে পুরিত হয় অর্জ্জুন রাজন।।
পিতার আশ্রমে ভুপ করে অবস্থান।
সুখেতে রহে সৈন্য ওহে মতিমান।।
সুরভি প্রদত্ত দ্রব্য করিল ভোজন।
তাহে নরপতি তুষ্ট সহ সৈন্যগণ।।
পিতারে সম্বোধি পরে কহে নরপতি।
এ ভিক্ষা তব পাশে ওহে মহামতি।।
মম করে সুরভিরে করহ অর্পণ।
ভিক্ষা লাগি তব পাশে ওহে তপোধন।।
যদ্যপি আমারে নাহি করিবে প্রদান।
বলেতে লইব গাভী ওহে মতিমান।।
নৈলে মম সহ তুমি করহ সমর।
এত শুনি মম পিতা করেন উত্তর।।
হেন বাক্য পুনঃ নাহি বলিও রাজন।
সুরভিরে আমি নাহি করিব অর্পণ।।
পিতার বচন শুনি সেই নরপতি।
পিতারে কহিল পুনঃ ওহে মহামতি।।
যদ্যপি সুরভি নাহি করিবে অর্পণ।
যুদ্ধ হেতু শীঘ্র তুমি কর আয়োজন।।
কাজে কাজে যুদ্ধ বাধে অতি ঘোরতর।
সে যুদ্ধে মরিল পিতা ওহে পদ্মাকর।।
হয়েছেন অনুমৃতা আমার জননী।
আর মম নাহি কেহ ওহে পদ্মযোনি।।
হারায়েছি মাতা পিতা ওহে পদ্মাকর।
তুমি মাতা তুমি পিতা জগত ভিতর।।
এখন শরণ লই তোমার চরণে।
বিপদে উদ্ধার কর এ অধীন জনে।।

শোকেতে কাতর মম সতত অন্তর।
দয়াকর মম প্রতি ওহে দয়াকর।।
আদেশ দিয়াছে মাতা ওহে পদ্মযোনি।
আসিয়াছি সেই হেতু শুন মম বাণী।।
কি উপায়ে বিনাশিব পিতার অরিরে।
সেই কথা কহ দেব অধীন জনেরে।।
পিতৃশত্রু যদি দেব না করি নিধন।
জীবন ধরিয়া তবে কিবা প্রয়োজন।।
কোন গুণে গুণবান সেই নরপতি।
সেই জন মহাপাপী ওহে মহামতি।।
যার যশ সদা গায় জগতের জন।
দয়া আছে যাহার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ।।
যার আছে ধর্ম্মবোধ অন্তর মাঝারে।
সেই জন মহাজ্ঞানী ভুবন-ভিতরে।।
সত্ত্বরজ তমোগুণ জানে যেই জন।
অবলা কমলা যার গৃহে সর্ব্বক্ষণ।।
বিকার নাহিক যার অন্তর মাঝারে।
পৌরুষ আছে যার সংসার ভিতরে।।
প্রজাগণে পুত্রসম যেই করে জ্ঞান।
প্রজার পালন করে যেমত বিধান।।
উচ্চনীচে সমজ্ঞান যেইজন করে।
সেইজন রাজ যোগ্য কহিনু তোমারে।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন পদ্মাসন।
কোন্‌গুণ ধরে সেই অর্জ্জুন রাজন্।।
তাহার জীবনে বল কিবা ফলোদয়।
জগতের ভার মাত্র সেই নিরদয়।।
আমার প্রতিজ্ঞা প্রভু করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে ক্ষত্র নাহি রাখিব কখন।।
বিনাশিব ক্ষত্রকুল একবিংশবার।
তবে মম ক্রোধ যাবে ওহে গুণাধার।।
রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে কহিলেন দেব পদ্মাসন।।
রামের কোলেতে লয়ে দেব পদ্মযোনি।
কহিলেন শুন শুন মম হিতবাণী।।

প্রতিজ্ঞা করেছ সত্য ওহে মহাত্মন।
এ প্রতিজ্ঞা তব কিন্তু ভয়ের কারণ।।
ইথে বহু প্রাণীপ্রাণ হবে বিনাশন।
কত কষ্টে হয় দেখ বিশ্বের সৃজন।।
হেন সৃষ্টি লোপে কেন করিছ বাসনা।
বদনে এহেন বাক্য কখন এনো না।।
একজন সত্য বটে করিয়াছে দোষ।
তাই বলি সবা প্রতি কেন তব রোষ।।
ক্রোধ প্রকাশিয়া তুমি একের উপরে।
মহাসৃষ্টি নাশে বাঞ্ছা করিছ অন্তরে।।
এহেন বচন নাহি বল কদাচন।
আমা হতে এই কার্য্য না হবে সাধন।।
দিগম্বর পাশে যাও কৈলাস শিখরে।
নিবেদন কর গিয়া তাঁহার গোচরে।।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হবে তাঁহার আদেশে।
যাও অবিলম্বে তুমি কৈলাস আবাসে।।
ক্ষত্রবংশ বিনাশিতে যদি বাঞ্ছা হয়।
শিবের নিকটে যাও ওহে মহোদয়।।
পাশুপত অস্ত্র শিব করিলে প্রদান।
বিনাশিবে ক্ষত্রকুল ওহে মতিমান্।।
একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন।
দিব্যবাণ শিবপাশে পাবে মহাত্মন।।
পুরাণেতে সুধাকথা পুণ্যবিবর্দ্ধন।
শুনিলে পাতকী তরে শাস্ত্রের বচন।।

কৈলাসে ভৃগুরামের গমন ও পাশুপত অস্ত্রলাভ

ব্রহ্মার নন্দন জ্ঞানী সনৎ কুমার।
কহিলেন শুন শুন কাহিনী তাহার।।

বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভৃগুরাম তাঁর পদে করিলা বন্দন।।
তাঁহার আদেশে যান কৈলাস শিখরে।
মনে মনে মহাসুখী পুলক অন্তরে।।
সুরম্য কৈলাস পুরী করেন দর্শন।
তাহার অপূর্ব্ব শোভা অতি মনোরম।।
ব্রহ্মালোক হতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধেতে।
বিরাজে কৈলাস পুরী জানিবেক চিতে।।
তাহার উপরে শোভে বৈকুণ্ঠ নগর।
বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে ধ্রুবলোক মনোহর।।
শ্রীগোলোক ধাম শোভে কৈলাস উপরে।।
কত সিদ্ধ সাধ্য থাকে কৈলাস শিখরে।।
কত যোগী নেত্র মুদি ধ্যানেতে মগন।
দিবা নিশি ভাবিতেছে সেই নিরঞ্জন।।
ব্যোম ব্যোম সুখ শব্দ সতত বদনে।
কক্ষবাদ্য করে কেহ আনন্দিত মনে।।
গালবাদ্য করে সবে অতি ঘনঘন।
সুখের সাগরে সব আছে নিমগন।।
পারিজাত তরু শোভে কত সারি সারি।
গন্ধে আমোদিত হয় যাই বলিহারি।।
কল্পতরু কত শোভে কে করে গনন।
মধুলোভে অলিকুল করে বিচরণ।।
গুন্ গুন্ রবে সবে করিছে ঝঙ্কার।
পুষ্প হতে পুষ্পান্তর করিছে বিহার।।
কুহুস্বরে রব করে যত পিকগণ।
শাখাপরে গান করে যত পক্ষীগণ।।
শোভিছে সরসী কিবা অতি মনোহর।
শোভিছে শতদল অতীব সুন্দর।।
নানা জাতি পুষ্প বৃক্ষ শোভে চারিভিতে।
হেরিলে আনন্দ জন্মে দর্শকের চিতে।।
মল্লিকা মালতি জাতি গোলাপ টগর।
বেল যুঁই যুথী বক কাঞ্চন সুন্দর।।
মালতী ধাতকী আদি কুসুম নিকর।
চারিদিকে শোভিতেছে অতি মনোহর।।

চারিদিকে কত তরু কিবা শোভা পায়।
বাড়িছে পুরীর শোভা বৃক্ষের শোভায়।।
শাল তাল তমালাদি নানা তরুবর।
চারিদিকে শোভিতেছে অতি মনোহর।।
অপূর্ব্ব পুরীর শোভা করি দরশন।
পুলকে পুরিত হয় ভার্গবের মন।।
অদ্ভুত নির্ম্মাণ তাহা কৈলাস নগরী।
হীরক-খচিত কিবা অতি মনোহারি।।
সুপ্রশস্ত পথ সব সহজ সরল।
হেরিলে জুড়ায় মন নয়ন যুগল।।
কত গৃহ কত বাটী পুরীর ভিতরে।
রতনে নির্ম্মিত স্তম্ভ অতি শোভা ধরে।।
স্বর্ণের কপাট সব অতি মনোহর।
হেরিলে জুড়ায় চক্ষু জুড়ায় অন্তর।।
এ হেন কৈলাস পুরী করি দরশন।
ধীরে ধীরে যায় ক্রমে ভার্গব নন্দন।।
ক্রমে ক্রমে উপনীত আসি সিংহদ্বারে।
দেখিলেন দ্বারী এক তথায় বিহরে।।
ভয়ঙ্কর রূপ তার অতি বিভীষণ।
শিবের সমান সেই অপূর্ব্ব দর্শন।।
দ্বারেতে আছয়ে দ্বারী মহাবলবান।
লোহিত লোচন ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান।।
পিঙ্গল বরণ জটা শোভে শিরোপরে।
ত্রিশূল ধরিয়া আছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে।।
বিকৃত আকার তার মহাবলবান।
অগ্নিসম মহাতেজে যেন দীপ্তিমান।।
তাহার রূপ দেখি অতি বিভীষণ।
ভয়ে ব্যাকুলিত হয় দর্শকের মন।
ভয়ে ভয়ে রাম তথা হয়ে উপনীত।
দ্বারপালে পরিচয় দিলেন ত্বরিত।।
রাম কহে দ্বার ছাড় ওহে মহোদয়।
শিব দরশনে আসি জানিবে নিশ্চয়।।
দ্বার ছাড় যাব আমি শঙ্কর গোচরে।
প্রণাম করিব তাঁর চরণ যুগলে।।

এতেক বচন দ্বারী করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন।।
ক্ষণকাল দ্বারদেশে কর অবস্থিতি।
ব্যস্ত হও কেন এত ওহে মহামতি।।
অগ্রে আমি শিব পাশে করিব গমন।
বলিব তোমার কথা শিবের সদন।।
আদেশ হইলে পুনঃ আসিয়া হেথায়।
সঙ্গে করি যাব পুনঃ লইয়া তোমায়।।
শিবের আদেশ হলে করিব গমন।
প্রতীক্ষা কর ক্ষণেক ওহে মহাত্মন।।
এতেক বচন শুনি ভৃগু মহাপতি।
হইলেন মনে মনে প্রকুপিত অতি।।
অপেক্ষা না করি তথা করেন গমন।
অপর দ্বারেতে গিয়া উপনীত হন।।
যেজন আছিল তথা হইয়া দুয়ারী।
তাহার রূপের কথা বলিবারে নারি।।
মহাকায় বলবান অতি বিভীষণ।
গোলাকার চক্ষু তা অদ্ভুত দরশন।।
তাহার নিকটে রাম করিয়া গমন।
কহিলেন আমি হই ঋষির নন্দন।।
গমন করিব আমি শিবের গোচরে।
দয়া করি ছাড় দ্বার কহিনু তোমারে।।
এতেক বচন শুনি কহেন দুয়ারী।
দুয়ার ছাড়িতে এবে কভু নাহি পারি।।
শিবের নিকটে আগে করিব গমন।
আদেশ হইলে যাবে ওহে মহাত্মন।।
ক্ষণকাল এইস্থানে কর অবস্থিতি।
শিবের নিকটে আমি চলিনু সম্প্রতি।।
এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ।
মহারোষভরে তিনি হলেন মগন।।
তথায় অপেক্ষা নাহি করিয়া তখন।
দ্রুতগতি অন্য দ্বারে করেন গমন।।
সে দ্বারে দুয়ারী যেই করে অবস্থিতি।
তাহার নিকটে যান রাম মহামতি।।

ধীরে ধীরে তার পাশে করিয়া গমন।
কহিলেন ওহে দ্বারী শুনহ বচন।।
সব দ্বারে ক্রমে ক্রমে করিনু ভ্রমণ।
দ্বার না ছাড়িল কেহ ওহে মহাত্মন।।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছি অতি।
তুমি যদি কৃপা কর ওহে মহামতি।।
কৃপা করি যদি মোরে ছাড়ি দেহ দ্বার।
তাহা হলে হয় মম বিপদ উদ্ধার।।
রামের কাতর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দয়া উপজিল হৃদে দ্বারীর তখন।।
দ্বার ছাড়ি দিল দ্বারী ঋষির বচনে।
ধীরে ধীরে যান রাম শঙ্কর সদনে।।
দেখিলেন বসি আছে দেব মহেশ্বর।
মহাতেজে শোভে যেন শত দিবাকর।।
ত্রিশূল শোভিছে কিবা দেব দেব করে।
শ্বেতবর্ণ মৃত্যুঞ্জয় সিংহাসনোপরে।।
নাগযজ্ঞ উপবীত শোভিছে গলায়।
পরিধান বাঘ ছাল কিবা শোভা পায়।।
অস্থিমালা গলদেশে অতি মনোহর।
ভস্মেতে শোভিত কিবা দিব্য কলেবর।।
শুভ্রবর্ণ জটাভার শোভে শিরোপরে।
বিরাজেন সুরধনী কলকল স্বরে।।
মহেশ্বর মহানন্দে মুদিয়া নয়ন।
নিজ আত্মা চিন্তা করে অখিল কারণ।।
তাঁহাতে হরিতে ভেদ কিছু মাত্র নয়।
এক আত্মা মূর্ত্তিভেদ এইমাত্র হয়।।
নয়ন মুদিয়া দেব দেব পঞ্চানন।
ভক্তাধিন ভগবানে করেন চিন্তন।।
সবার আশ্রয় যিনি অখিলের গতি।
যাঁহা হতে জীবগণ লভয়ে মুকতি।।
সেই নিরঞ্জনে সদা করেন চিন্তন।
পঞ্চমুখে হরিগুণ গান পঞ্চানন।।
বামপাশে শোভিতেছে ভবানী সুন্দরী।
ব্যজন করিছে তাঁরে চারি সহচরী।।

শিবের কিঙ্কর কত আছে ভয়ঙ্কর।
হেরিলে তাদের রূপ কাঁপে কলেবর।।
কত ভূত কত প্রেত যক্ষ দৈত্য আদি।
চারিদিকে বিহারিছে নাহিক অবধি।।
ভৈরব বেতাল তাল করিছে বিহার।
যোগিনী ডাকিনী কত কেবা গণে আর।।
শিবের সুন্দর সভা করি দরশন।
আনন্দে মগন হয় ভার্গবের মন।।
শিবপাশে ধীরে ধীরে করিয়া গমন।
অষ্টাঙ্গ চরণে তাঁর করেন বন্দন।।
নেত্র মেলি দরশন করি মহেশ্বরে।
আনন্দ কারণে ভাসে নয়নের নীরে।।
একান্ত অন্তরে রাম করি যোড়কর।
স্তব করে ধীরে ধীরে হইয়া কাতর।।
কিরূপে করিব স্তব ওহে পঞ্চানন।
তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন।।
তব গুণ বর্ণিবারে কোন জন পারে।
অনন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে।।
ভক্তজনে অনুরক্ত তুমি দিগম্বর।
আশুতোষ তব নাম জানে সর্ব্বনর।।
বেদেতে তোমার তত্ত্ব আছে নিরূপণ।
তব তত্ত্ব কি বুঝিব মোরা মূঢ় জন।
সরস্বতী তব গুণ বর্ণিবারে নারে।
গুণাতীত তুমি দেব জানিহে অন্তরে।।
তোমা হতে সত্ত্ব রজ জন্মে তিনগুণ।
কখন নির্গুণ তুমি কখন সগুণ।।
কখন সাকার তুমি কভু নিরাকার।
অনাদি অনন্ত তুমি জগতের সার।।
যজ্ঞের ঈশ্বর তুমি যজ্ঞ ফলদাতা।
কালরূপী তুমি দেব অখিলের পিতা।।
ব্রহ্মারূপে কর তুমি জগত সৃজন।
বিষ্ণুরূপে করিতেছ অখিল পালন।।
শিবরূপে অন্তকালে করহ সংহার।
তব লীলা কে বুঝিবে ওহে গুণাধার।।

পরম পুরুষ তুমি কারণ কারণ।
তুমি জল তুমি স্থল প্রান্তর কানন।।
তোমার তুলনা নাহি এভব সংসারে।
কৃপানিধি কৃপা কর অধীন উপরে।।
ওহে প্রভু তব পদ করি দরশন।
সফল জনম মম সার্থক জীবন।।
তোমার করুণা হয় যাহার উপরে।
কি ভয় তাহার বল এ ভব সংসারে।।
ভব ভয় ঘুচে তার নাহিক সংশয়।
দয়াকর দয়া নিধি হওগো সদয়।।
যোগিগণ নিরন্তর মুদিয়া নয়ন।
অন্তরেতে করে চিন্তা তব রূপ ধন।।
তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
সূর্য্যদেব নিরন্তর দিতেছে কিরণ।।
তোমার আদেশে চন্দ্রগমন উপরে।
মধুময়ী জ্যোৎস্নারাশি বিতরণ করে।।
তুমি গিরি তুমি নদী তুমিই কানন।
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল তুমি ওহে পঞ্চানন।।
জগতের বন্ধু তুমি ওহে দিগম্বর।
আশুতোষ তব নাম খ্যাত চরাচর।।
তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার।
অধীন উপরে কর করুণা বিস্তার।।
স্তবে তুষ্ট হয়ে পরে দেব পঞ্চানন।
কহিলেন মিষ্টভাবে করি সম্বোধন।।
কোথায় বাস কে তুমি বলহ আমায়।
কি হেতু এসেছ বল আমার হেথায়।।
কাহার নন্দন তুমি কহ মহাত্মন।
আসিয়াছ কি কারণে আমার সদন।।
সত্য কথা কহ সব আমার গোচরে।
এত শুনি মহাদেবী কহেন শঙ্করে।।
কি হেতু এসেছে এই বিপ্রের নন্দন।
জিজ্ঞাসা করহ নাথ ওহে পঞ্চানন।।
এত বলি ভার্গবেরে সম্বোধন করি।
শুন শুন কহিলেন ওহে ব্রহ্মচারী।।

কি হেতু এসেছ এই কৈলাস নগর।
বিশেষ করিয়া বল ওহে মুনিবর।।
নবীন বয়স তব করি দরশন।
কেন তবে হেরিতেছি বিষণ্ণ বদন।।
কি কারণে শোক বল হয়েছে অন্তরে।
দুঃখিত কি হেতু তুমি বল সত্য করে।।
ভবানীর এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে কহে তাঁরে ভার্গব নন্দন।।
নমস্কার তব পদে শুন গো শঙ্করী।
ভক্তিভরে দোঁহাপদে নমস্কার করি।।
জমদগ্নি মম পিতা জানে সর্ব্বজন।
ভৃগুবংশে জন্ম মম বিপ্রের নন্দন।।
রেণুকা জননী মম শুন গো ভবানী।
ভৃগুরাম মম নাম ওহে শূলপানি।।
যে কারণে শোক আসি ঘিরিছে আমারে।
সেই কথা বলিতেছি দোঁহার গোচরে।।
কার্ত্তবীর্য্য নামে আছে প্রবল ভূপতি।
সহস্রেক বাহু তার খ্যাত বসুমতি।।
একদিন চতুরঙ্গ সৈন্য সঙ্গে করে।
মৃগয়া কারণে যায় কানন ভিতরে।।
ঝড় বৃষ্টি বন মাঝে অকস্মাৎ হয়।
বৃক্ষে উঠি নরপতি সেই রাত্রে রয়।।
সৈন্যগণ বৃক্ষোপরি করি আরোহণ।
অনায়াসে সেই নিশা করিল যাপন।।
প্রভাতে নামিয়া সবে বিফল অন্তরে।
রাজধানী উদ্দেশ্যেতে ক্রমে যাত্রা করে।।
পথিমাঝে পিতাসহ হয় দরশন।
রাত্রির বৃত্তান্ত পিতা করেন শ্রবণ।।
রাজারে কাতর দেখি পিতার অন্তরে।
দয়া উপজিল তাহা নিবেদি দোঁহারে।।
সৈন্যসহ ভূপতিরে করি নিমন্ত্রণ।
আপন আশ্রমে পিতা নিলেন তখন।।
সুরভি প্রদত্ত দ্রব্য করি আয়োজন।
সৈন্যসহ ভূপতিরে করান ভোজন।।
সুরভি দেখিয়া লোভ হইল রাজার।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল হায় কি বলিব আর।।
পিতারে ভূপতি পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন বাক্য ওহে তপোধন।।
সুরভি প্রদান মুনে করহ আমারে।
নতুবা সবলে আমি লইব তাহারে।।
অথবা আমার সহ করহ সমর।
এত বলি মহাক্রুদ্ধ হয় নরবর।।
তারপর যুদ্ধ করি অতি বিভীষণ।
আমার পিতারে রাজা করিল নিধন।।
সহমৃতা হল মাতা পিতার সহিতে।
আর কেহ নাই মম তোমার জগতে।।
পিতার বিয়োগে আমি হইয়া কাতর।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি অতি ভয়ঙ্কর।।
ক্ষত্রবংশে না রাখিব জগত মাঝারে।
নিঃক্ষত্র করিব ধরা তিন সপ্তবারে।।
রোষেতে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি যখন।
কি হবে উপায় এবে করেছি চিন্তন।।
তুমি পিতা তুমি মাতা ওগো আশুতোষ।
অধীন উপরে প্রভু লহ পরিতোষ।।
পুত্রের উপায় কর ওহে পঞ্চানন।
আমার যাহাতে হয় প্রতিজ্ঞা সাধন।।
রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভয়েতে শঙ্করী দেবী কাঁদে ঘন ঘন।।
বহুক্ষণ চিন্তা করি শিবানী ভবানী।
শুন শুন কহিলেন ওহে মহামুনি।।
অল্পমতি অল্পজ্ঞান নেহারি তোমার।
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি বিপ্রের কুমার।।
একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন।
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ওহে তপোধন।।
অতি স্নেহ করি আমি রাজার উপরে।
পরম বৈষ্ণব তারে জানিবে অন্তরে।।
নিরন্তর হরিগুণ বদনে তাঁহার।
হরি স্তব করে সদা সেই গুণাধার।।

কাহার শকতি আছে বধিতে তাহারে।
হেনবীর নাহি হেরি সংসার ভিতরে।।
তাহারে নাশিতে পারে নাহি হেনজন।
যাবত রহিবে মম শরীরে জীবন।।
শিবের শকতি কিবা ওহে তপোধন।
আমি বিদ্যমানে নাশে অর্জ্জুন রাজন।।
শুন শুন দ্বিজশিশু আমার বচন।
আপন আলয়ে শীঘ্র করহ গমন।।
দেবের লিখন বল কে করে খণ্ডন।
দুঃখ নাহি কর কিন্তু করহ গমন।।
প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি ক্ষত্রিয় নিধনে।
সে বাসনা ওহে দ্বিজ না রাখিও মনে।।
এরূপ দারুণ আশা কর পরিহার।
হেরিতেছি অতি মন্দ তব ব্যবহার।।
বামন হইয়া আশা চন্দ্রমা ধরিতে।
আশা কর পঙ্গু হয়ে গিরি আরোহিতে।।
অর্জ্জুন নৃপতি হয় অতি বলবান।
কেবা আছে ধরাধামে তাহার সমান।।
পুণ্যকর্ম্ম সদা করে সেই নরপতি।
দানের সাগর সেই ওহে মহামতি।।
মনে মনে বাঞ্ছা তব ওহে তপোধন।
শিবের সহায়ে বধ করিবে রাজন।।
এরূপ দুরাশা নাহি করিও অন্তরে।
ফিরি যাহ অবিলম্বে আপন আগারে।।
মুখে হেন বাক্য আর না আন কখন।
যাহ ফিরি অবিলম্বে আপন ভবন।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করযোড় করি রাম করেন রোদন।।
দ্বিজের নন্দন হয় কান্দিয়া আকুল।
যেই দিকে দৃষ্টি করে নাহি দেখে কুল।।
ত্যজিবে আপন প্রাণ করিয়া মনন।
ধূলায় পড়িয়া মুনি করেন রোদন।।
মুনিরে কাতর দেখি দেব মহেশ্বর।
পার্ব্বতীর দিকে চাহি করেন উত্তর।।
শুন শুন ভগবতী আমার বচন।
আসিয়াছে এই স্থানে মুনির নন্দন।।
অনুগ্রহ তবে পাবে এই সে কারণে।
মুনিবর আসিয়াছে কৈলাস ভবনে।।
কৃপা কর অতএব উহার উপর।
দ্বিজশিশু দেখ দেখ অতীব কাতর।।
নির্দ্দয় না হও দেবী বিপ্রের উপরি।
করুণা কটাক্ষ কর তুমি গো শঙ্করী।।
কৃপা কর যদি নাহি দ্বিজের উপর।
অধর্ম্ম রটিবে তব জগত ভিতর।।
এত বলি শঙ্করীরে দেব পঞ্চানন।
রামেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন।।
বিপ্র শিশু উঠ উঠ না কর রোদন।
হলে তুমি অদ্য হতে পুত্রের মতন।।
মনোরথ সিদ্ধ তবে হইবে নিশ্চয়।
আমি দিব বিষ্ণুমন্ত্র ওহে মহোদয়।।
যে মন্ত্র প্রভাবে জয়ী হবে ত্রিভুবনে।
নাশিতে পারিবে সেই দুর্জ্জন রাজনে।।
অবহেলে ক্ষত্রকুল হবে বিনাশন।
তোমার কীর্ত্তি রটিবে এতিন ভুবন।।
এতেক বচন বলি দেব মহেশ্বর।
বিষ্ণুমন্ত্র দেন রামে করিয়া আদর।।
মহামন্ত্র কবচাদি করেন প্রদান।
পাশুপত অস্ত্র দেন মহেশ ধীমান।।
নাগপাশ আদি করি কত অস্ত্র দিল।।
অস্ত্র পেয়ে ভৃগুরাম পরিতুষ্ট হৈল।।
পুলকিত মনে দেব দেব পঞ্চানন।
মন্ত্র সহ শর রামে করেন অর্পণ।।
বাণের যতেক গুণ কি বলিব আর।
বাণ পেয়ে পান রাম আনন্দ অপার।।
আশীর্ব্বাদ করি পরে ভৃগুর নন্দনে।
বিদায় দিলেন শিব হরষিত মনে।।
বিদায় লইয়া রাম করেন প্রস্থান।
পুরাণে ললিত কথা সুধার সমান।।

নাগপাশ আদি করি কত অস্ত্র দিল।
অস্ত্র পেয়ে ভৃগুরাম পরিতুষ্ট হৈল ॥

যেই জন এক মনে করয়ে শ্রবণ।
মহাপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন।।
যতেক পাতক থাকে তাহার শরীরে।
শ্রবণ মাত্রেতে সব চলি যায় দূরে।।
তাই বলি বারবার ওহে মূঢ়মন।
ধর্ম্মকথা এক মনে করহ শ্রবণ।।

ভৃগুরামের যুদ্ধযাত্রা

শুনি ধর্ম্মকথা তবে শৌনকাদিগণ।
পরম আনন্দ লাভ করে মনে মন।।
সম্বোধিয়া ঋষিগণ বিধির কুমারে।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে।।
বলিলেন অপূর্ব্ব কথা ওহে মহাত্মন্।
যত শুনি তত বৃদ্ধি হয় আকিঞ্চন।।
অতএব পূর্ণ কর বাসনা সবার।
দেব মহাজ্ঞানী তুমি মহিমা অপার।।
ভৃগুরাম শিবপাশে হইয়া বিদায়।
কি করিল কোথা গেল বল সবাকায়।
এতেক বচন শুনি ব্রহ্মার নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
শিবের নিকটে রাম হইয়া বিদায়।
মনের হরিষে পরে নিজগৃহে যায়।।
আপন আশ্রমে রাম করি আগমন।
মৌনভাবে মনে মনে করেন চিন্তন।।
এতদিনে বাঞ্ছা পূর্ণ হইল আমার।
পাইল শিবের বল যিনি দয়াধার।।
করেছি প্রতিজ্ঞা আমি ক্ষত্রিয় নিধনে।
ক্ষত্রকুল না রাখিব করিয়াছি মনে।।
সেই দুষ্ট মহাপাপী অর্জ্জুন নৃপতি।
পিতার গৃহে আমার হইল অখ্যাতি।।
নানাবিধ রূপ দ্রব্য করিল ভোজন।
প্রতিফল দিল পরে অধম রাজন।।
কিবা ভয় এখন আর সেই দুরজনে।
অচিরে পাঠাব তারে শমন সদনে।।
পিতার শোকেতে মম কাতর অন্তর।
নাশিলে রাজারে তবে হব স্থিরতর।।
কোথা ওরে দুরাচার অর্জ্জুন রাজন।
বিপ্রেরে সমরে তুই করিলি নিধন।।
অহঙ্কারে মত্ত তুই ওরে দুরমতি।
না রহিবে তোর বংশে দিতে কেহ বাতি।।
ব্রহ্মহত্যা অনায়াসে করিলি সাধন।
বল দেখি কেন হেন তব আচরণ।।
সবংশে মারিলে তোরে যাবে দুঃখভার।
ক্ষত্রকুলে জন্মেছিস তুই কুলাঙ্গার।।
সবংশে হইবি তুই অবশ্য নিধন।
আমার বচন মিথ্য নহে কদাচন।।
বিপ্রবধ করি তুই ওরে দুরাচার।
বান্ধিলি অধর্ম্ম সেতু নাহিক নিস্তার।।
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
মহারোষে জ্বলি উঠে ঋষির নন্দন।।
ক্রোধভরে ধনু তূণ লইলেন করে।
রাজার উদ্দেশ্যে ধায় অতি বেগভরে।।
পথিমাঝে সুমঙ্গল হয় দরশন।।
তাহা দেখি ভার্গবের প্রফুল্ল বদন।
রাম দ্রুত গতি যায় রাজার উদ্দেশ্যে।।
ক্রমে ক্রমে পথি মাঝে সন্ধ্যা নামি আসে।
অস্তাচলে গেল ক্রমে দেব দিবাকর।।
অন্ধকার আসি পশে জগত ভিতর।
সন্ধ্যা সমাতীত ক্রমে আসিল রজনী।।
শন্‌শন্ বহে বায়ু কর্ণে নাহি শুনি।।
চারিদিকে বাহিরিল নিশাচরগণ।
পেচক বাহির হয় ভীষণ দর্শন।।

হিংস্র জন্তু কত ভ্রমে কেবা তাহা গণে।
উপনীত ভৃগুরাম নর্ম্মদা পুলিনে।।
মহাঘোর নিশাক্রমে করি দরশন।
ভৃগুরাম মনে মনে করেন চিন্তন।।
অক্ষয় বটের মূলে বসি তারপর।
চারিদিকে নেত্রপাত করে ঋষিবর।।
তারপর পত্রশয্যা করিয়া রচন।
শয়ন করিল তাহে মুনির নন্দন।।
স্বপ্ন দেখে নানাবিধ নিদ্রার বিঘোরে।
ক্রমে নিশা অবসান কহি সবাকারে।।
পুরাণের সুধা কথা অতি মনোরম।
শ্রবণে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন।।

কার্ত্তবীর্য্যের বিভীষিকা দর্শন

তারপর কহিলেন বিধির নন্দন।
শুন শুন কি ঘটিল ওহে ঋষিগণ।।
নিদ্রা হতে উঠি ভৃগুরাম মহামতি।
প্রাতঃকৃত সমাপন করি যথারীতি।।
নর্ম্মদা সলিলে স্নান করিয়া বিধানে।
পাঠালেন দূত এক ভূপতি সদনে।।
রাজার নিকটে দূত উপনীত হয়।
ঋষির আদেশ যাহা সকলই কয়।।
মহারাজ শুন শুন করি নিবেদন।
রাম দূত হয়ে আমি করি আগমন।।
পিতৃশত্রু তুমি তাঁর জানিও অন্তরে।
ভৃগুরাম তাই আসে সমরের তরে।।
ক্ষত্রজাতি ধরাধামে না রাখিবে আর।
নিঃক্ষত্র করিবে পৃথ্বী একবিংশবার।।
লভিয়াছে বর রাম শিবের গোচরে।
আসিয়াছে সেই হেতু সমরের তরে।।
নর্ম্মদা পুলিনে রাম করে অবস্থিতি।
বটমূলে আছে তিনি ওহে মহামতি।।
যুদ্ধ সজ্জা কর রাজা অতীব ত্বরায়।
সকল বৃত্তান্ত ভূপ কহিনু তোমায়।।
উচিত বিধান তবে কর মহামতি।
এত বলি চলে যায় দূত শীঘ্রগতি।।
দূতের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চিন্তাকুল হয়ে রাজা অধোমুখে রন।।
ভয়েতে রাজার হৃদি অতীব কাতর।
যে দিকে করেন দৃষ্টি বিপদ সাগর।।
ভীষণ মূরতি যেন সম্মুখে আসে।
তীক্ষ্ণ অসি হাতে করি চাহিছে সরোষে।।
বিকট বদন তার বিকট আকার।
ভয়েতে আকুল হন রাজা গুণাধার।।
তারপর ধৈর্য্য ধরি অর্জ্জুন রাজন।
আদেশ করেন সৈন্যে সাজিতে তখন।।
রাজার আদেশ পেয়ে চতুরঙ্গ দল।
রণসজ্জা দ্রুতগতি করিল সকল।।
রাম সহ যুদ্ধ হবে এই সে কারণে।
শীঘ্র করি সাজে সেনা যেমত বিধানে।।
হুহুঙ্কার করি কেহ করে আস্ফালন।
বাহ্বাস্ফোট করে কেহ অতি ঘনঘন।।
এইরূপে রণসজ্জা করিয়া সাজন।
রাজা গেল অন্তপুরে রাণীর সদন।।
প্রধানা মহিষী তাঁর নাম মনোরমা।
ভুবনে নাহিক কোথা এ হেন ললনা।।
রাণীর নিকটে রাজা কহে বিবরণ।
ভৃগুরাম আসিয়াছে সমর কারণ।।
নর্ম্মদা পুলিনে আছে সেই মহামতি।
নিঃক্ষত্রা করিবে সে এই বসুমতি।।
ধরাধামে ক্ষত্রনাম না রাখিবে আর।
নিঃক্ষত্রা করিবে মহি তিন সপ্তবার।।

লভিয়াছে বর রাম শিবের গোচরে।
লভিয়াছে পাশুপত জানে সর্ব্বনরে।।
সমরে এখন আমি করিব গমন।
কিন্তু ভয়ে সদা মম কাঁপিতেছে মন।।
শুন শুন প্রাণেশ্বরী বচন আমার।
করহ উপায় এবে যাহা যুক্তি সার।।
অমঙ্গল চারিদিকে করি নিরীক্ষণ।
বামাঙ্গ সর্ব্বদা মম হতেছে কম্পন।।
বামচক্ষু ঘন ঘন দেখ নৃত্য করে।
চলিতে না পারি পদ সরি সরি পড়ে।।
হস্ত হতে অসি খসি হতেছে পতন।
চারিদিকে বিভীষিকা করি দরশন।।
পশ্চাতে কে যেন আসি কহিছে বচন।
ক্ষত্রকুল এইবার হবে বিনাশন।।
ক্ষত্রবংশে আর কভু নাহি পরিত্রাণ।
ভৃগুরাম আসিয়াছে মহাবলবান।।
এইরূপ বিভীষিকা হতেছে দর্শন।
শকুনি মস্তকোপরি কর নিরীক্ষণ।।
বজ্রাঘাত অকস্মাৎ বিনামেঘে হয়।
অমঙ্গল চারিদিকে হতেছে উদয়।।
ঘন ঘন গর্দ্ধভেরা ডাকিছে সঘনে।
রোদন করিছে সব কুকুরেরা দিনে।।
কবন্ধ নাচিছে কত করি দরশন।
ভয়েতে আকুল মম হইতেছে মন।।
বিকৃত স্বরেতে যত তুরঙ্গ মগন।
ঘন ঘন অবিরল করিছে গর্জ্জন।।
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া গৃহিনী।
ভীতা হয়ে সকাতরা হন বিষাদিনী।।
অধোমুখে মৌনভাবে করেন রোদন।
পুরাণ শুনিলে হয় পাপ বিনাশন।।

রাণী কর্ত্তৃক নৃপতিকে সান্ত্বনা

সনৎ কুমারে শৌনক জিজ্ঞাসা করিল।
রাজারে কেমনে রাণী সান্ত্বনা দানিল।।
বিধিসুত কহে পুনঃ শুন ঋষিগণ।
তারপর হয় যাহা অপূর্ব্ব ঘটন।।
রাজার বচন শুনি রাজার গৃহিনী।
অবিরল কান্দে দেবী হয়ে বিষাদিনী।।
বিনয় বচনে কহে নাথেরে তখন।
প্রাণনাথ শুন শুন আমার বচন।।
সহসা এমন কেন বিপদ ঘটিল।
বিধি বাম এতদিনে কেন বা হইল।।
অবধান কর স্বামী আমার বচন।
আসিয়াছে ভৃগুরাম করিবারে রণ।।
জানি আমি সেই রামে অতি মহামতি।
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম ওহে নরপতি।।
মনোহর রূপ তার শুনহ রাজন।
রূপ অনুরূপ গুণ জানে সর্ব্বজন।।
শিবের পরম শিষ্য সেই মহামতি।
দিয়াছেন বহু অস্ত্র দেব পশুপতি।।
মন্ত্র সহ অস্ত্র সব করেন প্রদান।
অস্ত্র লভি হন রাম মহা বলবান।।
বিধির আদেশে রাম আনন্দিত মনে।
গিয়াছিল কৈলাসেতে শিবের সদনে।।
আশুতোষ হৃষ্ট হয়ে রামের উপরে।
মন্ত্র সহ অস্ত্র দেন কহিনু তোমারে।।
অঙ্গীকার করিয়াছে সেই মুনিবর।
ক্ষত্রকুল না রাখিবে অবনী ভিতর।।

তাঁহার প্রতিজ্ঞা কভু না হবে খণ্ডন।
এই বাক্য সত্য সত্য জানিও রাজন।।
মহাদেব বর দিল সেই মুনিবরে।
ক্ষত্রবংশ ধ্বংসে হবে প্রতিশ্রুতি করে।।
অতএব শুন নাথ আমার বচন।
সমরে পুনশ্চ আর না করো গমন।।
মুনি সনে যদি প্রভু করহ সমর।
নিশ্চয় যাইতে হবে শমন গোচর।।
অতএব সমরেতে না কর গমন।
আমার বচন ভূপ করহ শ্রবণ।।
কাল যবে পূর্ণ হয় ওহে নরপতি।
রাখিতে তখন বল কাহার শকতি।।
চিরদিন মহাবীর কভু নাহি রয়।
কালবশে হবে তার জানিবেক লয়।।
যেইজন ধর্ম্ম রক্ষা করে নিরন্তর।
তাহারে রক্ষেণ ধর্ম্ম ওহে প্রাণেশ্বর।।
অধর্ম্ম করেছ তুমি নিজ বুদ্ধি দোষে।
সে হেতু পড়িলে নাথ ব্রাহ্মণের রোষে।।
শুন শুন নরপতি বেদের বচন।
সংসার নহেক নিত্য জানিবে কখন।।
জগতে অনিত্য সব কিছু নিত্য নয়।
বারি বিম্ব সম বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়।।
ক্ষণকাল হেতু মাত্র জানিবে সংসার।
মায়াতে না বুঝে কেহ ওহে গুণাধার।।
সত্যমাত্র শুদ্ধ সেই দেব নিরঞ্জন।
আদি অন্তহীন যিনি অখিল কারণ।।
যিনি সুক্ষ্ম যিনি স্থূল দেব দেব হরি।
ভবার্ণবে যিনি হন বিপদ কাণ্ডারী।।
অধর্ম্মে মগন হয়ে তাঁরে না ভাবিলে।
এখন উচিত ফল হাতে হাতে ফলে।।
হিংসাতে নিমগ্ন হইল তোমার অন্তর।
সে হেতু দুর্দ্দশা এত ওহে প্রাণেশ্বর।।
হের দেখি মহারাজ কি কাজ করিলে।
অধর্ম্ম হেতুতে তুমি সাগরে ডুবিলে।।

কাননে গেলে হে তুমি মৃগয়া কারণ।
অনশনে বৃক্ষোপরে যামিনী যাপন।।
অতিথি করিল তোমা তাপস প্রবর।
নানাবিধ উপচার অর্পিল বিস্তর।।
কিন্তু তুমি মদমত্ত হইয়া ভূপতি।
অন্যায় করিলে কত ওহে মহামতি।।
ধেনুর লোভেতে বধ করিলে ব্রাহ্মণ।
পাপের সাগরে তুমি হলে নিমগন।।
ভাব দেখি প্রাণনাথ আপনার মনে।
অধর্ম্ম করেছ কত না যায় বর্ণনে।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
কুঠার বান্ধিয়া গলে করহ গমন।।
বাঁচিবার সাধ যদি থাকয়ে অন্তরে।
যদি বাঞ্ছা কর ক্ষত্রকুল রক্ষিবারে।।
শীঘ্রগতি রাম পাশে করহ গমন।
তাঁহার চরণে গিয়া মাগহ শরণ।।
অযশ তাহাতে তব কভু না বাড়িবে।
বরঞ্চ সুযশ তব জগতে ঘোষিবে।।
অবশ্য সদয় হবে সেই তপোধন।
বিপ্র জাতি অল্পে তুষ্ট বিদিত ভুবন।।
আমার বচন ধর ওহে প্রাণেশ্বর।
দ্রুত গতি যাহ চলি রামের গোচর।।
ক্ষত্রকুল ইথে নাহি হইবে নিধন।
তোমার মঙ্গল হবে ওহে প্রাণধন।।
বিপ্রজাতি ক্ষত্র গুরু বিদিত ভুবনে।
বৈশ্য হয় ক্ষত্রদাস জানে সর্ব্বজনে।।
বৈশ্য দাস শূদ্রগণ ওহে নৃপবর।
বেদের বিধান এই জানে সর্ব্বনর।।
বিপ্রগণ সর্ব্বগুরু বিদিত ভুবন।
বিপ্রেরে পূজিলে নাহি অযশ কখন।।
বিপ্রগণ তুষ্ট হন যাহারে উপরে।
মঙ্গল করেন তার অমর নিকরে।।
মম বাক্য শুন শুন ওহে নরপতি।
হিত বাক্য যাহা কহি করহ সম্প্রতি।।

ক্ষত্র হয়ে ক্ষত্র সেবা যেই জন করে।
কাপুরুষ সেই জন সংসার মাঝারে।।
বিপ্রের শরণ কিন্তু লয় যেইজন।
সুখ্যাতি রটয়ে তার এতিন ভুবন।।
সেই জন মোক্ষপদ অবহেলে পায়।
অতএব শুন যাহা বলি গো তোমায়।।
ঋষি পাশে অবিলম্বে করহ গমন।
তাঁহার চরণে গিয়া লভহ শরণ।।
বিপদ তোমার নাহি কদাচ ঘটিবে।
অবশ্য কল্যাণ তুমি সর্ব্বথা লভিবে।।
বিপ্রসেবা হতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাহি আর।
মম বাক্য শুন এবে ওহে গুণাধার।।
আমার বচন যদি করহ শ্রবণ।
অবশ্য হইবে তুমি কল্যাণ ভাজন।।
নতু বা শেষেতে হবে অতি ভয়ঙ্কর।
আমার বচন রাখ ওহে নৃপবর।।
এত কহি নৃপরাণী করয়ে রোদন।
ঘন ঘন নৃপ প্রতি করে নিরীক্ষণ।।
পুনরায় নৃপরাণী কান্দিতে কান্দিতে।
বিনয় বচনে কহে রাজার সাক্ষাতে।।
নৃপবর শুন শুন আমার বচন।
পতিসেবা নারীধর্ম্ম বিদিত ভুবন।।
সেবিব তোমার পদ জনমের তরে।
এখন আহার কর কহিনু তোমারে।।
বল দেখি মহরাজ স্বরূপ বচন।
কিবা ফল পতি বিনা সতীর জীবন।।
তপ জপ তীর্থ ব্রত যাহা কিছু হয়।
পতি সেবা কাছে তাহা মাত্র কিছু নয়।।
যেই পতিহীনা হয় সেই নারীজন।
জীবনে তাহার বল কিবা প্রয়োজন।।
অতএব মম বাক্য শুন নরপতি।
যুদ্ধ আশা হৃদি হতে ত্যজহ সম্প্রতি।।
রাণীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নরপতি মিষ্টভাষে কহেন তখন।।

শুন শুন প্রিয়তমে বচন আমার।
শুনিলাম ওহে প্রিয়ে বচন তোমার।।
কর্ম্মবশে সব হয় সব আমি জানি।
সকলি কর্ম্মের ফল জানি সুবদনি।।
কালবশে সব হয় কালে লয় হয়।
কালবশে ঘটে সব নাহিক সংশয়।।
ধনী হয় কালবশে কালে নরপতি।
কালবশে জন্মে লোক দরিদ্র বসতি।।
কালবশে বৃদ্ধি পায় জগতের জন।
কালবশে ক্ষয় হয় শাস্ত্রের বচন।।
কালেতে প্রজার সৃষ্টি প্রজাপতি করে।
কালবশে স্থিতি হয় জানে সর্ব্বনরে।।
কালবশে নারায়ণ করেন পালন।
কালেতে বিনাশ পায় শাস্ত্রের বচন।।
যত কিছু দৃষ্ট হয় ভুবন মাঝারে।
কালের বশগ সব জানিবে অন্তরে।।
কালরূপী সেই হরি যিনি নিরঞ্জন।
একমাত্র তিনি সত্য বেদের বচন।।
কালবশে সৃষ্টি করে ব্রহ্মা প্রজাপতি।
কালবশে বিষ্ণুপালে এই বসুমতি।।
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন।
খণ্ডিবারে পারে তাহা নাহি হেনজন।।
তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় নিরন্তর।
তাঁহার ইচ্ছায় মৃত্যু জানে সর্ব্ব নর।।
অগতির গতি তিনি অখিলের পতি।
সৃষ্টি কর্ত্তা রক্ষা কর্ত্তা সেই মহামতি।।
কারণ কারণ তিনি প্রধান সবার।
তিনি না রাখিলে রাখে হেন শক্তিকার।।
তাঁহার আদেশে কার্য্য করে সুরগণ।
তাঁহার ইচ্ছায় বায়ু হতেছে বহন।।
তাঁহার আদেশে যম একান্ত অন্তরে।
জীবের সংহার করে জানিবে অন্তরে।।
তাঁহার আদেশে ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তাঁহার আদেশে হয় বারি বরিষণ।।

তাঁহার আদেশে সূর্য্য গগন উপরে।
নিরন্তর তীক্ষ্ণ কর বিতরণ করে।।
তাঁহার আদেশে চন্দ্র দিতেছে কিরণ।
তাঁহার আদেশে ফল দেয় তরুগণ।।
তাঁহার আদেশে কত শস্য গাছে ধরে।
তাঁহার আদেশে কাল ভ্রমিছে সংসারে।।
বিশ্বের যতেক কার্য্য কর দরশন।
তাঁহার আদেশে সব হতেছে ঘটন।।
কালবশে জয় হয় সংহার কালেতে।
কালবশে বাঞ্ছা সিদ্ধি কালের গতিতে।।
অনিত্য জীবন ধরি সংসার মাঝারে।
গর্ব্ব করে যেই জন অহঙ্কার ভরে।।
দুরাশয় সেইজন নাহিক সংশয়।
তাহার পতন হয় অচিরে নিশ্চয়।।
অদৃষ্ট লিখন বল কে করে খণ্ডন।
খণ্ডিবারে পারে তাহা নাহি হেনজন।।
শোক কর কেন তবে ওগো গুণবতী।
রোদন সম্বর দেবি আমার ভারতী।।
মনুষ্য সাধ্য কিছু নাহিক সংসারে।
শোক তাপ নাহি কর আপন অন্তরে।।
বিষ্ণুর অংশেতে জন্মে রাম তপোধন।
ক্ষত্রিয় বধের হেতু তাঁহার জনম।।
নাহিক বিফল হবে তাঁর অঙ্গীকার।
ক্ষত্র কুল নিরমূল হইবে সংসার।।
শিবপাশে মহাবর লভেছে সে জন।
তাহার অন্যথা করে নাহি হেন জন।।
তাঁহার শরণ নিলে ফল নাহি হবে।
স্তুতি নতি তাঁর পায়ে বিফলে যাইবে।।
করিবে না মোরে ক্ষমা সেই তপোধন।
কেন বল তবে লব তাঁহার শরণ।।
বধিবে আমারে সেই ঋষি মহামতি।
অন্যথা ইহার নাহি হবে ওগো সতি।।
যুদ্ধ করি যদি মরি আছয়ে পৌরষ।
পরলোকে ইহলোকে রটিবেক যশ।।

নিষেধ না কর দেবী শুনহ বচন।
অবশ্য করিব আমি ঋষি সহ রণ।।
নৃপবর এত বলি মৌনভাবে রয়।
অনুচরে ডাকি পরে সাজিবারে কয়।।
মিষ্টভাষে সেনাগণে করি সম্বোধন।
শুন শুন কহিলেন আমার বচন।।
শীঘ্র সবে রণসজ্জা করহ সত্বরে।
অবিলম্বে যেতে হবে নর্ম্মদার তীরে।।
সেই স্থানে আসিয়াছে রাম মহামতি।
তাহার সহিত যুদ্ধ ঘটিবে সম্প্রতি।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত সেনাগণ।
আনন্দ ভরেতে সবে সাজিল তখন।।
কত অশ্ব গজ সাজে রথ বহুতর।
পদাতি সাজিল কত অতি ভয়ঙ্কর।।
রণবাদ্য বাজে তাহে অতি ঘনঘন।
ভূপতি উদ্‌যোগ করে করিতে গমন।।
রাজরাণী হেনকালে ভূপতিরে কয়।
প্রাণনাথ শুন শুন ওহে মহোদয়।।
প্রা কান্ত শুন শুন মম নিবেদন।
রামসহ যুদ্ধে নাহি করিও গমন।।
যদি তুমি যুদ্ধে যাও ওহে নরপতি।
নিশ্চয় মরিবে তব অধিনী যুবতি।।
এই মত কত বাক্য নরপতি কয়।
কিছুতে বিরত নাহি ওহে মহোদয়।।
কালবশে নরপতি কিছু নাহি শুনে।
কালে আকর্ষিছে তাঁরে যাইবারে রণে।।
তাহা হেরি মনোরমা না কহে বচন।
কেলিগৃহে রাজাসনে করিল গমন।।
প্রাণনাথ বক্ষোপরি ধারণ করিয়ে।
কোথা যাবে বল নাথ আমারে ছাড়িয়ে।।
যদি রণে হয় নাথ তোমার মরণ।
কোথায় রহিব আমি বলহ বচন।।
সর্ব্ব অগ্রে আমি মরি দেখ নরপতি।
পশ্চাতে যাইবে যুদ্ধে ওহে মহামতি।।

তোমার মরণ নাহি করিব দর্শন।
পতিহীনা রমণীর বিফল জীবন।।
বিধবা হইয়া বল কি কাজ ধরায়।
জীবনে কি কাজ তার বলহ আমায়।।
বিধবারা যেই কষ্ট সহ্য করে মনে।
শিহরিয়া উঠে প্রাণ শুনিলে শ্রবণে।।
সে যন্ত্রণা সহ্য আমি কভু না করিব।
তব অগ্রে ওহে নাথ যমগৃহে যাব।।
মনোরমা এত বলি মৌনভাবে রয়।
অধোমুখে বসি রন নৃপ মহোদয়।।
অপূর্ব্ব কালের লীলা কে করে বর্ণন।
কালবশে কত হয় আশ্চর্য্য ঘটন।।
কালবশে হয় সব জগত ভিতরে।
কালবশে জন্মে জীব সংসার মাঝারে।।
কালে ধনী কালে দুঃখী কালে সব হয়।
কালরূপে জীবকুল হয়ে যায় লয়।।
যেই জন ইহা জানি শোক নাহি করে।
সেই জন ধন্য ধন্য অবনী মাঝারে।।

রাজরাণীর দেহ বিসর্জ্জন ও রাণীর শোকে নরপতির খেদ

যত বলে শাস্ত্রকথা ব্রহ্মার নন্দন।
সুধাবৎ শুনে যত শৌনকাদিগণ।।
ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনৎ কুমারে।
শুনিনু কি কথা আহা শ্রবণ বিবরে।।
তারপর বল বল ওহে বিচক্ষণ।
রাজা রাণী কি করিল আশ্চর্য্য ঘটন।।

এতশুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে।
শুন শুন তারপর বলিব সবারে।।
কার্ত্তবীর্য্যে বক্ষোপরি করিয়া ধারণ।
মনোরমা মনে মনে করেন চিন্তন।।
রাজার অগ্রেতে আমি জীবন ত্যজিব।
রাজার মরণ চক্ষে কভু না দেখিব।।
পতিব্রতা অতি সাধ্বী মনোরমা সতী।
সর্ব্বগুণে ধরা মাঝে অতি গুণবতী।।
নিজপ্রাণ ত্যজিবারে করিয়া মনন।
সকলেরে সম্মুখেতে ডাকিল তখন।।
নিজ পুত্র সম্মুখেতে উপনীত হয়।
দাস দাসী বন্ধু আদি পুরোভাগে রয়।।
নিঃশ্বাস তখন রোধ করি গুণবতী।
যোগেতে বসিল ভেদি ষট্‌চক্রে সতী।।
অবিরত মনে করে শ্রী হরি স্মরণ।
বদনে শ্রীহরি নাম কহে সর্ব্বক্ষণ।।
এইরূপে ক্ষণকাল করে অবস্থান।
বাহিরিল ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া পরান।।
সংসারের মায়াসতী করি বিসর্জ্জন।
যোগবলে নিজদেহ ত্যজিল তখন।।
পতিরে সম্মুখে রাখি সতী গুণবতী।
তেয়াগিল নিজ প্রাণ অপূর্ব্ব ভারতী।।
ধরাতলে পড়িলেন রমণীর কায়।
ধূলায় পড়িয়া দেহ গড়াগড়ি যায়।।
রমণীর দৃষ্টিহীন যুগল নয়ন।
আর নাহি সরে বাক্য বদনে তখন।।
শয়ন করিত যেই কোমল শয্যায়।
আজি সেই গুণবতী ধূলায় লুটায়।।
তাহা দেখি নরপতি করেন রোদন।
কান্দিয়া আকুল হন রাজার নন্দন।।
বিলাপ করেন কত বর্ণিবারে নারি।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মনোরমা বক্ষে করি।।
রাজা কহে কোথা প্রিয়ে করিলে গমন।
কি হবে আমার গতি কহ এইক্ষণ।।

তোমা বিনা ওগো সতী এ ভবসংসার।
যেদিকে নেহারি সব ঘোর অন্ধকার।।
শূন্যময় এসব এবে করি দরশন।
উঠ প্রিয়ে উঠ সতী শুনহ বচন।।
অন্তরে বেদনা মম দিও না সুন্দরী।
ধূলায় পড়িয়া কেন উঠ ত্বরা করি।।
কোমল কমলমুখ আছিল তোমার।
বিবর্ণ হেরিয়া বক্ষ কাঁপিছে আমার।।
অস্থির হতেছে প্রাণ শুনগো বচন।
ধরাসনে আজ প্রিয়ে কিসের কারণ।।
অভিমানে আছ বুঝি পড়িয়ে ধরায়।
স্বরূপ বচন বল অধীন আমায়।।
তব হেতু শূন্য আছে হের রত্নাসন।
ত্বরা করে রত্নাসন করহ গ্রহণ।।
শুন প্রিয়ে আর নাহি যাইব সমরে।
উঠ বরাননে সতী নেহারি তোমারে।।
তোমার বদন হেরি কালিমা বরণ।
হৃদয় নয়ন মন হতেছে দহন।।
কেন ধনি ধরাসনে আছো অচেতনে।
চঞ্চল পরাণ মন হেরিয়া নয়নে।।
যুদ্ধে আর নাহি আমি করিব গমন।
এক সঙ্গে রব সদা স্বরূপ বচন।।
ত্বরা করি উঠি বৈস ওগো গুণবতী।
তব লাগি কান্দিতেছে তব প্রাণপতি।।
বারেক উঠিয়া বৈস আমার সদন।
মধুমাখা কথা কহ ওহে প্রাণধন।।
বারেক কহিয়া কথা জুড়াও হৃদয়।
অস্থির হতেছে প্রাণ আর নাহি রয়।।
কিসের কারণে সতী ভূতল শয়নে।
মুখশশী ম্লান কেন হেরিগো নয়নে।।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচর।
রামের সহিত নাহি করিব সমর।।
যদি তুমি কথা কহ আমার সহিতে।
আর নাহি যাব আমি সমর ভূমিতে।।
যদি উঠ গুণবতী ত্যজি ধরাসন।
আর নাহি যাব আমি করিবারে রণ।।
অনুক্ষণ গৃহে রব তোমারে লইয়ে।
রহস্য করিব কত সানন্দ হৃদয়ে।।
মন সুখে আমোদাদি করিব দুজনে।
সতত করিব কেলি পুলকিত মনে।।
উঠ প্রিয়ে একবার শুনহ বচন।
জলকেলি করিবারে চলহ এখন।।
চল যাই দুইজনে গোদাবরী তীরে।
জলকেলি করি গিয়া সানন্দ অন্তরে।।
উভয়ে মিটাই গিয়া মনের বাসনা।
চল চল প্রাণ প্রিয়ে ওগো মনোরমা।।
অথবা চলহ যাই পুষ্পভদ্রাতীরে।
ক্রীড়া করি দুইজনে সেই নদীনীরে।।
নির্জ্জনে বসিয়া দোঁহে রঙ্গরস করি।
উঠ উঠ ত্বরা করি প্রাণের সুন্দরী।।
যথা তব ইচ্ছা হয় ওগো গুণবতী।
দুই জনে চল যাই তথায় সম্প্রতি।।
মলয় কাননে যদি তব ইচ্ছা হয়।
তথায় যাইব দোঁহে সানন্দ হৃদয়।।
মলয় বনেতে আছে চন্দন-কানন।
গন্ধবহ মৃদু মৃদু বহে সর্ব্বক্ষণ।।
দোঁহে মিলি দ্রুত চল সেই স্থানে যাই।
মনের বাসনা দোঁহে সুখেতে মিটাই।।
নানাবিধ ফুল তথা রয়েছে ফুটিয়ে।
অলিকুল বিরহিছে পুলক হৃদয়ে।।
ডাকিতেছে পিকগণ সদা সর্ব্বক্ষণ।
তথায় বিরাজ করে সতত মদন।।
পঞ্চশর হাতে লয়ে কাম মহামতি।
সেই স্থানে নিরন্তন করে অবস্থিতি।।
উঠ প্রিয়ে তথা যাই বিলম্ব না কর।
এত ঘোর নিদ্রা কেন উঠ দ্রুততর।।
আমার সহিতে কথা কহ একবার।
এত নিদ্রা কেন আজি ঘটিল তোমার।।

হতজ্ঞান হয়ে রাজা এহেন প্রকারে।
কত মতে খেদ করে মনোরমা তরে।।
ক্ষণ পরে জ্ঞান পায় রাজার নন্দন।
দুই চক্ষে বারিবিন্দু হয় নিপতন।।
তখন বিলাপ পুনঃ করে হায় হায়।
কি দোষে সাগরে বিধি ফেলিলে আমায়।।
কি হেতু প্রিয়ারে মম করিলে হরণ।
দুরাচার তুই বিধি অতি দুরাত্মন।।
দয়ার কণিকা নাহি তোমার শরীরে।
পাষাণে গঠিত হৃদি জানিনু অন্তরে।।
সতীর পরাণ-ধন করিলি হরণ।
করিয়াছিল কি দোষ ওরে দুরাত্মন।।
আসিলি কিরূপে তুই মম অলক্ষিতে।
হরিলি প্রাণের প্রিয়া আসি কোন পথে।।
কিরূপে পরাণ পাখী করিলি হরণ।
এই কি বিধির রীতি ওরে দুরাত্মন।।
হল না'ক ভয় তব কোন কিছু তরে।
ছুরিকা-আঘাত দিলে আমার অন্তরে।।
এইরূপে খেদ করি অর্জ্জুন রাজন।
ভূমিতে পড়িয়া হয় ধুলায় লুণ্ঠন।।
গড়াগড়ি দেয় কত পড়িয়া ধূলায়।
বক্ষে করাঘাত করে ঘন ঘন তায়।।
মহাদুঃখে অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।
দৈববাণী হেনকালে হইল তখন।।
গম্ভীর রবেতে ধ্বনি উঠিল গগনে।
"শুন শুন নৃপবর শুনহ শ্রবণে"।।
কেন শোকেতে আকুল ওহে নরপতি।
প্রিয়া তব মরিয়াছে গুণবতী সতী।।
মরিলে কি পুনঃ আর লভয়ে জীবন।
মহাশোকে কেন তবে হও নিমগন।।
ওহে রাজা মহাজ্ঞানী মহাবুদ্ধিমান।
শোক কেন কর তবে প্রাকৃত সমান।।
সবার প্রধান তুমি ওহে নরপতি।
তোমারে বলহ কিবা বুঝাব সম্প্রতি।।
জগত-মাঝারে হের যত জীবগণ।
ক্ষণকাল জন্য সবে লভেছে জনম।।
অনিত্য সকলি জান কেহ নিত্য নয়।
কান্দিতেছ কেন তবে ওহে মহোদয়।।
অতীব সুন্দরী তব নারী মনোরমা।
গুণে গুণবতী সতী অতি প্রিয়তমা।।
আপন জীবন সতী করি বিসর্জ্জন।
গিয়াছেন মন সুখে কমলা ভবন।।
বাক্য এবে শুন শুন ওহে নরবর।
শীঘ্র করি যাও ওহে করিতে সমর।।
সত্বর আপন দেহ করি বিসর্জ্জন।
বৈকুণ্ঠ্য নগরে যাবে ওহে মহাত্মন।।
তথা মনোরমা সহ মিলন হইবে।
মনোসুখে দুইজনে বিহার করিবে।।
এখন ত্যজহ শোক ওহে নরবর।
দ্রুতগতি যাহ নৃপ করিতে সমর।।
প্রাকৃত সমান কেন করিছ রোদন।
বিজ্ঞজনে শোক নাহি করয়ে কখন।।
এইরূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ।
কিঞ্চিৎ সুস্থির হন নৃপতি-নন্দন।।
শোক ত্যজি ধৈর্য্য ধরি আপন অন্তরে।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আয়োজন করে।।
সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ করি আহরণ।
করিলেন চিতাসজ্জা নৃপতি তখন।।
মনোরমা দেহ লয়ে চিতার উপরে।
দাহন করেন রাজা শাস্ত্র অনুসারে।।
তারপর বন্ধু আদি লয়ে পুত্রজন।
শ্রাদ্ধ আদি যথাবিধি করেন সাধন।।
ভোজন করান যত বিপ্রজাতি গণে।
রত্ন আদি দেন কত না যায় বর্ণনে।।
এইরূপে সর্ব্বকার্য্য করি সমাপন।
চিন্তা করে নর রায় বসিয়া তখন।।
পত্নিশোক তেয়াগিয়া অন্তর হইতে।
বাসনা করেন যেতে সমর ভূমিতে।।

যুদ্ধসজ্জা করিবারে ডাকি সেনাগণে।
আদেশ দিলেন রাজা সুমিষ্ট বচনে।।
বলিলেন সেনাগণ করহ শ্রবণ।
অবিলম্বে রণসজ্জা করহ এখন।।
দূত এক চলি যাক মুনির গোচর।
বিলম্বে নাহিক ফল সাজ দ্রুততর।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত সেনাগণ।
দ্রুতগতি রণসাজে সাজে সর্ব্বজন।।
সংবাদ অগ্রেতে গেল মুনির গোচর।
শুনি ভৃগুরাম অতি প্রফুল্ল অন্তর।।
চতুরঙ্গ দল সাজে বিহিত বিধানে।
কল কল রবে চলে মুনির সদনে।।
নৃপবর সঙ্গে সঙ্গে করিছে গমন।
মনে মনে কত চিন্তা হয় সর্ব্বক্ষণ।।
পথিমাঝে অমঙ্গল দরশন হয়।
তবু নাহি নৃপ-হৃদে ভয়ের উদয়।।
ক্রমে ক্রমে মুনি পাশে করিল গমন।
দুই দল এক স্থানে মিলিত তখন।।
রথ হতে নৃপবর নামিয়া তখন।
ঋষির চরণ যুগে করিল বন্দন।।
আশীর্ব্বাদ করি রাম কহেন তাঁহায়।
নৃপবর শুন শুন বলি হে তোমায়।।
চন্দ্রবংশে জন্ম তব ওহে মহামতি।
তবে কেন অধর্ম্মেতে মজে তব মতি।।
আমার পিতারে রণে করিয়া নিধন।
অধর্ম্মে ডুবিলে বল কিসের কারণ।।
বেদ বিধি জ্ঞান আছে তোমার অন্তরে।
তবে কেন দুরবুদ্ধি ঘেরিল তোমারে।।
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
ব্রহ্মহত্যা পাপে তুমি হলে নিমগন।।
সামান্য গাভীর তরে কুপিত অন্তরে।
অবহেলে বিনাশিলে বিপ্র ঋষি বরে।।
পিতার শোকেতে শেষে জননী আমার।
আপন জীবন ধন করে পরিহার।।
অতএব ভাব দেখি ওহে নরপতি।
তোমার অন্তিমে হবে কি প্রকার গতি।।
বল দেখি হবে তব কিসে পরিত্রাণ।
চক্ষু মুদি ভাব দেখি ওহে মতিমান।।
বিচিত্র সংসার এই জানিল অন্তরে।
অনিত্য সকল জীব কহিনু তোমারে।।
এই যে হেরিছ বিশ্ব ওহে মতিমান।
পদ্মপত্রস্থিত বারি বিম্বের সমান।।
যত এই জীবকুল কর দরশন।
দুইদিন পরে সব লভিবে মরণ।।
নামমাত্র না থাকিবে এভব সংসারে।
যশ কীর্ত্তি রবে মাত্র জানিবে অন্তরে।।
জানহ এসব তুমি ওহে মহাত্মন।
অধর্ম্মেতে কেন তবে হলে নিমগন।।
অধর্ম্মের ফলে তব হইবে পতন।
নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে রাজন।।
কীর্ত্তি রহিল তব সংসার ভিতরে।
কি কাজ করিলে রায় ভাবহ অন্তরে।।
বল দেখি যার জন্য বিপ্রের নিধন।
সেই সুরভি তোমার কোথায় এখন।।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ অতি গুরুভার।
চিরদিন তরে ভূমে রহিল প্রচার।।
রাজা হয়ে হেন কর্ম্ম কিসের কারণ।
বল দেখি মম পাশে স্বরূপ বচন।।
অনাহারে ছিলে তুমি বৃক্ষের উপরে।
যত্ন করি কৈল পিতা অতিথি তোমারে।।
তাই বুঝি সমুচিত দিলে প্রতিফল।
রাজার উচিত নয় বধিতে দুর্ব্বল।।
দাতা বলি খ্যাত তুমি সংসার মাঝারে।
সুযশ রাখিলে ভাল বধিয়া পিতারে।।
ধর্ম্মের দিকেতে নাহি রাখিলে নয়ন।
লোভেতে উন্মত্ত হলে তুমি হে রাজন্।।
কেন হেন দুরবুদ্ধি ঘটিল তোমার।
রাজা হয়ে কেন কৈলে হেন ব্যবহার।।

রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুন নৃপতি দেন উত্তর তখন।।
মহোদয় শুন শুন বচন আমার।
বিষ্ণুপরায়ণ তুমি বিষ্ণু অবতার।।
মহাজ্ঞানী গুণবান তুমি মহাশয়।
গুণবলে করিয়াছ ইন্দ্রিয় বিজয়।।
তব গুণ বর্ণিবারে পারে কোন জন।
দ্বিজকুলে তুমি শ্রেষ্ঠ লভেছ জনম।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মতিমান।
বিপ্র হয়ে কেন কর অন্যায় বিধান।।
ধর্ম্ম পরায়ণ তুমি অতি মহামতি।
তবে কেন ছুটি চল অধর্ম্মের প্রতি।।
বিপ্র হয়ে অন্যধর্ম্ম কর আচরণ।
একি ব্যবহার তব ওহে বিচক্ষণ।।
ইথে নিন্দা হয় কিনা কহ মহামতি।
অথবা রটিবে যশ বলহ সম্প্রতি।।
এই কি প্রকৃত হয় বিপ্রের লক্ষণ।
মহামতি বল দেখি আমার সদন।।
যাহার জনম হয় বিপ্রের আগারে।
ব্রহ্মচিন্তা সেইজন করিবে অন্তরে।।
ধর্ম্মপথে নিরন্তর রাখিবেক মন।
ধর্ম্মেতে নিয়ত রবে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
বিপ্রের এইত রীতি জানে সর্ব্বজনে।
অস্ত্রধারী আছ তব কিসের কারণে।।
যোগেতে সতত রত রবে যোগীজন।
ভালমন্দ তার বল কিবা প্রয়োজন।।
সবার উপরে সেই ভাবিবে সমান।
ব্রহ্ম চিন্তা ব্রহ্ম হৃদে সদা ব্রহ্মজ্ঞান।।
প্রকৃত বৈষ্ণব হের সেই জন হয়।
হরিপদ ভাবে সদা তাহার হৃদয়।।
হরির অর্চ্চনা সদা সেইজন করে।
সর্ব্বস্থলে সমভাব তাহার অন্তরে।।
মন্দ কথা নাহি বলে কাহারে কখন।
সদা তার হরিপদে মন নিমগন।।

বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
বিশ্বমাঝে জনমিয়া করে অবস্থিতি।।
দ্বিজের করম যাহা করহ শ্রবণ।
করিবেক জপ তপ হরি আরাধন।।
ক্ষত্রিয় বলেতে করি হরিবে বিষয়।
এইত আছয়ে বিধি ওহে মহোদয়।।
বাণিজ্য করিবে বৈশ্য সদা সর্ব্বক্ষণ।
ক্ষত্রিয় আশ্রিত হবে যত বৈশ্যগণ।।
শূদ্রগণ দ্বিজ সেবা সতত করিবে।
ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞা তারা যতনে পালিবে।।
যাহার যেমন কর্ম্ম আছয়ে বিধান।
তেমন করিবে সেই ওহে মতিমান।।
তাহার অন্যথা যদি করে কোনজন।
অপযশ রটে তার ওহে তপোধন।।
ক্ষত্রজাতি হয়ে যদি তপশ্চর্য্য করে।
অপযশ রটে তার এভব সংসারে।।
শুন শুন তপোধন আমার বচন।
হয় যদি দ্বিজজাতি লোভপরায়ণ।।
যদি লোভ পরধনে দ্বিজ হয়ে করে।
যদ্যপি কলহ করে কুপিত অন্তরে।।
তপ জপ যদি দ্বিজ করে বিসর্জ্জন।
ভোগ সুখে রত হয় যদি দ্বিজজন।।
তাহারে কিরূপে কহে শাস্ত্রের বিচারে।
প্রকাশ করিয়া প্রভু বলহ আমারে।।
তোমার পিতার ছিল অধর্ম্মেতে মতি।
সদা ভোগ সুখে সেই করে অবস্থিতি।।
বিষয়ে উন্মত্ত হয়ে ছিল সেইজন।
সতত আছিল সেই লোভেতে মগন।।
যোগ আচরণ ত্যজি একান্ত অন্তরে।
ক্ষত্রধর্ম্মে রত ছিল কহিনু তোমারে।।
তোমার জনক ধনু করিয়া ধারণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম অনুসারে করিলেন রণ।।
কত সেনা বধিলেন কে গণিতে পারে।
দ্বিজ হয়ে প্রাণী হিংসা কোন জন করে।।

বিপ্র হয়ে জীব যেই করিবে নিধন।
তার সম মহাপাপী নাহি কোন জন।।
তাহারে বধিলে পাপ কভু নাহি হয়।
মারিয়াছি এই হেতু ওহে মহোদয়।।
সেই বিপ্র দোষহীন ওহে মহাত্মন্।
তাহারে বধিলে হয় পাতকে গমন।।
দোষহীন বিপ্রে বধ যদি কেহ করে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি সেইজনে ধরে।।
তাহার নরক হয় শাস্ত্রের বচন।
কহিনু তোমার পাশে ওহে মহাত্মন।।
মোর বাক্য শুন শুন ওহে মতিমান।
তুমি হও ধরাতলে অতি বলবান।।
পিতৃশোকে হয়ে তুমি অতীব কাতর।
অঙ্গীকার করিয়াছ ওহে বিজ্ঞবর।।
একবিংশবার ক্ষত্র করিবে নিধন।
ধরাতলে ক্ষত্র নাহি রাখিবে কখন।।
নিঃক্ষত্র করিবে তুমি এবিশ্ব সংসার।
করিয়াছ পিতৃশোকে এই অঙ্গীকার।।
অঙ্গীকার মত কার্য্য করহ এখন।
তাহে নাহি ভয় পায় ক্ষত্রিয় রাজন।।
যত দেখ ক্ষত্র জাতি অবনী মাঝারে।
যুদ্ধে প্রাণ দিতে ভয় কোন জন করে।।
জন্মলাভ ব্রহ্ম কুলে ওহে মহাত্মন্।
সতত সংগ্রাম তুমি করিছ সাধন।।
ইহাতে সুযশ তব কিছু মাত্র নাই।
রটিবে অযশমাত্র ভূমে সর্ব্বঠাঁই।।
পিতৃশত্রু বিনাশিতে করিয়া মনন।
নর্ম্মদা তীরেতে তুমি আছ মহাত্মন্।।
তুমি মহাবলে বলি বিদিত সংসারে।
শিব বর লভিয়াছ জানে সর্ব্ব নরে।।
শিববরে মহাবলী হইয়াছ জানি।
শুনশুন তপোধন মম হিতবাণী।।
যত বল ধর তুমি আপন শরীরে।
প্রকাশ করহ তাহা অতি শীঘ্র করে।।

ওহে ঋষি ক্ষত্রকুলে আমার জনম।
সমরেতে ভয় নাহি পায় কোনজন।।
বরঞ্চ আনন্দ হয় সমরের নামে।
কাপুরুষ নহে ক্ষত্র এই ধরাধামে।।
তোমার উচিত যাহা করহ সাধন।
প্রকাশহ কত বল করহ ধারণ।।
পুরাণের পবিত্র কথা অমৃত সমান।
শুনিলে সেজন লভে দিব্যতত্ত্ব জ্ঞান।।

ভৃগুরাম সহ কার্ত্তবীর্য্যের যুদ্ধ

জিজ্ঞাসিল মুনিগণ বিধির কুমারে।
তারপর কি ঘটিল কহ বরাবরে।।
বড়ই আনন্দ লভি শ্রবণ করিয়া।
জুড়াও জীবন শাস্ত্র কর্ণপথে দিয়া।।
অমৃতের সম কথা হয়ে একমন।
শুনিয়া পুরাণ কথা জুড়াই শ্রবণ।।
কহেন সনৎকুমার শুন ঋষিচয়।
মহারোষে জ্বলি ওঠে রামের হৃদয়।।
পিতৃশোক পুনরায় উদিল অন্তরে।
অগ্নিকণা বাহিরায় দুই নেত্র ঘিরে।।
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হুহুঙ্কার।
কার্ম্মুকেতে ঘন ঘন দিলেন টঙ্কার।।
বসুমতী সেই শব্দে কাঁপে ঘন ঘন।
জুড়িল ধনুকে শর ঋষির নন্দন।।
অবিলম্বে বাণ মাঝে নরপতি পড়ে।
মুনি শত শত বাণ মারে একেবারে।।
রামের সহিতে চলে আত্মীয় স্বজন।
সবার হাতেতে শর আর শরাসন।।

কার্ত্তবীর্য্য মহাবল বিদিত ধরায়।
সমরে অটল সেই কভু না পলায়।।
মৎস্যরাজ সঙ্গে সঙ্গে তার সহচর।
যুদ্ধ হেতু দুইজন প্রফুল্ল অন্তর।।
শত শত বাণ রাম ফেলে রাজ পরে।
তাহে মহারুষ্ট রাজা হলেন অন্তরে।।
লোহিত বরণ হয় যুগল নয়ন।
অবিলম্বে হাতে অস্ত্র করেন গ্রহণ।
রাম যত বাণ মারে রাজার উপরে।
বাণে নরপতি তাহা কাটেন সত্বরে।।
যত শর মারে সেই মহাতপোধন।
দিব্য অস্ত্রে রাজা তারে করে নিবারণ।।
তারপর অতি ক্রুদ্ধ হয়ে নরপতি।
দিব্য অস্ত্র কার্ম্মুকেতে জুড়ে মহামতি।।
মুনিবরে মনে মনে করিবে নিধন।
অর্দ্ধপথে সেই বাণ কাটে তপোধন।।
ভৃগুরাম তারপর লয়ে শরাসন।
মন্ত্রপূত করি অস্ত্র জুড়েন তখন।।
সারথির মুন্ড কাটি ফেলিলে ধরায়।
অশ্ব মুণ্ড কাটে তাহা ভূমেতে লুটায়।।
কাটিল রথের চূড়া মহা তপোবন।
সারথি বিহনে রথ না চলে তখন।।
রাজার হাতের ধনু কাটে তপোধন।
অস্ত্রধারী হয়ে নৃপ ভাবেন তখন।।
তারপর বাণ জুড়ি রাম মহামতি।
ঘন ঘন মারে তাহা মৎস্যরাজ প্রতি।।
অকস্মাৎ দৈববাণী করেন শ্রবণ।
আর কেন বাণ মার ওহে তপোধন।।
না পারিবে মৎস্যরাজে করিতে নিধন।
করেতে কবচ রাজা করেন ধারণ।।
যাবত কবচ রবে রাজার শরীরে।
কার শক্তি মৎস্য নৃপে নাশিবারে পারে।।
শিবের প্রদত্ত সেই কবচ দুর্ব্বার।
বিনাশিতে না পারিবে ওহে গুণাধার।।

দৈববাণী এইরূপ করিয়া শ্রবণ।
বিস্মিত হইয়া রহে রাম তপোধন।।
ঋষি মনে মনে ভাবে কি হবে উপায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে নৃপপাশে যায়।।
মহামুনি যোগি বেশ করিয়া ধারন।
মৎস্যরাজ-সমীপেতে করেন গমন।।
কবচ মাগিল ঋষি রাজার গোচরে।
সন্ন্যাসী হেরিয়া রাজা ভাবেন অন্তরে।।
বিধি বাম বুঝি এবে আমার উপর।
দৈবের লিখন বল খণ্ডে কোন নর।।
অর্পণ করিল রাজা কবচ মুনিরে।।
কবচ পাইয়া রাম প্রফুল্ল অন্তরে।।
পুনরায় যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ।
সংগ্রাম হেরিয়া কাঁপে যত দেবগণ।।
ভয়ঙ্কর শূল লয়ে রাম তপোধন।
রাজার উপরে দ্রুত করেন ক্ষেপণ।।
মৎস্যরাজ শূলাঘাত পাইয়া অন্তরে।
ব্যথিত হইয়া পড়ে ধরণী উপরে।।
চূড়ামণি চন্দ্রবংশ মৎস্য নরবর।
সংগ্রামে পড়িল রাজা ভূমির উপর।।
অবিরল সেনাগণ করে হাহাকার।
পড়িলেন মৎস্য নৃপ অতিগুণাধার।।
দেবগণ ইহা দেখি মহাভীত হন।
শুন শুন তারপর আশ্চর্য্য ঘটন।।
সোমদত্ত মহাবল নিষধের রায়।
রণমাঝে মহারোষে যুঝিবারে যায়।।
মহাক্রোধে সোমদত্ত করেন গমন।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।।
মিথিলার রাজা যায় ভৃগুরাম পরে।
নৃপবর মহারোষে হুহুঙ্কার ছাড়ে।।
ভৃগুরাম তাহা দেখি ক্রোধ পরায়ণ।
ধনুকেতে দিব্যবাণ করেন যোজন।।
ঋষির সহিতে যুদ্ধ করে সর্ব্বজন।
সবার কাটেন বাণ রাম তপোধন।।

অসংখ্য অসংখ্য সৈন্য রণ মাঝে পড়ে।
রথরথী কত পড়ে কে গণিতে পারে।।
রাম শরে সৈন্য কত পড়ে অগণন।
কার্ত্তবীর্য্য তাহা দেখি অতি রুষ্ট হন।।
ধনু হাতে করি রাজা রথের উপর।
রাম সহ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।।
বিপ্রগণ কত বাণ করে বরিষণ।
নৃপসহ যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ।।
কত বাণ মারে রাজা রামের উপরে।
সেই বাণ ভৃগুরাম বাণেতে নিবারে।।
কত রাজা আসি হয় নৃপ সহ-চর।
রামের সঙ্গেতে করে ভীষণ সমর।।
সেনাগণ রাশি রাশি কে করে গণন।
মগধ সৌরাষ্ট্র কান্যকুব্জ দেশীগণ।
নেপাল ভূপাল আর বিহারাদি করি।
নানাদেশী সৈন্য সব গণিব্বারে নারি।।
সর্ব্বদেশী রাজাগণ মিলি এককালে।
রামের উপরে শর মারে দলে দলে।।
তাহা দেখি মহারোষে রামতপোধন।
রোষেতে জ্বলিয়া উঠে প্রচণ্ড তপন।।
রক্তবর্ণ হেন তাঁর যুগল নয়ন।
রাজাগণ সঙ্গে করে সমর ভীষণ।।
অসংখ্য অসংখ্য সেনা রণমাঝে পড়ে।
অশ্ব হস্তী কত পড়ে কে গণিতে পারে।।
পড়িল পদাতি কত সংখ্যা নাহি তার।
এই রূপ তিনদিন যুদ্ধ অনিবার।।
রাম শরে কত রাজা হইয়া ব্যথিত।
সমর ভূমিতে সব হয় নিপতিত।।
সুচন্দ্র নামক রাজা করি দরশন।
রাম সহ যুঝিবারে অগ্রসর হন।
মহাবল বাণ সেই সুচন্দ্র নৃপতি।
রামের উপরে শর মারে মহামতি।।
দিব্য বাণে রাম তাহা করেন খণ্ডন।
তাহা দেখি সর্পবাণ জুড়িল রাজন।।
সর্পবাণ নেহারিয়া রাম ঋষিবর।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রেতে তাহা নিবারে সত্বর।।
তারপর ভৃগুরাম রোষার্দ্ধ হইয়ে।
জুড়িলেন বৈষ্ণবাস্ত্র একান্ত হৃদয়ে।।
মন্ত্রপূত করি তাহা করেন ক্ষেপণ।
সুচন্দ্রের অশ্ব রথ হইল ছেদন।।
অশ্বরথ কাটা দেখি সুচন্দ্র নৃপতি।
অন্য রথে আরোহন করে শীঘ্র গতি।।
শত শত বাণ মারে রামের উপর।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ তাপসনিকর।।
প্রথমতঃ বাণ আসি রামপদে পড়ে।
নরপতি তাহা দেখি বিস্মিত অন্তরে।।
নরপতি তারপর ছাড়ি ধনুর্ব্বাণ।
বিস্মিত হইয়া রথে করে অবস্থান।।
ভৃগুরাম শর মারে নৃপতি উপর।
দিব্য অস্ত্র হয় সেই খ্যাত চরাচর।।
শূল শেল কত মারে মহা তপোধন।
পট্টীশ তোমার গদা কে করে গণন।।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে নরপতি প্রতি।
অতীব ব্যথিত তাহে সুচন্দ্র নৃপতি।।
এই রূপে কত বাণ মারে তপোধন।
দিব্যবাণ সেই সব ওহে ঋষিগণ।।
ঘন ঘন করে শর ধনুকে সন্ধান।
বান মারে ঘন ঘন রাম বলবান।।
মহাযুদ্ধ এই রূপে হয় ঘোরতর।
গগনে থাকিয়া দেখে অমর নিকর।।
বসুমতী টলমল করে ঘন ঘন।
যেন ধরা রসাতলে করিছে গমন।।
অবিরল কর্ণে পশে ধনুক টঙ্কার।
সৈন্যগণ মূহুর্মুহ করে হুহুঙ্কার।।
এই রূপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ।
শুনিলে হৃদয় কাঁপে যত জীবগণ।।
এ হেন সমর নাহি ঘটেছে কোথায়।
জীবগণ চারিদিকে ছুটিয়া পলায়।।

পুরাণ পবিত্র কথা অতি মনোহর।
শুনিলে অন্তিমস্থান বৈকুণ্ঠনগর।।

রণে ভদ্রকালী দর্শন ও রাম কর্ত্তৃক স্তুতিবাদ

তবে হেথা শৌনকাদি যত মুনিগণ।
রাম অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিল শ্রবণ।।
ঋষিগণ তারপর সনৎ কুমারে।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে।।
বিধি সুত কহ কহ মহা তপোধন।
তারপর কি ঘটিল অপূর্ব্ব ঘটন।।
এতেক বচন শুনি সনত কুমার।
কহিলেন শুন বলি করিয়া বিস্তার।।
মহাযুদ্ধ দুই দলে ক্রমেতে বাধিল।
ভদ্রকালী রণ ভূমে সহসা আসিল।।
করাল বদনা ঘোরা অতি ভয়ঙ্করী।
লোলজিহ্বা মুক্তকেশী দেবী দিগম্বরী।।
ভ্রূকুটি করিয়া নৃত্য শবোপরি করে।
ত্রিলোচনা ভীমবেশা হরিলে শিয়রে।।
গলদেশে অস্থিমালা কিবা শোভা পায়।
ভূজঙ্গ ভূষণ শিরে শোভিতেছে তায়।।
অট্ট অট্ট হাস্য সদা দেবীর বদনে।
হাতে অসি বর্ণ মসী ভ্রমিতেছে রণে।।
হুহুঙ্কার ছাড়ি দেবী করেন ভ্রমণ।
বিকট-দশনা দেবী ঘোর দরশন।।
যত বাণ মারে রাম রাজ গণোপরে।
ভদ্রকালী লম্ফ দিয়া সেই সব ধরে।।
বাম করে দেবী তাহা করেন ধারণ।
রামের উপরে করে ভ্রূকুটি দর্শন।।
নাচি নাচি রণভূমে ভ্রমে নৃত্যকালী।
ভয়ঙ্কর রূপা দেবী রণে ভদ্রকালী।।
ভদ্রকালী এইরূপে করে বিচরণ।
তাহা দেখি মহারুষ্ট রাম তপোধন।।
ভয়ঙ্কর শূল লয়ে আপনার করে।
বেগেতে মারেন তাহা দেবীর উপরে।।
মহাদেব তাহা দেখি কুপিত অন্তরে।
লম্ফ দিয়া সেই শূল নিজ করে ধরে।।
মহাবেগে সেই শূল করিয়া ধারণ।
নিজগলে মুক্তকেশী পরেন তখন।।
তাহা দেখি মুনিবর চিন্তিত অন্তর।
মনে ভাবে একি দেখি অতি ভয়ঙ্কর।।
দেবীরে মারিল রাম যে ভীষণ শূলে।
পুষ্প মালা হৈল তাহা দিগম্বরীগলে।।
মুনিবর তাহা দেখি বিস্ময়ে মগন।
চিন্তায় আকুল হন মহাতপোধন।।
ঋষিবর মনে ভাবে কি করি উপায়।
রাম ধনুর্ব্বাণ ছাড়ি দূরেতে দাঁড়ায়।।
দেবীর চরণে পড়ে করি যোড়কর।
নয়ন যুগলে পড়ে অশ্রু নিরন্তর।।
অষ্টাঙ্গ হইয়া করে দেবীর বন্দন।
স্তুতিবাদ করে ঋষি হয়ে একমন।।
ওঙ্কাররূপিণী তুমি শিবের গৃহিনী।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থুল জগত জননী।।
তুমি দেবী কালরূপা বিকট দশনা।
মুক্তকেশী ভীমরূপা করাল বদনা।।
ভৈরবী কুমারী তুমি তুমি ক্ষেমঙ্করী।
তোমার চরণে মাতঃ নমস্কার করি।।
পঞ্চধা প্রকৃতি দেবী হও দয়াময়ী।
হেরম্ব জননী মাতঃ তুমি কৃপাময়ী।।
চণ্ডেশ্বরী কালরূপা তুমি মনোরমা।
জগৎকারণ মাতঃ শিবের ললনা।।
মহামায়া তুমি মাতঃ তোমারে প্রণাম।
ওগো মাতঃ আমি তব পুত্রের সমান।।

তুমি দেবী বিশালাক্ষী তুমি মায়াময়ী।
তাহার ভাবনা কিবা যানে কৃপাময়ী।।
পর্ব্বত নন্দিনী মাতঃ কার্ত্তিক জননী।
তোমার চরণে মাতঃ সাস্টাঙ্গে প্রণমি।।
তোমা হতে হয় দেবী বিশ্বের সৃজন।
সর্ব্ববিশ্ব তোমা হতে হতেছে পালন।।
অন্তিমে সকল মাতঃ করহ সংহার।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।।
তত্ত্বময়ী তুমি দেবী সন্তাপহারিণী।
তোমাতে উৎপত্তি মাগো ব্রহ্মাণ্ডধারিণী।।
ত্রিতাপ হারিণী তুমি জানে সর্ব্বজন।
তোমার চরণে মাতঃ করিগো বন্দন।।
জগতের মাতা তুমি সার হতে সারা।
পরমা প্রকৃতি মাতঃ পর হতে পরা।।
গিরিশনন্দিনী তুমি দানব-ঘাতিনী।
বেদমাতা বেদবেদ্যা বেদ-প্রসবিনী।।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি গো যমুনা।
তোমার সমান ভূমে নাহিক ললনা।।
দয়াময়ী দয়া কর দীনের উপরে।
তুমি দেবী ইচ্ছাময়ী খ্যাত চরাচরে।।
তুমি গঙ্গা তুমি জয়া তুমিগো বিজয়া।
অধীন উপরে মাতঃ হওগো সদয়া।।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা শূন্যোপরি।
সর্ব্বত্র বিহর তুমি ওগো ক্ষেমঙ্করী।।
আমি অতি মূঢ়মতি শুনগো পার্ব্বতী।
তোমার চরণে করি সতত প্রণতি।।
আরাধনা নাহি জানি না জানি ভজন।
অধম উপরে কর কৃপা বিতরণ।।
দয়া যদি নাহি কর আমার উপরে।
কাহার শরণ লব নমামি তোমারে।।
অকৃতি জনের প্রতি হওগো সদয়।
আমি অতি মূঢ় মতি অধম নিশ্চয়।।
তুমি দয়া না করিলে ওগো ক্ষেমঙ্করী।
কাহার নিকটে যাব কি উপায় করি।।

কিসে রক্ষা পাব আমি বলহ বচন।
আমার উপরে কর কৃপা বিতরণ।।
দয়া নাহি কর যদি আমার উপরে।
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনু তোমারে।।
দয়াময়ী নাম তব না রহিবে আর।
অযশ রটিবে তব জগত সংসার।।
পড়িয়াছি ঘোর দায়ে শুন কাত্যায়নী।
উপায় করহ মাতঃ জগত জননী।।
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ।
ওগো দেবী কিসে হবে প্রতিজ্ঞা পূরণ।।
তাহার উপায় কর ওগো ভগবতী।
তোমার চরণে করি সতত প্রণতি।।
তব ভক্ত আমি মাতঃ ধরিগো চরণে।
কৃপা কর কৃপাময়ী এ অধীন জনে।।
বিশ্বেশ্বরী ওগো মাতঃ জগত ঈশ্বরী।
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি।।
যখন গেলাম আমি কৈলাস নগরে।
শূলপানি দিল বর সদয় অন্তরে।।
তুমিও দিয়াছ অন্যে ওগো সুরেশ্বরী।
এবে কেন নিরদয়া বল কৃপা করি।।
তোমার নামেতে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
দুর্গমে দুর্গতি নাশ বেদের বচন।।
কৃপাকর কৃপাময়ী বিপ্রের উপরে।
শরণ লইনু মাতঃ তব পদতলে।।
কালী তারা মহাবিদ্যা তুমি গো ষোড়শী।
ভুবন ঈশ্বরী দেবী তুমি গো রূপসী।।
ভৈরবী তুমি গো মাতঃ ছিন্নমস্তা আর।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।।
ধূমাবতী তুমি দেবী বগলা সুন্দরী।
মাতঙ্গী তোমায় মাতঃ নমস্কার করি।।
কমলারূপিনী তুমি কল্যাণদায়িনী।
কৃপা কর অধীনেরে জগতের জননী।।
তোমা হতে দুঃখ যায় তুমি দুঃখহরা।
করুণা কর গো মাতঃ তুমি ওগো তারা।।

এইরূপে স্তব করে রাম তপোধন।
স্তব শুনি পরিতুষ্টা শঙ্করী তখন।।
নৃপমায়া হৃদি হতে করি পরিহার।
তিরোহিত হন দেবী অতি চমৎকার।।
অকস্মাৎ দেবদেব ব্রহ্মা পদ্মাসন।
রণমাঝে রামপাশে উপনীত হন।।
অক্ষয় কবচ ছিল সুচন্দ্র শরীরে।
ছল করি ব্রহ্মা তাহা আনিলেন হরে।।
তাহা আনি ভৃগুরাম করেন প্রদান।
তাহা পেয়ে পরিতুষ্ট ভার্গব ধীমান।।
কবচ পরিয়া অঙ্গে মহা তপোধন।
সমর কারণে চলে প্রফুল্লবদন।।
মহারোষে ভৃগুরাম চলেন সমরে।
সুচন্দ্র দেখিয়া তাঁরে হৃদয়ে শিহরে।।
অবিলম্বে যুদ্ধবাধে অতি বিভীষণ।
দুই দলে মহারাজ না যায় বর্ণন।।
বাণ মারে ভৃগুরাম রাজার উপরে।
বাণে তাহা নরপতি নিবারণ করে।।
বাণে বাণে কাটাকাটি হয় ঘোরতর।
তাহা দেখি কাঁপে যত অমর নিকর।।
নাগপাশ বাণ মারে মহাতপোধন।
গন্ধর্ব্ব বাণেতে তাহা নিবারে রাজন।।
অগ্নিবাণ মারে পরে ঋষি মহামতি।
বরুণ বাণেতে কাটে সুচন্দ্র নৃপতি।।
দিব্য বাণ মারে পরে মহাতপোধন।
বৈষ্ণব বাণেতে তাহা করে নিবারণ।।
যত বাণ মারে ঋষি সব ব্যর্থ হয়।
তাহা দেখি ভৃগুরাম বিস্মিত-হৃদয়।।
বাণে বাণে কাটাকাটি হয় মারামারি।
কত যে মারিল সেনা বর্ণিবারে নারি।।
দুই জনে সমযোদ্ধা কেহ নাহি টলে।
তিন দিন এই যুদ্ধ ভয়ঙ্কর চলে।।
তারপর শূল অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
মন্ত্রপূত করে তাহা মহাতপোধন।।
তাহা দেখি ভয়ে ভীত সুচন্দ্র নৃপতি।
উপায় নাহিক আর হেরেন সম্প্রতি।।
দেখিতে দেখিতে শূল আসে বিভীষণ।
মনে মনে রাজা করে শ্রীহরি স্মরণ।।
দেখিতে দেখিতে শূল আসিয়া পড়িল।
নৃপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল।।
অমনি পড়িল রাজা ভুমির উপর।
চারিদিকে হাহাকার উঠে তারপর।।
সুচন্দ্র জীবন ত্যজি আরোহী বিমানে।
মনসুখে যায় চলি অমর-ভবনে।।
সুচন্দ্রে মারিয়া পরে মহা তপোধন।
আনন্দ জলধি নীরে হন নিমগন।।
পুরাণে পবিত্র কথা সুধার লহরী।
অন্তকালে ভবার্ণবে একমাত্র তরী।।

কার্ত্তবীর্য্যের পতন

শৌনক কহিল শত শ্রবণ থাকিলে।
সুধামাখা শাস্ত্রকথা শুনি অবহেলে।।
তারপর ঋষিগণ মধুর বচনে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ বিধির নন্দনে।।
কি কহিলে পুণ্যকথা ওহে মহোদয়।
শুনিয়া পবিত্র হৈল মোদের হৃদয়।।
তোমার বদনে শুনি পুরাণ আখ্যান।
হৃদয়ে লভিব মোরা দিব্য তত্ত্বজ্ঞান।।
এখন বলহ প্রভু করিয়া বিস্তার।
তারপর কিবা ঘটে ওহে গুণাধার।।
কার্ত্তবীর্য্য তারপর কিবা কার্য্য করে।
ভৃগুরাম কি করিল বল সবাকারে।।

এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
সুচন্দ্র সমরে যদি ত্যজিল জীবন।
কার্ত্তবীর্য্য সেই শোকে করেন রোদন।।
নানা মতে খেদ করে বসি ধরাসনে।
বহু সেনা লয়ে শেষে প্রবেশেন রণে।।
ধনুকে সুতীক্ষ্ণ বাণ করেন সন্ধান।
রামেরে মারিতে আশা করেন ধীমান।।
তাহা দেখি ভৃগুরাম মহাতপোধন।
রোষেতে করেন আঁখি শোনিত বরণ।।
শরাসনে বাণ জুড়ি অতি রোষভরে।
নিক্ষেপ করেন তাহা রাজার উপরে।।
রামের সঙ্গেতে ছিল যত অনুচর।
ঘন ঘন বাণ মারে রাজার উপর।।
বাণ মারে ঘন ঘন নাহি নিবারণ।
চারিদিক অন্ধকার হইল তখন।।
কেহ শেল কেহ শূল ঘন ঘন মারে।
গদা মারে কোন জন সারথি উপরে।।
রাজার রথের অশ্ব কাটিয়া ফেলিল।
সারথির মুণ্ড কাটি ভূতলে পড়িল।।
তাহা দেখি নরপতি রোষেতে মগন।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।।
একবাণ পড়ে গিয়া রাম বক্ষঃস্থলে।
অজ্ঞান হইয়া মুনি পড়িল ভূতলে।।
বক্ষ হতে রক্তধারা ঘন বাহিরায়।
তাহা দেখি সকলেতে কান্দে উভরায়।।
ক্ষণপরে ভৃগুরাম পাইয়া চেতন।
উঠিয়া পুনশ্চ করে ধনুক গ্রহণ।।
বিজয় ধনুক লয়ে আপনার করে।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে রাজার উপরে।।
বাণে নরপতি তাহা করে নিবারণ।
দুই জনে বাধে রণ অতীব ভীষণ।।
চারিদিক বাণে বাণে হয় অন্ধকার।
কোন দিকে নাহি হয় দৃষ্টির সঞ্চার।।

ক্ষত্রদল মিশি করে মহাঘোররণ।
বিপ্রের উপরে করে শর বরিষণ।।
নরপতি রোষভরে ছাড়িলেন বাণ।
বাণ খেয়ে অচেতন ভার্গব ধীমান।।
কতক্ষণ পরে তিনি লভেন চেতন।
পুনঃ নরপতি বাণ করে বরিষণ।।
রাম এক বাণ মারে নৃপতির শিরে।
কিরীট কাটিয়া ফেলে ভূমির উপরে।।
পুনরায় শূল হাতে করিয়া গ্রহণ।
মন্ত্রপূত করে তাহা মহা তপোধন।।
শঙ্কর প্রদত্ত শূল অতি ভয়ঙ্কর।
মন্ত্রপূত করে তাহা মহা ঋষিবর।।
ধনুকে জুড়িয়া তাহা ভার্গব ধীমান।
রাজারে নাশিতে লক্ষ্য করেন সন্ধান।।
সন্ধান করিয়া তাহা করেন ক্ষেপণ।
গগনে উঠিল তাহা অতি বিভীষণ।।
সূর্য্য সম তেজ তার অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিতে দেখিতে পড়ে রাজার উপর।।
রাজার কুণ্ডল কাটি ভূতলে ফেলিল।
পুনরায় মুনিপাশে সে বাণ আসিল।।
তাহা দেখি নরপতি ক্রোধেতে মগন।
রামোপরি মহাবাণ করে বরিষণ।।
বাণে নিবারণ তাহা করি তপোধন।
পুনঃ শরাসনে বাণ করেন যোজন।।
মন্ত্রপূত করি রাম ফেলেন তাহায়।
মনোবাঞ্ছা নাশিবেন অর্জ্জুন রাজায়।।
বাণে তাহা নিবারণ করে নরপতি।
যুড়িলেন শর পরে অতি শীঘ্রগতি।।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ মারে দ্বিজের উপরে।
বাণাঘাতে দ্বিজবর কাঁপেন অন্তরে।।
যুদ্ধ বাধে এই রূপে অতি ঘোরতর।
সাতদিন অহর্নিশি চলিল সমর।।
বিষম সমর করে অর্জ্জুন রাজন।
কত সৈন্য মারে যুদ্ধ কে করে গণন।।

রণেতে মরেছে পুত্র এই সে কারণ।
নরপতি মহাশোকে অতি নিমগন।।
বিলাপ করেন কত বিষণ্ণ অন্তরে।
পুত্রশোক জ্বলি উঠে সমর মাঝারে।।
ঘৃত পেয়ে অগ্নি জ্বলে প্রখর যেমন।
সেইরূপ নরপতি অতি ক্রুদ্ধহন।।
মন্ত্রপূত করি বাণ যুড়ি শরাসনে।
নিক্ষেপ করেন তাহা মহা তপোধনে।।
বাণ তাহা নিবারণ করি ঋষিবর।
রাজার উপরে মারে চোখা চোখা শর।।
দুই জনে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ।
মহা শূল নরপতি করেন গ্রহণ।।
মন্ত্রপূত করি তারে মারেন ঋষিরে।
ভৃগুরাম জ্বর জ্বর হন সেই শরে।।
অচেতন হয়ে পড়ে ভূমির উপর।
ক্ষণ পরে সংজ্ঞা পায় বিপ্রের কোঙর।।
রাজার উপরে বাণ করেন বর্ষণ।
অগ্নিবাণ শরাসনে করেন যোজন।।
নৃপতি উপরে মারে অতি বেগ ভরে।
বরুণ অস্ত্রেতে রাজা নিবারণ করে।।
নাগ অস্ত্র শরাসনে যুড়ি তপোধন।
রাজার উপরে তাহা ফেলেন তখন।।
গরুড়অস্ত্রেতে তাহা নিবারে ভূপতি।
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ ঋষি মহামতি।।
যুড়িয়া গন্ধর্ব্ব অস্ত্র নিজ শরাসনে।
নিক্ষেপ করেন তাহা নৃপতি নিধনে।।
বায়ব্য বাণেতে তাহা নিবারে রাজন।
তাহে অতি ক্রুদ্ধ হন ভৃগুর নন্দন।।
শৈব অস্ত্র যুড়ি পরে ঋষি মহামতি।
নিক্ষেপ করেন তাহা নৃপতির প্রতি।।
মহাশব্দে সেই বাণ উঠিল গগনে।
প্রলয়ের ঝড় যেন পশিছে শ্রবণে।।
আকাশে থাকিয়া যত অমর নিকর।
দরশন করে সেই বাণ ভয়ঙ্কর।।

মহাভীম সেই বাণ করি দরশন।
ভয়ে কাঁপে অন্তরীক্ষে যত দেবগণ।।
নরপতি তাহা দেখি নির্ভয় অন্তরে।
শরাসনে বৈষ্ণবাস্ত্র যুড়িলেন পরে।।
বিষ্ণু অস্ত্রে শৈববাণ করে নিবারণ।
তাহা হেরি ভৃগুরাম মহাক্রুদ্ধ হন।।
নৃপবরে মারিবারে করিয়া মনন।
দিব্য অস্ত্র ধনুকেতে করেন যোজন।।
সেই শর মারে রাম রাজার উপর।
নিবারণ করে তাহা নৃপতি প্রবর।।
নরপতি তারপর মহাশূল ধরি।
নিক্ষেপ করেন তাহা ঋষির উপরি।।
নিবারণে শক্তি নাহি হন ঋষিবর।
পড়িল সে বাণ তাঁর হৃদয় উপর।।
মূর্চ্ছাগত হয় তাহে মহাতপোধন।
তাহা দেখি ভয়াকুল যত দেবগণ।।
তাহাদেখি মনে মনে চিন্তে মহেশ্বর।
শিষ্যেরে রক্ষিতে যত্ন করেন সত্ত্বর।।
রণমাঝে দ্রুতগতি করি আগমন।
রামের নিকটে ত্বরা উপনীত হন।।
পদ্মহস্ত বুলালেন রামের শরীরে।
চেতন পাইয়া রাম উঠেন সত্বরে।।
পুরোভাগে সদাশিবে করি দরশন।
অষ্টাঙ্গে তাঁহার পদে করেন বন্দন।।
পূর্ব্বরূপ বল হৈল রামের শরীরে।
পুনঃ শরাসন ধরে আপনার করে।।
পাশুপত অস্ত্র পরে করিয়া গ্রহণ।
ধনুকে আঁটিয়ে তাহা করেন যোজন।।
রাম মন্ত্রপূত করি এড়িলেন তায়।
নরপতি তাহা দেখি অতি ভয় পায়।।
জ্ঞানশূন্য প্রায় হয় অর্জ্জুন রাজন।
মনে মনে চিন্তা কিবা উপায় এখন।।
দেখিতে দেখিতে অস্ত্র আসিয়া সবলে।
সঘনে পড়িল নরপতি বক্ষঃস্থলে।।

কিন্তু তাহে মৃত্যু নাহি হইল রাজার।
শুষ্ক প্রায় হয়ে রহে শরীর তাঁহার।।
বিষ্ণুকবচ ছিল তাঁহার শরীরে।
সেই হেতু পাশুপত মারিবারে নারে।।
শুষ্ক কিন্তু হয়ে গেল তাঁর কলেবর।
বলি আরো এক কথা শুন নরবর।।
গোলকবিহারী যিনি দেব চূড়ামণি।
দেখিলেন পাশুপতে মারে নৃপমণি।।
তাহা দেখি সুদর্শনে কহেন বচন।
রক্ষা কর নৃপে গিয়া ওহে সুদর্শন।।
হরির আদেশে পরে সেই সুদর্শন।
অন্তরীক্ষে থাকি করে রাজার রক্ষণ।।
তাহা দেখি মহেশ্বর ভাবিয়া অন্তরে।
যোগীবেশে চলি যান অর্জ্জুন গোচরে।।
ভিক্ষা মাগি করে তাঁর কবচ গ্রহণ।
কবচ লইয়া আসে রামের সদন।।
রাম পাশে বলিলেন মধুর বচনে।
কবচ গ্রহণ কর অতীব যতনে।।
আছিল কবচ এই রাজার শরীরে।
সেই হেতু নরপতি এত বল ধরে।।
মম বাক্য অতএব করহ শ্রবণ।
এখন রাজারে শীঘ্র করহ নিধন।।
এত বলি তিরোহিত হন মহেশ্বর।
কবচ পাইয়া হৃষ্ট মহর্ষি প্রবর।।
পুনঃ ঋষি দিব্য অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
ধনুকে যুড়িল তাহা সত্বরে তখন।।
রাজাকে ডাকিয়া কহে মহর্ষি প্রবর।
আমার বচন শুন ওহে নৃপবর।।
তোমার জীবন আমি করিব নিধন।
পাশুপত মহা অস্ত্র কর নিরীক্ষণ।।
ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি ওহে নরপতি।
ভয় না করিও প্রভু আমার ভারতী।।
কত বল আজি তব করিব দর্শন।
ভয়ে ভীত নাহি হও ক্ষত্রিয়-নন্দন।।

শুনিয়াছি তুমি রাজা ক্ষত্রিয় সন্ততি।
করেছিলে মহাযুদ্ধ রাবণ সংহতি।।
পরাভূত হয়েছিল সেই দশানন।
অদ্য কিন্তু তব বল করিব দর্শন।।
আমার হাতেতে তুমি নিহত হইয়ে।
অদ্যই যাইবে নৃপ শমন আলয়ে।।
মহেশ প্রদত্ত বাণ কর দরশন।
ইহা দিয়া আজি তব বধিব জীবন।।
পিতৃশোক জ্বলিতেছে অন্তরে আমার।
তোমারে দেখিয়া তাহা বাড়িছে দুর্ব্বার।।
তোমারে রণেতে আজি করিয়া নিধন।
শোকানল হৃদি হতে করিব বর্জ্জন।।
রামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নরপতি ধীরে ধীরে কহেন তখন।।
শুন শুন মমবাক্য ওহে মহামতি।
দৈব প্রতিকুল হেরি আজি মমপ্রতি।।
নৈলে আজি তব বল দেখা যে যাইত।
দেখিতে তোমার দশা কি আজি ঘটিত।।
অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন।
আমার হৃদয় সদা শোকেতে মগন।।
শোকেতে সদত আছি মৃতের সমান।
নহিলে দেখিতে আজি ওহে মতিমান।।
মনোরমা প্রিয়তমা ত্যজয়ে জীবন।
সেই শোকে আছি আমি সতত মগন।।
প্রিয় পুত্ররণে মৃত তাহার উপর।
সেই হেতু সদা মম ব্যথিত-অন্তর।।
আর কি আছয়ে শক্তি আমার শরীরে।
দিবানিশি অন্তরাগ্নি দহিছে আমারে।।
বিধাতা মেরেছে মোরে ওহে তপোধন।
অধিক মারিবে আর তুমি কি এখন।।
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
দৈব ফল খণ্ডিবারে পারে কোনজন।।
দৈব হতে নাহি বল সংসার মাঝারে।
দৈববল শ্রেষ্ঠবল জানিবে অন্তরে।।

দেখাও কি বীরত্ব ওহে তপোধন।
কি বল ধরহ তুমি দ্বিজের নন্দন।।
বীর নাহি ছিল কেহ আমার সমান।
আমার সহিতে যুঝে কোন বলবান।।
রক্ষকুল নরপতি রাজা দশানন।
তাহারে করেছি জয় জানে সর্ব্বজন।।
কালের গতিতে আমি করিয়াছি জয়।
শক্তিহীন এবে আমি ওহে মহোদয়।।
কাল বশে সব হয় ওহে মহাত্মন্।।
কালের গতিই এই খ্যাত ত্রিভুবন।।
কালবশে উচ্চ হয় জানিবে সংসারে।
উচ্চজন নীচ হয় জানিবে অন্তরে।।
কালবশে পুর্ব্বতেজ নাহিক আমার।
আমার যতেক বল হয়েছে সংহার।।
একমাত্র শক্তি মম ছিল মনোরমা।
আমারে ত্যজিয়া সেই গিয়াছে ললনা।।
তব পাশে কি বলিব ওহে মহাত্মন্।
সতী মম পতিব্রতা ত্যজেছে জীবন।।
এখন মরিলে মম তাহাই মঙ্গল।
বলিব আর কিবা ওহে মহাবল।।
অকালে সতীরে মম কাল যে হরিল।
তাহার শোকেতে আমি হয়েছি বিকল।।
আশ্চর্য্য কালের গতি কর দরশন।
সব হয় কালবশে ওহে মহাত্মন্।।
কালেতে উন্নতি হয় কালে লয় পায়।
কালে উচ্চনীচ হয় কহিনু তোমায়।।
কালবশে শিবাকুল করি মহাবল।
মৃগরাজ নাশ করে ওহে মুনিবর।।
মুষিকে বিনাশ করে মত্ত করীবরে।
কাল বশে ভেকজাতি সর্পগণে মারে।।
শশক হইয়া করে শার্দ্দুল হনন।
কালের গতিই এই ওহে মহাত্মন।।
মহিষ হইয়া মরে মক্ষিকা দংশনে।
বায়সে গরুড় মারে কালের কারণে।।
কালবশে রাজা হয় বিদিত ভুবন।
কালবশে প্রজা হয় বিধির ঘটন।।
কালবশে সৃষ্টি হয় জানিবে অন্তরে।
ছোটজন বড় হয় কহিনু তোমারে।।
কালেতে দেবতাগণ স্বর্গধামে রয়।
কালেতে দেবের ক্ষয় ওহে মহোদয়।।
ইন্দ্র আদি যত দেখ স্বর্গবাসীগণ।
কালবশে সব ঋষি হইবে নিধন।।
সৃজন করেন যিনি দেব প্রজাপতি।
কালেতে অবশ্য তাঁর হবে অধোগতি।।
এবে তুমি মহাবল করিছ ধারণ।
কালবশে তব বল হবে বিনাশন।।
এখন উন্মত্ত হয়ে করিছ সমর।
কালবশে হবে ধ্বংস ওহে মুনিবর।।
এত গর্ব্ব করিতেছ কিসের কারণে।
অনিত্য জগৎ এই জানিবেক মনে।।
বিশ্বমাঝে যাহা কিছু কর দরশন।
সকলি অনিত্য জান ওহে তপোধন।।
একমাত্র সত্য হয় দেবদেব হরি।
নিত্য নিরঞ্জন যিনি জগত বিহারী।।
দয়াময় সর্ব্বময় তিনি সর্ব্বাধার।
একমাত্র সত্য সেই জগত মাঝার।।
তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ এতিন ভুবন।
মায়াবশে মোরা সব করি বিচরণ।।
সূর্য্যদেব দেখিতেছি গগন উপরে।
অহরহ সমভাবে তাপ দান করে।।
সকলি তাঁহার ইচ্ছা জানিও সুমতি।
এই যে হেরিছ চন্দ্র মনোহর জ্যোতি।।
তাঁহার ইচ্ছায় করে কিরণ প্রদান।
তারাদল যাহা দেখ করে অবস্থান।।
তাঁহার ইচ্ছায় সব জানিবে সুজন।
তাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি করে পদ্মাসন।।

বিশ্বরূপে বিশ্ব তিনি করেন পালন।
শিবরূপে অন্তকালে করেন নিধন।।
মুনিবর তবে কেন কর অহঙ্কার।
দুদিন পরেতে গর্ব্ব ভাঙ্গিবে তোমার।।
কার শক্তি কোন জনে নাশিবারে পারে।
বিনাশের কর্ত্তা জান জগত ঈশ্বরে।।
সেই জন মারিবারে হয়েন সক্ষম।
গর্ব্ব কেন কর তবে ওহে মহাত্মন।।
যিনি নিত্য নিরঞ্জন অখিলের পতি।
তিনি বিনা মোরে মারে কাহার শকতি।।
এত বলি নরপতি করি ক্রোধতর।
নামিলেন রথ হতে হয় হৃষ্টান্তর।।
অকপট ভক্তি করি আপন অন্তরে।
অষ্টাঙ্গে ঋষির পদে নমস্কার করে।।
রথোপরি পুনর্ব্বার করি আরোহণ।
শরাসন নিজ করে করেন গ্রহণ।।
যোজনা করিয়া শর নিজ শরাসনে।
নিক্ষেপ করেন তাহা পুলকিত মনে।।
রামের উপরে করে শর বরিষণ।
আবরিল চারি দিক শরেতে তখন।।
দারুণ সমর করে ক্রমে দুইজনে।
রোষবশে মহাঋষি মারে সৈন্যগণে।।
অসংখ্য অসংখ্য সেনা হইল পতন।
ব্রহ্মঅস্ত্র শরাসনে করেন যোজন।।
নিক্ষেপ করিল অস্ত্র শীঘ্র মহাত্মন।
অসংখ্য সামন্ত তাহে হইল পতন।।
তারপর পাশুপত লয়ে মহামতি।
শরাসনে যুড়িলেন অতি দ্রুতগতি।।
মন্ত্রপূত করি তাহা করেন ক্ষেপণ।
উঠিল গগনে বাণ ঘোর দরশন।।
অগ্নিসম জলে অস্ত্র গগন উপরে।
কোটি সূর্য্য সম তেজ পাশুপত শরে।।
শর দেখি ভয়ে কাঁপে যত দেবগণ।
টলমল করে ক্ষিতি কাঁপে ঘনঘন।।
শব্দ করি মহাঘোর সেই শরবর।
রাজারে নাশিতে চলে গগন উপর।।
নরপতি সেই বাণ করিয়া দর্শন।
কাতর অন্তরে কাঁপে অতি ঘনঘন।।
বান হেরি হয় তাঁর আকুল অন্তর।
শ্রীহরি স্মরণ করে নৃপতি প্রবর।।
দেখিতে দেখিতে বাণ আসিয়া পড়িল।
রাজার হৃদয়স্থল বিন্ধিয়া ফেলিল।।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল তথায়।
নৃপতির মৃতদেহ গড়াগড়ি যায়।।
শ্রীহরি স্মরণ করি অর্জ্জুন রাজন।
আপন জীবন ভূপ দিল বিসর্জ্জন।।
ভৃগুরাম মহারোষে সমর করিল।
ক্ষত্রকুল নিরমূলে সকলি নাশিল।।
যথায় ক্ষত্রিয় রাম করে দরশন।
যুড়িয়া তাহারে করে তখনি হনন।।
যারে পায় তারে মারে কারে নাহি রাখে।
কুঠার প্রহারে সবে হেরিলে সম্মুখে।।
কিবা বৃদ্ধ কিবা যুবা কিবা শিশুগণ।
সম্মুখে হেরিলে তারে করয়ে নিধন।।
গর্ভবতী ক্ষত্রনারী যদ্যপি নেহারে।
তখনি বিনাশ করে কুঠার প্রহারে।।
মহামুনি এই রূপে রোষিত অন্তরে।
একবিংশবার ক্ষত্র বিনাশিত করে।।
ক্ষত্রজাতি না রহিল সংসার মাঝার।
নিঃক্ষত্র করিল পৃথ্বি তিন সপ্তবার।।
ক্ষত্র নারীগণ সবে সভয় অন্তরে।
লুক্কায়িত হৈল গিয়া ব্রাহ্মণের ঘরে।।
বিপ্রের ঔরসে পুনঃ তাদের জঠরে।
ক্ষত্রজাতি জন্ম লয় এ ভব সংসারে।।
এদিকে অর্জ্জুন রাজা ত্যজিয়া জীবন।
বিমানে চড়িয়া গেল গোলক ভবন।।
শুনিলেন ঋষিগণ আশ্চর্য্য ঘটনা।
আর কিবা শুনিবারে বলহ বাসনা।।

কালবশে সব হয় জানিবে সকলে।
যাহা ক্ষিতি মাঝে ঘটে সব করে কালে।।
কালেতে উৎপত্তি হয় কালেতে নাশন।
কালের করাল হাতে সবার পতন।।
কালের প্রভাব কভু খণ্ডিবার নয়।
কার্ত্ত্যবীর্য্য দেখ দেখ অতি মহোদয়।।
যাহার সমান নাহি আছিল ভুবনে।
যার সম বীর নাহি কভু কোনস্থানে।।
দশাননে যেই জন করেছিল জয়।
কারো কাছে যেই নাহি হয় পরাজয়।।
কালের লিখন দেখ আশ্চর্য্য ঘটন।
ঋষির হাতেতে তার হইল্ পতন।।
অতএব সংসারেতে কিছু সত্য নয়।
অনিত্য সকল বিশ্ব ওহে ঋষিচয়।।
জনম লভিয়া এই ভব কারাগারে।
যেইজন হেন ভবে অহঙ্কার করে।।
দুর্গতি সে জন লভে নাহিক সংশয়।
নরাধম সেই জন জানিবে নিশ্চয়।।
অতএব মায়া স্নেহ করি বিসর্জ্জন।
একান্ত অন্তরে ভাব নিত্য নিরঞ্জন।।
ভববন্ধ কাটিবারে যদি থাকে মন।
একান্ত অন্তরে কর তাঁহার স্মরণ।।

প্রজাপতি সদনে ভার্গবের প্রস্থান

শুনিলে শাস্ত্রের কথা ভববন্ধ কাটে।
সুনিশ্চয় প্রকাশিব পরে কিবা ঘটে।।
অনন্তর ঋষিগণ সনৎ কুমারে।
জিজ্ঞাসা করে পুনশ্চ সুমধুর স্বরে।।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব ভারতী।
তত্ত্বজ্ঞান লভিলাম ওহে মহামতি।।
সন্দেহ আছয়ে এক করহ শ্রবণ।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ বর্ণন।।
নিঃক্ষত্র করিল ধরা ভার্গব ধীমান।
কত বৃদ্ধ কত শিশু মারে মতিমান্।।
গর্ভবতী নারী কত করিল হনন।
ইহাতে অবশ্য পাপ হয় আচরণ।।
কিরূপে পাতক তাঁর হয় বিদূরিত।
প্রভু সেই কথা বল হইয়া ত্বরিত।।
এত পাপ করি পরে সেই তপোধন।
কিরূপে পাতক হতে হয় বিমোচন।।
এতেক বচন শুনি বিধির তনয়।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিচয়।।
আশ্চর্য্য ঘটনা পরে করহ শ্রবণ।
একে একে সব কথা করিব বর্ণন।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অপূর্ব্ব ভারতী।
বর্ণন করিব ওহে তাপস সংহতি।।
অর্জ্জুন রাজারে রাম করিয়া নিধন।
ধরার যতেক ক্ষত্র করিল হনন।।
একবিংশবার ধরা নিঃক্ষত্র করিল।
প্রতিজ্ঞা পূরণ করি পুলকিত হৈল।।
বন্ধুগণ সহ রাম আনন্দে মগন।
দিবানিশি হরিপদ করেন স্মরণ।।
রটিল তাঁহার যশ জগত মাঝারে।
সুরগণ পুষ্পবৃষ্টি শিরোপরি করে।।
রামের প্রসংশা করে জগতের জন।
ক্ষত্রিয় নিধন হেতু রামের জনম।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ করি ভার্গব ধীমান।
ব্রহ্মার নিকটে ত্বরা করেন প্রস্থান।।
উপনীত হয়ে ক্রমে ব্রহ্মার সদনে।
ভক্তিভরে করপুটে প্রণমে চরণে।।
রামেরে হেরিয়া তুষ্ট দেব পদ্মাকর।
আশীষ করিয়া তারে করেন আদর।।

অঙ্কেতে করিয়া কত করিল সাদর।
কত কথা কহে বিধি রামের গোচর।।
বিধি কহে শুন রাম আমার বচন।
জগতের সার সেই নিত্য নিরঞ্জন।।
সবার প্রধান সেই হরি কৃপাময়।
সকলের আদি তিনি তিনি ইচ্ছাময়।।
তাঁহার অর্চ্চনা ভিন্ন কিছু নাহি আর।
বিশ্বের কারণ তিনি সবার আধার।।
ভক্তিভাবে তাঁর পূজা করিলে সাধন।
অবশ্য তাহার হয় পাতক নাশন।।
অতএব তাঁরে ভাব একান্ত অন্তরে।
ভক্তিভাবে পূজা কর দেবতা নিকরে।।
ইষ্টদেব আরাধনা কর সর্ব্বক্ষণ।
পিতার চরণ সদা করহ স্মরণ।।
মাতার চরণ ভাব একান্ত অন্তরে।
সদা রাখ ভক্তি মতি তাঁদের উপরে।।
গুরুপদ সদা কর অন্তরে স্মরণ।
গুরুপদ ভিন্ন আর নাহি কিছু ধন।।
রুষ্ট হন গুরুদেব যাহার উপরে।
বিষম বিপদে তারে পদে পদে ঘেরে।।
গুরু তুষ্ট জগত্তুষ্ট জানিবে সুজন।
তাহার উপরে প্রীত হন সুরগণ।।
গুরুদেব তুষ্ট সদা যাহার উপরে।
তাহারে আপদ দেখি পলায় অন্তরে।।
গুরুদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের সমান।
ব্রহ্মাগুরু গুরুদেব জানিবে ধীমান।।
গুরুহতে দিব্যাজ্ঞা লভে সাধুজন।
গুরুদেব হরিভক্তি করেন অর্পণ।।
যাবত জ্ঞানের মূল গুরুমহোদয়।
গুরু হতে তত্ত্বজ্ঞান নাহিক সংশয়।।
গুরুসম কভু নাহি জগত মাঝারে।
মঙ্গল কারণ তিনি কহিনু তোমারে।।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যেই নরাধম।
গুরুর অর্চ্চনা নাহি করয়ে সাধন।।

তাহার পাপের ভার বলা নাহি যায়।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি আক্রমে তাহায়।।
শুন শুন অতএব ওহে তপোধন।
ভক্তি করি সদা কর গুরুর অর্চ্চন।।
ধরায় ক্ষত্রিয় সব করিলে সংহার।
প্রতিজ্ঞা পূরণ হৈল জানিবে তোমার।।
একবিংশবার ক্ষত্র করিলে নিধন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ বটে হইল তোমার।
কিন্তু শিরোপরি হৈল পাতকের ভার।।
কত শিশু কত যুবা করিল নিধন।
কত গর্ভবতী নারী করিলে হনন।।
এই সব পাপ হতে যাহে মুক্তি হয়।
তাহার উপায় এবে কর মহোদয়।।
তোমার পরম গুরু দেব পঞ্চানন।
তাঁহার নিকটে ত্বরা করহ গমন।।
যেরূপ আদেশ দেন দেব মহেশ্বর।
সেইরূপ কার্য্য কর ওহে মুনিবর।।
শি..ের আদেশ ধর নিজ শিরোপরে।
পাতক মোচন হবে কহিনু তোমারে।।
তোমার পরম গুরু দেব পঞ্চানন।
তিনি জগতের গুরু জানে সর্ব্বজন।।
পরাপর গুরু তিনি এ ভব সংসারে।
অবিলম্বে যাহ তুমি কৈলাস নগরে।।
আমার বচন ধর ওহে তপোধন।
বিলম্ব করিয়া আর নাহি প্রয়োজন।।
পুরাণে পবিত্র কথা সুধার লহরী।
অন্তকালে ভবার্ণবে একমাত্র তরী।।

ভার্গবের কৈলাসপুরে গমন, গণপতিসহ বিবাদ ও শিবের আজ্ঞায় কামরূপে গমন

অনন্তর জিজ্ঞাসিল শৌনকাদিগণ।
প্রকাশিয়া কহ সব বিধির নন্দন।।
ব্রহ্মার আদেশে রাম কি কাজ করিল।
কৈলাসে যাইয়া তথা কিরূপ ঘটিল।।
আদেশ দেন কিরূপে দেব পঞ্চানন।
কিরূপে রামের পাপ হয় বিমোচন।।
এই সব কহ দেব করিয়া বিস্তার।
শুনিতে বাসনা অতি হতেছে সবার।।
এতক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
বিধির বচনে রাম একান্ত অন্তরে।
দ্রুতপদে চলি যান কৈলাস নগরে।।
পরশু হাতেতে তাঁর আনন্দে মগন।
গুরুপদ পূজিবারে করেন গমন।।
পূজিবেন গুরুপদ মনেতে বাসনা।
গুরুপত্নী হেরিবেন হৃদয়ে কামনা।।
কৈলাসেতে ধীরে ধীরে উপনীত হন।
কৈলাসের শোভা রাম করেন দর্শন।।
দ্বারদেশে উপনীত রাম মহোদয়।
দেখিলেন তথা বসি আছে দ্বারীদ্বয়।।
নন্দী ভৃঙ্গী দ্বারদেশে আছে দুইজন।
ত্রিশূল হাতেতে শোভে অতি বিভীষণ।।
ভয়ঙ্কর বেশ পরা আছে দোঁহাকার।
রাম গিয়া কহে দ্বারী ছাড়হ দুয়ার।।
এত বলি দুই দিকে করে নিরীক্ষণ।
দুই দিকে গণপতি আর ষড়ানন।।
দোঁহাকারে ঋষিবর করিয়া প্রণতি।
কহিলেন সবিনয়ে মধুর ভারতী।।
শিবের পরম শিষ্য আমি মহাত্মন।
ভৃগুরাম নাম মম ঋষির নন্দন।।
জমদগ্নি পিতা মম শুন দুইজনে।
দ্বার ছাড়ি দেহ যাব শিবের সদনে।।
গুরুপদ দরশন করিব এখন।
চরণে তাহার গিয়া করিব বন্দন।।
জনক জননী পদে করি নমস্কার।
এখনি ফিরিব আমি শুন গুণাধার।।
এতেক বচন শুনি দেব গণপতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
এবে নাহি পাবে যেতে পুরীর ভিতরে।
তাহার কারণ শুন কহিগো তোমারে।।
পিতা মাতা দুইজনে আছেন নিদ্রিত।
তথায় যাওয়া এখন নাহিক উচিত।।
ক্ষণকাল এইস্থানে কর অবস্থান।
অনুমতি হলে যাবে ওহে মতিমান্।।
গণেশের এইবাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে কহে তাঁরে রাম তপোধন।।
কি কারণে নিবারিছ কহ মহামতি।
শিব পাশে যাব আমি করিতে প্রণতি।।
দোঁহার চরণে আমি করিয়া বন্দন।
এখনি ফিরিব শুন ওহে গজানন।।
ইথে নিবারণ করা নহে সমুচিত।
অতএব মোরে দ্বার ছাড়হ ত্বরিত।।
পরম গুরু আমার দেব পঞ্চানন।
তাঁহার চরণে আমি করিব বন্দন।।
তাঁহার কৃপায় আমি জয়ী ত্রিভুবনে।
নিধন করেছি আমি অর্জ্জুন রাজনে।।
ক্ষত্রকুল মম হস্তে হয়েছে সংহার।
ধরাতলে ক্ষত্রবংশ নাহি কোথা আর।।

একবিংশবার ক্ষত্র করেছি নিধন।
দয়া করি মোরে বর দিল পঞ্চানন।।
প্রতিজ্ঞা পূরণ করি শিবের কৃপায়।
পাশুপত অস্ত্র শিব দিয়াছে আমায়।।
করেছেন দয়া মোরে দেবী ক্ষেমঙ্করী।
অতএব ছাড় দ্বার যাব ত্বরা করি।।
পিতামাতা দোঁহাপদ করি দরশন।
তাঁহাদের দোঁহাপদে করিয়া বন্দন।।
শীঘ্রগতি ফিরি আমি আসিব হেথায়।
অতএব ছাড় দ্বার মিনতি তোমায়।।
যুদ্ধবার্ত্তা শিবপাশে করি নিবেদন।
শীঘ্রগতি পুনঃ হেথা আসিব এখন।।
অতএব মোর বাক্য শুন গণপতি।
দ্বার ছাড়ি দেহ মোরে অতি দ্রুতগতি।।
এত বলি ভৃগুরাম পুলক অন্তরে।
গমনে উদ্যোগ করে পুরীর ভিতরে।।
তাহা দেখি গণপতি কহে পুনরায়।
শুন শুন মহামতি কহি যে তোমায়।।
ক্ষণেক দাঁড়াও হেথা আমার বচন।
যাহা যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ।।
কেমনে যাইবে তুমি পুরীর ভিতরে।
জনক জননী দোঁহে আছে শয্যাপরে।।
নিদ্রিত আছেন দোঁহে শুনহ বচন।
একাসনে দুইজন করিয়া শয়ন।।
কিরূপে যাইবে বল তুমি গো তথায়।
এই হেতু নিবারণ করেছি তোমায়।।
আমার বচন নাহি করিছ শ্রবণ।
এ কেমন রীতি তব করি দরশন।।
হেন ব্যবহার বল কি হেতু তোমার।
জ্ঞানীজন হয়ে কেন হেন ব্যবহার।।
পুরীর ভিতরে যেতে না পাবে কখন।
জাগরিত হলে পরে করিবে গমন।।
এতেক বচন রাম করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে হাস্য করে মহাতপোধন।।
বিনীত বচনে পরে কহে মহামতি।
মম বাক্য শুন শুন ওহে গণপতি।।
এরূপ বচন নাহি বল পুনর্ব্বার।
পুত্র প্রতি হেন বাক্য নহে যুক্তিসার।।
আমার প্রতি কেন এরূপ বচন।
অন্দরে অবশ্য আমি করিব গমন।।
গণপতি শুন শুন বচন আমার।
কর্ত্তব্য করিব আমি ওহে গুণাধার।।
দেব দেব মহেশ্বর বিশ্বের কারণ।
বিশ্বের জননী জানি ক্ষেমঙ্করী হন।।
জনক জননী দোঁহে শঙ্কর শঙ্করী।
মায়ের নিকটে যেতে কিবা ভয় করি।।
জননী পাশেতে লজ্জা শিশু কোথা করে।
অতএব তব বাক্য মনে নাহি ধরে।।
তোমার বচন নাহি করিব শ্রবণ।
প্রবেশিব অন্তঃপুরে জানিবে এখন।।
এতেক বচন শুনি দেব গণপতি।
হইলেন অন্তরেতে অতি ক্রোধমতি।।
সরোষে কহেন শুন ওহে তপোধন।
পিতা মাতা জাগরিত হন যতক্ষণ।।
তাবত এখানে রন মুনির তনয়।
তারপর অন্তঃপুরে যাবে মহাশয়।।
এতেক বচন শুনি দ্বিজের নন্দন।
গণেশ উপরে রোষ করিয়া তখন।।
নির্ভয় অন্তরে রাম পুরী মধ্যে ধায়।
হস্তেতে পরশু ধরি দ্রুত গতি যায়।।
তাহা দেখি গণপতি সরোষ অন্তরে।
লোহিত লোচন ধরি দাঁড়ালেন দ্বারে।।
পুনঃ পুনঃ তপোধনে করেন বারণ।
কিছুতে না শুনে রাম মহাতপোধন।।
যত নিবারণ করে দেব লম্বোদর।
তত নাহি বাক্য মানে মহর্ষি প্রবর।।
রোষভরে চলে রাম পুরীর ভিতরে।
গণেশ ভর্ৎসনা করে অতি রোষভরে।।

সম্বোধিয়া গণপতি করে নিবারণ।
ওহে ঋষি কেন তব হেন আচরণ।।
নিবারণ নাহি শুন ওহে ঋষিবর।
ইহার উচিত ফল লভিবে সত্বর।।
আমার হাতেতে তব নাহি পরিত্রাণ।
ক্ষণেক অপেক্ষা ঋষে কর এইস্থান।।
গণেশের বাক্য নাহি করিয়া শ্রবণ।
দ্রুত গতি পুরীমধ্যে চলে তপোধন।।
নির্ভয় হৃদয়ে রাম চলিতে লাগিল।
পিছু হতে গণপতি তাহাকে ধরিল।।
দুইজনে ঠেলাঠেলি করে বহুতর।
পরশু তুলিয়া ধরে মহর্ষি প্রবর।।
উর্দ্ধহস্তে গণেশেরে মারিবারে যায়।
তাহা দেখি ষড়ানন দ্রুতগতি ধায়।।
রামেরে সম্বোধি কহে দেব ষড়ানন।
হেন আচরণ তব কেন তপোধন।।
উদ্যত হয়েছ তুমি গণেশে মারিতে।
পরশু তুলিলে তুমি আপন হাতেতে।।
গুরুপুত্রে বিনাশিতে তুমি তপোধন।
নিজ করে অস্ত্র তুলি করিলে ধারণ।।
ভকতি যাহা তোমার গুরুর উপরে।
প্রত্যক্ষ হইল তাহা বুঝিনু অন্তরে।।
গুরুপুত্রে দেখিবে গুরুর সমান।
এইত সকলে জানে বেদের প্রমাণ।।
অস্ত্রক্ষেপ কর তুমি তাহার উপরে।
কেন তব হেন বুদ্ধি বলত আমারে।।
আমার বচন এবে করহ শ্রবণ।
হেন অনুচিত কর্ম্ম না কর কখন।।
যদি হেন কর্ম্ম তুমি কর পুনরায়।
অনর্থ ঘটিবে তবে কহিনু তোমায়।।
গুরুদেবে তব ভক্তি কিছু মাত্র নাই।
জানিলাম নিঃসংশয় কহি তব ঠাঁই।।
কার্ত্তিকের হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরশু রাখিল তবে মহাতপোধন।।
গণেশেরে ঠেলি ফেলে মহারোষ ভরে।
গণেশ পড়িয়া গেল ভূমির উপরে।।
পুনশ্চ দাঁড়ায় উঠি দেব গজানন।
রোষবশে হয় তাঁর লোহিত লোচন।।
পিতৃশিষ্য তপোধন ভাবিয়া অন্তরে।
গণপতি নিজ ক্রোধ আপনি সম্বরে।।
তারপর তপোধনে করি সম্বোধন।
বিনয় বচনে কহে দেব গজানন।।
শুন শুন যাহা বলি আমার ভারতী।
পিতার পরম শিষ্য তুমি মহামতি।।
অতএব ভ্রাতৃসম তুমি যে আমার।
এই হেতু ক্ষমিলাম নিজের কুমার।।
নৈলে পরিত্রাণ নাহি লভিতে কখন।
আমার বচন সত্য ওহে তপোধন।।
তোমারে বলিলে কিছু জনক জননী।
ক্রুদ্ধ হন পাছে ভয় মনে মনে গণি।।
সে হেতু ক্ষমিনু তোমা ওহে তপোধন।
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ।।
দ্বিজের নন্দন হয়ে এত অহঙ্কার।
ক্ষুদ্রজীব তুল্য জান আমারে তোমার।।
অতিথি ভাবিয়া তোমা ক্ষমি এইবার।
নতুবা কখন যেতে শমন আগার।।
মহাশিষ্য তুমি ঋষে এইসে কারণ।
ক্ষমিলাম আজি তোমা ওহে তপোধন।।
যেমন অন্যায় তব হেরি ব্যবহার।
ইহাতে নিশ্চয় তুমি যেতে যমাগার।।
শিষ্যজ্ঞানে ক্ষমিলাম জানিবে তোমারে।
আর নাহি রোষ মম তোমার উপরে।।
ক্ষণকাল এইস্থানে কর অবস্থান।
শিবশিবাপাশে পরে করিবে প্রয়াণ।।
এতেক বচন শুনি ভৃগুরাম কয়।
এখানে না রব আমি শুন মহাশয়।।
তুমি যাহা ইচ্ছা কর আমার গোচরে।
এত বলি চলে রাম অন্দর ভিতরে।।

তাহা হেরি গণপতি অতিক্রুদ্ধ মন।
বাহু পশারিয়া রামে ধরিল তখন।।
রোষভরে কহে রাম গণেশ দেবেরে।
দেখিব তোমার দেহ কত বল ধরে।।
এত বলি ভৃগুরাম পরশু লইয়ে।
গণেশ উপরে ফেলে কুপিত হইয়ে।।
শিবের অব্যর্থ অস্ত্র অতি বিভীষণ।
লম্বোদর উপরেতে ফেলে তপোধন।।
মহাবেগে চলে অস্ত্র যেন হুতাশন।
নিবারিতে নাহি পারে দেব গজানন।।
সূর্য্যসম মহাতেজ সেই অস্ত্র ধরে।
সে অস্ত্র পড়িল গিয়া গণেশ উপরে।।
সেই বাণ মহাবেগে পশিল যখন।
মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দেব গজানন।।
কার্ত্তিক ইত্যাদি সবে করে হাহাকার।
সুরগণ ঘোররবে কান্দে অনিবার।।
যখন মুর্চ্ছিত হয় দেব গজানন।
জগৎ তখন কাঁপে অতি ঘনঘন।।
সেই শব্দে কাঁপি উঠে ত্রিভুবন।
ভীত হয়ে উঠে যত জগতের জন।।
অকালে প্রলয় যেন ঘটিয়া উঠিল।
কৈলাস নগরে সবে অজ্ঞান হইল।।
শিবশিবা নিদ্রাত্যাগ করিয়া তখন।
স্তব্ধ হয়ে মৌনভাবে রহে দুইজন।।
বাহির হইয়া দোঁহে আসে দ্রুতগতি।
দ্বারেতে আসিয়া দেখে দেব গণপতি।।
মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমে আছে অচেতন।
অবিরল রক্ত ধারা হতেছে ক্ষরণ।।
দশন ভাঙ্গিয়া রক্ত পড়িছে ধরায়।
শোণিতের নদী বহে একি ঘোর দায়।।
দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা রাম তপোধন।
কুঠার হাতেতে করি অতি বিভীষণ।।
তাহা দেখি মহেশ্বর বিস্মিত হৃদয়।
দ্রুতগতি গণেশেরে কোলে করি লয়।।

শিবের স্পর্শেতে পুত্র লভিলেন জ্ঞান।
পিতৃপানে একদৃষ্টে চাহে মতিমান্।।
রামেরে হেরিয়া দেব দেব গণপতি।
অধোমুখে হেঁটমাথে করে অবস্থিতি।।
মহেশ্বর ষড়াননে জিজ্ঞাসে তখন।
কার্ত্তিক সমস্ত কহে পিতার সদন।।
তাহা শুনি মহেশ্বর করেন চিন্তন।
মনে মনে ভাবে দেব এ কিবা ঘটন।।
পুত্র হেরি অতি ক্রুদ্ধ দেবী মহেশ্বরী।
লোহিত লোচনে চাহে রামের উপরি।।
গণেশের ভগ্ন দন্ত করি দরশন।
ধরাতলে পড়ি সতী করেন রোদন।।
মহেশ্বর গণেশেরে অঙ্কেতে লইয়ে।
প্রবোধ দিলেন কত সান্ত্বনা করিয়ে।।
পুত্রমুখ ঘন ঘন করেন চুম্বন।
ঘন ঘন শান্তবাক্য করেন বর্ষণ।।
নানামতে শান্তকথা কহেন তাঁহারে।
মাতার প্রবোধে পুত্র শান্তভাব ধরে।।
পুরাণে সুধার কথা অতি মনোরম।
শ্রবণ করিলে হয় পাপ বিনাশন।।
যেই জন শুনে ইহা অতি ভক্তিভরে।
ভবার্ণবে সেইজন অবহেলে তরে।।
তাই বলে কবিবর ওরে মূঢ়মন।
একান্ত অন্তরে কর শ্রীহরি স্মরণ।।

ভৃগুরামের প্রতি ভগবতীর রোষ

অতএব মায়ামোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান।।

ব্রহ্মার তনয় কহে শুন ঋষিগণ।
তারপর হয় যাহা আশ্চর্য্য ঘটন।।
গণপতি অধোমুখে হেঁটমাথে রয়।
শোণিতের ধারা অঙ্গে অবিরত বয়।।
পার্ব্বতী হেরিয়া তাহা করেন রোদন।
শিবেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন।।
শুন শুন নিবেদন ওহে পঞ্চানন।
কৃপাময় কৃপা করি করহ শ্রবণ।।
অধিনী কিঙ্করী তব বিদিত ভুবনে।
প্রয়োজন কিবা মোর জীবন ধারণে।।
জগতের পিতা তুমি সর্ব্ববিশ্বময়।
তোমার নিকটে সব সমজ্ঞান হয়।।
তব পাশে ছোট বড় ভেদাভেদ নাই।
সমভাব ভাব সবে শুনগো গোঁসাই।।
এই হেতু শুন দেব মম নিবেদন।
বল গণেশেরে মারে কিসের কারণ।।
সমুচিত বিবেচনা করি দয়াধার।
সবার সাক্ষাতে কর উচিত বিচার।।
তোমার পরম শিষ্য এই তপোধন।
গণপতি সহ কৈল কলহ এখন।।
যাহার ইহাতে দোষ করহ বিচার।
নিবেদন তব পাশে ওহে গুণাধার।।
যার দোষ যেই রূপ হবে দরশন।
তাহারে সেরূপ দণ্ড দিবে পঞ্চানন।।
কার্ত্তিকেয় উপস্থিত আছিল এখানে।
জিজ্ঞাসা করহ প্রভু তাহার সদনে।।
কি দোষ করিল কেবা জান পঞ্চানন।
সমুচিত শাস্তি দেও এই নিবেদন।।
কার্ত্তিকেয় মিথ্যা কথা কভু না কহিবে।
কহিলে নরক মাঝে অবশ্য মজিবে।।
মিথ্যা সাক্ষ্য যেইজন করয়ে অর্পণ।
লোভে বশীভূত হয় যেই দুরজন।।
সমুচিত ফল পায় সেই দুরমতি।
অন্তিমে নরকে তার জানিবে বসতি।।

যাবত ধরায় রহে শশাঙ্ক ভাস্কর।
তাবত রহিবে সেই নরক ভিতর।।
আরো শুন আশুতোষ মম নিবেদন।
সুবিচার দুই পক্ষে করে যেইজন।।
স্নেহবশে যদি কেহ অবিচার করে।
সে জন অন্তিমে যাবে নরক মাঝারে।।
শুন বলি পঞ্চানন মম নিবেদন।
শোকেতে কাতর আমি হয়েছি এখন।।
পুত্রের অবস্থা হেরি হৃদয় আমার।
শোকেতে কাতর অতি ওহে গুণাধার।।
আশুতোষ এত বলি ভবানী শঙ্করী।
সহসা চাহিয়া দেখ রামের উপরি।।
রামের হেরিয়া দেব কুপিত অন্তর।
হুতাসন সম জ্বলে তাঁহার অন্তর।।
ঘূর্ণিত নয়নে দেবী কহে ভৃগুরামে।
বলিতেছি শুনশুন তোমার সদনে।।
কি কারণে গণেশেরে করিলে প্রহার।
বল বল সত্য করি নিকটে আমার।।
বিপ্রের বংশেতে হয় তোমার জনম।
পরম ধার্ম্মিক তুমি বিষ্ণু পরায়ণ।।
তোমার জনক ছিল অতিগুণবান।
সতত হরিতে মতি রাখিত ধীমান।।
সতত রাখিত মতি হরির চরণে।
তাঁহার যতেক গুণ বিদিত ভুবনে।।
রেণুকা তোমার মাতা পতি পরায়ণা।
তাঁর সম সতী সাধ্বী না হেরি ললনা।।
পতি সহ অনুমৃতা সেই নারী হয়।
বিষ্ণুভক্ত সেই নারী নাহিক সংশয়।।
তাঁহার তনয় হয়ে তুমি মহামতি।
কেন হেন কার্য্য কর বলহ সম্প্রতি।।
শিবের পরম শিষ্য তুমি মহাত্মন্।
শিববরে বলবান হয়েছ এখন।।
নিঃক্ষত্র করিলে ধরা মহেশ্বর বরে।
শিববরে নিঃক্ষত্রিয় করিলে ধরারে।।

তাহার উচিত ফল করিলে সাধন।
গুরুর দক্ষিণা দিলে উচিত এখন।।
গুরু পুত্র প্রতি কৈলে অস্ত্রের প্রহার।
গুরুরে দক্ষিণা দিলে করিয়া বিচার।।
অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন।
মহেশ্বর শিষ্য বলি রহিল জীবন।।
নৈলে এতক্ষণ তব জীবন যাইত।
তোমারে শমন-গৃহে যাইতে হইত।।
তোমাপেক্ষা বলবান এই গণপতি।
তোমারে নাশিতে পারে এই মহামতি।।
তোমার অধিক শক্তি ধরে গজানন।
অধিক বলিব কিবা ওহে তপোধন।।
ক্ষমিয়াছে গণপতি জানিবে তোমারে।
শিবের পরম শিষ্য জানিয়া অন্তরে।।
নৈলে তব পাশে পুত্র হয় পরাজয়।
কভু না সম্ভবে ইহা ওহে মহাশয়।।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরগণে করিয়া নিধন।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কর বিচরণ।।
কি কারণে কর তুমি এত অহঙ্কার।
তব সম বীর কত আছে গুণাধার।।
তব সম কোটি বীরে করিতে নিধন।
শকতি ধরয়ে এই দেখ গজানন।।
কৃষ্ণ অংশে গণপতি নিজ জন্ম ধরে।
কৃষ্ণ সম বল ধরে আপন অন্তরে।।
তাহারে প্রহার তুমি এত অহঙ্কার।
উচিত করেছ কাজ ওহে গুণাধার।।
শিবের বংশেতে জন্মে দেব গজানন।
সবার আগেতে পূজা এই দেব হন।।
এইরূপ নানা কথা কহে সুরেশ্বরী।
অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দিগম্বরী।।
রোষে অন্ধ দেবী হন আপন অন্তরে।
দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর বেশ ধরে।।
মুক্তকেশী ভীমাবেশা করে অসিধারী।
নাচিতে লাগিল দেবী এলোকেশ করি।।
ভৃগুরামে বিনাশিতে করিয়া মনন।
তার দিকে ঘনঘন কর নিরীক্ষণ।।
ভৃগুরামে সম্বোধিয়া কহেন ভবানী।
মম বাক্য শুনশুন ওহে মহামুনি।।
তুমি মূঢ়মতি অতি বিপ্রের নন্দন।
গণেশ উপরে কর অস্ত্র নিক্ষেপণ।।
রক্তপাত গণেশের করিলে সাধন।
দুরাচার হেরি তব কেন আচরণ।।
শিবের পরম শিষ্য জানিয়া তোমারে।
ক্ষমিয়াছে গজানন জানিবে অন্তরে।।
আমার বাক্য এখন কররে শ্রবণ।
নিশ্চয় যাইবি তুই শমন ভবন।।
বিপ্রবংশে জন্মেছিস তুই পাপমতি।
অহঙ্কার এত কেন হেরি যে সম্প্রতি।।
শপথ করিয়াছিলে ক্ষত্রিয় নাশিতে।
কার বলে বল দেখি আমার সাক্ষাতে।।
মনে মনে ভাব দেখি ওরে দুরাত্মন্।
সুচন্দ্র সহিতে যুদ্ধ করিলি যখন।।
কি দশা হইত তোর ভাব দুরমতি।
অন্তরে স্মরণ এবে করহ সম্প্রতি।।
আমি রণভূমে যবে করিনু গমন।
কি দশা হইত তোর ভাব দুরাত্মন্।।
মহাকালী রূপ আমি করিয়া ধারণ।
তব ক্ষিপ্ত শর সবে করিয়া গ্রহণ।।
গরাস করিয়াছিনু ভাবহ অন্তরে।
কার বলে জয়ী হলে তখন সমরে।।
সমুচিত ফল আজি করিব প্রদান।
জাননা কি দুরমতি উচিত বিধান।।
সমুচিত শিক্ষা আজি দেব যে তোমারে।
ভয় নাহি করি কারে জগত মাঝারে।।
প্রতীক্ষা ক্ষণেক কর ওরে দুরাত্মন।
দেখিব তোমারে অদ্য রক্ষে কোনজন।।
প্রহারিলে যবে তুমি আপন সন্তানে।
তাহার উচিত শাস্তি দিব হে এখানে।।

তাহার উচিত ফল দিব দুরাত্মন্।
আমার হাতেতে যাবি শমন-সদন।।
তোমার পরম গুরু দেব-মহেশ্বর।
দেখি কত বল ধরে সেই দিগম্বর।।
তোমারে রক্ষুণ আজি দেখিব নয়নে।
আমার হাতেতে যাবি শমন-ভবনে।।
প্রহারিলি মম পুত্রে ওরে দুরাচার।
এত বলি শূল দেবী করেন প্রহার।।
হরিরে স্মরণ করে রাম মহামতি।
বলে প্রভু রক্ষা কর অখিলের পতি।।
অগতির গতি তুমি নিত্য নিরঞ্জন।
বিষম দায়ে পড়েছি রক্ষহ এখন।।
যদি নাহি রক্ষ নাথ বিপদে আমারে।
কে আর বলহ রক্ষা বিপদেতে করে।।
হয়েছেন ক্রুদ্ধমতি ভবানী সুন্দরী।
পরিত্রাণ নাহি আর শুনগো শ্রীহরি।।
বিশ্বের কারণ তুমি সংসারের সার।
বিষম বিপদে হরি রক্ষ এই বার।।
কি হবে আমার গতি ওহে সনাতন।
লক্ষ্মীনাথ রক্ষা কর অখিল তারণ।।
এইরূপে ভৃগুরাম আপন অন্তরে।
এক মনে চিন্তা করে জগত পিতারে।।
চিন্তামণি অন্তর্যমী নিত্য নিরঞ্জন।
জানিলেন মনে মনে যদুকুলধন।।
দয়ার সাগর দেব দয়ার আধার।
মানস করেন রামে করিতে উদ্ধার।।
আহা মরি কৃপাময় জগত বিহারী।
ভক্ত অনুগত সদা দেব দেব হরি।।
তাঁহার উপরে ভক্তি রাখে যেইজন।
দুর্গতি তাহার হয় সমূলে নিধন।।
বিপদ তাহারে কভু ঘেরিবারে নারে।
সেই জন অনায়াসে ভবার্ণবে তরে।।
বিপদে পড়েছে রাম মহাতপোধন।
ব্যাকুলিত হন হেথা দেব নিরঞ্জন।।
ভাবিয়া আকুল হন জগত বিহারী।
দেব দেব হরি যিনি ভবের কান্ডারী।।

দ্বিজবেশে কৈলাসে শ্রীহরির আগমন ও ভৃগুরামের উদ্ধার

কহিলেন ঋষিগণ- ব্রহ্মার কুমারে।
আকুল হইয়া ভৃগুরাম কিবা করে।।
বল বল ওহে দেব বিধির নন্দন।
কি কাজ করেন পরে দেব নিরঞ্জন।।
রামের আকুল হেরি গোলকবিহারী।
কি কাজ করেন তাহা বল ত্বরা করি।।
দয়ার সাগর তিনি দয়ার আধার।
কিরূপে করেন বল রামের উদ্ধার।।
হলেন কিরূপে শান্ত দেবী দিগম্বরী।
কি কাজ করিল বল দেব ত্রিপুরারি।।
এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন।
ত্বরা করি বল ওহে বিধির নন্দন।।
এত শুনি বিধি সুত কহেন তখন।
বলিতেছি বিস্তারিয়া অপূর্ব্ব কথন।।
অন্তর্যামী নারায়ণ দেব নিরঞ্জন।
মনে মনে বহুক্ষণ করেন চিন্তন।।
তারপর ভৃগুরামে করিতে উদ্ধার।
দ্বিজশিশু রূপ ধরে দয়ার আধার।।
অপূর্ব্ব দ্বিজের বেশ করিয়া ধারণ।
ধীরে ধীরে কৈলাসেতে উপনীত হন।।
আহা কি সুন্দররূপ যেন দিবাকর।
উথলিছে দেহপ্রভা যেন অগ্নিকর।।

অতিথি হইয়া দেব করি আগমন।
দ্বিজবেশে শিবপাশে উপনীত হন।।
শ্বেত বাস পরিধান অতি মনোহর।
তুলসীর মালা কণ্ঠে অতীব সুন্দর।।
শোভিতেছে একদন্ত উহার বদনে।
নাসাতে তিলক শোভে না যায় বর্ণনে।।
কেয়ুর বলয়ে শোভে বাহুর যুগল।
ললাটে ত্রিপুণ্ড কিবা অতি মনোহর।।
বক্ষে যজ্ঞ উপবীত কিবা শোভা পায়।
অতিথি হেরিয়া শিব পুলকিত কায়।।
প্রণাম করেন শিব অতিথি চরণে।
অন্যান্য সকলে যাহা বিহিত বিধানে।।
দ্বিজপদে নমস্কার করেন পার্ব্বতী।
আশীষ করেন বিপ্র অখিলের পতি।।
অতিথির পূজা করে দেব পঞ্চানন।
কুশল জিজ্ঞাসা শিবে করিল ব্রাহ্মণ।।
অতিথি পূজিল শিব নানা উপাচারে।
মহাদেব করে সব ভক্তির ভরে।।
মিষ্টভাষে অতিথিরে করি সম্বোধন।
বিনয় বচনে কহে দেব পঞ্চানন।।
কুশল সর্ব্বথা মম তব আগমনে।
সার্থক হৈনু আজি তব দরশনে।।
তোমারে হেরিয়া দেব পবিত্র হইল।
তব দরশনে মম জীবন সফল।।
তোমার চরণ আজি করিনু সেবন।
সফল জনম মম সার্থক জীবন।।
ব্রাহ্মণ যদ্যপি আসে হইয়া অতিথি।
তাহারে পূজিবে সাধু করিয়া ভকতি।।
বিপ্রসহ ভিন্ন নহে দেব নারায়ণ।
যেই বিষ্ণু সেই বিপ্র বেদের বচন।।
বিপ্ররূপে হরি ব্যাপ্ত জগত-সংসারে।
দ্বিজসেবা যেইজন ভক্তিভরে করে।।
বিষ্ণু পূজাফল পায় সেই সাধুজন।
ইহার অন্যথা নাহি জানিবে কখন।।
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম যত বিপ্রজাতি।
বিপ্রেরে পূজিলে হয় অন্তিমে সুগতি।।
অতিথি সন্তুষ্ট হয় যাহার উপর।
নারায়ণ তার প্রতি প্রফুল্ল অন্তর।।
তাহারে বিপদ নাহি করে আক্রমণ।
রক্ষা করে সেইজনে দেব নারায়ণ।।
অতিথি সেবার ফল বলা নাহি যায়।
ভাগ্যবশে সুঅতিথি সাধুজন পায়।।
অতিথি সেবিলে হয় মহাপুণ্যোদয়।
তার সম নাহি পূণ্য ওহে ঋষিচয়।।
তীর্থস্নানে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন।
অতিথি সেবিলে তাহা শাস্ত্রের বচন।।
ব্রত আদি উপবাস কৈলে যেই ফল।
অতিথি সেবিলে তাহা অবশ্য সফল।।
অতিথির পূজা নাহি যেইজন করে।
সেই জন দুরাচার এভব সংসারে।।
তাহার পাপের কথা বলা নাহি যায়।
নরকে তাঁহার বাস কহিনু সবায়।।
অতিথি বিমুখ হয় যাহার আগারে।
সর্ব্ব পুণ্য নষ্ট তার শাস্ত্রের বিচারে।।
তাহার যতেক পুণ্য করিয়া গ্রহণ।
অতিথি চলিয়া যায় শাস্ত্রের বচন।।
অতিথি ফিরিয়া যায় গৃহ হতে যার।
তাহারে পাতক সব দেয় আপনার।।
সেই পাপভার লয়ে নিজ শিরোপরে।
মহাপাপী রূপে ঘোরে জগত সংসারে।।
অতিথি বিমুখ করে যেই দুরজন।
তার প্রতি রুষ্ট হন যত দেবগণ।।
তাহার যতেক পাপ বলা নাহি যায়।
বর্ণন করিব কিছু শুনহ সবায়।।
যেই জন নরদেহ করিয়া ধারণ।
গোহত্যা পাতক করে হয়ে ক্রুদ্ধ মন।।
সেই জন অন্তকালে যেই ফল পায়।
অতিথি বিদ্বেষী হয় যেজন ধরায়।।

সেই পাপে সেই জন হয় নিমগন।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা ওহে ঋষিগণ।।
যে জন স্ত্রী হত্যা করে অবনী মাঝারে।
তাহার যতেক পাপ শাস্ত্রের বিচারে।।
অতিথি বিদেশী হয় সে পাপে মগন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা করে কদাচন।।
কৃতঘ্ন পাপের ফল যেই জন পায়।
ব্রহ্ম হত্যা পাপে মগ্ন জানিবে তাহায়।।
নিন্দুকের পাপ আসি সেই জনে ঘেরে।
শাস্ত্রের বচনে ইহা কহিনু সবারে।।
পিতা মাতা প্রতি কটু কহে যেই জন।
যতেক পাপ তাহার আছয়ে লিখন।।
অতিথি বিদ্বেষী ডোবে সে পাপ পঙ্কিলে।
সেই জন নরকেতে পড়ে অন্তকালে।।
অশ্বত্থ ছেদন করে যেই দুরজন।
তাহার যতেক পাপ ওহে ঋষিগণ।।
অতিথি বিমুখ হলে সেই পাপ হয়।
নরকে তাহার গতি জানিবে নিশ্চয়।।
বিপ্র হয়ে যেইজন সন্ধ্যা নাহি করে।
স্বাপ্য ধন প্রবঞ্চনা করি সেই হরে।।
শূদ্র শব বিপ্র হয়ে যে করে বহন।
একাদশী নাহি করে যেই বিপ্রজন।।
যেই জন সমাসক্ত বেশ্যার উপরে।
এই সব জনে আসি সেই পাপ ঘেরে।।
অতিথি বিমুখ করে যেই দুরজন।
যেই পাপ তারে আসি করে আক্রমণ।।
যেইজন অন্তকালে ত্যজিয়া জীবন।
কুম্ভীপাক নরকেতে করয়ে গমন।।
শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
অতিথি ব্রাহ্মণ কহে মধুর বচনে।।
গম্ভীর স্বরেতে শিবে করি সম্বোধন।
শুন শুন কহিলেন ওহে পঞ্চানন।।
শুন শুন হৈমবতী বলিগো তোমারে।
যেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস নগরে।।
শুন শুন মম আগমনের কারণ।
যেই হেতু আসিলাম কৈলাস ভবন।।
হৈমবতী ক্রুদ্ধমতি জানিয়া অন্তরে।
সেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস নগরে।।
কলহের কথা কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
সেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস ভবন।।
মম বাক্য শুন শুন ওহে পশুপতি।
পরম বৈষ্ণব এই রাম মহামতি।।
হরিভক্ত হরিগত জীবন ইহার।
সদা চিত্তে হরিপদ হৃদয় মাঝার।।
উহার উপরে ক্রুদ্ধ দেবী হৈমবতী।
সেই হেতু আসিয়াছি কৈলাস-বসতি।।
উহারে রক্ষার হেতু মম আগমন।
শুন শুন হৈমবতী শুন পঞ্চানন।।
বৈষ্ণব হয় যে জন বিশ্বের মাঝারে।
মৃত্যু নাহি কভু তার জানিবে অন্তরে।।
ভক্ত অনুগত সেই দেব নারায়ণ।
ভক্তেরে রক্ষেন তিনি করিয়া যতন।।
ভক্তের রক্ষার হেতু একান্ত অন্তরে।
শ্রীহরি ভ্রমেণ সদা জগত সংসারে।।
ভক্ত হেতু সদা তিনি অতীব চপল।
ভক্তেরে রক্ষিতে সদা ব্যাকুল অন্তর।।
ভক্তের জনক তিনি ভক্তের জননী।
ভক্তের বশদ সদা ওহে শূলপানী।।
ভক্তেরে রক্ষিতে সদা চক্র লয়ে করে।
ভ্রমিছেন নিরন্তর এই চরাচরে।।
বিশ্বের জীবন তিনি জগত জীবন।
অসাধ্য নাহি তাহার এ তিন ভুবন।।
আর শুন পঞ্চানন বচন আমার।
গুরু সেবা সদা করে যেই গুণাধার।।
কমলার প্রতি তারে করেন রক্ষণ।
এ তিন ভুবনে সেই অতি সাধুজন।।
যেই জন গুরু সেবা কভু নাহি করে।
তার সম পাপী নাহি ভুবন ভিতরে।।

সেই জন অন্তকালে ত্যজিয়া জীবন।
মহাঘোরে নরকেতে হয় নিমগন।।
গুরু প্রতি যে দুর্ম্মতি ভক্তি নাহি করে।
পাপের ভার তাহার কে সইতে পারে।।
পাপের শাস্তি তাহার সংখ্যা নাহি হয়।
বলিলাম তথ্য কথা জানিবে নিশ্চয়।।
যেই জন ভক্তি করে গুরুর উপরে।
গুরুর অর্চ্চনা করে একান্ত অন্তরে।।
তাহার যতেক ভাগ্য বলিবার নয়।
সে জন সুজন অতি নাহিক সংশয়।।
সেই জন পুণ্যবান এভব সংসারে।
ধন্যবাদ যোগ্য যেই জানিবে অন্তরে।।
সেই জন অতি সুখী ওহে পশুপতি।
তার সম নাহি সুখী ওগো হৈমবতী।।
তাহার উপরে তুষ্ট যত দেবগণ।
তাহার পুণ্যের ফল কে করে কীর্ত্তন।।
তীর্থস্থানে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন।
ব্রত উপবাসে যাহা পায় সাধুজন।।
তাহার অধিক ফল সেইজন পায়।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমায়।।
ব্রহ্ম সম গুরুদেব নাহিক সংশয়।
বিষ্ণুতুল্য হন গুরু জানিবে নিশ্চয়।।
যোগেশ্বর গুরুদেব নাহিক সংশয়।
বিষ্ণু তুল্য হন গুরু জানিবে নিশ্চয়।।
যোগেশ্বর গুরুদেব জানিবে অন্তরে।
সকলের মূলগুরু শাস্ত্রের বিচারে।।
দেবীরূপী গুরুদেব শাস্ত্রের বচন।
গুরু বিনা ক্রিয়াকাণ্ড না হয় সাধন।।
সবার প্রধান গুরু জানিবে অন্তরে।
অতএব শুন শিব কহি যে তোমারে।।
পরশুরামের গুরু তুমি পশুপতি।
পরম ভক্ত তোমার রাম মহামতি।।
হৈমবতী ক্রুদ্ধ অতি আছেন অন্তরে।
নাশিবেন ভার্গবেরে এই বাঞ্ছা করে।।
শুন শুন হৈমবতী আমার বচন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন পঞ্চানন।।
গুরুভক্তে বধ করে হেন সাধ্য কার।
শিবশিষ্য হয় এই ঋষির কুমার।।
গুরুর জননী তুমি ওগো হৈমবতী।
জননী হইতে শ্রেষ্ঠ তুমি গুণবতী।।
তোমার তনয় তুল্য এই ভৃগুরাম।
তবে কেন কর রোষ প্রাকৃত সমান।।
ভৃগুরামে গজাননে কিছু ভেদ নাই।
দুইজন তব পুত্র কহি তব ঠাঁই।।
ক্রোধ করা অনুচিত পুত্রের উপরে।
আরো এক কথা বলি ধরহ অন্তরে।।
কলহ শিষ্যের সহ করিলে ঘটন।
অযশ তাহাতে মাত্র বেদের বচন।।
অতএব মম বাক্য শুন হৈমবতী।
পুত্র তুল্য হয় তব রাম মহামতি।।
গণপতি কার্ত্তিকেয় এই দুইজন।
তোমার তনয় আছে বিখ্যাত ভুবন।।
এবে এক পুত্র হৈল যেই মহামতি।
তিন পুত্র হৈল তব শুন হৈমবতী।।
দৈবের লিখন কভু না যায় খণ্ডন।
আপন কর্ম্মের ফল ভুঞ্জে সর্ব্বজন।।
আঘাত পেয়েছে তব পুত্র গণপতি।
বিধির লিখন ইহা ওগো হৈমবতী।।
আমার বচন দেবী করহ শ্রবণ।
হৃদয় হইতে ক্রোধ কর সম্বরণ।।
ক্ষমা কর ভৃগুরাম ওগো গুণবতী।
সর্ব্বপূজ্য তব পুত্র এই গণপতি।।
অদ্য হতে ভূমিতলে হইল বিধান।
যে জন লইবে সদা গণেশের নাম।।
গণেশের অষ্টনাম হইলে কীর্ত্তন।
জীবের যতেক পাপ হবে বিনাশন।।
হেরম্ব গণেশ এক দন্ত গজানন।
সূর্পকর্ণ গুহাগ্রজ বিঘ্নবিনাশন।।

লম্বোদর এই অষ্ট নাম যেই লয়।
ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়।।
বিঘ্নবিনাশন নাম করিলে স্মরণ।
যাবতীয় বিঘ্ন তার হয় বিনাশন।।
যেই জন ভক্তিভাবে গণেশে পূজিবে।
সেই জন অন্তকালে বৈকুণ্ঠে যাইবে।।
পঞ্চ উপচারে কিম্বা ষোড়শোপচারে।
যেই জন পূজা করে গণেশ দেবেরে।।
উপহার নানাবিধ করয়ে প্রদান।
অষ্টনাম সংকীর্ত্তন মুখে অবিরাম।।
তাহার যতেক পুণ্য কি বলিতে পারি।
তাহারে রক্ষেণ সদা ভবের কাণ্ডারী।।
গণেশের পূজা আগে করিয়া সাধন।
তার পর পূজিবেক অন্য দেবগণ।।
যেই জন গণেশেরে আগে না পূজিবে।
অন্য দেবে পূজা করে একান্ত হৃদয়ে।।
তাহার যতেক পূজা সকলি বিফল।
তাহার উপরে রুষ্ট অমর-নিকর।।
বলিব অধিক কিবা শিব সীমন্তিনী।
গণেশ সমান এই রাম মহামুনি।।
যেমন তোমার পুত্র দেব গজানন।
তেমতি জানিও দেবী এই তপোধন।।
ক্রোধ সমুচিত নহে উহার উপরে।
আমার বচন ধর আপন অন্তরে।।
ঋষির উপরে রোষ করে সম্বরণ।
পুত্রভাবে সদা ভাব আমার বচন।।
বিপ্ররূপী এত বলি দেব নারায়ণ।
মৌনভাবে অবস্থান করেন তখন।।
অতঃপর বচন দেবী শুনিয়া শ্রবণে।
ক্রোধ সম্বরণ করে আপনার মনে।।
শান্তভাবে মহেশ্বরী করিয়া ধারণ।
সুস্থচিত্তে আসরেতে বসেন তখন।।
পুরাণের সুধা কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পবিত্র হয় পাষণ্ড অন্তর।।

রাম কর্ত্তৃক হৈমবতীর স্তব, হৈমবতীর রোষ শান্তি ও রামের কামরূপে যাত্রা

এতেক শুনিয়া তবে শৌনকাদি গণে।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল তবে ব্রহ্মার নন্দনে।।
শুনিতেছি দিব্য কথা বদনে তোমার।
পবিত্র হইল দেহ জানিবে সবার।।
যত শুনি তত হয় স্পৃহা বলবতী।
অতএব শুন শুন ওহে মহামতী।।
তারপর কি করিল রাম তপোধন।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ বর্ণন।।
কি করিল তারপর দেবী হৈমবতী।
শুনিতে কৌতুকী মোরা হইতেছি অতি।।
তারপর বিপ্ররূপী দেব নারায়ণ।
কি করিলেন কহ তাহা ওহে মহাজন।।
এত শুনি বিধি সুত কহে ধীরে ধীরে।
শুন শুন সব কথা বলিব সবারে।।
পুরাণে পুণ্যের কথা করহ শ্রবণ।
যতদূর জানি তাহা করিব বর্ণন।।
নানা মতে প্রবোধিয়া ভবানী সতীরে।
নারায়ণ কহে তবে ভার্গব মুনিরে।।
ভৃগুরাম শুন শুন আমার বচন।
কেন তব হেরি আজ হেন আচরণ।।
কেন তুমি গণেশেরে করিলে প্রহার।
রক্তপাত হৈল দেখ শরীরে উহার।।
উহার উপরে রোষ কিসের কারণে।
বিশেষ করিয়া কহ আমার সদনে।।

হৃদি মাঝে রোষ রাখা সমুচিত নয়।
ক্রোধিত হইবে জ্ঞানী বুঝিয়া সময়।।
ক্রোধের সমান পাপ না আছে সংসারে।
কভু না রাখিবে ক্রোধ অন্তর মাঝারে।।
রোষ হেতু হয় সদা বিপদ ঘটন।
অদ্ভুত কারণ ঘটে রোষের কারণ।।
রোশ বশে কত লোক প্রাণনাশ করে।
অতএব রোষ নাহি রাখিবে অন্তরে।।
এই যে হেরিছ রাম দেবী হৈমবতী।
সামান্য নহেন ইনি জানিবে প্রকৃতি।।
শিবীপ্রিয়া শিবজায়া জগত ঈশ্বরী।
জীবের লালনকর্ত্রী যোগের ঈশ্বরী।।
ইহা হতে হয় জান বিশ্বের পূজন।
ইনিই করেন জান জীবের পালন।।
শক্তিরূপা এইদেব নিত্য সনাতনী।
শঙ্করী বিশ্বের মাতা শিবের গৃহিনী।।
ভৃগুরাম শুন শুন আমার বচন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত যত করিব বর্ণন।।
দেবগণে রক্ষিবারে করিয়া মনন।
দক্ষগৃহে আবির্ভূতা এই দেবী হন।।
প্রসুতী জঠরে জন্ম লভেন সুন্দরী।
বিখ্যাত হলেন ভূমে সতী নাম ধরি।।
আপন ইচ্ছাতে দেবী বরিল শঙ্করে।
পতি নিন্দা পশে শেষে শ্রবণ বিবরে।।
পতি নিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
ত্যজিলেন দেহ সতী ওহে তপোধন।।
তারপর হিমালয়ে মেনকা উদরে।
পুনশ্চ জনমে দেবী জানিবে অন্তরে।।
কত তপ জপ আদি করিয়া সাধন।
শিবেরে পতিত্বে শেষে করিল বরণ।।
সেই মহেশ্বরী ইনি জানিও অন্তরে।
গণপতি জন্ম ধরে ইহার জঠরে।।
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম এই গজানন।
বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুগত হইয়া জীবন।।
ইহারে বালক নাহি ভাবিও অন্তরে।
গণপতিরূপী হরি জানিবে ইহারে।।
আমার বচন শুন ওহে তপোধন।
এমন উচিত যাহা করহ সাধন।।
এত বলি নারায়ণ তিরোহিত হয়।
শিবশিবা দুইজনে আনন্দে বিস্ময়।।
দ্বিজের বচনে জমদগ্নির নন্দন।
করপুটে দেবীপদে করেন বন্দন।।
নানা মতে স্তব করে ভবানী সতীরে।
করযোড়ে করি ঋষি একান্ত অন্তরে।।
নমস্কার তব পদে বিশ্বের জননী।
কৃপাময়ী তুমি মাতঃ তোমারে নমামি।।
তব তত্ত্ব নাহি বুঝি অন্তর মাঝারে।
উন্মত্ত হয়েছি রোষে ক্ষমহ আমারে।।
মহাপাপে ডুবিয়াছি নাহিক সংশয়।
এখন করহ কৃপা হইয়া সদয়।।
তোমা হতে হইতেছে বিশ্বের সৃজন।
তোমা হতে এই বিশ্ব হতেছে পালন।।
তোমা হতে অন্তকালে হইবে সংহার।
জগতের চরাচরে তুমি মূলাধার।।
তব মায়া বুঝে হেন আছে কোনজন।
তোমার চরণদ্বয়ে করিগো বন্দন।।
কখন সকার তুমি কভু নিরাকার।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।।
যে মূল প্রকৃতি তুমি মহেশ-মোহিনী।
তোমার চরণে মাতঃ নিয়ত প্রণামি।।
বিশ্ব প্রসবিনী তুমি মহিমা অপার।
মহিমা বুঝে তোমার হেন সাধ্য কার।।
বিশ্বের জননী তুমি বিশ্ববিধায়িনী।
নবীন-যৌবনা তুমি শিবসীমন্তিনী।।
দুর্গতি-নাশিনী তুমি রাজ্যের ঈশ্বরী।
মহালক্ষ্মী তুমি ওগো নমস্কার করি।।
শোভিছে ব্রহ্মাণ্ড তব উদর মাঝারে।
জগত মোহিলে তুমি মোহিনী আকারে।।

তোমা হতে মহাবিষ্ণু হয়েছে সৃজন।
তোমার যতেক মায়া কে করে বর্ণন।।
সবার আধার তুমি বিশ্ববিমোহিনী।
বিশ্বের পালিকা মাতা বিশ্ববিধায়িনী।।
তোমার অংশের জন্মে অমর-নিকর।
তব অংশে জন্মে নারী সংসার ভিতর।।
সকলের মূল তুমি সবার আধার।
তোমার চরণযুগে করি নমস্কার।।
থাক রাজলক্ষ্মী রূপে রাজার আগারে।
লক্ষ্মীরূপে থাক মাতা বৈকুণ্ঠনগরে।।
গঙ্গারূপে আছ তুমি শিবশিরোপর।
সাবিত্রীরূপেতে আছ ব্রহ্মার নগর।।
গুরুর পতিনী মাতা সবার প্রধান।
আমাকে ভাবিও মাতঃ পুত্রের সমান।।
কেন দেবী ক্রোধ কর পুত্রের উপরে।
মূঢ়মতি তব পুত্র জানিবে অন্তরে।।
শিষ্য প্রতি রোষ করা সমুচিত নয়।
কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা না হয়।।
অধিক বলিব কিবা ওগো সুরেশ্বরী।
তোমার চরণে মাতঃ প্রণিপাত করি।।
এই ভিক্ষা তব পাশে করহ শ্রবণ।
তোমার চরণে যেন সদা থাকে মন।।
একমাত্র বাঞ্ছি আমি তোমার করুণা।
তব পদে মতি মাতঃ শিবের ললনা।।
স্তববাক্য এইরূপ করিয়া শ্রবণ।
হৃষ্ট হয়ে জগন্মাতা কহেন তখন।।
মম বাক্য শুন শুন ওহে মহামতি।
হইলাম অতি হৃষ্ট এবে তোমা প্রতি।।
এখন তোমারে বর করিনু অর্পণ।
অমর হইবে বাছা আমার বচন।।
না রহিবে মৃত্যু ভয় কখন তোমার।
সিদ্ধ হবে মনোরথ কহিলাম সার।।
পরাজয় কারো কাছে না হবে কখন।
সমরে অটল হবে আমার বচন।।
রহিবে নিয়ত মন ঈশ্বর চরণে।
আমি আশীর্ব্বাদ করি ঐকান্তিক মনে।।
অটল রহিবে ভক্তি গুরুর উপর।
পুত্রের সমান তুমি ওহে ঋষিবর।।
দেবীর বরেতে হৃষ্ট ভার্গব ধীমান।
এইবরে মহানন্দ অতিশয় পান।।
তারপর গণেশের করেন পূজন।
নানাবিধ উপচার করেন অর্পণ।।
গণেশ সহিতে তাঁর মিত্রতা হইল।
কার্ত্তিক পাশেতে রাম বিনয় করিল।।
ইহা দেখি মহাতুষ্ট দেব পঞ্চানন।
ভার্গবেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।
ভৃগুরাম শুন শুন ওহে মহামতি।
তোমার উপরে তুষ্ট হইলাম অতি।।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।
হেথা মম কি কারণে তব আগমন।।
এতেক বচন শুনি ভৃগু তপোধন।
কহিলেন ওহে প্রভু করি নিবেদন।।
তোমার বরেতে আমি হয়ে মহাবল।
নিঃক্ষত্র করেছি প্রভু এই ধরাতল।।
একবিংশবার ক্ষত্র করেছি নিধন।
সিদ্ধ মম মনোরথ হয়েছে এখন।।
বলি কিন্তু এক কথা শুন পশুপতি।
মারিয়াছি কত বৃদ্ধ অসংখ্য যুবতী।।
মারিয়াছি কত শিশু না যায় গণন।
কুঠারেতে কত যুবা করেছি নিধন।।
অবশ্য পাতক তাহে হয়েছে সঞ্চয়।
কিসে পাপ হবে ক্ষয় কহ মহোদয়।।
শিব তুমি মম গুরু জানে সর্ব্বজন।
জগতের গুরু প্রভু ওহে ত্রিনয়ন।।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।
আমার উপায় কর ওহে দয়াধার।।
পাপের মহৎ ভার করিয়া স্মরণ।
নিরন্তর মনোগুণে হতেছি দহন।।

আসিয়াছি একারণ তোমার গোচরে।
তোমারে প্রণাম করি একান্ত অন্তরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
শুন শুন কহিলেন ওহে তপোধন।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অবশ্য উচিত।
এখন বলিব যাহা শুনহ বিহিত।।
সত্য বটে পাপ তব হয়েছে শরীরে।
এখন উচিত হয় নাশিতে তাহারে।।
আমার বচন এবে করহ শ্রবণ।
দ্রুতগতি কামরূপে করহ গমন।।
তাহার সমান তীর্থ নাহি কোন স্থানে।
যাহা বলি অতএব শুনহ শ্রবণে।।
করেন বিরাজ তথা কামাখ্যা সুন্দরী।।
তাঁহার চরণ পূজ হৃদে ভক্তি করি।।
ব্রহ্মপুত্র নদ তথা অতি পুণ্যতম।
তাহার সলিলে স্নান কর তপোধন।।
কামরূপে তীর্থকুণ্ড অতি মনোরম।
সর্ব্বতীর্থ আছে তাহে ওহে তপোধন।।
জাহ্নবী গোপন ভাবে আছেন তথায়।
স্নান কর তথা গিয়া কহিনু তোমায়।।
তাহা হলে তব পাপ হবে বিমোচন।
ইথে নাহি সন্দেহ ওহে তপোধন।।
কামরূপ তুল্য তীর্থ নাহি ধরাধামে।
পাতক বিনাশ হয় শুনিলে শ্রবণে।।
কামাখ্যারূপেতে সতী বিরাজে তথায়।
যোনিরূপা মহাদেবী জানিবে যথায়।।
মমোপরি সেই পীঠ হতেছে শোভন।
দ্রুতগতি তথা তুমি করহ গমন।।
আমার বচন শুন আপন অন্তরে।
আর না বিলম্ব কর কহিনু তোমারে।।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে তপোধন।
মনোরথ সিদ্ধ হোক্ করহ গমন।।
এতেক বচন শুনি রাম তপোধন।
শিবশিবা দোঁহাপদে করেন বন্দন।।
গণেশেরে তারপর করিয়া প্রণাম।
কার্ত্তিকে সম্ভাষি পরে করেন প্রস্থান।।
গুরুপদ হৃদি মাঝে করিয়া স্মরণ।
কামরূপ উদ্দেশ্যেতে করেন গমন।।
অনশনে দিবাভাগ করি অবস্থান।
সন্ধ্যাকালে ফলমাত্র খান মতিমান।।
এইরূপে নানাদেশ করি অতিক্রম।
কামরূপে ক্রমে আসি উপনীত হন।।
শিবের আদেশ মত আসিয়া তথায়।
নানা মতে করে কাজ কহিনু সবায়।।
দেবী পূজা যথাবিধি করি সমাপন।
তীর্থজলে স্নান আদি করে মহাত্মন।।
এইরূপে পাপ দূর করি মহামতি।
দেবীরে ভকতি করি করিয়া প্রণতি।।
আপন আশ্রম পানে করেন গমন।
পুরাণে পবিত্র কথা অতি মনোরম।।
ভক্তিভরে যেই জন পড়ে কিংবা শুনে।
সেজন অন্তিমে যায় বৈকুণ্ঠ-ভবনে।।
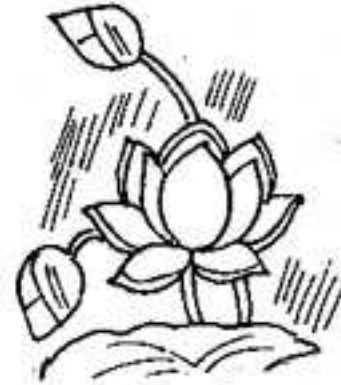
গণপতির স্তব

হেনমতে রাম বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
পূর্ণানন্দময় যত শৌনকাদিগণ।।
অধীর হইয়া সবে আনন্দ সাগরে।
শুনিছেন শাস্ত্রকথা আশ্রম বিবরে।।
এইরূপে দিব্য কথা করিয়া শ্রবণ।
পরম পুলকে পূর্ণ যত ঋষিগণ।।
অতি কৌতূহলী হয়ে একান্ত অন্তরে।
করেন জিজ্ঞাসা পুনঃ সনত-কুমারে।।

শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন।
মুখে তব শুনিতেছি অপূর্ব্ব কথন।।
পরম পবিত্র কথা শুনিয়া শ্রবণে।
পরম সন্তুষ্ট হই মোরা সর্ব্বজনে।।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহামতি।
কিরূপ স্তবেতে তুষ্ট হন গণপতি।।
সেই কথা বিশেষিয়া কহ মহাত্মন্।
ভক্তি করি গণদেবে করিব পূজন।।
তাঁর স্তব ভক্তি করি পড়িব সাদরে।
বল বল ওহে দেব মিনতি তোমারে।।
এতেক বচন শুনি বিরিঞ্চি-নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
সর্ব্বদেব পূজ্য হন দেব গণপতি।
অগ্রেতে তাঁহার পূজা আছে হেনবিধি।।
অষ্টনাম সবাপাশে করেছি কীর্ত্তন।
তাহে মহাতুষ্ট হন দেব গজানন।।
আরো এক কথা বলি ওহে ঋষিচয়।
স্তবে তুষ্ট গণপতি নাহিক সংশয়।।
যেরূপে করিবে স্তব করহ শ্রবণ।
শুনিলে পাতক রাশি হয় বিমোচন।।
নমো নমঃ গণপতি দেব লম্বোদর।
যাহার স্মরণে নাশ পাতক দুস্তর।।
যেইকালে সৈন্যাপত্যে দেব ষড়াননে।
বরণ করেন সব মিলি দেবগণে।।
সেইকালে যারে স্তব করে ষড়ানন।
তাঁরে নমস্কার করি হয়ে একমন।।
পূজিত হইয়া যিনি একান্ত অন্তরে।
ভক্তের সকল কার্য্যে বিঘ্ন দূর করে।।
সেই গণপতি দেবে করি নমস্কার।
আমার উপরে কৃপা কর গুণাধার।।
তুমি গণপতি দেব জয় বিবর্দ্ধন।
একদন্ত চতুর্দ্দন্ত তুমি ত্রিনয়ন।।
অজিত দ্বিদন্ত তব প্রচণ্ড আখ্যান।
তব পদে পুনঃ পুনঃ করিগো প্রণাম।।
রক্তনেত্র শূলহস্ত তুমি বরদাতা।
চর্তুভূজ আস্তিকেয় সকলের পিতা।।
বহ্নিবক্ত্র হুত প্রিয়া তুমি গজানন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন।।
মদমত্ত বিরূপাক্ষ তুমি মহামতি।
কোটিসূর্য্য প্রতীকাষ করিগো প্রণতি।।
সুনির্ম্মল তব কান্তি প্রশান্ত আকার।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।।
গজরূপধারী প্রভু ওহে গজানন।
তোমার চরণে করি নিয়ত বন্দন।।
কৈলাস বসতি তব ওহে গণপতি।
তোমার জননী হন সে মূল প্রকৃতি।।
তোমার জনক দেব দেব পঞ্চানন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন।।
যেজন নিয়ত চিত্ত হয়ে নিরন্তর।
একমনে ভজে সেই দেব লম্বোদর।।
নিয়ত আহার করি যেই সাধুজন।
যজ্ঞবস্ত্র কটিতটে করিয়া ধারণ।।
বাঞ্ছাসিদ্ধ অভিলাষ করিয়া অন্তরে।
ভক্তি করে পূজা করে দেব লম্বোদরে।।
ভক্তি করি গঙ্গাজল করয়ে অর্পণ।
একান্ত অন্তরে দেয় ভকতি চন্দন।।
গণেশের মহামন্ত্র হৃদে জপ করে।
কল্যাণ লভয়ে যেই জগত সংসারে।।
বিঘ্নরাশি তারে নাহি করে আক্রমণ।
তপঃফল গজানন করেন অর্পণ।।
বিপদ আপদ তার কভু নাহি হয়।
বিজয়ী সে জন হয় সর্ব্বত্র নিশ্চয়।।
তীর্থজলে স্নান কৈলে হয় যেইফল।
সেই ফল লভে সেই জানিবে সকল।।
যেই জন ভক্তি করে গণেশ উপরে।
বিঘ্নরাশি তারে হেরি চলি যায় দূরে।।
জন্মান্তরে জাতিস্মর সেই জন হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।

ভক্তি করি প্রতিদিন একান্ত অন্তরে।
স্তব পাঠ গণেশের যেই জন করে।।
সিদ্ধিলাভ হয় তার শাস্ত্রের বচন।
সবাপাশে কহিলাম ওহে ঋষিগণ।।
প্রতিদিন যথাবিধি করিয়া অর্চ্চনা।
এ স্তব পড়িলে পুরে তাহার কামনা।।
কিবা মৎস্য কিবা কূর্ম্মবরাহাদি করি।
সকলে সন্তুষ্ট হন তাহার উপরি।।
নরসিংহ দেবতুষ্ট তাহার উপরে।
কৃপা করি যেই দেব প্রহ্লাদে উদ্ধারে।।
তাহার উপরে কৃপা হয়েন বামন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
পুরাণে অমৃতকথা অতি মনোহর।
শ্রবণে পবিত্র হয় সাধুর অন্তর।।

নৃসিংহ অবতার কথা

অপূর্ব্ব পুরাণ কথা আশ্চর্য্য বিষয়।
শুনি শৌনকাদিগণ আনন্দ হৃদয়।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ওহে মহাত্মন্।।
সুধাকথা তব মুখে শুনিয়া সাদরে।
পবিত্র হইনু সবে কহিনু তোমারে।।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা কহ মহাত্মন্।
তুমি দেব পুরাণেতে অতি বিচক্ষণ।।
নৃসিংহাবতার কথা শুনিতে বাসনা।
কৃপা করি ওহে প্রভু পুরাও কামনা।।
প্রহ্লাদের বিবরণ অতি মনোরম।
কৃপাকরি বল তাহা ওহে মহাত্মন্।।

এতেক বচন শুনি বিধির কোঙর।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিবর।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন।
সংক্ষেপে বলিব সব ওহে ঋষিগণ।।
পূর্ব্বকালে দিতিগর্ভে জনমে নন্দন।
হরিণ্যকশিপু নাম প্রবল বিক্রম।।
নিরাহারে থাকি সেই দিতির তনয়।
বহুকাল তপ করে ওহে ঋষিচয়।।
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিলেন দর্শন।
দৈত্যরাজে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।
দৈত্যরাজ শুন শুন বচন আমার।
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তপেতে তোমার।।
মনোমত বর এবে করহ গ্রহণ।
বরদান হেতু এবে মম আগমন।।
এতেক বচন শুনি দৈত্যের ঈশ্বর।
বিনয় বচনে কহে করি যোড়কর।।
নিবেদন করি পদে ওহে ভগবান।
বরদান হেতু যদি তব আগমন।।
তবে যাহা যাচি দেব চরণে তোমার।
কৃপা করি দেহ তাহা ওহে গুণাধার।।
শীত রৌদ্র কাষ্ঠ শৃঙ্গ অনিল অনল।
কলীশ পাষাণ অস্ত্র কৈল ভূমিজল।।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ করি মৃগনর।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ আদি আর বিদ্যাধর।।
এসব হইতে যেন না হয় মরণ।
বর মাগি তব পদে ওহে পদ্মাসন।।
দিবাভাগে যেন নাহি মরি প্রজাপতি।
রাত্রিতে না হয় মৃত্যু আমার মিনতি।।
অভ্যন্তরে বাহ্যে মৃত্যু যেন নাহি হয়।
আমি এই বর মাগি ওহে মহোদয়।।
যদি কৃপাকরি প্রভু দিলেন দর্শন।
আমি এই বর মাগি ওহে পদ্মাসন।।
অন্য বরে বাঞ্ছা মম কিছু মাত্র নাই।
মনের বাসনা এই কহিনু গোঁসাই।।

যদি কৃপা হয়ে থাকে অধীন উপরে।
মনের বাসনা পূর্ণ কর ত্বরা করে।।
এতেক বচন শুনি দেব প্রজাপতি।
শুন শুন কহিলেন ওহে দৈত্যপতি।।
যে বর মাগিলে তুমি নিকটে আমার।
অতীব দুর্লভ ইহা ধরণী মাঝার।।
তথাপি তোমারে আমি করিনু প্রদান।
তাহার কারণ বলি শুন মতিমান।।
তোমার দারুণ তপ করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন।।
এরূপ তপস্যা কেহ করিবারে নারে।
তাহা তুমি করিয়াছ অতি ভক্তিভরে।।
অতএব যাহা যাহা করিলে যাচন।
দিলাম তোমারে তাহা ওহে মহাত্মন।।
এখন আপন স্থানে যাহ দৈত্যপতি।
তপস্যার ফলভোগ করহ সম্প্রতি।।
প্রজাপতি এত বলি দৈত্যের ঈশ্বরে।
অন্তর্হিত হয়ে যান আপনার পুরে।।
এদিকে আপন রাজ্যে গিয়া দৈত্যবর।
মহাবলে রাজ্য করে বসুধা উপর।।
তারপর স্বর্গধামে করিয়া গমন।
দেবতাগণের সহ আরম্ভিল রণ।।
ইন্দ্র আদি দেবগণে করি পরাজয়।
মহানন্দে পূর্ণ করে আপন হৃদয়।।
দেবগণে ভূমিতলে বিতাড়িত করি।
দেবরাজ্যে রাজা হয় সেই পাপাচারী।।
ইন্দ্র আদি দেবগণে ব্যাকুল অন্তরে।
সদা বিচরণ করে ধরণী উপরে।।
দীনবেশে লীনবেশে করেন ভ্রমণ।
কি উপায় হবে ভাবি ব্যাকুলিত মন।।
ক্রমে ক্রমে দৈত্যরাজ মহাবল করি।
শাসন করিতে থাকে ত্রিলোক উপরি।।
ত্রিলোক নিবাসীগণে করি আহ্বান।
সম্বোধন করি কহে দৈত্য বলবান।।
মম বাক্য শুন শুন তোমরা সকলে।
যজ্ঞ দান কভু যেন কেহ নাহি করে।।
পূজা হোম আদি নাহি হবে অনুষ্ঠান।
আমার আদেশ ইহা জান সর্ব্বস্থান।।
ত্রিলোক ঈশ্বর আদি জানিবে সবাই।
ত্রিলোক আমার প্রজা কহি সব ঠাঁই।।
সতত করিবে সবে আমার পূজন।
আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবে সাধন।।
আমার উদ্দেশ্যে দান করিবে সকলে।
আদেশ আমার ইহা ত্রিলোক উপরে।।
এতেক বচন শুনি যত প্রজাগণ।
ব্যাকুল অন্তরে সবে করে বিচরণ।।
যজ্ঞদান কেন নাহি করিবারে পারে।
দেবপূজা নষ্ট হয় ত্রিলোক ভিতরে।।
ক্রমে বিশ্বমাঝে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার।
দিন দিন হয় কত নানা কদাচার।।
অধর্ম্মে ডুবিল বিশ্ব ওহে ঋষিগণ।
দৈত্যের ভয়েতে নাহি নিঃসরে বচন।।
এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে।
বৃহস্পতি পাশে যায় দেবগণ মিলে।।
বিনয় বচনে কহে ওহে ভগবান।
সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী তুমি বিচক্ষণ।।
নীতিজ্ঞান বিরাজিত তোমার অন্তরে।
করুণা করহ প্রভু সবার উপরে।।
হিরণ্যকশিপু নিল রাজত্ব সবার।
কি উপায় হবে তবে ওহে গুণাধার।।
কি রূপেতে সেই দুষ্ট হইবে নিধন।
তাহার উপায় কহ ওহে ভগবান।।
নতুবা মোদের আর নাহিক নিস্তার।
সম্মুখে নেহারী মোরা ঘোর পারাবার।।
আমরা কি তোমার দাস নহে মহোদয়।
কি হবে মোদের গতি কহ দয়াময়।।
যদি সবে কৃপা নাহি করেন আপনি।
বিনষ্ট হইবে সবে জানিবে এখনি।।

এত বলি গুরুপদে করিয়া প্রণাম।
করযোড়ে পুরোভাগে সকলে দাঁড়ান।।
এতেক বচন শুনি গুরু বৃহস্পতি।
দেবগণে কহিলেন শুনহ সম্প্রতি।।
নিজ নিজ পদলাভ যেই রূপে হয়।
সেই কথা বলিতেছি শুন দেবচয়।।
কালেতে সকলি ঘটে ওহে দেবগণ।
কালবশে ক্ষয় বৃদ্ধি শাস্ত্রের বচন।।
করেছিল যেই পুণ্য দানব ভূপতি।
ভোগ শেষ তার এবে হয়েছে সম্প্রতি।।
নিমিত্ত থাকিয়া কাল জগত মাঝারে।
করিছে সবার ক্ষয় জানিবে অন্তরে।।
অবিলম্বে সেই দুষ্ট দানব ঈশ্বর।
বিনষ্ট হইবে জেনো সকল অমর।।
নিজ নিজ পদ সবে লভিবে অচিরে।
আমার বচন সবে ধরহ অন্তরে।।
অবিলম্বে সেই দৈত্য হইবে নিধন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
এখন আমার বাক্য শুন দেবগণ।
ক্ষীরোদ সাগরে সবে করহ গমন।।
গমন করিয়া সবে সাগরের তীরে।
স্তব কর কেশবের একান্ত অন্তরে।।
যদ্যপি স্তবেতে তুষ্ট হন ভগবান।
নিহত হইবে তবে দৈত্য বলবান।।
তিনি তুষ্ট হলে আর ভয় বল কারে।
অবিলম্বে যাহ সবে সাগরের তীরে।।
উত্তর তীরেতে সবে করিয়া গমন।
একান্ত অন্তরে স্তব করহ কীর্ত্তন।।
তাঁহার অসাধ্য নাহি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
তিনি তুষ্ট জগত্তুষ্ট জানিবে অন্তরে।।
আমার বচন নাহি করিও হেলন।
ক্ষীরোদ সাগরে ত্বরা করহ গমন।।
সিদ্ধিলাভ হবে তাহে বচন আমার।
আমার বচন ধর হৃদয় মাঝার।।
হরি বিনা নাহি গতি সংসার মাঝারে।
তিনি গতি তিনি মুক্তি ভব পারাপারে।।
গুরুর বচন শুনি যত দেবগণ।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দিলেন তখন।।
শুভলগ্নে সবে পরে একত্র হইয়ে।
উদযোগ করেন যেতে একান্ত হৃদয়ে।।
কিরূপে দৈত্যের পতি হইবে নিধন।
নিজ নিজ পদ কিসে পাবে দেবগণ।।
তাই ভাবি শুভ লগ্নে মিলিয়া সকলে।
উপনীত হন আসি সাগরের কূলে।।
উত্তর তীরেতে সবে করিয়া গমন।
একান্ত অন্তরে ডাকে কোথা জনার্দ্দন।।
তুমি বিষ্ণু দয়াময় যজ্ঞের ঈশ্বর।
যজ্ঞের পালক তুমি ওহে লোকেশ্বর।।
বাসুদেব আদি কর্ত্তা শ্রী মধুসূদন।
কাব্যকর্ত্তা কলাপেশ কারণ কারণ।।
গোবিন্দ গোপতি গোপ্তা তুমি দ্যুতিমান।
দামোদর হৃষীকেশ তুমি জ্যোতিষ্মান।।
গুহাবাস ভূতাবাস তুমি সনাতন।
পুণ্যমূর্ত্তি পরানন্দ অখিল জীবন।।
লাঙ্গলী মুষলী হলী কিরীটী কুণ্ডলী।
যোদ্ধা বেত্তা মহাবীর্য্য করবী লেখনী।।
স্বর্গদ কামদ তুমি পুরুষ উত্তম।
তুমি যজ্ঞ বট্‌কার ওহে নিরঞ্জন।।
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি হুতাশন।
ওঙ্কার স্বরূপ তুমি কমললোচন।।
সুরা সুর পূজ্য তুমি ওহে দয়াময়।
তোমার প্রসাদে হয় ভব ভয় ক্ষয়।।
গরুড় বাহন তুমি ওহে নিরঞ্জন।
তোমার কটাক্ষে হয় সৃজন পালন।।
তোমার ইচ্ছাতে হয় জগত সংহার।
সবার উপরে কর করুণা বিস্তার।।
দীনবেশে ভ্রমি মোরা অবনী মাঝারে।
করুণা কটাক্ষ কর সবার উপরে।।

সবার উপরে দয়া কর গুণাধার।
তব পাদপদ্মে করি শত নমস্কার।।
এইরূপে স্তব করে যত দেবগণ।
স্তবে তুষ্ট হন হেথা দেব নিরঞ্জন।।
থাকিতে আর না পারি সলিল ভিতরে।
আবির্ভূত হন আসি সবার গোচরে।।
দেখেন তথায় আসি যত দেবগণ।
করযোড়ে আছে সবে বিরস বদন।।
দয়াময় তাহা দেখি মধুর বচনে।
সম্বোধি কহেন পরে যত দেবগণে।।
শুন শুন দেবগণ আমার বচন।
আগমন হেথা বল কিসের কারণ।।
তোমাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছি আমি।
কি কার্য্য করিব তাহা বলহ এখনি।।
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ।
বিনয় বচনে কহে ওহে ভগবন।।
তুমি দেব অন্তর্য্যামী দয়ার আধার।
তোমার অজ্ঞাত কিবা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার।।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড শোভে তোমার শরীরে।
কেন আর জিজ্ঞাসিছ আমা সবাকারে।।
আমরা এসেছি সবে যাহার কারণ।
জানিতেছি মনে মনে ওহে ভগবান।।
উপায় কর এখন ওহে দয়াময়।
সতত রয়েছি বসে ব্যাকুল হৃদয়।।
এত শুনি ভগবান কহেন তখন।
দেবগণ শুন শুন আমার বচন।।
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে নিধন মানসে।
আসিয়াছ তোমা সব আমার সকাশে।।
জানিতে পেরেছি তাহা ওহে দেবগণ।
তোমাদের স্তবে তুষ্ট হয়েছি এখন।।
যেইজন এই স্তব পড়িবে সাদরে।
মুক্তি তার করগত জানিবে অন্তরে।।
তোমাদের স্তবে তুষ্ট হৈনু অতিশয়।
হিরণ্যকশিপু বধ হইবে নিশ্চয়।।

আপন স্থানেতে সবে করহ গমন।
ভয় নাই ভয় নাই ওহে দেবগণ।।
দানব পতি অচিরে যেইরূপে মরে।
নিজ নিজ পদ পাও তোমরা সকলে।।
তাহার উপায় আমি করিব এখন।
নির্ভয়ে সকলে যাও আপন ভবন।।
প্রভুর এতেক বাক্য শুনিয়া সকলে।
নির্ভয় হৃদয়ে যান নিজ নিজ স্থলে।।
এদিকেতে দেব দেব দেব নারায়ণ।
নরসিংহ ভীম মূর্ত্তি করেন ধারণ।।
বিশাল শরীর তার নয়ন বিশাল।
মহানখ মহাপদ দশন করাল।।
কালাগ্নি সমান তার প্রদীপ্ত আনন।
শরীর আয়ত তার অনেক যোজন।।
মহামূর্ত্তি এইরূপে ধরিয়া মুরারী।
ধরণী কম্পিত করে ভীমনাদ করি।।
ঘনঘন হুঙ্কার ছাড়ি নিরঞ্জন।
হিরণ্যকশিপু পুরে দিলেন দর্শন।।
দৈত্যগণ তাহা দেখি কুপিত অন্তরে।
বেষ্টন করিল আসি সঘনে তাহারে।।
তাহা দেখি দেব দেব অখিলরঞ্জন।
একে একে সকলেরে করেন নিধন।।
দৈত্যের সুরম্য সভা ভঞ্জন করিয়ে।
প্রভু আস্ফালন করে সানন্দ হৃদয়ে।।
সেইস্থানে যারা যারা করি আগমন।
নরসিংহদেবে করেছিল নিবারণ।।
মূহুর্ত্ত মাঝারে তারা গেল যমালয়।
কত দৈত্য মরে তাহা গণিবার নয়।।
অদ্ভুত করম হেরি অন্যান্য সকলে।
পলায়ন করে সবে সভীত অন্তরে।।
প্রভু পানে কার সাধ্য করে দরশন।
হাহাকার চারিদিকে উঠিল তখন।।
নরসিংহ মাঝে মাঝে ছাড়েন হুঙ্কার।
হুঙ্কারেতে হয় কত জীবের সংহার।।

তাহা দেখি দানবের যত অনুচর।
নিবেদন করে গিয়া প্রভুর গোচর।।
সংবাদ পাইয়া পরে দানব ভূপতি।
নৃসিংহ উপরে হন অতি ক্রোধমতি।।
দৈত্যশ্রেষ্ঠগণে পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শীঘ্ররণে করহ গমন।।
তিলার্দ্ধ বিলম্ব আর নাকর সকলে।
যাও সবে অবিলম্বে চতুরঙ্গ দলে।।
যথারীতি অস্ত্র শস্ত্র করিয়া বর্ণন।
অবিলম্বে সেই দুষ্টে করহ নিধন।।
আদেশ পাইয়া যত দৈত্য অনুচর।
চতুরঙ্গ দলে সাজে অতি শীঘ্রতর।।
রণবাদ্য রুণু রুণু বাজে তালে তালে।
অবিলম্বে যান সবে সমরের স্থলে।।
নৃসিংহ দেবেরে সবে করিয়া দর্শন।
অস্ত্র শস্ত্র ঘন ঘন করে বরিষণ।।
কত অস্ত্র মারে তাহা কে গণিতে পারে।
সব অস্ত্র পড়ে গিয়া নৃসিংহ উপরে।।
শরীরে পড়িয়া অস্ত্র চূর্ণীকৃত হয়।
অট্ট অট্ট হাস্য করে দেব দয়াময়।।
ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়ে নিরঞ্জন।
একে একে যত দৈত্যে হইল নিধন।।
এসেছিল যত দৈত্য সমর মাঝারে।
একে একে পড়ি সবে যায় যমঘরে।।
সংবাদ পাইয়া পড়ে দৈত্য অধিপতি।
রোষেতে দ্বিগুণ জ্বলি হয় ক্রোধমতি।।
অষ্টাশী সহস্র দৈত্য করি সম্বোধন।
অবিলম্বে সমরেতে করিল প্রেরণ।।
চারিদিকে যত সৈন্য আসিয়া সকলে।
নৃসিংহ প্রভুরে ক্রমে অবরোধ করে।।
তাহা দেখি মৃদু হাস্য করে নিরঞ্জন।
ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়েন তখন।।
কত সৈন্য হুঙ্কারেতে পড়ে রসাতলে।
কেহ অচেতন হয়ে পড়িল ভূতলে।।

অবশিষ্ট দৈত্যগণ আরম্ভে সমর।
রণবাদ্য চারিদিকে বাজে নিরন্তর।।
অস্ত্র শস্ত্র সবে পরে করিয়া গ্রহণ।
নৃসিংহ উপরে করে ঘন বরিষণ।।
দৃক্‌পাত কিছুতেই প্রভু নাহি করে।
মাঝে মাঝে অট্টহাস্য বদন বিবরে।।
মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে ঘনঘন।
নখাঘাতে কত সৈন্য করেন নিধন।।
সব দৈত্য ক্রমে ক্রমে পড়িল সমরে।
সংবাদ পশিল দৈত্য পতির গোচরে।।
দৈত্যরাজ মহাক্রুদ্ধ হইয়া তখন।
লোহিত লোচনে করে সঘনে দর্শন।।
অন্য অন্য দৈত্যগণে করি সম্বোধন।
রোষের ভরেতে কহে করহ শ্রবণ।।
কেন এত ভয় সবে করিছ অন্তরে।
কাপুরুষ এত কেন বলহ আমারে।।
আমার বচন সবে করহ ধারণ।
রণ মাঝে দ্রুতগতি করহ গমন।।
যদ্যপি সমরে নাহি হও অগ্রসর।
আর নাহি থেকো সবে আমার গোচর।।
জীবন লইয়া সবে কর পলায়ন।
কলঙ্ক রাখিলি তোরা ওরে দুরাত্মন।।
এতেক বচন শুনি যত দৈত্যগণ।
মার মার করি সবে সাজিল তখন।।
অস্ত্র শস্ত্র ধরি সবে নিজ নিজ করে।
অবিলম্বে উপনীত সমরের তরে।।
সমর ভুমিতে সবে করিয়া গমন।
হুহুঙ্কার সিংহনাদ ছাড়ে ঘন ঘন।।
বাহ্বাস্ফোট করে কেহ উন্মত্ত হইয়ে।
লম্ফ ঝম্ফ দেয় কত নির্ভয় হৃদয়ে।।
নানা অস্ত্র তারপর জুড়ি শরাসনে।
ঘন ঘন মারে তাহা নরসিংহপানে।।
তাহা হেরি নরসিংহ অতিক্রুদ্ধ মন।
অবিলম্বে সবাকারে করেন নিধন।।

জন কয় মাত্র দৈত্য অবশিষ্ট রয়।
পলায়ন করে তারা ওহে ঋষি চয়।।
হেনকালে অস্ত যান দেব দিবাকর।
অন্ধকার করে আসি দিগ-দিগন্তর।।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য অতি রোষ ভরে।
অস্ত্র শস্ত্র মারে কত নরসিংহোপরে।।
তাহা দেখি নরসিংহ হয়ে ক্রুদ্ধ মন।
সভাদ্বারে দৈত্যবরে করেন ধারণ।।
সবলে তাহারে ধরি নখর প্রহারে।
বক্ষঃস্থল ছিন্ন ভিন্ন অবিলম্বে করে।।
প্রভুর ভীষণ তীক্ষ্ণ নখর নিচয়।
দৈত্যবক্ষে বিদ্ধ হয়ে নিমজ্জিত রয়।।
তাহা দেখি ভগবান চিন্তিয়া অন্তরে।
বাহুদ্বয় উর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করে।।
ঘন ঘন বিকম্পিত করেন নখর।
খণ্ড খণ্ড হয় তাহে দৈত্য কলেবর।।
অট্ট অট্ট হাস্য দেব করেন তখন।
তাহা দেখি মহাতুষ্ট যতদেবগণ।।
ব্রহ্মর্ষি তাপস যত আসিয়া তথায়।
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে প্রভুর মাথায়।।
যথাবিধ নরসিংহে করেন পূজন।
আনন্দে মগন হন যত দেবগণ।।
তারপর প্রজাপতি দেব পদ্মাকর।
আনালেন প্রহ্লাদেরে সবার গোচর।।
হিরণ্যকশিপু পুত্র সেই মহাত্মন্।
বাল্যকাল হতে তিনি কৃষ্ণপরায়ণ।।
উদার চরিত তিনি অতি মহোদয়।
কৃষ্ণনামে পুলকিত হৃদি তাঁর হয়।।
কৃষ্ণনাম যদি তিনি করেন শ্রবণ।
নেত্রপরে প্রেম অশ্রু হয় নিপতন।।
হরিনাম যদি পশে শ্রবণ-বিবরে।
উন্মত্ত হয়েন তিনি প্রেমাবেগ ভরে।।
হরিনামে এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার।
অগ্নিভয় নাহি ছিল হৃদয় মাঝার।।
জল ভয় নাহি ছিল অন্তর ভিতরে।
সর্পভয় হৃদি হতে গিয়াছিল দূরে।।
বাল্যকালে তিনি যত শিশুদের সনে।
প্রমত্ত হতেন সদা হরিনাম গানে।।
রোষ হিংসা দ্বেষ নাহি আছিল তাঁহার।
সর্ব্বগুণে গুণবান সেই গুণাধার।
ঐশ্বর্য্য সুখেতে তাঁর না ছিল বাসনা।
হরিভক্ত হৃদি মাঝে এইত কামনা।।
অলঙ্কারে বাঞ্ছা নাহি আছিল তাঁহার।
একমাত্র ধর্ম্ম তাঁর ছিল অলঙ্কার।।
এহেন ধার্ম্মিক সেই দৈত্যের কুমারে।
বসালেন প্রজাপতি সিংহাসনোপরে।।
দেবরাজ স্বর্গসুখ লভি পুনর্ব্বার।
নৃসিংহ দেবের পূজা করে গুণাধার।।
প্রহ্লাদ রাজত্ব পেয়ে ধার্ম্মিক শাসনে।
পুত্র নির্ব্বিশেষে পালে যত প্রজাগণে।।
তাঁহার শাসনগুণে যত প্রজাগণ।
পরম সুখেতে কাল করয়ে যাপন।।
এদিকে নৃসিংহদেব শ্রীশৈল শিখরে।
অধিষ্ঠিত হন গিয়া সানন্দ অন্তরে।।
সেই স্থানে মিলি সবে যত দেবগণ।
যথা বিধি নরসিংহে করেন পূজন।।
তদবধি সেইস্থানে খ্যাত ধরাতলে।
পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে অন্তরে।।
নৃসিংহে মাহাত্ম্য কথা শুনে যেইজন।
অথবা ভকতি করি করে অধ্যয়ন।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুনর।
অন্তিমে সে জন যায় অমর-নগর।।
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র নাহিক সংশয়।
বিদ্যার্থীর হয় বিদ্যা শাস্ত্রে হেন কয়।।
ইহার প্রসাদে হয় কামার্থীর কাম।
ধনার্থী লভয়ে ধন জ্ঞানার্থীর জ্ঞান।।
পুরাণে শুনিলে হয় ভববন্ধ ক্ষয়।
শুনিলে পবিত্র হয় শ্রোতার হৃদয়।।
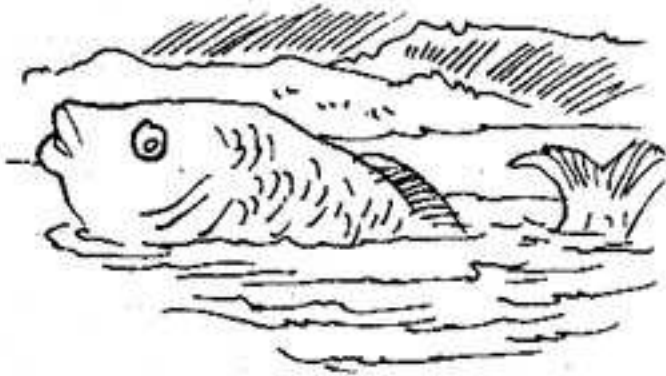
মৎস্যাবতার

হিরণ্যকশিপু কথা মনোহর অতি।
কহিলেন বিধিসূত মুনিগণ প্রতি।।
বিধিসূত মুখে সব করিয়া শ্রবণ।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত ঋষিগণ।।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্বকাহিনী।
যে কথা কাহারো মুখে কভু নাহি শুনি।।
এমন বাসনা যাহা করিতে শ্রবণ।
বিস্তার করিয়া তাহা করহ বর্ণন।।
মৎস্যাবতার কথা শুনিতে বাসনা।
কৃপা করি কহি দেব পুরাও কামনা।।
কেন বা মেদিনী নাম বসুমতী ধরে।
কিরূপে বিনাশে হরি মধুকৈটভেরে।।
সেই কথা কহ এবে করিয়া বিস্তার।
শুনিয়া পবিত্র কথা পাইব উদ্ধার।।
মিষ্টভাষে এত শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
পূর্ব্বকালে জগতপতি পুরুষ উত্তম।
যোগনিদ্রাগত ছিল করিয়া শয়ন।।
আনন্দে শয্যায় শুয়ে ছিলেন ঈশ্বর।
এরূপে প্রসুপ্ত রহে সেই শার্ঙ্গবর।।
সহসা শ্রবণদ্বয় হইতে তাঁহার।
দুই দৈত্য জন্ম দেয় অতি চমৎকার।।
স্বেদবিন্দুদ্বয় পড়ে কর্ণদ্বয় হতে।
তাহে দুই দৈত্য জন্মে ধরণী তলেতে।।
শ্রী মধুকৈটভ নাম ধরে দুইজন।
এইরূপে দুই দৈত্য লভিল জনম।।
বিপুল শরীর দোঁহে মহাবীর্য্যবান।
মহাবল নাহি কেহ তাদের সমান।।
এদিকে শয়নে ছিল পুরুষ উত্তম।
তাঁর নাভি হতে হৈল পদ্মের জনম।।
বৃহৎ কমল সেই অতি মনোহর।
সেই পদ্মে জন্ম নিল কমল-আকর।।
ব্রহ্মারে সম্বোধি বিষ্ণু কহেন তখন।
পদ্মযোনি শুন শুন আমার বচন।।
আমার আদেশ তুমি ধরি শিরোপরে।
প্রজাসৃষ্টি কর এবে কহিনু তোমারে।।
প্রভুর আদেশ ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ।
তথাস্তু বলিয়া আজ্ঞা করেন গ্রহণ।।
প্রজাসৃষ্টি আরম্ভিল দেব পদ্মযোনি।
হেনকালে শুন সবে অপূর্ব্ব কাহিনী।।
হেনকালে দুই দৈত্য লভিল জনম।
যাহাদের কথা পূর্ব্বে করিনু বর্ণন।।
ব্রহ্মার সকাশে আসি সে অসুর দ্বয়।
বল করি বেদ শাস্ত্র অপহরি লয়।।
শাস্ত্র জ্ঞান দুই জনে করিল হরণ।
জ্ঞান হীন কাজে কাজে হন পদ্মাসন।।
মনে মনে চিন্তা করে দেব পদ্মযোনি।
হেন চমৎকার কভু নাহি দেখিশুনি।।
প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল করিতে সৃজন।
জ্ঞান হীন হৈনু আমি অধম দুর্জ্জন।।
কিরূপে সৃজন আমি করিব প্রজার।
দেখিতেছি চারিদিকে মোর পারাবার।।
এইরূপ চিন্তা করি দেব পদ্মাসন।
মনে মনে নারায়ণে করেন স্মরণ।।
বেদশাস্ত্র মনে মনে স্মরিতে লাগিল।
তথাপি মনেতে তাঁর কিছুনা আসিল।।
একাগ্র মনেতে শেষে পুরুষ উত্তমে।
স্তব করে পদ্মযোনি বিনয় বচনে।।
বেদের নিদান তুমি শাস্ত্রের বিধান।
তোমার চরণে প্রভু করিগো প্রণাম।।

যজ্ঞবিধি কর্ম্মনিধি তুমি নারায়ণ।
তোমারে প্রণাম করি ওহে জনার্দ্দন।।
যোগের স্বরূপ তুমি যোগীর ঈশ্বর।
নমস্কার করি প্রভু চরণ উপর।।
সচ্চিদাত্মা নিত্যধন সর্ব্বজ্ঞানময়।
পরম পুরুষ তুমি ওহে মহোদয়।।
তুমি সাম তুমি ঋক্ তুমি যজুর্ব্বেদ।
তোমার মহিমা নাহি জানে কোন বেদ।।
যজ্ঞ মূর্ত্তি তুমি দেব তুমিই অক্ষয়।
সর্ব্বরূপধারী তুমি ওহে যোগময়।।
যাহে সর্ব্বজ্ঞান পাই ওহে জনার্দ্দন।
তাহার উপায় কর এই আকিঞ্চন।।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।
অধীনে করুণা কর দয়ার আধার।।
স্তব করে এই রূপে দেব পদ্মযোনি।
তাহা শুনি মহাতুষ্ট প্রভুনীলমণি।।
ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে গদাধর।
শুনশুন কহিলেন ওহে পদ্মাকর।।
অনুত্তম জ্ঞান তোমা করিব অর্পণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি থাক পদ্মাসন।।
এতেক ব্রহ্মারে বলি দেব গদাধর।
মনে মনে চিন্তা প্রভু করে অন্তঃপর।।
ব্রহ্মার বিজ্ঞান কেবা করিল হরণ।
এতবলি ধ্যান যোগে করেন দর্শন।।
দুই দৈত্য হরিয়াছে ব্রহ্মার বিজ্ঞান।
তাহা দেখি মনে ভাবে প্রভু ভগবান।।
মনে মনে বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন।
মৎস্যরূপ জনার্দ্দন করিল ধারণ।।
জ্ঞানময় মৎস্যমূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
প্রবেশ করিল গিয়া সাগর ভিতর।।
সাগর সংযোগ করি দেব জনার্দ্দন।
প্রবেশ করিল গিয়া পাতালে তখন।।
দেখিলেন দুই দৈত্য নিদ্রিত তথায়।
বিমোহিত করে দেব দোঁহারে মাথায়।।

দুইজনে বিমোহিত করে জনার্দ্দন।
বেদ শাস্ত্র বিজ্ঞানাদি করেন গ্রহণ।।
পাতালে আছিল যত তাপসনিকর।
জনার্দ্দনে স্তব করে হয়ে একান্তর।।
বেদ জ্ঞান পেয়ে পরে দেব জনার্দ্দন।
ব্রহ্মার নিকটে আসি করেন দর্শন।।
মৎস্যরূপ তার পর করি পরিহার।
যোগনিদ্রাগত হন দেব দয়াধার।।
এদিকে বিমুগ্ধ ছিল সেই দৈত্যদ্বয়।
দুইজনে ক্ষণপরে জাগরিত হয়।।
জাগরিত হয়ে দোঁহে করিল দর্শন।
বেদশাস্ত্র জ্ঞান আদি হয়েছে হরণ।।
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ হইয়া অন্তরে।
দ্রুতগতি দুইজনে চলিল সাগরে।।
তথা গিয়া দুইজনে করিল দর্শন।
যোগনিদ্রাগত আছে পুরুষ উত্তম।।
তখন কহিল দোঁহে কর দরশন।
এই ধূর্ত্ত করিয়াছে শাস্ত্রাদি হরণ।।
এখন এখানে আসি সাধুর আকারে।
শয়ন করিয়া আছে সাগর উপরে।।
এতবলি দুইজনে হয়ে ক্রুদ্ধমন।
ভগবানে জাগরিত করিল তখন।।
তার পর কহে দোঁহে করহ শ্রবণ।
যুদ্ধ আশে আসিয়াছি তোমার সদন।।
নিদ্রা হতে গাত্রোত্থান কর মহাশয়।
দেখি যুদ্ধে কার হয় জয় পরাজয়।।
এতেক বচন শুনি পুরুষ উত্তম।
সহাস্য বদনে পরে কহেন তখন।।
তোমা দোঁহাসনে আমি করিব সমর।
তাতে ভীত কভু নহে আমার অন্তর।।
এত বলি শরাসন করিয়া গ্রহণ।
যথারীতি গুণ তাহে করি আরোপণ।।
ঘন ঘন দেন তাহে ভীষণ টঙ্কার।
শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করে দয়াধার।।

দৈত্যদ্বয় ধনু ধরি অতি ভয়ঙ্কর।
শব্দ করে ঘন ঘন ধরণী উপর।।
ক্রমে আরম্ভিল যুদ্ধ শ্রীহরির সনে।
ভগবান করে যুদ্ধ সহাস্য বদনে।।
কত অস্ত্র মারে দৈত্য কে করে গণন।
অবাধে নাশেন তাহা শ্রীমধুসূদন।।
যত অস্ত্র মারে দৈত্য হরির উপরে।
তিল তিল করে হরি শূন্যের উপরে।।
এইরূপে দীর্ঘকাল চলিল সমর।
কিছুতে না পারে সেই দানব যুগল।।
তার পর নারায়ণ শার্ঙ্গ ধরি করে।
মহাভীম শর মারে দোঁহার উপরে।।
বাণ দেখি দুই দৈত্য ব্যথিত অন্তর।
ঘূর্ণিত হইয়া পড়ে ভুমির উপর।।
দুর্দুভির ধ্বনি হয় স্বরগ উপরে।
পুষ্প বৃষ্টি হয় কত শ্রীহরির শিরে।।
আনন্দে মজিল যত অমর নিকর।
হরিস্তব করে সবে প্রফুল্ল অন্তর।।
এইরূপে দৈত্যদ্বয়ে করিয়া সংহার।
শ্রীহরি চলিয়া যান আপন আগার।।
তারপর পদ্মযোনি প্রফুল্ল অন্তরে।
দানব দ্বয়ের মেধ লইয়া সাদরে।।
বসুমতী তার দ্বারা করেন সৃজন।
মেদিনী আখ্যান হয় এই সেকারণ।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যাহা ঋষিগণ।
বর্ণন করিনু তাহা সবার সদন।।
নিত্য নিত্য ইহা যদি অধ্যয়ন করে।
সেজন অন্তিমে যায় শ্রীহরির পুরে।।
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে পাপের মুক্তি অন্তিমে নির্ব্বাণ।।

যম ও যমুনার উপাখ্যান

মৎস্যাবতার কথা শুনি ঋষিচয়।
শুনিতে আগ্রহ বাড়ে আনন্দ হৃদয়।।
জিজ্ঞাসা করে পুনশ্চ যত ঋষিগণ।
নিবেদন ওহে প্রভু ব্রহ্মার নন্দন।।
তব মুখে শুনিতেছি ধর্ম্মের কাহিনী।
যত শুনি তত ইচ্ছা পুনঃপুনঃ শুনি।।
ধর্ম্মকথা শুনিবারে বাসনা সবার।
অন্তরে বিশ্বাস আছে ধর্ম্মমাত্র সার।।
ধর্ম্ম যে প্রধান তাহা জানিব কেমনে।
দৃষ্টান্ত দেখাও তার সবার সদনে।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
ধর্ম্ম হতে কিছু নাহি জগত ভিতরে।
ধর্ম্মমাত্র শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আপন অন্তরে।।
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে এই বসুমতি।
ধর্ম্ম হেতু লভে লোক অতুল সুখ্যাতি।।
অধর্ম্ম বশেতে যায় নরক ভিতর।
ধর্ম্মকথা শুন এবে তাপস নিকর।।
কশ্যপ ঔরসে আর অদিতি জঠরে।
দেবদেব সূর্য্যদেব নিজে জন্ম ধরে।।
সূর্য্যের ঔরসে জন্মে যুগল সন্তান।
যম আর যমী হয় অপরের নাম।।
দোঁহে জন্ম ধরি সুখে পিতার আগারে।
শশিকলা সম ক্রমে দিনে দিনে বাড়ে।।
এক সঙ্গে ক্রীড়া আদি করে দুইজন।
একত্র গমন আর একত্র শয়ন।।
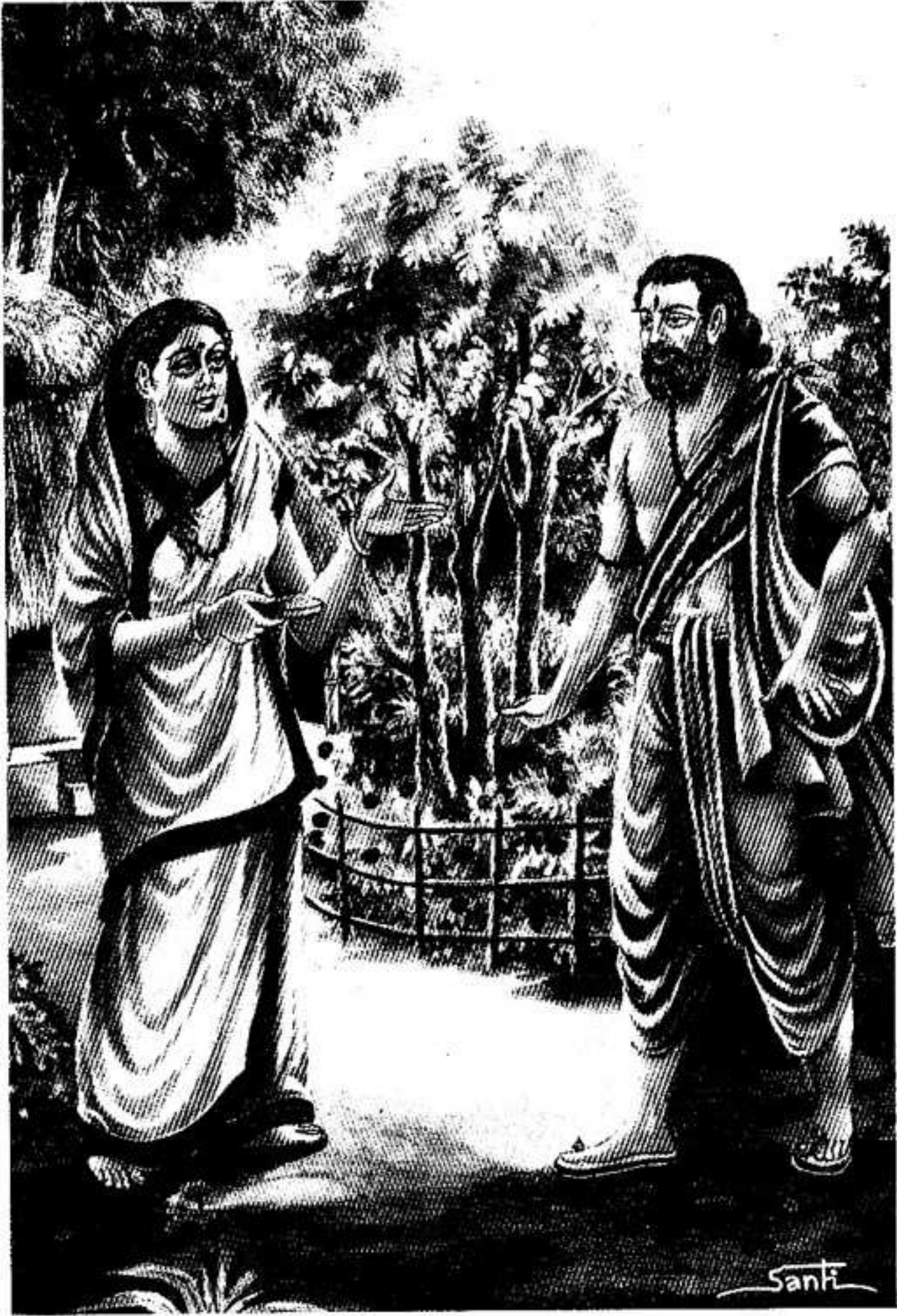
এতেক বচন শুনি সাবিত্রী রমণী।
শুন শুন কহিলেন ওহে মহামুনি॥

বাল্যকাল এই রূপে সমাতীত হয়।
দোঁহার হইল ক্রমে যৌবন উদয়।।
একদিন যমী যমে করি সম্বোধন।
কহিতেছে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট বচন।।
শুন শুন মহোদয় বচন আমার।
সর্ব্বগুণে গুণবান তুমি গুণাধার।।
বুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি পরম সুন্দর।
নয়ন মোহন তব চারু কলেবর।।
এবে এক কথা কহি শুন মহামতি।
ভগিনী হয়েছে যোগ্য দেখহ সম্প্রতি।।
সুন্দর যুবতী আমি করি দরশন।
হেরিছ রূপের ছটা ওহে বিচক্ষণ।।
আমার এহেন রূপ করি দরশন।
কেন না কামনা কর বলহ এখন।।
ভ্রাতৃভাবে বাল্য হতে অতীব যতনে।
একত্র রয়েছি সদা গমনে শয়নে।।
তবে কেন মোর পতি নাহি হও তুমি।
তব তরে সুচঞ্চলা রহিয়াছি আমি।।
কামভাব জন্মিয়াছে হৃদয়ে আমার।
এই হেতু নিবেদন ওহে গুণাধার।।
আমার বচনে মোরে করহ গ্রহণ।
ইথে পাপ নাহি তব হবে কদাচন।।
যাইতেছে সহোদরা নিজ ইচ্ছা মতে।
ইথে কভু নাহি পাপ জানিবেক চিতে।।
যদি তুমি নাহি মোরে করহ গ্রহণ।
অনলে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন।।
কাম দুঃখ নাশিবারে কোন জন পারে।
বল দেখি ওহে ভ্রাতঃ সেকথা আমারে।।
কামের উদ্রেক যদি হৃদি মাঝে হয়।
পঞ্চশর পঞ্চশর হাতে তুলি লয়।।
ঘন ঘন মারে তাহা বিরহিনী পরে।
বিরহী জনের হৃদি খণ্ড খণ্ড করে।।
কামানলে জর্জ্জরিত আমার অন্তর।
রতিদানে অবিলম্বে করহ শীতল।।

কামার্ত্ত হইয়া যদি যাচয়ে রমণী।
পূরাবে তাহার বাঞ্ছা শাস্ত্রে হেনগণি।।
আহা মরি কিবা তব চারু কলেবর।
মম অঙ্গে যুক্ত কর ওহে প্রাণেশ্বর।।
এতেক বচন শুনি সূর্য্যের নন্দন।
ভগিনীরে ধীরে ধীরে কহেন তখন।।
কি বলিলে সহোদরে শুনি লজ্জাপায়।
এহেন ঘৃণিত কাজ শিখিলে কোথায়।।
হেন কাজে উপরোধ কর কি কারণ।
মহাপাপ হয় কৈলে সোদর গমন।।
সজ্ঞানেতে কোনজন হেন কাজ পারে।
ইহা আর নাহি বল আমার গোচরে।।
সহোদর সহোদরা করিলে গমন।
পশুর ধরম ইহা শাস্ত্রের লিখন।।
পশুদের কিছুমাত্র নাহিক বিচার।
হেন কাজে মন সদা কর পরিহার।।
তব মুখে হেন কথা না শোভে কখন।
হেন কথা নাহি আর কহ কদাচন।।
এতেক বচন শুনি যমী পুনঃ কয়।
ওহে ভ্রাতঃ শুনশুন তুমি মহোদয়।।
আমা দোঁহে মিলনেতে কিছু দোষ নাই।
তাহার প্রমাণ শুন বলি তব ঠাঁই।।
উভয়ে একত্রে ছিনু জননী জঠরে।
তাহে যথা নাহি দোষ বুঝহ অন্তরে।।
সেইরূপ যৌবনেতে মোরা দুইজন।
যদ্যাপি সংযুক্ত হই ওহে মহাত্মন।।
নাহি দোষ ইথে কভু হবে মহোদয়।
বিচারি করহ যাহা সমুচিত হয়।।
আরো এক কথা বলি শুন বিচক্ষণ।
রাক্ষসেরা সদা করে ভগিনী গমন।।
মম বাক্য অতএব রাখহ সত্বর।
পত্নীত্বে স্বীকার মোরে কর অতঃপর।।
যমীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুনরায় কহে যম প্রবোধ বচন।।

ওগো ভগ্নী শুন শুন বচন আমার।
অধর্ম্ম করিলে হয় পাপের সঞ্চার।।
যে রূপ বিধান আছে শাস্ত্রের ভিতরে।
তাহার অন্যথা যদি কোন জন করে।।
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরজন।
অতএব তাহা ত্যাগ করিবে সুজন।।
অনিন্দিত ধর্ম্ম যাহা শাস্ত্রের বিধান।
তার আচরণ সদা করিবে ধীমান।।
নিন্দিত করম ত্যাগ করিবে যতনে।
ধর্ম্মের লক্ষণ ইহা কহি তব স্থানে।।
সংসারে জনমি যত সাধু মহাজন।
যতনে করেন সদা যাহা আচরণ।।
ইতর জনেরা তাহা দরশন করি।
অনুগামী হয় তার অন্তরে বিচারী।।
এইরূপ জগতের যত সবজন।
সর্ব্বকার্য্য করে সদা শুনহ বচন।।
শুনহ ভগিনী এবে বচন আমার।
হেন কাজে মতি কভু দিও নাহি আর।।
আমার সদনে যাহা কহিলে বচন।
মুখে নাহি হেন কথা আন কদাচন।।
অতি পাপকর ইহা জানিবে অন্তরে।
যতনে ত্যজিবে ইহা কহিনু তোমারে।।
ইহার সমান পাপ নাহি কোথা আর।
ধরম বিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রের বিচার।।
আমার বচন হৃদে করহ ধারণ।
আমা হতে রূপবান আছে যেইজন।।
তব উপযুক্ত আর হবে স-হৃদয়।
তাহারে অর্পণ কর আপন হৃদয়।।
তাহারে পতিত্বে তুমি করিয়া বরণ।
প্রণয় প্রসঙ্গে কাল করহ যাপন।।
পতি যোগ্য নহে আমি জানিবে তোমার।
তব তনু স্পর্শ কৈলে পাপের সঞ্চার।।
হেন কাজ আমি নাহি পারিব কখন।
ধরম বিরুদ্ধ ইহা শাস্ত্রের লিখন।।
ভগিনী গমন করে যেই সহোদর।
চিরকাল রহে সেই নরক ভিতর।।
মমবাক্য অতএব করহ গ্রহণ।
অধর্ম্ম অন্তর হতে করহ বর্জ্জন।।
এতেক বচন শুনি যমী পুনঃ কয়।
মম বাক্য শুন শুন ওহে মহোদয়।।
তোমার মোহন রূপ করি দরশন।
ভুলিয়াছে মম হৃদি ভুলেছে নয়ন।।
আর কোথা আছে তব রূপের সমান।
জগতে এহেন রূপ নাহি বিদ্যমান।।
রূপের তুলনা তব কোথা নাহি পাই।
মরি মরি লয়ে তব রূপের বালাই।।
নাহি দেখি কোথা হেন চারু কলেবর।
কেন নাহি রাখ কথা ওহে সহোদর।।
বৃক্ষের আশ্রয় করে লতিকা যেমন।
তোমারে ধরেছি আমি জানিবে তেমন।।
আমারে বিদায় করা উচিত না হয়।
তুমি অতি বিচক্ষণ ওহে মহোদয়।।
যতনে লইনু আমি তোমার শরণ।
বাহুদ্বয়ে পশি মোরে কর আলিঙ্গন।।
রমণ করহ তুমি আমার সহিতে।
বাহুপাশে ধর মোরে আনন্দিত চিতে।।
আমার বচন নাহি করহ হেলন।
একান্ত অধিনী আমি লইনু শরণ।।
এতেক বচন শুনি রবির তনয়।
গম্ভীর বচনে পুনঃ ভগিনীরে কয়।।
পুনঃ পুনঃ কেন কহ এহেন বচন।
অপর পুরুষে শীঘ্র করহ বরণ।।
রমণ করহ তুমি তাহার সহিত।
আনন্দ লভিবে তাহে আপনার মত।।
তব রূপ যেই জন করি দরশন।
কামার্ত্ত হইয়া হবে বিমোহিত মন।।
পতিরে বরণ তুমি করহ তাহারে।
লভিবে অতুল সুখ আপন অন্তরে।।

পরম রূপসী তুমি পরম সুন্দরী।
চারুকলেবর তব রবির কুমারী।।
তোমারে লভিতে বাঞ্ছা করে সবজন।
তোমার ভাবনা কিবা বলহ এখন।।
পরম সুন্দর হয় যেই মহামতি।
তাহারে বরণ কর ওহে গুণবতি।।
মোর পাশে আর নাহি কহ কুবচন।
বিষ্ণুগত প্রাণ মম বিষ্ণুগত মন।।
বিগর্হিত পন্থা আমি ভাল নাহি বাসি।
অশক্ত ইহাতে আমি শুনহ রূপসী।।
পুনশ্চ তোমারে আমি করি নিবারণ।
আমার নিকট হতে করহ গমন।।
হিতব্রত হয়ে আমি রহি নিরন্তর।
বিষ্ণুতে আমার চিত্ত আছে অতঃপর।।
পুনশ্চ বিরক্ত যদি করহ আমারে।
অভিশাপ দিব আমি কহিনু তোমারে।।
বিপরীত ফল তাহে ঘটিবে তোমার।
চিত্ত হতে পাপ এবে কর পরিহার।।
যমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মলিন বদনে যমী করিল গমন।।
আর নাহি কোন কথা কহিল যমেরে।
মলিন বদনে চলে অতি ধীরে ধীরে।।
অভিশাপ ভয়ে তার ভীত হইল মন।
আপন মনেতে গৃহে করিল গমন।।
যমের কেমন ধর্ম্ম কর দরশন।
হেন দৃঢ় ব্রত নাহি করে কোনজন।।
পরম ধার্ম্মিক যম বিষ্ণুগত মন।
তাঁহার সমান নাহি এ তিন ভুবন।।
নারায়ণে চিত্ত দেয় সেই মহামতি।
অন্তিমে তাহার হয় সুরপুরে গতি।।
যেই জন নিত্য পড়ে এই উপাখ্যান।
অথবা শ্রবণ করে যেই মতিমান।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই সাধুজন।
অনন্ত স্বরগ লভে শাস্ত্রের বচন।।

বিপ্রকুলে জন্ম ধরে যেই মহামতি।
এই উপাখ্যান পড়ে হয়ে শুদ্ধমতি।।
পিতৃকুলে সমুজ্জ্বল সে জনের হয়।
দিব্য জ্যোতিঃ লভে সেই নাহিক সংশয়।।
ইহা যদি প্রতিদিন অধ্যয়ন করে।
ঋণদায়ে মুক্ত হয় শ্রীহরির বরে।।
শমনের ভয় তার কভু নাহি রয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।।
ধর্ম্মকথা ঋষিগণ করিনু কীর্ত্তন।
ধর্ম্মই সবার শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বচন।।
ধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ নাহি জগত ভিতরে।
শ্রীহরি রক্ষেন সদা ধার্ম্মিক জনেরে।।
যেই জন ধর্ম্মকথা করে অধ্যয়ন।
অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ।।
তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়।
অন্তর বিশুদ্ধ হয় নাহিক সংশয়।।
যেইজন ধর্ম্মকথা শুনে ভক্তিভরে।
পরম আনন্দ পায় আপন অন্তরে।।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় শাস্ত্রের বচন।
মহাসুখে করে সেই সময় যাপন।।
শমনের ভয় তার কভু নাহি রয়।
অন্তিমে স্বরগপুর লভয়ে নিশ্চয়।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যাহা ঋষিগণ।
বর্ণন করিনু তাহা সবার সদন।।
কত কব ধর্ম্মকথা কে বলিতে পারে।
ধর্ম্মের বিচিত্র গতি জানিবে সংসারে।।
ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেই সাধুজন।
ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেই তো নন্দন।।
ধর্ম্মরক্ষা করে যেই সেইত রমণী।
ধর্ম্মরক্ষা করে যেই তারে ভৃত্য গনি।।
পুত্র হয়ে পিতৃ আজ্ঞা করিলে পালন।
প্রকৃত তনয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
ভৃত্য হয়ে প্রভু আজ্ঞা যেইজন রাখে।
শুভগতি রাখে সেই গিয়া পরলোকে।।

পত্নী হয়ে পাতিব্রত্য করিলে পালন।
করিতে পারে সে নারী অসাধ্য সাধন।।
ধর্ম্মকথা অতএব কি বলিব আর।
শুনিলে ধরম কথা পুণ্যের সঞ্চার।।
এবে যাহা শুনিবারে হয় আকিঞ্চন।
কহিতেছি বল তাহা ওহে ঋষিগণ।।

পতিব্রতা কথা

অতি সত্য কথা হয় ধর্ম্মকথা যত।
প্রকাশে ব্রহ্মার পুত্র ভাবি মনোমত।।
আনন্দ হৃদয়ে সব করয়ে শ্রবণ।
অমৃত বর্ষণ করে ব্রহ্মার নন্দন।।
শৌনকাদি ঋষিগণ সনত কুমারে।
পুনরায় জিজ্ঞাসেন সুমধুর স্বরে।।
আহা মরি কিবা শুনি ধরম কাহিনী।
কহ কহ পুনরায় ওহে মহামুনি।।
পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কথা শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
হেন পতিব্রতা বল ছিল কোন নারী।
কহ কহ সেই কথা কহ কৃপা করি।।
এতেক বচন শুন বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
মধ্যদেশে নন্দী নামে ছিল এক গ্রাম।
দ্বিজ এক সেই স্থানে করে অবস্থান।।
পরম পণ্ডিত সেই ধর্ম্মপরায়ণ।
অধর্ম্মেতে কভু তার নাহি যায় মন।।
প্রত্যহ প্রভাতে আর সন্ধ্যার সময়ে।
অগ্নিহোম করে দ্বিজ একান্ত-হৃদয়ে।।

যদ্যপি গৃহেতে আসে অতিথি ব্রাহ্মণ।
বিধানে আতিথ্য তাঁর করেন সাধন।।
নারায়ণে প্রতিদিন করেন পূজন।
এইরূপে দ্বিজ কাল করয়ে যাপন।।
তাঁহার রমণী ছিল সাবিত্রী আখ্যান।
পতিব্রতা নাহি ছিল তাঁহার সমান।।
সদা করে পতিসেবা আনন্দিত মনে।
পতিপ্রিয় সাধে সদা অতীব যতনে।।
শুন শুন হেনকালে ওহে ঋষিগণ।
এদিকে ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটন।।
কোশল দেশেতে এক বিপ্রের বসতি।
যজ্ঞশর্ম্মা নাম তার অতি মহামতি।।
তাঁহার রমণী ছিল রোহিনী আখ্যান।
সেই নারী পতিব্রতা খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
কালবশে সেই নারী গর্ভবতী হয়।
তাহার জঠরে এক জন্মিল তনয়।।
যথাবিধি কার্য্য যত করিয়া সাধন।
যজ্ঞশর্ম্মা নাম তার করেন ধারণ।।
দেবশর্ম্মা নাম তার করেন রক্ষণ।
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোরম।।
ক্রমে ক্রমে যথাকালে উপনীত হয়।
যজ্ঞ উপবীত দেন বিপ্র মহোদয়।।
যথাবিধি উপবীত হইয়া নন্দন।
করিলেন বেদশিক্ষা জনক সদন।।
তারপর কালবশে জনক তাঁহার।
পীড়িত হইয়া দেহ করে পরিহার।।
পিতার মরণে পুত্র হইয়া কাতর।
যথাবিধি প্রেতকৃত্য করে তারপর।।
তারপর গৃহত্যাগ করিয়া নন্দন।
তীর্থস্থানে স্নান হেতু করেন গমন।।
উপনীত নন্দীগ্রামে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পতিব্রতা পতিসহ আছে যে স্থানেতে।।
দেবশর্ম্মা সেইস্থানে করিয়া গমন।
একমনে ভিক্ষাবৃত্তি করে আচরণ।।

একচিত্তে বেদ জপ করেন সাদরে।
এইরূপে রহে তথা প্রফুল্ল অন্তরে।।
এদিকে জননী তাঁর হইয়া কাতর।
চেয়ে তাকে পথপানে বিষণ্ণ অন্তর।।
পতির বিয়োগ শোকে কাতরা রমণী।
তাহে দেশ ত্যাগী হৈল পুত্র গুণমণি।।
এহেতু দুঃখিতা হয়ে রোহিনী সুন্দরী।
দিন দিন কৃশা হন বিবর্ণতা ধরি।।
এদিকেতে দেবশর্ম্মা থাকি নন্দী গাঁয়।
ভিক্ষাবৃত্তি করি সদা ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
একদিন নদীজলে করিয়া সিনান।
জপ হেতু উপবিষ্ট হলেন ধীমান।।
সিক্ত বস্ত্র শুষ্ক হেতু ভুমির উপরে।
প্রসারিত করি দেন অতি ধীরে ধীরে।।
হেনকালে কাক আর বক বিহঙ্গম।
দুই পক্ষী উড়ি আসি বসিল তখন।।
বস্ত্রোপরি পক্ষীদ্বয়ে বসিতে দেখিয়ে।
ক্রোধান্ধ হলেন বিপ্র আপন হৃদয়ে।।
ভর্ৎসনা করেন কত বিহঙ্গম গণে।
তিরস্কার পশে গিয়া তাদের শ্রবণে।।
তিরস্কার শুনি সেই বিহঙ্গ যুগল।
বস্ত্রোপরি বিষ্ঠাত্যাগ করিল সত্বর।
পূরীষ ত্যজিয়া দোঁহে উড়িল গগনে।
তাহা দেখি বিপ্র চাহে লোহিত লোচনে।।
লোহিত লোচনে বিপ্রকরে নেত্রপাত।
অমনি হইল পক্ষীদ্বয় ভস্মসাৎ।।
খগদ্বয় ভস্ম হয়ে পড়িল যেমন।
বিপ্রের আনন্দ আর না ধরে তখন।।
চিন্তা করে বিপ্রবর নিজ মনে মনে।
মম সম মতি নাহি এ তিন ভুবনে।।
তপস্বী নাহিক কেহ আমার সমান।
এত ভাবি ভিক্ষা হেতু করিলে প্রস্থান।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান সাবিত্রীর ঘরে।
পতিব্রতা আছে বসি নয়নে নেহারে।।
পতিব্রতা কাছে ভিক্ষা করেন যাচন।
হেনকালে শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন।।
গৃহস্বামী ভ্রমণান্তে আপন আগারে।
উপনীত হন আসি অতি ধীরে ধীরে।।
তাহা দেখি পতিব্রতা লইয়া আসন।
স্বামীরে বসিতে তাহা করেন অর্পণ।।
তারপর উষ্ণ বারি লইয়া সাদরে।
স্বামীর চরণে ধৌত করে ধীরে ধীরে।।
এইরূপে স্বামীসেবা করি তারপর।
ভিক্ষা সমর্পিতে ক্রমে হন অগ্রসর।।
বিলম্ব দেখিয়া হেথা সেই ব্রহ্মচারী।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন সাবিত্রী উপরি।।
দৃষ্টি করে ঘন ঘন সাবিত্রী উপরে।
তাহা হেরি পতিব্রতা কত হাস্য করে।।
হাসিতে হাসিতে পরে কহেন বচন।
শুন শুন ব্রহ্মচারী করহ শ্রবণ।।
আমারে বায়স নাহি করিবেন জ্ঞান।
বালিকা নহিক আমি ওহে মতিমান।।
রোষভরে মারিয়াছ বিহঙ্গ যুগলে।
পঞ্চত্ব পেয়েছে তারা তটিনীর তীরে।।
সেরূপ আমারে নাহি করিবেন জ্ঞান।
ধর ধর ভিক্ষা এবে করিছি প্রদান।।
পরিহার কর রোষ বিপ্রের নন্দন।
নিজ স্থানে ভিক্ষা লয়ে করহ গমন।।
এতেক বচন শুনি বিপ্রের তনয়।
চলিলেন ভিক্ষা লয়ে হইয়া বিস্ময়।।
আশ্রমেতে ভিক্ষা লয়ে করিয়া গমন।
যতনে ভিক্ষার পাত্র করেন স্থাপন।।
পুনশ্চ আসিল ফিরি সাবিত্রীর ঘরে।
স্বামী যখন তাঁহার নাহিক আগারে।।
হেনকালে তথা বিপ্র করি আগমন।
সম্বোধিয়া সাবিত্রীরে কহেন বচন।।
শুন শুন মহাভাগে বচন আমার।
আমার হৃদয়ে হইল বিস্ময় সঞ্চার।।

বিহঙ্গ মেরেছি আমি দূরদূরান্তরে।
জানিলে কেমনে তুমি আপন অন্তরে।।
প্রকাশ করিয়া কহ স্বরূপ বচন।
আসিয়াছি এই হেতু তোমার সদন।।
এতেক বচন শুনি সাবিত্রী রমণী।
শুন শুন কহিলেন ওহে মহামুনি।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করহ শ্রবণ।
সব কথা একে একে করিব বর্ণন।।
নারীধর্ম্ম সদা আমি করেছি পালন।
একমাত্র পতিসেবা নারীর ধরম।।
একমাত্র জানি আমি পতি আরাধনা।
ইহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম কিছুই জানিনা।।
দিবানিশি করি আমি পতির সেবন।
আমি এই হেতু জানি সকল ঘটন।।
জানিতে সকলি পারি পতি সেবাফলে।
ত্রিকাল ঘটন হেরি আপন অন্তরে।।
দূরেতে মরেছে বটে বিহঙ্গমগণ।
জানিতে পেরেছি কিন্তু ওহে মহাত্মন্।।
পতি সেবা করে যেই অতিভক্তি ভরে।
অজ্ঞাত বিষয় সেই জানিবারে পারে।।
আরো এক কথা বলি শুন মহাত্মন্।
আমার বচন নাহি করিও হেলন।।
জননী ত্যজিয়া তুমি আসিয়া এখানে।
নিরন্তর রহিয়াছ তপস্যা সাধনে।।
যেখানে যেখানে তুমি কর অবস্থান।
পূতিগন্ধে পূর্ণ জান সেই সেই স্থান।।
মাতৃদুঃখে পূতিগন্ধ হয়েছে তথায়।
কিছুনা বুঝিতে পার বিমুগ্ধ মায়ায়।।
মাতারে দুঃখিনী করি কৈলে আগমন।
বিফল তোমার সব ওহে মহাত্মন্।।
তীর্থস্নান জপ হোম সকলি বিফল।
সকলি তোমার পক্ষে শুদ্ধ অমঙ্গল।।
জননী পালন যেই করে ভক্তিভরে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ তার জানিবে অন্তরে।।
আমার বচন তুমি না কর হেলন।
অবিলম্বে নিজ দেশে করহ গমন।।
দুঃখ দূর জননীর কর শীঘ্রতর।
সুমঙ্গল হবে তাহে বিপ্রের কোঙর।।
আরো এক কথা বলি শুনহ এখন।
হৃদি হতে ক্রোধ রিপু করিবে বর্জ্জন।।
ভস্মীভূত করিয়াছ যেই পক্ষীগণে।
তাঁহাদের শুদ্ধি কর বিহিত বিধানে।।
তবে তব আত্মশুদ্ধি হইবে নিশ্চয়।
আমার বচন বিপ্র মিথ্যা কভু নয়।।
শুভগতি যদি চাহ বিপ্রের নন্দন।
এই সব অবিলম্বে করহ সাধন।।
এতেক বচন বিপ্র করিয়া শ্রবণ।
চাহিলেন ক্ষমা ভিক্ষা সাবিত্রী সদন।।
শুন শুন কহিলেন ওগো পতিব্রতে।
চেয়েছিনু তব পানে অতি ক্রুদ্ধ চিতে।।
অজ্ঞানে করেছি দোষ করহ মার্জ্জন।
যাহে মম শুভ হয় বলহ এখন।।
এত শুনি পতিব্রতা কহে পুনরায়।
মম বাক্য শুন শুন বলিহে তোমায়।।
নিজদেশে অবিলম্বে করহ গমন।
সতত করিবে তুমি জননী পালন।।
ভিক্ষাবৃত্তি করি তুমি অতি ভক্তিভরে।
করিবেক সদা সেবা জননী দেবীরে।।
আর এক কথা বলি শুন মহাত্মন।
করিয়াছ তুমি যেই বিহঙ্গ নিধন।।
এই হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিবে যতনে।
তবে ত হইবে শুদ্ধ কহি তব স্থানে।।
যজ্ঞশর্ম্মা নামে বিপ্র আছে একজন।
স্মৃতা নামে তার কন্যা বিদিত ভুবন।।
তোমার রমণী হবে সেই সুরূপিনী।
তাহারে করিবে তুমি আপন পতিনী।।
তার গর্ভে জনমিবে তোমার নন্দন।
বর্দ্ধন হইবে নাম ওহে বিচক্ষণ।।

যাযাবর বৃত্তিধারী হইবে তনয়।
আরো এক পুত্র হবে ওহে মহোদয়।।
পরম বৈষ্ণব হবে সেই সে নন্দন।
তোমার পাশে বলিনু ভবিষ্য বচন।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মতিমান।
জননী সকাশে এবে করহ প্রস্থান।।
এতেক বচন শুনি বিপ্রের নন্দন।
সম্বোধিয়া সাবিত্রীরে কহেন তখন।।
পতিব্রতে তব পদে করি নমস্কার।
তোমার কৃপায় হৈল জ্ঞানের সঞ্চার।।
এখনি যাইব আমি আপন আগারে।
সেবিব মাতার পদ অতি ভক্তিভরে।।
ভিক্ষা করি জননীরে করিব পালন।
নাহি মম অন্য কর্ম্মে কোন প্রয়োজন।।
যাহা যাহা উপদেশ দিলেন আপনি।
পালিব সে সব আমি শুনহ জননী।।
এতবলি দেবশর্ম্মা করিল গমন।
নিজগৃহে অবিলম্বে উপনীত হন।।
মাতার চরণে গিয়া বন্দন করিল।
পুত্রে হেরি মাতা তাঁর আনন্দে ভাসিল।।
ভিক্ষাবৃত্তি করি বিপ্র অতি ভক্তি ভরে।
জননীরে দিবানিশি সংরক্ষণ করে।।
একান্ত অন্তরে করে মাতৃ আরাধনা।
তাহা বিনা হৃদি মাঝে না রাখে কামনা।।
হৃদিমাঝে রোষ রিপু না রাখে কখন।
অন্তর হইতে ক্রোধ করিল বর্জ্জন।।
ভস্মীভূত করেছিল বিহঙ্গম গণে।
প্রায়শ্চিত্ত সেই হেতু করিল বিধানে।।
এইরূপে মহাসুখে আছয়ে ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞশর্ম্মা হেনকালে উপনীত হন।।
তাঁর নন্দিনী ছিল স্মৃতা অভিধান।
দেব শর্ম্মা করে তারে করিল প্রদান।।
বিধানেতে দেবশর্ম্মা করিল গ্রহণ।
ক্রমে ক্রমে দুই পুত্র লভিল জনম।।

তারপর বৃদ্ধকাল তনয়ের করে।
সমর্পিল দেবশর্ম্মা আপন ভার্য্যারে।।
লোষ্ট্রে স্বর্গ সমজ্ঞান হইল তাঁহার।
গমন করিল বিপ্র কানন মাঝার।।
সুখভোগ তেয়াগিয়া কানন-ভিতরে।
দিবানিশি নিরঞ্জনে ভাবে ভক্তিভরে।।
অন্তকালে মহাসিদ্ধি পায় মহাত্মন্।
বিমানে চড়িয়া যান হরির সদন।।
এত বলি ঋষিগণে করি সম্বোধন।
মিষ্টভাষে কহিলেন বিধির নন্দন।।
পতিব্রতা বিবরণ বলিনু সকল।
শ্রবণ করিলে হয় পরম মঙ্গল।।
যেই জন শুনে ইহা অতি ভক্তিভরে।
বিপদ আক্রমে নাহি কখন তাহারে।।
কুগ্রহ তাহারে নাহি করে আক্রমণ।
পদে পদে সুমঙ্গল হয় সংঘটন।।
ত্রিকাল জানিতে পারে সেই মহামতি।
তাহার উপরে তুষ্ট অখিলের পতি।।
পিতৃকুল মহাতুষ্ট তাহার উপরে।
বংশ বৃদ্ধি হয় তার শ্রীহরির বরে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
যেই জন ভক্তিভরে করে অধ্যয়ন।।
ভূগোল মধ্যেতে আছে যত তীর্থচয়।
সর্ব্বতীর্থ ফল হয় নাহিক সংশয়।।
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ ইতি আদি করি।
যত দ্বীপ সাগরাদি ভুবন ভিতরি।।
সমস্ত ভ্রমণ কৈলে যেই ফল হয়।
সেইজন পায় তাহা নাহিক সংশয়।।
সকল কথা বলিনু ওহে ঋষিগণ।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।।
সকলে রাখহ মতি ধর্ম্মের উপরে।
ধর্ম্মগতি ধর্ম্মমুক্তি সংসার ভিতরে।।
ধর্ম্মের সমান বন্ধু নাহি কোন জন।
প্রতিষ্ঠিত আছে ধর্ম্মে এ তিন ভুবন।।

পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পবিত্র দেহ পবিত্র অন্তর।।
ধর্ম্ম বিনা এ জগতে সত্য কিছু নাই।
অতএব ধর্ম্মপথে চলহ সদাই।।

ভূগোল বিবরণ

ধর্ম্ম সদা ধার্ম্মিকের অগ্রে রক্ষা করে।
ধর্ম্মকথা কন তাই সনত-কুমারে।।
তাপস-আশ্রম বাসী তাপস-নিচয়।
সনত-কুমারে পুনঃ মিষ্টভাষে কয়।।
ভূগোল বৃত্তান্ত শুনি হৃদয়ে বাসনা।
বর্ণন করিয়া প্রভু পুরাও কামনা।।
এতশুনি কহে পুনঃ বিধির নন্দন।
বলিতেছি শুন শুন বিশ্ব বিবরণ।।
পর্ব্বতে নদীতে বিশ্ব সমাকীর্ণ আছে।
সপ্তদ্বীপ শোভিতেছে সেই বিশ্বমাঝে।।
জম্বু প্লক্ষ কুশ ক্রৌঞ্চ শাকদ্বীপ আর।
শাল্মলী পুষ্কর সপ্ত ভুবন মাঝার।।
যথাক্রমে সপ্তদ্বীপ এই নাম ধরে।
ইহাদের পরিমাণ শুন বলি পরে।।
পুষ্করের পরিমাণ যতখানি হয়।
শাল্মলী দ্বিগুণ তার ওহে মুনিচয়।।
শাকদ্বীপ তাহা হতে দুইগুণ ধরে।
এরূপে দ্বিগুণ করি ক্রমে ক্রমে বাড়ে।।
জম্বুর প্রমাণ হয় লক্ষৈক যোজন।
সপ্তদ্বীপ পরিমাণ এই নিরূপণ।।
চারিভাগে সুবিভক্ত জম্বুদ্বীপ হয়।
বলিনু দ্বীপের কথা ওহে মুনিচয়।।

সপ্ত সাগর শোভে ধরার ভিতরে।
তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপরে।।
লবণ সাগর আর ইক্ষুর সাগর।
সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ ভুবন ভিতর।।
এই ছয় ভিন্ন আর স্বচ্ছোদক নাম।
ক্রমে সপ্ত জলনিধি ধরয়ে আখ্যান।।
সপ্ত সাগর এই আছে নিরূপণ।
বলিনু সবার পাশে ওহে মুনিগণ।।
স্বচ্ছোদক যতখানি পরিমাণ ধরে।
তাহা হতে দুই গুণ দুগ্ধের সাগরে।।
দুগ্ধ হতে দুইগুণ দধির সাগর।
দধি হতে দুইগুণ ঘৃতের আকর।।
এরূপে দ্বিগুণ করি ক্রমে ক্রমে ধরে।
বলিনু সবার পাশে শুন অতঃপরে।।
বলয় আকারে এই সপ্ত সাগর।
সপ্তদ্বীপে বেড়ি আছে তাপস নিকর।।
মনুর তনয় হয় প্রিয়ব্রত নাম।
ভুবনে বিখ্যাত তিনি অতি গুণধাম।।
সপ্তদ্বীপ অধিপতি সেইজন হয়।
দশপুত্র লভে সেই ওহে মুনিচয়।।
তার মাঝে তিন জন বিরাগী হইয়া।
সন্ন্যাস আশ্রম লন রাজত্ব ত্যজিয়া।।
পুত্রগণ অবশিষ্ট রাজ্য লাভ করে।
নববর্ষ পায় তারা জম্বুর ভিতরে।।
কেতুমাল আদি করি নববর্ষ নাম।
এইসব রাজ্য করে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
এইরূপে পুত্রগণে রাজ্যদান করি।
পশিলেন পিতা গিয়া বনের ভিতরি।।
হিমালয় অধিপতি হয় যেই জন।
ঋষভ নামেতে হয় তাহার নন্দন।।
ঋষভ হইতে জন্মে ভরত ধীমান।
পরম ধার্ম্মিক তিনি অতি মতিমান।।
ভারতবর্ষের রাজা হইলেন তিনি।
বহুকাল রাজ্য করে শুন যত মুনি।।

ইলাবৃত বর্ষ মাঝে মহামরু গিরি।
তার উচ্চতার কথা বলিবারে নারি।।
যোজন প্রমাণে হয় চুরাশী হাজার।
ষোড়শ সহস্র হয় আধোভাগে তার।।
বিস্তার দ্বিগুণ তার ওহে মুনিগণ।
তার মধ্যভাগে হয় ব্রহ্মার ভবন।।
পূর্ব্বেতে অমরাবতী কিবা শোভা পায়।
অগ্নিকোণ অগ্নিপুরী কিবা শোভা তায়।।
মহাতেজোময় সেই অগ্নির ভবন।
দক্ষিণে যমের পুরী অতি বিমোহন।।
সংযমনী নাম তার অতি মনোহর।
কি বলিব পুরী শোভা তাপস নিকর।।
পশ্চিমেতে শোভা পায় বরুণ-ভবন।
রসাবতী নাম তার ওহে মুনিগণ।।
গন্ধবতী নামে গৃহ শোভে বায়ুকোণে।
বায়ুর ভবন উহা জানিবেক মনে।।
উত্তরেতে বিভাবতী অতি মনোহর।
সোমের নগরী ইহা খ্যাত চরাচর।।
নববর্ষ যুক্ত জম্বু অতি মনোরম।
পর্ব্বতে বেষ্টিত উহা অতি বিমোহন।।
কতশত নদী শোভে উহার ভিতরে।
পুণ্যময়ী সব নদী পুণ্যজল ধরে।।
কিমপুরুষাদি বসু যাহা বিদ্যমান।
পুণ্যবানগণ তথা করে অবস্থান।।
ভারতবর্ষ হয় করমের ভূমি।
কর্ম্ম হেতু এইস্থান শুন যত মুনি।।
ভারতবরষে নর ধরিয়া জনম।
করিবে সতত কর্ম্ম ওহে মুনিগণ।।
কর্ম্মফলে নরগণ স্বর্গধামে যায়।
এই হেতু কর্ম্মভূমি কহেছি ইহায়।।
ভারত মাঝারে যারা লভিয়া জনম।
অবিরত পাপ কর্ম্ম করে আচরণ।।
অধোগতি লভে তারা শাস্ত্রের বিচারে।
মহাকষ্ট পায় তারা নরক ভিতরে।।
কত যে আছে নরক বর্ণিবার নয়।
কষ্ট পায় তাতে পড়ি যত পাপীচয়।।
শুন শুন অতঃপর ওহে মুনিগণ।
কূল পর্ব্বতের কথা অতি মনোরম।।
সাতটি পর্ব্বত আছে সবার প্রধান।
তাদের সবার কুল পর্ব্বত আখ্যান।।
মহেন্দ্র মলয় সহ্য আর শক্তিমান।
পরিপাত্র বিন্ধ্য আর সপ্ত ঋক্ষ বাণ।।
যথাক্রমে সপ্তগিরি সপ্ত নাম ধরে।
কুলগিরি বলি সব খ্যাত চরাচরে।।
শোভা পায় সপ্তনদী অতি মনোহর।
তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপর।।
নর্ম্মদা সুরা ঋষিকল্য আর ভীমরথী।
কৃষ্ণবেন্বা চন্দ্রভাগা অতি পুণ্যবতী।।
তাম্রপর্নি এই সপ্ত নদীর আখ্যান।
এই সবে স্নান করে যত পুণ্যবান।।
ইহা ভিন্ন মহানদী যারা যারা হয়।
তাহাদের নাম বলি শুন মুনিচয়।।
জাহ্নবী যমুনা তুঙ্গভদ্রা গোদাবরী।
এই চারি ভিন্ন আর আছয়ে কাবেরী।।
এই সব মহানদী পাপ নাশ করে।
পরম পবিত্র জল সংসার ভিতরে।।
জম্বুদ্বীপ সুবিস্তীর্ণ লক্ষৈক যোজন।
অতিপুণ্যপ্রদ ইহা অতি সুশোভন।।
ভারত পরম শ্রেষ্ঠ ইহার মাঝারে।
মহাপুণ্যপ্রদ দেশ জানিবে অন্তরে।।
প্লক্ষ আদি যত দ্বীপ আছে বিদ্যমান।
তাতে যত জনপদ করে অবস্থান।।
পরম পবিত্র তাহা জানিবে অন্তরে।
দেবগণ তাহে যত অবস্থিত করে।।
নিষ্কাম হইয়া তারা করে অবস্থান।
যাগযজ্ঞ আদি কার্য্য করে অনুষ্ঠান।।
অধিকার ক্ষয়ে তারা মুক্তি লাভ করে।
নবসংখ্য নদী আছে উহার ভিতরে।।

সেই দ্বীপে বেড়ি আছে সপ্ত সাগর।
স্বচ্ছোদক আদি করি তাপস-নিকর।।
শুনশুন অতঃপর ওহে মুনিগণ।
বলিতেছি তারপর যত বিবরণ।।
তারপর স্বর্ণময়ী ভূমি শোভা পায়।
লোকালোক গিরিপরে অতি শোভে তায়।।
তারপর তমলোক অতি মনোহর।
ভূলোক শোভিছে পরে খ্যাত চরাচর।।
স্বর্গাবধি হয় জ্ঞান ভূলোক-নিস্তার।
অন্তরীক্ষ লোক শোভে তদূৰ্দ্ধে তাহার।।
খেচরগণের ভুমি এই লোক হয়।
তার উৰ্দ্ধে স্বর্গলোক ওহে মুনিচয়।।
মহাপুণ্যস্থান স্বর্গ জানে সর্ব্বজন।
বিশেষ রূপেতে তাহা করিব বর্ণন।।
অবধানে শুন তাহা তাপস-নিকর।
শুনিলে পাতক নাশ খ্যাত চরাচর।।
ভারতবরষে যারা লভিয়া জনম।
দিবানিশি পুণ্যকৰ্ম্ম করে আচরণ।।
তাহারাই স্বর্গধামে করে অবস্থান।
পুণ্যভোগ করে তারা থাকি এই স্থান।।
দেবগণ বাস করে স্বরগ ভবনে।
নিত্যসুখে সুখী তারা বিখ্যাত ভুবনে।।
সুমেরু পর্ব্বত শোভে পৃথিবী মাঝার।
হিরণ্ময় গিরি উহা অতি মনোহর।।
মহা দীপ্তিমান উহা অতি শোভা পায়।
বলিতেছি সুত শুন উহার উচ্ছ্রায়।।
যোজন প্রমাণে উচ্চ চুরাশী হাজার।
যোড়শ সহস্র হয় অধোভাগে তার।।
চারিদিকে পৃথিবীর যত পরিমাণ।
পর্ব্বত বিস্তার হয় তাবত প্রমাণ।।
সুমেরুর তিন শৃঙ্গ অতি শোভাকার।
তাহার মস্তকে স্বর্গ অতি মনোহর।।
নানাবিধ তরুলতা কে গণিতে পারে।
শৃঙ্গত্রয়ে শোভা পায় খ্যাত চরাচরে।।

শৃঙ্গত্রয়ে শোভা পায় বিবিধ রতন।
শোভা তার কি বলিব অতি মনোরম।।
মধ্যম পশ্চিম পূর্ব্ব এই শৃঙ্গত্রয়।
সমুন্নত হয়ে শোভে ওহে মুনিচয়।।
মধ্য শৃঙ্গ শোভা পায় কনক-ভূষণে।
বৈদূর্য্য স্ফটিক তার শোভে স্থানে স্থানে।।
শোভা পায় পূর্ব্বশৃঙ্গ ইন্দ্রনীলময়।
পশ্চিম শৃঙ্গেতে শোভে মাণিক্য-নির্ণয়।।
পশ্চিম শৃঙ্গের এবে শুন বিবরণ।
উহার প্রমাণ হয় সহস্র যোজন।।
পূর্ব্বশৃঙ্গ ওইরূপ জানিবে অন্তরে।
নিযুত যোজন মধ্যশৃঙ্গ যেই ধরে।।
ত্রিপিষ্টপ স্বর্গ যাহা অতি মনোহর।
শোভিছে ঐ স্বর্গ মধ্যশৃঙ্গোপর।।
ছত্রাকার এই স্বর্গ অতি বিমোহন।
কিবা শোভা ধরে উহা অতি মনোহর।।
পূর্ব্ব ও পশ্চিম শৃঙ্গ আছে এই স্থানে।
তাহা হতে বহুদূর ধরিয়া প্রমাণে।।
ওই স্বর্গ শোভা পায় অতি মনোহর।
হেন শোভা নাহি আর ভুবন ভিতর।।
মধ্যশৃঙ্গে সপ্ত স্বর্গ কিবা শোভা পায়।
তাহাদের নাম বলি শুনহ সবায়।।
ত্রিপিষ্টক নাম পৃষ্ট অপ্সর শান্তি।
আনন্দ প্রমোদ আর জানিবে নিব্বৃতি।।
এই সব স্বর্গ শোভে মধ্যম শৃঙ্গেতে।
পশ্চিম শৃঙ্গের কথা শুনহ পরেতে।।
পৌষ্টিক শোভন সব স্বর্গরাজ্য শ্বেত।
অজ্ঞান এ ছয় আর জানিবে মন্মথ।।
পশ্চিম শৃঙ্গেতে এই সপ্ত শোভা পায়।
বিশ্বমাঝে হেনশোভা নাহিক কোথায়।।
পূর্ব্বশৃঙ্গে সপ্ত স্বর্গ কিবা শোভা ধরে।
তাহাদের নাম বলি শুন অতঃপরে।।
নির্ম্মল সৌভাগ্য সৌখ্য অতীব নির্ম্মল।
পুণ্যাহ নিরঞ্জনের আর যে মঙ্গল।।

এই সপ্ত স্বর্গ শোভে পূর্ব্ব শৃঙ্গোপরে।
হেরিলে ইহার শোভা জনমন হরে।।
একবিংশ স্বর্গ এই করিনু কীর্ত্তন।
মেরুশিরে শোভে ইহা অতি মনোরম।।
হিংসা আদি নাহি কভু যাহার অন্তরে।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম যেই জ্ঞান করে।।
দান যজ্ঞ আদি সদা করে আচরণ।
তপ অনুষ্ঠানে সদা আছে যার মন।।
পুণ্যকর্ম্ম এই সব যেই জন করে।
তার বাস স্বর্গধামে জানিবে অন্তরে।।
ওই সব স্বর্গধামে থাকে যেইজন।
ক্রোধ দ্বেষ হৃদে তার না রহে কখন।।
জলগর্ভে পসি তারা মহানন্দ পায়।
নিত্যানন্দ লাভ করে থাকিয়া তথায়।।
সন্ন্যাস ধর্ম্মেতে রত থাকে যেইজন।
ত্রিপিষ্টপ স্বর্গে সেই করয়ে গমন।।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান সদা করয়ে বিধানে।
নাক পৃষ্ঠে যায় তারা জানিবেক মনে।।
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করে যেইজন।
নিবৃত্তি নামক স্বর্গে করয়ে গমন।।
তড়াগ অথবা কূপ যেইজন করে।
পৌষ্টিক স্বরগে সেই যায় পুণ্যজোরে।।
সুবর্ণ অর্পণ করে যেই সাধুজন।
সৌভাগ্য স্বর্গেতে যায় সেই মহাত্মন।।
মহা তপা যারা যারা অবনী ভিতরে।
তারা স্বর্গলাভ করে প্রফুল্ল অন্তরে।।
জীবনে হিতের তরে যেই সাধুজন।
শীতকালে অগ্নিরাশি করয়ে অর্পণ।।
অপ্সর স্বর্গেতে বাস সেইজন করে।
তাহার ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে।।
অহঙ্কার নাহি কভু অন্তরে যাহার।
হিরণ্য অর্পণ করে যেই গুণাধার।।
ভূমি দান যেই জন করে বিপ্রগণে।
গোদান অথবা দেয় বিহিত বিধানে।।

সমরে বিমুখ নাহি হয় যেইজন।
আপন জীবন ধন করে বিসর্জ্জন।।
শান্তি স্বর্গে যায় তারা সেই পুণ্য ফলে।
মহানন্দ লভে তথা আপন অন্তরে।।
রৌপ্যদান যথা বিধি করিলে অর্পণ।
নির্ম্মল স্বর্গেতে যায় সেই সাধুজন।।
অশ্বদান যথাবিধি যেই জন করে।
পুণ্যাহ স্বর্গেতে সেই চিরবাস করে।।
কন্যাদান যেইজন করয়ে অর্পণ।
মঙ্গল নামক স্বর্গে সে করে গমন।।
গুরুজনে নেত্রপথে করিলে দর্শন।
নমস্কার করে যেই হয়ে পূতমন।।
বস্ত্রদান দেয় যেই যত দ্বিজগণে।
বিপ্রের সন্তোষ করে বিহিত বিধানে।।
শ্বেত-স্বর্গে যায় সেই নাহিক সংশয়।
শোক নাহি স্পর্শে কভু তাহার হৃদয়।।
ভারত ভূমিতে যারা লভিয়া জনম।
কপিলা অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন।।
অথবা বৃষভ দেয় দ্বিজাতির করে।
মন্মথ স্বর্গেতে সেই যায় পুণ্য জোরে।।
নদীজলে প্রতিদিন যেই করে স্নান।
তিলধেনু দান করে যেই মতিমান।।
উপানহ দান করে দ্বিজাতির করে।
ছত্রদান করে যেই অতি ভক্তিভরে।।
শোভন নামক স্বর্গে সে করে গমন।
শাস্ত্রের বিধান ইহা ওহে ঋষিগণ।।
দেব গৃহ যেই জন করয়ে নির্ম্মাণ।
দেব সেবারত থাকে যেই মতিমান।।
সদা তীর্থ যাত্রা করে একান্ত অন্তরে।
পায় তারা স্বর্গ রাজ্য শাস্ত্রের বিচারে।।
প্রতিদিন একাহারী রহে যেই জন।
অথবা নিশিতে মাত্র করয়ে ভোজন।।
উপবাসব্রত যেই করে অনুষ্ঠান।
শিবরাত ব্রত করে যেই মতিমান।।

স্বর্গরাজ্য পায় তারা সেই পুণ্যফলে।
বলিনু শাস্ত্রের কথা জানিবে সকলে।।
যে জন নদীতে নিত্য করয়ে সিনান।
যাহার অন্তরে নাহি ক্রোধ বিদ্যমান।।
ব্রহ্মচারী সদা রহে যেই সাধুজন।
দৃঢ়ব্রত হয়ে রহে যেই মহাত্মন্।।
সকলের হিত করে যেই সাধুজন।
নির্ম্মল স্বর্গেতে তারা করয়ে গমন।।
বিদ্যাদান করে যেই পরহিত তরে।
নিরহঙ্কার স্বর্গে শুভগতি করে।।
যেই যেই স্বর্গবাঞ্ছা করি সেইজন।
যেই যেই ভাবে দান করয়ে অর্পণ।।
সেই সেই স্বর্গ পায় সেই মহামতি।
প্রফুল্ল অন্তরে তথা করয়ে বসতি।।
সর্ব্ববিধ দানদ্রব্য বিহিত বিধানে।
যেই জন দান করে যত বিপ্রগণে।।
স্বর্গলোক পায় তারা শাস্ত্রের বচন।
আর না ভুঞ্জিতে হয় ভবের বন্ধন।।
শুন শুন তার পর ওহে মুনিগণ।
মেরুর পশ্চিম শৃঙ্গ অতি মনোরম।।
প্রজাপতি সেই শৃঙ্গে করে অবস্থিতি।
সদা বাঞ্ছা করে ব্রহ্মা তথায় বসতি।।
পূর্ব্বশৃঙ্গে সদা রহে দেব নারায়ণ।
মধ্যশৃঙ্গে থাকে সদা বিভু পঞ্চানন।।
শুন শুন তারপর তাপস নিকর।
আরো বহু শৃঙ্গে আছে মেরু শিরোপর।।
কুমারগণেরা থাকে প্রথম শৃঙ্গেতে।
বাস করে মাতৃগণ দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে।।
তৃতীয়ে বসতি করে গন্ধর্ব্বনিকর।
আর যত সিদ্ধ রহে প্রফুল্ল অন্তর।।
চতুর্থেতে বাস করে বিদ্যাধরগণ।
পঞ্চমেতে নাগরাজ ওহে মুনিগণ।।
ষষ্ঠেতে বিনতা পুত্র সদা বাস করে।
সপ্তমেতে পিতৃগণ জানিবে অন্তরে।।
অষ্টমেতে ধর্ম্মরাজ করে নিবসতি।
নবমেতে বাস করে দক্ষ প্রজাপতি।।
দশম শৃঙ্গে বাস আদিত্যদেব করে।
বলিনু সবার পাশে জানিবে অন্তরে।।
ভূলোক হইতে শত সহস্র যোজন।
ঊর্দ্ধেতে ভাস্কর দেব করে বিচরণ।।
ভূলোক হইতে সহস্র যোজন দূরে।
সৌর বিশ্ব শোভা পায় জানিবে অন্তরে।।
ভূলোকের তিনগুণ তার পরিমাণ।
নিরূপিত আছে ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ।।
মধ্যাহ্ন যখন হয় বিভাবতী পুরে।
অমরাবতীতে সূর্য্য তখন উদয়ে।।
তথায় মধ্যাহ্নকাল যেইকালে হয়।
যমপুরে সেইকালে হয় সূর্য্যোদয়।।
সূর্য্যদেব রথোপরি করি আরোহণ।
মেরুগিরি প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বক্ষণ।।
তৎপর সোম মণ্ডল সু-মনোহর।
তার পরিমাণ বলি শুন অতঃপর।।
ভাস্কর মণ্ডল হয় যত পরিমাণ।
তাহার দ্বিগুণ ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ।।
তথা হতে দূরে শত সহস্র যোজনে।
নক্ষত্র মণ্ডল শোভে জানিবেক মনে।।
সেইস্থানে অবস্থিত নক্ষত্র মণ্ডল।
তাহা হতে দূরে লক্ষ যোজন অন্তর।।
বুধের বসতি স্থান অতি মনোরম।
তার শোভা কি বলিব কে করে বর্ণন।।
বুধ হতে তিনলক্ষ যোজন অন্তর।
কুজ গ্রহ অবস্থিত জানে সর্ব্বনর।।
তথা হতে দুইলক্ষ যোজন অন্তরে।
সুরগুরু বৃহস্পতি অবস্থিতি করে।।
তথা হতে দুই লক্ষ যোজন অন্তর।
অবস্থিতি করে তথা গ্রহ শনৈশ্চর।।
তথা হতে দূরে লক্ষ যোজন উপরে।
সপ্তর্ষিমণ্ডল রহে জানিবে অন্তরে।।

সপ্তর্ষি মণ্ডল হতে লক্ষৈক যোজন।
উপরেতে রাহুগ্রহ অবস্থিত রন।।
শুন শুন তারপর ওহে মুনিগণ।
ব্রহ্মার আদেশে লোকপ্রকাশ তখন।।
যাবতীয় লোকে সদা দিতেছে কিরণ।
আজ্ঞাবহ হয়ে রহে সেবক যেমন।।
মর্ত্ত্য হতে অধোভাগে পাতাল নগর।
ইথে তাপ নাহি দেন দেব বিভাকর।।
রাত্রি নাহি চন্দ্র নাহি জানিবে তথায়।
জলরাশি দিব্যরূপে কিবা শোভা পায়।।
নিজতেজে জলরাশি পাতাল নগরে।
দীপ্তিমান রহে সদা জানিবে অন্তরে।।
স্বর্লোক উপরে কোটি যোজন অন্তরে।
মহর্লোক শোভা পায় কহি সবাকারে।।
তার ঊর্দ্ধে সত্যলোক অতি মনোহর।
এদের প্রকৃতি বলি শুন অতঃপর।।
এইসব লোক যাহা করিনু কীর্ত্তন।
ছত্রের সমান করে আকার ধারণ।।
নির্লোভ পুরুষ রহে সবার উপর।
যাঁহার উপাসনা করে মুমুক্ষু নিকর।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মুনিগণ।
ভূগোল বৃত্তান্ত কথা করিনু কীর্ত্তন।।
যেইজন এই কথা অধ্যয়ন করে।
তাহার সুগতি হয় জানিবে অন্তরে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
হরভক্ত হরিভক্ত হয় যেইজন।।
সেই সে পরম সাধু অন্তে মোক্ষ পায়।
আর নাহি পড়ে সেই ভববন্ধ দায়।।

হরিভক্তি ও জীবের মোক্ষবার্ত্তা

মহাভাগবত যিনি সনত-কুমার।
মুনিগণে ভক্তিকথা বলে বারংবার।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
পুনরায় মিষ্টভাষে করি সম্বোধন।।
জিজ্ঞাসা করেন যোগি বিধির নন্দনে।
শুন শুন ওহে প্রভু কহি তব স্থানে।।
তব মুখে শুনিতেছি অপূর্ব্ব কাহিনী।
পুনঃ পুনঃ স্পৃহা বাড়ে ওহে মহামুনি।।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।
শুনিয়া ছেদন করি ভবের বন্ধন।।
কিসে জীব মোক্ষ পায় বল মহামুনে।
শিব ভক্ত হরিভক্ত বলে কোন জনে।।
এত শুনি বিধি বসু অতি ধীরে ধীরে।
কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে।।
শিবভক্ত হরিভক্ত ভিন্ন কেহ নয়।
যেই হরি সেই হর জানিবে নিশ্চয়।।
ভিন্ন ভেদ জ্ঞান করে যেই অভাজন।
তাহার দুর্গতি হয় সতত ঘটন।।
সপ্তদীপ সপ্তলোক পাতালাদি আর।
বীথি আদি যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝার।।
আবৃত করিয়া আছে যত জীবগণ।
কেহ সূক্ষ্ম কেহ স্থূল কে করে গণন।।
এরূপ নাহিক স্থান সংসার মাঝারে।
কর্ম্মবশে জীবগণ যথা নাহি ফেরে।।
অঙ্গুলী অষ্টাংশ স্থান বিশ্বে কোথা নাই।
যথা জীবগণে নাহি দেখিবারে পাই।।

দেহ অন্তে জগতীস্থ যত জীবগণ।
দারুণ যাতনা পায় শমন সদন।।
যতেক পাপের ফল হলে অবসান।
জীবকুল করে পুনঃ ধরায় প্রয়াণ।।
কেহ নর কেহ পশু কেহ বৃক্ষ হয়।
কেহ গুল্ম কেহ লতা শাস্ত্রের নির্ণয়।।
যে কর্ম্ম করিলে জীব লভয়ে উদ্ধার।
প্রকাশিয়া কহি তাহা করিয়া বিস্তার।।
যমের অধীন জীব যাহে নাহি হয়।
বলিতেছি শুন তাহা তাপস-নিচয়।।
শঙ্কর শঙ্করী দোঁহে কৈলাস ভবনে।
একদা আছেন বসি পুলকিত মনে।।
মিষ্টভাষে শঙ্করের করি সম্বোধন।
জিজ্ঞাসিলা এই কথা ওহে ঋষিগণ।।
তাহে হর তুষ্ট হয়ে মধুর বচনে।
কহিলেন শুন দেবী অবহিত মনে।।
যমরাজ কিঙ্করেরে করি সম্বোধন।
যেই কথা বলে ছিল করহ শ্রবণ।।
যাবত প্রেতের প্রভু আমি বটে হই।
বৈষ্ণব জনের প্রভু কভু কিন্তু নই।।
বিষ্ণুভক্ত শিবভক্ত হয় যেইজন।
প্রকৃত বৈষ্ণব সেই শাস্ত্রের বচন।।
অতএব সাবধান করিনু তোমারে।
যেওনা কখন যেন বৈষ্ণব গোচরে।।
হরির শরণাগত যেই মহাজন।
তাহার সদনে নাহি যাবে কদাচন।।
প্রেত অধিপতি কিন্তু নহিত স্বাধীন।
আমারে জানিবে সবে হরির অধীন।।
দেবতা পূজিত বিধি দয়ার আধার।
দিয়াছে মোর প্রতি বিচারের ভার।।
মম প্রতি কৃপাময় গুণের বিধান।
করিতে পারেন তিনি দণ্ডের বিধান।।
কাঞ্চনে নির্ম্মিত হয় নানা অলঙ্কার।
অলঙ্কার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম তার।।
সেরূপ দেবের দেব হরি কৃপাময়।
দেব পশু আদি ভেদে নানারূপ হয়।।
ধ্বংসকালে যথা জল জলেতে মিশায়।
পৃথিবীতে পৃথ্বীরেণু যথা লয় পায়।।
তদ্রূপ দেবতা পশু মানবাদি চয়।
সকলি বিষ্ণুতে জেনো লীন হয়ে রয়।।
যাহার চরণ পদ্ম সেবে দেবগণ।
সেই হরিপদে ভক্তি করে যেই জন।।
পাতক নাহিক থাকে তাহার শরীরে।
না আনিবে কভু তারে আমার গোচরে।।
যেমন আগুনে ঘৃত দেয় সাধুজন।
তাহারে তেমনি তুমি করিবে বর্জ্জন।।
এতেক যমের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মম অনুচর পুনঃ জিজ্ঞাসে তখন।।
কেমনে চিনিব আমি হরিভক্ত জন।
কৃপা করি কহ তাহা এই নিবেদন।।
ভৃত্যের বচন শুনি শমন ধীমান।
কহিলেন শুন বলি তব বিদ্যমান।।
নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ নাহি করে যেইজন।
সুহৃদ জনেরে হেরে নিজের মতন।।
চৌর্য্যবৃত্তি জীবহিংসা যেই নাহি করে।
রাগ দ্বেষ নাহি কভু যাহার অন্তরে।।
শুনহ কিঙ্কর শুন আমার বচন।
সুজন সেজন সেই বিষ্ণু পরায়ণ।।
কাঞ্চনে নেহারে যেই তৃণের সমান।
হৃদিমাঝে নিরন্তর ভাবে ভগবান।।
শুনহ কিঙ্কর শুন আমার বচন।
সুজন সে জন সেই হরি পরায়ণ।।
সেই দেব হন বিষ্ণু তাঁর কলেবর।
স্ফটিক ভূধর সম অতীব নির্ম্মল।।
মাৎসর্য্যাদি দোষ ধরে মানব নিকর।
সে দোষে বিষ্ণুতে জেনো অনেক অন্তর।।
যথা নাহি অগ্নিতাপ থাকে শশধর।
দোষ নাহি তথা কোন হরিকলেবর।।

প্রশান্ত বিশুদ্ধচিত্ত হয় যেই জান।
মাৎসর্য্য যাহার হৃদে নাহি কদাচন।।
মিত্রতা করেন যিনি সকলের সনে।
মিথ্যা কথা ভ্রমে কভু না আনে বদনে।।
হৃদয়ে যাহার কভু নাহি অভিমান।
যাহার অন্তরে মায়া নাহি বিদ্যমান।।
তাহার হৃদয়ে রাজে হরি নিরন্তর।
বৈষ্ণব প্রধান সেই জানিবে কিঙ্কর।।
হরির বসতি যার হৃদয়-মাঝারে।
শান্ত সৌমমূর্ত্তি তুমি দেখিবে তাহারে।।
দেখদেখি মনোহর শালের চারায়।
কে না জানে ধরারস আছয়ে তাহায়।।
ওহে দূত শুন শুন আমার বচন।
যম পাশ সেই জন করেছে ছেদন।।
দিবানিশি হরিধনে ভাবে যেইনর।
অহঙ্কার পরিশূন্য যাহার অন্তর।।
অভিমান মাৎসর্য্যাদি নাহিক যাহার।
ভ্রমে নাহি যবে কভু নিকটে তাহার।।
শঙ্খ চক্র গদাধারী গোলক বিহারী।
অনাদি অব্যয় দেব ভগবান হরি।।
সেই হরি হৃদিমাঝে বিরাজে যাহার।
পাপের কণিকা দেহে না রহে তাহার।।
অন্ধকার নাহি থাকে ভাস্করে যেমন।
সুজন সেজন সেই নিষ্পাপী তেমন।।
পরধন হরি লয় যেই মূঢ়মতি।
জীব হিংসা অবহেলে করে নিরবধি।।
সবাকারে কটু কহে মিথ্যা কথা কয়।
অশুভ কাজেতে রতি সর্ব্বক্ষণ রয়।।
মলিন অন্তর কার্য্য মলিন যাহার।
নাহি থাকে হরি কভু হৃদয়ে তাহার।।
পরশুভ হেরি দ্বেষ করে যেই জন।
সদা করি সাধু নিন্দা কাটায় জীবন।।
দান নাহি করে কভু সাধুশীল জনে।
মিষ্টবাক্য কভু যেই না আনে বদনে।।

দুষ্টবুদ্ধি যজ্ঞহীন যেই অভাজন।
তাহার হৃদয়ে নাহি রহে নারায়ণ।।
পিতা মাতা দারা পুত্র তনয়া রক্ষিতে।
অথবা বান্ধব ভৃত্য সবারে পালিতে।।
বঞ্চনা করিয়া করে অর্থ উপার্জ্জন।
পাপাচারী দুরাশয় জানিবে সেজন।।
ওহে দূত শুন শুন আমার বচন।
সেই জন হরিভক্ত নহে কদাচন।।
কুকর্ম্মে নিয়ত সদা যাহার অন্তর।
সতত জঘন্য কর্ম্ম করে সেই নর।।
নীচের সংসর্গ করে যেই মূঢ়মতি।
অপকর্ম্মে পরিলিপ্ত কহে নিরবধি।।
সেই নর পশু সম জানিবে সকলে।
হরিভক্ত সেই দুষ্ট নহে কোন কালে।।
পরম পুরুষ সেই দেব নারায়ণ।
অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর নিত্য নিরঞ্জন।।
দৃশ্যমান বিশ্ব আমি আর নারায়ণ।
এ তিনে নাহিক ভেদ করি দরশন।।
এরূপ বিমল জ্ঞান হয়েছে যাহার।
কভু নাহি যেও দূত নিকটে তাহার।।
কোথা দেব বাসুদেব কোথা মহীশ্বর।
কোথা চক্রপাণি বিষ্ণো কৃপার সাগর।।
কোথায় অচ্যুত দেব দেহ দরশন।
উদ্ধার কর অধীনে ওহে নারায়ণ।।
এইরূপে সর্ব্বক্ষণ স্মরে যেইজন।
তাহার দেহেতে পাপ না রহে কখন।।
কভু নাহি যাবে দূত নিকটে তাহার।
হরিভক্তে নাহি মম কোন অধিকার।।
অনন্ত অব্যয় হরি যাহার অন্তরে।
ভক্তস্নেহবশে তথা সদাই বিহরে।।
যতদূর সেই ভক্ত করে দরশন।
বিষ্ণুচক্র ততদূর ফিরে সর্ব্বক্ষণ।।
বিষ্ণুচক্র প্রভাবেতে তোমার আমার।
বলবীর্য্য তেজ আদি হবে ছারখার।।

তাহার নিকটে যেতে নাহিক শকতি।
বৈকুণ্ঠবাসের যোগ্য সেই মহামতি।।
সংসার সাগরে সেই বিষ্ণু মাত্র সার।
তাঁহার বিহনে আর নাহিক উদ্ধার।।
কেশবে আসক্ত যার চিত্ত নিরন্তর।
কি করিব আমি তার শুনহ কিঙ্কর।।
যমদণ্ডে যমপাশে কি ভয় তাহার।
অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবার।।
এরূপ কিঙ্করে কহি শমন রাজন।
নীরব হইয়া পুনঃ মৌন ভাবে রন।।
অতএব ঋষিগণ কি বলিব আর।
একমাত্র নিরঞ্জন জগতের সার।।
মুক্তির সমান আর নাহি কিছু ধন।
ভাগ্যফল ফলে যার পায় সেইজন।।
যাঁহার আদেশে বিধি করেন সৃজন।
যাঁহার আদেশে বিষ্ণু করেন রক্ষণ।।
যাঁহার আদেশে রুদ্র করেছি সংহার।
সেই নিত্য সনাতন জগতের সার।।
মূর্ত্তিমান মোক্ষ তিনি দেব নিরঞ্জন।
তিনিই পরম ধন ওহে ঋষিগণ।।
জীবের যাতনা আর কে খণ্ডিতে পারে।
একমাত্র সেইজন বিশ্বের মাঝারে।।
সকলের মূল তিনি তিনি তত্ত্বজ্ঞান।
সর্ব্বজীবে সমভাবে তিনি বিদ্যমান।।
সকলের স্তুত্য তিনি স্তুত্য নাহি তাঁর।
অনাদি অনন্ত তিনি ব্রহ্মাণ্ড আধার।।
নিরন্তর তাঁর ধ্যান করে যেই জন।
মুক্তিপদ লভে সেই বেদের বচন।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ সদা পূজে যার।
একমনে নিরন্তর চিন্তিবে তাঁহার।।
হৃদয়-কমলে সদা করিবে চিন্তন।
যোগমার্গে আত্ম মন করি নিয়োজন।।
ইন্দ্রিয় দমন করি নিষ্কম্প হইয়া।
বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়ে সমর্পিবে হিয়া।।
কৃপাময় মূর্ত্তি হৃদে করিবে দর্শন।
মুক্তিদাতা সেই নিত্য ব্রহ্ম নিরঞ্জন।।
জ্ঞানজ্যোতি হৃদিমাঝে হইবে প্রকাশ।
ভবের যাতনা তাহে হইবে বিনাশ।।
মায়া মোহ আদি করি কিছু নাহি রবে।
আর না আসিতে তারে হবে এই ভবে।।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে সিদ্ধ মনস্কাম।
জ্যোতিরূপে যাবে চলি সেই নিত্যধাম।।
হরিপদ হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ।
বলিলাম সব কথা ওহে ঋষিগণ।।
যেই জন শুনে ইহা একান্ত অন্তরে।
সেজন পরমগতি লভয়ে অচিরে।।
ভক্তিভাবে যদি কেহ করেন শ্রবণ।
পাপতাপ শাপভয় না রহে কখন।।
যেরূপে শঙ্কর কন শঙ্করী সদন।
সেইসব কহিলাম ওহে ঋষিগণ।।
যেই ব্রহ্মা তিনি হরি তিনি ত্রিলোচন।
তিনি রুদ্র তিনি শক্তি তিনি নিত্যধন।।
তিনি সূর্য্য তিনি গ্রহ তিনি শশধর।
তিনি দিবা তিনি নিশা বিশ্বের ঈশ্বর।।
গুণভেদে মূর্ত্তি ভেদে নানা রূপ ধরি।
ভবলীলা করিছেন ভবের কাণ্ডারী।।
শুন শুন তাই বলি ওহে ঋষিগণ।
জীবের অবস্থা হৃদে করহ স্মরণ।।
নিয়ত ভাবিয়া দেখ আপন অন্তরে।
তবে ত লভিবে জ্ঞান হৃদয়ে অচিরে।।
তাহা হলে আর নাহি থাকিবে বাসনা।
অন্তরে অন্তরে সদা পূজিবে কামনা।।
পুণ্যবতী ধর্ম্মকথা পুণ্যের আকর।
যেই জন শুনে সেই অতি সাধুনর।।

নিয়তির কথা

শ্রবণ করয়ে যেবা শাস্ত্রের কাহিনী।
অথবা পালন হেতু ইচ্ছা করে যিনি।।
তাঁহার সৌভাগ্য কথা বর্ণন না হয়।
সনত-কুমার তাহা বারংবার কয়।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
মিষ্টভাষে বিধিসুতে কহেন তখন।।
কি কহিলেন মহামতি নিয়তি-বারতা।
বর্ণন করহ আর অবস্থার কথা।।
কিরূপে মানবগণ লভয়ে জনম।
বাল্যাদি অবস্থা তাঁর করহ কীর্ত্তন।।
বাক্য শুনি ঋষিদের বিধির তনয়।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়।।
জিজ্ঞাসিলে যেই কথা করিব প্রচার।
অতীব মোহন কথা অতি চমৎকার।।
এমন মোহন কথা কী আছে জগতে।
পরম গোপন ইহা কহে সর্ব্বমতে।।
নিরঞ্জন ব্রহ্ম যিনি নিত্যসনাতন।
অনন্ত অনাদি যিনি তিনি নারায়ণ।।
তেজোময় শুদ্ধনিতি তিনি জ্যোতির্ম্ময়।
চরাচরে ব্যাপ্ত তিনি তিনি সর্ব্বময়।।
মায়া নাই মোহ নাহি নাহি তাঁর আদি।
সমভাবে সর্ব্বস্থানে আছে নিরবধি।।
নির্গুণ সগুণ তিনি গুণের আধার।
কখন সাকার তিনি কভু নিরাকার।।
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি মহেশ্বর।
ভিন্ন ভিন্ন নিজগুণে তিন কলেবর।।
বিষ্ণুরূপে বিশ্বধামে করেন পালন।
ব্রহ্মারূপে সকলেরে করিছে সৃজন।।
সেই ব্রহ্মা রুদ্ররূপে করেন সংহার।
মূর্ত্তি ভেদে গুণভেদে তিনি অবতার।।
প্রলয় সময়ে সব হয়ে যায় ক্ষয়।
জলে মগ্ন বিশ্ব সৃষ্টি হয় সমুদয়।।
প্রলয়ান্তে পুনরায় ব্রহ্মারূপ ধরে।
সৃজন করেন এই বিশ্ব চরাচরে।
পুনরায় সৃষ্টি হয় স্থাবর জঙ্গম।
নদনদী বৃক্ষ আর পর্ব্বত কানন।।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি মানব কিন্নর।
ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বমত হয় চরাচর।।
এই মতে কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীবগণ।
যেমন করম ফল পাইবে তেমন।।
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিছে সংসারে।
বিধির লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে।।
যিনি ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ সনাতন।
ভুঞ্জিছেন কর্ম্মফল তিনি অনুক্ষণ।।
এই যে হেরিছ বিশ্ব সুখ দুঃখময়।
জীবের লীলার স্থল ওহে মুনিচয়।।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়ে যত জীবগণ।
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুঞ্জে অনুক্ষণ।।
যে জীব যেমন কর্ম্ম আচরণ করে।
হইবে সেরূপ তারে ফল ভুগিবারে।।
নিয়তি ইহারে কহে ওহে মুনিগণ।
শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বচন।।
নিয়তির হস্ত হতে নাহি পরিত্রাণ।
এড়াতে না পারে তারে কোন মতিমান।।
নিজকৃত কর্ম্মফল ভুগি জীবগণ।
ধরাধামে পুনরায় করে আগমন।।
কেহ গুল্ম কেহ লতা কেহ বৃক্ষ হয়।
কেহ বৃক কেহ গজ কেহ হয় হয়।।
স্থাবরত্ত্ব পেয়ে কেহ নিজ কর্ম্মফলে।
দারুণ যাতনা পায় সংসার মণ্ডলে।।

অশনি নিপাত ঝড় বৃষ্টি আদি করি।
কত দুর্ঘটনা ঘটে তাদের উপরি।।
কেহ কেহ মূল ভাঙ্গি ধরায় পড়িয়া।
স্থাবর জীবন ত্যজে যাতনা পাইয়া।।
এই দেখ কত তরু ওহে মুনিগণ।
অগ্রভাগে শোভিতেছে কে করে গণন।।
যদ্যপি প্রবল ঝড় উঠে একবার।
সমূলে পড়িয়ে তবে হবে ছারখার।।
বজ্রপাত হয় যদি উপরে উহার।
পুড়িয়ে তখনি বৃক্ষ হবে ছারখার।।
দাবানল ঘটে যদি বনের ভিতর।
দগ্ধীভূত হয়ে যাবে যত বৃক্ষ বর।।
এই হেতু শুন যত মুনি মতিমান।
নিয়তির হস্তে কভু নাহি পরিত্রাণ।।
মহাউচ্চ বৃক্ষগণ আকাশে উঠিয়া।
স্পর্শিতেছে চন্দ্র সূর্য্য জলদ লঙ্ঘিয়া।।
ঝড় বজ্র দাবানল হইলে ঘটন।
হেরিতে হেরিতে হবে সব বিনাশন।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন মুনিচয়।
জীবিকা শকতি সবে উপস্থিত হয়।।
বিনাশ নাহি তাহার জানিবে কখন।
এদেহ ত্যজিয়া করে অন্যেতে গমন।।
হয়ত পাদপ দেহ ত্যজিয়া শকতি।
পশুযোনি রূপে পুনঃ করে অবস্থিতি।।
পশুরূপে ধরে দেহ এইত ধরায়।
বনে বনে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায়।।
ফল মূল মাংস আদি করিয়া ভক্ষণ।
কোন রূপে রাখে তারা আপন জীবন।।
দুর্ব্বল জীবের প্রতি করে অত্যাচার।
ক্ষুধাতৃষ্ণা বশে সদা করে হাহাকার।।
ক্ষুধার দারুণ বেগ না সহে যখন।
দুর্ব্বল জীবের প্রাণ বিনাশে তখন।।
সেই পাপ তার দেহে হইয়ে সঞ্চার।
পুনরায় কত কষ্ট দেয় অনিবার।।

অবশেষে তেয়াগিয়া সেই কলেবর।
অপর যোনিতে গিয়া জন্মে ধরাপর।।
ক্ষুদ্র-যোনি হয়ে তারা সংসারেতে যায়।
সলিল মৃত্তিকা খেয়ে জঠর পোরায়।।
এইরূপে কত কষ্ট পেয়ে অনিবার।
কর্ম্মফলে সেই দেহ ত্যজে আপনার।।
গ্রাম্যপশু হয়ে পরে ভূমিতলে আসি।
মনের দুঃখেতে সদা কাটে দিবানিশী।।
সুখের কণিকা মাত্র তারা নাহি পায়।
নির্দ্দয় মানবগণ কত কষ্ট দেয়।।
দড়িতে বাঁধিয়া তারা করে আকর্ষণ।
কষ্টের কথা কি কব ওহে মুনিগণ।।
দারুণ প্রহারে তারা জীবন হারায়।
নতুবা মৃতের প্রায় পতিত ধরায়।।
কি করিবে নাহি শক্তি ক্ষুদ্র কলেবর।
সকল প্রভুর ন্যায় মানব সকল।।
হীন বল পশু হয়ে কি করিতে পারে।
মনের বিবাদ রাখে অন্তর ভিতরে।।
ডাকে কোথা ওহে হরি ওহে কৃপাময়।
রক্ষ রক্ষ পরমেশ আর নাহি সয়।।
তাহাদের দুঃখ চক্ষে করিলে দর্শন।
সাধুর হৃদয় ফাটে ওহে ঋষিগণ।।
নানা যোনি এই রূপে করে বিচরণ।
তারপর নরজন্ম ধরে সেই জন।।
কিন্তু নাহি ঘটে তাহা অদৃষ্টে সবার।
সেইজন লভে ফল ভাগ্যফল যার।।
পশুযোনি ধরি যদি কভু কোন জন।
কোনরূপে কিছু করে পুণ্য উপার্জ্জন।।
মানব জন্ম তাহলে হইবে তাহার।
নতুবা যেমন কষ্ট সেই কষ্ট সার।।
দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম নাহিক সংশয়।
তেমন উত্তম জন্ম সহজে কি হয়।।
যারা যারা পশুযোনি করি পরিহার।
মনুষ্য আকারে আসি ধরণী মাঝার।।

বিন্দুমাত্র মনসুখ তারা নাহি পায়।
সহে তারা কত দুঃখ কি কব কথায়।।
জন্মে তারা নিচকুলে দরিদ্র হইয়ে।
কষ্ট পায় সর্ব্বক্ষণ অর্থ লাগিয়ে।।
নিজ কর্ম্মফলে ক্রমে উচ্চপদ পায়।
কত জন্ম পরে তারা উচ্চ কুলে যায়।।
ব্যাধরূপে প্রথমতঃ জন্মে দুরাচার।
সে দেহ ত্যজিয়া পরে হয় চর্ম্মকার।।
তদন্তে চণ্ডাল পরে কুম্ভকার হয়।
স্বর্ণকার রূপে শেষে জনম লভয়।।
তন্তুবায় আদি করি কত কুলে জন্মে।
কত কষ্ট পায় তারা না যায় কথনে।।
রোগে শোকে সদাকাল জীবন কাটায়।
দরিদ্র হইয়া কষ্ট অর্থের জ্বালায়।।
কেহ কানা কেহ খোঁড়া কেহ কালা হয়।
এক হস্ত পদহীন হয়ে কেহ রয়।।
কর্ম্মফল নিজকৃত ভুঞ্জিবার তরে।
মানবরূপে কত কষ্ট পেয়ে নিরন্তরে।।
আঘাতে পাইয়া শিক্ষা জীব অতঃপর।
ধর্ম্মের উপর দৃষ্টি যদি করে নর।।
তবেত উন্নত বংশে জনম ধরিবে।
নতুবা কালের হাতে পুনশ্চ পড়িবে।।
মন দিয়া ঋষিগণ করহ শ্রবণ।
যেইরূপে নরকুল ধরয়ে জনম।।
সহবাস ঘটে যবে রমণী পুরুষে।
জরায়ুতে নর-শুক্র অমনি প্রবেশে।।
সেই শুক্রে জীবগণ হয় উৎপাদন।
বিধির লিখন ইহা কে করে খণ্ডন।।
জড়ায়ু ভিতরে জীব করি অবস্থান।
বিধির কৃপায় ক্রমে হয় বর্দ্ধমান।।
শুক্র রক্ত দুই ক্রমে হইয়া মিশ্রিত।
ক্রমে ক্রমে জীবাকৃতি হয় সংঘঠিত।।
পাঁচ দিন মধ্যে হয় কলহ সঞ্চয়।
পলল উৎপন্ন তার অর্দ্ধমাসে হয়।।
প্রাদেশ প্রমিত হয় পূর্ণমাস হলে।
চৈতন্য সঞ্চার ক্রমে কিয়দ্দিন হলে।।
জননী উদরে জীব করি অবস্থিতি।
দারুণ যাতনা লভে নাহিক অবধি।।
সহিবারে নারি জীব জঠর যাতনা।
ঘুরে ফিরে নড়ে চড়ে কে করে বর্ণনা।।
পুরুষ আকৃত হয় দুই মাস পরে।
হস্ত চিহ্ন দেখা দেয় তিন মাস গেলে।।
পদাদি যতেক অঙ্গ ক্রমে সব হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়।।
ক্রমে ক্রমে যবে হবে গত চারিমাস।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্পষ্ট হইবে প্রকাশ।।
পঞ্চমাস গত পরে হইবে যখন।
নখাদির চিহ্ন যত হইবে দর্শন।।
ষষ্ঠমাসে নখরেখা স্পষ্টিভূত হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বিধির নির্ণয়।।
সপ্তমাস যবে গত হয় মুনিগণ।
রোমের যাবৎ চিহ্ন হয় নিরীক্ষণ।।
অষ্টমাসে তার পর সমাগত হলে।
সমপূর্ণ চৈতন্য পায় আসিয়া উদরে।।
নাভি সূত্র ডোরে শিশু পোষ্যমান হয়।
মূত্রসিক্ত হয়ে সদা উদরেতে রয়।।
কটু অম্ল আদি করি পদার্থ নিকর।
রসরূপে যায় যাহা জননী জঠর।।
তাহাতে যাতনা পায় শিশু মহামতি।
সর্ব্বক্ষণ চিন্তে গর্ভে করি অবস্থিতি।।
কত চিন্তা মনে মনে সমুদিত হয়।
চিন্তি চিন্তি ক্রমে হয় কাতর হৃদয়।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই খেদ করে।
কি করিলে ওহে বিধি অধম উপরে।।
নারকী অধম আমি অতি দুরাচার।
কত জীবে বিনা দোষে করেছি সংহার।।
অভিমানে মত্ত হয়ে পুরাবারে আশ।
করেছি জীবের আমি কত সর্ব্বনাশ।।

কত জীবে বিনা দোষে করেছি সংহার।
হরিয়া লয়েছি কত মণি মুক্তাহার।।
সবলেতে ধনধান্য করেছি হরণ।
কত যে করেছি পাপ কে করে গণন।।
পরস্ত্রী হরেছি কত কেবা সংখ্যা করে।
কত বেদনা দিয়েছি জীবের অন্তরে।।
অনুতাপে দগ্ধ এবে হতেছে অন্তর।
জঠর যাতনা সয়ে আছি নিরন্তর।।
নিজ কর্ম্মফলে ভোগ হতেছে এখন।
দহিতেছি মনোগুণে এবে অনুক্ষণ।।
কত শত যোনি আমি করি বিচরণ।
মানব হইয়া দেহ ধরিনু এখন।।
তথাপি করমফল হতেছে ভুঞ্জিতে।
জঠর যাতনা আর না পারি সহিতে।।
জরায়ু বেষ্টিত হয়ে জননী জঠরে।
ভোগিতেছি কত কষ্ট কে বলিতে পারে।
ব্যাথার ব্যথিত আর নাহি কোন জন।
যেমন করম ফল পেতেছি তেমন।।
দারুণ যাতনা প্রাণে নাহি সহে আর।
রক্ষ রক্ষ পরমেশ রক্ষ এইবার।।
পুষেছিনু দারা পুত্র কত কষ্ট করি।
এখন কোথায় তারা মোরে পরিহরি।
নিজ নিজ কর্ম্ম ফলে তাহারা এখন।
যথায় যাহার স্থান করিল গমন।।
দারুণ পাতকী আমি থাকিয়া জঠরে।
সহিতেছি কত কষ্ট অন্তরে অন্তরে।।
দেহ ধরি নাহি সুখ জানিনু এবার।
দেহী হয়ে সদা দুঃখ ভোগ অনিবার।।
পাপ হতে জন্মে দেহ জানিনু নিশ্চয়।
দেহী হয়ে সদা দুঃখ সেই জন্য হয়।।
দেহ ধরি কেহ যেন ধরণী মাঝারে।
ভ্রমেও পাতক নাহি কোনরূপে করে।।
পূর্ব্বজন্মে দারাপুত্র করিতে পালন।
পাপ করেছি কত যে কে করে গণন।।

এখন জানিনু সেই পাতকের ফলে।
দারুণ যাতনা পাই জননী জঠরে।।
জরায়ুতে বন্দী হয়ে আছি সর্ব্বক্ষণ।
অবিরল অশ্রুধারা হতেছে পতন।।
মনানলে দহিতেছি কি করিব আর।
কারে বলি কে দেখিবে যাতনা আমার।।
দারুণ পাষন্ড আমি অতি নরাধম।
হতভাগ্য আর কেবা আছে মম সম।।
জন্মান্তরে পরশুভ করি দরশন।
হিংসায় নিয়ত হতো হৃদয় দহন।।
এখন তাহার ফল ভুগি অনিবার।
জরায়ুতে বদ্ধ হয়ে করি হাহাকার।।
পূর্ব্বজন্মে একমনে অহঙ্কার ভরে।
দৌরাত্ম্য করেছি কত পরের উপরে।।
সেই পাপ ফলে আজি হইয়া একাকী।
ভুঞ্জিতেছি কত কষ্ট জঠরেতে থাকি।।
গর্ভমধ্যে এই রূপে অবস্থান করি।
নিজকৃত কর্ম্মফল মনে মনে স্মরি।।
জঠর যাতনা নাশ করিবার তরে।
একমনে ডাকে সেই জগৎ ঈশ্বরে।।
কোথা হরি এসো ওগো এসো একবার।
বিষম সঙ্কট হতে রক্ষ এইবার।।
বিপদ উদ্ধারকারী তব নাম হরি।
জীবের জীবন তুমি ভবের কাণ্ডারী।।
কিবা রক্ষ কিবা যক্ষ কিবা সুরগণ।
সর্ব্বক্ষণ চিন্তে হৃদে তোমার চরণ।।
এইরূপে থাকি শিশু জননী জঠরে।
কায়মনে ডাকে সেই বিশ্বের ঈশ্বরে।।
প্রসব সময় যবে উপনীত হয়।
অপূর্ব্ব বিধির লীলা শুন মুনিচয়।।
ব্রহ্মবায়ুবশে শিশু মহাকষ্ট পায়।
কাতর হৃদয় সদা যাইতে ধরায়।।
পুনরায় কর্ম্মপাশে বন্দীভূত হবে।
বিধির লিখন বল কে আর খণ্ডাবে।।

জননীরে বহু ক্লেশ করিয়া অর্পণ।
যোনি মার্গ দিয়া শিশু হয় নিঃসরণ।।
অতিকষ্টে যোনি মার্গে বাহির হইলে।
বহির্বায়ু স্পর্শ হয় তাহার শরীরে।।
তাহাতে সজীব হয় জীবের জীবন।
পূর্ব্বকথা যায় ভুলি অমনি তখন।।
কোথা শোক কোথা দুঃখ কিছু নাহি রয়।
মায়াবশে বিমোহিত সেই শিশু হয়।।
বিষম বিপদে জীব পড়ে পুনর্ব্বার।
ভবের গতিই এই কিবা বলি আর।।
ভুমিষ্ঠ হইয়া শিশু জঠর হইতে।
দিন দিন থাকে শশী সমান বাড়িতে।।
তখন তাহার কিছু নাহি থাকে জ্ঞান।
কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম পাপ অনুষ্ঠান।।
সম্মুখেতে পায় যাহা তাহাই ধরিয়া।
নির্ভয় হৃদয়ে দেয় বদনে পুরিয়া।।
কিবা মল কিবা মূত্র কিবা ভুজঙ্গম।
কিবা ভেক যাহা কিছু করে দরশন।।
নির্ভয়ে সেসব ধরি মুখে পুরি দেয়।
যাহা কিছু দেখে তাহা ধরিবারে যায়।।
মল মূত্র কিছু বোধ নাহি থাকে তার।
নিজ মূত্র নিজ মল করয়ে আহার।।
কত রোগ কত পীড়া তাহার জনমে।
তথাপি করয়ে ক্রীড়া আনন্দিত মনে।।
আধ্যাত্মিক রোষ কভু বহুকষ্ট পায়।
আধিভৌতিকেতে কত বলা নাহি যায়।।
আধিদৈবিকেতে কষ্ট লভয়ে কখন।
কত কষ্ট কত মতে কে করে গণন।।
রোগের যাতনা কভু প্রকাশিতে নারে।
কিন্তু শিশু মূঢ়মতি বাক্য নাহি সরে।।
যখন পিপাসা পায় কিম্বা ক্ষুধা হয়।
রোদন করিয়া হয় কাতর হৃদয়।।
তাহার জননী ভাব করি দরশন।
অনুমানে সন্তানেরে করেন সান্ত্বন।।

রোদন দেখিয়া মাতা করি অনুমান।
ঔষধ রোগের যথা করয়ে প্রদান।।
ক্ষুধাতৃষ্ণাবশে যবে করয়ে রোদন।
দুগ্ধ ক্ষীর আদি দিয়া করে নিবারণ।।
ক্রমে ক্রমে হয় বল শিশুর শরীরে।
এক দুই পা করি চলে ধীরে ধীরে।।
তাহা দেখি মোহে মুগ্ধ যত জীবগণ।
বলিহারী যাই বিধি তোমার লিখন।।
তখনো নাহিক হয় জ্ঞানের উদয়।
নির্ভয়ে চলিয়া যায় যথা ইচ্ছা হয়।।
যাহা ইচ্ছা তাহা ধরি করয়ে ভোজন।
ধূলা কাদা জল অঙ্গে দেয় অনুক্ষণ।।
মলমূত্র দেখি ঘৃণা নাহি থাকে তার।
আপন ইচ্ছায় তথা করয়ে বিহার।।
ধূলায় কাদায় সদা বিচরণ করি।
শিশু সহ করে খেলা দিবা বিভাবরী।।
শিশুগণ সহ সদা মারা মারি করে।
পরের অনিষ্ট করে নির্ভয় অন্তরে।।
জনক জননী শুনি এতেক বচন।
প্রবোধ বচনে তারে বুঝান তখন।।
নিষেধ করিয়া কন মধুর বচনে।
নাহি যেও বৎস আর অন্যের ভবনে।।
শিক্ষার কারণ দেন গুরুর আগারে।
ইচ্ছা নাহি করে শিশু বিদ্যা শিখিবারে।।।
জনক জননী তাহে শিক্ষক যে আর।
শিক্ষার কারণে তাহে করেন প্রহার।।
কাজে কাজে সেই শিশু সুখ নাহি পায়।
মনের বিষাদে শিশু জীবন কাটায়।।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে শৈশব ক্ষয়।
অতীত হইয়া হয় যৌবন উদয়।।
যৌবনের স্ফুর্ত্তি হয় তাহার শরীরে।
শৈশবের ভাব লুপ্ত হয় একেবারে।।
এখন অজ্ঞান আর শিশু নাহি রয়।
ধীরে ধীরে পায় জীব জ্ঞান পরিচয়।।

যৌবন সহায়ে হয় অতিবিচক্ষণ।
মুর্খ হয়ে ভবে কেহ করে বিচরণ।।
ক্রমে তার স্কন্ধে পড়ে সংসারের ভার।
কাজে কাজে অর্থ চিন্তা লাগে চমৎকার।।
অর্থের কারণ ভ্রমে যথায় তথায়।
অর্থ উপার্জ্জন হেতু কত কষ্ট পায়।।
তদবধি চিন্তাকীট তাহার শরীরে।
প্রবেশিয়া দেহ তার জ্বর জ্বর করে।।
বহুকষ্টে যত ধন করে উপার্জ্জন।
দ্বিগুণ লালসা বাড়ে তাহার তখন।।
নাহিক সুখের লেশ দুঃখ নিরন্তর।
ক্রমে ক্রমে হয় জীব ধনের ঈশ্বর।।
তস্করেতে পাছে তাহা করয়ে হরণ।
ভাবিয়া নিয়ত তার স্থির নহে মন।।
যত ধন বাড়ে তত ইচ্ছা বলবতী।
তাহার হৃদয়ে চিন্তা বাড়ে নিরবধি।।
ধনের উপরে ধন করি উপার্জ্জন।
অতুল ধনের পতি হইল তখন।।
মনে সাধ তথাপি নাহি মিটে তার।
দিবানিশি ধন চিন্তা করে বারবার।।
ক্রমে গর্ব্ব হিংসা আসি সেই জনে ঘেরে।
অহঙ্কার আসি মত্ত করে একেবারে।।
জন্মান্ধ হইয়া পড়ে সেই মূঢ়জন।
পরধনে লোভ তার জন্মে অনুক্ষণ।।
পরনারী যদি কভু নয়নেতে পড়ে।
কামমদে মত্ত হয়ে অমনি শিহরে।।
ঘৃণিত কুকর্ম্ম কত করে সেইজন।
বিষম মানব দেহ বিষম যৌবন।।
দেখিতে দেখিতে যায় যৌবন সময়।
চিরদিন সমভাবে কিছু নাহি রয়।।
পুত্র পৌত্র ক্রমে জন্মে বহুজন।
কত পোষ্য ক্রমে ক্রমে বাড়ে অগণন।।
প্রবীন সময় ক্রমে করে আগমন।
তথাপি তিলেক সুখী নহে সেইজন।।

পুত্রমুখ মনে ছিল করি দরশন।
সংসারে যত জ্বালা হবে বিনাশন।।
দুর দৃষ্ট বশে তাহা না ঘটিল আর।
হইল যাতনা মাত্র নিরন্তর সার।।
হয়ত তাহার পুত্র পৌত্র আদি করি।
কর্ম্মবশে অকালেতে গেল যমপুরী।।
দুরন্ত কৃতান্ত সবে করিল সংহার।
দুঃখের অবধি আর না রহিল তার।।
মনের সন্তাপে শেষে কাতর হইয়া।
করিতে লাগিল খেদ বহু বিলাপিয়া।।
গৃহকর্ম্ম আগে যদি হতো বিবেচনা।
অন্তিমে না পেতে হতো ঈদৃশ যাতনা।।
নিজের করম দোষে এদশা ঘটিল।
পাপের উচিত ফল বিধাতা অর্পিল।।
অপকর্ম্মে বহুধন করিনু নিঃশেষ।
এখন যাতনা কত পেতেছি অশেষ।।
বহুদূরে আছে মম বন্ধু আদিগণ।
কি বলে তাদের কাছে করিব গমন।।
ধন ধান্য কিছুমাত্র মমগৃহে নাই।
উপায় ভাবিয়া কিছু স্থির নাই পাই।।
কত অশ্ব কত ধেনু মম গৃহে ছিল।
কালবশে পাপবশে সবকোথা গেল।।
দারুণ দুর্গতি মম হবে এইবার।
উপায় ভাবিয়া কিছু নাহি হেরি আর।।
বার্ধক্য অবস্থা মোর রুগ্ন কলেবর।
উপযুক্ত পুত্র কটি গেল যম ঘর।।
মম পত্নী পুত্রশোকে অতি দুঃখমতি।
তাহাতে কাহার ক্রোড়ে শিশুপুত্র অতি।।
অর্থ নাই কড়ি নাই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ।
কি করিব কোথা যাব ব্যাকুলিত মন।।
কৃষিকার্য্য যত কিছু ছিল সমুদয়।
মম অত্যাচারে সব হয়ে গেল লয়।।
যে কয়টি পুত্রগণ আছয়ে জীবিত।
অনাহারে কষ্ট পেয়ে মরিবে নিশ্চিত।।

কেহ নাহি বান্ধব নিকটে আমার।
মম প্রতি নাহি কারো কৃপার সঞ্চার।।
দেশের নৃপতি যিনি ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রতিকুল তিনি মোরে স্বভাব কারণ।।
বিফল জীবনে মম না হেরি উপায়।
কি করিব নাহি স্থির যাইব কোথায়।।
আমার জীবনে ধিক্ ধিক্ শতবার।
বিফল জীবন ধরি কিবা ফল আর।।
এইরূপে বহু চিন্তা প্রবীণ বয়সে।
বার্ধক্য আসিয়া ক্রমে শরীরে প্রবেশে।।
জরা আসি অঙ্গ ঘেরে শুভ্রবর্ণকেশ।
গলিত গায়ের মাংসে কি বলি বিশেষ।।
দন্তহীন অন্ধপ্রায় শ্রবণ বিহীন।
শয্যাগত ক্রমে তনু ক্রমে হয় ক্ষীণ।।
অঙ্গের যতেক শোভা সব দুর হয়।
শ্রী বিহিন জড়পিণ্ড সম হয়ে রয়।।
ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয় হেরিতে হেরিতে।
বড় বড় শির উঠে ক্ষীণ শরীরেতে।।
শ্বাস কাস দেহে আসি প্রবেশ তখন।
হাঁটিতে শকতি আর না রহে কখন।।
যষ্ঠির উপরে মাত্র করিয়া নির্ভর।
বহুকষ্টে যায় দুই ত্রিপাদ অন্তর।।
তাহা শ্রম বোধ করি ধরাতলে পড়ে।
অবরুদ্ধ শ্বাসে যেন ছটফট করে।।
যখন সবল ছিল সেই অভাজন।
পুত্রগণে কত কষ্টে করেছে পালন।।
সেই পুত্রগণ আজি অতি দুরাচার।
দুর্ব্বল পিতার প্রতি করে অত্যাচার।।
বিরক্ত হইয়া কত কটুকথা কয়।
অবহেলা করে তার বাক্য সমুদয়।।
সদাবলে বুড়ো বাপ কেন নাহি মরে।
পাঠায়েছে বিধি এরে কি হেতু সংসারে।।
পুত্রের বচন শুনি হয়ে জ্বালাতন।
মনের দুঃখেতে বৃদ্ধ করয়ে রোদন।।

কোথা যম নিরোদয় এসো একবার।
অধমেরে অবিলম্বে করহ সংহার।।
দারুণ বচন বাণ না সহে পরাণে।
জুড়াইব কবে গিয়া শমন ভবনে।।
এইরূপে মুখে দুঃখ করে সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু বাঞ্ছা কিছুদিন ধরয়ে জীবন।।
মনে ভাবে যদি আমি ত্যজি কলেবর।
অনাহারে পুত্রগণ মরিবে সকল।।
কিরূপে করিবে সবে অর্থ উপার্জ্জন।
কাহার সমীপে গিয়া মাগিবেক ধন।।
প্রাণসমা প্রিয়তমা দাঁড়াবে কোথায়।
কোথা যাবে কী করিবে না পাবে উপায়।।
কত চিন্তা এই রূপে করি বৃদ্ধজন।
দেখিতে দেখিতে আসে সমীপে শমন।।
ঘন ঘন শ্বাস বহে কথা নাহি সরে।
মনের বাসনা যত মিশায় অন্তরে।।
ভীষণ যমের দূত নিকটেতে আসি।
যম-আজ্ঞা প্রতীক্ষিয়া রহে দিবানিশি।।
দেহের জ্বালায় স্থির না রহে তখন।
ক্ষণে বসে ক্ষণে উঠে কখন রোদন।।
ছট্‌ফট্ করি বুড়া চারিদিকে চায়।
দারুণ যাতনা পেয়ে বদন শুকায়।।
পিপাসায় ফাটে বুক চক্ষে বহে নীড়।
পান হেতু জল চাহে হইয়া অস্থির।।
ঘন ঘন চাহে জল অতি ক্ষীণস্বরে।
কেবা জল দেয় তারে কেবা চাহে ফিরে।।
অবশ হইয়া পড়ে ক্রমে বাক্য হীন।
জ্যোতিহীন হয় চক্ষু ক্রমে তনুক্ষীণ।।
হেরিতে না পারে কিছু সেই বৃদ্ধজন।
বিকট কৃতান্তে শুধু হেরিবে তখন।।
মনেতে বাসনা কথা কহিবে সজনে।
কিরূপে কহিবে কথা না সরে বদনে।
জড়তা আসিয়া তার রসনা রোধিবে।
মনের বাসনা তার মনেতে মিশাবে।।

নয়ন বহিয়া জল পড়িবে তখন।
তথাপি ধনের মায়া হইবে স্মরণ।।
গৃহ পুত্র কোথা রহে চিন্তিয়া কাতর।
চৈতন্য বিহীন ক্রমে হবে সেই নর।।
ঘড়ঘড় কণ্ঠস্বর হইবে তখন।
প্রাণপক্ষী দেহ ছাড়ি করিবে গমন।।
অনিত্য ঘৃণিত দেহ বোঝামাত্র সার।
সে দেহ পাইয়া দেহী করে অহংকার।।
শুনিলে সকল কথা ওহে ঋষিগণ।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।।
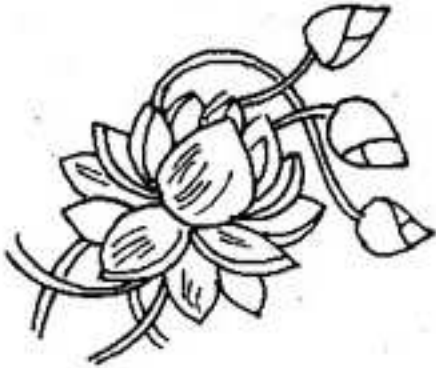
মৃত্যুর পর পরিণাম

সনতকুমার বলে সব কহিলাম।
দেহতত্ত্ব কথা আর জীব পরিণাম।।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ আমারে।
প্রকাশিয়া শাস্ত্রকথা বলিব সবারে।।
ঋষিগণ এত শুনি প্রফুল্ল অন্তরে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সনতকুমারে।।
মুখে তব শুনি সব লভিলাম জ্ঞান।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা বলহ ধীমান।।
দেহ অন্তে কিবা ঘটে করহ বর্ণন।
শুনিবারে সেই কথা অতি আকিঞ্চন।।
এত শুনি ধীরে ধীরে বিধির তনয়।
কহিলেন শুন বলি ওহে মুনিচয়।।
পূর্ব্বরূপী দেহী দেহ দিলে বিসর্জ্জন।
যমদূত আসে তথা অতি বিভীষণ।।
ঘোর দৃশ্য সবে অতি বিকট আকার।
নাহি দয়া নাহি মায়া কঠিন ব্যাপার।।
পাশেতে বান্ধিয়া জীবে করি আকর্ষণ।
আনন্দে লইয়া যায় শমন ভবন।।
কটুবাক্য কহে কত কে করে গণনা।
দারুণ প্রহারে দেয় কঠিন যাতনা।।
যমপুরে প্রবেশিয়া নরকের কূপে।
ফেলিয়া দারুণ কষ্ট দেয় নানারূপে।।
যাতনা পাইয়া যদি উঠে সেই নর।
বিশাল মুগুর মারে মস্তক উপর।।
তখন সহায় বল কেবা হবে আর।
যন্ত্রণা হেরিয়া কৃপা জন্মিবে কাহার।।
একাকী আসিতে হয় এই ধরাধামে।
তেমতি একাকী যাবে শমন ভবনে।।
সঙ্গে কেহ যাবে নাক ত্যজিলে জীবন।
তার সহ ফল ভোগী না হবে কখন।।
অহরহ এইরূপে সংসার মাঝার।
জন্মিতেছে মরিতেছে জীব অনিবার।।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফল যত জীবগণ।
তিলার্দ্ধতরেতে নহে সচেতন ঘন।।
তিমিরে আবৃত সদা হয়ে জীবচয়।
ভবের বিচিত্র গতি না করে নির্ণয়।।
দারুণ মায়ার জালে বন্দীভূত হয়ে।
নিয়ত বিপথে যায় ধরম ছাড়িয়ে।।
মায়াবশে পড়ে জীব সংসার মাঝার।।
নরক ভোগের ভোগী হয় মাত্র সার।।
অধিক কি বলি আর তাপস-নিকর।
মায়াজাল না কাটিলে সকলি বিফল।।
মায়াজাল ছিন্ন করা সহজে না হয়।
মায়াই দুস্তর অতি বিদরে হৃদয়।।
সে মায়া কাটিতে হলে চাই তত্ত্বজ্ঞান।
অনায়াসে পাবে তবে ভবের সন্ধান।।
যখন শরীরে হবে জ্ঞানের উদয়।
আপনা আপনি মায়া হয়ে যাবে লয়।।
শুন শুন অতএব ওহে ঋষিগণ।
আপন মঙ্গল বাঞ্ছা করে যেইজন।।

সংসার কানন মাঝে দাবানল হতে।
উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করে যার চিতে।।
তত্ত্বজ্ঞান প্রথমেতে করিবে অর্জ্জন।
তবেত পাইবে ত্রাণ সেই মহাজন।।
তত্ত্বজ্ঞান যার হৃদে সমুদিত হয়।
তাহার হৃদয়ে নাহি থাকে ভব-ভয়।।
জ্ঞান বলে সেইজন পরিত্রাণ পায়।
অন্তিমে পরম পদে সদানন্দে যায়।।
তত্ত্বজ্ঞানহীন যেই সংসার মাঝারে।
মায়ামুগ্ধ বলে সবে পশু সম তারে।।
কতকাল কত যোনি করিয়া ভ্রমণ।
অবশেষে ধরে জীব মানব জনম।।
দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে মূঢ়মতি।
ঈশ্বরে সতত যদি না রহে ভকতি।।
তার সম অভাজন কেবা আছে আর।
পরম বিমূঢ় সেই অজ্ঞান অসার।।
বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।
মানব জীবন শুধু অশিব কারণ।।
নেত্রমাঝে বিরাজিছে সতত ঈশ্বর।
তাঁহারে তথাপি নাহি ভাবে মূঢ়নর।।
অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ হয়ে অনিবার।
মনে মনে তাঁরে নাহি ভাবে একেবার।।
কাজে কাজে মহাকষ্ট পায় মূঢ়নর।
যাতনা অশেষ হয় দুর্গতি বিস্তর।।
চিনিতে পারিত যদি জগত ঈশ্বরে।
তবে কি ডুবিত নর নিরয় মাঝারে।।
পূঁজ রক্তময় দেহ করিয়া ধারণ।
অহঙ্কারে মত্ত সদা রহে নরগণ।।
মনে মনে তারা নাহি ভাবে একবার।
সকলি হবে অন্তিমে সমূলে সংহার।।
দেহ অন্তে কিবা হবে যমের আগারে।
ভ্রমে নাহি ভাবে কভু আপন অন্তরে।।
নরকের কথা নাহি করয়ে চিন্তন।
পাপ পুণ্য সব যেন হয় বিস্মরণ।।

কারে পাপ বলা যায় মহাপাপবলে।
বিবেচনা কিছু নাহি করয়ে অন্তরে।।
কিবা ধনী কিবা মানী কিবা দুঃখীজন।
ঈশ্বর সমীপে সবে সমদরশন।।
করম উচিত ফল ভুঞ্জিতে হইবে।
কাহার শকতি নাহি তাহারে খণ্ডিবে।।
অতএব কি বলিব ওহে ঋষিগণ।
শ্রীহরির পদে সদা রাখিবেক মন।।
শ্রীহরি হরণ করে মায়ামোহ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব।।

মহাপাপাদি বর্ণন

অতএব মায়ামোহ ত্যজি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব হরিভক্তি করুন সন্ধান।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে যত তাপস নিকর।
শুন শুন বিধিসুত ওহে মুনিবর।।
পাপপুণ্য কথা তুমি বলিলে এখন।
মহাপাপকথা এবে কৈলে উত্থাপন।।
ইঙ্গিতে নরক কথা করিলে বর্ণনা।
ওইসব শুনিবারে মোদের কামনা।।
ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপেতে নরক বর্ণন।
করিয়াছ সবাপাশে ওহে মহাত্মন।।
সেই কথা বিস্তারিয়া কহ পুনর্ব্বার।
কারে বলে মহাপাপ ওহে গুণাধার।।
এতশুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে।
কহিতে লাগেন পুনঃ তাপস নিকরে।।
ঋষিগণ শুন শুন করিব বর্ণন।
একমনে শুদ্ধ মনে শুনহ এখন।।

শক্তি শিব সূর্য্যে বিষ্ণু আর গজানন।
ইহাদের পাঁচে ভেদ নাহিক কখন।।
ইহাদের ভিন্ন বোধ করে যেইনর।
ব্রহ্মঘাতী বলি সেই খ্যাত চরাচর।।
স্বমাতা বিমাতা আর গুরুর নন্দন।
এসবে প্রভেদ জ্ঞান করে যেইজন।।
ম্লেচ্ছগণে বিপ্রসম অনুভব যার।
ব্রহ্মঘাতী বলি সেই বিখ্যাত সংসার।।
আদ্যা শক্তি দুর্গা দেবী বিশ্বের জননী।
সর্ব্বদেবময়ী তিনি নিত্য সনাতনী।।
তাঁরে নিন্দা করে ভবে যেই অভাজন।
ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই শাস্ত্রের লিখন।।
বসুধা খনন করে অম্বুবাচী দিনে।
ভক্তিমাত্র নাহি যার পিতৃমাতৃ জনে।।
পুত্র দারা নাহি পালে করিয়া যতন।
ব্রহ্মহত্যা পাপী সেই শাস্ত্রের বচন।।
বংশ রক্ষা হেতু যেই বিবাহ না করি।
নিয়ত ভ্রমণ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরি।।
ভক্তিভাবে শিবলিঙ্গে যেবা নাহি পূজে।
ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই মানব সমাজে।।
সুরাপায়ী ব্রহ্মঘাতী হয় যেই জন।
চৌর্য্যবৃত্তি করি করে সংসার পালন।।
মহাপাপী বলি তারা বিদিত ধরায়।
তাদের পাপের ফল বলা নাহি যায়।।
বেতন লইয়া যেবা করয়ে বঞ্চন।
মহাদুখে পড়ে সেই নর অভাজন।।
বেদাদি বিক্রয় করে উদরের তরে।
ব্রহ্মঘাতী পাপী বলি খ্যাত চরাচরে।।
প্রলোভন প্রদর্শিয়া যেই দুরাচার।
বিপ্রজনে লয়ে যায় আপন আগার।।
অবশেষে প্রবঞ্চনা করে যেই জন।
ব্রহ্মঘাতী পাপী সেই শাস্ত্রের বচন।।
জল হেতু গাভী যবে যায় সরোবরে।
যেই জন বাধা দেয় পথের ভিতরে।।

অথবা ব্রাহ্মণ যবে স্নানের কারণ।
দ্রুতপদে জলাশয়ে করিছে গমন।।
তাহারে তখন বাধা দেয় যেই জন।
ব্রহ্মহত্যাপাপী সেই শাস্ত্রের বচন।।
শাস্ত্র আদি নাহি জানি যেই দুরাচার।
নানা মতে তর্ক করে করি অহঙ্কার।।
ব্রহ্মঘাতী পাপী তারে সকলেই কয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
বিপ্রজনে নিন্দা করে যেই অভাজন।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে রহে অনুক্ষণ।।
শাস্ত্রদ্বেষী হয়ে সদা মিথ্যা কথা কয়।
ব্রহ্মঘাতী পাপী সেই নাহিক সংশয়।।
আপনি পণ্ডিত বলি করে অভিমান।
ধনগর্ব্বে গর্ব্বী হয়ে করে অবস্থান।।
ব্রহ্মঘাতী বলি সেই বিদিত ভুবনে।
কহিলাম সত্য সত্য সবার সদনে।।
পরের সুখেতে বাধা দেয় যেইজন।
সতত অসত কাজ করে আচরণ।।
প্রত্যহ পরের দান গ্রহণের তরে।
নিয়ত আছয়ে পথ দরশন করে।।
ব্রহ্মহত্যাপাপী তারা শাস্ত্রের বচন।
বিধির লিখন ইহা না হয় খণ্ডন।।
বিধিসুত এত বলি কহে পুনরায়।
ঋষিগণ শুনশুন বলি সবাকায়।।
দণ্ডাঘাতে গো তাড়না করে যেইজন।
গরুকে উচ্ছিষ্ট দেয় করিতে ভোজন।।
বিপ্র হয়ে বৃষোপরি আরোহিয়া যায়।
বৃষলীর অন্ন সুখে যেইজন খায়।।
শত গাভী হত্যা কৈলে যেই পাপ হয়।
ততোধিক পাপে লিপ্ত হইবে নিশ্চয়।।
গরু প্রতি পদাঘাত করে যেই জন।
অগ্নিদেব পদাঘাতে করয়ে তাড়ন।।
স্নান অন্তে পদ ধৌত যেই নাই করে।
আহার করিতে যায় গৃহের ভিতরে।।

দিবাভাগে দুইবার করহে আহার।
গোহত্যা পাতকী তারা শাস্ত্রের বিচার।।
গোহত্যা পাতকী তারা শাস্ত্রের বচন।
পাপফলে নরকেতে করিবে গমন।।
বিপ্র আজ্ঞা দেব-আজ্ঞা যেই নাহি পালে।
জলে জীবে যায় লঙ্ঘি লঙ্ঘিয়ে অনলে।।
পুষ্প অন্ন নৈবেদ্যাদি করয়ে লঙ্ঘন।
যেই জন মিথ্যা বাক্যে করে প্রতারণ।।
দেবতা গুরুর নিন্দা শুনিয়া শ্রবণে।
উপবিষ্ট রহে তথা পুলকিত মনে।।
গোহত্যা পাপেতে লিপ্ত হয় সেই নর।
দেহান্তে সে জন যায় নরক ভিতর।।
দেবমূর্ত্তি গুরুদেব কিম্বা বিপ্রজন।
হেরিলে প্রণাম নাহি করে যেইজন।।
বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদান যেই নাহি করে।
গোহত্যা পাতকী সেই খ্যাত চরাচরে।।
শূদ্র হয়ে বিপ্রপত্নী করয়ে হরণ।
বিপ্র হয়ে শূদ্রা সহ করয়ে রমণ।।
বিপ্র হয়ে যেই জন করে সুরাপান।
বৃষলী সঙ্গমে যায় বিমোহিত প্রাণ।।
বিমাতা গুরুর পত্নী কিম্বা গর্ভবতী।
শাশুড়ী পুত্রের বধূ তনয়া যুবতী।।
মাতার জননী কিম্বা আপন ভগিনী।
ভ্রাতৃবধূ পিতামহী আর মাতুলানী।।
শিষ্যকন্যা শিষ্যাভগ্নী শিষ্যের বনিতা।
সগর্ভা রমণী কিম্বা ভ্রাতার দুহিতা।।
ইহাদের সঙ্গে রতি করে যেই জন।
ব্রহ্মঘাতী গুরুঘাতী সেই অভাজন।।
কুম্ভীপাক নরকেতে পড়ি দুরাচার।
কত যে যাতনা পায় কি বলিব আর।।
শতযুগ নরকেতে করি অবস্থিতি।
চণ্ডাল হইয়া পুনঃ আসিবেক ক্ষিতি।।
নারায়ণ সন্নিধানে গঙ্গার উপরে।
কুরুক্ষেত্রে হরিপদে অথবা পুষ্করে।।
কাশীধামে হরিদ্বারে সাগর সঙ্গমে।
বৃন্দাবনে প্রভাসেতে ত্রিবেণী সঙ্গমে।।
নৈমিষ কাননে কিম্বা গোদাবরী তীরে।
পরদত্ত দানগ্রহ যেই বিপ্রকরে।।
গোহত্যা পাতক তার হইবে নিশ্চয়।
কুম্ভীপাক নরকেতে শত যুগ রয়।।
দণ্ডাঘাতে যমদূতে করয়ে তাড়না।
হাহাকার করে তারে পাইয়া যাতনা।।
যেই দুষ্ট দুরাচার অবনী মাঝারে।
সুরাপান করি বেশ্যা সহিতে বিহরে।।
মহাপাপে পাপী হয় সেই দুরাচার।
তপ্তকুণ্ড নরকেতে ভ্রমে অনিবার।।
বিপ্র হয়ে লোভ বশে শূদ্রের আগারে।
অন্ন কিংবা কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করে।।
সুরাপান সমপাপ হইবে তাহার।
বেদের লিখন ইহা শাস্ত্রের বিচার।।
কত যে যাতনা পায় ডুবিয়া নিরয়ে।
হাহাকার করে সদা সন্তপ্ত হৃদয়ে।।
স্বর্ণচুরি সব পাপ যাহে যাহে হয়।
তাহার বিশেষ কথা শুন ঋষিচয়।।
চৌর্য্য বৃত্তি মহাপাপ বিদিত ধরায়।
নরকে পড়িয়া চোর কত কষ্ট পায়।।
ফল চুরি ফুল চুরি আর যে কস্তুরী।
দধি মধু ঘৃত কিম্বা দুগ্ধ লয় হরি।।
রুদ্রাক্ষ অথবা ধান্য করয়ে হরণ।
স্বর্ণচুরি সমপাপে লিপ্ত সেইজন।।
তাম্র সীসা কাঁসা আদি ধাতু চুরি করে।
পট্টবাস কর্পূরাদি অপরের হরে।।
স্বর্ণচুরি সম পাপ হইবে তাহার।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার।।
যেই জন চুরি করে সুগন্ধি চন্দন।
আপন কন্যার সহ করয়ে রমণ।।
সুরাপায়ী নারী লয়ে রতিরঙ্গ করে।
সহোদরা পুত্রবধূ লইয়া বিহরে।।

রজঃস্বলা নারী লয়ে করয়ে রমণ।
বিশ্বস্ত বন্ধুর নারী করয়ে হরণ।।
ভ্রাতৃভার্য্যা লয়ে সদা আনন্দে বিহরে।
অসিকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে।।
স্বর্ণচোর সমপাপী সেই দুরাচার।
শতযুগ নরকেতে করে হাহাকার।।
নরকে পড়িয়া সেই এই মহাপাপে।
অবিরত পায় কষ্ট মনের সন্তাপে।।
তাহার পাপের শাস্তি কে বলিতে পারে।
অনন্ত সহস্র মুখে বলিবারে নারে।।
শত শত প্রায়শ্চিত্ত করে সেইজন।
তথাপি তাহার পাপ না হয় মোচন।।
শূদ্রের সহিতে থাকি যেই বিপ্রবর।
শঙ্করের করে পূজা হরিষ অন্তর।।
কিম্বা শালগ্রাম শিলা করয়ে পূজন।
দুস্তর নরকে তার হইবে পতন।।
দারুণ যাতনা পায় শমনের পুরে।
হাহাকার করে সদা পড়িয়া ফাঁপরে।।
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য ধরাধামে রয়।
তাবৎ তাহার বাস নরকেতে হয়।।
এইরূপ হর কিম্বা হরিকে পূজিলে।
নরকেতে পড়ে দ্বিজ লয়ে নিজকুলে।।
প্রলয় অবধি থাকে নিরয় ভিতর।
সত্য সত্য কহিলাম সবার গোচর।।
শূদ্রজনে শিবলিঙ্গ করিলে স্পর্শন।
অশুচি হইবে তাহা শাস্ত্রের বচন।।
যদ্যপি তাহার পূজা করে দ্বিজবরে।
আকল্প অবধি রবে নরক ভিতরে।।
যেই বিপ্র পরহিংসা পরদ্বেষ করে।
শূদ্র নারী লয়ে সদা সুখেতে বিহরে।।
নিয়ত ভোজন করে শূদ্রের সদন।
বিশ্বাস ঘাতকী কাজ করে যেইজন।।
মহাপাপী বলি সেই খ্যাত চরাচর।
কোনরূপে সে জনের নাহিক উদ্ধার।।
মুক্তিপদ কোনকালে সেই নাহি পায়।
মহাপাপী বলি সেই বিধিত ধরায়।।
বিষ্ণুনিন্দা গুরুনিন্দা করে যেই জন।
বেদনিন্দা দেবনিন্দা করে সর্ব্বক্ষণ।।
পরিত্রাণ তাহাদের নাহি কোন কালে।
দারুণ যাতনা পায় নরক মাঝারে।।
মহাপাপী বলি তারা খ্যাত চরাচর।।
সৎকার্য্য বিরোধী হয় যেই দুরাচার।
সে জনের কোনকালে নাহিক উদ্ধার।।
বেদে শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাহি করে যেইজন।
তাহার গৃহেতে অন্ন করিলে ভোজন।।
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই মূঢ়মতি।
তপ্তকুণ্ড নরকেতে থাকে নিরবধি।।
প্রায়শ্চিত্তে শান্তি নাহি হয় মহাপাপ।
নরকে পড়িয়া পাপী পায় মনস্তাপ।।
যেই বিপ্র বৌদ্ধগৃহে করয়ে ভোজন।
দুর্গতি হয় তাহার শাস্ত্রের বচন।।
লিপ্ত হয় মহাপাপে সেই হীনাচার।
তিনকুল সহ যায় নরক মাঝার।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেইজন।
বেদবিক্রি করি করে আত্মার পোষণ।।
মহাপাপে লিপ্ত হয় সেই দুরাচার।
দারুণ নরক ভোগ করে অনিবার।।
ঘনঘন যমদূত করয়ে প্রহার।
বিষম যন্ত্রণা পেয়ে করে হাহাকার।।
কোটি কল্প করে বাস তাহার ভিতরে।
সদা রক্ষ রক্ষ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
কোটি কল্প কাল যেই নরকেতে রয়।
অবশেষে কৃমি হয়ে থাকে নীচাশয়।।
শতযুগ কৃমিরূপে করি অবস্থিতি।
ক্ষুধাবশে মলমূত্র ভুঞ্জে নিরবধি।।
অবশেষে ধরাতলে বনের ভিতরে।
ভূজঙ্গ আকার ধরি বিচরণ করে।।

কল্পকাল সর্পরূপী হয়ে সেইজন।
কত যে পায় যাতনা কে করে বর্ণন।।
পরিশেষে পশু হয়ে জন্মে দুরাচার।
সহস্র বৎসর ধরি ভ্রমে অনিবার।।
নানারূপে নানা কষ্ট সহিয়া সহিয়া।
মানব জনম লভে ধরাতলে গিয়া।।
ম্লেচ্ছকুলে জন্মধরে সেই দুরাচার।
নিজ কর্ম্মফলে দুঃখ পায় অনিবার।।
সপ্ত জন্ম এইরূপে কত কষ্ট পেয়ে।
অবশেষে ধরে জন্ম গোপের আলয়ে।।
তথা যদি সদা শুদ্ধ একান্ত অন্তরে।
দ্বিজসেবা দেবসেবা আচরণ করে।।
তবেত গোপের দেহ করি বিসর্জ্জন।
দরিদ্র বিপ্রের কুলে লভয়ে জনম।।
দুঃখ শোক নানা কষ্ট পায় দুরাচার।
অন্ন লাগি দ্বারে দ্বারে ভ্রমে অনিবার।।
তবেত তাহার পাপ হয় বিমোচন।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের লিখন।।
বিপ্র হয়ে যদি পুনঃ পাপাচার করে।
ভীষণ নরক মধ্যে পুনর্ব্বারি পড়ে।।
পুনর্ব্বারি বহু কষ্ট পায় অনিবার।
সহজে তাহার আর নাহিক উদ্ধার।।
পুনর্ব্বারি পূর্ব্বমত নরক ভুগিয়া।
গর্দ্দভ রূপেতে জন্মে ধরাতলে গিয়া।।
দশ জন্ম খররূপে দেহ পাত করি।
কুকুর হইয়া জন্মে সেই পাপাচারী।।
বিষ্ঠামূত্র নিরন্তর করিয়া ভোজন।
মাঠে ঘাটে থাকি করে জীবনরক্ষণ।।
এইরূপে দশজন্ম থাকি দুরাচার।
শুকরী উদরে জন্ম ধরে পুনর্ব্বারি।।
মহাকষ্ট পায় পাপী শূকর হইয়া।
মলমূত্র সদা খায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া।।
সেইরূপে একজন্ম করিয়া যাপন।
মূষিক রূপেতে শেষে ধরয়ে জনম।।
শতবর্ষ মহাকষ্ট পায় নিরন্তর।
ভূজঙ্গ উদরে পাপী জন্মে তদন্তর।।
বার জন্ম সর্প দেহ ধরি দুরাচার।
কত কষ্ট পায় তাহা কি বলিব আর।।
অবশেষে শুদ্র ঘরে মানব আলয়ে।
জন্ম নেয় সেই পাপী মহাদুঃখী হয়ে।।
হীন ঘরে জন্মি কত মহাকষ্ট পায়।
তাহার দুর্দ্দশা হেরি বুক ফেটে যায়।।
অবশেষে বৈশ্যকুলে লভিয়া জনম।
মহাকষ্টে মহাদুঃখে কাটায় জীবন।।
দুইবার এইরূপে যাতায়াত করি।
অবশেষে জন্মে আসি ক্ষত্রদেহ ধরি।।
মহাবল মহামত্ত হয়ে নিরন্তর।
অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ভ্রমে দেশ দেশান্তর।।
পরের সুখের বাধা করে দুরাচার।
মহাপাপে পরিলিপ্ত হয় পুনর্ব্বারি।।
নরজন্ম ঘুচে শেষে পশুযোনি পায়।
পশু হয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়।।
পশুদেহ তেয়াগিয়া চণ্ডালের ঘরে।
পুনর্ব্বার নররূপে জন্মে ধরাপরে।।
সপ্তজন্ম এইরূপে নানা কষ্ট পায়।
পাপের উচিত ফল কে বল খণ্ডায়।।
যদ্যপি চণ্ডাল হয়ে ধর্ম্মে থাকে মন।
দ্বিজের ঘরেতে পুনঃ লভিবে জনম।।
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি সুখ নাহি পায়।
দুঃখে শোকে সেইজন জীবন কাটায়।।
বিষম ব্যাধিতে শেষে হয় জ্বালাতন।
অহর্নিশি অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।।
সর্ব্বদা পর দত্ত দান গ্রহণ যে করে।
মগ্ন হয় কর্ম্মফলে পাপের সাগরে।।
প্রতি গ্রহ জন্য পাপ নহে খণ্ডিবার।
পতন নিরয়ে তার হয় পুনর্ব্বার।।
অধিক কি কহি আর ওহে মুনিগণ।
পরশুভ দ্বেষী সদা হয় যেই জন।।

পরের বিভব দেখি ঈর্ষা করি মরে।
নিয়ত অসূয়া যার অন্তর মাঝারে।।
রৌরব নরকে পড়ে জেনো সেইজন।
মহাপাপী বলে তারে শাস্ত্রের বচন।।
নরকেতে বহুদিন করি অবস্থান।
কত যে দুর্গতি পায় কে করে সন্ধান।।
অবশেষে ধরাধামে চণ্ডালের ঘরে।
কুরূপী কুনখী হয়ে জন্মলাভ করে।।
দেহ ত্যজি যায় যবে শমন আলয়।
বিধিমতে যমদণ্ড সহিবারে হয়।।
দণ্ডের প্রহার করে শমন কিঙ্কর।
শূল আসি মারে কেহ কেহ বা মুদগর।।
কখন টানিয়া ফেলে জ্বলন্ত অঙ্গারে।
কখন ফেলিয়া দেয় তপ্ত তৈলোপরে।।
এইরূপে কতকষ্ট পেয়ে দুরাচার।
অসহ্য যাতনা পেয়ে করে হাহাকার।।
ব্রাহ্মণে অনলে কিম্বা আর ধেনুগণে।
যেইজন নিন্দা করে নিজ মনে মনে।।
অথবা আহার নাহি দেয় যেইজন।
কুকুর যোনিতে সেই ধরিবে জনম।।
বহু কষ্ট পাবে সেই ভ্রমি বনে বনে।
দেহান্তে চলিয়া যাবে শমন সদনে।।
তথায় নরক ভোগ লবে বহুতর।
দারুণ যাতনা দিবে যমের কিঙ্কর।।
শতযুগ পুঁজকুণ্ডে করিয়া বসতি।
কল্পকালে বিষ্ঠাকুণ্ডে রবে নিরবধি।।
চণ্ডাল হইয়া শেষে ধরিবে জনম।
দরিদ্র হইয়া কষ্ট পাবে সর্ব্বক্ষণ।।
দেহ অন্তে সেইজন নিজ কর্ম্মদোষে।
দারুণ নিরয়গামী হবে অবশেষে।।
বিষ্ঠাকুণ্ডে কল্পকাল সেই জন রয়।
মল মূত্র খেয়ে সদা কত কষ্ট সয়।।
নরক ভোগের পর ধরাতলে আসি।
ব্যাঘ্ররূপে বনে বনে ভ্রমে দিবানিশি।।

তিন জন্ম এইরূপ ব্যাঘ্রের আকারে।
বিষম যাতনা লভে বনে বনে ঘুরে।।
পুনর্ব্বার নরকেতে পড়ি সেইজন।
দারুণ যাতনা পেয়ে হবে জ্বালাতন।।
বলিলাম সব কথা শাস্ত্রের নির্ণয়।
বেদের বচন মিথ্যা হইবার নয়।।
পরনিন্দা পরগ্লানি করে যেইজন।
সদা সবে উক্তি করে কঠোর বচন।।
দাতা জনে দান দিতে করে নিবারণ।
তাহাদের পাপ ফল শুন মুনিগণ।।
দেহান্তে তাহারে বান্ধি যম অনুচর।
টানিয়া লইয়া যায় যমের গোচর।।
যমের আদেশে তথা যম দূতগণ।
সুতপ্ত লৌহের দণ্ডে মারে অনুক্ষণ।।
তীক্ষ্ণমুখ সূচিবিদ্ধ লোচনেতে করে।
জ্বালাতে কাতর হয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
কোথা হতে কাক আসি যমের আজ্ঞায়।
চঞ্চুতে নয়নদ্বয় উপাড়িয়া খায়।।
কুকুর আসিয়া কত অতি বিভীষণ।
ঘনঘন পাপী অঙ্গে করয়ে দংশন।।
কৃষ্ণবর্ণ রক্তচক্ষু যমদূতচয়।
কত যে যাতনা দেয় কেবা বল কয়।।
দারুণ যাতনা পেয়ে মহাপাপীগণ।
রক্ষরক্ষ বলি সদা করয়ে রোদন।।
নিজের করম দোষ ভাবিয়া অন্তরে।
ঘনঘন মরে পাপী মনাগুনে পুড়ে।।
তাহাদের দুঃখ যদি হয় দরশন।
পাষাণ হৃদয় হলে হয় বিদারণ।।
চুরি করে পরদ্রব্য যেই দুরাচার।
তাদের দুর্গতি বল কি বলিব আর।।
যমের কিঙ্কর যত ভীষণ আকার।
ঘোরায় তাদের বান্ধি শূন্যে অনিবার।।
ঘুরিতে ঘুরিতে তারে দারুণ বেগেতে।
নরকে ফেলিয়া লাগে চরণে দলিতে।।

সুতপ্ত লৌহের দণ্ড করয়ে প্রহার।
যাতনা পাইয়া পাপী করে হাহাকার।।
এরূপে হাজার বর্ষ মহাকষ্ট দিয়া।
তারপর যমদূত পাপীরে তুলিয়া।।
পুনরায় বান্ধে শিলা গলেতে তাহার।
শোনিত নরক মাঝে ফেলে পুনর্ব্বার।।
সাতনলা বিন্ধে তার হৃদয় মাঝারে।
কষ্ট পায় শতযুগ নরক ভিতরে।।
কিছুকাল অবশেষে অপর নরকে।
ফেলিয়া যাতনা দেয় পাতকীদিগকে।।
প্রধান চুরাশী কুণ্ড আছে নিরূপণ।
তাহাতে পাপের ভোগ করে পাপীগণ।।
অবশেষে কর্ম্মফলে নরদেহ ধরি।
নীচকুলে জন্মে গিয়া মানবের পুরী।।
আমিষ খাইয়া করে জীবন ধারণ।
কত কষ্ট পায় তারা কে করে বর্ণন।।
শুন শুন ঋষিগণ শুন দিয়া মন।
ব্রাহ্মণের বৃত্তি যদি দেয় কোন জন।।
কেহ যদি সেই বৃত্তি লোভে হরি লয়।
তাহে পড়ে দ্বিজচক্ষে অশ্রু বারিচয়।।
যত ফোঁটা চক্ষু জল পড়ে ধরাতলে।
রহে পাপী ততযুগ নরক ভিতরে।।
অগ্নি কুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত হয়ে নিপতন।
দিবানিশি দগ্ধ হয় সেই পাপীজন।।
মলকুণ্ডে অবশেষে পড়ি দুরাচার।
মলমূত্র খেয়ে সদা করে হাহাকার।।
দারুণ যন্ত্রণা দেয় যমের কিঙ্কর।
কান্দে আর্ত্তনাদ করি পাতকী নিকর।।
যে দশা তাহার হয় কি বলিব আর।
হীনকুলে জন্মে আসি সেই দুরাচার।।
ভূতলে মানব দেহ করিয়া ধারণ।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন।।
ঘৃণা করে নিন্দা করে মানব সমাজে।
মনের বিরাগে ঘুরে কাননের মাঝে।
যেই দুষ্ট স্বীয় বৃত্তি করয়ে হরণ।
পরের যশের হানি করে যেই জন।
অন্ধকার নরকেতে পড়ি দুরাচার।
বহুযুগ থাকি তথা করে হাহাকার।।
মল মূত্র কৃমি আদি ভক্ষণ করিয়ে।
কোনরূপে থাকে পাপী যমদণ্ড সয়ে।।
অবশেষে সর্পরূপে জন্মে সাতবার।
জন্ম জন্ম কামরূপী হয় দুরাচার।।
তবেত তাদের পাপ হয় বিমোচন।
শাস্ত্রের বচন ইহা শুন মুনিগণ।।
বিপ্রধন হরে যেই করিয়া বঞ্চনা।
গুরুধন যেবা লয় করিয়া ছলনা।।
কৃতঘ্নতা মহাপাপে মজে সেইজন।
ভীষণ নরককুণ্ডে হয় নিপতন।।
তাহার পাপের ফল না পারি বর্ণিতে।
বহুযুগ রহে সেই নরক মাঝেতে।।
নরক ভোগের পর সেই দুরাচার।
ধরাতলে শূদ্র কুলে জন্মে সাতবার।।
সপ্ত জন্ম নেত্রহীন হয় সেইজন।
যাতনা পায় যে কত কে করে বর্ণন।।
যদি সপ্ত জন্ম সেই পাপ নাহি করে।
তবে মুক্তি পেয়ে জন্মে সজ্জনের ঘরে।।
মাতৃ-পিতৃ জনে যেবা শ্রদ্ধা নাহি করে।
পিতৃমাতৃভক্তি নাহি যাহার অন্তরে।।
নারীর বশ্যতাপন্ন যেই দুরাচার।
যাতনা পায় যে কত কি কহিব আর।।
ধরাতলে চন্দ্র সূর্য্য থাকে যতদিন।
দারুণ অগ্নির তাপে পুড়ে হয় ক্ষীণ।।
অবশেষে কীটতনু ধরি দুরাচার।
কান্দিতে কান্দিতে যায় ধরণী মাঝার।
এইরূপে সপ্তজন্ম করিয়া ভ্রমণ।
তবেত তাহার পাপ হয় বিমোচন।।
তুলসী তরুরে যেবা করে অনাদর।
অশ্বত্থ ছেদন করে হরিষ অন্তর।।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই বিচার আলয়ে।
ধনলোভে মিথ্যা বলে হরিষ হৃদয়ে।।
লিপ্ত হয় মহা পাপে সেই দুরাচার।
পাপের ফলেতে সদা করে হাহাকার।।
নরকে পড়িয়া সদা হয় জ্বালাতন।
ভীষণ বৃশ্চিক তারে করয়ে দংশন।।
মলমূত্র পুঁজ আদি খায় অনিবার।
জ্বালায় অস্থির হয়ে করে হাহাকার।।
কৃকলাস হয়ে শেষে যায় ধরাতলে।
কাননে কাননে ফেরে পাদপের ডালে।।
এইরূপে সপ্ত জন্ম ভুগি দুরাচার।
তবেত মানব দেহ ধরে পুনর্ব্বার।।
কামবশে গুরুনারী হরে যেই জন।
মাতৃগামী সেই পাপী শাস্ত্রের বচন।।
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন সেই অতি দুরাচার।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার শাস্ত্রের বিচার।।
অথবা বিপ্রের পত্নী যেবা হরি লয়।
জননী হরণ পাপ তাহার নিশ্চয়।।
ভগিনী তনয়া পৌত্রী করিলে হরণ।
মহাপাপে হয় লিপ্ত সেই দুরজন।।
মহাপাপে হয় লিপ্ত সেই মূঢ়মতি।
দেহান্তে নরকমাঝে হয় তার গতি।।
তারে যমদূত দেয় বিষম যাতনা।
কষ্ট পায় কত কে করে বর্ণনা।।
মুষল আঘাত করে মস্তক উপরে।
পৃষ্ঠোপরে লৌহদণ্ড ঘন ঘন মারে।।
মুখমধ্যে তপ্ত লৌহ করায়ে প্রবেশ।
কালদূত দেয় তারে যাতনা অশেষ।।
অর্থলোভে কন্যা বিক্রি করে যেইজন।
পাপের শাস্তি তাহার শুন ঋষিগণ।।
ধরণী তাহার ভার সহিবারে নারে।
ঘনঘন কাঁপে দেবী অতি কষ্টভরে।।
যে দেশে বসতি করে সেই দুরাচার।
সেই দেশ একেবারে হয় ছারখার।।

অন্তকালে কুম্ভীপাকে পড়ে সেইজন।
যাতনা দারুণ দেয় যমদূতগণ।।
সতত রোদন করে নরকে পড়িয়া।
দেয় ফেলি যমদূত অগ্নিতে ঠেলিয়া।।
বহ্নিতাপে সন্তাপিত হয়ে দুরাচার।
অহর্নিশি মনোদুঃখে করে হাহাকার।।
প্রলয় অবধি রহি নরক ভিতরে।
অশেষ যাতনা পায় কালের প্রহারে।।
চৌর্য্য বৃত্তি করে যেই সদা সর্ব্বক্ষণ।
অন্তিমে নরকে হয় তাহার পতন।।
উদুখলে তারে চূর্ণ করে মহাকাল।
কফকুণ্ডে পড়ে পাপী রহে বহুকাল।।
শতবর্ষ সেই কুণ্ডে বহু কষ্ট দিয়ে।
সুতপ্ত পাষাণে কাল ফেলেন ঠেলিয়ে।।
বহুযুগ তাহে কষ্ট পেয়ে পাপীগণ।
রক্ষরক্ষ বলি সদা করয়ে রোদন।।
সমুচিত ফল ভোগে করম যেমন।
বিধির লিখন বল কে করে খণ্ডন।।
অবশেষে পাপীগণে বান্ধিয়া গলেতে।
একে একে সব কুণ্ডে ফেলে যমদূতে।।
এরূপে শতেক যুগ নরক ভিতর।
পাপীগণ থাকি পায় যাতনা বিস্তর।।
সুতপ্ত লৌহের দণ্ডে করয়ে প্রহার।
যাতনা পাইয়া তাহে করে হাহাকার।।
কোন কোন কালদূত সাঁড়াশি লইয়া।
পাপীদের দন্তপংক্তি ফেলে উপাড়িয়া।।
এইরূপে কত কষ্ট দেয় দূতগণ।
হৃদি কাঁপে দেহ কাঁপে করিলে শ্রবণ।।
যে কষ্টে শমন পুরে যায় পাপীগণ।
শুনিলে জীবের হৃদি কাঁপে সর্ব্বক্ষণ।।
পরনারী প্রতি যারা লোভী অতিশয়।
মজাতে পরের কুল উৎসাহী হৃদয়।।
অন্তিমে তাহারা গিয়া শমন গোচর।
পাপের উচিত ফল পায় বহুতর।।

উত্তপ্ত লৌহের নারী করিয়া নির্ম্মাণ।
পাপীরে অর্পেণ তাহা শমন ধীমান্।।
আদেশ করেন তারে করিতে রমণ।
কালদূত ঘন ঘন করয়ে তাড়ন।।
এমনি কালের লীলা কে বুঝিতে পারে।
পাপীসহ যেই নারী যায় বঞ্চিবারে।।
বল করি পাপীগণে করয়ে ধারণ।
অগ্নিতাপে তাহাদিগে দহে অনুক্ষণ।।
যাতনা পাইয়া পাপী করে হাহাকার।
এখন কান্দিলে বল কি হইবে আর।।
যাতনা সহিতে নারে করে আর্ত্তনাদ।
ছাড়িয়া পলাতে পাপী করে মনে সাধ।।
পালাবে কোথায় বল পালাতে না পারে।
দুরন্ত কালের দূত অমনি প্রহারে।।
পাপীগণ এইরূপে যমপুরে গিয়ে।
যাতনা পায় কত বিষাদ হৃদয়ে।।
প্রধান চৌরাশী কুণ্ড অতি বিভীষণ।
তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় পাপীগণ।।
যেই নারী নিজ পতি ধনে তেয়াগিয়া।
পর নর সহ থাকে প্রেমেতে মজিয়া।।
মহাকষ্ট পায় তারা কৃতান্তের লোকে।
দিবস যামিনী তার যায় মনোদুঃখে।।
সুতপ্ত লৌহের শয্যা আছে যমপুরে।
তদুপরি হয় শুতে সেই রমণীরে।।
সুতপ্ত লৌহের নর করিয়া নির্ম্মাণ।
তাহাদের কোলে দেন শমন ধীমান।।
লৌহময় সেই নর অতি দুর্নিবার।
যমের আদেশে তারা করে অত্যাচার।।
সবলে ধরিয়া সেই রমণীর করে।
যমের আদেশে রতি করয়ে তাহারে।।
অগ্নির জ্বালায় দহে যত নারীগণ।
ডাকে সদা কোথা রক্ষ শ্রীমধুসূদন।।
শত দিব্য বর্ষ থাকে এহেন প্রকারে।
কত যে যাতনা পায় শমনের পুরে।।
তথাপি তাদের তাহে নাহি পরিত্রাণ।
সুতপ্ত ক্ষারের জলে করয়ে সিনান।।
মলকুণ্ডে তারপর করি অবস্থান।
মল খায় মূত্র খায় মূত্র করে পান।।
যাবতীয় একে একে কুণ্ডের মাঝারে।
ফেলিয়া যাতনা দেয় যম অনুচরে।।
সেই নারী তারপর ধরাতলে গিয়ে।
নীচ কুলে লয়ে জন্ম কুরূপিনী হয়ে।।
স্ত্রী-হত্যা মহাপাপ করে যেইজন।
ব্রাহ্মণ বিনাশ কিম্বা ধেনু বিনাশন।।
ক্ষত্রিয় রমণী বধে যেই দুরাচার।
তাহার পাপের ফল কি বলিব আর।।
কুলটা নারীর দণ্ড শুনিলে যেমন।
ইহাদের শাস্তি দেন স্বয়ংশমন।।
গুরুনিন্দা কানে শুনি সেই মূঢ়মতি।
বিনা রোষে সেই স্থানে করে অবস্থিতি।।
অন্তিম কালেতে গেলে শমনের পুরে।
দারুণ যাতনা যম দিবেন তাহারে।।
উত্তপ্ত লৌহের শলা শ্রবণে তাহার।
যমের আজ্ঞায় দূত দিবে অনিবার।।
গলিত অসীক তার শ্রবণ বিবরে।
ঘনঘন দেয় ফেলে যমের কিঙ্করে।।
কষ্ট পায় কত তাহে পাতকী দুর্জ্জন।
সদা হাহাকার করি করয়ে রোদন।।
অবশেষে কুম্ভীপাক নরকেতে গিয়ে।
যমদূত দেয় ফেলি সানন্দ হৃদয়ে।।
বহুযুগ তথা পাপী করি অবস্থিতি।
ধরাতলে হীনকুলে জন্মে মূঢ়মতি।।
দাম্ভিক মানব যাহা দম্ভে মুগ্ধকায়।
যমপুরে গিয়া তারা মহাকষ্ট পায়।।
লবণ কুণ্ডেতে পড়ি সেই দুরজন।
লবণ খাইয়া হয় তাপিত জীবন।।
সহস্র বৎসর পরে তাহারে লইয়ে।
মলকুণ্ডে যমদূত দিবেন ফেলিয়ে।।

এক কল্প থাকি তথা ভক্ষয়ে পুরীষ।
মলমূত্র খেয়ে পাপী দহে অহর্নিশ।।
রৌরব নরকে শেষে হয়ে নিপতন।
কল্পকাল কৃমি কীট করয়ে ভক্ষণ।।
তবেত তাহার পাপ দূরে চলি যায়।
নীচকুলে ধরাতলে জন্মে পুনরায়।।
রোষ ভরে চাহে যেবা বিপ্রের উপর।
কষ্ট পায় কত সেই শমনের পুরে।।
যমদূত গলদেশে বান্ধিয়া তাহার।
সুচ বিদ্ধ চক্ষে তার করে অনিবার।।
দণ্ডাঘাত যমদূত করে ঘনঘন।
ক্ষার জলে হয় সিক্ত সেই দুরজন।।
বিশ্বাস ঘাতকী হয় যেই দুরাচার।
মানীর মর্য্যাদা যেবা করয়ে সংহার।।
চিরদিন পরঅন্ন করয়ে ভোজন।
সবার উপর কহে পুরুষ বচন।।
যমপুরে গিয়া তারা দারুণ ক্ষুধায়।
নিজের নিজের মাংস উপারিয়া খায়।।
কুকুর শৃগাল কত আসি লাখে লাখে।
ঠুকরিয়া খায় মাংস পড়ি ঝাঁকে ঝাঁকে।।
এরূপে পাপাত্মা হয় অস্থি মাত্র সার।
তাহাকে পরেতে ফেলে নরক মাঝার।।
চৌরাশী নরক ঘুরি সেই দুরজন।
আপন পাপের ফল ভুঞ্জে অনুক্ষণ।।
কোটি যুগ এইরূপে নরকে থাকিয়া।
নীচকুলে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া।।
বিপ্র হয়ে শূদ্রদান করয়ে গ্রহণ।
মহাপাপী রূপে গণ্য হয় সেইজন।।
এত কষ্ট করে বাস নরক মাঝারে।
তাহার পাপের ফল কে বলিতে পারে।
পুরীষ নরকে থাকি মলমূত্র খায়।
চণ্ডাল হইয়া শেষে ধরাতলে যায়।।
দরিদ্র হইয়া দুঃখ পায় নিরন্তর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রহে সতত কাতর।।
মিথ্যা বা কটুকথা বলে যেইজন।
দারুণ যাতনা তারে দিবেন শমন।।
তাদের সেই জিহ্বামূল যমদূতচয়।
সুতপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে টেনে তুলি লয়।।
অবশেষে ফেলে তারে তপ্ত তৈলোপরে।
দণ্ডাঘাত করে পুনঃ তাহার উপরে।।
অশেষ যাতনা পায় তাহার ভিতর।
জ্বালায় অস্থির হয়ে কান্দে নিরন্তর।।
ধরাতলে অবশেষে ম্লেচ্ছের আগারে।
জনম লভয়ে সেই বিষাদ অন্তরে।।
পরের সুখের বিঘ্ন করে যেই জন।
পরের তাড়না যেই করে নিরন্তর।।
পর সুখপথে কাঁটা দেয় যেই নর।
কত যে যাতনা হয় তাহার উপর।।
অনল সমান ফুটে বৈতরণী জল।
সন্তানে পুড়িয়া মারে পাতকী সকল।।
দেব আরাধনা নাহি করে যেইজন।
অধর্ম্ম পথেতে যারা থাকে অনুক্ষণ।।
মহাপাপী বলে তারে জগতের লোকে।
অন্তিমে তাহারা পড়ে দারুণ নরকে।।
শতযুগ মলমূত্র করিয়া ভক্ষণ।
ধরাধামে অবশেষে লভয়ে জনম।।
পরের পাদুকা বহে নিজ শিরোপরে।
ঘৃণিত কুকর্ম্ম করে উদরের তরে।।
বিপ্রের নিকটে কর সেই রাজা লয়।
শতকুল সহ সেই নরকেতে রয়।।
কোটিকল্প নরকেতে করি অবস্থান।
নীচকুলে করে শেষে ধরায় প্রয়াণ।।
বিপ্রের শাসনে যারা অনুমতি দেয়।
যমদূতে তারে টানি নরকেতে নেয়।।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে পাপী সেইজন।
দারুণ যাতনা পায় শমন সদন।।
অতিথি বিমুখ হয় যাহার আলয়ে।
অতিথি তাড়ায় যেই আনন্দ হৃদয়ে।।

নিজ বিষ্ঠা উপভোগ করে সেইজন।
তাদের দুর্দ্দশা আর কে করে বর্ণন।।
চারি যুগ থাকে পাপী নরক মাঝার।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিচার।।
যোনির বিচার নাহি করে যেইজন।
পশু আদি সহকামে করয়ে রমণ।।
তাহার সমান পাপী নাহি কোনস্থানে।
মহাপাপী বলি সেই জানে সর্ব্বজনে।।
রেত কুণ্ডে মগ্ন হয় সেই দুরাচার।
রেত পান করি সদা করে হাহাকার।।
সহস্র বৎসর তাহে ভুঞ্জে পাপফল।
বসাকুণ্ডে পড়ে পায় যাতনা বিস্তর।।
সত্তর বৎসর তথা করিয়া যাপন।
পুনর্ব্বার ধরাতলে করয়ে গমন।।
ধর্ম্মহেতু উপবাস করিয়া দিবসে।
দন্ত ধৌত করে যারা মনের হরিষে।।
অঘোর নরকে তারা হয় নিমগন।
চারি যুগ তার মধ্যে করিবে যাপন।।
যমের আদেশে ব্যাঘ্র অতি ভীমাকার।
তাহার দেহের মাংস করিবে আহার।।
ভূমিদান করি যেবা পরে হরিলয়।
দারুণ যাতনা সেই পায় যমালয়।।
তিনকুল সহ সেই নরকে পড়িয়া।
অশেষ যাতনা পায় আগুনে পুড়িয়া।।
চৌরাশী নরক ভোগ করে সেইজন।
কোটিকল্প এইরূপে করয়ে যাপন।।
এইরূপে পাপ ফল পেয়ে দুরাচার।
ধরাধামে দেহ ধরি জন্মে পুনর্ব্বার।।
স্বজাতি আচার ত্যজি যেই অভাজন।
পরধর্ম্মে অনুগত থাকে অনুক্ষণ।।
মহাপাপী বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দারুণ যাতনা সেই পায় যমালয়।।
সহস্র পুরুষ সহ সেই দুরজন।
কল্পকাল তার হয় নরকে পতন।।

নরক আগুনে পাপী দহে নিরন্তর।
ঘনঘন প্রহারয়ে যমের কিঙ্কর।।
বিপ্রকুলে জন্ম ধরি যেই অভাজন।
শূদ্রের সম্মুখে করে বেদ অধ্যয়ন।।
কোটিকল্প করে বাস নরক ভিতরে।
সতত রোদন করে দারুণ প্রহারে।।
বিষ্ঠা খায় মল কায় করে মূত্রপান।
কৃমিকীট দংশনেতে তাপিত পরাণ।।
আপন করম দোষ ভাবিয়া অন্তরে।
ভাসায় আপন দেহ নিজ অশ্রুনীরে।।
এইরূপে ভোগকাল হলে অবসান।
ধরাতলে পুনরায় করিবে প্রয়াণ।।
দেবদ্রব্য গুরুদ্রব্য যে করে হরণ।
চাতুরী সবার কাছে করে সর্ব্বক্ষণ।।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে পাপী সেই নর।
নরকে পড়িয়া পায় দুর্গতি বিস্তর।।
জ্বালাকুণ্ড নরকেতে পড়ি দুরাচার।
আগুনে পুড়িয়া সদা করে হাহাকার।।
শতবর্ষ তথা থাকি সেই দুরজন।
অসি পত্র নরকেতে করয়ে গমন।।
শাণিত অসিতে দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়।
দেখিতে দেখিতে শতবর্ষ হয় ক্ষয়।।
অবশেষে কীটযোনি লভে সেইজন।
দারুণ যাতনা পায় সেই দুরজন।।
সাতবার এইভাবে কীটরূপে ঘুরি।
তবেত মানব রূপে যায় নরপুরী।।
অনাথ জনের ধন করিলে হরণ।
অধঃশিরা হয়ে হয় নরকে পতন।।
উর্দ্ধপদে কতকাল থাকি দুরাচার।
দুর্গন্ধে পুরিত ধূম করয়ে আহার।
পূজার কুসুম যেবা করয়ে হরণ।
বহ্নিময় নরকেতে যায় সেই জন।।
কত কষ্টপায় সেই নরক ভিতর।
দারুণ যাতনা পায় অযুত বৎসর।।

দেবালয়ে পথে কিম্বা জলের ভিতরে।
মলমূত্র যেইজন পরিত্যাগ করে।।
ভ্রূণহত্যা মহাপাপে লিপ্ত সেইজন।
করম দোষেতে হয় নরকে পতন।।
বিষম যাতনা পায় যমের আলয়ে।
দিবানিশি কান্দে তথা বিষণ্ণ হৃদয়ে।।
দেবতা মন্দির কিম্বা সলিল ভিতরে।
দন্ত নখ কেশ আদি বিনিক্ষেপ করে।।
অথবা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য করে প্রক্ষেপণ।
পেষণ যন্ত্রেতে পিষ্ট হয় সেইজন।।
পেষিত হইয়া সদা করে হাহাকার।
বলে কোথা কৃপাময় রক্ষ এইবার।।
যমদূত অবশেষে তাহারে ধরিয়া।
তপ্ত-তৈল কড়া হতে-দেয় ফেলাইয়া।।
তারপর কুম্ভীপাক নরক ভিতরে।
শত বর্ষ রাখে ফেলি যম অনুচরে।।
তবে তো তাহার পাপ হয় বিমোচন।
শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বচন।।
ব্রহ্মস্ব হরণ করে সেই দুরাচার।
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি হয় তার।।
ইহকাল নষ্ট তার যায় পরকাল।
অন্তিমে তাহার ভাগ্যে বিষম জঞ্জাল।।
ইহলোকে অর্থহীন বন্ধুহীন হয়ে।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকে বিষণ্ণ হৃদয়ে।।
অন্তিম কালেতে কষ্টে দেহত্যাগ করি।
বহুকষ্ট পেয়ে পথে যায় যমপুরী।।
দারুণ নরকে সেই হয় নিমগন।
সহস্র বরষ তথা করয়ে যাপন।।
মিথ্যাশিক্ষা দেয় যেই কুমন্ত্রণা দেয়।
ঊর্দ্ধপদ করি তারে যমদূত নেয়।।
যমপুরে গিয়া তারা মহাকষ্ট পায়।
শতবর্ষ হেতু তারা নরকেতে যায়।।
পরের অনিষ্ট সদা করে যেইজন।
পর সর্ব্বনাশে যার মতি অণুক্ষণ।।

তারে মহাপাপী বলি সর্ব্বলোকে জানে।
দারুণ যাতনা পায় শমন ভবনে।।
লালাকুণ্ডে শতযুগ থাকে মূঢ়মতি।
কোন মতে দুরাত্মার নাহিক নিষ্কৃতি।।
কামাতুর ধরাধামে যেই দুরাচার।
বিনা দোষে পরনিন্দা করয়ে প্রচার।।
বড় কষ্ট পায় সেই শমনের পুরে।
কৃমি কীট ঢোকে তার বদন ভিতরে।।
বৃশ্চিক সতত করে তাহারে দংশন।
ত্রাহি ত্রাহি করি পাপী কান্দে সর্ব্বক্ষণ।।
পাপাত্মা কাতর হয়ে অতীব ক্ষুধায়।
আপন দেহের মাংসে আপনিই খায়।।
দেখিতে দেখিতে মদমত্ত গজগণ।
শুণ্ড নাড়ি রক্ত নেত্রে করে আগমন।।
শুণ্ডেতে জড়ায়ে তারে গমন উপর।
ঘূর্ণিত করিতে থাকে বেগে নিরন্তর।।
বহুকষ্ট এইরূপে পেয়ে দুরাচার।
অঙ্গহীন হয়ে জন্মে ধরণী মাঝার।।
একপদ কেহ হয় কেহ এক কান।
এক হস্ত নাহি কারো বিরূপ সমান।।
ছিন্ননাসা হয় কেহ একচক্ষু হয়।
কেহ বা বধির হয়ে জনমে নিশ্চয়।।
ঋতুকালে নারী সহ করিলে রমণ।
ব্রহ্ম হত্যা পাপে মগ্ন হয় সেইজন।।
অন্তিমে তাহার হয় বিষম জঞ্জাল।
ইহকাল যায় তার যায় পরকাল।।
পাপ কাজ যদি কেহ করে আচরণ।
দেখিয়া যে জন তারে না করে বারণ।।
পাপের অর্দ্ধেক ফল ভোগে সেই নর।
যমপুরে গিয়া পায় দুর্গতি বিস্তর।।
নিজ ছিদ্র নাহি দেখে যেই দুরাচার।
পরদোষ পর-পাপ করয়ে প্রচার।।
পরনিন্দা করি সদা কাটায় জীবন।
মহাপাপী বলি তারে বলে সর্ব্বজন।।

শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা কভু নয়।
কহিলাম সার কথা ওহে ঋষিচয়।।
নিষ্পাপী জনের নিন্দা করে যেইজন।
বিষম যাতনা পায় শমন সদন।।
মূত্র কুণ্ডে শতযুগ করে অবস্থান।
অবশেষে ধরাধামে করে সে প্রয়াণ।।
কুমারীরে ধরি যেই বলাৎকার করে।
দারুণ যাতনা পায় গিয়া যমপুরে।।
অসংখ্য কুকুর আসি অতি বিভীষণ।
তাহার দেহের মাংস করয়ে ভক্ষণ।।
বিষের জ্বালায় পাপী হয়ে জ্বালাতন।
হাহাকার করি সদা করয়ে রোদন।।
যমদূত অবশেষে তাহারে ধরিয়া।
হেঁট শিরে লয়ে যায় সবলে টানিয়া।।
অন্ধকার কুণ্ড মধ্যে করিয়া ক্ষেপণ।
কত যে যাতনা দেয় কে করে বর্ণন।।
তাহাতে পড়িয়া পাপী বহুকষ্ট পায়।
হেরিলে তাহার দুঃখ বক্ষ ফেটে যায়।।
নিঃশ্বাস ফেলিতে নারে হৃদয় বিদরে।
রক্ষরক্ষ বলি সদা ডাকিছে ঈশ্বরে।।
কে আর দেখিবে বল কে রাখিবে আর।
বিধির-লিখন কভু নহে খণ্ডিবার।।
বিচিত্র কালের গতি কে বলিতে পারে।
কালেতে জীবের সৃষ্টি কালেতে সংহারে।।
পরম কারণ দেব নিত্য সনাতন।
কালরূপে হেরিতেছে এতিন ভুবন।।
জনম মরণ হয় কালের আজ্ঞায়।
চন্দ্র সূর্য্য ঘুরে সদা কালের ইচ্ছায়।।
যাহার যেমন কর্ম্ম ভুঞ্জিবে তেমন।
খণ্ডন করিবে তাহা বল কোনজন।।
জন্মিবে কালেতে সব কালেতে সংহার।
কালের করাল হাতে নাহিক উদ্ধার।।
পরধর্ম্মে পক্ষপাতী হয়ে যেইজন।
পরেরে শিখায় সদা অহিত বচন।।
দারুণ নরকে পড়ে সেই দুরাচার।
বেদের বচন ইহা শাস্ত্রের বিচার।।
প্রায়শ্চিত্ত নাহি তার বলে সর্ব্বলোকে।
শতবর্ষ কষ্ট পায় পড়িয়া নরকে।।
স্বীয় সুখ অভিলাষে যেই অভাজন।
পিতৃ-মাতৃ গুরুজনে করয়ে বর্জ্জন।।
পাষণ্ড তাহার সম নাহিক ধরায়।
নরকে পড়িয়া সেই কত কষ্ট পায়।।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বচন।
বলিলাম সবা পাশে ওহে ঋষিগণ।।
অযুত বরষ থাকি নরক ভিতরে।
অবশেষে ধরে জন্ম চণ্ডালের ঘরে।।
গোমাংস আহার করি রাখয়ে জীবন।
কভু মিথ্যা নহে ইহা শাস্ত্রের বচন।।
পুষ্কর তড়াগ আর কুসুম কানন।
ছারখার করি ভাঙ্গে সেই অভাজন।।
ইহলোকে লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হয়ে দুরাচার।
অন্তিমে পতিত হয় নরক মাঝার।।
বিষ্ঠার কুণ্ডেতে তারা শতযুগ রয়।
বিষ্ঠা কৃমি জাতি খায় সেই দুরাশয়।।
মানব শরীর শেষে করিয়া ধারণ।
চণ্ডাল গৃহেতে গিয়া লভয়ে জীবন।।
অসংখ্য যাতনা পায় জীবন ধরিয়া।
ব্যাধরূপে ভ্রমে বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।।
শতজন্ম এইরূপে ধরি দুরাচার।
তবেত পাতক হতে লভিবে নিস্তার।।
নগরে গ্রামেতে কিম্বা দেবতা মন্দিরে।
দুষ্টবুদ্ধি বশে যারা অগ্নিদান করে।।
তাদের শাস্তির কথা কি বলিব আর।
দুরন্ত নরক ভোগ করে অনিবার।।
মহাপাপী বলে তারে ডাকে সর্ব্বজন।
ঋষির বচন ইহা শাস্ত্রের লিখন।।
এক ব্রহ্ম পাত নাহি যত দিনে হয়।
তাবত পুরীষ কুণ্ডে সেই পাপী রয়।।

পাপেতে উৎসাহ দেয় যেই অভাজন।
পাপের অর্দ্ধেক ফল ভুঞ্জে সেইজন।।
অযাজ্য যাজন কৈলে বিপ্রের কুমার।
বিপ্র হয়ে নিকৃষ্টান্ন করিলে আহার।।
চণ্ডাল সমান তারে শাস্ত্রেতে বাখানে।
তাহার সমান পাপী নাহি কোনস্থানে।।
দেহ অন্তে সেই বিপ্র যমের গোচর।
পাপের উচিত ফল পায় বহুতর।।
শতযুগ নরকেতে করি অবস্থান।
মানব রূপেতে পুনঃ ধরাধামে যান।।
চণ্ডাল রূপেতে জন্মে ধরণী উপর।
কত কষ্ট অন্নাভাবে পায় নিরন্তর।।
যাতায়াত এইরূপে করি সাতবার।
তবে মুক্তি পাপ হতে পায় দুরাচার।।
পরের উচ্ছিষ্ট যদি করয়ে ভোজন।
বন্ধুঘাতী হয় যেই বিপ্রের নন্দন।।
দারুণ নরকে তার হয় নিবসতি।
অসংখ্য যাতনা পায় সেই মূঢ়মতি।।
শশী সূর্য্য ধরাতলে যতকাল রয়।
তাবত নরকে থাকে সেই দুরাশয়।।
আছে কত পাপ তাহা কে বলিতে পারে।
বলিনু সংক্ষেপে কিছু সবার গোচরে।।
মিথ্যাবাদী পাপে রত যেই অভাজন।
কর্ম্মবশে নানা যোনি করয়ে ভ্রমণ।।
জগতে কথিত সেই বলি দুরাচার।
অন্তিমে তাহার আর নাহিক উদ্ধার।।
কুকর্ম্ম করিলে জীব নানা দুঃখ পায়।
ইহলোকে তার নিন্দা সর্ব্বজনে গায়।।
সবাপাশে শিব-উক্তি করিনু কীর্ত্তন।
অন্তরে ভাবহ সদা নিত্যনিরঞ্জন।।
অনিত্য সকলি এই অবনী মাঝার।
সত্য ব্রহ্ম এক মাত্র জগতের সার।।
ধর্ম্মপথে কায়মনে থাক নিরন্তর।
না পারে আসিতে কভু যমের কিঙ্কর।।

শুন মন দিয়া এবে ওহে ঋষিগণ।
নরকের বিবরণ করিব কীর্ত্তন।।
সংক্ষেপে কিঞ্চিন্মাত্র করেছি প্রচার।
বলিতেছি শুন এবে করিয়া বিস্তার।।
নরক কি রূপ আছে যমের আগারে।
কিরূপেতে শাস্তি দেয় পাপন্তিনিকরে।।
সেই সব বিস্তারিয়া করিব বর্ণন।
শুনিলে হৃদয়ে হয় চৈতন্য জনম।।
পাপীগণ যমপাশে দিলে দরশন।
সরোষে ডাকিবে সবে শমন রাজন।।
লোহিত লোচন যম ভীষণ মুরতি।
পরিধান রক্তবস্ত্র সুনীল আকৃতি।।
তখন দ্বাবিংশ হস্ত হইবে তাঁহার।
প্রচণ্ড তপন সম প্রদীপ্ত আকার।।
বিকট সুদীর্ঘ নাসা দেখি ভয় পায়।
বিকট আনন যেন রাক্ষসের প্রায়।।
বিকট দর্শন পুংক্তি বিকট আকৃতি।
পাপীরা কাঁপিবে হৃদে দেখিয়া মুরতি।।
জন্ম-মৃত্যু যমপাশে আছেন দাঁড়িয়ে।
চিত্রগুপ্ত আদেশেতে সুগভীর স্বরে।।
যমের আদেশে গুপ্ত সুগভীর স্বরে।
ডাকিবেন পাপীগণে ধর্ম্মের গোচরে।।
প্রলয় মেঘের সম সুগভীর রবে।
কটুভাষা বলিবেক পাপীগণে সবে।।
পাপীগণ শোন শোন ওহে দুরাচার।
করেছিস মত্ত হয়ে কত অহঙ্কার।।
নিরন্তর মত্ত হয়ে মানব আলয়ে।
অপকর্ম্ম করেছিস ধরম ত্যজিয়ে।।
এখন তাহার ফল করহ ভুঞ্জন।
রয়েছে জাননা হেথা শমন রাজন।।
কামে মত্ত হয়ে তোরা মানব ভবনে।
করেছিস হীনকাজ না যায় কহনে।।
উচিত তাহার ফল ভুঞ্জহ এখন।
এখন তোদের রক্ষা করে কোনজন।।

নিতান্ত পাপাত্মা তোরা অতি দুর্নিবার।
নহিলে করিবি কেন হেন অত্যাচার।।
কু-কর্ম্ম যত আছে ধরায় বিদিত।
করেছিস সবি তোরা আনন্দে নিশ্চিত।।
তাহার উচিত শাস্তি পাবি এইক্ষণ।
এখন তোদের রক্ষা করে কোন্‌জন।।
মিছা কেন কান্দ এবে কর হাহাকার।
পাপের উচিত ফল পাবে এইবার।।
তোমাদের অত্যাচারে যত জীবগণ।
অনলে সলিলে পশি ত্যজিছে জীবন।।
এখন ধর্ম্মের কাছে আজ উপনীত।
পাপের উচিত ফল পাইবে নিশ্চিত।।
কুকর্ম্ম করেছ সবে থাকি সেই ভবে।
ভাব নাই মনে হেথা আসিতে হইবে।।
পরিতাপ কেন বৃথা কর দুরাচার।
পাপের উচিত ফল ভোগ এইবার।।
পর সর্ব্বনাশ কত করেছ আনন্দে।
কুকর্ম্ম করেছ কত মজি নানারঙ্গে।।
চৌর্য্যবৃত্তি দস্যুবৃত্তি করি প্রবঞ্চন।
মনসুখে দারাসুত করেছ পালন।।
কোথা দারা কোথা পুত্র বান্ধব কোথায়।
একাকী এখন কেন এসেছ হেথায়।।
তোদের দুর্দ্দশা এবে করি দরশন।
কে আর আপন বলি করিবে রোদন।।
এখন রোদনে ফল নাহি কিছু আর।
আগেতে উচিত ছিল করিতে বিচার।।
যেমন দুষ্কর্ম্ম তোরা করেছিস ভবে।
সমুচিত ফল তার এখানেতে পাবে।।
পাপের উচিত ফল পাবি এইক্ষণ।
ইথে ধর্ম্মরাজ দোষী নহে কদাচন।।
পক্ষপাতি নহে ইনি জানিবে নিশ্চিত।
পাপের শাস্তি দিবেন যেমন বিহিত।।
ধরাধামে যথা পাপ করিয়াছে সবে।
তেমনি শাস্তি তাহাকে যমরাজ দিবে।।

কাহারো বিচারে নাহি আছে পরিত্রাণ।
কিবা ধনী কিবা দুঃখী সকলি সমান।।
চিত্রগুপ্ত বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
থরথর কাঁপে ভয়ে যত পাপীগণ।।
কাহার নয়ন ভাসে অবিরল জলে।
কেহ কান্দে শুষ্ক কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি বলে।।
কোথা যাবে কি করিবে না দেখি উপায়।
হাহাকার করে সবে ব্যাকুলিত কায়।।
আপন পাতক রাশি করিয়া স্মরণ।
পরিতাপানলে দহে যত পাপীগণ।।
যম-দূতগণ যত ভীম বেশ ধরি।
যমের আদেশে তথা আসে সারি সারি।।
তর্জ্জন গর্জ্জন করি পাপীগণে লয়ে।
রজ্জুতে বান্ধিয়া ফেলে দারুণ নিরয়ে।।
কত যে নরক তথা আছে বিদ্যমান।
চৌরাশী তাহার মধ্যে সবার প্রধান।।
বহ্নিকুণ্ড তপ্তকুণ্ড ক্ষারকুণ্ড আর।
বিষ্ঠাকুন্ড মূত্রকুন্ড অতীব দুর্ব্বার।।
অশ্রুকুণ্ড মজ্জাকুণ্ড অতি বিভীষণ।
মাংসকুন্ড নখকুন্ড ঘোর দরশন।।
গাত্রমলকুন্ড লোমকুণ্ড নাম ধরে।
অসৃক্‌কুণ্ড কেশকুণ্ড কৃমিকুণ্ড পরে।।
শ্বেতীকুণ্ড হয় সম অগ্নিকুণ্ডাধার।
অস্থিকুণ্ড ঘর্ম্মকুন্ড ঘর্ম্মের আধার।।
সুরাকুণ্ড তৈলকুণ্ড পূরকুণ্ড আদি।
শবকুণ্ড শূলকুণ্ড আছে নিরবধি।।
মসীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড যতেক নির্ণয়।
কুম্ভীপাক কুন্ড আদি কত শত হয়।।
কূর্ম্মকুণ্ড জ্বালাকুণ্ড অতি ভয়ানক।
দগ্ধকুণ্ড ভস্মকুণ্ড নামেতে নরক।।
গোলকুণ্ড শরতকুণ্ড তেজকুণ্ড নামে।
কত শত কুণ্ড আছে যমের ভবনে।।
কর্ণকুণ্ড কূপকুণ্ড মুখকুণ্ড আর।
জলন্ধর কুণ্ড আদি অতীব দুর্ব্বার।।

গজরাষ্ট্র কুণ্ড আদি অতি ভয়ঙ্কর।
যাহাতে যাহাতে পায় পাতকী নিকর।।
পতিকুণ্ড বসাকুণ্ড আর শ্লেষ্মাকুণ্ড।
জিহ্বাকুণ্ড নেত্রকুণ্ড আর গয়কুণ্ড।।
ইত্যাদি নরক বহু বিরাজে তথায়।
পাপীরা তাহাতে পড়িল বহু কষ্ট পায়।।
বঞ্চক হিংস্রক ক্রুর হয় যেইজন।
দগ্ধ হয় অগ্নিকুণ্ডে সেই সে অজ্ঞান।।
তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয়।
অগ্নিকুণ্ডে ততবর্ষ দগ্ধীভূত হয়।।
পশুজন্ম তিনবার হইবে তাহার।
যাবে শেষে রৌদ্রকুণ্ডে কহিলাম সার।।
ব্রাহ্মণ অতিথি যদি করে আগমন।
তৃষ্ণার্থ হইয়া থাকে সেই মহাজন।।
যেইজন সেই বিপ্রে জল নাহি দেয়।
তপ্তকুণ্ড নরকেতে পচিবে নিশ্চয়।।
বিচিত্র পক্ষীর রূপ করিয়া ধারণ।
সাতবার ধরে জন্ম মানব ভবন।।
যেই জন শ্রাদ্ধ করি বিহিত বিধানে।
বসন রঞ্জিত ক্ষারে করে সেই দিনে।।
যাবত দেবেন্দ্র নাহি হইবে পতন।
ক্ষার কুণ্ডে তদবধি থাকে সেইজন।।
ধরে জন্ম অবশেষে রজকী জঠরে।
সাতবার আসে সেই মানবের পুরে।।
দান করি হরে লয় যেই অভাজন।।
সদা হয়ে পরদানে লোভ পরায়ণ।।
ব্রহ্মত্ব হরণ করে দেবধন হরে।
বিষ্ঠাকুণ্ড নরকেতে সেই জন পড়ে।।
বিষ্ঠাভোগ করে সেই অযুত বৎসর।
কৃমিরূপে মহাকষ্ট পায় নিরন্তর।।
পরের তড়াগ স্থান করিয়া হরণ।
তথায় তড়াগ করে যেই দুরজন।।
পুণ্যরাশি দূরে থাকে মহাপাপ হয়।
বহুকাল মূত্রকুণ্ডে নিপতিত রয়।।

সহস্র বৎসর তথা মূত্রাহার করি।
গোধিকা হইয়া জন্মে মানবের পুরী।।
এইরূপে সাতবার ধরিয়া জনম।
মহাকষ্ট পাবে কত দুরাত্মা দুর্জ্জন।।
একাকী বসিয়া যেবা নির্জ্জন প্রদেশে।
খাদ্য খায় সুমধুর মনের হরিষে।।
শ্লেষ্মাকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।
সহস্র বৎসর তথা করিবে যাপন।।
ভারত ভূমেতে আসি শেষে দুরাচার।
প্রেতযোনি হয়ে থাকে শাস্ত্রের বিচার।।
নিজকৃতকর্ম্মফল পায় সেইজন।
শ্লেষ্মা মূত্র পূঁজ আদি খায় অনুক্ষণ।।
হেরিয়া অতিথি যেবা ফিরায় লোচন।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপে মজে সেইজন।।
যত তার পিতৃকুল আছে স্বর্গপুরে।
তদ্দর্ত্ত সলিল নাহি আকিঞ্চন করে।।
চক্রকুণ্ড নামে আছে নরক দুর্ব্বার।
তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার।।
অযুত বরষ তথা করিয়া যাপন।
দরিদ্রের ঘরে আসি লভয়ে জনম।।
এইরূপে সাতবার শরীর ধরিয়া।
দারুণ যাতনা পায় ধরাতলে গিয়া।।
বিপ্র করে ধনদান করি যেইজন।
পুনশ্চ লোভেতে করে সে সব হরণ।।
মসীকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়।
অযুত বরষ তথা মহাকষ্ট পায়।।
সপ্তজন্ম কৃকলাস হয় সেইজন।
নবরূপ পরিশেষে করিবে ধারণ।।
দরিদ্র হইয়া সেই বহু কষ্ট পায়।
তাহার যাতনা দেখি বহু কষ্ট হয়।।
পরনারী প্রতি যেই লোভ পরায়ণ।
মহাপাপী সেইজন নারকী দুর্জ্জন।।
অথবা যেজন বলে করে বলাৎকার।
মহাপাপী বলি সেই ধরায় প্রচার।।

নরকেতে শুক্রকুণ্ডে পড়ে সেইজন।
তথা থাকি শতবর্ষ করয়ে যাপন।।
ইষ্টদেব প্রতি কিম্বা কোন প্রিয়জনে।
অস্ত্রের আঘাত করে সরোষিত মনে।।
আঘাত লাগিয়া যদি রক্ত বাহিরায়।
অসৃককুণ্ড নরকেতে সেইজন যায়।।
ধরাতলে সাতবার ব্যাধের আগারে।
সেজন জন্মিবে জেনো শাস্ত্রের বিচারে।।
হরিগুণ গান শুনি যেই মূঢ়মতি।
উপহাস করে তাহা অভিমানে অতি।।
অশ্রুকুণ্ড নরকেতে সেই জন যায়।
শতবর্ষ থাকি তথা মনস্তাপ পায়।।
ধরাধামে অবশেষে চণ্ডাল আলয়ে।
তিনবার ধরে জন্ম মহাদুঃখী হয়ে।।
আত্মীয় জনেরে হিংসা করে যেইজন।
আত্মীয় হেরিয়া সদা ফিরায় বদন।।
গাত্র মলকুণ্ড নামে নরক দুর্ব্বার।
তাহাতে পড়িয়া কষ্ট পায় দুরাচার।।
অযুৎ বৎসর তথা যাতনা পাইয়া।
খররূপে ধরে জন্ম ধরাধামে গিয়া।।
সপ্তজন্ম অবশেষে শৃগাল জঠরে।
পাপের ক্ষয় তবে শাস্ত্রের বিচারে।।
বধির হেরিয়া হাস্য করে যেইজন।
কর্ণমলকুণ্ডে হয় তাহার পতন।।
নরক যাতনা পেয়ে হাজার বৎসর।
বধির হইয়া জন্মে দরিদ্রের ঘর।।
এইরূপে সপ্তজন্ম জন্মে দুরাচার।
শাস্ত্রের লিখন ইহা বেদের বিচার।।
রোষবশে লোভ বশে সেই দুরাচার।
জীবের জীবন ধন করয়ে সংহার।।
সেইজন মহাপাপী অবনী ভিতরে।
মজ্জাকুণ্ডে লক্ষ বর্ষ নিবসতি করে।।
মশক হইয়া জন্মে ভবে সাতবার।
মৎস্যরূপী সপ্তজন্ম হবে পুনর্ব্বার।।

আপন কন্যাকা ধনে যেই অভাজন।
বাল্যাবধি রক্ষা করি করিয়া যতন।।
অর্থলোভী অবশেষে হইয়া অন্তরে।
মনোমত ধন লয়ে তারে বিক্রি করে।।
মাংসকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেইজন।
যাতনা পায় যে কত কে করে বর্ণন।।
দেহে যত রোম ধরে সেই দুরাচার।
তত বর্ষ কুণ্ড ভোগ হইবে তাহার।।
যমদূত সদা তারে করয়ে পীড়ন।
বিষ্ঠাকৃমি রূপে কুণ্ডে রহে সর্ব্বক্ষণ।।
ষাইট হাজার বর্ষ নরকে থাকিয়া।।
ব্যাধের গৃহেতে জন্মে ধরাতলে গিয়া।
সপ্ত জন্ম ব্যাধরূপে যাতায়াত করি।
জন্মে পরে সাতবার ভেক রূপ ধরি।।
অবশেষে তিন জন্ম শুকর হইয়া।
ধোবা হয়ে জন্মে পরে ধরাতলে গিয়া।।
সাত জন্ম মুক হয়ে থাকে সেইজন।
তবেত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বচন।।
শ্রাদ্ধদিনে ক্ষৌরকর্ম্ম যেই জন করে।
নখকুণ্ড নরকেতে সেইজন পড়ে।।
হাজার বৎসর তথা করে অবস্থিতি।
ধরাতলে অবশেষে পশুরূপে গতি।।
কেশ সহ শিবলিঙ্গ পুজে যেইজন।
কেশ কুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
শিব শাপে অবশেষে যবন হইয়া।
যবনের গৃহে জন্মে ধরাতলে গিয়া।।
পৃথিবীতে গয়া ক্ষেত্র অতি পুণ্যস্থান।
শতজন্ম পাপ যায় দিলে পিণ্ডদান।।
তাদৃশ পবিত্র ক্ষেত্র বিষ্ণুর চরণে।
পিণ্ড নাহি দেয় যেই ভক্তি পুতমনে।।
অস্থিকুণ্ড নরকেতে পড়ি সেইজন।
দারুণ যাতনা পায় কে করে বর্ণন।।
অঙ্গহীন হয়ে শেষে ধরাতলে যায়।
দরিদ্রের গৃহে জন্মি মহাকষ্ট পায়।।

কামবশে মত্ত হয়ে যেই অভাজন।
গর্ভবতী নারী সহ করয়ে রমণ।।
তাম্রকুণ্ড নরকেতে সেই দুরাচার।
পড়িয়া যাতনা পায় বৎসর হাজার।।
অনূঢ়া সংস্পৃষ্ট অন্ন করিলে ভোজন।
লৌহকুণ্ডে শতবর্ষ রহে সেইজন।।
তাহারে তাড়না করে যমের কিঙ্করে।
জন্মধরে অবশেষে রজকী উদরে।।
খাদ্য দ্রব্য স্পর্শে স্বেদ হস্তে যেইজন।
ঘর্ম্মকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
ব্রাহ্মণ হইয়া করে শূদ্রান্ন আহার।
শতবর্ষ সুরাকুণ্ডে বসতি তাহার।।
অনিবেদ্য দ্রব্য যেবা করয়ে ভোজন।
কৃমিকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।।
হাজার বরষ তথা মহাদুঃখ পায়।
শূকর হইয়া শেষে ধরাধামে যায়।।
বিপ্র হয়ে শূদ্র শব করিলে দাহন।
নরকেতে পুজকুণ্ডে করিবে গমন।।
যমদূত প্রহারিবে তারে অনিবার।
যাতনা পাইয়া সদা করিবে চীৎকার।।
জীবগণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিলে হনন।
দংশকুণ্ড নরকেতে করিবে গমন।।
অনাহারে রাখি তথা যমের কিঙ্কর।
হস্তপদ বান্ধি দেয় যাতনা বিস্তর।।
মধুচক্র মধুলোভে ভাঙ্গে যেইজন।
গরল কুণ্ডেতে সেই করয়ে গমন।।
তথায় গরল মাত্র করিয়া আহার।
কত যে যাতনা পায় কি কহিব আর।।
দণ্ডাঘাত ব্রাহ্মণেরে করে যেইজন।
বজ্রদংষ্ট নরকেতে তাহার পতন।।
সদাকরে বজ্রাঘাত যমদূত চয়।
তাহার যাতনা হেরি বিদরে হৃদয়।।
অর্থলোভে প্রজাগণে যেই নরবর।
বিনা অপরাধে দেয় দণ্ড বহুতর।।
বৃশ্চিক কুণ্ডেতে তার হয় অবস্থিতি।
মহাকষ্ট পায় তথা সেই নরপতি।।
যেই দ্বিজ নিজ কর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন।
অশ্বোপরি অস্ত্রলয়ে করি আরোহণ।।
ক্ষত্রিয় ব্যাভার করে আনন্দিত মতি।
সেই জন বসা কুণ্ডে করে অবস্থিতি।।
তাহার কেশেতে ধরি যমদূতগণ।
নানামতে দেয় শাস্তি কে করে বর্ণন।।
অন্যায় করিয়া যেবা কোন জনে ধরি।
আবদ্ধ করিয়া রাখে কারাগারে পুরি।।
গোলকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।
কৃমিরূপী হয়ে তথা থাকে সর্ব্বক্ষণ।।
যমের কিঙ্কর আসি করিয়া তাড়না।
দণ্ডাঘাতে দেয় তারে দারুণ যাতনা।।
পরনারী বক্ষোপরি স্তন মনোহর।
দেখিয়া মদনে মত্ত হয় যেই নর।।
কাককুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।
কাকেতে উপাড়ি লয় তাহার নয়ন।।
নিজকৃত কর্ম্মফল লভি দুরাচার।
যাতনা পাইয়া সদা করে হাহাকার।।
লোভবশে যেইজন স্বর্ণচুরি করে।
কফকুণ্ড নরকেতে সেইজন পড়ে।।
তাহার দেহেতে থাকে যত রোম চয়।
বিষ্ঠাভোগী হয়ে তথা তত বর্ষ রয়।।
দরিদ্র হইয়া শেষে জন্মে সাতবার।
অবশেষে ধরে দেহ হয়ে স্বর্ণকার।।
তাম্র লৌহ আদি ধাতু করিলে হরণ।
বাজকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
বাজের পুরীষ সদা করিবে আহার।
বাজেতে উপাড়ি লবে নয়ন তাহার।।
দেব কিম্বা দেববস্ত্র করিলে হরণ।
কফকুণ্ড নরকেতে পড়ে সেইজন।।
কদাচারে সদা তথা করে অবস্থিতি।
রোম সংখ্যা বর্ষ তথা করয়ে বসতি।।

গৈরিক বসন কিম্বা রঞ্জিত ভূষণ।
লোভবশে চুরি করে যেই দুরজন।।
পাষান কুণ্ডেতে যায় সেই দুরাচার।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ভূমে জন্মে পুনর্ব্বার।।
যেজন ভক্ষণ করে বেশ্যার সদন।
নালাকুণ্ড নরকেতে যায় সেই জন।।
কাংস্যপাত্র চুরি করে যেই দুরাচার।
রোম সংখ্যা বর্ষভোগ শিলকুণ্ডে তার।।
অবশেষে অন্ধ হয় জন্মে ধরাতলে।
যাতনা সতত পায় অন্তরে অন্তরে।।
বিপ্র হয়ে ম্লেচ্ছধর্ম্মী হয়ে যেইজন।
অসিকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
কষ্ট দেয় তারে যমদূত অনিবার।
রোমসংখ্যা বর্ষ তথা থাকে দুরাচার।।
তিনবার জন্মে পরে পশুরূপী হয়ে।
কৃষ্ণ সর্প হয় শেষে কাননেতে গিয়ে।।
অবশেষে তালতরু হয় তিনবার।
তবেত পাপের ক্ষয় শাস্ত্রের বিচার।।
ধান্য আদি শস্য চুরি করে সেইজন।
তাম্বুল সর্ষপ আদি করয়ে হরণ।।
তাহার দেহেতে থাকে যত রোমচয়।
চূর্ণকুণ্ড নরকেতে তত বর্ষ রয়।।
পরদ্রব্য লয় যেই করিয়া বঞ্চনা।
চক্রকুণ্ডে পড়ি পায় দারুণ যাতনা।।
সহস্র বরষ তথা করিয়া যাপন।
কলুর গৃহেতে শেষে লভয়ে জনম।।
তিনবার হবে কলু সেই পাপীবর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পাবে যাতনা বিস্তর।।
বংশহীন হবে শেষে সেই মূঢ়মতি।
অন্তিমে করম বশে লভিবে দুর্গতি।।
আত্মীয় বান্ধব হেরি যেই অভাজন।
ঘৃণাবশে অভিমানে ফিরায় বদন।।
দুর্গতি হয় তাহার চক্রকুণ্ডে পড়ে।
একযুগ পায় কষ্ট তাহার ভিতরে।।

অঙ্গহীন হয়ে শেষে জন্মে সাতবার।
সপ্ত জন্মে বংশে কেহ নাহি থাকে তার।।
বিষ্ণুর শয়ন কালে যেই দুরাচার।
কচ্ছপের মাংস সুখে করয়ে আহার।।
কুর্ম্মকুণ্ড নরকেতে যায় সেইজন।
অযুত বরষ তথা করয়ে যাপন।।
কচ্ছপ হইয়া শেষে জন্মে সাতবার।
যাতনা কত যে পায় কি কহিব আর।।
ঘৃত চুরি মৎস্য চুরি করে যেইজন।
ভস্মকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
সহস্র বরষ তথা অবস্থান করি।
সাতবার জন্মে শেষে মুষারূপ ধরি।।
তবেত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার।
কহিলাম সত্য সত্য শাস্ত্রের বিচার।।
সুগন্ধী হরণ করে যেই অভাজন।
দগ্ধকুণ্ড নরকেতে তাহার পতন।।
দারুণ যাতনা পায় নরক ভিতরে।
অগ্নি দিয়া যমদূত পুড়াইয়া মারে।।
যেইজন হিংসা করি কিম্বা বল করি।
অপরের ভূমি কিম্বা বাটী লয় হরি।।
তাহার পাপের কথা না যায় বর্ণনা।
তপ্ত তৈলকুণ্ডে পড়ি পায় সে যাতনা।।
তৈলেতে তাহার দেহ ভাজা ভাজা হয়।
অনাহারে রহি তথা মহাকষ্ট পায়।।
মন্বন্তর কাল তথা করয়ে যাপন।
যমদূতগণ করে নিয়ত তাড়ন।।
অবশেষে অসিপত্র নরকেতে ফেলে।
চৌদ্দ ইন্দ্রপাত কাল রহে সেই স্থলে।।
রোষবশে ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন।
অসিপত্র কুণ্ডমাঝে তাহার পতন।।
সতত পীড়ন করে যমের কিঙ্কর।
আর্ত্তনাদ করে কত অতি ঘোরতর।।
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া যাপন।
শূকর যোনিতে শেষে লভয়ে জনম।।

পরের গৃহেতে যেবা অগ্নি করে দান।
ক্ষুরধার কুণ্ডে তার হয় অবস্থান।।
অযুত বরষ পরে প্রেতরূপ ধরি।
বিষম যাতনা পায় মূত্রাহার করি।।
সপ্তজন্ম এইরূপে করি অবস্থান।
মানব রূপেতে ভূমে করয়ে প্রয়াণ।।
শূলরোগে অভিভূত হয় সেইজন।
সপ্তজন্ম এইরূপে করিবে যাপন।।
অবশেষে সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগী হয়।
দারুণ যাতনা পায় বিদরে হৃদয়।।
তবেত পাপের ক্ষয় হইবে তাহার।
সার কথা কহিলাম শাস্ত্রের বিচার।।
বিপ্রজনে তুচ্ছ করে যেই অভাজন।
অথবা পরের নিন্দা করে যেইজন।।
সূচীমুখ নরকেতে হয় তার গতি।
তিনযুগ পায় কষ্ট করি অবস্থিতি।।
সপ্ত জন্ম অবশেষে ভুজঙ্গম হয়।
ভস্মকীট হয়ে পরে সপ্তজন্ম রয়।।
বৃশ্চিক রূপেতে শেষে ধরিয়া জনম।
দারুণ যাতনা রাশি পায় সর্ব্বক্ষণ।।
অভিমানে মত্ত হয়ে পরের আগারে।
প্রবেশিয়া গৃহভঙ্গ যেইজন করে।।
ছাগরূপে মেষরূপে ধরয়ে জনম।
কত কষ্ট পায় তাহা কে করে বর্ণন।।
মৃত্যুকালে যমদূতে প্রপীড়িত করে।
দারুণ যাতনা পেয়ে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
তিনযুগ বহু কষ্ট পেয়ে নিরন্তর।
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে জন্ম ধরণী ভিতর।।
গোপগৃহে সপ্ত জন্ম জনম লভিয়া।
দারুণ যাতনা পায় ব্যাধিতে ডুবিয়া।।
অবশেষে দারাপুত্র বন্ধু আদি জন।
বিহীন হইয়া কষ্ট পায় সর্ব্বক্ষণ।।
চুরি করে লঘু দ্রব্য যেই দুরাচার।
বজ্রমুখ নরকেতে বসতি তাহার।।

একযুগ দুঃখ ভোগ করিয়া তথায়।
মানবরূপেতে পুনঃ যাইবে ধরায়।।
অশ্বচুরি গজচুরি করে যেই জন।
নরকেতে গজদংষ্ট্র যায় সেই জন।।
গজদণ্ডে যমদূত করয়ে প্রহার।
শতবর্ষ তথা থাকি করে হাহাকার।।
তিন জন্ম হবে শেষে গজরূপধরি।
তিনবার ম্লেচ্ছরূপে যাবে নরপুরী।।
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে যদি কোন নর।
জলাশয়ে জল হেতু যায় দ্রুততর।।
তাহার ব্যাঘাত করে যেই দুরাচার।
গো-মুখনরক হবে গমন তাহার।।
মন্বন্তর কাল তথা করিয়া বসতি।
দারুণ যাতনা পাবে সেই মূঢ়মতি।।
ধরাতলে অবশেষে করিয়া গমন।
দরিদ্র গৃহেতে পুনঃ লভিবে জনম।।
রোগী হয়ে চিরদুঃখ পাইবে তথায়।
হেরিলে তাহার দুঃখ বক্ষ ফাটি যায়।।
গরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন।
অগম্যা নারীর সঙ্গ করে সর্ব্বক্ষণ।।
তিনবেলা যেই বিপ্র সন্ধ্যা নাহি করে।
পরদান লয় যেই গিয়া তীর্থ পুরে।।
শূদ্রের গৃহেতে যেই করয়ে রন্ধন।
বৃষলীর পতি হয়ে করয়ে রমণ।।
হিংসা করে ভিক্ষুকেরে যেই অভাজন।
ভ্রূণহত্যা মহাপাপ লভে যেইজন।।
মহাপাপ লভে ঘোর যেই দুরাচার।
যমদূত নানা মতে করয়ে প্রহার।।
কখন কণ্টকে ফেলে কভু ফেলে জলে।
নিক্ষেপ করে পাষাণে কভু তপ্ত তৈলে।।
অগ্নিতে পুড়ায়ে মারে তাহারে কখন।
তপ্ত লৌহে পড়ি কষ্ট পায় সেইজন।।
এইরূপে লক্ষ বর্ষ রহি দুরাচার।
শকুনি হইয়া জন্মে এক শত বার।।

ধরিবেক সপ্তবার শূকর জনম।
সপ্তবার হবে পরে কাল ভুজঙ্গম।।
বিষ্ঠাকুণ্ডে অবশেষে পড়ি দুরাচার।
ষাইট হাজার বর্ষ করে হাহাকার।।
কুষ্ঠরোগ অবশেষে হয়ে ধরাতলে।
জনম ধরিবে পুনঃ ভিক্ষুকের ঘরে।।
তাহার বংশেতে যত সন্তান সন্ততি।
যক্ষ্মারোগী হয়ে ধ্বংসে পাবে শীঘ্রগতি।।
জনেক তাহার বংশে না রহিবে আর।
অকালে প্রাণের পত্নী হইবে সংহার।।
তবেত তাহার পাপ হবে বিমোচন।
সত্য কথা কহিলাম শাস্ত্রের বচন।।
সেইজন মহাপাপী ধরণী ভিতরে।
পরের অহিত চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ করে।।
অন্তিম কালেতে তারা না পায় উদ্ধার।
দুরন্ত নরকে পড়ি করে হাহাকার।।
অশেষ যাতনা পায় শমনের পুরে।
অনন্ত হাজার মুখে বলিবারে মারে।।
সমুদিয়া একেবারে শত দিবাকর।
সন্তাপে পুড়ায়ে মারে পাপী কলেবর।।
সুতপ্ত বালুকাকুণ্ডে ফেলিয়া তাহারে।
যমদূত দেয় কষ্ট দণ্ডের প্রহারে।।
কুম্ভীপাকে পড়ি কেহ করে হাহাকার।
দণ্ডাঘাত যমদূত করে অনিবার।।
শাণিত অসির পরে পড়ি কোন জন।
রক্ষ রক্ষ বলি করে নিয়ত রোদন।।
অসি ধার কেহ কেহ নরকেতে পড়ি।
দারুণ যাতনা পেয়ে যায় গড়াগড়ি।।
স্থানে স্থানে পাপীগণে সারমেয়গণ।
মনের সুখেতে ছিঁড়ি করিছে ভক্ষণ।।
পাপীগণ স্থানে স্থানে মশক দংশনে।
দারুণ যাতনা পেয়ে কাঁদে প্রাণপনে।।
মলমূত্র হ্রদে কেহ থাকি অনিবার।
উদ্ধার কারণে যত্নে দিতেছে সাঁতার।।

কেহ কেহ মলমধ্যে হয়ে নিমগন।
কৃমিকীট রাশি রাশি করিছে ভোজন।।
কেহ কেহ অতিশয় বালুকায় পড়ি।
যাতনা পাইয়া তাহে যায় গড়াগড়ি।।
তাপেতে সুসিদ্ধ তার হয় কলেবর।
বদন তুলিয়া কহে কোথা হে ঈশ্বর।।
তথাপি উদ্ধার নাহি পায় পাপীগণ।
উচিৎ পাপের ফল কে করে খণ্ডন।।
স্থানে স্থানে কত পাপী শোনিতের কূপে।
পড়িয়া ডাকিছে ঈশে মনের সন্তাপে।।
পূঁজ রক্ত মজ্জা আদি করিছে আহার।
তথাপি যমের হাতে নাহিক উদ্ধার।।
প্রখর তপন তাপে কোন কোন জন।
দগ্ধীভূত হয়ে সদা করিছে রোদন।।
বরষিছে শিলারাশি কাহার উপর।
পড়িছে কাহারো শিরে খড়স-নিকর।।
কাহার উপর হয় অনল বর্ষন।
কেহ কেহ কণ্টকেতে হতেছে পতন।।
ক্ষারকুণ্ডে পড়ি কত পাতকী নিকর।
ক্ষারজল পান করি বিষণ্ণ অন্তর।।
ত্রাহি ত্রাহি বলি তারা ডাকিছে সঘনে।
পাপীদের আর্ত্তনাদ কে শুনিবে কানে।।
তপ্ত লৌহ পিণ্ড কারো মুখ মধ্যে যায়।
রক্ষ রক্ষ বলি তারা কান্দে উভরায়।।
লক্ষ লক্ষ স্থানে স্থানে পাপাত্মা নিকর।
মলকুণ্ডে পড়ি কষ্ট পায় বহুতর।।
রোষবশে যমদূত আসিয়া সঘনে।
বিঁধিছে লোহার কাঁটা কাহারো লোচনে।।
এইরূপে কত কষ্ট পায় পাপীগণ।
কারশক্তি আছে তাহা করিব বর্ণন।।
তপ্ত-লৌহ রেতকুণ্ড বিষ্টাকুণ্ড আর।
ক্রকচ ছেদন তপ্ত অঙ্গার দুর্ব্বার।।
পরক বহু ইত্যাদি অতি ভয়ঙ্কর।
তাহাতে যাতনা পায় পাপাত্মা নিকর।।

নরকে পড়িয়া পায় যেরূপ যাতনা।
সহস্র বরষে তাহা কে করে বর্ণনা।।
কর্ম্মফল নিজকৃত ভুঞ্জে জীবগণ।
কে পারে খণ্ডিতে বল বিধির লিখন।।
যেমন করম তার ফল সমুচিত।
অবশ্য ভুগিতে হয় বিধির লিখিত।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন।।
ধরমপথে নিয়ত যাহার অন্তর।
তারে নাহি যেতে হয় শমন গোচর।।
শমনের ভয় সেই অবহেলে নাশে।
ভবপারে চলি সেই যায় অনায়াসে।।
অতএব ধর্ম্মপথে সবে রাখ মন।
অন্তিমে হেরিবে সেই নিত্য-নিরঞ্জন।।

শমনমার্গ নির্ণয়

শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি মনোহর।
নরক বর্ণনা করে সনৎ কুমার।।
এতেক বচন শুনি তাপস নিকর।
জিজ্ঞাসা বিধির সুতে করে তারপর।।
ওহে প্রভু শুনশুন করি নিবেদন।
তোমার কাছে শুনিনু অপূর্ব্বকথন।।
এখন শুনিতে যাহা হতেছে বাসনা।
কৃপা করি কহি তাহা পুরাও কামনা।।
জীবগণ যবে দেহ করে বিসর্জ্জন।
যমদূত লয়ে যায় শমন ভবন।।
লয়ে যায় কোন পথে কহ মহামুনি।
মনে মনে আকিঞ্চন সেই কথা শুনি।।
সেই পথ হয় ঋষে কেমন প্রকার।
সেই কথা কহ দেব করিয়া বিস্তার।।
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির নন্দন।
প্রফুল্ল বদনে কন শুন ঋষিগণ।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অতি মনোহর।
শুনিলে সেকথা হয় পবিত্র অন্তর।।
যেমন শুনেছি আমি শঙ্কর সদনে।
বলিব বিস্তারি তাহা শুন একমনে।।
যমমার্গ সুভীষণ অতীব দুর্গম।
সুখে কিন্তু যায় তাহে পুণ্যবানগণ।।
জীবন ধরিয়া যারা সংসার মাঝার।
ভকতি ভাবে সুকার্য্য করে অনিবার।।
তাঁহাদের পক্ষে পথ নহেক দুর্গম।
মন সুখে যান তারা শমন ভবন।।
পাপে পরিপূর্ণ যারা অতি নীচাশয়।
দুঃসহ যাতনা পায় সেই নরচয়।।
লক্ষৈক যোজন হয় পথের বিস্তার।
ভয়ঙ্কর দুরগম অতি দুর্নিবার।।
জপ তপ দান ধর্ম্ম করে যেইজন।
মহাসুখে সেইপথে সে করে গমন।।
সদা পাপে রত থাকে যেই দুরাচার।
যমমার্গ তার পক্ষে অতীব দুর্ব্বার।।
দেহত্যাগ করে যবে পাপাত্মা নিকর।
প্রেতমূর্ত্তি ধরে তারা অতি ভয়ঙ্কর।।
যমদূত অবশেষে আরক্ত নয়নে।
তাদের লইয়া যায় যমের সদনে।।
কত কষ্ট পায় পথে সেই পাপীগণ।
অনন্ত অশক্ত তাহা করিতে বর্ণন।।
অসংখ্য যাতনা পায় কৃতান্ত নগরে।
সে যাতনা কিবা আর বলিব সবারে।।
পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক তাহাদের হয়।
থর থর ঘন ঘন কাঁপে পাপীচয়।।
যমদূতগণ যারা ভীষণ আকার।
পথেতে পাপাত্মাগণে করয়ে প্রহার।।

দারুণ যাতনা আর সহিবারে নারে।
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
তাহাদের আর্ত্তনাদ করিলে শ্রবণ।
বজ্রসম বাজে কানে অতি বিভীষণ।।
কিছুতে না করে দয়া যমদূতগণ।
কাঁটার ভিতর দিয়া করে আকর্ষণ।।
আরক্ত লোচনে করে মুষল প্রহার।
যাতনা পাইয়া চেষ্টা করে পালাবার।।
পলাতে না পেরে সদা করে হাহাকার।
দূতেরা আঘাত তাহে করে অনিবার।।
যম মার্গ দুরগম কি করি বর্ণন।
মন দিয়া শুন ওহে যত মুনিগণ।।
যমের দুর্গম পথ অতি ভয়ঙ্কর।
কোথা অগ্নি কোথা বালি ধূলিতে ধূসর।।
কোথা সাদা বহ্নি কণা কোথা অগ্নিজ্বলে।
তীক্ষ্ণধার পাষাণাদি পড়ে পদতলে।।
কোথাও জলদ গণ মুষলের ধারে।
বরষিছে ঘনঘন পাপীর উপরে।।
স্থানে স্থানে তরবারি অতি খরশান।
দেখিলে ভয়েতে কাঁপে পাপীর পরাণ।।
স্থানে স্থানে বরষিছে কর্দ্দম ভীষণ।
জ্বলন্ত অগ্নির শিখা হয় বরিষণ।।
স্থূল স্থূল লৌহসূচী আছে স্থানে স্থানে।
বিঁধিছে ভীষণ বেগে পাপীর চরণে।।
কন্টকের গাছ কত ভীষণ আকার।
স্থানে স্থানে অতি ঘোর ভীম অন্ধকার।।
মড় মড় শব্দ করি সেই তরুগণ।
পাপীর উপরে সদা হতেছে পতন।।
মাঝে মাঝে যমদূত মহাবলাধার।
পাপীগণে করিতেছে মুদগর প্রহার।।
পাপী চারিদিকে চাহে দিশাহারা হয়ে।।
হাহাকার করি কান্দে ব্যাকুল হৃদয়ে।
যেরূপ ভীষণ পথ বলা নাহি যায়।
পাপীগণ কি করিবে ভেবে নাহি পায়।।

স্থানে স্থানে শূলপোতা কঙ্করের গাদি।
বিরল মাটিতে ঢাকা আছে নিরবধি।।
স্থানে স্থানে মহাকায় মত্ত গজগণ।
নিরন্তর যম মার্গে করিছে ভ্রমণ।।
পদতলে তাহাদের যত পাপীচয়।
দলিত হইয়া কান্দে ব্যাকুল হৃদয়।।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করে অনিবার।
কোথা পিতঃ রক্ষ বলি করে হাহাকার।।
স্থানে স্থানে পাপীগণে গলেতে বান্ধিয়া।
নিরন্তর যমদূত নিতেছে টানিয়া।।
কন্টক ফুটিছে পৃষ্ঠে আহা মরি মরি।
অঙ্কুশ আঘাত করে তাহার উপরি।।
দুই চক্ষে বহে বারি নাহিক বিরাম।
কাঁপে অঙ্গ থরথর সহিতে পরাণ।।
ছিদ্র করি রজ্জু বান্ধি নাসিকা বিবরে।
নিতেছে কাহাকে টানি শমন-গোচরে।।
স্থানে স্থানে বালি রাশি অতি বিভীষণ।
পবন হিল্লোলে উঠি ছাইছে গগন।।
সেই সব ধুলিজাল পশিয়া বদনে।
কত যে দিতেছে কষ্ট না যায় কহনে।।
খর্জ্জুর কন্টক কত অতি তীক্ষ্ণ ধার।
চরণে বিন্ধিয়া কষ্ট দিতেছে কাহার।।
রক্তধারা অবিরল হতেছে বর্ষন।
হাহাকার করি পাপী কান্দে ঘনঘন।।
স্থানে স্থানে শিলাবৃষ্টি পাপীর উপর।
মুষল সমান ধারে পড়ে নিরন্তর।।
কোথাও দুরন্ত শীত সহা নাহি যায়।
শরীরে লাগিলে যেন প্রাণ বাহিরায়।।
দুরন্ত নিদাঘ কোথা পুড়াইয়া মারে।
অগ্নি সম লাগে যেন পাপীর শরীরে।।
সুতপ্ত সীসক রাশি আছে স্থানে স্থানে।
তাহাতে পড়িয়া জ্বলে পাপীর কারণে।।
শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায় বাক্য নাহি সরে।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে ধরাতলে পড়ে।।

দূতের প্রহারে কেহ খোঁড়া হয়ে যায়।
শীঘ্রগতি একপদে যমপুরে ধায়।।
রক্তমাখা কারো অঙ্গ চক্ষে বহে বারি।
তাড়িত হইয়া চলে শমনের পুরী।।
নাসাকর্ণ ছিন্ন হয়ে যেতেছে কাহার।
কাঁদিতে কাঁদিতে যায় যমের আগার।।
কি বলিব শাস্তি কথা করিলে স্মরণ।
পরাণ কান্দিয়া উঠে কাতর জীবন।।
যে কষ্ট পথেতে যায় পাপাত্মা নিকর।
স্মরিলে ভয়েতে কাঁপে জীবের অন্তর।।
এইরূপে মহাকষ্ট পেয়ে পাপীগণ।
বিষণ্ণ বদনে যায় শমন ভবন।।
যদি তাহাদের কষ্ট নয়নেতে পড়ে।
পাষাণ হৃদয় হলে অমনি বিদরে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
কষ্ট নাহি হেন আর এ তিন ভুবন।।
ভীষণ দুর্গম পথ অতীব দুর্ব্বার।
পাপাত্মা তাহাদের না পায় উদ্ধার।।
কিন্তু এককথা বলি শুন ঋষিগণ।
যাহারা সতত ধর্ম্মে আছে নিমগন।।
পুরদুঃখ বিনাশিতে যারা নিরন্তর।
একচিত্তে একমনে সন্তোষ অন্তর।।
দেবার্চ্চনা ভক্তিভাবে করে যেইজন।
কুপথে কখন নাহি যায় যার মন।।
মিথ্যা কথা কটুভাষা যেই নাহি জানে।
কাম ক্রোধহীন যেই মানব ভবনে।।
পরগ্লানি পরনিন্দা না করে কখন।
সর্ব্বজীবে সমভাবে করে দরশন।।
দীনদুঃখী অনাহারে বহুধন দেয়।
ছলে বলে কভু নাহি পরবিত্ত নেয়।।
কানা খোঁড়া দেখি নাহি করে উপহাস।
যাহার যশের ধ্বজা জগতে প্রকাশ।।
নাহি অভিমান কভু যাহার হৃদয়ে।
সমভাবে করে দয়া যত জীব চয়ে।।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানে যেইজন।
পিতৃমাতৃ গুরুজনে ভজে অনুক্ষণ।।
বিদ্যাদান অন্নদান বস্ত্রদান করে।
ধরম করমে সদা দিবানিশি তরে।।
এমন মহাত্মা যেই অবনী মাঝার।
সেজন সুখেতে যায় যমের আগার।।
জ্ঞাত আছি মরণান্তে যত জীবগণ।
প্রথমতঃ যমপুরে করিবে গমন।।
বিচার করিয়া পরে যম মতিমান।
জীবগণে পাঠাবেন সমুচিত স্থান।।
অবশেষে তথা গিয়া মানব সকলে।
ভুঞ্জিবেক শুভাশুভ নিজকর্ম্ম ফলে।।
ঋষিগণে এত বলি বিধির নন্দন।
শুনশুন কহিলেন ওহে মুনিগণ।।
যেইজন দানশীল ধর্ম্ম পরায়ণ।
তাঁহারা পরমসুখী ওহে মুনিগণ।।
আনন্দ সাগরে তারা ভাসিতে ভাসিতে।
যমমার্গ দিয়া যান শমন পুরেতে।।
কন্টক আবৃত পথ যথায় দুর্গম।
সুকোমল তৃণ সম হেরে সেই জন।।
সুতপ্ত সীসক ঢালা আছয়ে যথায়।
কম্বলে বিস্তৃত হেন অনুভব তায়।।
পাপীগণ হেরে যথা অঙ্গার কর্ষণ।
ধার্ম্মিক দেখেন তথা কুসুম পতন।।
ধরাধামে যেই জন করে অন্নদান।
পরম সুখেতে তিনি যমপুরে যান।।
সুস্বাদু যতেক দ্রব্য অতি অনুপম।
যেতে যেতে পথিমধ্যে ভুঞ্জে সেইজন।।
পথিমধ্যে যথা আছে দুর্ব্বার কঙ্কর।
কুসুম সদৃশ হেরে ধার্ম্মিক প্রবর।।
বারিদাতা দুগ্ধদাতা ধর্ম্মাত্মা নিয়ে।
ভুঞ্জিতে ভুঞ্জিতে সুধা যান যমালয়ে।।
ধরাতলে যেই জন বস্ত্রদান করে।
ভূষণে ভূষিত হয়ে যায় যমপুরে।।

গাভীদান বিপ্রগণে করে যেইজন।
যমালয়ে যায় সুখে সেই সাধুজন।।
ভুমিদান করে যেবা গৃহদান করে।
যমদূত নেয় তারে শিরে ছাতা ধরে।।
অপ্সরা স্বর্গের যত আসিয়া ত্বরায়।
দিব্য রথে নিয়ে তারে যমপুরে যায়।।
কত লীলা পথি মধ্যে করিতে করিতে।
আনন্দে লইয়া যায় যমের পুরেতে।।
রথদান অশ্বদান করে যেইজন।
অশ্বে রথে চড়ি যায় শমন সদন।।
পুষ্পদান ফলদান যেইজন করে।
পরমতৃপ্তিতে যায় যমের আগারে।।
তাম্বুল প্রদান করে যেই মহাজন।
হৃষ্ট পুষ্ট কলেবর সে করে গমন।।
যেই জন গুরুজনে অতিভক্তি করে।
তার কাছে যমদূত থাকে করযোড়ে।।
শিক্ষাদান বিদ্যাদান করে যেইজন।
দুর্গম পথেরে সেই হেরয়ে সুগম।।
অধিক কি বা বলিব ওহে মুনিগণ।
সাধুগণ সুখে যায় শমন ভবন।।
পিছু পিছু যমদূত ধীরে ধীরে যায়।
সাধ্য কিবা কোন কথা বলিবে তাহায়।।
সাধুগণ এইরূপে যম পুরে গিয়ে।
শমন গোচরে গিয়া রহেন দাঁড়ায়ে।।
যম তারে মিষ্ট ভাষে করি সম্বোধন।
পরম সুখের স্থান করেন অর্পণ।।
অধিক কিবা বলিব তাপস নিকর।
সবকথা বলিলাম সবার গোচর।।
হৃদিমাঝে তত্ত্বজ্ঞান লভে যেইজন।
শমনের ভয় তার না রহে কখন।।
নতুবা উপায় কিছু নাহি দেখি আর।
তাহার হৃদয়ে রহে চির অন্ধকার।।
পুরাণ সুধার কথা অতি মনোহর।
শ্রবণ করিলে হয় পবিত্র অন্তর।।

একমনে যেইজন অধ্যায়ন করে।
অবহেলে তরে সেই ভব পারাবারে।।
যেইজন একমনে করয়ে শ্রবণ।
তাহার যতেক পাপ হয় বিনাশন।।
তীর্থক্ষেত্রে যেইজন করিয়া গমন।
একমনে এই সব করে অধ্যয়ন।।
কোটি জন্ম পাপ তার বিনাশিত হয়।
নিঃসন্দেহ হয় তার ভববন্ধ ক্ষয়।।
বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে অতিভক্তি ভরে।।
হয় বিদ্যা বিশারদ সেই সাধুজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা না হয় কখন।।
ধনার্থীর ধন হয় প্রসাদে ইহার।
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র শাস্ত্রের বিচার।।
কামপুরে কামার্থীর নাহিক সংশয়।
চতুর্ব্বর্গপ্রদ ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
কি বলিব অতএব ওহে ঋষিগণ।
একমনে ধর্ম্মকথা করিও শ্রবণ।।
ধর্ম্মের সমান বন্ধু নাহি কেহ আর।
ধর্ম্ম হয় একমাত্র জগতের সার।।
ধর্ম্ম হতে সব হয় জানিবে অন্তরে।
তত্ত্বজ্ঞান ধর্ম্ম হতে সাধুলাভ করে।।
অতএব ধর্ম্মপথে সবে রাখ মন।
ধর্ম্মের সমান নাহি এ তিন ভুবন।।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা তাপস নিকর।
সে সব বলিনু কথা সবার গোচর।।

আত্মতত্ত্ব বোধ

শমন মার্গের কথা বিধির নন্দন।
বিধিমতে বলে শুনে যত ঋষিগণ।।

অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা বর্ণনা না হয়।
শুনি শৌনকাদি সব আনন্দ হৃদয়।।
বিধিসুত মুখে শুনি যাবৎ কাহিনী।
পুলকে পূরিত হয় যত মহামুনি।।
ধীরে ধীরে সবিনয়ে করি সম্বোধন।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন।।
তত্ত্বজ্ঞান কারে কহে কহ মহামুনি।
আকিঞ্চন মনে মনে সেই কথা শুনি।।
সেইজ্ঞান কিরূপেতে লভয়ে অন্তরে।
সেই কথা বল এবে সবার গোচরে।।
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির নন্দন।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
কোন কালে এই কথা মহাত্মাশঙ্কর।
মন সুখে বলিলেন শঙ্করী গোচর।।
সবাপাশে সেই কথা করিব কীর্ত্তন।
শুন মন দিয়া তাহা ওহে ঋষিগণ।।
শঙ্করী একদা বসি সুখের আসনে।
করেন জিজ্ঞাসা ইহা শঙ্কর সদনে।।
ওহে প্রভু দেবদয় তুমি পশুপতি।
চরণে তোমার এবে আমার মিনতি।।
তবসম তত্ত্বজ্ঞানী নাহিক সংসারে।
শুন শুন অতএব নিবেদি তোমারে।।
যে কথা জিজ্ঞাসি তোমা ওহে পঞ্চানন।
আমার নিকটে তাহা করহ কীর্ত্তন।।
তুমি দেব দয়াময় জগত সংসারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে।।
যদ্যপি করুণা থাকে আমার উপর।
কৃপা করি বল তবে ওহে দিগম্বর।।
তোমার নিকটে বল কি আছে গোপন।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা করিব কীর্ত্তন।।
অতি গোপনীয় হলে তোমার গোচরে।
করিব বর্ণন তাহা অতীব সাদরে।।
মিষ্টভাসে এতশুনি পার্ব্বতী সুন্দরী।
ধীরে ধীরে কহিলেন ওহে ত্রিপুরারী।।
জীবের প্রকৃত বন্ধ কিবা কিবা হয়।
সেই কথা কহ দেব হইয়া সদয়।।
মিষ্টভাষে এত শুনি কহে পঞ্চানন।
মহাদেবী শুন শুন করহ শ্রবণ।।
বিষয়ানুরাগ হয় ইহার উত্তর।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর।।
জীবের নিগড় বন্ধ এই মাত্র হয়।
তবপাশে বলিলাম জানিবে নিশ্চয়।।
এতশুনি পুনঃ কহে পার্ব্বতী সুন্দরী।
কাহারে মুক্তি কহে কহ ত্রিপুরারি।।
শুনিয়া উত্তর করে দেব পঞ্চানন।
বিষম বৈরাগ্য হয় মুক্তির কারণ।।
দেবী কহে কারে কহে নরক ভীষণ।
দেহ অভিমান উহা কহে পঞ্চানন।।
স্বর্গের সোপান কিবা জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী।
উত্তর করেন তাহে দেব পশুপতি।।
স্বর্গের সোপান হয় বাসনার ক্ষয়।
অন্তরে জানিবে দেবী নাহিক সংশয়।।
পুনশ্চ পার্ব্বতী কহে ওহে পঞ্চানন।
সংসার যাতনা কিসে হয় বিনাশন।।
শুন শুন শিব কহে আমার বচন।
করিলে গুরুর মুখে বেদান্ত শ্রবণ।।
তাহে যেই আত্মবোধ জনমে অন্তরে।
তাহা হতে ত্বরা যায় ভবপারাবারে।।
এত শুনি কহে দেবী ওহে পঞ্চানন।
প্রকৃত মোক্ষের পথ করহ বর্ণন।।
ধীরে ধীরে ইহা শুনি কহে পশুপতি।
বিস্তারিয়া বলিতেছি শুনহ পার্ব্বতী।।
আত্মবোধ কথা যাহা করিনু কীর্ত্তন।
উহার দৃঢ়তা হয় মুক্তির কারণ।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে পার্ব্বতী সুন্দরী।
তব পদে নিবেদন শুন ত্রিপুরারি।।
নরকের শ্রেষ্ঠ দ্বার কোনটি বা হয়।
মম পাশে সেই কথা দেহ পরিচয়।।

ধীরে ধীরে এত শুনি কহে পঞ্চানন।
তব পাশে শুন দেবী করিব কীর্ত্তন।।
কামিনী প্রসক্তি হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বার।
উহা নরকের পথ শাস্ত্রের বিচার।।
দেবী কহে এত শুনি ওহে পঞ্চানন।
প্রকৃত স্বরগ কিবা করহ কীর্ত্তন।।
দেব কহে কি বলিব কৈলাসবাসিনী।
অহিংসা প্রকৃত স্বর্গ এই মাত্র জানি।।
শুন শুন দেবী কহে ওহে পঞ্চানন।
এই ভব শোকপূর্ণ হতেছে দর্শন।।
ইহাতে সুখেতে নিদ্র কোন জন যায়।
সেই কথা কৃপা করি বলহ আমায়।।
এত শুনি শিব কহে করহ শ্রবণ।
একমাত্র সমাধিস্থ যোগী যেইজন।।
নির্ব্বিঘ্নে বিরাজ করে সেই মহাশয়।
প্রমাণ নাহিক ইহা শাস্ত্রের সংশয়।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে পার্ব্বতী সুন্দরী।
জাগরিত কেবা সদা কহ ত্রিপুরারি।।
দেব কহে মম বাক্য করহ শ্রবণ।
সদাসদ্‌বোধ যুক্ত যেই মহাজন।।
জাগরিত সদা সেই নাহিক সংশয়।
কহিনু তোমার পাশে শাস্ত্রের নির্ণয়।।
এত শুনি দেবী কহে শুন পঞ্চানন।
এই যে সংসার ধামে হতেছে দর্শন।।
যেই জীবগণ ইথে করিছে বসতি।
প্রকৃত শত্রু তাদের কোন মূঢ়মতি।।
শুনিয়া উত্তরে কহে দেব দিগম্বর।
নিজ মহাশত্রু হয় ইন্দ্রিয় নিকর।।
দেবী কহে শুন দেব ইন্দ্রিয় সকল।
শত্রু হইও যদ্যপি ওহে গুণাকর।।
মিত্র কাহাকে বলিব করহ বর্ণন।
সেই কথা শিব কহে করহ শ্রবণ।।
এই সব ইন্দ্রিয়গণ যদি বশে রয়।
পরম মিত্রের কাজ করে সমুদয়।।

দেবী কহে এত শুনি ওহে পঞ্চানন।
প্রকৃত দরিদ্র কেবা করহ বর্ণন।।
দেব কহে ওগো দেবী এভব সংসারে।
জর্জ্জরিত বাসনাতে যার হৃদি করে।।
বিষম দরিদ্র সেই নাহিক সংশয়।
বেদের লিখন ইহা শাস্ত্রের নির্ণয়।।
দেবী কহে পশুপতি কর অবধান।
তবে সংসারেতে কেবা পুরুষ শ্রীমান।।
শিব কহে ওগো দেবী করহ শ্রবণ।
অন্তর যাহার হয় সন্তোষে পূরণ।।
শ্রীমান প্রকৃত সেই জানিবে অন্তরে।
সুখী কে তাহার সম বল এ সংসারে।।
সতত সন্তোষ রহে অন্তরে যাহার।
অনায়াসে তরে সেই ভবপারাবার।।
দুঃখশোক তার কভু স্পর্শিবারে নারে।
নাহিক বিপদ কভু আক্রমে তাহারে।।
যে জন সতত রহে প্রসন্ন বদন।
শ্রীমান প্রকৃত সেই শাস্ত্রের বচন।।
এত শুনি পুনঃ কহে পার্ব্বতী সুন্দরী।
নিবেদন শুন শুন ওহে ত্রিপুরারী।।
কোন্‌জন জীবনস্মৃত করহ বর্ণন।
শুনিবারে সেই কথা মন আকিঞ্চন।।
এত শুনি শিব কহে শুনগো সুন্দরী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা বলিব বিস্তারি।।
নাহিক পুরুষাকার যাহার অন্তরে।
সেইজন জীবন্মৃত এভব সংসারে।।
এত শুনি দেবী শিবে কহে পুনর্ব্বার।
ওহে নিবেদন প্রভু চরণে তোমার।।
ব্রহ্মাণ্ড বিশাল এই হতেছে দর্শন।
অনন্ত অসীম ইহা ওহে পঞ্চানন।।
প্রকৃত অমৃত ইথে কোন বস্তু হয়।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মহোদয়।।
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন।
ওগো দেবী শুনশুন করিব বর্ণন।।

নিয়ত আনন্দপ্রদা নিরাশা সুন্দরী।
প্রকৃত অমৃত সেই শুন সুকুমারী।।
পুনঃ কহে এত শুনি পার্ব্বতী ভবানী।
কিবা সংসারের পাপ কহ শূলপানী।।
দেব কহে কি বলিব করহ শ্রবণ।
মমতাই মহাপাপ শাস্ত্রের বচন।।
জিজ্ঞাসে পুনশ্চ সতী ওগো শূলপানী।
নিবেদন করি যাহা বল দেখি শুনি।।
মোহকরী সুরা কিবা কহ মহোদয়।
সেইকথা শুনিবারে কৌতুকী হৃদয়।।
কি বলিব শিব কহে শুন গো ভবানী।
ইহার উত্তর মাত্র জানিবে রমণী।।
হেন মোহকরী সুধা আর কিছু নাই।
বলিলাম তত্ত্বকথা এবে তব ঠাঁই।।
বল দেখি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন।
অন্ধ হতে মহা অন্ধ হয় কোন জন।।
দেব কহে কাম অন্ধ যেই দুরাশয়।
অন্ধ হতে মহাঅন্ধ সেইজন হয়।।
মৃত্যু কারে বলে ইহা জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী।
অপযশ মৃত্যুতুল্য কহে পশুপতি।।
দেবী কহে এতশুনি ওহে পঞ্চানন।
শিষ্য উপযুক্ত কেবা করহ বর্ণন।।
শিব কহে শুন দেবী বলিব বিস্তার।
যার নাহি কপটতা অন্তর মাঝার।।
অপকটে গুরুভক্তি যেই জন করে।
সেজন প্রকৃত শিষ্য জানিবে অন্তরে।।
জিজ্ঞাসে পুনশ্চ সতী ওহে পঞ্চানন।
বিশাল বিশ্ব এই হতেছে দর্শন।।
ইথে চিররোগ কিবা কহ আশুতোষ।
শুনিয়া হৃদয় মম লভুক সন্তোষ।।
শিব কহে এই যে ভব হতেছে দর্শন।
দীর্ঘরোগ এই ভব শাস্ত্রের বচন।।
দেবী কহে তবে ইথে ঔষধ কি হয়।
শিব কহে শুন দেবী বলি পরিচয়।।
সংসারস্থ সর্ব্ববস্তু তত্ত্বের বিচার।
প্রকৃত ঔষধ হয় জানিবেক সার।।
দেবী কহে এবে দেব করহ বর্ণন।
বল কিবা হয় ভূষণের বিভূষণ।।
শুন শুন শিব কহে ভবানী সুন্দরী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা কহেছি বিস্তারি।।
শীলতা সমান আর নাহিক ভূষণ।
শীলতা থাকিলে আর কিবা প্রয়োজন।।
এতশুনি দেবী কহে শুনহ শঙ্কর।
কি হয় প্রকৃত তীর্থ সংসার ভিতর।।
শুনিয়া পার্ব্বতী বাক্য কহে পঞ্চানন।
মনের বিশুদ্ধ তীর্থ অতীব উত্তম।।
উহার সমান তীর্থ আর কিছু নয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।।
বিশুদ্ধ অন্তর যার জগত-সংসারে।
তার অন্য তীর্থে কিবা প্রয়োজন করে।।
অন্তরে পরমতীর্থ বিরাজিত তার।
সেজন অন্তিমে যায় অমর আগার।।
আরবার কহে দেবী ওহে ত্রিলোচন।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।।
এই যে সংসার ধাম দরশন হয়।
ইথে পরিহেয় কিবা কহ মহোদয়।।
কোন বস্তু সংসারেতে করিব বর্জ্জন।
সেই কথা বিবরিয়া কহ ত্রিলোচন।।
এতশুনি মিষ্টভাবে কহেন যাহার।
শুন যাহা পরিহেয় সংসার ভিতর।।
কামিনী কাঞ্চন সব করিবে বর্জ্জন।
এই দুই সংসারেতে অনিষ্ট কারণ।।
দেবী কহে ভালো ভালো ওহে ত্রিলোচন।
যাহা জিজ্ঞাসী পুনশ্চ করহে বর্ণন।।
সংসারে জনম ধরি মানব নিকর।
সর্ব্বদা শুনিবে কিবা কহ দিগম্বর।।
শুন শুন দেব কহে গিরিজা সুন্দরী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা বলিব বিস্তারী।।

সংসার ধামেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
গুরুমুখে উপদেশ করিবে শ্রবণ।।
ভক্তি রাখি নিরন্তর আপন অন্তরে।
গুরুমুখে উপদেশ শুনিবে সাদরে।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে দেবী ওহে পঞ্চানন।
ব্রহ্মলাভ কিসে হয় কহ মহাত্মন।।
শিব কহে জিজ্ঞাসিলে সার হতে সার।
বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তার।।
সর্ব্বদা সাধুর সঙ্গ করে যেইজন।
সতত যেজন করে ইন্দ্রিয় দমন।।
ইহা ভিন্ন যেবা জানে তত্ত্বের বিচার।
সর্ব্বদা সন্তোষ যার হৃদয় মাঝার।।
ব্রহ্মলাভ হয় তার নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
এত শুনি দেবী কহে ওহে দিগম্বর।
কোন জন সাধু হয় সংসার ভিতর।।
সাধু বলি পরিগণ্য কোন্ মহাত্মন।
প্রকাশ করিয়া তাহা বল পঞ্চানন।।
এতশুনি মিষ্ট ভাষে দেব পশুপতি।
দেবীরে উত্তর করে শুনহ পার্ব্বতী।।
অবিদ্যাজনিত মোহ করিয়া বর্জ্জন।
বীতস্পৃহ বিষতেতে হয় যেই জন।।
পরম মঙ্গলময় যিনি নিরঞ্জন।
তাঁহাতে পরম নিষ্ঠ হয় যেইজন।।
জগতে প্রকৃত সাধু সেই জন হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়।।
এতশুনি হাসি হাসি পার্ব্বতী সুন্দরী।
জিজ্ঞাসা করে পুনশ্চ ওহে ত্রিপুরারি।।
মনুষ্যের নিত্যজ্বর কিবা ত্রিলোচন।
প্রকাশিয়া সেই কথা করহ বর্ণন।।
দেব কহে ওগো দেবী কি বলিব আর।
অনিত্য সংসার এই সকলি অসার।।
সংসার ভাবনা মাত্র হয় নিত্যজ্বর।
এই জ্বরে দীন ক্ষীণ মানব নিকর।।
উহার সমান রোগ আর কিছু নাই।
বলিলাম তত্ত্বকথা এবে তব ঠাঁই।।
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন।
সংসারেতে মূর্খ বল হয় কোন জন।।
দেব কহে তত্ত্বজ্ঞান নাহিক যাহার।
যে জন নাহিক জানে তত্ত্বের বিচার।।
তার সম নাহি মূর্খ জগত ভিতরে।
নরাধম সেইজন জানিবে অন্তরে।।
শুন শুন দেবী কহে ওহে ত্রিলোচন।
সংসার যাতনাময় হতেছে দর্শন।।
সংসার ধামেতে নর জনম ধরিয়ে।
কি কাজ করিবে সদা একান্ত হৃদয়ে।।
প্রকাশিয়া সেইকথা কহ পঞ্চানন।
শুনিতে বাসনা মম করিতেছে মন।।
শিব কহে শুন শুন পার্ব্বতী সুন্দরী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা কহিব বিস্তারি।।
আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ নাহিক কখন।
যেই আমি সেই বিষ্ণু স্বরূপ বচন।।
আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ কভু নাক রবে।
কর্ত্তব্য হইবে তবে জানিবেক ভবে।।
অভেদে বিষ্ণুর সহ করিয়া বিচার।
পূজিবে আমারে সদা সংসার মাঝার।।
শুনিয়া মধুর ভাষে কহেন পার্ব্বতী।
নিবেদন শুন শুন ওহে পশুপতি।।
জীবন হয় কিরূপ সুখের আগার।
সেই কথা বিবরিয়া কহ দিগম্বর।।
শিব কহে শুন দেবী বলিব বিস্তার।
নিষ্পাপ জীবন হয় সুখের আধার।।
সংসারে জনম লভি যেই সবজন।
নিষ্পাপ হইয়া করে জীবন যাপন।।
তাহার সমান সুখী নাহি কেহ আর।
সুখের জীবন তার সংসার মাঝার।।
দেবী কহে নিবেদন ওহে দিগম্বর।
কি হয় প্রকৃত বিদ্যা কহ অতঃপর।।

সেই কথা শিব কহে করিব বর্ণন।
মনোযোগ করি এবে করহ শ্রবণ।।
যে বিদ্যা প্রভাবে নর লভে ব্রহ্মজ্ঞান।
প্রকৃত বিদ্যাই সেই শাস্ত্রের প্রমাণ।।
এতশুনি পুনঃ কহে পার্ব্বতী সুন্দরী।
ওহে প্রভু জিজ্ঞাসি যাহা বলহ বিস্তারি।।
কার নাম বোধ বল ওহে পঞ্চানন।
সেই কথা শুনিবারে অতি আকিঞ্চন।।
শিব কহে জিজ্ঞাসিলে সার হতে সার।
সেই কথা বলিতেছি করিয়া বিস্তার।।
যে উপায়ে ভবমুক্তি লভে জীবগণ।
তাহারে প্রকৃত বোধ কহে সাধুজন।।
দেবী কহে ভাল ভাল শুনিনু কাহিনী।
প্রকৃত লাভ কি হয় কহ শূলপানী।।
শিব কহে জিজ্ঞাসিলে অতীব উত্তম।
শুন শুন সেই কথা করিব বর্ণন।।
আত্মতত্ত্ব অবগত যদি কেহ হয়।
তাহাই প্রকৃত লাভ নাহিক সংশয়।।
এতশুনি পুনঃ কহে কৈলাস-বাসিনী।
নিবেদন ওহে প্রভু শুন শূলপানী।।
জগতে জগত জয়ী হয় কোন জন।
প্রকাশিয়া সেইকথা কহ পঞ্চানন।।
শিব কহে ভালকথা করিলে জিজ্ঞাসা।
বর্ণন করিয়া তব পুরাইব আশা।।
আপন মনকে জয় করে যেইজন।
সেইজন বিশ্বজয়ী শাস্ত্রের বচন।।
জিজ্ঞাসে পুনশ্চ দেবী ওহে পঞ্চানন।
প্রকৃত বীর কাহারে কহে সাধুজন।।
এত শুনি শিব কহে শুনহ সুন্দরী।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা বলিব বিস্তারি।।
কাম শরে জ্বরজ্বর নহে যার মন।
প্রকৃত সুবীর সেই শাস্ত্রের বচন।।
তার সম নাহি বীর জগত মাঝারে।
প্রকৃত সুবীর সেই জানিবে অন্তরে।।

ভাল ভাল বলি দেবী কহেন বচন।
ওহে প্রভু দিগম্বর করি নিবেদন।।
এই যে সংসার ধাম দরশন হয়।
প্রকৃতই প্রাজ্ঞ কেবা বল মহোদয়।।
সমদর্শী ধীর প্রাজ্ঞ হয় কোনজন।
বিবরিয়া সেই কথা কহ ত্রিলোচন।।
শিব কহে বলিতেছি শুনহ সুন্দরী।
সার হতে সার কথা কহিব বিস্তারি।।
জগতী তলেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
ললনা কটাক্ষে মুগ্ধ না হয় যেজন।।
সর্ব্বদর্শি ধীর প্রাজ্ঞ সেইজন হয়।
তার সম প্রাজ্ঞ নাহি জানিবে নিশ্চয়।।
এতশুনি পুনঃদেবী করে নিবেদন।
মহাবিষ কিবা হয় কহ ত্রিলোচন।।
বিষ হতে মহাবিষ কোন বস্তু হয়।
শুনিবারে সেই কথা কৌতূকী হৃদয়।।
শুনিয়া মধুর ভাষে কহে পঞ্চানন।
বিষয়ই মহাবিষ স্বরূপ বচন।।
বিষয় সমান বিষ নাহি কিছু আর।
মহাশত্রু সম উহা সংসার মাঝার।।
এত শুনি দেবী কহে ওহে পঞ্চানন।
ধরাধামে সদা সুখী হয় কোন জন।।
এতশুনি ধীরে ধীরে কহে পশুপতি।
শুনশুন সেই কথা কহিব পার্ব্বতী।।
বিষয় বিরাগী ভব হয় যেইজন।
তার সম সদা সুখী না হয় দর্শন।।
সেই জন সদা সুখী অবনী মাঝারে।
মনের সন্তোষে সেই নিয়ত বিহরে।।
এত শুনি মহানন্দ লভিয়া ভবানী।
পুনঃ নিবেদন করে ওহে শূলপানী।।
কোন জন ধন্য হয় সংসার মাঝারে।
সেই কথা কৃপা করি বলহ আমারে।।
শিব কহে বলিতেছি করহ শ্রবণ।
পর উপকারী হয় যেই সাধুজন।।

তাহার সমান ধন্য নাহি কেহ আর।
ধন্যবাদ পাত্র সেই সংসার মাঝার।।
দেবী কহে এত শুনি ওহে পঞ্চানন।
পূজনীয় ভূমণ্ডলে হয় কোনজন।।
শুন শুন শিব কহে ওগো বরাননে।
সেই কথা বলিতেছি তোমার সদনে।।
তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যেই সংসার মাঝার।
বিশ্ব পূজনীয় সেই শাস্ত্রের বিচার।।
তত্ত্বজ্ঞান লভিয়াছে যেই সাধুজন।
তার সম পূজনীয় না হয় দর্শন।।
যথায় তথায় সেই বিচরণ করে।
সকলে পূজয়ে তারে অতি ভক্তি ভরে।।
শুনিয়া জিজ্ঞাসে দেবী ওহে পঞ্চানন।
জ্ঞানীগণ কিবা কাজ করিবে সাধন।।
কি কাজ বর্জ্জন তারা করিবে সংসারে।
প্রভু কহ সেই কথা আমার গোচরে।।
এত শুনি ধীরে ধীরে কহে পঞ্চানন।
শুন দেবী তত্ত্বকথা করিব বর্ণন।।
জ্ঞানীজন যেবা হয় সংসার ভিতরে।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবেক অতীব সাদরে।।
জ্ঞান উপার্জ্জন আর যাহে যাহে হয়।
সে কাজ করিতে হবে সযত্ন হৃদয়।।
পাপকাজ না করিবে তাহারা কখন।
অন্তর হইতে স্নেহ করিবে বর্জ্জন।।
শুনিয়া সানন্দে কহে পার্ব্বতী সুন্দরী।
সংসারের মূল কেবা কহ ত্রিপুরারি।।
মহেশ কহেন শুন ওগো ত্রিনয়নে।
অবিদ্যা ভবের মূল জানিবেক মনে।।
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন।
সংসারেতে বিজ্ঞতম হয় কোনজন।।
শিব কহে সংসারেতে লভিয়া জনম।
নারীর কুহকে যার নাহি মজে মন।।
প্রতারণা করি যারে পিশাচি কামিনী।
বিমোহিতে নাহি পারে শুনহ ভবানী।।

সেইত পুরুষ বটে অতি বিজ্ঞতম।
তাহার সমান বিজ্ঞ নাহি কোনজন।।
কহে দেবী এত শুনি ওহে দিগম্বর।
দিব্যব্রত কিবা হয় কহ অতঃপর।।
শুন শুন শিব কহে করিব বর্ণন।
অহঙ্কার ত্যাগ হয় ব্রতের উত্তম।।
উহা হতে দিব্য ব্রত নাহি কিছু আর।
সর্ব্ব ব্রতোত্তম এই কহিলাম সার।।
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন।
জিজ্ঞাসিছ এবে যাহা করহ বর্ণন।।
সহস্র যত্ন করি সংসার মাঝারে।
জানিতে না পারে কিবা বলহ আমারে।।
শিব কহে শুন শুন করিব বর্ণন।
রমণী চরিত্র কিম্বা রমণীর মন।।
প্রাণপণে অতি যত্ন যদি করা যায়।
রমণী চরিত্র কে বা বুঝেছে কোথায়।।
এত শুনি দেবী কহে ওহে ত্রিলোচন।
জীবের দুস্ত্যজ্য কিবা করহ বর্ণন।।
শিব বলে সেই কথা কি বলিব আর।
দুরাশা দুস্ত্যজ্য মাত্র জগত মাঝার।।
যত যত্ন করে জীব অবনী মাঝারে।
দুরাশা ত্যজিয়ে কেহ কভু নাহি পারে।
এতশুনি দেবী কহে ওহে ত্রিলোচন।
পশুসম ধরাধামে হয় কোন জন।।
শিব কহে শুন শুন পার্ব্বতী সুন্দরী।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তুমি কহিব বিস্তারি।।
বিদ্যাহীন ধরাধামে হয় যেইজন।
পশুসম সেই জন শাস্ত্রের বচন।।
তার সম পশু নাহি জগত ভিতরে।
বিফল জীবন তার জানিবে অন্তরে।।
তাহার পক্ষেতে ভাল হইলে মরণ।
মরণ মঙ্গল তার বিফল জীবন।।
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে শুন কৈলাস-ঈশ্বর।
কার সঙ্গ তেয়াগিবে যত সাধু নর।।

যতনে কাহার সঙ্গ করিবে বর্জ্জন।
মোর পাশে সেই কথা করুন বর্ণন।।
এতশুনি ধীরে ধীরে কৈলাশের পতি।
কহিলেন মিষ্টভাষে শুনহ পার্ব্বতী।।
বিদ্যাহীন ধরাধামে হয় যেইজন।
অথবা নিতান্ত নীচ যেই নরাধম।।
খলতা সতত যার অন্তর মাঝারে।
তেয়াগিবে তার সঙ্গ অতীব সাদরে।।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হন কৈলাস বাসিনী।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ শুন শূলপানী।।
ধরায় মুমুক্ষ হয় যেই সাধুজন।
আশু কি কর্ত্তব্য তার কহ পঞ্চানন।।
শিব বলে কি বলিব তোমার সদনে।
মুক্তিকামী হয় যেই নিজ নিজ মনে।।
মমতা অন্তর হতে দিয়া বিসর্জ্জন।
করিবেক সাধুসঙ্গ সেই সাধুজন।।
একান্ত রাখিবে ভক্তি পরম ঈশ্বরে।
এইত তাহার কাজ কহিনু তোমারে।।
দেবী কহে এত শুনি ওহে পঞ্চানন।
তবমুখে শুনিতেছি অপূর্ব্ব কথন।।
আর এক নিবেদন তোমার গোচরে।
কৃপা করি বল শুনি বাসনা অন্তরে।।
শিব কহে ওগো দেবী শুনহ বচন।
তব সম প্রিয় মোর নহে কোন জন।।
জীবন তোমারে দিতে অনায়াসে পারি।
জগতের মূলত তুমি জগত ঈশ্বরী।।
জিজ্ঞাসা করিবে যাহা আমার সদনে।
বলিব তখনি তাহা ওগো বরাননে।।
গোপন হলেও তাহা করিব বর্ণন।
তোমারে অদেয় নাহি এতিন ভুবন।।
শুনিয়া হরিষে কহে পার্ব্বতী সুন্দরী।
ওহে প্রভু শুন শুন নিবেদন করি।।
লঘুত্বের মূল কিবা করহ বর্ণন।
কি কাজ করিলে লঘু হয় জীবগণ।।
শিব কহে কি বলিব তোমার গোচর।
যাচিঞা লঘুত্ব-মূল সংসার ভিতর।।
যাচিঞা করিলে লঘু হয় নরগণ।
অগ্রাহ্য করয়ে সবে করিলে দর্শন।।
তৃণ হতে লঘু সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
দেবী কহে ঠিক কথা ওহে দিগম্বর।
শুনিয়া কৌতুকী বড় হতেছে অন্তর।।
যত শুনি তত ইচ্ছা হয় বলবতী।
কহ কহ নিবেদন করি পশুপতি।।
সংসার মাঝারে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
সার্থক জন্ম বল হয় কোন জন।।
কে আর প্রকৃত মুক্ত কহ ত্রিপুরারি।
এই কথা জানিবার অভিলাষ করি।।
শিব কহে শুন দেবি করিব বর্ণন।
সংসার মাঝারে জন্ম করিয়া ধারণ।।
পুণ্যকর্ম্ম করি যেই একান্ত অন্তরে।
দৈবের যাতনা দূর অনায়াসে করে।।
সার্থক জনম তার সার্থক জীবন।
এই কথা সত্য সত্য শাস্ত্রের বচন।।
পুনশ্চ মৃত্যুর মুখে সেই নাহি পড়ে।
তাহারে প্রকৃত মুক্ত জানিবে অন্তরে।।
মুক্ত বলি যেইজন বিদিত ভুবন।
কহিনু প্রকৃত কথা তোমার সদন।।
দেবী কহে শুন শুন ওহে পশুপতি।
নিবেদন করি যাহা বলহ সম্প্রতি।।
কোনজন বোঝা হয় সংসার ভিতরে।
কাহারে বধির কহে বল কৃপা করে।।
শিব বলে এই কথা কি বলিব আর।
যে জন আগত হয়ে সভার মাঝার।।
উপযুক্ত দিতে নারে প্রশ্নের উত্তর।
তাহারে প্রকৃত বোঝা কহে সর্ব্বনর।।
সংসার ধামেতে জন্ম করিয়া ধারণ।
হিত কথা যেই জন না করে শ্রবণ।।

সুহৃদ্‌বর্গের বাক্য যেই নাহি শুনে।
যথার্থ বধির সেই জানিবেক মনে।।
এত শুনি পুনঃ দেবী কহেন বচন।
বিশ্বাস কাহারে নাহি করিবে কখন।।
শিব কহে কি বলিব অবিশ্বাসী নারী।
শাস্ত্রের বচন ইহা শুনগো শঙ্করী।।
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে ত্রিলোচন।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।।
জগতের অদ্বিতীয় তত্ত্ব কিবা হয়।
জগতে উত্তম কিবা কহ মহোদয়।।
কি কর্ম্ম করিলে জীব শোক নাহি পায়।
সেই কথা কৃপা করি বলহ আমায়।।
শিব কহে শুন দেবী আমার বচন।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা করিব বর্ণন।।
মম তত্ত্ব অদ্বিতীয় জানিবে অন্তরে।
সুশীলতা সর্ব্বোত্তম জগত ভিতরে।।
আমাতে বিষ্ণুতে ভেদ না করে যেজন।
অভেদে অর্চ্চনা করে হয় একমন।।
শোকের অধীন সেই কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
দেবী কহে শুন শুন ওহে পঞ্চানন।
বিশ্বমাঝে সত্য কিবা করহ বর্ণন।।
শিব কহে যাহা হয় জীব হিতকর।
তাহাই প্রকৃত সত্য সংসার ভিতর।।
দেবী কহে ওহে প্রভু করি নিবেদন।
শুনিতে কৌতুকী বড় হইতেছে মন।।
সংসারেতে সর্ব্বাপেক্ষা কিবা শ্রেষ্ঠ দান।
সেই কথা কৃপা করি কহ মতিমান।।
এতেক শুনিয়া শিব করেন উত্তর।
অভয় প্রদান হয় দানের প্রবর।।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান অভয় প্রদান।
কোন দান নহে কভু ইহার সমান।।
দেবী কহে শুন প্রভু কৈলাস নিবাস।
বল বল কিবা মন আত্যন্তিক নাশ।।

শিব কহে ওগো দেবী করহ শ্রবণ।
ইহার উত্তর মোক্ষ শাস্ত্রের বচন।।
শুনিয়া জিজ্ঞাসে পুনঃ পার্ব্বতী সুন্দরী।
নিবেদন করি প্রভু শুন ত্রিপুরারি।।
কোন স্থান প্রাপ্ত হলে নাহি রহে ভয়।
মোর পাশে সেই কথা কহ মহোদয়।।
শিব কহে শুন দেবী করিব বর্ণন।
জিজ্ঞাসিলে সার কথা অতীব উত্তম।।
স্বরূপ মুক্তিলাভ যেই জন করে।
কোন ভয় নাহি রহে তাহার অন্তরে।।
এত শুনি দেবী পুনঃ করে নিবেদন।
মহাশল্য কিবা হয় করহ বর্ণন।।
এত বলি কহে দেব শিব মহোদয়।
নিজের মূর্খতা মহাশল্য তুল্য হয়।।
দেবী কহে ওহে প্রভু নিবেদি তোমারে।
কার পূজা করা উচিত এ সংসারে।।
ধরাধামে শিব কহে যেই গুরুজন।
সেবিবে সতত তাঁরে করিয়া যতন।।
অধিকন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ যেই জন হয়।
উপাসনা যোগ্য সেই নাহিক সংশয়।।
দেবী কহে ভাল ভাল করিনু শ্রবণ।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।।
যখন কৃতান্ত আসি উপনীত হয়।
কি করিবে সেই কালে কহ মহোদয়।।
শিব কহে ওগো দেবী করহ শ্রবণ।
যেকালে কৃতান্ত আসি উপনীত হন।।
সেইকালে কায়মনে একান্ত অন্তরে।
মুরারির পাদপদ্ম চিন্তিবে সাদরে।।
মমতা নাশক যিনি নিত্য নিরঞ্জন।
যাঁর হাতে নিত্য সুখ লভে সাধুজন।।
সেই মুরারির পদ চিন্তিবে যতনে।
এইত কর্ত্তব্য কর্ম্ম জানিবেক মনে।।
দেবী বলে শুন শুন ওহে পঞ্চানন।
দস্যু কে ভূমণ্ডলে করহ বর্ণন।।

শিববলে কুবাসনা দস্যু বলে গনি।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে ভবানী।।
শিব বলে ওগো প্রভু করি নিবেদন।
মাতৃসম হিতকারী হয় কোনজন।।
শিব কহে তত্ত্ব বিদ্যা জানিবেক সার।
হিতকারী হেন নাহি জগত মাঝার।।
পরম আনন্দ হয় তত্ত্ব বিদ্যাবলে।
কহিলাম তত্ত্ব কথা তব কৌতূহলে।।
দেবী কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন।
জিজ্ঞাসি যাহা এখন করহ বর্ণন।।
কাহা হতে সদা ভয় করিবে অন্তরে।
কহ দেব সেই কথা কৃপা করি মোরে।।
শিব কহে শুন দেবী করিব বর্ণন।
ভব বন্ধ হতে ভীত রবে সর্ব্বক্ষণ।।
দেবী কহে এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
কোন বস্তু জানি শেষ করিবারে নারে।।
শিব কহে মম তত্ত্ব শেষ নাহি হয়।
নিত্যসুখ তুল্য উহা জানিবে নিশ্চয়।।
মমতত্ত্ব জানি শেষ করিবারে নারে।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমার গোচরে।।
দেবী কহে কোন বস্তু হলে অবগত।
অবশিষ্ট নাহি রহে জানিতে কিঞ্চিত।।
শিব কহে যেই ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
আত্মার স্বরূপ যিনি শুদ্ধ সনাতন।।
তাঁহারে বিদিত হয় যেই সাধু নর।
সর্ব্বজ্ঞ তাহারে জান সংসার ভিতর।।
জানিতে তাহার কিবা অবশিষ্ট রয়।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সম সেই জন হয়।।
এত শুনি দেবী পুনঃ করে নিবেদন।
জগতে দুর্ল্লভ কিবা করহ বর্ণন।।
শিব কহে শুন দেবী কহিব তোমারে।
দুর্ল্লভ যে সদ্‌গুরু জানিবে সংসারে।।
শিবা কহে কে বা হয় সংসারে দুর্জ্জয়।
শিব কহে মনোভাব জানিবে নিশ্চয়।।
পশু হতে পশু কেবা জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী।
উত্তর করেন তাহে দেব পশুপতি।।
যেই নাহি ধর্ম্মপথে করে বিচরণ।
অধিকন্তু বেদ আদি করি অধ্যয়ন।।
তত্ত্ববোধ নাহি জন্মে যাহার অন্তরে।
পশু হতে পশু সেই জানিবে সংসারে।।
শিবা কহে ভাল ভাল ওহে পঞ্চানন।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ বর্ণন।।
স্থুলদৃষ্টি নিক্ষেপিয়া করিলে দর্শন।
মিত্র বলি যারে জ্ঞান করে জন গন।।
প্রকৃত পরম শত্রু তাহারাই হয়।
হেন জন কেবা হয় কহ দয়াময়।।
শিবা কহে পুত্র দারা আদি সর্ব্বজন।
পরম শত্রুর সম শাস্ত্রের বচন।।
শিব কহে এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
বিদ্যুত সমান কিবা চপলতা ধরে।।
শিব কহে শুন দেবী করিব বর্ণন।
ধন আশা এই দুই তৃতীয় জীবন।।
পরম চঞ্চল তিন জানিবে অন্তরে।
বিদ্যুত সমান গতি এই তিন ধরে।।
দেবী কহে ওগো প্রভু করি নিবেদন।
কণ্ঠাগত হয় যবে মানব জীবন।।
কি করিবে সেই কালে কহ কৃপাময়।
অকর্ত্তব্য সেইকালে বল কিবা হয়।।
শিব কহে ইথে কিবা করিব বর্ণন।
পুণ্যকর্ম্ম সেইকালে করিবে সাধন।।
পাপকর্ম্ম অকর্ত্তব্য কভু না করিবে।
তবেই ত সেই সাধু তরিবেক ভবে।।
শিবা কহে কহ দেব করি নিবেদন।
কাহারে করম কহে করহ বর্ণন।।
শিব কহে ওগো দেবী কি বলিব আর।
করিবে মুরারী প্রীতি ভূমে অনিবার।।
যেই কাজে মুরারির সন্তোষ জনমে।
সেই কাজ করিবেক একান্ত যতনে।।

তাহারে প্রকৃত কর্ম্ম কহে সাধুগণ।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন।।
শিব কহে ওগো প্রভু নিবেদি তোমারে।
আস্থা না করিবে প্রভু কোন দ্রব্যোপরে।।
শিব কহে ওগো দেবী করহ শ্রবণ।
অসার সংসার এই শাস্ত্রের বচন।।
সংসার যতেক বস্তু দরশন হয়।
কিছুই নহেক নিত্য অসত্য নিশ্চয়।।
যত বস্তু সংসারেতে কর দরশন।
সকলি অসার জেনো শাস্ত্রের বচন।।
অতএব এই সবে আস্থা না করিবে।
আস্থা কৈলে সংসারেতে বদ্ধ হতে হবে।।
সংসারে অনাস্থা করে যেই সাধুজন।
বন্দী নাহি করে তারে ভবের বন্ধন।।
এতশুনি তুষ্ট হয়ে শিবানী সুন্দরী।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে ত্রিপুরারি।।
অহোরাত্র চিন্তনীয় কোন বস্তু হয়।
কৃপা করি বল তাহা ওহে কৃপাময়।।
দিবানিশি হৃদে কিবা করিব চিন্তন।
এই কথা কৃপা করি কহ পঞ্চানন।।
এত বলি মিষ্টভাষে দেব দিগম্বর।
ধীরে ধীরে হাসি হাসি করেন উত্তর।।
জিজ্ঞাসা করেছ দেবী অতীব উত্তম।
ইহার বিষয় কিবা করিব বর্ণন।।
সংসারের অসারত্ব চিন্তিবে অন্তরে।
শুভময় আত্মতত্ত্ব চিন্তিবে অন্তরে।।
দিবানিশি এইরূপ করিবে চিন্তন।
ইথে শুভ গতি হবে শাস্ত্রের বচন।।
এত বলি বিধিসুত সনত কুমার।
সহাস্য বদনে কহে ঋষির মাঝার।।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে ঋষিগণ।
অধিক বলিব কিবা সবার সদন।।
শুনিয়াছিনু যেরূপ শ্রবণ বিবরে।
বলিলাম সেইরূপ সবার গোচরে।।

অতি পুণ্য কথা এই সার হতে সার।
ইহার সমান নাহি ভুবন মাঝার।।
অধিক বলিব কিবা কহে ঋষিগণ।
ধর্ম্মপথে রবে সদা যত সাধুগণ।।
কদাপি ধরম নাহি বর্জ্জন করিবে।
সর্ব্বক্ষণ সদা ধর্ম্ম পথেতে রহিবে।।
যেইজন ধর্ম্মপথে নিরন্তর রয়।
তাহার বিপদ নাহি কোন দিন হয়।।
গ্রহ প্রতিকুলবশে যদ্যপি কখন।
বিপদ আসিয়া তারে করে আক্রমণ।।
তথাপি বিপদ হতে পরিত্রাণ পায়।
কহিলাম তত্ত্বকথা জানিবে নিশ্চয়।।
গুরুদেব বৃহস্পতি অমর নগরে।
দেবপূজ্য হয়ে সদা নিবসতি করে।।
গ্রহবশে কষ্টপান সেই মহাত্মন।
কিন্তু নাহি সেই কষ্ট রহে সর্ব্বক্ষণ।।
ধর্ম্মহেতু গুরুদেব লভে পরিত্রাণ।
সুহৃদ্ নাহিক কেহ ধর্ম্মের সমান।।
অতএব ধর্ম্মপথে রবে সর্ব্বক্ষণ।
পুরাণে পুণ্যের কথা অতি মনোরম।।

বৃহস্পতির উপাখ্যান

অতীব বিচিত্র কথা আত্মতত্ত্ব হয়।
যাহা শুনি জীবকুল মোক্ষলাভ পায়।।
বিধিসুত মুখে শুনি তত্ত্বের কাহিনী।
তত্ত্বজ্ঞানে আত্মতৃপ্তি পান যত মুনি।।
বিধিসুত মুখে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
আনন্দ সাগরে ভাসে যত মহামুনি।।

পরম আনন্দ হয় সবার অন্তরে।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে সবে সনৎকুমারে।।
কিরূপ বিপদে পড়ে দেব বৃহস্পতি।
সেই কথা কৃপা করি কহ মহামতি।।
কোন্ গ্রহ প্রতিকূল তাঁহার উপরে।
হয়েছিল সেই কথা কহ সবাকারে।।
কিরূপে বিপদে গুরু লভে পরিত্রাণ।
বিস্তারিয়া কহ তাহা ওহে মতিমান।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিগণ।।
শনৈশ্চর এক কালে গুরুর উপরে।
হয়েছিল প্রতিকূল অতি কোপভরে।।
সেহেতু বিপদে পড়ে গুরু বৃহস্পতি।
বলিতেছি সেই কথা শুনহ সম্প্রতি।।
সূর্য্যের ঔরসে আর ছায়ার উদরে।
নিদারুণ শনিগ্রহ নিজ জন্ম ধরে।।
একদা পিতারে শনি করি সম্বোধন।
বিনয় বচনে ধীরে করে নিবেদন।।
তোমার চরণে পিতঃ করি নমস্কার।
বিশ্বের কারণ তুমি বিশ্বের আধার।।
সবার অন্তর মাঝে বিরাজ আপনি।
থাক তুমি বহির্ভাগে অন্তরেতে জানি।।
অভিজ্ঞাত তব কিছু নাহিক সংসারে।
পিতঃ কৃপা দৃষ্টি কর আমার উপরে।।
বিদ্যাশিক্ষা করি আমি মনেতে বাসনা।
কাহার নিকটে যাই সেকথা বলনা।।
ধরাধামে কার কাছে করিলে গমন।
রীতিমত হয় মম শাস্ত্র অধ্যয়ন।।
নির্দ্দেশ করুন তাহা কৃপা করি মোরে।
অবিলম্বে যাব আমি বিদ্যাশিক্ষা তরে।।
পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সস্নেহে ভাস্কর তারে কহেন তখন।।
শুন বৎস মম বাক্য একান্ত অন্তরে।
গম্ভীর সুমতি তুমি এভব সংসারে।।

তোমার মঙ্গল যাহে অবিলম্বে হয়।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ তনয়।।
অমর কুলের গুরু দেব বৃহস্পতি।
অধুনা মানবধামে করিছে বসতি।।
সুরলোক তেয়াগিয়ে বিশেষ কারণে।
বিপ্রবংশে জন্মিয়াছে মানব ভবনে।।
যদিও মানব রূপ করেছে ধারণ।
কিন্তু নাহি শাস্ত্র তাঁরে করেছে বর্জ্জন।।
অনুগামী ধেনু যথা রহে বৎসগণ।
বৃহস্পতি অনুগামী শাস্ত্রাদি তেমন।।
লক্ষ লক্ষ শিষ্য আছে তাহার আগারে।
দেন তিনি অন্নদান সেই সবাকারে।।
সবারে করান তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন।
সকলে তাঁহার কাছে হতেছে পালন।।
তাঁহার নিকটে তুমি যাও ত্বরা গতি।
অবিলম্বে পাবে তথা সমস্ত বেদাদি।।
পরম মঙ্গল তাহে হইবে তোমার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার।।
পরম ভক্ত আমার সেই বৃহস্পতি।
তাঁহার গুণের কিছু নাহিক অবধি।।
অতএব শুন বৎস আমার বচন।
মর্ত্তলোকে অবিলম্বে করহ গমন।।
আর এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে।
ব্রহ্মবিদ্যা লভিবারে রহিবে যতনে।।
যেইরূপে ব্রহ্ম বিদ্যা লভিবারে পার।
সযতনে একমনে সে উপায় কর।।
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁহার চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।।
গেল চলি মর্ত্তধামে ছায়ার তনয়।
পিতৃ বাক্য হৃদিমাঝে জাগরুক রয়।।
গণ্ডকী নদীর তীরে করিয়া গমন।
পথিক গণের সহ হয় দরশন।।
পান্থগণ যায় চলি নিজ প্রয়োজনে।
পড়িল সে সব পান্থ শনির নয়নে।।

তাহাদিকে সম্বোধিয়া ছায়ার নন্দন।
জিজ্ঞাসিল মিষ্টভাষে ওহে পান্থগণ।।
বাচস্পতি মহোদয় রহে কোনখানে।
প্রকাশ করিয়া কহ আমার সদনে।।
সেই কথা দয়া করি বলহ আমায়।
নিতান্ত উৎসুক আমি যাইতে তথায়।।
শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
একদৃষ্টে চাহি রহে যত পান্থগণ।।
শনির দেহের কান্তি অতি মধুময়।
দেখিয়া হইল সবে বিস্মিত হৃদয়।।
দেবতা সমান রূপ আহা মরি মরি।
রহিল চাহিয়া সবে উত্তর না করি।।
ক্রমে ক্রমে পৌরবাসি দুই চারিজন।
একত্র হইয়া তথা করে আগমন।।
সকলে চাহিয়া রহে বিহ্বল নয়নে।
শনির মুরতি দেখি ভাবে সবে মনে।।
ছাত্রবেশধারী এরে করি দরশন।
হেনরূপ নরে কিন্তু নহে কদাচন।।
আহা মরি কিবা মূর্ত্তি অতি চমৎকার।
আসিয়াছ কোথা হতে রূপের আধার।।
সুতপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ।
বিপ্রের তনয় বটে হতেছে দর্শন।।
কিন্তু দেবপুত্র বলি অনুমান হয়।
সবাই হইনু মোরা বিস্মিত হৃদয়।।
নানা জনে এইরূপে নানাকথা বলি।
প্রণাম করিল সবে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।।
বিনয় বচনে সবে কহে তারপর।
শুন শুন মহাত্মন করি যোড়কর।।
নিবেদন করি প্রভু তোমার সদনে।
বাচস্পতি মহোদয় রহে এই গ্রামে।।
বিদ্যার্থী হইয়া হেথা কৈলে আগমন।
বিমুখ না হয় কেহ জানিবে বচন।।
যেই কেহ শিষ্য হয় তাঁহার আশ্রমে।
শিক্ষা দেন তারে তিনি একান্ত হৃদয়ে।।
কিবা রূপ আপনার করি দরশন।
হেরিয়া হবেন গুরু আনন্দে মগন।।
যতনে রাখিবে তোমা তাঁহার আগারে।
অধ্যাপনা করিবেন একান্ত অন্তরে।।
বাচস্পতি মহোদয় অতি বিজ্ঞতম।
তাঁহার গুণের কথা কে করে বর্ণন।।
সর্ব্বগুণ একধারে দরশন করি।
তাহার গুণের কথা বর্ণিবারে নারি।।
আপনি তাহার গৃহে করুন গমন।
মনোস্কাম হবে সিদ্ধ ওহে মহাত্মন।।
মোরা মিথ্যা না কহিনু তোমার গোচরে।
সত্য সত্য বলিতেছি জানিবে অন্তরে।।
আপনি গুরুর গৃহে করিলে গমন।
আপনার গুণের রাশি হবে দরশন।।
মোদের বচন তবে বিশ্বাস হইবে।
গুণের পরীক্ষা তথা দেখিতে পাইবে।।
হেনগুরু ভূমণ্ডলে আর কোথা নাই।
সত্যকথা বলিলাম আপনার ঠাঁই।।
বিদ্যালাভে বাঞ্ছা যদি থাকয়ে অন্তরে।
ত্বরায় যাউন সেই গুরুর গোচরে।।
পথিকগণের মুখে শুনিয়া বচন।
হৃদয়ে প্রফুল্ল হয়ে ছায়ার নন্দন।।
সবারে সম্ভাষ করি সূর্য্যের তনয়।
গুরুগৃহে যাইবারে সমুদ্যত হয়।।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করিয়া গমন।
বাটীর নিকটে ক্রমে উপনীত হন।।
দূর হতে গুরুদেবে দরশন করি।
করযোড় পড়ে গিয়া চরণ উপরি।।
ভক্তিভরে পদতলে করেন বন্দন।
তাহারে হেরিয়া গুরু বিস্ময়ে মগন।।
মনে ভাবে হেনরূপ কভু নাহি হেরি।
দেবতা হইবে কিবা বুঝিবারে নারি।।
তারপর মিষ্ট ভাবে করি সম্ভাষণ।
গুরুদেব জিজ্ঞাসিল শনিরে তখন।।

কে তুমি কহত ভদ্র কাহার সন্তান।
আসিয়াছ কোথা হতে কি বা তব নাম।।
কোন দ্বিজবংশে তব হয়েছে জনম।
বংশ উজ্জ্বলতা কার করেছ সাধন।।
যদি চ মনুষ্যমূর্ত্তি নেহারি তোমার।
তবু হেন বোধ হয় দেবের কুমার।।
এ হেন দেবের শোভা অতি অনুপম।
মনুষ্য মাঝারে কভু না করি দর্শন।।
আসিয়াছ মম পাশে কিসের কারণ।
ব্যক্ত কর অকপটে আমার সদন।।
বুঝিতে পেরেছি আমি তুমি মহোদয়।
মহৎ বংশেতে জন্ম ধরেছ নিশ্চয়।।
গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভক্তিভরে নতশিরে সূর্য্যের নন্দন।।
প্রণাম করিয়া পদে একান্ত অন্তরে।
কহিতে লাগিল কথা অতি ধীরে ধীরে।।
শুন শুন গুরুদেব করি নিবেদন।
ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ বংশে আমার জনম।।
শরণ লইনু আমি তোমার সদনে।
শিষ্য তব হনু আমি কহি তব স্থানে।।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি অভিপ্রায়।
নিয়ত রহিব তব চরণ সেবায়।।
তোমার নিকটে প্রভু করি অবস্থান।
নিয়ত রহিব ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান।।
সংকল্প করেছি আমি আপন অন্তরে।
কিছুকাল রব আমি তোমার আগারে।।
ভক্তি ভাবে তব পদ করিব সেবন।
অনুমতি চাহি ইথে ওহে মহাত্মন।।
শনির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
বাচস্পতি গুরুদেব কহে তার স্থানে।।
তোমার মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ।
পরম প্রীতি অন্তরে লভিল জনম।।
পরম সুখেতে থাক আমার আগার।
হয়েছে হৃদয়ে মম আনন্দ সঞ্চার।।

তোমারে রাখিব আমি অতীব যতনে।
হইবে বাসনা পূর্ণ যাহা আছে মনে।।
এত কহি গুরুদেব শনিরে তখন।
আপন আশ্রম মাঝে করেন স্থাপন।।
সানন্দ অন্তরে শনি রহেন তথায়।
বিদ্যাশিক্ষা দেন গুরু নিয়মে তাহায়।।
এইরূপে গ্রহরাজ দেব শনৈশ্চর।
গুরুর গৃহেতে থাকি সানন্দ অন্তর।।
সাঙ্গবেদ উপবেদ যতেক পুরাণ।
মন্বাদি সংহিতা শাস্ত্র পড়িল ধীমান।।
শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব মেলিয়া জানিল।
সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদিমাঝে ধারণ করিল।।
ঋষিগণ শুন শুন আমার বচন।
অল্পদিনে শনি সব করে অধ্যয়ন।।
অল্পকাল মাঝে সব শিখে শনৈশ্চর।
ইথে নাহি হয় কেন বিস্মিত অন্তর।।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
গ্রহরাজ শনৈশ্চর অতি মহাত্মন।।
পরম তত্ত্বজ্ঞ শনি অবনী মাঝারে।
পিতৃকোপে পড়ি শনি কিছুদিন তরে।।
সমস্ত বিস্মৃত প্রায় হয়েছেন তিনি।
এইত কারণ মাত্র শুন যত মুনি।।
যেদিন প্রসন্ন হয়ে দেব দিবাকর।
আদেশ দেন যাইতে অবনী ভিতর।।
সেইদিন হতে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয়।
হয়েছিল মনে ওহে তাপস নিচয়।।
শাপ অবসানকাল প্রতীক্ষা করিয়ে।
গুরুগৃহে আছে শনি পৃথিবীতে গিয়ে।।
গুরুর গৌরব পদ করিতে রক্ষণ।
পৃথিবীতে শনি দেব করেন গমন।।
গুরুসেবা বলে শনি অতি অল্পদিনে।
শিখিল সকল বিদ্যা গুরুর সদনে।।
তারপর করযোড়ে করিয়া বন্দন।
নতশিরে গুরুদেব কহেন বচন।।

নিবেদন ওহে প্রভু চরণে তোমার।
মনোরথ পূর্ণ এবে হয়েছে আমার।।
তোমার প্রসাদে শাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
লভিয়াছি সুক্ষ্ম তত্ত্ব ওহে মহাত্মন।।
এখন নিবেদি প্রভু তোমার চরণে।
বাসনা করেছি যেতে আপন ভবনে।।
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন।
দক্ষিণা স্বরূপ তাহা করিব অর্পণ।।
এমন বস্তু জগতে কিছুমাত্র নাই।
যাহা দিয়া ঋণহীন হইবারে পাই।।
তথাপি শকতি যত করিব অর্পণ।
তবপদে এই মাত্র মম আকিঞ্চন।।
পরিতুষ্ট হয় কিসে তোমার অন্তর।
কৃপা করি কহ তাহা অধীন গোচর।।
দুর্ল্লভ পদার্থ যদি সেই বস্তু হয়।
তথাপি তাহাই দিব জানিবে নিশ্চয়।।
মহাবিজ্ঞ তুমি লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ।
সুরাচার্য্য সম ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণ।।
আচার্য্যত্বে আমি তোমা করেছি বরণ।
সর্ব্ব পূজ্য তুমি দেব গুরুর উত্তম।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহোদয়।
যা চাহিবে দিব তাহা জানিবে নিশ্চয়।।
এইরূপে নানা স্তুতি করি শনৈশ্চর।
মৌনভাবে অবস্থান করে তারপর।।
মনে মনে ইচ্ছা তার লয়ে অনুমতি।
অবিলম্বে সুরলোকে করিবেন গতি।।
গ্রহরাজ এত ভাবি ভাস্কর নন্দন।
নানামতে স্তুতিবাদ করিয়া তখন।।
প্রশান্ত বদনে অগ্রে দাঁড়ায়ে রহিল।
গুরু আজ্ঞা প্রতীক্ষা যে করিয়া থাকিল।।
শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
গুরুদেব ক্ষণকাল মৌনভাবে রন।।
কিছু না নিঃসৃত হয় রসনা হইতে।
মূক সম রহে গুরু অধোবদনেতে।।

অবশেষে হৃদে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
মধুর বচন কহে করি সম্বোধন।।
শুন বৎস তব বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
লভিনু পরম সুখ আপনার মনে।।
ভক্তিমাখা তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরম সন্তুষ্ট হৈনু ওহে মহাত্মন।।
যথেষ্ট দক্ষিণা হৈল ইহাতে আমার।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা ওহে গুণাধার।।
মনোরথ সিদ্ধ তব হউক সত্বর।
আপন অভীষ্ট স্থলে যাহ দ্রুততর।।
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ বচন।
কৌতূহল জন্মিয়াছে জানিতে কারণ।।
সত্য কথা বল দেখি ওহে গুণাধার।
ছদ্মবেশী তুমি কিনা নিকটে আমার।।
গুরুর গৌরব রক্ষা করিবার তরে।
বাসনা থাকে যদ্যপি তোমার অন্তরে।।
তাহা হলে মিথ্যা কথা আমার সদন।
কভু না কহিবে বৎস তুমি বিজ্ঞজন।।
যথার্থ করিয়া বল কাহার সন্তান।
আসিয়াছ কোথা থেকে মম বিদ্যমান।।
তুমি ছদ্মবেশী দ্বিজ নাহিক সংশয়।
আমার মনেতে এই হয়েছে প্রত্যয়।।
বল দেখি ভাল ভাল ওহে মহাত্মন।
হও কিনা হও তুমি দেবের নন্দন।।
গুরুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
শনি কহে ধীরে ধীরে বিনীত বচনে।।
গুরুদেব শুন শুন আমার বচন।
আচার্য্য পদেতে তোমা করেছি বরণ।।
তখন অসত্য নাহি বলিব তোমায়।
বলিব প্রকৃত কথা মম অভিপ্রায়।।
দেবতত্ত্ব বিশারদ যত মুনিগণ।
ব্রহ্ম বলি যাঁরে সদা করে সম্বোধন।।
বিষ্ণু বলি যাঁরে কভু ডাকে সর্ব্বজনে।
কভু সম্বোধন করে শিব সম্বোধনে।।

কখন যাঁহারে কহে দেব নারায়ণ।
সূর্য্য বলি কভু যাঁরে করে সম্বোধন।।
আমার পিতা তিনিই দেব দিবাকর।
ছায়ার উদরে জন্ম শুন গুরুবর।।
পিতার আদেশে আমি তোমার সদনে।
ভক্তিভরে এসেছিনু বিদ্যার কারণে।।
তোমার প্রসাদে বাঞ্ছা হইল সফল।
বাসনা এখন যাব আপনার স্থল।।
পিতৃপদ বহুদিন না করি দর্শন।
অনুমতি দিলে যাই তাঁহার সদন।।
তোমার আদেশে গিয়া পিতার সদনে।
প্রণমিব ভক্তিভরে তাঁহার চরণে।।
শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভয়ে হর্ষে গুরুদেব বিমোহিত হন।।
বহি গেল দেহে তাঁর রোমাঞ্চ প্রবল।
স্থানুবৎ রহিলেন অচল অটল।।
প্রকৃতিস্থ হয়ে পরে কহেন তখন।
ওহে বৎস শুন শুন আমার বচন।।
লোকাতীত গুণরাশি দেখিয়া তোমার।
বিস্ময় হইয়াছিল হৃদয় আমার।।
মেধাবিনী বুদ্ধি তব করি দরশন।
তোমার যতেক গুণ করি নিরীক্ষণ।।
হয়েছিল মনে মনে আমার নিশ্চয়।
নহেক মনুষ্য তুমি দেবতা তনয়।।
লোকাতীত হেন শক্তি মানব শরীরে।
কভু না থাকিতে পারে বুঝিতে অন্তরে।।
সন্দেহ আছিল যত হৃদয়ে আমার।
ভঞ্জন হইল তাহা ওহে গুণাধার।।
তোমার প্রকৃত তত্ত্ব এখন জানায়।
অবগত হই তাহা কহিনু তোমায়।।
তব পরিচয় এবে পাইয়া অন্তরে।
কৃতার্থ হইনু আমি কহিনু তোমারে।।
এখন শুনহ বৎস আমার বচন।
দক্ষিণা অর্পিতে যদি করেছ মনন।।
বাসনা করেছে যাহা আমার অন্তরে।
সম্পূর্ণ করহ তাহা ওহে গ্রহবর।।
যাবত জীবন আমি করিব ধারণ।
অশুভ দৃষ্টিতে যেন না হই পতন।।
অশুভ দৃষ্টি তোমার আমার উপরে।
ভ্রমেও কদাচ যেন কভু নাহি পড়ে।।
এই মাত্র চাহি আমি তোমার সদন।
আর কিছু দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন।।
গুরুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কিছুকাল রহে শনি বিনম্র বদনে।।
কোন কথা নাহি কহে গ্রহের ঈশ্বর।
মৌনভাব হয়ে রহে চিন্তিত অন্তর।।
তারপর ধীরে ধীরে বিনীত বচন।
সহাস্য বদনে কহে গুরুর সদন।।
প্রার্থনা করিলে যাহা ওহে দ্বিজবর।
অসাধ্য আমার তাহা শুন অতঃপর।।
দিক্‌পালগণ আর গ্রহাদি নিচয়।
কেহই স্বাধীন নহে জানিও নিশ্চয়।।
নিয়তির বাধ্য মোরা সকলে জানিবে।
কি করিতে পারি মোরা নাহি পাই ভেবে।।
গুরুর গৌরব তবু করিতে রক্ষণ।
করেছি সংক্ষেপে যাহা করহ শ্রবণ।।
আমার বিরুদ্ধ দৃষ্টি তোমার উপরে।
যাবত রহিবে প্রভু জানিবে অন্তরে।
তাবত তোমার কষ্ট না হবে কখন।
একদিন হবে মাত্র কষ্ট উৎপাদন।।
প্রকোপ-দৃষ্টি সম্পূর্ণ একদিন হবে।
মহাকষ্ট সেই দিন তুমি যে পাইবে।।
বিষম সঙ্কটে তুমি হবে নিপতন।
পরিত্রাণ পাবে শুন আমার বচন।।
আমার বচন মিথ্যা কভু না হইবে।
সত্য সত্য সত্য ইহা অন্তরে জানিবে।।
এতেক বচন বলি রবির নন্দন।
নতশিরে গুরুপদে করিয়া বন্দন।।

অন্তর্হিত হন তিনি দেখিতে দেখিতে।
যান চলি অবিলম্বে অম্বর পথেতে।।
পিতার চরণ পদ্ম করিতে দর্শন।
উৎসুক হইয়া চলে ভাস্কর নন্দন।।
এদিকেতে বাচস্পতি ব্যাকুল অন্তরে।
চিন্তিত হইয়া রহে অবনত শিরে।।
শনির যতেক বাক্য করিয়া স্মরণ।
ব্যাকুল অন্তরে হন সকাতর মন।।
দেববাক্য অনিবার্য্য ভাবি তারপর।
অগত্যা রহেন স্থির করিয়া অন্তর।।
তদবধি প্রতিদিন একান্ত অন্তরে।
প্রত্যহ গণেন দিন অতি যত্ন করে।।
এইরূপে দিন গণি লয়ে শিষ্যগণ।
অস্থির অন্তরে করে সময় যাপন।।
এইভাবে কিছুদিন অতীত হইলে।
একদা উঠিয়া দ্বিজ অতি প্রাতঃকালে।।
সন্ধ্যা আদি করি দ্বিজ করেন চিন্তন।
বহু চিন্তা করি শেষে বুঝে বিলক্ষণ।।
চিন্তা করে মনে মনে গুরু দ্বিজবর।
অদ্য মম সর্ব্বনাশ ঘটিবে সত্বর।।
যেদিন শনির কোপ হবে মোর পরে।
যেরূপ বলিয়াছিলে শনিদেব মোরে।।
সেইদিন অদ্য এই নাহিক সংশয়।
কি করিবে নাহি জানি সূর্য্যের তনয়।।
হায় হায় হতবিধি কি দোষে আমারে।
বিপদ সঙ্কুলে ফেলে না জানি অন্তরে।।
কি বলিব অধিক তোমারে এখন।
যাহা ইচ্ছা থাকে মনে করহ সাধন।।
আজি বুঝি নাহি আর আমার নিস্তার।
অদৃষ্টে আছয়ে কিবা বিধি জানে সার।।
বহুচিন্তা এইভাবে করিয়া তখন।
যথাবিধি প্রাতঃকৃত্য করেন সাধন।।
সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন নিত্য নিরঞ্জনে।
একান্ত অন্তরে ভাবে নিজ মনে মনে।।
অন্তর মাঝারে করে হরিকে স্মরণ।
দয়াময় কোথা হরি নিত্য নিরঞ্জন।।
কে রাখিবে তোমা বিনা বিপদসাগরে।
ওহে প্রভু রক্ষা কর অধীন কিঙ্করে।।
তোমার চরণ-পদ্ম ভবে মাত্র সার।
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।।
দয়াময় দয়া কর অধীন উপরে।
তোমা বিনা রক্ষিবারে আর কেবা পারে।।
সবার অন্তরে আছ তুমি নিরঞ্জন।
সর্ব্বসাক্ষী তুমি দেব নিত্য-সনাতন।।
আত্মরূপে থাক তুমি সবার শরীরে।
তোমার চরণে নতি করি ভক্তি ভরে।।
সম্মুখে নেহারি প্রভু বিপদ সাগর।
রক্ষরক্ষ ওহে প্রভু দয়ার আকর।।
নাহি জানি তোমা বিনা অন্তর মাঝারে।
তোমার চরণে নতি করি ভক্তিভরে।।
শ্রীচরণে করি তব শত নমস্কার।
রক্ষরক্ষ ওহে দেব দয়ার আধার।।
এইরূপে হরিপদ করিয়া স্মরণ।
তার পর ধীরে ধীরে গুরু বিজ্ঞতম।।
পুষ্পকরণ্ডিকা হাতে লইয়া যতনে।
শনৈশ্চর গ্রহরাজে ভাবি মনে মনে।।
ধীরে ধীরে তেয়াগিয়া আপন আশ্রম।
পথিমাঝে পদব্রজে করেন গমন।।
চলি যান ধীরে ধীরে ব্যাকুল অন্তরে।
উপনীত হন গিয়া কিছুমাত্র দূরে।।
উপনীত হয়ে তথা করেন দর্শন।
উপত্যকা শোভে তথা অতি মনোরম।।
শোভিছে তথায় এক কুসুম কানন।
রব করে কুহু কুহু পংকোকিলগণ।।
মধুলোভে অলিকুল গুন গুন করে।
বলিতেছে পুষ্প হতে গিয়া পুষ্পান্তরে।।
স্থানে স্থানে কলকণ্ঠ দাত্যুহাদিকরি।
শোভেতেছে কত পক্ষী শাখার উপরি।।

আনন্দ ভরেতে সবে করে কোলাহল।
সঙ্কুলিত করিতেছে যত বনস্থল।।
কানন মাঝারে শোভে দিব্য জলাশয়।
ফুটিয়া রহেছে তাহে কমল-নিচয়।।
কুমুদ কহ্লার নানা জাতি পুষ্পআদি।
ফুটিয়া রয়েছে কত নাহিক অবধি।।
বহিতেছে ধীরে ধীরে মলয় পবন।
অতিথিগণের দেহ করে আলিঙ্গন।।
কত তরু স্থানে স্থানে কিবা শোভা পায়।
আম-জাম তাল আদি কি কব সবায়।।
ফলভরে অবনত পাদপের শ্রেণী।
শোভিতেছে কিবা ওহে শুন যতমুনি।।
স্থানে স্থানে বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ আদি আছে কত কত বা অপ্সর।।
গীতবাদ্য করে সবে আনন্দ অন্তরে।
তালে তালে দিব্যঙ্গনা সবে নৃত্য করে।।
উপত্যকা শোভা সব করি দরশন।
গুরুদেব বাচষ্পতি বিমোহিত হন।।
ভবিতব্য মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে।
প্রবৃত্ত হইল ক্রমে পুষ্প চয়নেতে।।
বীরবাহু নামে সেই দেশের ঈশ্বর।
হেনকালে উপনীত কানন ভিতর।।
তাঁহার সহিত সৈন্য কে করে গণন।
মৃগয়া কারণে আসে গহন কানন।।
অতি শিশু পুত্র এক সঙ্গেতে আছিল।
রক্ষা করে চারিদিকে রক্ষক সকল।।
সেই সন্তান অলক্ষ্যে হইল হরণ।
রক্ষকেরা না দেখিল কিম্বা পৌরজন।।
পুত্রের হরণ শুনি মহিলা সকলে।
কান্দিয়া আকুল হয় ব্যাকুল অন্তরে।।
হরণ বার্ত্তা পুত্রের করিয়া শ্রবণ।
বীরবাহু রাজা হয় ব্যাকুলিত মন।।
যুগপৎ শোক রোষ উদিয়া অন্তরে।
একান্ত বিমুখ করে নৃপতি প্রবরে।।

অধরোষ্ঠ ঘনঘন হইল কম্পন।
অধরে অধর রাজা করয়ে দংশন।।
ভৃত্যগণে রথিগণে নগরপালকে।
রোষান্ধ হইয়া রাজা ঘনঘন ডাকে।।
আজ্ঞামাত্র উপনীত অনুচরগণ।
সবারে আদেশ করে নৃপতি তখন।।
অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে যাইয়া সকলে।
পুত্র অন্বেষণ কর একান্ত অন্তরে।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত ভৃত্যগণ।
অবিলম্বে চারিদিকে করিল গমন।।
কত স্থান অন্বেষণ করিল সকলে।
পুত্রের সন্ধান নাহি পায় কোনস্থলে।।
শোকের সাগরে সবে হয় নিমগন।
কি করিবে কোথা যাবে ব্যাকুলিত মন।।
ছাড়িয়া প্রাণের আশা অনুচরগণ।
চীৎকার করিয়া সবে করয়ে রোদন।।
কোনমতে কিছুমাত্র না দেখি উপায়।
রোদন করিয়া সবে ব্যাকুলিত কায়।।
পরস্পর মুখ সবে করে নিরীক্ষণ।
জীবনে হতাশ হয়ে করয়ে রোদন।।
কান্দিতে কান্দিতে সবে ফিরিয়া আসিল।
বীরবাহু তাহা দেখি মুর্চ্ছিত হইল।।
রোষেতে অধীর হয়ে পরে নরপতি।
লোহিত লোচনে সবে কহিছে সম্প্রতি।।
শোন্ শোন্ বর্ব্বরেরা আমার বচন।
কি জন্য তোদের বল করেছি পালন।।
আমার পুত্র কোথায় বলহ সকলে।
তাহারে রাখিয়া বল কি হেতু আসিলে।।
আমার বাক্য এখনো করহ শ্রবণ।
অবিলম্বে পুত্রে মোর কর অন্বেষণ।।
নদীর পুলিনে সবে যাহ ত্বরা করে।
নিকুঞ্জ কানন ক্ষেত্র পর্ব্বত গহ্বরে।।
ঋষির আশ্রম যথা করিবে দর্শন।
সর্ব্বত্র আমার পুত্রে কর অন্বেষণ।।

বলিব অধিক কিবা তোদের গোচর।
পুত্রের কারণে সবে যায় দ্রুততর।।
পুত্রেরে লইয়া নাহি কৈলে আগমন।
সবার মস্তক আমি করিব ছেদন।।
আমার আদেশ নাহি যে জন পালিবে।
অচিরে শমন গৃহে সে জন যাইবে।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চিন্তিয়ে কাতর হয় অনুচরগণ।।
কোথা যাবে কি করিবে না দেখি উপায়।
ধীরে ধীরে পদব্রজে সবে বাহিরায়।।
ভীষণ মূরতি যত কিঙ্কর নিকর।
পুত্র অন্বেষণে যায় কানন ভিতর।।
কেহ কেহ গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করে।
নিকুঞ্জে নির্ঝরে আর পর্ব্বত কন্দরে।।
চারিদিকে সাবধানে করি নিরীক্ষণ।
পুঙ্খ অনুপুঙ্খরূপে করে অন্বেষণ।।
এইরূপে নানাস্থানে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পূর্ব্ব উপত্যকা পাশে আগত ক্রমেতে।।
উপত্যকা পাশে সেই সুরম্য কানন।
উপনীত তথা আসি অনুচরগণ।।
এদিকে উদারমতি গুরু মহোদয়।
ভাবিতেছে তথা বসি ভাগ্যের বিষয়।।
নিজ ভাগ্য বিপর্য্যয় করেন চিন্তন।
নিজ হাতে শোভিতেছে কুসুম ভাজন।।
ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ চরণ সঞ্চারে।
উদ্যান হইতে গুরু আসেন বাহিরে।।
দুর্দ্দৈব মহিমা কিবা অতি চমৎকার।
ভাবিলে সকলি মিথ্যা অসার সংসার।।
ধীরে ধীরে গুরুদেব করেন গমন।
হাতেতে ছিল তাঁহার কুসুম ভাজন।।
কি আশ্চর্য্য দেখ দেখ তাপস নিকর।
বাচস্পতি যতদূর হন অগ্রসর।।
পুষ্প করন্ডিকা হতে প্রতিপদে তাঁর।
রক্তবিন্দু অবিরল বহে খরধার।।

রাজ অনুচর যত তথায় আছিল।
রক্তবিন্দু তাহাদের নয়নে পড়িল।।
হেরিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়।
ভাবে মনে একি হেরি আশ্চর্য্য বিষয়।।
সশঙ্ক ভাবেতে পরে অনুচরগণ।
গুরুদেবে আসি ক্রমে করিল বেষ্টন।।
সশঙ্ক ভাবেতে সবে আসিল নিকটে।
বেষ্টন করিল ক্রমে চারিদিক বটে।।
কিন্তু ব্রহ্মতেজে দীপ্ত গুরুর আনন।
কার সাধ্য তাঁর দিকে করে নিরীক্ষণ।।
জিজ্ঞাসা করিতে তারা কিছু নাহি পারে।
পুত্তলিকা সম সবে অবস্থিতি করে।।
কণ্ঠদেশ শুষ্ক যেন হৈল সবাকার।
শাপ ভয়ে ভীত সবে কাঁপে অনিবার।।
বিনত মস্তকে শেষে অনুচরগণ।
ধীরে ধীরে করযোড়ে কহিল বচন।।
ভগবান কি বলিব নিকটে তোমার।
নরাধম মোরা সবে কিঙ্কর রাজার।।
সতত নির্ম্মল যথা ভাগীরথী জল।
ত্বদীয় হৃদয় তথা অতীব বিমল।।
না পারি কভু আসিতে আপনার কাছে।
রাগ দ্বেষ আদি করি যত রিপু আছে।।
আপনাদিগের অতি বিমল অন্তর।
রাগ দ্বেষ নাহি থাকে তাহার ভিতর।।
সেই হেতু মোরা সবে সাহসী হইয়ে।
জিজ্ঞাসিছি এক কথা অতীব বিনয়ে।।
জিজ্ঞাসা অযোগ্য বটে বুঝিবারে পারি।
অগত্যা তথাপি কিন্তু জিজ্ঞাসা যে করি।।
শুন প্রভু আমাদের এই নিবেদন।
বীরবাহু এদেশের অধিপতি হন।।
সঙ্গে করি শিশু পুত্র সেই মহারাজ।
আসিয়াছিল এই কাননের মাঝ।।
চারিদিকে রক্ষী ছিল কে করে গণন।
সেই শিশু তবু কিন্তু হয়েছে হরণ।।

কে হরিল কেবা নিল কেহ নাহি জানে।
তস্করে লইয়া শিশু গেছে কোন খানে।।
এই হেতু মোরা যত অনুচরগণ।
চারিদিকে রাজসুতে করি অন্বেষণ।।
দুর্ভাগ্য মোদের কিন্তু ওহে মহোদয়।
কুত্রাপি না পাই সেই রাজার তনয়।।
এ হেতু জিজ্ঞাসা করি ওহে মহাত্মন্।
সত্য করি দয়াগুণে বলুন এখন।।
পুষ্প করণ্ডিকা শোভে আপনার হাতে।
বল প্রভু সত্য করি কিবা আছে ইথে।।
উহা হতে রক্ত ধারা হতেছে পতন।
ইহার কারণ কিবা কহ ভগবান।।
এইমাত্র নিবেদন ওহে মহোদয়।
সত্য করি দেহ এবে তথ্য পরিচয়।।
এত শুনি বাচস্পতি চকিত হৃদয়ে।
ফুলের সাজির দিকে দেখেন চাহিয়ে।।
দেখিলেন করস্থ কুসুম নিচয়।
শোণিতে হয়েছে রক্তবর্ণ সমুদায়।।
তাহা দেখি হতবুদ্ধি গুরু বাচস্পতি।
ভয়েতে হলেন যেন পুত্তলি মূরতি।।
অদ্ভুত বিষয় ক্রমে করিয়া চিন্তন।
বিলুপ্ত হইল তাঁর চেতনা তখন।।
প্রচণ্ড বায়ুর বেগে ধূম সহকারে।
রম্ভাতরু পড়ে যথা ভূমির উপরে।।
কাঁপিতে কাঁপিতে তথা সেই গুরুবর।
মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ধরণী উপর।।
এইরূপে বিপ্রবর বিসংজ্ঞ হইয়ে।
ধরাতলে যান পড়ি বিকল হৃদয়ে।।
কাজে কাজে হস্তস্থিত কুসুম ভাজন।
স্খলিত হইয়া পড়ে ভূতলে তখন।।
যেমন পড়িল উহা ধরণী উপরে।
আশ্চর্য্য শুনহ কিবা ঘটে তারপরে।।
চমকিত হয়ে সবে করে দরশন।
পুষ্পকরণ্ডিকা মধ্যে রাজার নন্দন।।
অপহৃত রাজসুত ছিন্নশিরা হয়ে।
করণ্ডিকা মাঝে শিশু রয়েছে শুইয়ে।।
কুমারের অঙ্গে শোভে নানা আভরণ।
কত মণি মাণিক্যাদি কে করে বর্ণন।।
মহামূল্য অলঙ্কার ছড়ায়ে পড়িল।
তাহা দেখি সবে হৃদে আশ্চর্য্য মানিল।।
আশ্চর্য্য ঘটনা সবে করি দরশন।
বিস্ময় সাগর মাঝে হয় নিমগন।।
মীমাংসা করিতে কেহ কিছু নাই পারে।
ভয়েতে কাতর সবে নানা চিন্তা করে।।
অগত্যা তাহার পর অনুচরগণ।
ছিন্ন শিরা কুমারেরে করিয়া গ্রহণ।।
স্কন্ধে আরোপণ করি বৃদ্ধ বিপ্রবরে।
উপনীত হয় গিয়া রাজার গোচরে।।
রাজার নিকটে আসি অনুচরগণ।
কাঁদিকে কাঁদিতে সবে করে নিবেদন।।
ঘটিয়াছে যত সব অদ্ভুত ঘটন।
নিবেদন করে সব যত বিবরণ।।
শুনি অনুচর মুখে যত বিবরণ।
রাজার হৃদয় হয় বিস্ময়ে মগন।।
সম্বোধন করি পরে অমাত্য প্রবরে।
কহিলেন নৃপবর সুমধুর স্বরে।।
শুনশুন মন্ত্রীবর আমার বচন।
সদস্যজনেরা সবে করহ শ্রবণ।।
সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী হও তোমরা সকলে।
তোমাদের বুদ্ধিমত্তা খ্যাত ভূমণ্ডলে।।
মম কিঙ্করেরা যাহা করিল বর্ণন।
আপনারা তাহা সব করিলে শ্রবণ।।
এখন কর্ত্তব্য যাহা করহ বিধান।
বিচার করিয়া দেখ ওহে মতিমান।
বিস্ময়ে নিতান্ত আমি হয়েছি মগন।।
হতবুদ্ধি হইয়াছি শুন সর্ব্বজন।।
এহেতু তোমরা সবে করহ বিচার।
মীমাংসা করিয়া দেখ কিবা হয় সার।।

তোমরা সকলে হও জ্ঞানীর প্রবর।
সূক্ষ্মবুদ্ধি বিরাজিত সবার অন্তর।।
বিশুদ্ধ চরিত্র সবে অতি মতিমান্।
বিবেচিয়া কর সবে উচিত বিধান।।
অদ্ভুত ঘটনা যাহা হইল ঘটন।
ইহার কারণ সবে কর অন্বেষণ।।
রাজার আদেশ শুনি অমাত্য প্রবর।
সদস্য আছিল যত সভার ভিতর।।
একবাক্যে রাজপাশে করে নিবেদন।
মহারাজ কৃপা করি করহ শ্রবণ।।
অদ্ভুত ঘটনা যাহা হেরিনু নয়নে।
ইহার কারণ কিছু না যায় কহনে।।
কিছুই ইহার তথ্য বুঝিবারে নারি।
কিরূপে বলহ নৃপ মীমাংসা করি।।
কিছুই করিতে নারি বুদ্ধির গোচর।
বিশেষ করিয়া বলি শুন নৃপবর।।
অতি বৃদ্ধ এই বিপ্র হতেছে দর্শন।
প্রশান্ত স্বভাব অতি তপঃ পরায়ণ।।
বৃহস্পতি সম ইনি বিখ্যাত সংসারে।।
সর্ব্বদা সর্ব্বত্র মান্য জানে সর্ব্বনরে।।
সামান্য লোভের বশ হয়ে এইজন।
বিনষ্ট করিবে রাজসুতের জীবন।।
অলঙ্কার লোভ হবে ইহার অন্তরে।
সম্ভব নহেত ইহা নিবেদি তোমারে।।
আরো এককথা নৃপ করহ বিচার।
আছিলেন এই বিপ্র পর্ব্বত মাঝার।।
ঈশ্বরের আরাধনা করিবার তরে।
চয়ন করিতেছিল কুসুম নিকরে।।
বহুদূরে আপনার অন্তঃপুর মাঝে।
রাজসুতে ঘেরেছিল রক্ষক সমাজে।।
অন্তঃপুরে ক্রীড়া করে রাজার নন্দন।
বহুদূরে করে বিপ্র কুসুম চয়ন।।
কিরূপে হরিবে শিশু এই বিপ্রবর।
সম্ভব নহেত ইহা ওহে নরবর।।

অথচ বিপ্রের পুষ্প করণ্ড ভিতরে।
ছিন্নশির রাজশিশু সর্ব্বজনে হেরে।।
উহা মধ্যে আছে যত অঙ্গ আভরণ।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম।।
নিগূঢ় কারণ আছে ইহার ভিতর।
মানুষের নহে বোধ্য ওহে নৃপবর।।
এইরূপে রাজমন্ত্রী সভাস্থ সকলে।
অদ্ভুত ব্যাপার লয়ে নানা তর্ক করে।।
হেনকালে বাচস্পতি বিপ্র মহোদয়।
চেতনা লভিয়া ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়।।
ললাটে ভ্রূকুটি করি বিপ্রের নন্দন।
ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করি করেন চিন্তন।।
শনির পূর্ব্বের কথা ভাবি মনে মনে।
চিন্তিত অন্তরে রহে উদ্গত নয়নে।।
নরপতি তাহা দেখি অমাত্য প্রবর।
আর যত লোক ছিল সভার ভিতর।।
নীরব হইয়া সবে মৌনভাবে রয়।
নাহি কথা সরে মুখে বিকল হৃদয়।।
নিস্তব্ধ হইল যত সভাসদগণ।
বাচস্পতি একচিত্ত হইয়া তখন।।
স্তব করে শনিদেবে একান্ত অন্তরে।
কোথা শনি গ্রহরাজ নমামি তোমারে।।
সূর্য্যের নন্দন তুমি গ্রহের ঈশ্বর।
নমস্কার তব পদে ওহে গ্রহবর।।
পুনঃ পুনঃ নতি করি তোমার চরণে।
কৃপা কর কৃপা দৃষ্টি করহ অধীনে।
বিপদে করহ রক্ষা তুমি শনৈশ্চর।
তোমার অধীন আমি ওহে গ্রহবর।।
জ্যোতির্ব্বন্ত যত আছে জগত মাঝারে।
তাহার আধার যিনি খ্যাত চরাচরে।।
যেই দেব কালরূপে বিরাজিত হয়।
কাল শক্তিরূপী যিনি যিনি মহোদয়।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপী যেই মহাত্মন্।
সংসার জগত যিনি করেন পালন।।

সমস্ত জীবের অন্তরাত্মা বলি যারে।
জগতের অন্ধকার যেই দেব হরে।।
তমোনুদ বলি যাঁর বিখ্যাত আখ্যান।
নারায়ণ বলি যিনি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
যেই দেব দিবাকর বিদিত সংসারে।
তাঁর পুত্র শনৈশ্চর জানে সর্ব্বনরে।।
ভাস্করের রূপান্তর শনিদেব হন।
ভক্তিভাবে সেই গ্রহে করেছি স্মরণ।।
ওহে সৌর শুন শুন আমার বচন।
অখণ্ড বিক্রম তব বিখ্যাত ভুবন।।
তোমার তুলনা নাহি জগত সংসারে।
জনম লয়েছ তুমি ছায়ার উদরে।।
ওহে দেব রক্ষা কর বিপদ সাগরে।
তরিতে সহায় তুমি হও হে আমারে।।
নিজ সত্য রক্ষা কর ওহে মহোদয়।
বিপদ হেরিয়া মম বিকল হৃদয়।।
সকোপ দৃষ্টিতে তব হয়ে নিপতন।
অভিভূত হয়ে যাই ওহে মহাত্মন্।।
কৃপাকর কৃপাময় অধীন উপরে।
রক্ষা কর দীন জনে বিপদ সাগরে।।
জানিয়াছি শাস্ত্রজ্ঞানে তুমি মহাত্মন।
সূর্য্যের দ্বিতীয় মূর্ত্তি তুমি সাধুজন।।
সুপ্রসন্ন হও তুমি যাহার উপরে।
সেইজন ভাগ্যবান এভব সংসারে।।
সামান্য মানব যদি হয় সেই জন।
তবু ভাগ্যশালী হয় ওহে মহাত্মন্।।
সুপ্রসন্ন হও তুমি যাহার উপরে।
রাজ রাজেশ্বর সেই এ ভব সংসারে।।
সর্ব্বত্র সম্মান পায় সেই সাধুজন।
তাহার সাদৃশ্য নাহি এ তিন ভুবন।।
মর্ত্ত্যলোকে সেইজন করি অবস্থান।
পরম সুখেতে রহে ইন্দ্রের সমান।।
হস্তী অশ্বরথ আর পদাতি-নিচয়।
চতুরঙ্গ সেনা তার অনুগত রয়।।

অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তাহার আগারে।
সর্ব্বজন সর্ব্বত্রে তারকা মনোহরে।।
অতি দীনহীন মূঢ় যেই অভাজন।
তাহারে করুণা যদি করহ অর্পণ।।
তোমার প্রসাদে সেই লভয়ে সম্মান।
মহাবীর হয় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ।।
তাহার সমান যোগী না রহে ভুবনে।
বুদ্ধিমান হয় সেই খ্যাত সর্ব্বস্থানে।।
শুন শুন শনৈশ্চর আমার বচন।
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি নিবেদন।।
সুপ্রসন্ন হও দেব আমার উপরে।
চরণ বন্দনা তব করি ভক্তি ভরে।।
তোমার কোপেতে পড়ে যেই নরাধম।
দুর্ভাগ্যের শেষ তার না রহে তখন।।
ঐশ্বর্য্যেতে পরিভ্রষ্ট হয় একেবারে।
নিমগ্ন হইয়া পড়ে শোকের সাগরে।।
মানুষের কথা থাক দেব দৈত্যগণ।
তোমার কোপেতে লক্ষ্মী না পায় কখন।।
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ আদি অথবা কিঙ্কর।
উরগ অপ্সরা কিবা আর বিদ্যাধর।।
কেহ নাহি রক্ষা পায় তব কোপানলে।
নিমজ্জিত হয় সেই বিপদ সলিলে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন।
মহাযোগী তুমি দেব সূর্য্যের নন্দন।।
বক্রভাবে তুমি কর কটাক্ষ যাহারে।
হতবুদ্ধি হয়ে সেই রহে একেবারে।।
জীবন্মৃত সম হয় সেই অভাজন।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন।।
জনার্দ্দন গ্রহরূপী তুমি যোগেশ্বর।
পুনঃ পুনঃ নতি করি ওহে গ্রহবর।।
সুপ্রসন্ন হও দেব আমার উপরে।
কৃপা করি কৃপা কর দীন হীন নরে।।
তোমার অসাধ্য নহে জগত মাঝার।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার।।

অঘট ঘটাতে পার তুমি মহাত্মন্।
বলেতে তোমার সম নাহি কোনজন।।
অতুল ঐশ্বর্য্য হয় তোমার কৃপায়।
কটাক্ষে নাশিতে পার অখিল ধরায়।।
তুমি সুপ্রসন্ন হও যাহার উপরে।
তাহার ভাবনা কিবা এ তিন সংসারে।।
বিদ্যার্থী লভয়ে বিদ্যা তোমার কৃপায়।
যশস্কামী পায় যশ আসিয়া ধরায়।।
কামার্থীর কাম পূর্ণ তোমা হতে হয়।
ধনার্থীর ধন হয় নাহিক সংশয়।।
অধিক কিবা বলিব ওহে মতিমান।
বিপদ সাগরে মোরে কর পরিত্রাণ।।
এইরূপ স্তব করে গুরু বাচস্পতি।
এদিকে সন্তুষ্ট হন সূর্য্যের সন্ততি।।
গুরুর এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ।
পরম সন্তুষ্ট হন ভাস্কর নন্দন।।
শূন্যমার্গে অবস্থিতি করে শনৈশ্চর।
ধীরে ধীরে গুরুদেবে করেন উত্তর।।
শুনিতে পাইল সেই দেশের রাজন।
সভাস্থ সকলে তাহা করিল শ্রবণ।।
জলদগম্ভীর রবে শনিদেব কয়।
শুন শুন মম বাক্য গুরু মহোদয়।।
রাজারে ডরাতে আর নাহিক কারণ।
তাহার বৃত্তান্ত বলি করহ শ্রবণ।।
তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তুমি বিদিত সংসারে।
গুরুত্বে বরণ তাহে করেছি তোমারে।।
তোমার নিকটে মিথ্যা না বলি কখন।
তোমারে বঞ্চিত মম নাহি প্রয়োজন।।
আমার নিকটে যথা চেয়েছিল বর।
স্মরণ করহ তাহা ওহে দ্বিজবর।।
মম বক্রদৃষ্টি হেতু যত কষ্ট হবে।
দিনেকে তাহার ফল সকলি পাইবে।।
এই কথা বলেছিনু করহ স্মরণ।
আছি সেই দিন তব দ্বিজের নন্দন।।

অতএব ক্ষোভ নাহি রাখিও অন্তরে।
ভবিতব্য কেবা বল খণ্ডিবারে পারে।।
এখন নিশ্চিত হও ওহে মহাত্মন।
তুমি চিরসুখী হবে শুনহ বচন।।
আজীবন আর কষ্ট কভু নাহি হবে।
এ শরীর দুঃখভোগ কভু নাহি পাবে।।
আচার্য্যেরে এত বলি ছায়ার নন্দন।
নৃপতিরে তারপর করি সম্বোধন।।
শুনশুন কহিলেন ওহে নরপতি।
তুমি অতি বুদ্ধিমান খ্যাত বসুমতী।।
তোমার অধিক বলা নাহি প্রয়োজন।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।।
বাক্য আমার সবে শুনহ সাদরে।
মন্ত্রীবর্গ যত আছে সভার ভিতরে।।
মন্ত্রী সহ বিবেচনা করি নরপতি।
উচিত করহ যাহা বুঝিবে সম্প্রতি।।
নরপতি শুন শুন আমার বচন।
এই যে হেরিছ বৃদ্ধ বিপ্রের নন্দন।।
মহা প্রাজ্ঞ দ্বিজবর বিদিত সংসারে।
আচার্য্যত্বে করিয়াছি জানিবে ইহারে।।
করেছি ইহার পাশে বেদ অধ্যয়ন।
তাহার পরেতে শুন যে হয় ঘটন।।
অধ্যয়ন সমাপিয়া তার অবসানে।
যখন চলিনু আমি আপন ভবনে।।
দক্ষিণা চাহিলা গুরু মম সন্নিধান।
বিস্তারিয়া বলি শুন নৃপতি ধীমান।।
সূর্য্যপুত্র শুন শুন আমার বচন।
যদ্যপি দক্ষিণা দিতে করেছ মনন।।
অশুভ দৃষ্টিতে যেন না পড়ি তোমার।
এই মাত্র মাগি আমি ওহে গুণাধার।।
গুরুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বলেছিনু এইরূপ শুনহ রাজন।।
একদিন মাত্র কষ্ট লভিতে হইবে।
কিন্তু সেই বিপদেতে পরে রক্ষা পাবে।।

বলেছিনু এইরূপ জানিবে রাজন।
আজি সেইদিনে এই হয়েছে ঘটন।।
যাহা যাহা বলিলাম ওহে নরপতি।
এই বাক্য সত্য সত্য কহিনু সম্প্রতি।।
এখন বলিব যাহা করহ শ্রবণ।
করিতে আছিল ক্রীড়া তোমার নন্দন।।
খেলিতে খেলিতে শিশু হইয়া কাতর।
ধীরে ধীরে যায় অন্তঃপুরের ভিতর।।
অন্তঃপুর মাঝে পশি রত্ন কোষাগারে।
শিশু সুখে নিদ্রা যায় শান্তি কলেবরে।।
যদ্যপি বিশ্বাস নাহি হয় হে রাজন।
রত্ন গৃহে গিয়া শীঘ্র কর দরশন।।
মায়ায় মুগ্ধ মোর হইয়া তৎপরে।
ছিন্নশির হেরিয়াছ পুষ্পসাজি পরে।।
মম মায়া ভিন্ন নহে কিছুই অপর।
মম বাক্য শুন শুন ওহে নৃপবর।।
কল্যাণ কামনা যদি করহ অন্তরে।
অবিলম্বে পূজা কর বৃদ্ধ বিপ্রবরে।।
বিবিধ বসন আর বিবিধ ভূজন।
অবিলম্বে বৃদ্ধ বিপ্রে কর সমর্পণ।।
বিশেষ সম্মান কর বিহিত বিধানে।
মঙ্গল হইবে ইথে কহি তব স্থানে।।
যদ্যপি ইহাতে কর অন্য আচরণ।
অমঙ্গল হবে তবে জানিবে রাজন।।
শনির এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
বীরবাহু পুলকিত নিজ মনে মনে।।
করযোড়ে করি পরে মানুষ ঈশ্বর।
বিনত মস্তকে কহে ওহে বিজ্ঞবর।।
কোন দেবপুত্র তুমি বলহ বচন।
কেবা তুমি জানিবারে করি আকিঞ্চন।।
দেব দৈত্য কিংবা যক্ষ অথবা কিন্নর।
সিদ্ধজন হও কিম্বা হও বিদ্যাধর।।
গন্ধর্ব্ব উরগ কিম্বা রাক্ষস প্রধান।
কেবা হও সত্য করি কহ মতিমান।।

তোমার জ্বলন্ত মূর্ত্তি করি দরশন।
অনুমানে বুঝিতেছি দেবের উত্তম।।
কিম্বা নিজে অগ্নিদেব জলন্ত আকারে।
উদিত হলেন আসি গগন উপরে।।
বিমূঢ় অজ্ঞান মোরা ওহে মহাত্মন্।
আপনারে চিনিবারে না হই সক্ষম।।
কৃপা করি অধীনেরে দেহ পরিচয়।
চরিতার্থ হব তাহে ওহে মহোদয়।।
মহাগ্রহ সূর্য্য পুত্র শনি মহাত্মন্।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।।
প্রসন্ন হইয়া কহে শুন নরপতি।
বুঝিলাম তুমি বটে অতি মহামতি।।
তোমার কল্যাণ হবে নাহিক সংশয়।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
আমার আদেশ যেই করহ পালন।
তাহারে বিপদ নাই করে আক্রমণ।।
শুনহ এখন তুমি মম পরিচয়।
অন্ধকার নাশে যাঁর হইলে উদয়।।
সেই দেব দিবাকর জনক আমার।
শনিদেব মম নাম সূর্য্যের কুমার।।
ছায়ার উদরে মম হয়েছে জনম।
গ্রহরাজ বলি মোরে ডাকে সর্ব্বজন।।
এত বলি মৌনভাবে রহে গ্রহবর।
শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হন নরেশ্বর।।
শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হৃদি হতে ভয় সবে করে বিসর্জ্জন।।
পুলকিত তনু হন সেই নরপতি।
তাঁহার অন্তরে জন্মে অসীম ভকতি।।
উর্দ্ধমুখে চাহি রাজা গগনের পানে।
স্তুতিবাদে স্তব করে বিহিত বিধানে।।
শনিদেবে নানামতে করিয়া স্তবন।
বাচস্পতি পদতলে পড়েন তখন।।
অভিশাপ দেন পাশে গুরু মহামতি।
এই ভয়ে ভীত হন সেই নরপতি।।

বৃদ্ধের চরণে পড়ি ক্ষত্রিয় রাজন।
করযোড় করি কহে বিনয় বচন।।
শুন শুন ভগবন নিবেদি তোমারে।
কোপ নাহি রাখ প্রভু অধীন উপরে।।
সুপ্রসন্ন হও দেব হইয়া সদয়।
তব সম ধরাধামে নাহি মহোদয়।।
অজ্ঞানের অপরাধ করহ মার্জ্জন।
তুমি দেব মহাগুরু তপঃ পরায়ণ।।
আমাদের পূজনীয় তুমি মহামতি।
তোমার গুণের প্রভু নাহিক অবধি।।
কোপ নাহি রহে প্রভু তোমার অন্তরে।
তব কোপে নাহি ত্রাণ এভব সংসারে।।
যদি ক্রোধ হয়ে থাকে অধীন উপর।
ক্ষমা কর নিজগুণে ওহে বিপ্রবর।।
অজ্ঞানে করেছি দোষ করহ মার্জ্জন।
চিরাধীন তব আমি ওহে মহাত্মন।।
উদারতা গুণে ক্ষমা করহ আমারে।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণ উপরে।।
আমরা অজ্ঞান মূঢ় অতি নরাধম।
সংসার মায়ায় মুগ্ধ আছি সর্ব্বক্ষণ।।
পরম তত্ত্বজ্ঞ তুমি ওহে মহোদয়।
ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে সদা রয়েছ নিশ্চয়।।
যদি ক্ষমা নাহি কর এ অধীন জনে।
কোথা যাব তাহা হলে কাহার সদনে।।
ক্ষমাগুণ রবে তবে শরীরে কাহার।
ওহে প্রভু বল দেখি করিয়া বিচার।।
কাহার শরণ মোরা করিব গ্রহণ।
দয়া দান কেবা বল করিবে অর্পণ।।
এইরূপে বীরবাহু অবনীর পতি।
নানামতে গুরুদেবে করে স্তুতি নতি।।
তাঁহার অন্তরে তুষ্টি করিয়া বিধান।
অসংখ্য অসংখ্য দ্রব্য করেন প্রদান।।
বিধানে তাঁহার পূজা করেন সাদরে।
কত দ্রব্য দেন তাহা কে গণিতে পারে।।

সবৎসা সহস্র ধেনু করেন অর্পণ।
অসংখ্য অসংখ্য দেব রোমজ বসন।।
হিরন্ময় আভরণ বিবিধ প্রকারে।
অশ্বগজ দেন কত কে গণিতে পারে।।
এইরূপে নরপতি অতি বিচক্ষণ।
সমাদরে গুরুদেবে করেন অর্পণ।।
পূজা পেয়ে বাচস্পতি আনন্দিত মতি।
আশীর্ব্বাদ করে কত নৃপতির প্রতি।।
তারপর অনুমতি করিয়া গ্রহণ।
আপন আশ্রমে পুনঃ করেন গমন।।
পরম সুখেতে পরে জীবন কাটায়।
শনিগ্রহ আর নাহি আক্রমে তাঁহায়।।
এদিকেতে বীরবাহু আনন্দে মগন।
রত্নগৃহে নিজ শিশু করেন দর্শন।।
সুখেতে নিদ্রিত শিশু রয়েছে তথায়।
হেরিয়া সকলে হয় পুলকিত কায়।।
মঙ্গল আচার কত করেন রাজন।
অসংখ্য অসংখ্য ধন করে বিতরণ।।
ব্রাহ্মণ ভোজন কত করান সাদরে।
দীন দুঃখী ধন পায় রাজার গোচরে।।
এইরূপে মনসুখী হইয়া রাজন।
আপন নগরে পুনঃ করেন গমন।।
চতুরঙ্গ সেনা চলে সহিতে তাঁহার।
পদভারে বসুমতি কাঁপে অনিবার।।
নগরে যাইয়া রাজা আনন্দে মগন।
উৎসব করেন কত কে করে বর্ণন।।
তদবধি নরপতি একান্ত অন্তরে।
শনি আরাধনা করে অতি ভক্তিভরে।।
শনিবারে শনিদেব করেন পূজন।
বিহিত বিধানে পূজা করেন সাধন।।
ভক্তিভরে শনিস্তব অধ্যয়ন করে।
আর নাহি রাখে মতি কাহার উপরে।।
এত বলি মিষ্টভাষে বিধির নন্দন।
ঋষিগণে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।

অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর।
শনির অসাধ্য নাহি জগত ভিতর।।
শনির মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে।
কত কাণ্ড ঘটিয়াছে কত সাধুপরে।।
ভবিতব্য যাহা তাহা না হয় খণ্ডন।
ললাটের লিপি যাহা হইবে ঘটন।।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা তাপস নিকর।
করিনু বর্ণন তাহা সবার গোচর।।
গ্রহ প্রতিকুল হয় যাহার উপরে।
তাহার দুর্গতি বল কে বলিতে পারে।।
ভক্তিভরে ইহা যেই করে অধ্যয়ন।
তাহার যতেক দুঃখ হয় বিমোচন।।
দুর্গতি বিনাশ পায় জানিবে তাহার।
কুগ্রহ সুগ্রহ হয় শাস্ত্রের বিচার।।
ভক্তি করি অধ্যয়ন করে যেইজন।
শনিদেব তার প্রতি পরিতুষ্ট হন।।
শনিকোপ নাহি হয় তাহার উপরে।
সুখেতে সে জন সদা ধরায় বিচরে।।
তারে রোগ শোক নাহি করে আক্রমণ।
শাস্ত্রের লিখন ইহা না যায় খণ্ডন।।
পুরাণে মধুর কথা সার হতে সার।
পড়িলে তাহার হয় পুণ্যের সঞ্চার।।
তাই বলে দ্বিজ কবি ওরে মূঢ়মন।
সব ত্যজি ভাব সেই সাধনের ধন।।

সূর্য্যনন্দন ও বীরসেনের কথা

গ্রহ বৃহস্পতি কথা আলোচিত হয়।
ভক্তিতে শ্রবণ করি যত ঋষিচয়।।
সনকাদি ঋষিগণ সানন্দ অন্তরে।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সনত কুমারে।।
নিবেদন শুন শুন বিধির নন্দন।
তোমারে বলিব কিবা তুমি মহাত্মন্।।
প্রশংসা তোমার কত করিব বদনে।
কি পুণ্য কাহিনী কৈলে সবার সদনে।।
মোদের লালসা পুনঃ হয় বলবতী।
পুনশ্চ বর্ণন কর ওহে মহামতি।।
শনির মাহাত্ম্য কথা করিতে শ্রবণ।
পুনশ্চ হতেছি মোরা উৎকণ্ঠিত মন।।
আর কারে কষ্ট দিল ভাস্কর তনয়।
প্রকাশ করিয়া কহ ওহে মহোদয়।।
কার প্রতি কৃপা বারি করিল বর্ষণ।
প্রকাশ করিয়া কহ ওহে মহাত্মন।।
ইহলোকে যাঁরা যাঁরা যাচেন কল্যাণ।
শনিরে কিরূপে তাঁরা করিবে সম্মান।।
কিরূপ করিলে কাজ শনি তুষ্ট হন।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মহাত্মন্।।
হেন কিছু নাহি আর জগত মাঝারে।
তুমি যাহা নাহি জান আপন অন্তরে।।
সেই কথা বল বল ওহে মহাত্মন্।
কার প্রতি তুষ্ট হয়ে সূর্য্যের নন্দন।।
তাঁহারে প্রদান কৈল বর অভিমত।
প্রকাশ করিয়া কহ কুমার সনৎ।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
ঋষিগণে মিষ্টভাবে করি সম্বোধন।।
কহিলেন শুন শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
শনির মাহাত্ম্য কহি শুন যত মুনি।।
বীরসেন নামে ছিল ক্ষত্রিয় রাজন।
কত কষ্ট দিল তারে সূর্য্যের নন্দন।।
নিজ অধিকারে পেয়ে গ্রহ শনৈশ্চর।
কত কষ্ট দিল শুন তাপস নিকর।।
তারপর তুষ্ট হয়ে রাজার উপরে।
মহাসুখী করেছিল জানিবে অন্তরে।।

সেই কথা প্রকাশিয়া করিব বর্ণন।
শুন তাহা মন দিয়া ওহে ঋষিগণ।।
বীরসেন নরপতি অতি বুদ্ধিমান।
তাঁহার সমান নাহি ছিল বীর্য্যবান।।
যত রাজা ছিল এই অবনী মণ্ডলে।
সবাকারে রেখেছিল নিজ করতলে।।
ঐশ্বর্য্যেতে নাহি ছিল তাঁহার সমান।
অমিতবিক্রম তিনি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
গুরুসেবা নিরন্তর করিত রাজন।
বিপ্রগণে নিরন্তর করিত অর্চ্চন।।
কুলবৃদ্ধগণে পূজা করিত সাদরে।
সৎকার করিত সদা তত্ত্বজ্ঞ সাধুরে।।
এই হেতু কুলসূর্য্য কহিত তাঁহায়।
গুণের কথা তাঁর কি বলি সবায়।।
তাঁহার মহিমা বল কে করে বর্ণন।
যখন নৃপতি কোথা করিত গমন।।
শত শত ক্ষত্র তাঁর অনুগামী হৈত।
চতুরঙ্গ বল সদা সঙ্গেতে যাইত।।
যখন যেতেন রাজা সমর অঙ্গনে।
কত সৈন্য যেত সঙ্গে না যায় কহনে।।
হস্তী অশ্বরথ আর কত বা পদাতি।
নাচিতে নাচিতে যেতো নাহিক অবধি।।
কত সেনা অগ্রে অগ্রে করিত গমন।
সেই কথা এক মুখে কে করে বর্ণন।।
ধনুর্ব্বেদে বিশারদ অন্য রাজগণ।
সতত তাঁহার আজ্ঞা করিত পালন।।
কিঙ্কর সমান সদা বিনত বদনে।
দাঁড়ায়ে থাকিত সবে রাজার সদনে।।
শৌর্য্যশক্তি প্রভাবেতে সেই নরপতি।
একচ্ছত্র করেছিল এই বসুমতী।।
একদা দুর্ভাগ্যবশে বীরসেন রায়।
শনির কোপেতে পড়ি কত কষ্ট পায়।।
বীরসেন নরপতি শনি কোপানলে।
আক্রান্ত হইয়া পড়ে বিপদ সলিলে।।
ক্রমেতে ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইল তাঁহার।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি হৈল অস্থি মাত্র সার।।
শত্রুগণ ক্রমে ক্রমে করি আক্রমণ।
কাড়িয়া লইল রাজ্য ওহে মুনিগণ।।
পলায়ন করে রাজা বন্ধুর আগারে।
পাঞ্চালের নরপতি বিখ্যাত সংসারে।।
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সেই নরপতি।
বীরসেন তথা গিয়া করেন বসতি।।
কালের কুটিল গতি করি দরশন।
কালেতে কত বা হয় আশ্চর্য্য ঘটন।।
বীরসেন নরপতি অতুল বিক্রম।
কাঁপিত যাঁহার ভয়ে এতিন ভুবন।।
রাজলক্ষ্মী ভ্রষ্ট হয়ে সেই নরপতি।
দীনদুঃখী সম আজি করিছে বসতি।।
নিজের জীবন রক্ষা করিবার তরে।
আশ্রয় লইল গিয়া পাঞ্চাল নগরে।।
পাঞ্চাল রাজের কাছে লইল শরণ।
পাঞ্চালের নরপতি বন্ধু তাঁর হন।।
বহুদিন পরে দেখা বন্ধুর সহিতে।
পাঞ্চালের নরপতি সবিস্ময় চিতে।।
বীরসেনে প্রথমতঃ চিনিতে না পারি।
কত মতে তর্ক করে মনেতে বিচারি।।
পাঞ্চালের নাথ মনে করেন চিন্তন।
একি হেরিতেছি হায় আশ্চর্য্য ঘটন।।
বীরসেন মম বন্ধু অমিত বিক্রম।
ইন্দ্রতুল্য ছিল সিন্ধু দেশের রাজন।।
কেন আজি এই ভাবে আমার আগারে।
বুঝিতে না পারি কিছু আপন অন্তরে।।
পরম ধার্ম্মিক তিনি অতি মহোদয়।
তাহার ধর্ম্মজ্ঞ নাহি সম কেহ হয়।।
করিতেন পুত্র সমপ্রজার পালন।
দুর্গতি হৈল এরূপ কিসের কারণ।।
এইরূপে বহুক্ষণ চিন্তিয়া অন্তরে।
বিচক্ষণ রূপে রাজা বুঝিলেন পরে।।

বুঝিলেন এই সেই সিন্ধু অধিপতি।
কালবশে হইয়াছে এরূপ দুর্গতি।।
বহুদিন পরে বন্ধু করি দরশন।
আনন্দে উন্মত্ত হন পাঞ্চাল রাজন।।
আলিঙ্গন সম্ভাষণা করিয়া সদরে।
জিজ্ঞাসা করেন পরে সৈন্ধব ঈশ্বরে।।
বহুদিন পরে সঙ্গে হৈল দরশন।
কিন্তু আজ কেন হেরি মলিন বদন।।
দীনদুঃখী সম কেন নেহারি তোমারে।
পূর্ব্বশ্রী নাহিক আর তবতনুপরে।।
ধনুর্ব্বেদে বিশারদ তুমি একজন।
ইন্দ্র সম তুমি ভুমে অমিত বিক্রম।।
বীর্য্যবান নাহি ছিল তোমার সমান।
দুরবস্থা হেন কেন কহ মতিমান।।
হায় হায় পরে বিধি কিসের কারণ।
বন্ধুর এরূপ দশা করিলে সাধন।।
সিন্ধুদেশ অধিপতি বলের আধার।
করিত শত্রুর মাথে চরণ প্রহার।।
তাঁহার দুর্দ্দশা আজি কিসের কারণ।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় করিলে দর্শন।।
কি বলিব ওগো সখে এক্ষণে তোমারে।
তোমার দুর্দ্দশা দেখি হৃদয় বিদরে।।
ভুবনে বিখ্যাত ছিল তোমার বিক্রম।
কেন আজি হেন দশা করি দরশন।।
শত্রুর আনন্দ বৃদ্ধি করিলে ভূপতি।
আমাদের চক্ষে জল বহে নিরবধি।।
এহেন দুর্দ্দশা বল কিসের কারণ।
বলিয়া শীতল কর বন্ধুর জীবন।।
এরূপে জিজ্ঞাসা করে পাঞ্চালভূপতি।
উত্তর নাহি কিছু করে নরপতি।।
অধোমুখে মৌনভাবে করি অবস্থান।
রোদন করিতে থাকে রাজা মতিমান।।
অবলা রমণী সম করেন রোদন।
ক্ষণপরে ধৈর্য্য ধরি সিন্ধুর রাজন।।
শোকাশ্রু মার্জ্জন করি দুঃখিত অন্তরে।
দুঃখের কাহিনী কহে পাঞ্চাল ঈশ্বরে।।
ওহে সখে শুন শুন পাঞ্চাল ঈশ্বর।
দুঃখের কথা আমার কি বলিব আর।।
দারুণ দুর্দ্দৈব যবে করে আগমন।
আশ্চর্য্য ঘটন ঘটে জানিবে তখন।।
দুর্দ্দৈব হস্তেতে কারো নাহি পরিত্রাণ।
দুর্দ্দৈব সমান কেহ নাহি বলবান।।
মহাত্মা সুজন যেই অবনী মণ্ডলে।
দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা নাহি কোনকালে।।
ধরাতলে যেইজন রাজ্যের ঈশ্বর।
যেজন বিখ্যাত বলি মহাত্মা প্রবর।।
দুর্দ্দৈব বশতঃ সেই রাজহীন হয়।
দুঃখের সাগরে ডুবি মহাকষ্ট পায়।।
দুর্ভাগ্য আমারে এবে করি আক্রমণ।
করিয়াছে এই দশা করহ শ্রবণ।।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া সংসারে।
আসিয়াছি দীনবেশে তোমার আগারে।।
মিত্রগণ আজি মোরে করিয়া দর্শন।
শোকেতে কাতর হয়ে করেছি রোদন।।
একদিন গুপ্তভাবে যত শত্রুগণ।
আমার নিকটে সবে করে আগমন।।
জীবিকার্থি হয়ে আছে আমার আগারে।
কত মুখে দুঃখ করে আমার গোচরে।।
তাহাদের গুণরাশি করিয়া দর্শন।
মন্ত্রীত্ব পাইতে আমি রাখিনু তখন।।
তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি হেরি।
দিলাম মন্ত্রীত্বপদ মনেতে বিচারি।।
তারপর ছদ্মবেশী দুরাত্মা নিকর।
কুমন্ত্রণা দিতে থাকে ওহে নরবর।।
মিত্রতার ভান করি কত কথা কয়।
সহজে দুষ্টের বুদ্ধি বুঝিবার নয়।।
কুমন্ত্রণা জালে ক্রমে জড়িত হইয়ে।
হলেম তাদের বশ বিকল হৃদয়ে।।

হতবুদ্ধি হয়ে যাই জানিবে তখন।
সে কথা বলিতে লজ্জা হতেছে এখন।।
স্মরণ করিলে তাহা এখন অন্তরে।
ভয়েতে রোমাঞ্চ হয় জানিবে শরীরে।।
ধনহীন যবে হয় ভুমে কোনজন।
পরিত্যাগ করে তারে আত্মীয় যেমন।।
সেইরূপ দয়াআদি বিচার-শকতি।
আমারে করিল ত্যাগ ওহে নরপতি।।
আমার অন্তরে দয়া আছিল তখন।
দাক্ষিণ্যাদি শুন মোরে করিল বর্জ্জন।।
বিচার শকতি নাহি রহিল আমার।
ক্রমে ক্রমে সব মম হৈল ছারখার।।
অধিক বলিব কিবা ওহে নরপতি।
কুহকীর হাতে পড়ি এতেক দুর্গতি।।
ক্রীড়ামৃগ রাখে যথা বান্ধিয়া শিকলে।
সেরূপ রাখিল মোরে কুহকী সকলে।।
কুমন্ত্রণা দিত মোরে পাপাত্মা নিকর।
তাহাদের বশ ছিল আমার অন্তর।।
হিতাহিত জ্ঞান নাহি ছিল মোর মনে।
যা বলিত করিতাম কহিতব স্থানে।।
নাহি ছিল বিবেচনা অন্তরে আমার।
অধিক বলিব কিবা ওহে গুণাধার।।
পূর্ব্বমন্ত্রী বন্ধু আদি যে কেহ আছিল।
আমার ব্যাভার দেখি দুঃখেতে ভাসিল।।
অবিরল তারা সবে করয়ে রোদন।
দৃষ্টিপাত তাহে আমি না করি কখন।।
অধীর হইয়া তারা কান্দে নিরন্তর।
শোকাশ্রু বর্ষণ করে ওহে নরেশ্বর।।
জীর্ণ শীর্ণ ক্রমে ক্রমে হইয়া সকলে।
আমারে ছাড়িয়া সবে গেল নানা স্থলে।।
বিলক্ষণ অবসর পাইয়া তখন।
কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে কুহকীর গণ।।
কূটজাল ক্রমে ক্রমে করিয়া বিস্তার।
রাজ্য ধন সব মম করে ছাড়খার।।
সিংহাসন হতে মোরে বিচ্যুত করিল।
তাহাদের আশা পূর্ণ সর্ব্বথা হইল।।
অগত্যা তেমন আমি হয়ে অসহায়।
চারিদিকে আর কোন না হেরি উপায়।।
বিবেচিয়া দেহমাত্র লইয়া সম্বল।
নিশাভাগে পলায়ন করি হীনবল।।
পলায়ন করি আমি আসিবার কালে।
কত কষ্ট লভিয়াছি ছিল যাহা ভালে।।
সে সব বলিতে এবে রসনা অক্ষম।
পথিমাঝে ঘোরবন হয় দরশন।।
হিংস্র জন্তুগণ ঘন অসংখ্য বিচারে।
মাঝে মাঝে চিৎকার ঘোর রব করে।।
কত দস্যু হেরিয়াছি বিকট আকার।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অসি শোভে হাতে সবাকার।।
এসব বিপদ পথে করি দরশন।
জন্মেছিল মহা ঘৃণা জীবনে তখন।।
আত্মহত্যা মহাপাপ জানিয়ে অন্তরে।
অতি কষ্টে রেখেছিনু আপন শরীরে।।
তারপর মহাকষ্টে করি আগমন।
আপনার কাছে আসি লভিনু শরণ।।
কি বলিব সখে আর তোমারে অধিক।
ভাগ্যদেব প্রতিকূল হয় সবে ঠিক।।
নাহি কিছু বিদ্যাবুদ্ধি থাকিবে তখন।
শৌর্য বীর্য্য হয়ে যায় সমুলে নিধন।।
মিত্র মুখে দুঃখ কথা করিয়া শ্রবণ।
দুঃখের সাগরে ভাসে পাঞ্চাল-রাজন।।
অতীব কাতর হয় তাঁহার অন্তর।
মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরন্তর।।
বালক সমান রাজা করেন রোদন।
বহুকষ্টে ধৈর্য্য পরে করিয়া ধারণ।।
আশ্বাস প্রদান করি সৈন্ধব ঈশ্বরে।
বলিলেন শুন সখে যা বলি তোমারে।।
কালের বিচিত্র গতি জানে সর্ব্বজন।
সমভাবে একরূপ না রহে কখন।।

এখন পড়েছ তুমি বিপদ সাগরে।
শুভদিন হবে পুনঃ অবশ্যই পরে।।
রাজ্য আর ঐশ্বর্য্যাদি হবে পুনরায়।
কালের এরূপ গতি কহিনু তোমায়।।
যতদিন অনুকুল না হবে সময়।
তাবত এখানে রহ ওহে মহোদয়।।
তব গৃহে মম গৃহে কিছু ভিন্ন নাই।
আমি তুমি এক দেহ কহি তব ঠাঁই।
অবাধে এখানে তুমিকরহ বসতি।
প্রতীক্ষা কর কালে ওহে মহামতি।।
আশ্বাস বাক্য এরূপ করিয়া শ্রবণ।
বীরসেন করে হৃদে ধৈর্য্য-ধারণ।।
সম্মত হইয়া পরে বন্ধুর কথায়।
সুখেতে নিবাস করে জানিবে তথায়।।
বন্ধুর নিকটে সেই পাঞ্চাল-নগরে।
বীরসেন নরপতি নিবসতি করে।।
সনত কুমার মুখে শুনি অতঃপর।
অতি পুলকিত হয় তাপস-নিকর।।
মিষ্টভাষে বারংবার করি সম্বোধন।
সনত-কুমারে কহে যত ঋষিগণ।।
পুণ্যকর উপাখ্যান শুনিয়া এবারে।
মোহিত হইনু মোরা জানিবে অন্তরে।।
যত শুনি তত ইচ্ছা হয় বলবতী।
বল বল তারপর ওহে মহামতি।।
বীরসেন পাঞ্চালেতে করে অবস্থান।
কি ঘটিল তারপর ওহে মতিমান।।
বল বল পুণ্য কথা করিব শ্রবণ।
ইথে হবে পাপ ধ্বংস ওহে মহাত্মন।।
শুনিলে এসব কথা অতিভক্তি ভরে।
পাপ নাশ হয় তার শাস্ত্রের বিচারে।।
পুনঃ পুনঃ কথামৃত যত করি পান।
বাড়ে আরো তত ইচ্ছা ওহে মতিমান।।
ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে কহে বিধির নন্দন।।

শুন শুন ঋষিগণ বলি তার পরে।
যেরূপ ঘটনা ঘটে পাঞ্চাল নগরে।।
অতি পুণ্যকথা এই অতি মনোরম।
শুনিলে তাহার পাপ হয় বিনাশন।।
ভক্তিভরে যেইজন করয়ে শ্রবণ।
পাতক তাহার দেহে না রবে কখন।।
বিপ্রমুখে যেইজন শুনে ভক্তি ভরে।
রোগশোক নাহি থাকে তাহার শরীরে।।
তাহারে বিপদ নাহি করে আক্রমণ।
পরম পবিত্র কথা অতি মনোরম।।
এহেন পবিত্র কথা নাহি কোথা আর।
শুনিলে তাহার হয় পুণ্যের সঞ্চার।।
বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।
পুণ্যকথা একমনে করহ শ্রবণ।।
এইরূপে বীরসেন পাঞ্চাল নগরে।
সুখে দুঃখে সখা গৃহে নিবসতি করে।।
দুর্ভাগ্য যখন হয় ওহে মুনিগণ।
কোন স্থানে নাহি হয় সুখের ঘটন।।
ভাগ্যদোষে অকস্মাৎ পাঞ্চাল নগরে।
দুর্ঘটনা ঘটে এক শুন তারপরে।।
স্বর্ণকার একজন অন্যদেশ হতে।
একদিন উপনীত রাজার সভাতে।।
আনিল একটি হার অতি মনোরম।
তাহার হাতেতে শোভে ওহে মুনিগণ।।
তেমন মোহন হার না হেরি কোথায়।
কারুকার্য্য কত তাহে কি কব সভায়।।
স্বর্ণকার হাতে করি অতীব যতনে।
উপনীত স্বর্ণকার রাজার ভবনে।।
রাজার আদেশে উহা করে আনয়ন।
বহু যত্নে স্বর্ণকার করেছে গঠন।।
মহিষীর মনঃতুষ্টি করিবার তরে।
দিয়াছিল মহারাজ সেই স্বর্ণকারে।।
রাজার আদেশে উহা করিয়া নির্ম্মাণ।
স্বর্ণকার অসিয়াছে সভা বিদ্যমান।।

মনোহর কণ্ঠহার করিয়া দর্শন।
ভুলিল রাজার মন রাজার নয়ন।।
মন্ত্রী আদি যেবা কেহ সভা মাঝে ছিল।
অনুপম হার হেরি সকলে ভুলিল।।
এক দৃষ্টে হার প্রতি করে নিরীক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন।।
বীরসেন বসি ছিল সেই সভাগারে।
অনুত্তম কণ্ঠহার নয়নে নেহারে।।
আপনার পূর্ব্বাবস্থা হইল স্মরণ।
মনোদুঃখে বক্ষ তাঁর হয় বিদারন।।
পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরপতি।
আত্মাকে ধিক্কার দিয়া ভাবেন দুর্গতি।।
অনিমেষে সেই হার করেন দর্শন।
স্বর্ণকারে ধন্যবাদ দেন অনুক্ষণ।।
হায় হায় দৈবগতি কি বলিল আর।
সিন্ধু অধিপতি যিনি গুণের আধার।।
যাঁহার আজ্ঞায় বশ ছিল রাজগণ।
শোভিত করিত সেই রাজ সিংহাসন।।
চতুরঙ্গ সেনা যাঁর গমন সময়ে।
অনুগামী হয়ে যেত সানন্দ হৃদয়ে।।
যাঁহার অব্যর্থ শর বিদিত ভুবন।
বীর্য্যবান শৌর্য্যশালী অমিত বিক্রম।।
সেই নরপতি আজি পাঞ্চাল আগারে।
নিভৃতে আছেন বসি বিষণ্ণ অন্তরে।।
দীনহীন দুঃখী সম সেই নরপতি।
পাঞ্চালের সভাগৃহে করে অবস্থিতি।।
অবিরল শোক অশ্রু করে বিসর্জ্জন।
কালের মহিমা হায় কি করি বর্ণন।।
জগতে এমন ব্যক্তি না হেরি কোথায়।
কালবশ নহে যেই শুনহ সবায়।।
কালের বিচিত্র গতি কে ফেরাতে পারে।
হেন জন নাহি এই জগত সংসারে।।
ইন্দ্রের সমান ছিল যেই নরেশ্বর।
দীন হীন সম আজি সভার ভিতর।।
প্রাকৃত সমান বসি সভার ভিতর।
বিষণ্ণ বদনে আছে বিষণ্ণ অন্তর।।
তাঁহার এতেক ভাব করি দরশন।
বুঝিলেন মনোভাব পাঞ্চাল রাজন।।
দ্রুতগতি গাত্রোত্থান করিয়া সত্বরে।
দ্রুতপদে যান সিন্ধুরাজের গোচরে।।
মধুর বচনে তাঁরে করি সম্বোধন।
ধীরে ধীরে তাঁর হস্ত করিয়া ধারণ।।
দিব্যহার কণ্ঠদেশে দিলেন পরায়ে।
তাহা দেখি সভ্যগণ বিস্মিত হৃদয়ে।।
মন্ত্রী আদি পৌরবর্গ যত কেহ ছিল।
তাহা দেখি সকলে আনন্দিত হইল।।
ধন্যবাদ দেয় সবে পাঞ্চাল রাজনে।
সত্য সত্য নরপতি মানব ভবনে।।
ধন্য ধন্য এ বন্ধুত্ব করি দরশন।
এ হেন বন্ধুত্ব নাহি এতিন ভুবন।।
প্রকৃত মিত্রতা এই নাহিক সংশয়।
এহেন মিত্রতা অতি দুর্ল্লভ নিশ্চয়।।
এই রূপ ধন্যবাদ দেয় কতজন।
হিংসাবশে কত জনে হয় ক্রুদ্ধমন।।
ধূর্ত্ত আর লোভী যারা সভার ভিতরে।
হিংসাবশে তারা কহে অতি উচৈচঃস্বরে।।
হায় হায় কি ঘটনা করি দরশন।
উপযুক্ত নহে ইহা শুন সর্ব্বজন।।
রাজকণ্ঠ যোগ্য দেখি যেই কণ্ঠ হার।
রানীর কণ্ঠের যোগ্য এই স্বর্ণহার।।
সে হার অর্পিল রাজা হতভাগ্য গলে।
উপযুক্ত নহে ইহা বুঝিনু সকলে।।
দরিদ্র গলেতে ইহা শোভা নাহি পায়।
এই হার শোভা পায় রাজার গলায়।।
দুঃখের বিষয় আজি করি দরশন।
লক্ষ্মীছাড়া গলে হার নেহারি এখন।।
ধূর্ত্তগণ এইরূপ করয়ে চীৎকার।
কিন্তু যারা সাধু ছিল সভার মাঝার।।

প্রশংসা করে তাঁহারা সানন্দ অন্তরে।
বলে হেন প্রেম নাহি জগত ভিতরে।।
প্রকৃত প্রণয় আজি করিনু দর্শন।
ধন্যবাদ পাত্র এই পাঞ্চাল রাজন।।
যাদের স্বভাব ক্রূর সভার ভিতরে।
হিংসাবশে কটু কথা কহে বারম্বারে।।
তাহাদের হিংসাবাক্য করিয়া শ্রবণ।
পাঞ্চালের নরপতি অতি ক্রুদ্ধ হন।।
দশনে দশন রাজা ঘরষন করে।
ঘন ঘন দৃষ্টি করে অতি রাগ ভরে।।
ঘন ঘন রক্ত নেত্রে করেন দর্শন।
তাহা দেখি ধূর্ত্তগণ অতি ভীতমন।।
যেরূপে চাহেন রাজা অতি রোষভরে।
অনুমানে বোধ হয় যেন দগ্ধ করে।।
পরশ্রীকাতর সেই অনুচরগণ।
রাজার এতেক ভাব করি দরশন।।
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে অধোমুখ হয়।
কাঁপিল শরীর আর কাঁপিল হৃদয়।।
অবশেষে ভীত হয়ে সেই সবজন।
ধীরে ধীরে সভা হতে করে পলায়ন।।
পাঞ্চাল-রাজের হেন আশ্চর্য্য ব্যভার।
নেহারিয়া বীরসেন অতি চমৎকার।।
পুলকে পুরিত হয় তাঁহার হৃদয়।
ঘন ঘন কলেবর রোমাঞ্চিত হয়।।
কণ্ঠহার দিল তারে পাঞ্চাল রাজন।
এহেতু লজ্জায় তার আনত বদন।।
তারপর দীন স্বরে সিন্ধু অধিপতি।।
বন্ধুরে সম্বোধি কহে ওহে মহামতি।।
ক্ষমা কর অপরাধ ওহে মহোদয়।
অপরাধী আমি বটে নাহিক সংশয়।।
যেরূপ পবিত্র প্রীতি করালে দর্শন।
এ হেন বন্ধুত্ব নাহি এতিন ভুবন।।
সুরলোক সুদুর্লভ নাহিক সংশয়।
এবে মম বাক্য শুন ওহে মহোদয়।।
এক ভিক্ষা করি আমি তোমার গোচরে।
কৃপা করি মোর কথা রাখহ সাদরে।।
কণ্ঠহার পুনঃ তুমি করিয়া গ্রহণ।
রানীর গলেতে উহা করহ অর্পণ।।
তাহা হলে মম হৃদি পুলকিত হয়।
প্রার্থনা রাখহ মম ওহে মহোদয়।।
এতেক বচন শুনি পাঞ্চাল রাজন।
ধীরে ধীরে সখা হস্ত করিয়া ধারণ।।
হাসিতে হাসিতে কহে শুন নরপতি।
যে কথা কহিলে তাহা শুনিনু সম্প্রতি।।
কিন্তু এক কথা বলি শুনহ রাজন।
সুহৃদ বঞ্চক নহে পাঞ্চাল রাজন।।
দত্ত অপহারী নহে এই দুরাশয়।
হেন বোধ নাহি কর ওহে মহোদয়।।
তুমি বুঝি অনুমানে ভাবিয়াছ তাই।
নৈলে হেন কথা কেন কহ মম ঠাঁই।।
কিবা ছার কণ্ঠহার ওহে মহীপতি।
তব লাগি তেয়াগিতে পারি বসুমতি।।
এই যে সমৃদ্ধ রাজ্য করিছ দর্শন।
সকলি তোমার জন্য শুনহ রাজন।।
তোমার অধীন সব জানিও অন্তরে।
এই দণ্ডে সব দিতে পারি তব করে।।
এখনি যাইতে পারি গহন কানন।
এখনি করিতে পারি সন্ন্যাস গ্রহণ।।
শপথ করিয়া কহি তোমার গোচরে।
নাহি মম কপটতা জানিবে অন্তরে।।
তুমি অনুমতি যদি করহ অর্পণ।
এখনি যাইতে পারি গহন কানন।।
জীবন ত্যজিতে পারি সলিল-মাঝারে।
কহিব অধিক কিবা তোমার গোচরে।।
এরূপ বন্ধুরে বলি পাঞ্চাল রাজন।
ক্ষণকাল মৌনভাবে সভাতলে রন।।
তাঁহার নয়ন বারি ঘন ঘন পড়ে।
সিন্ধুরাজ এই সব নয়নে নেহারে।।

ঋষিগণ শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন।
তারপর ঘটে যাহা করিব বর্ণন।।
যেইকালে রাজ্যচ্যুত হয়ে সিন্ধুপতি।
ছদ্মবেশে বনমাঝে করিলেন গতি।।
সেইকালে ভৃত্য এক সঙ্গেতে আছিল।
পাঞ্চালনগরে সেই সহিতে আসিল।।
সঞ্জয় তাহার নাম প্রভু পরায়ণ।
ধার্ম্মিক তাহার সম না দেখি কখন।।
প্রিয়শব্দ তার সম না দেখি কোথায়।
কৃতজ্ঞ তাহার সম নাহিক ধরায়।।
তাহার গুণের কথা কি করি বর্ণন।
প্রভুর দুঃখেতে সদা সকাতর মন।।
পাঞ্চাল রাজ্যের সহ সিন্ধুর রাজন।
যেইকালে করে সবে কথোপকথন।।
কণ্ঠহার কথা যবে দুই জন বলে।
উপনীত হয় আসি সঞ্জয় সেকালে।।
সেই স্থানে শীঘ্র পদে করি আগমন।
কিঞ্চিত দূরেতে থাকি সঞ্জয় তখন।।
প্রভুরে 'দেবতা' বলি করি সম্বোধন।
নিস্তব্ধ হইয়া রহে সঞ্জয় তখন।।
এই বাক্য বদনেতে করি উচ্চারণ।
রুদ্ধ কণ্ঠে জড় সম রহিল তখন।।
অধোমুখে অবস্থান করিল সঞ্জয়।
নয়নেতে দরদর বারি ধারা রয়।।
নয়ন ভাসিল তার হৃদয় ভাসিল।
অধোমুখে মৌনভাবে দাঁড়ায়ে রহিল।।
তাহার এতেক ভাব করি দরশন।
নরপতি দোঁহে হন ব্যাকুলিত মন।।
ভয়েতে বিহুল হয়ে জিজ্ঞাসেন পরে।
এরূপ করিছ কেন কহ ত্বরা করে।।
অনিষ্ট ঘটেছে কি বা করহ বর্ণন।
পুর মধ্যে কি হয়েছে বলহ এখন।।
কিছু কি দেখেছ তুমি বলহে সত্বর।
হয়েছে কি অপমান পুরের ভিতর।।
শত্রুহস্তে অপমান যদি হয়ে থাকে।
ত্বরা করি সেই কথা বলহ আমাকে।।
অথবা রোগেতে তুমি হয়েছ কাতর।
ত্বরা করি বল তাহা আমার গোচর।।
মানসিক পীড়া যদি ঘটেছে তোমার।
বল অবিলম্বে তাহা গোচরে আমার।।
তাহার উপায় আমি করিব এখন।
ভয়েতে কাতর বল কিসের কারণ।।
এতেক বচন শুনি সঞ্জয় ধীমান।
করযোড়ে কয় কথা দোঁহে বিদ্যমান।।
আপন প্রভুরে সেই করি সম্বোধন।
বিনয় বচনে কহে শুনহ রাজন।।
চিরাধীন আমি তব ওহে নরপতি।
সতত কাতর হেরি তোমার দুর্গতি।।
তোমার দুর্গতি সদা করি দরশন।
দিনেক তরেতে নহে স্থির মম মন।।
নিবেদন ওহে প্রভু চরণে তোমার।
তুমি যাহা দিয়াছিলে হাতেতে আমার।।
শীত রশ্মি সম যাহা অতি সুশীতল।
সেই মহামূল্য হার অতি সমুজ্জ্বল।।
যাহা এই মাত্র তুমি দিয়াছিলে মোরে।
অদৃষ্ট দোষেতে বিধি লইয়াছে হরে।।
তব পাশে সেই হার করিয়া গ্রহণ।
গজ দন্তে ভিত্তিস্থিত করিনু স্থাপন।।
দুর্ব্বুদ্ধি বশেতে তাহা লইয়া আদরে।
স্থাপন করিনু গিয়া গজদন্ত পরে।।
আশ্চর্য্য শুনহ পরে ওহে মহামতি।
ভিত্তি বক্ষে চিত্রপট করে অবস্থিতি।।
চিত্রিত ময়ূর এক আছিল তথায়।
প্রতিকূল ভাগ্যে দেখ ঘটে কিবা দায়।।
সহসা ময়ূর মূর্ত্তি সজীব হইয়ে।
ফেলিল সে হার সেই অমনি গিলিয়ে।।
যেমন ময়ূর শেষে তেমনই হইল।
হেরিয়া হৃদয় মম অমনি মোহিল।।

অদ্ভুত কাণ্ড এরূপ না হেরি কখন।
কখন কর্ণেতে নাহি করেছি শ্রবণ।।
চৈতন্য বিহীন আঁকা ময়ূর আসিয়ে।
মহামূল্য রত্নহার ফেলিল গিলিয়ে।।
ইহা হতে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা কি হয়।
পারি না বলিতে তাহা ওহে মহোদয়।।
কি বলিব নরপতি করহ শ্রবণ।
চিত্রিত ময়ূর হয়ে জীবন্ত তখন।।
চক্ষুর নিমেষ মধ্যে ঠোঁটেতে করিয়ে।
আচম্বিতে রত্নহার ফেলিল গিলিয়ে।।
পুনশ্চ মিশিয়া গেল ভিত্তির সহিত।
তাহা দেখি তব পাশে আসিনু ত্বরিত।।
অধিক বলিব কিবা তব পাশে আর।
বাল্যাবধি জান প্রভু ভকতি আমার।।
কৃতজ্ঞতা সত্যনিষ্ঠা চরিত্র বিষয়।
সকলি বিদিত আছ তুমি মহোদয়।।
আনত শিরেতে স্পর্শি তোমার চরণ।
শপথ করিয়া বলি শুনহ রাজন।।
স্বচক্ষে দেখেছি যাহা কহিনু তোমায়।
এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড না হেরি কোথায়।।
জগতে এমন কাণ্ড কোথা নাহি হেরি।
তাহা হেরি তব পাশে নিবেদন করি।।
এখন উচিত যাহা করহ বিধান।
আমি তব চির ভৃত্য ওহে মতিমান।।
এরূপে সঞ্জয় কহে ঘটনা নিশ্চয়।
পাঞ্চাল ঈশ্বর তাহে স্তম্ভিত রহয়।।
সঞ্জয়ের দুঃখভাব করে নিরীক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ চেয়ে দেখ পাঞ্চাল রাজন।।
বীরসেনে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসেন পরে।
শুন শুন সখে আমি বলি যে তোমারে।।
জানি আমি মনে মনে তুমি হে রাজন।
প্রতিভা সম্পন্ন তুমি অতি বিজ্ঞতম।।
প্রতিভা-বলেতে তুমি এ ভব সংসারে।
সূক্ষ্মতব বিষয়াদি জানহ অন্তরে।।
করস্থা মুলক সূক্ষ্মকর দরশন।
জিজ্ঞাসা করি এ হেতু শুনহ রাজন।।
এই যে শুনিলে কাণ্ড অতি বিভীষণ।
ভাবিতেছ কিবা ইথে বলহ এখন।।
বিবেচনা করিতেছ কিবা মনে মনে।
সেই কথা বল বল আমার সদনে।।
বেদে কিম্বা ধনুর্ব্বেদে তুমি বিচক্ষণ।
বস্তু তত্ত্ব বিচারণে নাহি তব সম।।
মহা মহা সুরীগণ তব প্রতিভায়।
বিমুগ্ধ হইয়া করে প্রশংসা তোমায়।।
অধিক বলিব কিবা ওহে নরপতি।
যত ক্ষত্র ধরাতলে করে অবস্থিতি।।
সকলের শিরোমণি তুমি মহোদয়।
একথা বলিতে বুঝি অত্যুক্তি না হয়।।
অতিরথ বলিগণ্য তুমি হে রাজন।
অধিক বলিব কিবা তোমারে এখন।।
সঞ্জয় বলিল যাহা যদি সত্য হয়।
তাহাতে নাহিক কিছু সন্দেহ বিষয়।।
একথা বদনে আর করি উত্থাপন।
খেদ করিবার কিছু নাহি প্রয়োজন।।
দুর্ম্মনা সমান হেরি এখন তোমারে।
বিষণ্ণ বদন কেন বলহ আমারে।।
দেখিতে দেখিতে তব মুখের আকার।
নিতান্ত বিকৃত হৈল ওহে গুণাধার।।
ছি ছি ওহে মহারাজ কিসের কারণ।
দুঃখেতে কাতর তুমি হলে হে এখন।।
এত লজ্জা কেন কর আপন অন্তরে।
প্রাজ্ঞবলে প্রকৃতিস্থ করহ আত্মারে।।
পাঞ্চাল রাজার মুখে আশ্বাস বচন।
বীরসেন সিন্ধুরাজ করিয়া শ্রবণ।।
বহুকষ্টে মনস্থির করি তারপরে।
বর্জ্জন করিয়া অশ্রু কহেন রাজারে।।
মহারাজ মমবাক্য করহ শ্রবণ।
ভৃত্যের নাহিক ইথে দোষ কদাচন।।

বিধি মম প্রতিকূল জানিবে সংসারে।
সেই হেতু ঘটিয়াছে কহিনু তোমারে।।
যে বিধি ভীষণ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
হরিয়া লভেছে মম রাজ সিংহাসন।।
কালরূপী সেই বিধি শিখি মূর্ত্তি ধরি।
গ্রাস করি ফেলিয়াছে রত্নহার হেরি।।
বলিতেছি সত্য সত্য শুনহ রাজন।
মিথ্যাবাদী এই ভৃত্য নহে কদাচন।।
চৌর্য্যবৃত্তি নাহি জানে কখন অন্তরে।
লোভমাত্র নাহি কভু হৃদয় মাঝারে।।
সতত ধর্ম্মেতে মন ধর্ম্মে নিমগন।
কার্য্যদক্ষ সুচরিত্র অতি বিচক্ষণ।।
হেন প্রভুভক্ত আমি না হেরি ধরায়।
কৃতজ্ঞ ইহার সম নাহিক কোথায়।।
অসূয়ার বশ হয়ে কিঙ্কর সঞ্জয়।
পরছিদ্রান্বেষী নাহি কদাচই হয়।।
সামান্য কিঙ্কর নাহি করিবেন মনে।
পরম মিত্রের সম জানি এই জনে।।
সম্ভ্রান্ত কুলেতে জন্ম ধরেছে সঞ্জয়।
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ হেন নাহি হয়।।
হেন বুদ্ধি হৃদয়েতে করয়ে ধারণ।
অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র সম জানিবে রাজন।।
মন্ত্রণা উহার পাশে লইয়া সাদরে।
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ যদি হয় নরে।।
বিফল তাহার কার্য্য না হয় কখন।
এই বাক্য সত্য সত্য জানিবে রাজন।।
হৃদি মাঝে এতগুণ ধরিছে সঞ্জয়।
অহঙ্কার মনে তবু কভু নাহি হয়।।
প্রভুর সেবায় কত রহে সর্ব্বক্ষণ।
ইহার সমান ভৃত্য না হেরি কখন।।
আজীবন বাল্যাবধি অন্বেষণ করি।
চরিত্রে ইহার সম কভু নাহি হেরি।।
কোন দোষ নাহি ওগো ইহার শরীরে।
বিধি-দোষে পড়িয়াছি বিপদ-সাগরে।।

বিধি-বিড়ম্বনা হেতু আমি হে রাজন।
বিপদ সাগর মাঝে পড়েছি এখন।।
বিশৃঙ্খলা সব দিকে ঘটিছে আমার।
প্রতিকূল বিধি মোরে ওহে গুণাধার।।
এরূপে বিলাপ করে সিন্ধু নরপতি।
দুঃখেতে নিঃশ্বাস ফেলে দীর্ঘ দীর্ঘ অতি।।
স্নেহ ভাবে তাহা দেখি করি সম্বোধন।
পাঞ্চালের রাজা কহে মধুর বচন।।
বীরবর শুন শুন বচন আমার।
মনোদুঃখ কর দূর ওহে গুণাধার।।
এত বলি সবা প্রতি করি নিরীক্ষণ।
বিপ্রগণে ক্ষত্রগণে করি দরশন।।
গম্ভীর বচনে পরে কহেন সবারে।
শুনশুন যেবা আছে সভার ভিতরে।।
সত্যনিষ্ঠ বিপ্রগণ আর ক্ষত্রগণ।
যেবা কেহ সবাস্থলে আছয়ে এখন।।
শ্রবণ করহ সবে অবহিত মনে।
প্রতিজ্ঞা কহিনু যাহা কহি সবাস্থানে।।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে যেসব দুর্জ্জন।
উদ্যম প্রকাশি পরে করি আক্রমণ।।
সখার বিশাল রাজ্য লয়েছে হরিয়ে।
লইয়াছে বল করি ধনাদি লুটিয়ে।।
দুরাত্মারা সেই সব দেখুন নয়নে।
কত সৈন্য আছে এই পাঞ্চাল ভবনে।।
চতুরঙ্গ বল কত রয়েছে হেথায়।
নয়নে দেখুক আজি দুরাত্মা সবায়।।
পাঞ্চালের সৈন্যগণ মিত্র বলে মিলি।
যাবে আজি শত্রুপুরী পরজন তুলি।।
অবিরল ভয়ঙ্কর করিয়া গর্জ্জন।
শত্রুর ভবনে যাবে যত সৈন্যগণ।।
রাজ্যসহ মণিরত্ন হরণ করিয়ে।
আসিবে অচিরে সবে পাঞ্চালে ফিরিয়ে।।
শত্রুর রমণী যত হেরিবে নয়নে।
হরিয়া আনিবে সব আমার ভবনে।।

এরূপে প্রতিজ্ঞা করে পাঞ্চাল ঈশ্বর।
শুনি বীরসেন রায় প্রফুল্ল অন্তর।।
সহসা আশ্চর্য্য সবে করে দরশন।
অদ্ভুত আকাশবাণী উঠিল তখন।।
গগন বিদীর্ণ করি উচ্চারিত হয়।
শুনহ পাঞ্চাল পতি তুমি মহোদয়।।
প্রকৃত পুরুষ তুমি শুনহ রাজন্।
সার্থক ক্ষত্রিয় নাম করেছ ধারণ।।
তোমা হতে ক্ষত্রকুল হয়েছে উজ্জ্বল।
সার্থক তোমারে হেরি এই ধরাতল।।
তব সম বীর আর না করি দর্শন।
মিত্র লাগি খেদ আর কিসের কারণ।।
বলিতেছি যাহা শুন অবহিত মনে।
সেরূপ করহ কাজ অতীব যতনে।।
আগামী প্রভাতে কল্য উঠিয়া সত্বর।
সিন্ধুরাজে সঙ্গে লয়ে ওহে নৃপবর।।
নিজমন্ত্রী সঙ্গে তব করিয়ে গমন।
সৈন্যাধ্যক্ষ যাবে সঙ্গে শুনহ রাজন।।
মৃগয়া উদ্দেশ করি বিন্ধ্যাটবী বনে।
যাত্রা কর মহারাজ আমার বচনে।।
বনমাঝে সেই স্থানে করিবে গমন।
কিরাত জাতি সহ হবে দরশন।।
শুনিবে তাদের মুখে শনির গরিমা।
করিবে তাহার পর শনির অর্চ্চনা।।
শনির মহাত্ম্য তথা করিয়া শ্রবণ।
ফল মূল দিয়া তারে করিবে পূজন।।
বন্য ফল মূল আদি আহরণ করে।
অর্চ্চনা করিবে তাঁরে শাস্ত্র অনুসারে।।
এরূপ করিলে তবে সিন্ধুর রাজন।
কল্যাণ লভিবে জান আমার বচন।।
তব প্রিয় সখা এই সিন্ধু অধিপতি।
লভিবেন সুকল্যাণ আমার ভারতী।।
বিন্ধ্যারণ্য-মাঝে থাকে কিরাত-রাজন।
সিন্ধুপতি তার সহ লভিলে মিলন।।
মহিষীরে পুনঃ প্রাপ্ত হবেন নিশ্চয়।
আমার বচন কভু খণ্ডিবার নয়।।
অধিক কিবা বলিব সবার গোচরে।
আমার আদেশ বাক্য রক্ষিলে সাদরে।।
পুনশ্চ বিশাল রাজ্য পাবে সিন্ধুপতি।
শত্রুরা হইবে হত আমার ভারতী।।
সম্রাট-পদবী পাবে সিন্ধুর রাজন।
পরাস্ত হইয়া যাবে যত শত্রুগণ।।
অধিক বলিব কিবা পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
অন্তর হইতে দুঃখ করহ অন্তর।।
সিন্ধুপতি লাগি দুঃখে কিবা প্রয়োজন।
সত্বর আমার আজ্ঞা করহ পালন।।
বলিলাম সেই মত কর শীঘ্রতর।
নিশ্চয় মঙ্গল হবে ওহে নৃপেশ্বর।।
এরূপ আকাশ-বাণী করিয়া শ্রবণ।
পাঞ্চাল নৃপতি আর সিন্ধুর রাজন।।
স্তম্ভিত হইয়া দোঁহে রহে কিছুক্ষণ।
পরস্পর দোঁহামুখ করে দরশন।।
তারপর বিবেচিয়া পাঞ্চালের পতি।
বীরসেনে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী।।
চিন্তায় নাহিক মিত্র আর প্রয়োজন।
অন্তর হইতে দুঃখ কর বিসর্জ্জন।।
বৃথা আর নষ্ট নাহি করিও সময়।
মম সহ সমুত্থিত হও মহোদয়।।
সিন্ধুনাথে এত বলি পাঞ্চালের পতি।
সেনাধ্যক্ষে সম্বোধিয়া কহেন ভারতী।।
শুনশুন সেনাপতে আমার বচন।
মঙ্গল হউক তব তুমি বিচক্ষণ।।
সঙ্গীভূত-হও তুমি অতি দ্রুততর।
এই যে হেরিছ বসি সৈন্ধব-ঈশ্বর।।
ইহার যাবত শত্রু যাতে নষ্ট হয়।
তাহার উপায় শীঘ্র কর মহোদয়।।
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
সৈন্যমাঝে শীঘ্র তুমি করহ গমন।।

চতুরঙ্গ সেনাগণে সাজিবার তরে।
আদেশ করহ তুমি অতিত্বরা করে।।
মিলিয়া আমরা সবে রাত্রি অবসানে।
গমন করিব ত্বরা বিন্ধগিরি বনে।।
রাজার আদেশ বাক্য করিয়া গ্রহণ।
মহারথ সেনাপতি বন্দিয়া চরণ।।
যে আজ্ঞা বলিয়া দ্রুত গমন করিল।
দুর্গমাঝে ত্বরা করি আসিয়া পৌছিল।।
রাজার আদেশ যত করিল পালন।
চতুরঙ্গ সেনাসজ্জা করিল তখন।।
এদিকেতে সুরবর পাঞ্চাল ঈশ্বর।
সেনাপতি প্রতি আজ্ঞা দিয়া তারপর।।
বন্ধুর সহিতে যান অন্দর ভিতরে।
পুলকে পুরিত দোঁহে অন্তর মাঝারে।।
তারপর রাত্রি শেষ হইল যখন।
উঠিলেন শয্যা হতে পাঞ্চাল রাজন।।
মিত্রকে সঙ্গেতে করি সানন্দ অন্তরে।
শুভ যাত্রা করিলেন কানন মাঝারে।।
প্রফুল্ল-বদনে দোঁহে করেন গমন।
সঙ্গে সঙ্গে চতুরঙ্গ যত সৈন্যগণ।।
অশ্বগণ হ্রেষারব ঘন ঘন করে।
হস্তীর বৃংহতি পশে শ্রবণ বিবরে।।
খট্ খট্ খুর শব্দ উঠে ঘন ঘন।
মুহুর্মুহু পদাতিরা করে আস্ফোটন।।
ঘন ঘন টলমল কাঁপে বসুমতী।
উদ্বেল হইল ধরা সৈন্যগণে অতি।।
পাঞ্চালের সৈন্যগণ ভীষণ আকার।
গ্রাসিতে উদ্যত যেন জগত-সংসার।।
এইরূপ পাঞ্চাল সৈন্য করিছে গমন।
যোজনান্তে শব্দ শুনে যত জীবগণ।।
শব্দ শুনি ভয় পায় সকলে অন্তরে।
প্রমাণ গণিয়া মনে কত শঙ্কা করে।।
প্রলয় আগত বুঝি নাহিক সংশয়।
কি করিলে হায় বিধি হও হে সদয়।।

শুনি শব্দ এইরূপে যত প্রজাগণ।
ভয়ে ভীত হয়ে সবে করয়ে রোদন।।
সৈন্যগণ এইরূপে সানন্দ অন্তরে।
পথিমাঝে মনসুখে চলে দ্রুত করে।।
যথাকালে প্রতিদিন করিয়া গমন।
উচিত সময়ে করে শিবির স্থাপন।।
এইরূপে আটদিন অতীত হইলে।
নবম দিবসে উপনীত বিন্ধ্যাচলে।।
দূর হতে দেখিলেন পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
শোভিতেছে কিবা আর বিন্ধ্য-গিরিবর।।
ভীষণ শ্বপদ কত করে বিচরণ।
কতবৃক্ষ বড় বড় ভীষণ দর্শন।।
গগনে উঠিছে সব উন্নত শরীরে।
হেন বুঝি যাবে সব অমর নগরে।।
দূর হতে গিরিশোভা দেখিতে দেখিতে।
উপনীত হন গিয়া ক্রমে নিকটেতে।।
সন্নিধানে গিয়া সবে করেন দর্শন।
স্বচ্ছ জলা নদী এক হতেছে বহন।
নির্ঝরিণী গিরিমাঝে কিবা শোভা পায়।
তাহা হতে এই নদী ক্রমে বাহিরায়।।
নদীর পরমশোভা কি করি বর্ণন।
কোথা আর হেন শোভা না হয় দর্শন।।
নদীর পুলিন দেশে ধবল বিমল।
শোভিছে সৈকত রাশি অতি নিরমল।।
বালিরাশি সমুজ্জ্বল হইয়া বিকাশ।
অপূর্ব্ব সুষমা তথা করিছে প্রকাশ।।
সেই শোভা মনোহর করিলে দর্শন।
সহসা অন্তরে জন্মে বিভ্রম তখন।।
মনে হয় সমুজ্জ্বল সূর্য্যকান্ত আদি।
নানা মণি পুলিনেতে আছে নিরবধি।।
ইতস্ততঃ সুবিস্তৃত আছে মণিগণ।
তাহার পরম শোভা না যায় বর্ণন।।
কলহংস আদি সব সানন্দ অন্তরে।
জলক্রীড়া করি ভ্রমে নদীর উপরে।।

ঘন ঘন কলনাদ জলচর করে।
কোলাহলে শব্দময় বনের ভিতরে।।
তটিনী বক্ষেতে কত শোভিছে নন্দিনী।
বসিতেছে তাহে কত মধুকর শ্রেণী।।
মধুলোভে লুব্ধ হয়ে মধুকরগণ।
গুন গুন রবে সদা করে বিচরণ।।
তাহাদের গুন গুন পশিলে শ্রবণে।
পশুগণ হৃষ্ট হয় বিমোহিত মনে।।
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবন।
তরঙ্গ উঠিছে তাহে কে করে গণন।।
এরূপ মোহন স্থান দরশন করি।
পাঞ্চালের অধিপতি মনেতে বিচারি।।
মিত্রসহ পরামর্শ করিয়া তখন।
সেই স্থানে করিলেন শিবির স্থাপন।।
আদেশ পাইয়া যত সামন্ত নিকর।
অবস্থিতি করে তথা কানন ভিতর।।
তীরভূমে স্কন্ধভার করিয়া স্থাপন।
পথশ্রান্তি ক্রমে সবে করে বিদূরণ।।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি যত সৈন্যগণ।
অমনি পুনশ্চঃ সবে উঠিল তখন।।
সেনা সাজি চতুরঙ্গে যত প্রহরণে।
আহ্লাদে পশিল গিয়া গহন কাননে।।
সিংহনাদ করে কেহ করে আস্ফালন।
কোলাহল করি কেহ করিছে গমন।।
তাহা দেখি মহাবীর পাঞ্চাল ঈশ্বর।
অনুগামী হয়ে চলে কানন ভিতর।।
চলিলেন সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুর রাজন।
দোঁহার অঙ্গেতে শোভে দিব্য আভরণ।।
এই রূপে দুই রাজা সানন্দ অন্তরে।
মৃগয়া কারণে পশে কানন ভিতরে।।
চতুরঙ্গ সেনাদল গর্ব্বভরে যায়।
ঘন ঘন বিকম্পিত কানন তাহায়।।
হ্রেষারব ঘন ঘন করে অশ্বগণ।
হস্তীর বৃংহন শব্দ হতেছে শ্রবণ।।
ভীমগণ যোধগণ ঘোর রব করে।
কোলাহল উঠে কত কানন ভিতরে।।
ভয়েতে চকিত হয়ে যত মৃগগণ।
চকিত নয়নে সব করে দরশন।।
কি করিবে কোথা যাবে না দেখি উপায়।
পলায়ন করে সবে যথা চক্ষু যায়।।
পলাবে কোথায় আর পলাতে না পারে।
মরিতে লাগিল সব ক্ষত্রিয়ের করে।।
খড়্গাঘাত কারোপরে করে সৈন্যগণ।
কারোপরে তীক্ষ্ণশর করে বরিষণ।।
এইরূপে মৃগদলে যত বধ করে।
ছুটাছুটি করে সব কানন ভিতরে।।
নিদারুণ শস্ত্রাঘাতে বহু মৃগগণ।
অচেতনভাবে হয় ধরায় পতন।।
প্রচণ্ড অসির ঘায় দ্বিখণ্ড হইয়ে।
অচিরে চলিয়া গেল শমন-আলয়ে।।
বরাহ মহিষ গরু আর মৃগসার।
ইত্যাদি যতেক জন্তু কানন মাঝার।।
দ্বেষভাব পরস্পর করি বিসর্জ্জন।
একত্র হইয়া সবে করে পলায়ন।।
হরিণীরা নবঘাস করিছে আহার।
হেনকালে তথা হয় শরের প্রহার।।
অর্দ্ধ-কবলিত ঘাস করি উদ্গীরণ।
সংকীর্ণ পথেতে দ্রুত করে পলায়ন।।
ঊর্দ্ধমুখে শীঘ্রগতি পলায়ন করে।
কোথা যাবে কি করিবে বুঝিবারে নারে।
স্থানে স্থানে ভল্লগণ ভীষণ দর্শন।
বিদীর্ণ হৃদয়ে করে রুধির বমন।।
কত জন্তু দীর্ঘস্বরে করিছে চীৎকার।
লম্ফ ঝম্ফ দেয় সবে কত অনিবার।।
দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেহ ব্যথিত বদনে।।
অকস্মাৎ শর আসি পশিল আননে।।
অমনি আপন প্রাণ দিয়া বিসর্জ্জন।
অবিলম্বে চলি গেল শমন ভবন।।

এইরূপে ক্ষত্রগণ উন্মত্ত অন্তরে।
মৃগয়া লীলায় রত বনের ভিতরে।।
পশু বংশ ধ্বংস করে কে করে গণন।
দেখিতে দেখিতে বেলা মধ্যাহ্ন তপন।।
তীব্রতাপে সন্তাপিত করিয়া সংসার।
মধ্যস্থলে উপনীত সূর্য্য দয়াধার।।
একে ত নিদাঘবশে অতি বিভীষণ।
তাহাতে প্রখর-রশ্মি বিতরে তপন।।
বনস্থলি দগ্ধ যেন হয় নিরন্তর।
দ্বাদশ মূর্ত্তিতে যেন উদিত ভাস্কর।।
অগ্নিরাশি সদা যেন হতেছে বর্ষণ।
তাহাতে প্রচণ্ড যেন পবন তপন।।
খরস্পর্শ সেই বায়ু অতি ভয়ঙ্কর।
শেলসম বিদ্ধ হয় যেন কলেবর।।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি অতি বিভীষণ।
কার সাধ্য তার দিকে করে দরশন।
প্রলয় বেগেতে বায়ু হতেছে বহন।
ধুলিরাশি তার সহ উড়ে ঘনে ঘন।।
কর্কর উড়িছে কত কে গণিতে পারে।
বিনাশে উদ্যত যেন জগত সংসারে।।
পাঞ্চাল নৃপতি আর সিন্ধুর রাজন।
তীব্রতাপে তপ্ত হয়ে অতি খিন্নমন।।
ঘন ঘন ঘর্ম্ম হয় দোঁহা কলেবরে।
তাহে বায়ু প্রবাহিত অতি খরধারে।।
সতত কর্কর রাশি হতেছে বর্ষণ।
অন্ধীভূত প্রায় হয় তাহাতে নয়ন।।
ক্ষণকাল দেখি তাহা বিচারি অন্তরে।
ডাকেন পাঞ্চাল রাজ যত সেনানীরে।।
মিষ্টভাবে সবাকারে করি সম্বোধন।
আদেশ করেন সবে নিবৃত্তি কারণ।।
রাজার আদেশ পেয়ে যত সৈন্যদল।
ধীরভাবে সবে হয় সুস্থির সকল।।
মৃগয়াতে ক্ষান্ত হয় যত সৈন্যগণ।
শিপ্রা-নদীতটে পরে করিল গমন।।
তথায় আসিয়া সবে তরঙ্গিণী নীরে।
শীতল সলিল পান প্রাণ ভরি করে।।
কেহ কেহ স্নান আদি করে সমাপন।
শ্রান্তি দূর করি সবে আনন্দিত মন।।
বটবৃক্ষতলে সবে বসে তার পরে।
অবিলম্বে শ্রমক্লেশ চলি যায় দূরে।।
তখন সময় বুঝি মলয় পবন।
ধীরে ধীরে মন্দ মন্দ হতেছে বহন।।
দেখিতে দেখিতে নিদ্রা আসি উপনীত।
অচেতন হয়ে সবে হইল নিদ্রিত।।
এদিকে পাঞ্চালরাজ বন্ধুবর সনে।
আছেন বসিয়া দোঁহে কুশের আসনে।।
সেই স্থানে সেনাগণ করে অবস্থান।
তাহা হতে কিছু দূরে দোঁহে বিদ্যমান।।
বিশ্রাম করেন দোঁহে বসি কুশাসনে।
ব্যাপিত আছেন দোঁহে কথোপকথনে।।
ভাবি শুভ বিষয়াদি ভুলি দুইজন।
নানা মতে নানা কথা কহেন তখন।।
অকস্মাৎ দুইজন নয়নে নেহারে।
মহাতেজা বীর এক রহে কিছুদূরে।।
অনুচর কত জন সঙ্গেতে তাঁহার।।
সবার হাতেতে আছে নানা উপহার।।
তাঁহাদেরি অভিমুখে আসিছে সকলে।
হেরিছেন দুইজন অতি কুতূহলে।।
দেখিতে দেখিতে সেই পুরুষপ্রবর।।
উপনীত ক্রমে আসি রাজার গোচর।।
অবনত শিরে নৃপে করিয়া প্রণাম।
পুরোভাগে নম্রভাবে করে অবস্থান।।
তাহা দেখি মহারাজ পাঞ্চাল ঈশ্বর।
অবাক হইয়া রহে না আছে উত্তর।।
সিন্ধুরাজ বাক্যহীন চিন্তিত হৃদয়।
আগন্তুক বীর প্রতি এক দৃষ্টে রয়।।
অনিমেষে চেয়ে রহে পাঞ্চাল রাজন।
মনো ভাবে এই বীর হয় কোন্‌জন।।

যত লোক এসেছিল আগন্তুক সনে।।
ক্রমে সবে উপনীত রাজার সদনে।।
রাজার অভীকভাব করি দরশন।
অনুচর একজন কহিছে তখন।।
শুন শুন মম বাক্য পাঞ্চাল নৃপতি।
এই যে হেরিছ বিন্ধ্য খ্যাত বসুমতি।।
ইহার দক্ষিণভাগে অতি মনোহর।
নগরী আছয়ে এক ওহে নৃপবর।।
কিরাতি-নগরী উহা জানে সর্ব্বজনে।
সমৃদ্ধশালিনী পুরী খ্যাত ত্রিভুবনে।।
এই যে হেরিছ বীর নিকটে তোমার।
কিরাতের অধিপতি ওহে গুণাধার।।
ইহার তেজের কথা বর্ণিবার নয়।
বীরের প্রধান ইনি ওহে মহোদয়।।
তাহার সমান বীর নাহিক ভুবনে।
আকারে বুঝিতে পার কি কর বদনে।।
সামান্য কিঙ্কর মোরা শুনহ রাজন।
মোদের মুখেতে কিবা করিবে শ্রবণ।।
মহিমার পরিচয় কিবা দিতে পারি।
জানি যাহা চেষ্টা করি তাহা বর্ণিবারি।।
চীন হূণ শিবি আর কিরাত শবর।
খর্ব্বরাদি যত রাজ্য ওহে নরবর।।
সবার প্রধান এই কিরাত রাজন।
এ সবার হন ইনি মস্তক ভূষণ।।
সকলে প্রণাম করে ইহার চরণে।
সবারে রেখেছে বীর আপন শাসনে।।
এমন কুত্রাপি নাহি হেরি কোনজন।
মোদের নৃপের বাক্য করয়ে লঙ্ঘন।।
ইহার শাসন দন্ড সঙ্কুচিত করে।
হেনজন কভু নাহি নয়নেতে পড়ে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন।
আমরা কিঙ্কর মাত্র অতি নরাধম।।
এতেক বচন শুনি কিঙ্কর সদনে।
পাঞ্চালের অধিপতি বীরসেন সনে।।
দুইজনে অবিলম্বে ত্যজিয়া আসন।
কিরাত রাজার পাশে করেন গমন।।
বহ্নি সম জ্বলে বীর কিরাত ঈশ্বর।
শালতরু সম দীর্ঘ তার কলেবর।।
লোকাতীত রূপ তার করি দরশন।
মোহিত হইয়া রহে পাঞ্চাল রাজন।।
বীরসেন নিরুত্তর হেরিয়া তাহারে।
ঘন ঘন এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করে।।
স্তম্ভিত হইয়া দোঁহে রহে কিছুক্ষণ।
জিজ্ঞাসিতে নারে কিছু নীরব বদন।।
তারপর দুইজন অতি স্নেহভরে।
ধরিলেন সমাদরে কিরাতের করে।।
হাসিতে হাসিতে কর করিয়া ধারণ।
কুশল জিজ্ঞাসা করে যুগল রাজন।।
দোঁহার সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়ে।
কিরাতের অধিপতি প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
মধুর বচনে পরে করেন উত্তর।
শুন শুন মহারাজ নৃপতি প্রবর।।
আপনারা দুইজন অতি বিচক্ষণ।
ক্ষত্রিয় মাঝারে শ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবন।।
দেখিলেন প্রীতিভাবে আপনারা মোরে।
ধরিলেন স্নেহবশে নিজে মোর করে।।
অমঙ্গল কথা আর তখন আমার।
সর্ব্বত্র মঙ্গল মম ওহে নরেশ্বর।।
কিবা রাষ্ট্র কিবা কোষ কিবা দুর্গ আদি।
অথবা প্রাসাদ বল আর বাহনাদি।।
সমস্ত বিষয়ে মম যেন ভাল করে।
তোমা দোঁহে দেখি মম প্রফুল্ল অন্তরে।।
এইরূপে পরস্পরে কত কথা হয়।
অকস্মাৎ শুন সবে আশ্চর্য্য বিষয়।।
প্রচণ্ড বাতাস উঠে গগন উপরে।
বনস্পতি পড়ে কত কে গণিতে পারে।।
সমূলে পাদপ রাজি হয়ে উন্মূলিত।
একেবারে ধরাতলে হয় নিপতিত।।

কিরাত রাজ্যের যত অনুচরগণ।
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী আছিল তখন।।
তার মধ্যে জন কয় সিন্ধুরাজ পানে।
একদৃষ্টে চেয়েছিল সুস্থির নয়নে।।
সহসা পড়িয়া গেল চরণে তাঁহার।
হে নাথ বলিয়া সবে করয়ে চীৎকার।।
এইরূপ কিছুক্ষণ করিয়া রোদন।
দুঃখিত হৃদয়ে শেষে কহিল বচন।।
শুন শুন মহারাজ নিবেদি তোমারে।
পুত্রসম পেয়েছিলে আমা সবাকারে।।
বাল্যাবধি পুত্রসম করিয়া পালন।
নির্দ্দয় হইয়া কোথা রয়েছ এখন।।
চির অনুগত মোরা দীনদুঃখী অতি।
কি হেতু ত্যজিলে সবে ওহে নরপতি।।
আমরা নেহারি তোমা পিতার সমান।
পিতৃজ্ঞানে পদ বন্দি ওহে মতিমান।।
এতকাল পরে প্রভু করিনু দর্শন।
সেবকগণের আর না কর বর্জ্জন।।
চিরভক্ত দাস মোরা ওহে নরপতি।
তোমা বিনা লভিতেছি কত যে দুর্গতি।।
ভাগ্যবশে তব পদ করিনু দর্শন।
দয়া কর আমা সবা উপরে রাজন।।
তোমার গুণের কথা কি বলিব আর।
হেন নৃপ নাহি দেখি ভুবন মাঝার।।
শৌর্য্যে বীর্য্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের সমান।
বদান্যতা গুণে যেন রাম কীর্ত্তিমান।।
মারুত-সদৃশ তুমি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যমানে।।
তুমি প্রজাপতি সম অবনী মাঝারে।
লালন পালন কর প্রজা সবাকারে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে নরপতি।
পৃথিবীতে হেন মূর্খ না হেরি সম্প্রতি।।
যে জন তোমার মত প্রভুরে পাইয়ে।
পুনরায় ত্যাগ করে বিকল হৃদয়ে।।
পারিব না মোরা আর করিতে বর্জ্জন।
দয়াময় দয়া কর সবারে এখন।।
এইরূপ বহুতর করিয়া রোদন।
সকলে বন্দিল পুনঃ রাজার চরণ।।
পূর্ব্ব অনুরাগ বশে একান্ত অন্তরে।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণ উপরে।।
পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করে লভিতে আশ্রয়।
করযোড়ে পুরোভাগে দাঁড়াইয়া রয়।।
তখন চিনিতে পারি সিন্ধুর রাজন।
অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।।
সামন্ত নৃপতিগণে চিনিতে পারিয়ে।
রোদন করেন নৃপ বিহুল হৃদয়ে।।
অশ্রুবারি কিছুক্ষণ করি বিসর্জ্জন।
ধৈর্য্য বশে সুস্থ হয়ে কহেন তখন।।
কি আশ্চর্য্য দৈবগতি বুঝিবার নয়।
আরো বা হইবে কত ভাগ্যেতে উদয়।।
নাহি জানি হতবিধি কি ঘটাবে পরে।
ভাবিয়া বিকল এই আপন অন্তরে।।
শুন শুন যত আছ সামন্ত নৃপতি।
মহাবীর বলি সবে খ্যাত বসুমতি।।
তথাপি এমন কষ্ট লভিছ সকলে।
হায় হায় ধিক মোরে কি আছে কপালে।।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ হইল যখন।।
তারপর এতদিন কোথায় আছিলে।
সেই কথা বল বল তোমরা সকলে।।
সেই সব রণ দক্ষ সেনা অধিপতি।
সম্প্রতি কোথায় তারা করিছে বসতি।।
প্রভুভক্ত মহাবীর যত সৈন্যগণ।
রয়েছে কোথায় সবে বলহ এখন।।
দুরাত্মা অরাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে।
জীবিকা নির্ব্বাহ সবে কর কি উপায়ে।।
কিবা বৃত্তি সবে এবে করেছ আশ্রয়।
প্রকাশ করিয়া কহ সে সব বিষয়।।

সামন্তগণ শুন আমার বচন।
দুঃখের বিষয় আর কি বলি এখন।
দুর্দ্দৈব আমার যথা করিল দুর্গতি।
সেইরূপ তোমাদের নেহারি সম্প্রতি।।
ডুবাইল অন্ধকূপে হতবিধি মোরে।
কূল না দেখিতে পাই বিপদ সাগরে।।
এতবলি নরপতি করয়ে রোদন।
অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।।
তাহা দেখি সামন্তেরা বিষণ্ণ বদনে।
বেষ্টন করিয়া রহে সিন্ধুর রাজনে।।
ব্যথিত হৃদয়ে তারে করিয়া বেষ্টন।
চারিদিকে দাঁড়াইল সামন্ত রাজন।।
দেবরাজ দেবগণে বেষ্টন করিলে।
যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হয় যেইকালে।।
তেমতি শোভিল সেই সিন্ধুর রাজন।
মরি কিবা অপরূপ অপূর্ব্ব দর্শন।।
তারপর দীনভাবে করি যোড়কর।
সামন্তগণেরা কহে শুন নৃপবর।।
এই যে হেরিছ অগ্রে কিরাত নৃপতি।
সামান্য নহেন ইনি অতি মহামতি।।
শৌর্য্যে বীর্য্যে ইনি বটে সবার প্রধান।।
সেই হেতু প্রিয়পাত্র সবা বিদ্যমান।।
কিন্তু আরো গুণ আছে ইহার শরীরে।
সেই হেতু সবে বল জানিবে অন্তরে।।
সত্যসন্ধ নাহি হেরি ইহার সমান।
পরহিতে রত সদা এই মতিমান।।
যেরূপ দয়ালু ইনি কি বলিব আর।
মূর্ত্তিমান যেন ভূমে ধর্ম্ম অবতার।।
বদান্যতাগুণে ইনি বিখ্যাত ভুবনে।
ইহার গুণের কথা কি বলি বদনে।।
বিশুদ্ধ চরিত্র এই মহাবীর বর।
বিষয় বুঝিতে নাহি ইহার দোসর।।
নীতিদর্শী নাহি দেখি ইহার সমান।
কার্য্যদক্ষ বেদবিজ্ঞ ওহে মতিমান।।

বিবেকী পুরুষ ইনি বিখ্যাত সংসারে।
মহতের মান্য জানে আপন অন্তরে।।
নিরন্তর সাধুগণে করেন পূজন।
মর্য্যাদার হানি নাহি করেন কখন।।
যেমন মর্য্যাদা যার তাঁহারে তেমতি।
অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা করেন সুমতি।।
বিপন্ন হইয়া কেহ লইলে আশ্রয়।
রক্ষিবেন সেইজনে এই দয়াময়।।
তাহে যদি প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার।
তবু না প্রতিজ্ঞা টলে ওহে গুণাধার।।
বিপদ সাগরে যদি পড়ে কোনজন।
ইহার শরণ আসি করয়ে গ্রহণ।।
তাহা হলে সেইজনে প্রাণপণ করে।
উদ্ধার করেন ইনি বিপদ সাগরে।।
ভবের কাণ্ডারী যথা শ্রীমধুসূদন।
কিরাতের নরপতি বিপদে তেমন।।
যেরূপে ইহার সহ মিলিনু সকলে।
সেই কথা এইবার দিয়া যাব বলে।।
রিপুচক্রে সমাক্রান্ত হলেন যখন।
শুনিয়া সে সব মোরা শ্রবণে তখন।।
সৈন্যের সংগ্রহ মোরা সাধ্য অনুসারে।
করিলাম সযতনে শুন তারপরে।।
সকলে সজ্জিত হৈনু সমর কারণ।
প্রাণ দিব এই মোরা করিলাম পণ।।
তিমি তিমিঙ্গিল গ্রহ আর যে মকর।
ইত্যাদি জীবেতে হয়ে সঙ্কুল সাগর।।
উদ্বেল হইয়া উঠে প্রলয়ে যেমন।
সেরূপ মোদের সৈন্য হইল তখন।।
আপনার শত্রুগণে গ্রাসিবার তরে।
চতুরঙ্গ সেনা চলে আনন্দের ভরে।।
দ্বাবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা বলবান্।
আস্ফালন করি চলে ওহে মতিমান।।
কত অশ্ব গজ চলে কে গণিতে পারে।
পদাতি চলিল কত বাহ্বাস্ফোট করে।।

কি বলি দুর্দ্দৈব কথা শুনহ রাজন।
অকস্মাৎ কর্ণে মোরা করিনু শ্রবণ।।
হইয়াছ নিরুদ্দিষ্ট তুমি মহোদয়।
নিরুদ্যম হৈল তাহে যত সৈন্যচয়।।
অকস্মাৎ শুনি সবে তব পলায়ন।
ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ি আমরা তখন।।
ভগ্নপদ সিংহ যথা নিরুদ্যম হয়।
তেমনি হইনু মোরা ওহে মহোদয়।।
সবার ভরসা আশা বিলুপ্ত হইল।
অন্তরের সাধ যত অন্তরে মিশিল।।
উৎসাহবিহীন হৈল সবার অন্তর।
হতজ্ঞান হই সবে ওহে নৃপবর।।
কি করিলে শ্রেয় হবে তাদৃশ সময়ে।
না রহিল সেই জ্ঞান কাহারো হৃদয়ে।।
জড়সম সেই কালে হইয়া সকলে।
রণে ভঙ্গ দিয়ে যাই সকলেরে ফেলে।।
চারিদিকে সবে মোরা করি পলায়ন।
কেহ কারো দিকে নাহি ফেলিল নয়ন।।
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন।
করেছিনু যেইরূপ সমরে উদ্যম।।
শত শত শত্রু আসি একত্র হইলে।
ভস্মসাৎ হয়ে যেতো রণে সেইকালে।।
অতুল বিক্রম সেই সেনা অগণন।
কার সাধ্য কার কাছে করে আগমন।।
কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্য ভাগ্য বিপর্য্যয়।
প্রতিকুল বিধি বশে সব হয় ক্ষয়।।
যতনে করিনু মোরা যেই আয়োজন।
বিধির কোপেতে তাহা হইল দহন।।
বস্তুতঃ শাস্ত্রের কথা মিথ্যা নাহি হয়।
বলিতেছি শুন শুন তার পরিচয়।।
অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আর যত বিভূষণ।
সমস্ত যদ্যপি থাকে ওহে মহাত্মন্।।
মস্তক অভাবে তাহা শোভা নাহি পায়।
প্রভুহীন ভৃত্য যথা কহিনু তোমায়।।
মহাবল ভৃত্য যদি থাকে অগণন।
নাহি থাকে প্রভু যদি ওহে মহাত্মন্।।
সে বলে নাহিক ফল ওহে মহোদয়।
সকলি বিফল হয় জানিতে নিশ্চয়।।
যদ্যপি নায়ক হয়ে থাকিতে আপনি।
আমরা কি তবে সবে শত্রুগণে গণি।।
জগৎ মাঝারে হেন সাধ্য ছিল কার।
সিন্ধুদেশে আসি করে প্রভুত্ব বিস্তার।।
হায় হায় হতবিধি এইছিল মনে।
অনর্থ ঘটালে বল কিসের কারণে।।
বৃথা আক্ষেপেতে আর কিবা প্রয়োজন।
অদৃষ্টের লিপি কভু না হয় খণ্ডন।।
তারপর মোরা সব করেছিনু যাহা।
শুন ওগো মন দিয়া বলিতেছি তাহা।।
অর্দ্ধরাত্রি কালে মোরা করি পলায়ন।
সিন্ধুদেশ তেয়গিয়া করিনু গমন।।
একত্র হইয়া সবে নিভৃত কাননে।
ভাবিতে লাগিনু সব নিজ মনে মনে।।
সামান্য পুরুষ নহে বীরসেন রায়।
অবশ্য আছেন তিনি যথায় তথায়।।
কালপুরুষ সম সে বীর মহাত্মন।
কভু না আপন প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন।।
বৈর নির্য্যাতন নাহি করি নৃপমণি।
নাহি হবে ক্ষান্ত কভু মনে মনে জানি।।
ছদ্মবেশে সেই প্রভু হইয়া গোপন।
সেনার লাগিয়া আছে সচেষ্টিত মন।।
অতএব চল মোরানানা দিকে যাই।
তল্লাস করিয়া মোরা সকলে বেড়াই।।
পৃথিবীর সর্ব্বস্থান করি অন্বেষণ।
অবশ্য পাইব মোরা তাঁহার দর্শন।।
এইরূপে পরামর্শ করিয়া সকলে।
অন্বেষণ হেতু সবে যাই নানা স্থলে।।
কত রাজ্য নদী তীর করি অন্বেষণ।
গিরিগুহা কান্তারাদি কে করে বর্ণন।।

কিন্তু কি দুর্ভাগ্য হায় শুন মহাপতি।
নাহি জানি কোথা তুমি করিছ বসতি।।
কুত্রাপি তোমার নাহি পাইনু দর্শন।
মনোদুঃখে সবে মোরা করিগো রোদন।।
কোন স্থানে কারো মুখে সংবাদ তোমার।
পাই নাহি কিছু মাত্র ওহে গুণাধার।।
নিরাশ হইয়া সবে পড়িল তখন।
সেকথা বলিতে নাহি সময় এখন।।
সেই কালে বুদ্ধি লোভ হৈল সবাকার।
নাহি ছিল হিতাহিত জ্ঞান যে কাহার।।
পরস্পর সবা প্রতি করি নিরীক্ষণ।
অবাক হইয়া রহি জানিবে তখন।।
জড় সম রহি মোরা নীরব নিথর।
কাষ্ঠের পুতুল সম রহি অনন্তর।।
মাঝে মাঝে একবার করি যে চিন্তন।
রাজপদ আর নাহি হইবে দর্শন।।
এদেহে রাজার পদ নাহি হেরি আর।
জন্মের মতন সাধু ফুরাল সবার।।
এইরূপ বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন।
সপ্তচ্ছদ তরুতলে বসিনু তখন।।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি তরুর ছায়ায়।
উৎসাহী হইয়া উঠি সবে পুনরায়।।
পুণ্যক্ষেত্রে পুনর্ব্বার করি অন্বেষণ।
ভ্রমণ করিতে থাকি তাপস আশ্রম।।
শূন্যদেহে তার পর ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
উপনীত হই আসি কিরাতপুরেতে।।
আর এক কথা বলি শুনহ রাজন।
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সবে করি পলায়ন।।
সমর পণ্ডিত সেই সৈনিক প্রবর।
তব লাগি ভ্রমিতেছে কানন ভিতর।।
সঙ্গেতে আছয়ে তার কতিপয় জন।
মনোবাঞ্ছা তব পদ করিবে দর্শন।।
মোদের সঙ্গেতে তারা আসিয়া মিলিল।
মিলিয়া কিরাত রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল।।
উপনগরীতে আসি আমরা সকলে।
বিশ্রাম করিতে থাকি বসি তরুতলে।।
দেখিলাম পথিমাঝে কিরাত ঈশ্বর।
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী বহু অনুচর।।
কিবা ভাবে প্রজাগন করে অবস্থান।
গিয়াছিল দেখিবারে রাজা মতিমান।।
সেইসব যথারীতি করিয়া দর্শন।
পুনশ্চ ফিরিয়া যান আপন ভবন।।
আমরা সকলে আছি বিষণ্ণ বদনে।
উপবাসে কৃশকায় আর পর্য্যটনে।।
আমাদের এইভাব করি দরশন।
দয়ার্দ্র্য হইয়া নৃপ দাঁড়ান তখন।।
তারপর আমাদের পেয়ে পরিচয়।
পুরীতে যতনে লয়ে যান মহোদয়।।
তদবধি আমা সবে করেন পালন।
অনুত্তম অন্ন বস্ত্র করেন অর্পণ।।
পুত্রসম রক্ষা করে আমা সবাকারে।
সুখেতে রয়েছি মোরা ইহার আগারে।।
একমাত্র আমাদের ইনিই আশ্রয়।
পিতার সমান ইনি ওহে মহোদয়।।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
আছি এত সুখে মোরা কিরাত ভবন।।
সমাদর করে নৃপ সবার উপরে।
আত্মসম হেরে সবে জানিবে অন্তরে।।
কিন্তু তবু মন সুখ নাহিক কাহার।
কারণ তাহার বলি শুন গুণাধার।।
ইন্দ্রের বিহনে যথা অমর নিকর।
স্বর্গধামে থাকি সুখী নহে নিরন্তর।।
সেরূপ তোমারে ছাড়ি আমরা সকলে।
মনোসুখে নাহি সুখী থাকি কোন স্থলে।।
যদ্যপি কিরাত পতি পরম যতনে।
চেষ্টিত মোদের গত সুখের কারণে।।
এক কথা বলি আরো শুভ সমাচার।
শুন প্রভু মন দিয়া তুমি গুণাধার।।

যখন সকলে আসি করি পলায়ন।
তখন নয়নে মোরা করিনু দর্শন।।
মহিষী রোদন করি সহচরী সনে।
পলায়ন করি যান কাননে কাননে।।
দুইজন সহচরী সহিতে তাহার।
কান্দিতে কান্দিতে যান কানন মাঝার।।
অগত্যা তাহারে মোরা সঙ্গেতে করিয়ে।
আনিলাম সযতনে কিরাত আলয়ে।।
তদবদি মহাদেবী আছেন হেথায়।
নিবেদন মহারাজ করিনু তোমায়।।
তোমার বিরহে দেবী কাতর অন্তরে।
দিবানিশি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করে।।
সেই দেবী দীনভাবে করে নিবসতি।
তবপাশে কহিলাম ওহে মহামতি।।
আমরা তোমার হই পুত্রের সমান।
দিবানিশি থাকি সেই রাণী বিদ্যমান।।
সান্ত্বনা তাঁহারে করি অশেষ প্রকারে।
সেবা করি সদা তাঁরে অতি ভক্তিভরে।।
কিরাতের প্রতি এই অতি মহোদয়।
করেন দেবীরে যত্ন ওহে মহাশয়।।
যতনে রেখেছে তাঁরে নিজ অন্তঃপুরে।
জননী সমান জ্ঞান করেন তাঁহারে।।
জননী সমান তারে করেন পালন।
কহিব অধিক কিবা ওহে মহাত্মন্।।
আছে দেবী এত যত্নে ওহে গুণাধার।
বারিধারা তবু চক্ষে বহে অনিবার।।
অশ্রুবারি অবিরল করে বিসর্জ্জন।
তোমার লাগিয়া সদা করেন রোদন।।
জীবন ধরিয়া আছে তোমার আশায়।
শ্রীচরণ পাবে পুনঃ কহিনু তোমায়।।
সনত কুমার কহে ওহে ঋষিগণ।
এইরূপে হইতেছে কথোপকথন।।
হেনকালে মহাভাগ কিরাতের পতি।
বিনত বদনে হৃদে করিয়া ভকতি।।
সম্বোধি পাঞ্চালনাথে সৈন্ধব ঈশ্বরে।
কহিলেন মিষ্টভাষে স্তুতি নতি করে।।
শুন শুন মহোদয় তোমা দুইজন।
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ হও অতি বিচক্ষণ।।
একান্ত শরণাগত আমি দোঁহাকার।
দীনপতি দয়াকর ওহে গুণাধার।।
কৃপা করি মমপুরে চলহ এখন।
পদধূলি পুরীমাঝে করহ অর্পণ।।
পবিত্র হউক মম কিরাত নগরী।
পবিত্র হউক দেহ এই বাঞ্ছাকারী।।
কিরাত রাজের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সিন্ধুনাথ বীরসেন আনন্দে মগন।।
প্রিয়ার কমল মুখ দর্শনের তরে।
আকিঞ্চন মনে মনে নরপতি করে।।
অবিলম্বে যাত্রা করে কিরাত নগরী।।
সঙ্গেতে সামন্তগণ বর্ণিবারে নারি।।
পাঞ্চাল ঈশ্বরে সঙ্গে লইয়া তখন।
কিরাত পুরেতে যাত্রা করেন রাজন।।
বায়ুগামী অশ্বে সবে আরোহণ করি।
ক্ষণমধ্যে উপনীত কিরাত নগরী।।
সুরপতি অনুগামী হয়ে দেবগণ।
বৈজয়ন্তী নগরীতে প্রবেশে যেমন।।
কিরাত রাজের সনে সকলে তেমন।
অবিলম্বে পুরী মধ্যে প্রবেশে তখন।।
সবে গিয়া উপনীত সভার আগারে।
যথাযথ বসিলেন আসন উপরে।।
পৌরবর্গে সম্বোধিয়া কিরাত রাজন।
মধুর বচনে কহে শুন সর্ব্বজন।।
প্রজাগণ শুন শুন বচন আমার।
তোমা সবে দুরজয় অতি গুণাধার।।
শত্রুদেহ বিদারণে তোমরা সক্ষম।
অতএব বলি যাহা করহ শ্রবণ।।
আমার বচন শুন অবহিত মনে।
আমার আদেশ পাল একান্ত যতনে।।

এই যে হেরিছ দুই পুরুষ প্রবর।
ক্ষত্রিয় বংশের দোঁহে হন ধুরন্ধর।।
এই যে হেরিছ বীর সিন্ধুর রাজন।
পাঞ্চালের পতি এই অতি মহাত্মন্।।
ইহাদের কার্য্যসিদ্ধি যেই রূপে হয়।
তাহার উদ্যোগ সবে করিয়ে নিশ্চয়।।
অতএব সজ্জীভূত হও সবজন।
আমার বচন সবে করহ শ্রবণ।।
অকপটে যদি আজ্ঞা পালহ আমার।
বৃথা কালক্ষেপ তবে নাহি কর আর।।
দুরাত্মা অরাতি যত মিলিয়া সকলে।
আচ্ছন্ন করিয়া সবে নিজ মায়াজালে।।
সিন্ধু রাজ্য বল করি করেছে হরণ।
রাজারে করেছে চ্যুত শুন সর্ব্বজন।।
অতএব শুন সবে বচন আমার।
অবিলম্বে শত্রুকুল করিবে সংহার।।
শুক্লপক্ষ আসিতেছে শুন সর্ব্বজন।
উহার প্রথমে সবে করিবে গমন।।
যেমনে পারিবে শত্রু করিবে নিধন।
আমার আদেশ এই শুন সর্ব্বজন।।
বিশেষ বিদিত আমি শুনহ শ্রবণে।
রণবীর বলি সবে বিখ্যাত ভুবনে।।
তোমরা সকলে হও অতি ভীমকায়।
অতএব যাহা বলি শুনহ সবায়।।
সংগ্রামে নহেক কেহ কিরাত সমান।
কটুযোধী বলি সবে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
মহাধারী রণাঙ্গনে তোমরা সকলে।
সজ্জা করি যাও ত্বরা সৈন্য দলে দলে।।
পুরোভাগে শত্রুগণ কৈলে আগমন।
তিষ্ঠিতে সক্ষম তারা না হবে কখন।।
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে কহিব নিশ্চয়।
মহাযোধী তোমা সবে নাহিক সংশয়।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে করহ গ্রহণ।।
শত্রু অভিমুখে সবে করহ গমন।
অসংখ্য অসংখ্য শর করিবে বর্ষণ।।
করিবেক ছিন্ন ভিন্ন যত শত্রুগণে।
মারিবে ভীষণ শূল কহি সাবধানে।।
শত্রুর উন্নত শির করিয়া ছেদন।
সিন্ধুরাজে উপহার করিবে অর্পণ।।
আমার আদেশ রক্ষা করহ সকলে।
বৃথা কালক্ষেপে আর কিবা ফল ফলে।।
সুসজ্জিত হও সবে কহিনু ত্বরায়।
শত্রু অভিমুখে যাও কহি সবাকায়।।
সভাপাল শুন শুন আমার বচন।
আমার আদেশ শীঘ্র করহ পালন।।
এই যে হেরিছ ভেরি রয়েছে আমার।
ইথে চারিদিকে কর ঘোষণা প্রচার।।
চীন হূণ আদি করি সামন্ত রাজন।
পক্ষ মধ্যে যেন সবে করে আগমন।।
সসৈন্য আসিবে সবে আমার নগরে।
রণস্থলে যেতে হবে বলো সবাকারে।।
এইরূপে আজ্ঞা দিয়া কিরাত রাজন।
বীরসেন হস্ত পরে করিয়া ধারণ।।
অবিলম্বে প্রবেশিল নিজ অন্তঃপুরে।
বীরসেন নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে।।
দুইজনে অন্তঃপুরে করিয়া গমন।
যতনে আসনে দোঁহে করিয়া গ্রহণ।।
রমণীগণেরে পরে ডাকিয়া সাদরে।
কিরাতের রাজা কহে সুমধুর স্বরে।।
হের হের বৃষস্কন্ধ যুবা মনোহর।
বীরসেন এই বীর সিন্ধুর ঈশ্বর।।
আজানুলম্বিত বাহু কর দরশন।
শালতরু সমউচ্চ অতি মনোরম।।
এরূপ বলিলে যত মহিলা আছিল।
আনন্দে মগন হয়ে চক্ষু বিস্তারিল।।
ঘনঘন বীরসেনে করে যে দর্শন।
ঘনঘন দেখে তাঁর কমল বদন।।

তাঁহার মোহনরূপ দরশন করি।
আসক্ত হইল যত পুরবাসী নারী।।
একেবারে লজ্জা ত্যাগ করি সবজন।
কামেতে কটাক্ষপাত করে ঘনঘন।।
লোকাতীত রাজরূপ দেখিয়া তখন।
মোহিত হইয়া পড়ে অন্তরে আপন।।
কামেতে সবার হৃদি হয় জ্বরজ্বর।
নিজবশে নাহি রহে কারো কলেবর।।
পরস্পর বলাবলি করিছে তখন।
রূপের মাধুরী কিবা করি দরশন।।
সেরূপে যেইজন নয়নে নেহারে।
জনম সার্থক তার ভুবন ভিতরে।।
ইহারে হেরিলে হয় আনন্দ উদয়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি থাকে কহিব নিশ্চয়।।
পুরুষে হেরিলে হয় আনন্দে মগন।
নারীতে যদ্যপি করে এরূপ দর্শন।।
কামেতে মোহিত হয় নাহিক সংশয়।
ধৈর্য্য ধরে হেন নারী নাহিক ধরায়।।
নারীগণ এই রূপে কহিছে বচন।
পতি নিন্দা নিজ নিজ করে সর্ব্বজন।।
তথায় আছিল বলি রাজার কুমারী।
তাহার রূপের কথা বর্ণিবারে নারি।।
মদনের রতি যেন রয়েছে বসিয়ে।
অথবা উর্ব্বশী আছে আনন্দ হৃদয়ে।।
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা কিরাতনন্দিনী।
হেরিলে রূপের ছটা মোহে যত মুনি।।
অন্তঃপুর আলো করে রয়েছে বসিয়ে।
বরারোহা সেই কন্যা সানন্দ হৃদয়ে।।
অপরূপ রূপ তার করি দরশন।
সিন্ধুরাজ কামশরে জর্জ্জরিত হন।।
কিন্তু কিবা অত্যাশ্চর্য্য করি দরশন।
মধুর হাসিনী সেই নন্দিনী তখন।।
যোগবলে কামবেগ ধরিয়া অন্তরে।
মনে মনে ধীর ভাবে বিবেচনা করে।।
যদ্যপি এখানে থাকে আর কিছুক্ষণ।
কামশরে জর্জ্জরিত হতে পারে মন।।
অস্থির হইতে পারি এখানে থাকিলে।
অতএব থাকা নাহি যুক্তি কোন কালে।।
এইরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
গাত্রোত্থান অবিলম্বে করিয়া তখন।।
অন্যত্র গমন করে অতি ধীরে ধীরে।
মনোভাব গুপ্ত করে আপন অন্তরে।।
যদ্যপি অন্যত্র কন্যা করিল গমন।
তবু কিন্তু মন নহে সুস্থির তখন।।
সিন্ধুনাথ রূপ সদা ভাবয়ে অন্তরে।
তাঁর কথা পুনঃ পুনঃ অন্তরেতে পড়ে।।
ধৈরয ধরিতে নাহি পারেন সুন্দরী।
ভাবিয়া চলিল যেন যৌবনের তরী।।
ধৈর্য্য হেতু যত চেষ্টা করেন অন্তরে।
কিছুতে ধৈরয নাহি ধরিবারে পারে।।
কিছুমাত্র শান্তি নাহি হৃদিমধ্যে পায়।
পুনঃ পুনঃ যথা তথা ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
এদিকে যথায় ছিল সিন্ধুরাজ-রাণী।
সঙ্গে সহচরী কত কিরাত রমণী।।
পতি-সমাগম বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
পুলকে পূরিত হৃদি আনন্দে মগন।।
অন্তঃপুরে যথা আছে সৈন্ধব ঈশ্বর।
উপনীত সেইস্থানে অতি শীঘ্রতর।।
বিরহ বিধুরা সেই রাজার রমণী।
হইয়া আছেন যথা প্রভাত যামিনী।।
বিরহ শোকেতে তাঁর অতি ক্ষীণকায়।
উদাসীন সম যেন চারিদিকে চায়।।
আলুলিত রহিয়াছে কবরী বন্ধন।
মলিন অন্তর হায় মলিন বদন।।
যে অবধি রাজ্যচ্যুত পতি গুণমান।
তদবধি কেশ পাশ না বাঁধে বাঁধন।।
জটারূপ কেশপাশ করেছে ধারণ।
দুলিতেছে পৃষ্ঠদেশে নাগিণী মতন।।

পতির আশায় সতী ধরিছে জীবন।
ভাবে মনে পুনঃ পাবে পতির চরণ।।
বহুদিন পরে পত্নী করিয়া দর্শন।
ধৈরয ধরিতে রাজা হইল অক্ষম।।
হতোস্মি বলিয়া পড়ে ধরার উপরে।
চৈতন্য বিলুপ্ত হল তাঁহার অন্তরে।।
এইরূপ কালাতীত হৈল কিছুক্ষণ।
পুনশ্চ চৈতন্য লভে সিন্ধুর রাজন।।
গাত্রোত্থান করি পরে অতি ধীরে ধীরে।
কিছুক্ষণ মৌন ভাবে রহিলেন পরে।।
তারপর রাণী প্রতি করে নিরীক্ষণ।
অশ্রুবারি ঘন ঘন হয় বিসর্জ্জন।।
উথিয়া উঠিল তাঁর শোকের সাগর।
নয়ন ভেদিয়া জল পড়ে নিরন্তর।।
এইরূপে কিছুক্ষণ করিয়া রোদন।
তারপর হৃদে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।।
জিজ্ঞাসিতে সমুদ্যত নিজ মহিষীরে।
বদন উন্নত করে অতি ধীরে ধীরে।।
রমণীর চক্ষে যেমন পড়িল নয়ন।
অমনি মূর্চ্ছিতা হন রমণী তখন।।
ক্ষণপরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুন্দরী।।
প্রণাম করেন পতি চরণ উপরি।।
পদতলে পুনঃ পুনঃ করেন বন্দন।
কহিবেন নানা কথা মনে আকিঞ্চন।।
নিজ মুখে কিছুমাত্র বাক্য নাহি সরে।
পতিমুখ ঘন ঘন দরশন করে।।
মহামতি সিন্ধুপতি আনন্দে মগন।
নারীর তাদৃশ্য প্রেম করি দরশন।।
অকৃত্রিম পাতিব্রত্য হেরিয়া তাঁহার।
আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল রাজার।।
স্নেহভরে ভূমি হতে করি উত্থাপন।
প্রেমভরে গাঢ়তর করি আলিঙ্গন।।
বদন চুম্বনে রাজা-হরিষ অন্তরে।
প্রেয়সীরে বসালেন অঙ্কের উপরে।।

মিষ্টভাবে নানারূপ করি সম্ভাষণ।
প্রিয়ার হৃদয় তুষ্ট করেন রাজন্।।
ইতিমধ্যে সেই স্থানে কিরাত-নন্দিনী।
কিশোর বয়সী যিনি সুচারু-হাসিনী।।
আসিয়াছিলেন তিনি পুলক অন্তরে।
দম্পতির সেই ভাব নয়নে নেহারে।।
দাম্পত্য-প্রণয় তথা করি দরশন।
সাত্ত্বিক ভাবতে তাঁর মজি গেল মন।।
ভজিলেন মনে মনে সিন্ধুর রাজনে।
পতিত্বে বরণ কৈল বিকশিত মনে।।
এদিকে সিন্ধুর রাণী আনন্দে মগন।
পতির নিকটে পরে করি নিবেদন।।
একান্ত অন্তরে পূজ গ্রহ শনৈশ্চরে।
মঙ্গল হইবে তাহে জানিবে অন্তরে।।
মার্কণ্ডেয় মুখে আমি করেছি শ্রবণ।
যেরূপ পূজিতে হয় শুনহ রাজন্।।
ধীরে ধীরে এত বলি পতির গোচরে।
শনি পূজাবিধি কহে হরিষ অন্তরে।।
শনির মাহাত্ম্য কথা করেন বর্ণন।
শুনিয়া সিন্ধুর পতি আনন্দে মগন।।
শনির মাহাত্ম্য-কথা রাণী মুখে শুনি।
পুলকে পূরিত হন সিন্ধু নৃপমণি।।
ভকতি জন্মিল তাঁর অন্তর মাঝারে।
সংযত হইয়া রহে একান্ত অন্তরে।।
শনিবারে যথা বিধি করিয়া যতন।
পবিত্র-হৃদয়ে করে শনির পূজন।।
সস্ত্রীকে হইয়া নৃপ সংযত অন্তরে।
যথাবিধি পূজা করে গ্রহ শনৈশ্বরে।।
এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন।
যথেষ্ট দক্ষিণা দেন আশ্চর্য্য তখন।।
নানা বিধ অন্ন-আদি করি আয়োজন।
ব্রাহ্মনগণেরে রাজা করান ভোজন।।
প্রসাদ বণ্টন করি একান্ত অন্তরে।
অর্পণ করেন রাজা কিরাতগণেরে।।

এই সব ক্রিয়া ক্রমে করি সমাপন।
মহিষী সহিতে রাজা হয়ে শুদ্ধ মন।।
গ্রহবর সূর্য্যাত্মজে অতি ভক্তিভরে।
স্তব করে পুনঃ পুনঃ একান্ত অন্তরে।।
তার পর ভুয়োভুয়ঃ করেন প্রণাম।
প্রার্থনা করেন কত শনি বিদ্যমান।।
অশ্রুবারি প্রেমভরে হয় নিপতন।
শনিপাশে পুনঃ পুনঃ করেন যাচন।।
হৃতরাজ্য ভিক্ষা রাজা করেন যতনে।
পুনঃ পুনঃ নতি করে শনির চরণে।।
উভয়ের অতি ভক্তি করি দরশন।
গ্রহরাজ শনিদেব মহাতুষ্ট হন।।
আবির্ভূত হল পরে গগন উপরে।
অঙ্গতেজ শূন্যপথ-সমুজ্জ্বল করে।।
প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দেখা দিল গ্রহবর।
কি বলিব জ্যোতিঃ তাঁর বিস্ময়-আকর।।
আশ্চর্য্য শনির রূপ করি দরশন।
বিস্ময়ে আকুল হন সিন্ধুর রাজন্।।
ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ভক্তিভরে নতি করে ভূমির উপর।।
দণ্ডকাষ্ঠ সম হন ভুতলে পতিত।
তারপর ধরা হতে হইয়া উত্থিত।।
করযোড় করি পরে একান্ত অন্তরে।
নিবেদন করে ভূপ গ্রহ শনৈশ্চরে।।
গ্রহরাজ তব পদে করি নমস্কার।
কৃপা কর দীনজনে ওহে দয়াধার।।
সুপ্রসন্ন হও প্রভু দীনের উপরে।
দুঃখজালে বিজড়িত দেখহ কিঙ্করে।।
বিষম সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ।
তব পদে নিবেদন ওহে মূর্ত্তিমান।।
রাজার এতেক ভক্তি করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট হন সূর্য্যের নন্দন।।
বরদান হেতু শনি হরিষ অন্তরে।
মিষ্ট ভাষে কহিলেন সিন্ধু নৃপবরে।।

শুন শুন নৃপবর আমার বচন।
প্রসন্ন হইনু আমি তোমারে এখন।।
শোক মোহ হৃদি হতে ত্যজিয়া অন্তরে।
অমৃত পূরিত বাক্য কহেন রাজারে।।
শনির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হরিষে পূরিত হন সিন্ধুর রাজন্।।
তারপর ধীরে ধীরে বিনয় বচনে।
করযোড়ে বলিলেন শনি বিদ্যমানে।।
প্রসন্ন যদ্যপি প্রভু ভক্তের উপর।
তাহা হলে অবিলম্বে দেহ এই বর।।
নিজ বাহুবলে আমি যত শত্রুকুল।
অবিলম্বে যেন পারি করিতে নির্ম্মূল।।
অপহৃত রাজ্য যেন লভি পুনরায়।
আমি এই বর মাগি কহিনু তোমায়।।
অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন।
তব পদে নিবেদন ওহে মহাত্মন।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরম সন্তুষ্ট হন সূর্য্যের নন্দন।।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তাঁহারে।
অবিলম্বে তিরোহিত আকাশ উপরে।।
গ্রহরাজ শনিদেব হলে তিরোধান।
ঊর্দ্ধমুখে সিন্ধুনাথ করি অবস্থান।।
নয়ন চাহিয়া ঊর্দ্ধে আকাশ উপরে।
স্তব পাঠ আরম্ভিল অতি ভক্তি ভরে।।
যথাবিধি স্তব পাঠ করিয়া রাজন্।
ভূমিষ্ঠ হইয়া করে উদ্দেশ্যে বন্দন।।
এইরূপে শনিপাশে লইয়া সুবর।
আনন্দে পূরিত হন সিন্ধু নৃপবর।।
তার পর সম্বোধিয়া কিরাত রাজনে।
মৃদুভাষে কহিলেন বিনয় বচনে।।
বলিব কিবা অধিক ওহে মহাত্মন্।
আপনার অনুগ্রহে মঙ্গল এখন।।
সিদ্ধ এবে মনোবাঞ্ছা হইল আমার।
মম প্রতি তুষ্ট হইল ছায়ার কুমার।।

গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন আমার উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি দেখিয়াছি কহিনু তোমারে।।
মুরতি মঙ্গলময়ী করি প্রদর্শন।
অভিমত বর মোরে করিয়া অর্পণ।।
স্বর্লোকে পুনশ্চ যাত্রা করেছেন তিনি।
বলিলাম তব পাশে ওহে নৃপমণি।।
এখন আমার বাক্য করহ শ্রবণ।
অরাতি নিকর যাহে হয় নিপতন।।
তাহার উদ্যোগ কর ওহে নরপতি।
স্থির কর শুভদিন ওহে মহামতি।।
সৈন্যগণ করে যাবে সমর কারণে।
সেই দিন কর স্থির কহি তব স্থানে।।
অধিক বলিব কিবা অরাতি-তাপন।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমারে এখন।।
পাঞ্চালের মদোৎকট যত সৈন্যগণ।
সৈন্ধব-সামন্ত যত ওহে মহাত্মন্।।
উভয় যদ্যপি মিলে কিরাতের দলে।
তবে আর কারে ভয় বসুমতী তলে।।
এই সব সৈন্যগণ সমরে দুর্জ্জয়।
অচিরে করিতে পারে শত্রুগণে ক্ষয়।।
তাহা হলে এই সব লইয়া বাহিনী।
বসুধা করিতে জয় পারি নৃপমণি।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্।
বিলম্ব করিয়া আর কিবা প্রয়োজন।।
এতেক বচন শুনি কিরাত রাজন্।
প্রীতি বিকশিত মুখে কহেন তখন।।
শুন শুন সিন্ধুপতে বচন আমার।
ভাগ্যবশে সুপ্রসন্ন সূর্য্যের কুমার।।
গ্রহরাজ সুপ্রসন্ন তোমার উপরে।
মনোরথ সিদ্ধ তব জানিবে অন্তরে।।
ভাগ্য বলে পেলে তুমি সঙ্কটে উদ্ধার।
বিপদের জাল তব নাহি রবে আর।।
অধিক বলিব কিবা আপনারে আমি।
মম বাক্য শুন শুন ওহে নৃপমণি।।

এই যে আমার রাজ্য করিছ দর্শন।
এই যে হেরিছ কোষ সকল বাহন।।
অন্তরে জানিবে নৃপ সকলি তোমার।
আমি তব দাস সম ওহে গুণাধার।।
সিন্ধুরাজে এইরূপ মধুর বচনে।
আশ্বাস প্রদান করি বিহিত বিধানে।।
চিন্তা করে মনে মনে কিরাত রাজন।
ভেরীর ঘোষণ বটে দিয়াছি এখন।।
তাহে নাহি করি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর।
কেন না বিধির এই সৃষ্টির ভিতর।।
বিপদে পতিত যদি হয় কোনজন।
নিজ শির দিয়া তারে উদ্ধারে তখন।।
হেন জন জগতেতে অতীব দুষ্কর।
এ হেতু উদ্যোগী হবে বিশ্বমাঝে নর।।
এইরূপে বহুক্ষণ বিবেচনা করি।
তারপর অন্তরেতে সুবিচার করি।।
সুদক্ষ দূতের পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
করদ রাজ্যেতে যাহ অতি শীঘ্রগতি।
সামন্ত রাজ্যতে যাহ ওহে মহামতি।।
আমার আদেশ সবে কর নিবেদন।
অবিলম্বে সবে পুনঃ কর আগমন।।
আসিবে সকলে ত্বরা কিরাত নগরে।
ইহার অন্যথা যেন কেহ নাহি করে।।
আমার আদেশ যেবা করিবে লঙ্ঘন।
তাহার মস্তক আমি করিব ছেদন।।
রাজার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
যে আজ্ঞা বলিয়া দূত করিল গমন।।
ত্বরিত গমনে চলে অশ্ব আরোহণে।
অবিলম্বে উপনীত নিরূপিত স্থানে।।
করদ নৃপতিগণে করি সম্বোধন।
রাজার আদেশ সব করে নিবেদন।।
নিবেদন করে সবে সামন্ত রাজারে।
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা সবে ধরে শিরে।।

আদেশ লভিবামাত্র যত রাজগণ।
কিরাত পুরীতে ত্বরা করিল গমন।।
চতুরঙ্গ বল চলে সহিত সবার।
রণ বাদ্য ঘন ঘন বাজে অনিবার।।
আস্ফালন করি সবে দ্রুতপদে চলে।
চারিদিক নিনাদিত সৈন্য কোলাহলে।।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ কত কে করে গণন।
কত শত রথী চলে করিয়া গর্জ্জন।।
অসংখ্য পদাতি চলে বীরদর্প ভরে।
কর্ণে নাহি শুনা যায় রথের ঘর্ঘরে।।
এইরূপে কোলাহলে করিয়া গমন।
কিরাত নগরে সবে উপনীত হন।।
কোলাহলে পূর্ণ হল কিরাত নগরী।
সে কালের শোভা মুখে বর্ণিবারে নারি।।
এইরূপে সব রাজা একত্রিত হন।
তাহা দেখি আনন্দিত কিরাত-রাজন্।।
আদেশ করেন সবে সমরের তরে।
যাহ যাহ শীঘ্রগতি শত্রু বধিবারে।।
এই যে হেরিছ বীর সিন্ধুর রাজন।
ইহার রাজত্ব যেই করেছে হরণ।।
তাহারে অচিরে কর সমূলে সংহার।
তোমরা সকলে হও বলের আধার।।
এইরূপে আজ্ঞা দেন কিরাত রাজন্।
সিন্ধুপতি তাহা দেখি হরিষে মগন।।
আনন্দ অন্তরে তিনি পাঞ্চাল ঈশ্বরে।
নিজ কাছে ডাকিলেন অতি সমাদরে।।
মন্ত্রীগণে তারপর করি সম্বোধন।
সকলে মিলিয়া করে মন্ত্রণা তখন।।
শুভলগ্ন দেখি যাত্রা করেন সকলে।
মদোৎকট সৈন্য সব গর্ব্বভরে চলে।।
শত্রুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিবার তরে।
লম্ফে ঝম্ফে যায় সবে প্রফুল্ল অন্তরে।।
সিংহনাদ করে কেহ অতি ঘন ঘন।
কেহ বা করিছে গর্ব্ব ভরে আস্ফালন।।
গর্জ্জন করয়ে কেহ অতি ক্রুদ্ধমনে।
ভৈরব নিনাদ করে না যায় বর্ণনে।।
বিংশ অক্ষৌহিণী সেনা অতি ভয়ঙ্কর।
ঘোর রবে করে সবে করিতে সমর।।
মাতঙ্গ তুরঙ্গ কত কে করে গণন।
কত যে পদাতি যায় না যায় বর্ণন।।
অশ্ব খুর হতে ধূলি উঠিয়া গগনে।
অন্ধকার করি ফেলে মানব ভবনে।।
যেদিকে ফিরান যায় যুগল নয়ন।
সেই দিক অন্ধকার না হয় দর্শন।।
লম্ফ ঝম্ফ বীর দম্ভে চমূপতি করে।
গর্জ্জন করয়ে সব জলদের স্বরে।।
প্রতিদিন এইরূপে করয়ে গমন।
যেই স্থানে হয় সন্ধ্যা দেবীর দর্শন।।
শিবির স্থাপন করে সেই সেই স্থলে।
কিয়দ্দিন এইরূপে পথে পথে চলে।।
কিছুদিন এইরূপে করিয়া গমন।
সিন্ধুদেশে ক্রমে সবে উপনীত হন।।
শুক্লপক্ষ চতুর্দ্দশী সেই দিন হয়।
শুভক্ষণে উপনীত সেনা সমুদয়।।
কৈরাত সৈন্ধব আর পাঞ্চাল ঈশ্বর।
তিন রাজা উপনীত মহাবলধর।।
সিন্ধুপুরি হতে এক ক্রোশমিত দূরে।
শিবির স্থাপন করে সানন্দ অন্তরে।।
সিন্ধুরাজে পরাজিত করি সেই জন।
করেছিল অধিকার রাজ সিংহাসন।।
দুরাত্মা নিষ্ঠুর সেই যবন আচারী।
চর মুখে শুনে সব সেই পাপাচারী।।
চর মুখে সব বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
রাত্রি যোগে সৈন্য সব করে আয়োজন।।
সুদক্ষ তাহার সেনা অতি বলবান্।
সজ্জিত সবারে করে যবন ধীমান।।
বিমল প্রভাতে পরে উঠিয়া সকলে।
যুদ্ধের কারণে ত্বরা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে।।

নির্দ্দিষ্ট স্থানেতে সবে করিল গমন।
সৈন্ধব সামন্ত সব করে দরশন।।
বীরসেন নরপতি প্রফুল্ল অন্তরে।
সৈন্য সহ অবস্থিত সমরের তরে।।
তাহা দেখি মহাক্রুদ্ধ যবন-রাজন।
যথাক্রমে নিজ সৈন্য করয়ে স্থাপন।।
দুইদলে ক্রমে সৈন্য সজ্জিত হইল।
রণশঙ্খ দুইদলে বাজিতে লাগিল।।
তুর্য্যধ্বনি ক্রমে উঠে গগন উপরে।
পটাহ বাদিত হয় জলদ গম্ভীরে।।
চারিদিকে হয় কত গোমুখ বাদন।
ক্রমেতে উঠিয়া শব্দ ঠেকিল গগন।।
ভীষণ আকার সব যবনের সেনা।
কত অস্ত্র শোভে হাতে না যায় গণনা।।
কেহ রথী কেহ চক্রী কেহ খড়্গী হয়।
গদাপাশ কারো কারো করতলে রয়।।
শূল প্রাস নানা অস্ত্র শোভে সৈন্য করে।
বিশারদ বিচক্ষণ সকলে সমরে।।
সবার প্রতিজ্ঞা হোক শরীর পতন।
নতুবা অচিরে হোক্ কার্য্যের সাধন।।
সৈনগণ এইরূপে সাজিয়া সমরে।
চারিদিক হতে অস্ত্র বিনিক্ষেপ করে।।
কেহ কেহ মারে শূল ভীষণ আকার।
বেগভরে করে কেহ অসির প্রহার।।
শক্তি মারে প্রাস মারে কোন কোন জন।
কেহ করে ঘন ঘন শর বরিষণ।।
কেহ কেহ ভল্লাঘাত করি বেগভরে।
শত্রু শির কাটি ফেলে ভূতল উপরে।।
এইরূপে রণ করে যবন রাজন।
সিন্ধুপতি তাহা দেখি হয় ক্রুদ্ধমন।।
অবিলম্বে সৈন্যগণে সাজায়ে যতনে।
রোষভরে মত্ত হয় সমর কারণে।।
রণেতে মাতিল ক্রমে কিরাত রাজন।
পাঞ্চাল ঈশ্বর রণে হন নিগমন।।

কিলাকিল শব্দ উঠে সমর ভূমিতে।
কত বীর পড়ে রণে খণ্ডিত শিরেতে।।
এইরূপে যুদ্ধ করে ক্ষত্রিয় যবন।
কত শির রণভূমে হয় নিপতন।।
ছিন্ন মুন্ড ধরাতলে গড়াগড়ি যায়।
শোনিতের নদী ক্রমে প্রবাহিত হয়।।
রণভূমে পশে গিয়া কিরাত রাজন।
সৈন্য কত সঙ্গে সঙ্গে করয়ে গমন।।
তাহা দেখি ক্রূরচিত্ত যবন-ঈশ্বর।
লোহিত লোচন হয় সরোষ অন্তর।।
ঘন ঘন বাণ মারে কিরাত উপরে।
মনে বাঞ্ছা সেই নৃপে ভূমি তলে পড়ে।।
শরেতে হৃদয় বিদ্ধ যবন ঈশ্বর।
তবু কিন্তু নহে নৃপ কাতর অন্তর।।
তারপর অগ্নিমুখী ভল্ল লয়ে করে।
ঘুরান কিরাত রাজ নিজ শিরোপরে।।
ঘুরায়ে নিক্ষেপ করে যবন উপর।
তাহা দেখি মহারুষ্ট যবন ঈশ্বর।।
গদাতে চূর্ণিত করে সেই ভল্লগণে।
জয় জয় শব্দ হয় ম্লেচ্ছ সৈন্যগণে।।
মদভরে যবনেরা করয়ে গর্জ্জন।
হৃদয়ে ব্যথিত তাহে কিরাত রাজন্।।
রথ হতে মহাবেগে নামিয়া পড়িল।
ভয়ঙ্কর গদা এক করেতে ধরিল।।
ভ্রূকুটি করেন যেন কৃতান্ত সমান।
ঘুরান মহতী গদা সবা বিদ্যমান।।
বেগেতে ফেলেন তাহা যবন উপরে।
তাহা দেখি ম্লেচ্ছপতি অতিরোষ ভরে।।
মহাশক্তি নিজ করে করয়ে ধারণ।
অগ্নিশিখা সম জ্বলে অতি বিভীষণ।।
সেই শক্তি ক্ষেপ করে যবন রাজন।
তাহে গদাচূর্ণ হয় ঘোর দরশন।।
হেনকালে সিন্ধু আর পাঞ্চাল ঈশ্বর।
উপনীত আসি তথা সমর ভিতর।।

একাকী সমর করে কিরাত রাজন্।
সেই স্থানে দুইজনে উপনীত হন।।
তাহা দেখি মহাবল যত ম্লেচ্ছপতি।
উপনীত সেই স্থানে অতি দ্রুতগতি।।
ক্ষত্রিয় প্রধান যত একত্র হইল।
রণভূমে দুই দলে সমর বাধিল।।
মুদগর পট্টিশধারী যত ম্লেচ্ছগণ।
ক্ষত্রিয় উপরে করে শর বরিষণ।।
মহাতেজা ম্লেচ্ছগণ দারুণ মুরতি।
রণক্ষেত্রে দুরাধর্ষ মহাবল অতি।।
ক্ষত্রগণ মহাশুর বিদিত ভুবনে।
দুই দলে হয় যুদ্ধ সমর অঙ্গনে।।
মহাবল দুইদল অতি ভয়ঙ্কর।
সমরে অটল দোহে কৃতান্ত-দোসর।।
কেহ নাহি টলে রণে মহাবলবান।
রণ হেরি ভয়ে সব হয় কম্পমান।।
শূন্যোপরি অবস্থান করি দেবগণ।
দারুণ সমর সেই করে দরশন।।
মহাবল যবনের হেরিয়া নয়নে।
ক্ষত্রগণ মহাক্রুদ্ধ নিজনিজ মনে।।
ভিন্দিপাল ভল্ল আর মুষল লইয়ে।
আঘাত করয়ে সবে সরোষ হৃদয়ে।।
শতঘ্নী করেতে কেহ করিয়া গ্রহণ।
যবন উপরে দ্রুত করে বরিষণ।।
অগ্নিসম ক্ষত্রগণ মহাতেজ ধরে।
মহাবীর্য্য বিরাজিত সবার শরীরে।।
অস্ত্ররাজি রোষ ভরে করে বরিষণ।
তাহাতে পতিত হয় অসংখ্য যবন।।
সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ রণমাঝে পড়ে।
বাধিল দারুণ যুদ্ধ কে বর্ণিতে পারে।।
এইরূপে যুদ্ধ হয় অতি বিভীষণ।
হেরিয়া বিস্মিত হয় দর্শকগণ।।
দারুণ সমর হেরি সবার শরীরে।
রোমাঞ্চ জনমে সব বিস্মিত অন্তরে।।

সেইরূপ মুনিগণ করি দরশন।
বিস্ময়ে হলেন সবে বিমোহিত মন।।
ক্ষত্রগণ এইরূপে জয় বাসনায়।
ঘোর তেজে রণ মাঝে ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
এইরূপে মহাবল যত ক্ষত্রগণ।
যবন রাজার রণে করিছে মথন।।
হেনকালে মহাশ্চর্য্য শুনহ সকলে।
দিব্যরূপা নারী এক আসে রণস্থলে।।
সৌদামিনী সম কান্তি অতি মনোহর।
চতুরঙ্গ দল সঙ্গে অতি ভয়ঙ্কর।।
নীলাম্বর পরিধান সুচারুহাসিনী।
ষোড়শী বয়সী বালা মধুরভাষিণী।।
মন্দ মন্দ হাস্য শোভে কমল বদনে।
অঙ্গ শোভা কব কত নানা-বিভূষণে।।
শোভা পায় গলদেশে কাঞ্চনের হার।
ইন্দীবর সম হয় নয়ন তাঁহার।।
মুক্তকেশী মনোলোভা অতীব সুন্দর।
গম্ভীর নিনাদ করে অতি ভয়ঙ্কর।।
দানব-দলন চণ্ডী আসিয়া সমরে।
যবন গণেরে কহে জলদ গম্ভীরে।।
মূঢ়গণ শোন্ শোন্ আমার বচন।
তোদের সমান পাপী নাহি কোন জন।।
ওরে ম্লেচ্ছ জাতি শোন বিকৃত আকার।
শোন শোন্ মম বাক্য সবে দুরাচার।।
মহাত্মা সৈন্ধবরাজ অতি মহাত্মন্।
তাঁর রাজ্য হরিয়াছে যেই নরাধম।।
তাহার মস্তক আমি সুশাণিত বাণে।
ছেদন করিব আজি শোনরে শ্রবণে।।
তাহার মস্তক আজি করিয়া ছেদন।
মাংসাশী বিহঙ্গগণে করিব অর্পণ।।
শিবাগণ তার শির করিবে আহার।
কুকুরেরা খাবে তারে শোন দুরাচার।।
শোন শোন অতএব যবন দুর্জ্জন।
যদ্যপি বাসনা থাকে রাখিতে জীবন।।

পলায়ন কর তবে অতি দ্রুত করে।
নতুবা বধিব আজি জানিবি অন্তরে।।
এইরূপে রোষভরে বলিয়া বচন।
শঙ্খধ্বনি করে বামা অতি ঘন ঘন।।
ঘোর রবে শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন করে।
ঘণ্টা বাদ্য করে কত কে বর্ণিতে পারে।।
মহিষ-অসুর সবে হয় নিপাতন।
সহস্র ভুজেতে দেবী ব্যাপিয়া ভুবন।।
করেছিল সংমর্দ্দন যথা দৈত্যগণে।
করেছিল অট্টহাস্য যেরূপ বদনে।।
সেইরূপে জগদম্বা প্রবেশিয়া রণ।
যবনের সৈন্যগণে করেন মথন।।
মুহুর্মুহু হাস্য দেবী করে ঘোর স্বরে।
শরজাল বর্ষে কত যবন উপরে।।
ধনুকেতে ঘন ঘন দিতেছে টঙ্কার।
তাহে কত সৈন্যগণ পড়ে অনিবার।।
খড়্গাঘাত করে দেবী কাহারো উপরে।
কাহারো শূলেতে দেহ ছিন্নভিন্ন করে।।
ভিন্দিপাল ক রোপরি করিয়া প্রহার।
কার কলেবর দেবী করে ছারখার।।
পট্টিশ মারেন দেবী কাহার উপরে।
মুদগর মারেন কত কে বর্ণিতে পারে।।
শতঘ্নী মারেন দেবী অতি ঘন ঘন।
গদা পাস কত মারে কে করে গণন।।
রণ মাঝে কেহ কেহ পতিত হইয়ে।
রুধির বমন করে বিকল হৃদয়ে।।
কেশপাশ আলুলিত কোন কোন জন।
রণাঙ্গনে পড়ি তারা হতেছে লুণ্ঠন।।
তখন জীবন আছে তাদের শরীরে।
উঠিবারে শক্তিহীন উঠিতে না পারে।।
এইরূপে জগদম্বা সমর অঙ্গনে।
কত সৈন্য পাত করে না যায় কহনে।।
শুম্ভ নিশুম্ভেরে যবে করেন নিধন।
সেইকালে করেছিল যে মূর্ত্তি ধারণ।।
সেইরূপ ঘোর মূর্ত্তি ধরিয়া সমরে।
ঘন ঘন জগদম্বা বিচরণ করে।।
এরূপে সমর চলে অতি বিভীষণ।
হেরিলে ভয়েতে হয় সকাতর-মন।।
জগদম্বা মাঝে মাঝে করেন হুঙ্কার।
ধনুকেতে ঘন ঘন দিতেছে টঙ্কার।।
মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য শোভিছে বদনে।
একাকিনী এইরূপে ভ্রমিছেন রণে।।
অসংখ্য অসংখ্য ভল্ল করেন বর্ষণ।
অসির আঘাত দেবী করে ঘনঘন।।
শাণিত সুতীক্ষ্ণ শর বরিষণ করে।
মুষল মুদগর কত কে বর্ণিতে পারে।।
ঘন ঘন রণমাঝে করিয়া নৃত্যন।
চারিদিকে জগদম্বা করেন ভ্রমণ।।
এইরূপে অস্ত্রাঘাতে যত শত্রুগণে।
ব্যথিত করেন দেবী সহাস্য বদনে।।
সম্বর্ত্তক ঘনাকারা ঘন্টনিনাদিনী।
জগদম্বা-মহাঘোরা দানব-নাশিনী।।
কত জনে এইরূপে বিমোহিত করে।
কত জনে পাঠালেন শমন আগারে।।
কাহারো মস্তক দেবী করেন ছেদন।
চূর্ণিত হইয়া কেহ হতেছে লুণ্ঠন।।
এইরূপে অত্যাশ্চর্য্য করি দরশন।
যবনের পতি হন অতি ক্রুদ্ধমন।।
সম্বোধন করি পরে সেনাপতিগণে।
রোষভরে কহিলেন জলদ বচনে।।
আমার বচন সবে করহ শ্রবণ।
হৃদয়ে উৎসাহ রাশি করহ ধারণ।।
বিশাল হৃদয় যত ক্ষত্রিয় নিকর।
সকলেরে বিমথিত করে দ্রুততর।।
মহাবল ধর সবে যবন শরীরে।
তব বল করে ভয় ভুবন মাঝারে।।
কিরাতের সৈন্যগণ হতেছে দর্শন।
সকলেরে অস্ত্রাঘাতে করহ ছেদন।।

দেখ সৈন্য পাঞ্চালের রয়েছে দর্শন।
পদাতিক রথী যত হয় নিরীক্ষণ।।
সবারে মথিত কর আমার বচনে।
কিবা ভয় কিবা ডর এতিন ভুবনে।।
পদাঘাতে মার সবে পতঙ্গ সমান।
কেবা আছে মহাবল যবন সমান।।
আমার বচন কেহ না কর হেলন।
নামে যেন নাহি কর কলঙ্ক লেপন।।
রাজার আদেশ শুনি যত সৈন্যগণ।
কোলাহল করি রণে পশিল তখন।।
লোহিত-লোচন সবে ভীষণ আকার।
দুরাধর্ষ সমরেতে সবে বলাধার।।
ঘন ঘন শরজাল করয়ে বর্ষণ।
শরেতে ব্যথিত হয় যত সৈন্যগণ।।
এদিকেতে রণচণ্ডী ভীষণা মূরতি।
একাকিনী কত সৈন্য নাশে দ্রুতগতি।।
তাহা দেখি যবনেরা অতি রোষভরে।
ঘন ঘন শরজাল বরষে তাঁহারে।।
দেবীর শরীর বিদ্ধ শরজালে হয়।
কিরাতের সৈন্য হল ব্যথিত হৃদয়।।
ঘোর যুদ্ধ এইরূপে করিছে যবন।
সিন্ধুনাথ তাহা দেখি রোষেতে মগন।।
তাহা হেরি মহাবল সিন্ধু অধিপতি।
অভিমুখে যবনের ধায় দ্রুতগতি।।
পাঞ্চালের সৈন্যগণ সঙ্গে চলে ধীরে।
সৈন্যগণ প্রবেশিল অতি রোষ ভরে।।
যবন সহিতে সবে করিছে সমর।
দারুণ সমর সেই অতি ভয়ঙ্কর।।
হস্তী অশ্ব রথ আর কত বা পদাতি।
করিছে সমর সবে নাহি অব্যাহতি।।
পদভরে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন।
বিকম্পিত হয় যত মহীধরগণ।।
ঘন ঘন শব্দ করে জলদ নিকর।
কম্পিত হইতে থাকে যতেক সাগর।।
প্রলয় সময় যেন সমাগত হয়।
চারিদিকে কোলাহল ওহে ঋষিচয়।।
রোষ ভরে শরজাল বর্ষে নিরন্তর।।
নারাচ পরিঘ কত ঘন ঘন মারে।
অস্ত্র শস্ত্র কত ফেলে কে বর্ণিতে পারে।।
জলদে আবৃত হয় আকাশে যেমন।
শরেতে ঢাকিল শূন্য জানিবে তেমন।।
মহাভয়ে ক্ষত্রগণ মহাবলধর।
যবনের ভাব দেখি কুপিত অন্তর।।
অগ্নিসম জ্বলে সবে অতি ভীমকায়।
চারিদিকে রণমাঝে ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
অসংখ্য অসংখ্য শর করে বরিষণ।
বজ্রশব্দে হুহুঙ্কার করে ঘন ঘন।।
আস্ফালন করে সবে অতিরোষভরে।
বাহ্বাস্ফোট করে কেহ পশিয়া সমরে।।
ভিন্দিপাল কেহ করে করিয়া গ্রহণ।
শত্রুর উপরে তাহা করে নিক্ষেপণ।।
কত অস্ত্র মারে সবে কে বর্ণিতে পারে।
যবনের সৈন্য কত পড়িল সমরে।।
রণেতে দুর্ম্মদ যত যবন নিকর।
ক্রমে ক্রমে পড়ে সবে ধরণী উপর।।
যবনেরা কোটি কোটি রণভূমে পড়ে।
মদোৎকট সৈন্য তারা জানিবে সমরে।।
রুধিরেতে কত নদী বহিতে থাকিল।
রণমাঝে কত মুণ্ড লুণ্ঠিত হইল।।
মাংসভোজী জন্তুগণ সমরে আসিয়ে।
খান কত মৃত মাংস প্রফুল্ল অন্তরে।।
হেনকালে মহাবল যবন রাজন।
নেত্রপাত করি অগ্রে করেন দর্শন।।
শ্যামাঙ্গী যুবতী এক পশিয়া সমরে।
ঘোর রবে রণ মাঝে হুহুঙ্কার করে।।
যবন উপরে করে শর বরিষণ।
অস্ত্র শস্ত্র হাতে কত হতেছে শোভন।।

ইন্দীবর যম চক্ষু অতীব বিশাল।
অস্ত্র শস্ত্র কত শোভে হাতেতে করাল।।
সেই দেবী দিব্যরূপ রণে উন্মাদিনী।
নবীন যুবতী সতী সহাস্য-বদনী।।
পীনোন্নত পয়োধর অতি মনোহর।
পদ্মগন্ধে আমোদিত তাঁর কলেবর।।
সৌদামিনী সমতেজ শোভিছে শরীরে।
নানা রত্ন ধরে দেবী নিজ কলেবরে।।
ক্ষীণ-কটি শোভে কিবা কেশরী সমান।
চিকণ চিকুর শিরে করে অবস্থান।।
কন্দর্পের রতি সম বিরাজে সুন্দরী।
মুনি মনোহর সতী আহা মরি মরি।।
ম্লেচ্ছপতি পুনঃ পুনঃ করি দরশন।
বিহ্বল হইয়া শরে সমরে তখন।।
বামারে সম্বোধি পরে সহাস্য বদনে।
কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে।।
বালে শুন বরারোহে আমার বচন।
আসিয়াছ কোথা হতে বলহ এখন।।
ভীরুগণ পায় ভয় হেরিয়া তোমারে।
আসিয়াছ কেন বল ভীষণ সমরে।।
কাহার নন্দিনী তুমি বলহ বচন।
বল বল শশিপ্রভে আমারে এখন।।
পরম যুবতী তুমি অতি মনোহর।
করিবে সুরত ক্রীড়া তুমি নিরন্তর।।
তাহা ছাড়ি রণমাঝে করি আগমন।
শাস্ত্রক্রীড়া করিতেছ কিসের কারণ।।
আমার বচন শুন ওহে সু-লোচনে।
মম পাশে এস বসি সহাস্য বদনে।।
আনন্দে আছে আমার যতেক রমণী।
তুমি তাহাদের মাঝে হবে শিরোমণি।।
বলিতেছি সত্য করি তোমার গোচরে।
সুখেতে রাখিব আমি নিজ অন্তঃপুরে।।
দুরাত্মা লম্পট সেই যবনের পতি।
দেবীরে সম্বোধি কহে এরূপ ভারতী।।

তাহা শুনি মহারুষ্ট ক্ষত্রিয় নিকর।
অধর দংশন করে রোষে নিরন্তর।।
বহ্বাস্ফোট করি সবে কুপিত অন্তরে।
অস্ত্র শস্ত্র মারে কত যবন উপরে।।
ব্রহ্ম অস্ত্র ঘন ঘন করয়ে ক্ষেপণ।
ঐন্দ্র অস্ত্র কত মারে কে করে গণন।।
অস্ত্র শস্ত্র কত মারে কে গণিতে পারে।
আছন্ন শরজালে দশদিক ঘিরে।।
প্রলয়ে যেরূপ হয় এই বসুমতী।
সেরূপ হইল ধরা অন্ধকার অতি।।
যবন উপরে অস্ত্র হয় বরিষণ।
ব্যথিত হইল তাহে ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ।।
কত সৈন্য পড়ে ক্রমে ধরণী উপরে।
রক্তপাত হয় কত ভীষণ সমরে।।
প্রলয় সময়ে ধরা কাঁপয়ে যেমন।
সেইরূপ বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন।।
সৈন্যগণ পদভরে টলমল করে।
হেরিয়া দর্শকগণ হৃদয় শিহরে।।
এত বলি সম্বোধিয়া যত ঋষিগণে।
বলিলেন পুনরায় মধুর বচনে।।
ঋষিগণ শুন শুন আমার বচন।
রণমাঝে যেই সতী করিতেছে রণ।।
যাহারে সম্বোধি সেই যবনের পতি।
কামভরে বলেছিল দারুণ ভারতী।।
কিরাত নন্দিনী তিনি পরমাসুন্দরী।
যাঁর চিত্তবিমোহিত সিন্ধুরাজপরি।।
রণচণ্ডী রূপে তিনি করেন সমর।
রণেতে নিপুণা সতী অবনী ভিতর।।
কামার্ত্ত হইয়া সেই যবন রাজন।
কটু বাক্য কহে কত তাঁহারে তখন।।
সিন্ধুরাজ তাহা শুনি কুপিত অন্তরে।
ঘন ঘন দৃষ্টি করে যবন ঈশ্বরে।।
তারপর সারথিরে কহেন বচন।
আমাদের আদেশ শীঘ্র করহ পালন।।

ম্লেচ্ছপতি যেই স্থানে করে অবস্থিতি।
সেই স্থানে রথ লয়ে চলে দ্রুতগতি।।
কটুকথা কহে দুষ্ট কিরাত কন্যারে।
সমুচিত ফল দিব এখনি তাহারে।।
দুর্ম্মতির দর্পচূর্ণ করিব এখন।
চল চল সেই স্থানে আমার বচন।।
এরূপ আদেশ পেয়ে সারথি তখন।
সেই স্থানে দ্রুতগতি করয়ে গমন।।
যবনের সৈন্যগণে করি বিলোড়ন।
মহাবেগে দ্রুতচলে সিন্ধুর রাজন।।
তাহা দেখি দুরাধর্ষ যবনের পতি।
সিন্ধুরাজ অভিমুখে আসে দ্রুতগতি।।
সুশানিত অস্ত্রশস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
শীঘ্রগতি রণমাঝে প্রবেশে তখন।।
বায়ব্য বারুণ আদি কত অস্ত্রলয়ে।
সৈন্যগণ ধায় সবে কুপিত হৃদয়ে।।
বহ্নিকুট অস্ত্র সব করিয়া গ্রহণ।
প্রবেশ করিল সবে সমর কারণ।।
তাহা দেখি বীরবর সিন্ধু অধিপতি।
ব্রহ্মাস্ত্র করেতে ধরি অতি শীঘ্রগতি।।
মন্ত্রেতে মন্ত্রিত তাহা করিয়া তখন।
যবন উপরে শীঘ্র করেন ক্ষেপণ।।
দিব্যাস্ত্র উঠিয়া ক্রমে গগন উপরে।
অগ্নিকণা উদগীরণ ঘন ঘন করে।।
যত যবনের মায়া বিন্যস্ত হইল।
যবনেরা তাহা দেখি বিস্ময় মানিল।।
পরিঘ লইয়া করে যবন রাজন।
ঘন ঘন উদ্ভ্রামিত করিয়া তখন।।
নিক্ষেপ করিল তাহা সিন্ধুরাজোপরে।
সিন্ধুরাজ তাহা দেখি অতি রোষভরে।।
ভয়ঙ্কর গদা হস্তে করিয়া গ্রহণ।
পরিঘ উদ্দেশ্যে ত্বরা করেন ক্ষেপণ।।
গদাঘাতে বিচূর্ণিত পরিঘ হইল।
ম্লেচ্ছপতি তাহা হেরি কাঁদিয়া উঠিল।।

কুটযোধী যবনেরা একত্র হইয়ে।
ঘোরতর মায়াজাল বিস্তার করিয়ে।।
দারুণ সমর করে সিন্ধুরাজসনে।
ভয়াকুল মনে সবে হেরিছে নয়নে।।
মদোৎকট যবনেরা জয় অভিলাষে।
মহারোষে শত্রু সৈন্য তখনি প্রবেশে।।
গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতাগ্নি ঘোরতর স্বরে।
দগ্ধ করে যেই রূপ পাদপ নিকরে।।
অগ্নিকণা উদগীরণ করিয়া তেমন।
ব্রহ্মাস্ত্র সেরূপ করে যবন দহন।।
এইরূপে বহু সৈন্য মারিয়া সমরে।
পরাজয়হেতু সেই যবন ঈশ্বরে।।
মহাবেগে অশ্ব চালে সিন্ধুর রাজন।
ম্লেচ্ছরাজ-পুরোভাগে উপনীত হন।।
তাহার সম্মুখে ত্বরা গমন করিয়ে।
জলদ-বচনে কহে কুপিত হৃদয়ে।।
শোন শোন ম্লেচ্ছপতি আমার বচন।
আসিয়াছি যুদ্ধস্থলে তোমার কারণ।।
তোর পক্ষে কালসম জানিবি আমারে।
আসিয়াছি তোমার জন্য বিষম সমরে।।
ধনরাজ আপনার নখেতে যেমন।
ভুজঙ্গগণের শির করয়ে ছেদন।।
সেইরূপ অদ্য আমি অস্ত্রের প্রহারে।
খণ্ডিত করিব তোর রত্নময় শিরে।।
পালাবার সাধ্য আর নাহিক তোমার।
পেয়েছি সম্মুখে তোরে ওহে দুরাচার।।
অজ্ঞানান্ধ শোন শোন আমার বচন।
মহাকায় সিংহ যথা হয়ে ক্রুদ্ধমন।।
মদমত্ত গজরাজে বিনাশিত করে।
সেইরূপ অদ্য তোরে মারিব সমরে।।
যেরূপ পারিব আজি ম্লেচ্ছ দস্যুকুল।
নিজ বাহুবলে সব করিব নির্ম্মূল।।
এই হেতু রণমাঝে মম আগমন।
আজি তোরে পশুসম করিব ছেদন।।

দর্শক যতেক আছে এতিন ভুবনে।
সকলে হেরিবে আজ আপন নয়নে।।
তুই মৃত্যু যন্ত্রণাতে হইয়া কাতর।
কর পদ বিক্ষেপিবি যবন ঈশ্বর।।
এইরূপ কটু কহি সিন্ধুর রাজন।
ভ্রূকুটি বন্ধ করে অতি বিভীষণ।।
মুহুর্মুহু করে রাজা দংশন অধরে।
কটকট শব্দ উঠে দশন নিকরে।।
ঘোরতর সিংহনাদ করে ঘনঘন।
টঙ্কার করেন কত লয়ে শরাসন।।
তারপর শর যুড়ি নিজ শরাসনে।
কটুভাষে কহিলেন যবন-রাজনে।।
শোন শোন দুরাচার বচন আমার।
অবিলম্বে যাবি তুই শমন আগার।।
এখনি পাঠাব তোরে শমন ভবনে।
জীবন হয়েছে শেষ জানিবি এখনে।।
বারেক স্মরণ কর আত্মীয় নিকরে।
স্মরণ করিয়া দেখ নিজ রমণীরে।।
পাপ কত করেছিস লভিয়া জনম।
সেইসব হৃদিপটে কররে স্মরণ।।
এত বলি কালসম সিন্ধু অধিপতি।
শরাসনে শর যুড়ি অতি দ্রুতগতি।।
মন্ত্রেতে মন্ত্রিত রাজা করি শরাশন।
ম্লেচ্ছরাজোপরে তাহা করে নিক্ষেপন।।
হেনকালে বীর্য্যবতী কিরাতনন্দিনী।
যবনের কটুবাক্য শ্রবণেতে শুনি।।
অপমানে রোষভরে তাহার উপর।
ব্রহ্মশির নামে অস্ত্র ক্ষেপে উগ্রতর।।
ভীষণ আগ্নেয় অস্ত্র ব্রহ্মশির হয়।
ক্রোধভরে ক্ষেপে তাহা শুন ঋষিচয়।।
দ্বিজগণ শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন।
যে বাণ কিরাত কন্যা করিল ক্ষেপণ।।
যে বাণ নিক্ষেপে আর সিন্ধু অধিপতি।
দুইবার শূন্যোপরি উঠে দ্রুতগতি।।

অগ্নিরাশি বিস্তারিয়া উঠিল গগনে।
শব্দ করে ভয়ঙ্কর জলদ-গর্জ্জনে।।
বজ্রের সমান অগ্নি করে উদগীরণ।
ঘন ঘন করে কত ভীষণ-গর্জ্জন।।
শ্যেনসম মহাবেগে উঠি শূন্যোপরে।
নিক্ষিপ্ত হইল বাণ ম্লেচ্ছ রাজোপরে।।
যবন রাজার পরে পড়িল যেমন।
অমনি তাহার দেহ করিলে দহন।।
বজ্রাহত তরুযথা ভস্মীভূত হয়।
সেরূপ হইল দগ্ধ যবন তনয়।।
ঐশ্বর্য্য গর্ব্বেতে গর্ব্বী ছিল যেইজন।
সর্ব্বদা করিত সেই প্রজার পীড়ন।।
সতত ভ্রমিত যেই প্রফুল্ল বদনে।
সেজন পড়িল আজি ভয়ঙ্কর রণে।।
রাজার সহিত ছিল যত সৈন্যগণ।
শৌর্য্যশালী বলি তারা বিদিত ভুবন।।
অস্ত্রানলে দগ্ধ হয়ে সকলে তাহারা।
শমন-গোচরে সব চলি গেল ত্বরা।।
সেই দুই অস্ত্র-যবে গগনে উঠিল।
যখন তাহার শব্দ কর্ণেতে পশিল।।
সেই কালে বহুযোদ্ধা হয়ে অচেতন।
ধরাতলে রণমাঝে করিল শয়ন।।
কর্ণপথে সেই শব্দ পশিল যখন।
বধির হইল তাহে বহু সৈন্যগণ।।
কেহ কেহ সে অনলে সমাচ্ছন্ন হয়ে।
ভস্মীভূত হয়ে গেল ধরায় পড়িয়ে।।
অশ্ব আদি কত দগ্ধ হইল তখন।
অর্দ্ধদগ্ধ হল রণে কোন কোন জন।।
পিপাসিত হয়ে কেবা ধরায় পড়িয়ে।।
'জল জল' বলি ডাকে বিকল হৃদয়ে।।
বিকৃতাস্য হয়ে কেহ করয়ে চীৎকার।
এইরূপে ঘটে তথা অদ্ভুত-ব্যাপার।।
কত রথী সেই কালে করে পলায়ন।
অশ্বারোহী কত যায় কে করে গণন।।

ভৈরব অস্ত্রের রবে বিভ্রান্ত হইয়ে।
চারিদিকে যায় সবে সঘনে পলায়ে।।
কেহ কেহ নিজপ্রাণ রক্ষার কারণ।
রণস্থলে অস্ত্রশস্ত্র করি বিসর্জ্জন।।
পলায়ন করে চক্ষু যেই দিকে যায়।
রোদন করিয়া কেহ সঘনে দৌড়ায়।।
হা পিত হা ভ্রাত বলি কোন কোনজন।
রণ হতে দ্রুতগতি করে পলায়ন।।
পিতৃদেবে কেহ কেহ করি সম্বোধন।
হা পিত বলিয়া ডাকে করিয়া রোদন।।
বল পিতঃ কোথা যাও আমারে ত্যজিয়ে।
কৃপা করি রক্ষ মোরে সঙ্গেতে করিয়ে।।
এইরূপে ভীত হয়ে ম্লেচ্ছ-সৈন্যগণ।
নানা মতে চারিদিকে করে পলায়ন।।
রুধির বমন কেহ ঘন ঘন করে।
মহাবেগে পড়ে সব বিকল শরীরে।।
প্রবল বায়ুর বশে জলদ যেমন।
ভিন্ন ভিন্ন হয়ে করে শূন্যতে গমন।।
ম্লেচ্ছপতি সেইরূপ বিনিহত হলে।
অবশিষ্ট যত সেনা ছিল রণস্থলে।।
ছিন্নভিন্ন হয়ে সবে করে পলায়ন।
তাহাদের দুঃখ হায় কি করি বর্ণন।।
মহতীসেনার দুঃখ হেরিলে নয়নে।
কিবা কষ্ট হয় তাহা কি বলি বদনে।।
এইরূপে হত হলে যবন রাজন।
রণমাঝে অকস্মাৎ আসে একজন।।
যবন রাজার ভ্রাতা অতি মহাবল।
অবিলম্বে উপনীত আসি রণস্থল।।
মহারোষে উপনীত অশ্ব আরোহণে।
বেষ্টিত হইয়া আসে বহু সৈন্যগণে।।
সবার করেতে শোভে অস্ত্র বিভীষণ।
সবার নয়ন যেন লোহিত বরণ।।
বৈর নির্য্যাতন ইচ্ছা করিয়া অন্তরে।
উপনীত হয় আসি সমর ভিতরে।।

ভ্রাতার নিধনে রুষ্ট হয়ে মহাবল।
প্রতিশোধ দিতে আসে হইয়া অটল।।
মহাবল ধরে যেই যবনের রায়।
মহামর্দ্দ নাম তার অতি ভীমকায়।।
এইরূপে পুনরায় ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ।
একত্র হইল আসি করিবারে রণ।।
মহাক্রুর তারা সব কর্কশ মূরতি।
ক্ষিপ্রহস্ত দুরাধর্ষ আসে দ্রুতগতি।।
বর্ষাকালে মেঘ যথা করে বরিষণ।
যবনেরা করে তথা অস্ত্র নিক্ষেপণ।।
পুনশ্চ যবন সৈন্য করি নিরীক্ষণ।
জ্বলি উঠে ক্রোধভরে যত ক্ষত্রগণ।।
অগ্নিসম জ্বলে সবে আপন অন্তরে।
পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করে কুপিত অন্তরে।।
মুহুর্ম্মুহু কহে সবে বদনে বচন।
যবন নিধন কর যবন নিধন।।
এত বলি ম্লেচ্ছসৈন্য পুনঃ ভেদ করি।
ক্ষত্রগণ পশে গিয়া সংগ্রাম ভিতরি।।
ক্ষত্রিয়গণের এই ঔদ্ধত্য হেরিয়া।
মহামর্দ্দ ধনু লয় করেতে ধরিয়া।।
হাসিতে হাসিতে লয় নিজ শরাসন।
টঙ্কার শব্দতে করে বিস্ময়োৎপাদন।।
মহাবেগে অগ্রগামী মহামর্দ্দ হয়।
কালতুল্য মূর্ত্তি তার নাহিক সংশয়।।
ঐরাবত সম তার দেহ বিভীষণ।
হেরিলে বিমুগ্ধ হয় দর্শকের মন।।
রয়েছে বসিয়া বীর প্রমত্ত বারণে।
সচল পর্ব্বতসম চলিছে সঘনে।।
ঘন ঘন সিংহনাদ করিয়া তখন।
সিন্ধুরাজ প্রতি আসে যখন রাজন।।
দূর হতে তাহা দেখি কিরাতের রায়।
সৈন্ধবের প্রাণরক্ষা কর বাসনায়।
সসৈন্যে সেখানে ত্বরা করে আগমন।
যবনেরা তাহা চক্ষে করে দরশন।।

মহামর্দ্দ তাহা দেখি কুপিত অন্তরে।
প্রবৃত্ত হইল পরে দারুণ সমরে।।
কিরাত সহিত যুদ্ধ বাধিল ভীষণ।
মহাগদা নিজহস্তে করিয়া গ্রহণ।।
করিল নিক্ষেপ ইহা কিরাত ঈশ্বরে।
গদা আসে মহাবেগে বক্ষের উপরে।।
রোষভরে দেখি তাহা কিরাত রাজন।
লম্ফ দিয়া সেই গদা করিল গ্রহণ।।
সেই গদা অনায়াসে ধরি নিজ করে।
নিক্ষেপ করিল তাহা যবন উপরে।।
গদাঘাতে বিচূর্ণিত ম্লেচ্ছ সেনাপতি।
যোদ্ধাগণ তাহা দেখি বিমোহিত অতি।।
অদ্ভুত ব্যাপার এই করিয়া দর্শন।
যোদ্ধাগণ বিমোহিত হইল তখন।।
রোষভরে সেই কালে কিরাত-নন্দিনী।
অধর দংশন করে শুন যত মুনি।।
তারপর শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন।
মহাশূল রূপবতী করিল গ্রহণ।।
পূর্ব্বকালে ভার্গবেরে শুশ্রষা করিয়ে।
পেয়েছিল এই শূল সানন্দ হৃদয়ে।।
সাক্ষাৎ কৃতান্ত সম সেই শূল হয়।
জ্বলন্ত অনলসম নাহিক সংশয়।।
ত্রিশিখা বিশিষ্ট সেই শূল বিভীষণ।
কিরাত-নন্দিনী তাহা করিল গ্রহণ।।
মন্ত্রপূত করিল তাহা সানন্দ অন্তরে।
ম্লেচ্ছরাজ ভ্রাতৃপর নিক্ষেপণ করে।।
মহাবেগে সেই শূল উঠিয়া গগন।
ঘোররবে ঘন ঘন করয়ে গর্জ্জন।।
তেজরাশি তাহা হতে ঘন বাহিরায়।
সূর্য্যবিম্বসম ইহা কি বলি সবায়।।
ঘোরশব্দ করি উহা গগন উপরে।
সবেগে পড়িল গিয়া যবনের পরে।।
মহাশূলে ভিন্ন হৈল তাহার হৃদয়।
বিদীর্ণ হইয়া গেল ওহে ঋষিচয়।।

সেই বীর গজোপরি করি অবস্থান।
রুধির বমন করে নাহিক বিরাম।।
সিন্ধুপতি তাহা দেখি কুপিত অন্তরে।
খড়্গাঘাতে যবনের শিরচ্ছেদ করে।।
পুনরায় করি এক অসির প্রহার।
পাঠালেন গজরাজে শমন আগার।।
এইরূপে হত হলে যবনের পতি।
ক্ষত্রগণ জয়শব্দ করে নিরবধি।।
নাথহীন হয়ে পড়ে ম্লেচ্ছ সৈন্যগণ।
কেহ কেহ প্রাণ হেতু করে পলায়ন।।
ব্যুহভঙ্গ করি সব আলুলিত কেশে।
পলায়ন করি যায় ইচ্ছা যেই দেশে।।
জীবন ত্যজিয়া যারা হয়েছে পতন।
শিবাগণ তার পাশে করি আগমন।।
ছিঁড়িয়া সবার মাংস ঘন ঘন খায়।
চারিদিকে বেড়ি আসি সকলে দাঁড়ায়।।
শকুনি বায়স আদি করে আগমন।
আকর্ষণ করি মাংস করয়ে ভক্ষণ।।
ভীষণ রাক্ষস আর পিশাচের দল।
হর্ষভরে সমাগত হয় রণস্থল।।
বিকট হাসিয়া সবে করে বিচরণ।
রক্তপান করি সবে আনন্দিত মন।।
খায় মাংস ঘন ঘন পুলক অন্তরে।
রণস্থলে এইরূপে বিচরণ করে।।
স্থানে স্থানে মহাবল বিহঙ্গমগণ।
বিরূপ আকার সব ভীম দরশন।।
চীৎকার করিয়া সবে ভয়ঙ্কর স্বরে।
বিবাদ করিছে কত তারা পরস্পরে।।
কলহ করয়ে সবে মাংসের কারণ।
এইরূপে রণস্থলে হয় দরশন।।
ভুত-প্রেত আদি করি যত নিশাচর।
উপনীত হয় আসি সমর ভিতর।।
শোণিত কর্দ্দম হয় সেই রণস্থলে।
অট্টহাস্য ঘন ঘন করিছে সকলে।।

এরূপে বিনষ্ট হলে যবন রাজন।
তাহার যতেক সৈন্য হইল নিধন।।
তাহার অনুজ শেষে পড়িল সমরে।
ক্ষত্রকুল ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে।।
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি হয় ঘনে ঘন।
করে নৃত্য আনন্দেতে অমরের গণ।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে সুমধুর স্বরে।
গন্ধর্ব্বেরা গান করে হরিষ অন্তরে।।
চারিদিক প্রকাশিত হইল তখন।
জ্যোতিষ্ক মণ্ডল করে প্রতিভা ধারণ।।
সুখস্পর্শ সমীরণ বহিতে লাগিল।
ভাস্কর অপূর্ব্ব প্রভা ধারণ করিল।।
প্রজ্জ্বলিত হৈল অগ্নি পূর্ব্বের সমান।
সকলে করিতে থাকে আহুতি প্রদান।।
এইরূপে জয়লাভ করিয়া সমরে।
সিন্ধুরাজ পুলকিত আপন অন্তরে।।
পৈতৃক সাম্রাজ্য পুনঃ করেন উদ্ধার।
পুনরায় হাস্যমুখ হইল তাহার।।
পরম প্রহৃষ্ট হয়ে সিন্ধুর রাজন।
কিরাত রাজারে করে গাঢ় আলিঙ্গন।।
আলিঙ্গন করে আর পাঞ্চাল রাজনে।
করিলেন অভ্যর্থনা মধুর ভাষণে।।
যবন বাহিনী এবে করিয়া মথন।
বিপক্ষ সাগর হতে উঠেন রাজন।।
বাহুবলে দগ্ধ করে যবন নিকরে।
মহাবল নরপতি জানে সর্ব্বনরে।।
পুনরায় স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত হন।
সুপ্রসন্ন তাঁর প্রতি সূর্য্যের নন্দন।।
পুনরায় তুষ্ট হন গ্রহ শনৈশ্চর।
অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর।।
এইরূপে শত্রুকুল করিয়া নিধন।
মনোব্যথা দূর করে সিন্ধুর রাজন।।
পুনরায় প্রজাগণে করিয়া উদ্ধার।
শাসন করেন সবে রাজা গুণাধার।।
ইন্দ্রের সমান প্রজা করেন পালন।
তাঁহার গুণের কথা না যায় বর্ণন।।
অরি বিমথন করি সিন্ধুর ঈশ্বর।
প্রজাগণে ধনদান করেন বিস্তর।।
শান্তিগুণ ধরি প্রজা করেন পালন।
তাঁহার গুণেতে বশ যত প্রজাগণ।।
পুত্রের সমান প্রজা পালিতে লাগিল।
তাঁহার যশেতে ধরা পূরিত হইল।।
এদিকে শুনহ পরে ওহে ঋষিগণ।
রণমাঝে মহাবল কিরাত রাজন।।
কন্যার প্রভাব দেখি আপন নয়নে।
বিস্মিত হয়েন কত না যায় কহনে।।
অলৌকিক বল তাঁর করি দরশন।
স্নেহ পরবশ হন কিরাত রাজন।।
অশ্রুবারি আনন্দেতে ঘন ঘন পড়ে।
নিলেন কন্যারে তুলে অঙ্কের উপরে।।
মিষ্টভাবে সম্বোধিয়া কহেন তখন।
এসো বৎসে মমবাক্য করহ শ্রবণ।।
তুমি আজি রণস্থলে করি আগমন।
যেরূপ করেছ বৎস বল প্রদর্শন।।
যেরূপে যবন-কুল করিলে বিনাশ।
ইহাতে হইল কীর্ত্তি জগতে প্রকাশ।।
লোকাতীত কার্য্য ইহা নাহি সংশয়।
হেনকাজ মানুষের কভু সাধ্য নয়।।
অধিক বলিব কিবা শুনহ কল্যাণী।
আমি তব পিতা বটে তুমি যে নন্দিনী।।
কিন্তু এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
অম্বিকা সদৃশ ভাবি তোমারে এখন।।
এমন নৈপুণ্য রণে কভু নাহি হেরি।
অধিক বলিব কিবা শুনহ কুমারী।।
এক কথা আরো বলি করহ শ্রবণ।
সিন্ধুরাজে অনুরক্তা হয়েছ এখন।।
তাহা দেখি মোরা ভাসি আনন্দ সাগরে।
অতএব শুন বৎসে বলি যে তোমারে।।

পাঞ্চালের অধিপতি করুন দর্শন।
দেখুক যতেক আছে মম সৈন্যগণ।।
সবার সমক্ষে আমি সানন্দ অন্তরে।
তোমারে অর্পিব আমি সৈন্ধব ঈশ্বরে।।
এত বলি বীরবর কিরাত রাজন।
দুহিতার করপদ্ম করিয়া ধারণ।।
সিন্ধুরাজ কর সহ যোজিত করিয়ে।
সিন্ধুনাথে বলিলেন সানন্দ হৃদয়ে।।
বীরবর শুন শুন আমার বচন।
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা কর দরশন।।
হইয়াছে অনুরক্তা তোমার উপরে।
অতএব কন্যাদান করি তব করে।।
পত্নীত্বে ইহারে তুমি করহ গ্রহণ।
তাহে তুষ্ট হব আমি শুনহ রাজন।।
সাধুশীলা এই কন্যা হেরিছ নয়নে।
অযোগ্য নহেক তব ভাবি দেখ মনে।।
কেবল নহেক কন্যা মাত্র রূপবতী।
গুণ বহুতর আছে ওহে মহীপতি।।
শাস্ত্রাদিতে জ্ঞান তাহে শুনহ রাজন।
রণ-দক্ষা এই কন্যা করিলে দর্শন।।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহীপতি।
গ্রহণ করহ এবে কহিনু সম্প্রতি।।
কিবা আর তব পাশে কহিব বচন।
সমরে পাণ্ডিত্য এঁর করিলে দর্শন।।
নামের সদৃশ্য কার্য্য করেছেন ইনি।
বীরা নামে খ্যাত ইনি ওহে নৃপমণি।।
অধিক বলিব কিবা শুনহ রাজন।
একমাত্র তোমা প্রতি অনুরাগী মন।।
বিবেচনা করি দেখ আপন অন্তরে।
একমাত্র রাজ্য তব উদ্ধারের তরে।।
নন্দিনী আমার করে রণে আগমন।
অধিক বলিব কিবা সিন্ধুর রাজন।।
দেখ রাজা বিবেচিয়া এ ভব সংসারে।
প্রণয়ে বিমুগ্ধ যদি নাহি হয় নরে।।
তবে কি উদ্যত হয় দিতে নিজ প্রাণ।
প্রাণ দিতে কে বা আসে ওহে মতিমান।।
এই দেখি বিবেচিয়া আপন অন্তরে।
প্রাণসমা নন্দিনীরে দিনু তব করে।।
জগতে নাহিক হেরি তোমার সমান।
সকলের কর তুমি উচিত সম্মান।।
যেইজন যেইরূপ মাননীয় হয়।
তাহারে সেরূপ মান্য কর মহোদয়।।
দিতেছি কন্যারে তব করে উপহার।
মম অনুরোধ রক্ষা কর গুণাধার।।
যদি তুমি মম কন্যা করহ গ্রহণ।
হইবে অবশ্য মম বাসনা পূরণ।।
আমি পুলকিত হব আপন অন্তরে।
বলিব অধিক আর কি বল তোমারে।।
এইরূপ সুললিত বচন বিন্যাসে।
কিরাতের অধিপতি বাসনা প্রকাশে।।
অনুনয় করে কত সেই মতিমান।
শুনিয়া শ্রবণে তাহা সৈন্ধব ধীমান।।
কহিলেন শুন শুন কিরাত রাজন।
আজ্ঞা কৈলে মোরে যাহা ওহে মহাত্মন।।
অবিচারে তাহা আমি করিব পালন।
আপনার আজ্ঞা করি শিরেতে ধারণ।।
কৃতঘ্ন নহেক কভু সিন্ধু অধিপতি।
জানিবে অন্তরে ইহা ওহে মহামতি।।
তোমার নন্দিনী হয় পরম রূপসী।
তাহার রূপের কথা ভাবি দিবানিশি।।
ললনা কুলের তিনি প্রধান ভূষণ।
আমি তাঁরে সমাদরে করিব গ্রহণ।।
নাহিক জগতে কেহ তাঁহার সমান।
সাদরে লইব তারে ওহে মতিমান।।
এত বলি ধর্ম্মনিষ্ঠ সিন্ধুর রাজন।
সবার সমক্ষে কন্যা করেন গ্রহণ।।
লক্ষ্মীরে গ্রহণ যথা করে নারায়ণ।
সেই রূপ মহাবীর সিন্ধুর রাজন।।

পত্নীত্বে গ্রহণ করে কিরাত কন্যারে।
জয় জয় শব্দ করে যত সব নরে।।
এই রূপ সিন্ধুরাজ সমর করিয়া।
পিতৃরাজ্য পুনরায় লইল জিনিয়া।।
কিরাত রাজের আর পাঞ্চাল পতির।
সাহায্য লইয়া সেই সৈন্ধব প্রবীর।।
দুরাত্মা যবনগণে করিয়া নিধন।
পৈতৃক সাম্রাজ্য পুনঃ করেন গ্রহণ।।
নিজহস্তে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
সিংহাসনে অধিরূঢ় হল পুনর্ব্বার।।
গুরুজন পাশে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
লইলেন পুনরায় রাজ সিংহাসন।।
যেমন বসিলেন রাজা রাজ সিংহাসনে।
মাগধ আসিল সব নৃপ বিদ্যমানে।।
মাগধেরা চারিদিকে করি অবস্থান।
স্তুতিপাঠ আরম্ভিল নৃপ বিদ্যমান।।
রাজার যতেক গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
পরম আনন্দে করে সেই সবজন।।
হেনকালে জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ-নিকর।
উপনীত হয় আসি রাজার গোচর।।
দুর্ব্বাক্ষিত করে সবে করিয়া গ্রহণ।
আশীর্ব্বাদ করে তারা কে করে বর্ণন।।
পুরনারী সবে আসি রাজার গোচরে।
লাজ বর্ষে চারিদিকে হর্ষ সহকারে।।
চারিদিক হতে যত আসিয়া রাজন।
নতশিরে রাজপদ করিল বন্দন।।
মুকুট সবার শিরে কিবা শোভা পায়।
মণিতে খচিত তাহা কি বলি সবায়।।
সেই শির নতি করে সৈন্ধব চরণে।
আনন্দ উঠিল আহা সৈন্ধব ভবনে।।
অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র নিকর।
উপনীত হয় আসি রাজার গোচর।।
অভিমত অর্থ পায় এই সে কারণে।
রাজগুণ করে গান একান্ত যতনে।।

বংশের মাহাত্ম্য কথা করিয়া কীর্ত্তন।
প্রশংসা করে রাজার সেই সবজন।।
স্তুতিবাদ করে কত বর্ণিবার নয়।
নগরী হইল ক্রমে কোলাহলময়।।
তারপর বীরসেন সিন্ধু অধিপতি।
রাজ সিংহাসনে বসি সেই মহামতি।।
বিধিমত বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ।
কিরাতের নন্দিনীরে করেন গ্রহণ।।
রমণী দিব্যরূপা কি বলিব আর।
তাহে সিন্ধু অধিপতি অতি গুণাধার।।
যোগ্য পতি সনে কৈল যোগ্যার মিলন।
কমলারে লয় যথা দেব নারায়ণ।।
আনন্দ পূরিত হৈল সৈন্ধব নগরী।
সে কালের সুখকথা বর্ণিবারে নারি।।
তদবধি নৃপবর সৈন্ধব ঈশ্বর।
সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ গুণীর প্রবর।।
কুলাচার্য্য পাশে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ।
গ্রহরাজ শনিদেবে করেন পূজন।।
শনিবারে সুসংযত হইয়া রাজন।
সূর্য্য সুতে যথাবিধি করেন অর্চ্চন।।
স্তব পাঠ করে রাজা মধুর বচনে।
প্রসন্ন করেন গ্রহে একান্ত যতনে।।
এইরূপে সমাতীত হইল বৎসর।
সুপ্রসন্ন গ্রহরাজ রাজার উপর।।
পরিতুষ্ট হয়ে তিনি রাজার উপরে।
শান্তভাবে আবির্ভূত হন শূন্য ভরে।।
জলদ গম্ভীর রবে করি সম্ভাষণ।
কহিলেন সিন্ধুনাথে মধুর বচন।।
সিন্ধুপতি শুন শুন বচন আমার।
সর্ব্বগুণে গুণবাণ তুমি গুণাধার।।
আমার প্রসাদে তুমি অতীব অচিরে।
রাজ চক্রবর্ত্তী হবে কহিনু তোমারে।।
সার্ব্বভৌম পদে তুমি হবে অধিষ্ঠিত।
আমার বচন রাজা জানিবে নিশ্চিত।।

যাবৎ করিবে তুমি কভু অবস্থান।
বিপদ না হবে তব ওহে মতিমান।।
বিঘ্ন না করিবে কভু তোমা আক্রমণ।
আরো যাহা বলি রাজা করহ শ্রবণ।।
আদি ব্যধি না রহিবে রাজ্যের ভিতরে।
অকাল মরণ যাবে রাজ্য হতে দূরে।।
দরিদ্রতা না রহিবে প্রজার ভিতর।
আমার আদেশ ইহা ওহে নরবর।।
দুঃখ জালে মুক্ত হবে যত প্রজাগণ।
পরম সুখেতে রবে জানিবে রাজন।।
আর এক কথা বলি শুন গুণাধার।
যেই ব্যক্তি দেহ ধরি ধরণী মাঝার।।
তব সম ভক্তি ভাবে আমার বাসরে।
বিধানে করিবে পূজা আমারে সাদরে।।
স্তব মম ভক্তিভরে করিবে পঠন।
অথবা ভক্তি করি করিবে শ্রবণ।।
প্রসন্ন হইব আমি তাহার উপর।
সুখেতে রহিবে সেই অবনী ভিতর।।
বিপদ তাহারে নাহি ঘেরিবে কখন।
সুখেতে রহিবে সেই আমার বচন।।
এত বলি পুনরায় মধুর বচনে।
বিধিসুত কহে পুনঃ যত ঋষিগণে।।
ঋষিগণ শুন শুন বলি তারপর।
রাজারে এতেক বলি গ্রহের ঈশ্বর।।
অবিলম্বে অন্তর্হিত হলেন গগনে।
পুলকিত নরপতি নিজ মনে মনে।।
সভাতে আছিল যত মানবের দল।
জয় জয় ধ্বনি করি করে কোলাহল।।
আনন্দের জয়ধ্বনি সবার বদনে।
কত ধন দেন রাজা দীন দুঃখীগণে।।
পরম সুখেতে রহে যত প্রজাগণ।
পুত্র সম প্রজা রাজা করেন পালন।।
এদিকে কিরাত-রাজ ঈশ্বর পাঞ্চাল।
দুইজনে কিছুদিন রহে সেই স্থল।।
প্রণয় বাড়িল ক্রমে সিন্ধুরাজ সনে।
দুইজনে কিছুদিন রহে সেইখানে।।
তারপর রাজপাশে যাচেন বিদায়।
তাহা শুনি সিন্ধুপতি বিচলিত কায়।।
অবিরল অশ্রুবারি করে বিসর্জ্জন।
তারপর মনোবেগে করিয়া দমন।।
নরপতি দুইজনে দিলেন বিদায়।
বিদায় লইয়া তারা দুইজনে যায়।।
নিজ রাজ্যে যাত্রা করে উভয় রাজন।
যথাকালে উপনীত হন দুইজন।।
এরূপ শ্বশুর আর সুহৃদ-প্রবরে।
বিদায় প্রদান করি আপন অন্তরে।।
বিষাদ লভেন সেই সিন্ধুর রাজন।
ধৈর্য্যধরি তার পর ওহে ঋষিগণ।।
প্রজার পালন করে একান্ত যতনে।
বিধিমতে পূজা করে যত দেবগণে।।
অতিথি গণেরে সদা করেন পূজন।
দীন দুঃখীজনে ধন করেন অর্পণ।।
যাগ-যজ্ঞ কত করে বর্ণিবার নয়।
তাঁহার শাসনে সুখী প্রজাগণ হয়।।
জনমে প্রচুর শস্য ধরণী মাঝারে।
যথাকালে জল বর্ষে জলদ নিকরে।।
অনাবৃষ্টি নাহি হয় রাজ্যের ভিতর।
অকাল মরণ নাহি জানে কোন নর।।
পরম সুখেতে থাকে যত প্রজাগণ।
নারায়ণ সম রাজা করেন শাসন।।
তাঁহার শাসন গুণে নৃপতি নিকর।
বশীভূত হয়ে কাছে রহে নিরন্তর।।
বীরত্ব যে রূপ ধরে সিন্ধু নরপতি।
আছয়ে খ্যাত তাহা সর্ব্ব বসুমতি।।
তাঁহার বীরত্বভরে অরাতি নিকর।
নিরন্তর হয়ে রহে সভয় অন্তর।।
মিত্রবর্গে সদা সুখী রাখেন রাজন।
যাগ যজ্ঞ কত করে সমিত বিক্রম।।

নানাবিধ যজ্ঞ করি সিন্ধু অধিপতি।
দেবতাগণের তুষ্টি করে নিরবধি।।
দেবগণ তুষ্ট হয়ে পুলক অন্তরে।
অভিমত বর দেন নৃপতি প্রবরে।।
নরপতি বর পেয়ে আনন্দে মগন।
বিপ্রগণে নানা মতে করান ভোজন।।
স্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দেন বিপ্রগণে।
বসন দিলেন কত না যায় কহনে।।
নানাবিধ অলঙ্কার করেন প্রদান।
বিপ্রগণে এইরূপে তোষেন ধীমান্।।
তারপর নারায়ণে স্মরেণ অন্তরে।
কাণ্ডারী অন্তিমে যিনি ভব পারাবারে।।
সর্ব্বজ্ঞানময় যিনি সুমঙ্গলময়।
সেই দেবে স্মরে হৃদে রাজা গুণময়।।
এইরূপে বাসুদেবে করিয়া স্মরণ।
দিগ্বিজয় অভিলাষ করেন রাজন।।
অক্ষৌহিণী চতুরঙ্গ সেনা সহকারে।
নরপতি চলিলেন দেশ দেশান্তরে।।
জৈত্ররথে বাহনাদি করিয়া যোজন।
বীরসেন সেই রথে করি আরোহণ।।
করিলেন শুভযাত্রা দিগ্বিজয় তরে।
রণবাদ্য চারিদিকে বাজে ঘোরস্বরে।।
ভারতাদি যত রাজ্যে করিয়া গমন।
একে একে পরাজয় করেন রাজন।।
ভারত কিমপুরু আর রাজ্য ইলাবৃত।
রাজ্য সব অনায়াসে হল পরাজিত।।
আরণ্য পার্ব্বত্য যত বর্ব্বর যবন।
ক্রমে ক্রমে পরাজিত হয় সবজন।।
এইরূপ নরনাথ অতীব আচরে।
পরাজয় করিলেন সকল রাজারে।।
বশীভূত হয় তাহে যত রাজগণ।
কত ধনরত্ন আদি করে বিতরণ।।
কত অশ্ব হস্তী রাজা উপহার পায়।
কত দ্রব্য পান তাহা কি বলি সবায়।।

বহুধন এইরূপে করিয়া গ্রহণ।
পুনশ্চ স্বরাজ্যে রাজা প্রত্যাগত হন।।
অখণ্ডিত ভুজ-দণ্ড প্রতাপে রাজন।
যাবতীয় শত্রুগণে করিয়া দমন।।
মহারাজ সিন্ধুপতি আপনার বলে।
করিলেন স্বীয়বশ অরাতি মণ্ডলে।।
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সম হতদর্প হয়ে।
রহিল তাহারা সবে বিকল-হৃদয়ে।।
তাহাদের পাশে কর করিয়া গ্রহণ।
আপন রাজ্যেতে আসে সিন্ধুর নন্দন।।
নরপতি এইরূপে আসিয়া নগরে।
রাজসূয় যজ্ঞ করে অতি ভক্তিভরে।।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যেমন বিধান।
দীন দুঃখী জনে ধন করেন প্রদান।।
প্রভূত দক্ষিণা দেন যত বিপ্রগণে।
সম্মান করেন কত অভ্যাগত জনে।।
এসেছিল যত রাজা তাঁহার আলয়।
সবারে সম্মান করে রাজা মহোদয়।।
যজ্ঞবিধি এই রূপে হলে সমাপন।
সবারে বিদায় দেন সিন্ধুর রাজন।।
অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা করিয়া যতনে।
বিদায় দিলেন সবে বিহিত বিধানে।।
বিদায় পাইয়া সবে করয়ে গমন।
আপনি আপন স্থানে উপনীত হন।।
যজ্ঞ আদি এইরূপে করি সমাপন।
বিশ্বাস কারণে রাজা সমুদ্যত হন।।
রাজকার্য্য সমর্পিয়া মন্ত্রীর উপরে।
নৃপবর পশিলেন অন্তর ভিতরে।।
কিরাত-নন্দিনী সহ করেন বিহার।
আরো যত নারী ছিল অন্তঃপুরে তাঁর।।
ধর্ম্ম অবিরোধে করে বিহার রাজন।
সবাকার মনোতুষ্টি করেন সাধন।।
এইরূপে কিছুকাল করিয়া বিহার।
পুনঃ রাজ কাজে মন দেন গুণাধার।।

কিরাত-নন্দিনী গর্ভে জনমে নন্দন।
পরম সুন্দর সেই অতি বিমোহন।।
আনন্দে পূরিত হয় রাজার নগর।
প্রতি ঘরে মহোৎসব করে সব নর।।
কদলী রোপিত হয় প্রতি দ্বারে দ্বারে।
পুষ্পমাল্য শোভে কত কে বর্ণিতে পারে।।
পূর্ণ কুম্ভ দ্বারে দ্বারে করয়ে স্থাপন।
আনন্দে মগন হয় যত প্রজাগণ।।
সুখের সাগরে ভাসে সিন্ধু নরপতি।
নারীগণ অন্তঃপুরে মহাসুখী অতি।।
দীনজনে ধন রাজা করেন অর্পণ।
বিপ্রগণে নানামতে করান ভোজন।।
দেবতা উদ্দেশ্যে পূজা করেন যতনে।
এইরূপে শুভকার্য্য পুত্রের কারণে।।
মহাসুখে হইলেন সুখী নরপতি।
মনের হরিষে কাল যাপে দিনরাতি।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন।।
এহেন মাহাত্ম্য কথা কহিনু সবারে।
ভক্তিভরে তাঁর পদ ভাবহ অন্তরে।।
তাঁহার অসাধ্য নাহি ভুবন ভিতর।
তাঁহার প্রসাদে সুখী হও যত নর।।
উচ্চজনে নীচ করে সূর্য্যের নন্দন।
নীচজনে উচ্চ করে সেই মহাত্মন।।
বিধানে তাঁহার পূজা করিলে যতনে।
বিঘ্নরাশি নাহি আসে তার বিদ্যমানে।।
ভক্তিভরে তাঁর স্তব করিলে পঠন।
বাসনা পূরণ হয় ওহে ঋষিগণ।।
অধনীর ধন হয় তাঁহার কৃপায়।
তাঁর বরে পুত্রহীন পুত্র আদি পায়।।
কামার্থীর কাম পূর্ণ প্রসাদে তাঁহার।
ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্ম হয় জগৎ মাঝার।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
যাহার যেমত আছে উচিত নিয়ম।।

ধর্ম্মরক্ষা সেইরূপে করিলে যতনে।
কর্ত্তব্য সাধন কৈলে ঐকান্তিক মনে।।
তাঁহারে বিপদ নাহি করে আক্রমণ।
বেদের বিধান এই শাস্ত্রের বচন।।
ধর্ম্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ সিন্ধু নরপতি।
কর্ত্তব্য সাধন কৈলে সেই মহামতি।।
সেই বিঘ্নরাশি তাঁর হৈল বিদূরণ।
রাজচক্রবর্ত্তী হল এই সে কারণ।।
রাজগণ রাজধর্ম্ম পালিলে যতনে।
বিপদ নাহিক আসে তার বিদ্যমানে।।
যাহার যেমন আছে কর্ত্তব্য বিধান।
সেরূপ করিবে কাজ সেই মতিমান।।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পাতক তার যায় দূরান্তর।।

রাজ কর্ত্তব্য

রাজ চক্রবর্ত্তী কথা হইল বর্ণন।
ব্যাখ্যা করে সমুদয় বিধির নন্দন।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
মধুর বচনে পুনঃ করি সম্বোধন।।
জিজ্ঞাসা করেন সবে সনত কুমারে।
শুন শুন নিবেদন করি হে তোমারে।।
তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
বলবতী হয় ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ শুনি।।
বিধানেতে নিজ কর্ম্ম করিল সাধন।
সেহেতু পরম সুখী সিন্ধুর রাজন।।
একথা কহিলে তুমি মোদের গোচরে।
তাই পুনঃ জিজ্ঞাসিছি জানিবে তোমারে।।

উচিত হয় কি কাজ করিতে রাজার।
প্রকাশিয়া সেই কথা কহ গুণাধার।।
সামান্যতঃ কিবা কাজ করিলে সাধন।
সুখে কাল রাজগণ করয়ে যাপন।।
কর্ত্তব্য কর্ম্মের বল কি আছে বিধান।
এইসব বিবরিয়া কহ মতিমান।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
কহিলেন শুন শুন যত ঋষিগণ।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা অতি মধুময়।
বর্ণন করিব তাহা ওহে ঋষিচয়।।
রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজন।
ধর্ম্ম অবিরোধে প্রজা করিবে পালন।।
ধর্ম্মলোপ নাহি হয় এমত প্রকারে।
যথাবিধি নিরন্তর পালিবে প্রজারে।।
এইত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হতেছে রাজার।
বেদের বচন ইহা শাস্ত্রের বিচার।।
রাজ্য নষ্ট হয় যাহে ওহে ঋষিগণ।
সমূলে রাজ্যের নাশ করে যে করম।।
সে সব করম রাজা ত্যজিবে যতনে।
জানিবে ব্যসন উহা শাস্ত্রের বচনে।।
মন্ত্রণা করিবে যাহা মন্ত্রীর সহিত।
রাখিবে দৃঢ়ভাবে শাস্ত্রের বিহিত।।
প্রকাশ কাহার পাশে কভু না করিবে।
গুপ্ত থাকে যাহে তাহে যত্নবান হবে।।
মন্ত্রীগণে বিবেচিয়া করিবে স্থাপন।
কেবা দুষ্ট কেবা ভাল দেখিয়ে রাজন।।
নাহি কোন দোষ কভু যাহার শরীরে।
মন্ত্রীরে বরণ তারে করিবে সাদরে।।
কি দোষ করেছে শত্রু করিয়া দর্শন।
সেই জনে তার পর করিবে শাসন।।
সর্ব্বস্থানে গুপ্তচর রাখিতে হইবে।
সকল বিষয় তারা দেখিয়ে বেড়াবে।।
রাজ্যের সর্ব্বত্র তারা করিবে ভ্রমণ।
কোন্ ব্যক্তি কিবা করে করিবে দর্শন।।
সেই সব নিবেদিবে রাজার গোচরে।
বুঝিয়া করিবে রাজা যাহা হয় পরে।।
কিবা বন্ধু কিবা মিত্র কিবা আত্মজন।
কাহারে বিশ্বাস নাহি করিবে রাজন।।
কিন্তু কার্য্যকাল যদি উপস্থিত হয়।
বিশ্বাস করিবে শত্রু প্রতি সে সময়।।
সেই কার্য্য শাস্ত্র আদি করিতে হইবে।
তাহাতে নৃপতি সদা কৌশল দেখাবে।।
ক্ষয় বৃদ্ধি পরিশূন্য হবেন রাজন।
মন্ত্রীগণে নিজবশে করিবে স্থাপন।।
ভৃত্যগণে বশীভূত সতত রাখিবে।
পৌরজনে নিজায়ত্ত নিয়ত করিবে।।
বিরোধ করিতে হয় শত্রুর সহিত।
কিন্তু কাল বিচারিবে যেমন বিহিত।।
বশীভূত নাহি করি নিজ ভৃত্যগণে।
আয়ত্ত না করি আর যত মন্ত্রীগণে।।
শত্রুজয়ে নরপতি বাঞ্ছা যেই করে।
আসি যত বিঘ্নরাশি ঘেরিবে তাঁহারে।।
বাসনা পূর্ণ তাহার না হয় কখন।
অজিতাত্মা সেইজন শাস্ত্রের বচন।।
শত্রু হতে পরাভূত সেই জন হয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় ইহা নাহিক সংশয়।।
কাম ক্রোধ না করিবে নৃপতি কখন।
এই সব হৃদি হতে দিবে বিসর্জ্জন।।
রাখিবে না কাম আদি আপন অন্তরে।
অন্তর হইতে তাহা বিসর্জ্জিবে দূরে।।
যেই রাজা কাম ক্রোধ করে পরাজয়।
তার কাছে শত্রুগণ পরাভূত হয়।।
কাম আদি জয় যদি করিবারে নারে।
শত্রুগণ নাশে তারে জানিবে অন্তরে।।
তাহার রাজত্ব নাহি বহুদিন রয়।
অচিরে জীবন সেই ত্যজয়ে নিশ্চয়।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মান হর্ষ আর।
এই ছয় মহারিপু শাস্ত্রের বিচার।।

রাজার পরম শত্রু এই ছয় হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়।।
পাণ্ডুরাজ কাম হেতু লভেছে পতন।
অনুহ্লাদ শোক পান ক্রোধের কারণ।।
ক্রোধ হেতু তার পুত্র অকালেতে মরে।
লোভ হেতু ঐল মরে জানে সর্ব্বনরে।।
মদ হেতু বেণ রাজা লভিল বিনাশ।
মান হেতু অনায়ুর পুত্র পায় নাশ।।
হর্ষ হেতু বিনাশিত হয় পুরঞ্জয়।
অতএব মহাশত্রু এই ছয় হয়।।
এই সব পুনঃ পুনঃ করিয়া স্মরণ।
এই সব দোষ রাজা করিবে বর্জ্জন।।
কভু না রাখিবে দোষ আপন শরীরে।
তবেত রহিবে সুখে এ ভব সংসারে।।
এই সব দোষ যদি করয়ে বর্জ্জন।
পরম সুখেতে রবে ভবে সে রাজন।।
শত্রুগণ তার কাছে বশীভূত রবে।
তাঁহার বিনাশে শত্রু উদ্যত না হবে।।
রাজার কর্ম্ম এইত ওহে ঋষিগণ।
যতনে এসব রাজা করিবে সাধন।।
বায়স কোকিল ভৃঙ্গ মৃগ ভুজঙ্গম।
ময়ূর কুক্কুট হংস লোহ নয়জন।।
ইহাদের স্বভাবাদি করি দরশন।
নরপতি সেইরূপ করিবে করম।।
বিপক্ষ উপরে রাজা একান্ত অন্তরে।
কিটকের সম ক্রিয়া করিবে সাদরে।।
উপহাস কালে রাজা করিয়া যতন।
করিবেক পিপীলিকা চেষ্টা প্রদর্শন।।
শাল্মলী বীজের চেষ্টা যেইরূপ হয়।
অবগত হবে তাহা নৃপ মহোদয়।।
চন্দ্রের স্বরূপ রাজা অবগত হবে।
সূর্য্যের স্বরূপ রাজা অবশ্য জানিবে।।
কুলটা রমণী পদ্ম শরভ ও শুনী।
গুব্বিনীর স্তন আর গোপের রমণী।।
এদের নিকটে প্রজ্ঞা করিলে গ্রহণ।
রাজার মঙ্গল হয় ওহে ঋষিগণ।।
শুন শুন ঋষিগণ বলি পুনর্ব্বার।
যে সব উচিত হয় করিতে রাজার।।
যখন সাম্রাজ্য রাজ্য করিবে পালন।
করিবেক ইন্দ্রসম আকার ধারণ।।
সূর্য্যসম সোম আর বায়ুর আকৃতি।
ধারণ করিবে সেই কালে নরপতি।।
বর্ষাকালে চারিমাস দেবেন্দ্র যেমন।
আপ্যায়িত করে ধরা করি বরিষণ।।
সেইরূপ দান দ্বারা বিবেক রাজন।
সবার হৃদয় তুষ্টি করিবে সাধন।।
আট মাস যেইরূপ দেব দিবাকর।
আকর্ষণ করে জল দিয়া নিজ কর।।
সেরূপ করিয়া রাজা সুসূক্ষ্ম উপায়।
শুল্ক আদি কর যত করিবে আদায়।।
কাল উপস্থিত হলে শমন যেমন।
প্রিয় বা অপ্রিয় সব করেন নিধন।।
সেরূপ নৃপতি যদি অপরাধ হেরে।
সমভাবে দণ্ড দিবে প্রজা সবাকারে।।
প্রিয়াপ্রিয় বিচার না করিবে কখন।
এইত রাজার কার্য্য শুন ঋষিগণ।।
যেইরূপ পূর্ণচন্দ্র করি দরশন।
প্রীতিমান হয় যত ভুবনের জন।।
নিরীক্ষণ সেইরূপ করিয়া রাজারে।
সকলে সন্তুষ্টি যদি লভয়ে অন্তরে।।
তাহা হলে শশিব্রত হয় অনুষ্ঠান।
বলিনু রাজার ধর্ম্ম সবা বিদ্যমান।।
সবার অন্তর মাঝে পবন যেমন।
নিগূঢ় রূপেতে সদা করে সঞ্চরণ।।
সেইরূপ চরদ্বারা বিবেকী রাজন।
সবার অন্তর মাঝে করিবে এমন।।
সবার মনের ভাব জানিতে হইবে।
তবেত মঙ্গল নৃপ অবশ্য লভিবে।।

অমাত্য বান্ধব পৌর যেই কোনজন।
রাজার উপরে ভাব রাখেন কেমন।।
চরদ্বারা এইসব জানিবে নৃপতি।
মঙ্গল হইবে তাহে শাস্ত্রের ভারতী।।
যাহার হৃদয়ে লোভ না আছে কখন।
যেই রাজা হৃদে কাম না করে ধারণ।।
অন্তর আকৃষ্ট যার কিছুতে না হয়।
সেই রাজা স্বর্গভোগী জানিবে নিশ্চয়।।
কুপথে গমন যদি করে প্রজাগণ।
অথবা স্বধর্ম্ম তারা করে বিসর্জ্জন।।
শাসন করিবে রাজা বিহিত বিধানে।
এইত রাজার কর্ম্ম কহি সবাস্থানে।।
পুনশ্চ স্বধর্ম্মে রত যেই রূপে হয়।
সেই কাজ করিবেন নৃপ মহোদয়।।
সুপথে গমন করে যাহে প্রজাগণ।
সেই কার্য্য কায় মনে করিবে সাধন।।
এইরূপে আপ্তকার্য্য করিলে নৃপতি।
অন্তিমে তাহার হয় পরমা সুগতি।।
অন্তকালে দিব্য যানে করি আরোহণ।
স্বর্গপুরে সেই নৃপ করেন গমন।।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।
বলিলাম সবাপাশে ওহে ঋষিচয়।।
মঙ্গল কামনা করে যেই নররায়।
সর্ব্বথা করিবে সেই এ সব উপায়।।
বিপ্র আদি চতুর্ব্বর্ণ রাজত্বে যাঁহার।
আপন আপন ধর্ম্ম করে অনিবার।।
নিজ ধর্ম্ম কভু নাহি করয়ে বর্জ্জন।
সেই রাজা অবসন্ন না হয় কখন।।
ইহকালে সুখে থাকে সেই নরপতি।
অন্তিমে তাহার হয় পরমা সুগতি।।
শত্রুগণ তারে নাহি করে আক্রমণ।
তাহার নিকটে বশ অন্য রাজগণ।।
সামন্ত রাজারা সব বিনত-বদনে।
বন্দনা নিয়ত করে তাহার চরণে।।
বিঘ্নরাশি সেই নৃপে করি দরশন।
দ্রুতপদে দূরস্থানে করে পলায়ন।।
ইহকালে নিত্য সুখ সেই রাজা পায়।
পরকালে দিব্যরথে দিব্যপুরে যায়।।
দুর্ম্মতি যদ্যপি হয় রাজ্যের ভিতর।
অন্য জনে কুমন্ত্রণা দিয়া সেই নর।।
স্বধর্ম্ম হইতে তারে বিচলিত করে।
রাখিবেন দৃষ্টি রাজা তাহার উপরে।।
স্বধর্ম্মে তাহারে পুনঃ করিবে স্থাপন।
হৃষ্টমনে বিধিমতে করিবে শাসন।।
এইত রাজার ধর্ম্ম ওহে ঋষিচয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়।।
এই সব বিবেচিয়া পালহ অন্তরে।
যেই রাজা প্রজা পালে অতি যত্ন করে।।
প্রজার ধর্ম্মের অংশ পায় সে রাজন।
স্বর্গবাসী হন পরে শাস্ত্রের বচন।।
রাজধর্ম্ম যেইরূপ করেছি শ্রবণ।
সেইরূপ সবাপাশে করিনু কীর্ত্তন।।
অধিক বলিব কিবা তাপস-নিকর।
রাজধর্ম্ম পালিবেক সদা নৃপবর।।
নবজন্ম এইরূপে করিয়া ধারণ।
নৃপগণ অন্য অন্য করিবে করম।।
যাহার যেমন কর্ম্ম আছয়ে নির্ণয়।
সেরূপ করিতে হবে ওহে ঋষিচয়।।
কিন্তু এক কথা বলি শুন সর্ব্বজন।
আপন করম বটে করিবে সাধন।।
বিপ্রের উচিত কাজ ব্রাহ্মণে করিবে।
ক্ষত্রিয়েরা নিজ কাজ যতনে সাধিবে।।
বৈশ্যগণ নিজকর্ম্ম করিবে সাধন।
শূদ্রগণ করিবেক যেমত নিয়ম।।
নারীগণ নিজ কার্য্য করিবে যতনে।
যেমন নির্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বিধানে।।
নানাবিধ ব্রত আছে শাস্ত্রের ভিতর।
নারীরা করিবে তাহা করিয়া আদর।।

বিধানে যতেক ব্রত করিলে সাধন।
অনুত্তম ফল পায় নারীজাতিগণ।।
নর-নারী সবে ব্রত করিবে যতনে।
যেমত নির্দ্দিষ্ট আছে শাস্ত্রের বচনে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা কহিনু কীর্ত্তন।।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পাতক নাশ পুত কলেবর।।

ব্রতের মাহাত্ম্য নির্ণয়

শ্রবণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।
সুমধুর স্বরে বলে ব্রহ্মার কোঙর।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত মুনিগণ।
নিবেদন করি ওহে বিধির নন্দন।।
ব্রতের মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাব কামনা।।
কোন ব্রত ফলে হয় কি পুণ্য সঞ্চার।
প্রকাশ করিয়া কহ ওহে গুণাধার।।
পুণ্য কথা তব পাশে করিয়া শ্রবণ।
সার্থক হউক এবে মোদের জীবন।।
ঋষিদের মুখে শুনি এতেক কাহিনী।
সনৎ-কুমার কহে সুমধুর বাণী।।
ঋষিগণ বলিতেছি করহ শ্রবণ।
ব্রতের মাহাত্ম্য কথা অতীব উত্তম।।
ষষ্ঠিব্রত নামে আছে ব্রতের প্রধান।
পাতক বিনাশ পায় কৈলে অনুষ্ঠান।।
এই ব্রত উপদেশ দেন প্রজাপতি।
পাতক বিনাশ পায় শাস্ত্রের ভারতী।।
স্বর্ণোৎপল বিনির্ম্মাণ করিয়া যতনে।
পূজিবেক তাহা দিয়া দেব নারায়ণে।।
এইরূপে যেই করে ব্রতের সাধন।
বিষ্ণুপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
আষাঢ়ের চারিদিন অভ্যঙ্গ ত্যজিলে।
প্রীতিব্রত নাম তার শাস্ত্রে হেন বলে।।
এইরূপ যেইজন করয়ে সাধন।
শ্রীহরি পরম তুষ্ট তার প্রতি রন।।
পুণ্যদিনে হর-গৌরী করিয়া পূজন।
বিধানে নিয়ম আদি করিলে পালন।।
হর-গৌরী পরিতুষ্ট তাহার উপরে।
গৌরীব্রত নাম তার জানিবে অন্তরে।।
একাদশী দিনে যেই হয়ে ভক্তিমান।
অশোক কুসুম স্বর্ণে করিয়া নির্ম্মাণ।।
বিধানে অর্চ্চনা করি দেব নারায়ণে।
কাঞ্চনের পুষ্প দেয় অতিশুদ্ধ মনে।।
তারপরে শ্রীহরির প্রীতির কারণ।
বিপ্রগণে বস্ত্র দেয় আর বিভূষণ।।
কল্পকাল সেই জন রহে বিষ্ণুপুরে।
শোক নাহি ঘেরে কভু তাহার শরীরে।।
কাম্যব্রত নামে এই ব্রতের নির্ণয়।
বলিলাম সবাপাশে ওহে ঋষিচয়।।
কার্ত্তিক মাসেতে যেই হয়ে ভক্তিমান।
স্বর্ণপদ্ম মনোরম করিয়া নির্ম্মাণ।।
রুদ্রের অর্চ্চনা করি বিহিত বিধানে।
সেই পুষ্প দান করে যে কোন ব্রাহ্মণে।।
রুদ্র লোকে যায় সেই ত্যজি কলেবর।
পরম সুখে তথায় রহে নিরন্তর।।
শিবব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবনে।
মহাফলপ্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচনে।।
হেমন্ত কালেতে কিম্বা শিশির সময়ে।
যেইজন পুষ্প সেবা যতনে ত্যজিয়ে।।
অপরাহ্নে মহেশের প্রীতির কারণ।
অথবা হরির তুষ্টি করিতে সাধন।।

সুগন্ধি কুসুম দেয় ব্রাহ্মণের করে।
সেই নিত্যপদ পায় মহেশের পরে।।
সোমব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবন।
সবপাশে বলিলাম ওহে ঋষিগণ।।
ভাগ্যব্রত বলি খ্যাত শুনহ এখন।
অনুত্তম ব্রত সেই শাস্ত্রের বচন।।
ফাল্গুনের তৃতীয়াতে বিহিত বিধানে।
করিবে লবণ দান বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণে।।
বিপ্র দম্পতিরে পরে করিবে পূজন।
অর্পণ করিবে তারে গৃহোপকরণ।।
এইরূপে ভাগ্যব্রত যেইজন করে।
গৌরীলোকে রহে সেই কল্পকাল তরে।।
যেই জন মৌনব্রত করিয়া ধারণ।
সন্ধ্যাকালে যথাবিধি করিয়া অর্চ্চন।।
বস্ত্র তৈল দান করে ব্রাহ্মণ নিকরে।
সম্বৎসর এইরূপে প্রতিদিন করে।।
সরস্বতী লোকে যায় সেই সাধুজন।
সারস্বত ব্রত ইহা শুন মুনিগণ।।
প্রতিমাসে শুক্ল পক্ষে পঞ্চমী তিথিতে।
নরনারী যেই কেহ ভক্তিযুত চিতে।।
কমলার পূজা আদি করিয়া সাধন।
উপবাসী হয়ে থাকে ওহে ঋষিগণ।।
সম্বৎসর এইরূপ নিয়মে থাকিয়া।
উদ্যাপন করে শেষে পবিত্র হইয়া।।
স্বর্ণপদ্মসহ ধেনু দক্ষিণা বিতরে।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধু নরে।।
এই ব্রত যেইজন করয়ে সাধন।
কীর্ত্তিশালী হন সেই শাস্ত্রের বচন।।
কীর্ত্তিব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবনে।
সার কথা বলিলাম সবা বিদ্যমানে।।
যেই সব সাধুজন ধর্ম্ম পরায়ণ।
যথাবিধি নিয়মাদি করিয়া ধারণ।।
সর্ব্বদা অঘৃত দ্বারা দেব দেবহরে।
সিনান করায় কিম্বা কেশব দেবেরে।।

সাষ্টাঙ্গ হইয়া পরে করয়ে প্রণাম।
বিপ্রগণে ধেনু বস্ত্র করয়ে প্রদান।।
স্বর্ণপদ্ম দান করে ব্রাহ্মণের করে।
শিবলোকে যায় সেই মহেশের বরে।।
শিবব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন।
পরম পবিত্র ব্রত শাস্ত্রের বচন।।
প্রত্যেক নবমী তিথি পেয়ে যেইজন।
এক বেলা অন্নমাত্র করিয়া ভোজন।।
দশমীতে উপবাস যথা বিধি করে।
ভোজন করায়ে বিপ্রে আপন বাসরে।।
পরিতোষরূপে সবে করায়ে ভোজন।
বসন ভূষণ আদি করে বিতরণ।।
শিবপদ পায় সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা ওহে ঋষিচয়।।
শিবলোকে কিছুদিন করি অবস্থিতি।
মানবকুলেতে করে অবশেষ গতি।।
সুরূপ হইয়া সেই লভয়ে জনম।
তার বশীভূত রহে যত শত্রুগণ।।
অর্ব্বুদ জনম তার এইরূপে যায়।
শুভগতি পায় শেষে কহিনু সবায়।।
বীরব্রত বলি ইহা জানে সর্ব্বজন।
ব্রতের প্রধান ব্রত অতীব উত্তম।।
প্রত্যেক পূর্ণিমা তিথি পেয়ে যেইজন।
দুগ্ধ ঘৃত দিবাকরে করে সমর্পণ।।
এইরূপে এক বর্ষ যবে যায় পুরে।
গাভীদান পঞ্চদশ করে বিপ্রকরে।।
বসন ভূষণ আদি করে সমর্পণ।
বৈষ্ণব লোকেতে যায় সেই সাধুজন।।
যত পিতৃগণ তার থাকে স্বর্গপুরে।
মহাতৃপ্ত রহে তারা বহু কাল তরে।।
পিতৃব্রত নাম তার ওহে ঋষিগণ।
মহাফলপ্রদ ব্রত শাস্ত্রের বচন।।
চৈত্র আদি চারিমাস অযাচিত হয়ে।
তিল দান করে যেই সানন্দ হৃদয়ে।।

বসন হিরণ্য আর করে সমর্পণ।
ব্রহ্মলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
তাহার আনন্দ ব্রত জানিবে আখ্যান।
সেইজন ব্রহ্মলোকে লভয়ে সম্মান।।
প্রতিদিন পঞ্চামৃত করিয়া অর্পণ।
কেশবের স্নানবিধি করে সমাপন।।
এইরূপ একবর্ষ পালিয়ে নিয়মে।
বর্ষপূর্ণে শঙ্খদান করয়ে ব্রাহ্মণে।।
যায় শিবলোকে সেই শাস্ত্রের বচন।
রাজ্যলাভ জন্মান্তরে করে সেইজন।।
জানিবেক ধৃতিব্রত আখ্যান ইহার।
সবাপাশে বলিলাম শাস্ত্রের বিচার।।
এক বর্ষ মাংস ত্যাগ করি যেইজন।
বর্ষ সামতীতে করে ধেনু সমর্পণ।।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুনর।
বৈষ্ণব ধামেতে যায় হরির গোচর।।
বলি ইহা বিষ্ণুব্রত জানে সর্ব্বজনে।
বলি ইহা ব্রত শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত ভুবনে।।
বৈশাখেতে পুষ্পসেবা করিয়া বর্জ্জন।
পরিত্যাগ করি আর যতেক লবণ।।
বিপ্রগণে প্রতিদিন ধেনুদান করে।
বিষ্ণুলোকে রহে সেই কল্পকাল তরে।।
রাজপদ জন্মান্তরে পায় যেইজন।
শান্তি ব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন।।
মহাফল ইথে হয় কীর্ত্তি বৃদ্ধি হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা নাহিক সংশয়।।
প্রতিদিন স্বর্ণসহ তিলরাশি লয়ে।
উৎসর্গ করিয়া যেই বিশুদ্ধ হৃদয়ে।।
বিপ্রকরে সেই তিল করয়ে প্রদান।
সে জন অবশ্য পায় অন্তিমে নির্ব্বাণ।।
ব্রহ্মব্রত মুনিগণে ইহারেই কয়।
সবাপাশে কহিলাম ওহে ঋষিচয়।।
উপবাস করি একমাস যেইজন।
বিপ্রকরে ধেনুদান করেন অর্পণ।।

বৈষ্ণব পদেতে যায় সেই সাধু মতি।
তীব্রত নামেতে ইহা খ্যাত বসুমতি।।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে সেই সাধুজন।
বৃষোৎসর্গ যথাবিধি করিয়া সাধন।।
নক্তব্রত অনুষ্ঠান বিধানেতে করে।
শৈব পদ পায় সেই জানিবে অন্তরে।।
ব্রহ্মব্রত হয় এই ব্রতের আখ্যান।
শাস্ত্রের বচন ইহা বেদের বিধান।।
সপ্তমাত্র উপবাস করি যেইজন।
বিপ্রকরে ঘৃত কুম্ভ করে সমর্পণ।।
ব্রহ্মলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা শুন ঋষিচয়।।
বীরব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন।
সবাপাশে বলিলাম শাস্ত্রের বচন।।
আষাঢ় কার্ত্তিক মাঘ বৈশাখ যে আর।
এই চারি মাসে যেই সাধু গুণাধার।।
পূর্ণিমাতে পয়স্বিনী ধেনু দান করে।
কল্পকালে রহে সেই ইন্দ্রের নগরে।।
মিত্রব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন।
সবাপাশে বলিলাম ওহে ঋষিগণ।।
তৃতীয়া তিথিতে যেই কোন সাধুমতি।
বিসর্জ্জন করি অগ্নিপক্ক বস্তু আদি।।
অন্য অন্য দ্রব্য আদি করিয়া ভোজন।
বিপ্রকরে ধেনুদান করে সমর্পণ।।
আসে নাই পুনঃ সেই এভব সংসারে।
নির্ব্বাণ পাইয়া যায় হরির গোচরে।।
উপবাস করি তিনদিন যেইজন।
ফাল্গুনের পূর্ণিমাতে হয়ে শুদ্ধমন।।
বিপ্রকরে গৃহদান ভক্তি ভরে করে।
আদিত্য লোকেতে সেই নিবসতি করে।।
ঋত ব্রত বলি ইহা বিদিত ভুবন।
সবাপাশে কহিলাম ওহে ঋষিগণ।।
ইন্দ্রদেবে প্রতিদিন করিলে পূজন।
ইন্দ্রব্রত যথাবিধি হয় সমাপন।।

ইহার প্রসাদে যায় ইন্দ্রের নগরে।
মহাসুখে তথা গিয়া নিবসতি করে।।
প্রতি শুক্ল দ্বিতীয়াতে লবণ ভাঙ্গন।
যেই জন বিপ্রকরে করে সমর্পণ।।
বর্ষপূর্ণে ধেনুদান বিপ্রগণে করে।
অন্তিমে সেজন যায় শিবের গোচরে।।
সোমব্রত বলি ইহা খ্যাত চরাচর।
সবাপাশে বলিলাম তাপস নিকর।।
শুক্লপক্ষে প্রতিমাসে প্রতিপদ দিনে।
একভক্ত হয়ে রহে বিহিত বিধানে।।
বর্ষপূর্ণে বিপ্রে করে কাঞ্চন প্রদান।
বৈশ্বানর পদে যায় সেই মতিমান।।
শিবব্রত বলি ইহা জানে সর্ব্বজনে।
ব্রতের প্রধান ইহা শাস্ত্রের বচনে।।
প্রতি প্রতিপদ দিনে একভক্ত হয়ে।
যেইজন বর্ষ যাপে একান্ত হৃদয়ে।।
ব্রত সমাপনে করে কাঞ্চন প্রদান।
দশসংখ্যা ধেনু দেয় যেই মতিমান।।
ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লভে সেইজন।
শিবব্রত বলি ইহা বিখ্যাত ভুবন।।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিনে যেই সাধুজন।
পবিত্র পুষ্কর তীর্থে করিয়া গমন।।
কন্যাদান করে যথাবিধি অনুসারে।
তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে।।
এই দিন তিলপিষ্টে গঠিয়া ধারণ।
রতনে ভূষিত তাহা করি সাধুজন।।
বিপ্রকরে যদি দেয় অতি ভক্তিভরে।
ইন্দ্রলোক পায় সেই শাস্ত্রের বিচারে।।
ব্রতের মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।।
যেই জন এইসব অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।।
শত মন্বন্তর কাল সেই সাধুজন।
গন্ধর্ব্বকুলের তিনি অধিপতি হন।।
মানব-কুলেতে দেহ ধারণ করিয়ে।
যদি অধ্যয়ন করে একান্ত হৃদয়ে।।
বাঞ্ছাপূর্ণ হয় তার নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।।
ধর্ম্মার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন।
অভিমত ধন পায় শাস্ত্রের বচন।।
বিদ্যার্থী হইয়া যদি অধ্যয়ন করে।
বিদ্যালাভ হয় তার শাস্ত্রের বিচারে।।
কামার্থী হইয়া যদি করে অধ্যয়ন।
অবশ্য হইবে তার কামনা পূরণ।।
শুনে যদি বন্ধ্যা নারী অতি ভক্তিভরে।
সুপুত্র লভয়ে সেই অচিরে জঠরে।।
মৃত-পুত্র যদি কভু করয়ে শ্রবণ।
দীর্ঘজীবী হয় তার সকল নন্দন।।
অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর।
ব্রতের মাহাত্ম্য কথা অতীব বিস্তর।।
সংক্ষেপে কিঞ্চিত মাত্র করিনু বর্ণন।
বলি কিন্তু এক কথা করহ শ্রবণ।।
স্নান বিনা ভাবশুদ্ধি কভু নাহি হয়।
নৈর্ম্মল্য জনমে নাহি ওহে ঋষিচয়।।
বিধানেতে স্নান করি ওহে ঋষিগণ।
তারপর পূজাব্রত করিবে সাধন।।
বাসনা আছিল যাহা সবার অন্তরে।
করিনু বর্ণন তাহা সবার গোচরে।।
শুনিতে কি আর বাঞ্ছা কহ ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসা করিবে যাহা করিব বর্ণন।।

চিত্তশুদ্ধি ও স্নানবিধি

ব্রতের মাহাত্ম্যকথা শুদ্ধ শুচিময়।
বর্ণিয়া বিধির সূত আনন্দ হৃদয়।।
যাহা জিজ্ঞাসিলে সব করিনু বর্ণন।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
পুনশ্চ মধুর বাক্যে করি সম্বোধন।।
শুন শুন কহিলেন সনত-কুমার।
বিধির তনয় তুমি গুণের আধার।।
সবাপাশে স্নানবিধি করহ কীর্ত্তন।
এই কথা তব মুখে করিব শ্রবণ।।
ঋষিদের বাক্য শুনি বিধির তনয়।
কহিলেন শুন বলি ওহে ঋষিচয়।।
স্নান বিনা নাহি হয় মনের শোধন।
দেহশুদ্ধি নাহি হয় শাস্ত্রের বচন।।
এহেতু অগ্রেতে স্নান করিয়া বিধানে।
তারপর পূজা আদি করিবে যতনে।।
যেইরূপ মন আদি শুদ্ধির কারণ।
সিনান করিতে হয় শুনহ এখন।।
গৃহমধ্যে সমাহৃত যেই জল হয়।
স্নান হয় তাহাতেও ওহে মুনিচয়।।
কিন্তু স্নানকালে সেই সলিল ভিতরে।
কল্পনা করিবে তীর্থ অতি ভক্তিভরে।।
কুশহস্ত হয়ে অগ্রে করি আচমন।
কল্পনা করিবে তীর্থ ওহে ঋষিগণ।।
চতুর্হস্ত পরিমিত চতুরস্র স্থান।
তীর্থবৎ মনে করি সেই মতিমান।।
মন্ত্রোচ্চারি তন্মধ্যেতে গঙ্গা আবাহন।
করিবেক ভক্তিভরে ওহে ঋষিগণ।।
দেবী তুমি বিষ্ণুপদে লভেছ জনম।
তোমারে শ্রীহরি সদা করেন পূজন।।
করিয়াছি যত পাপ জন্ম জন্মান্তরে।
তাহা হতে ত্রাণ কর আমা সবাকারে।।
এই কথা দেবতারা করেন কীর্ত্তন।
ভূতলে স্মরণ আর মধ্যেতে গগন।।
তিন স্থলে সার্দ্ধতিন কোটি তীর্থ রয়।
সে সব তোমাতে স্থিত নাহিক সংশয়।।
এই মন্ত্র পাঠ করি অতি ভক্তিভরে।
কল্পনা করিবে তীর্থ অতি ভক্তিভরে।।
জাহ্নবীর সপ্ত নাম করিবে কীর্ত্তন।
করিবেক তারপর মৃত্তিকা গ্রহণ।।
এই মন্ত্র পড়িবেক অতি ভক্তিভরে।
শুন শুন বসুন্ধরে নিবেদি তোমারে।।
অশ্ব দ্বারা সমাক্রান্ত হয়েছিলে তুমি।
রথেতে আক্রান্ত হয়েছিলে হে অবনী।।
বিষ্ণু দ্বারা সমাক্রান্ত হও তারপর।
পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছি পাতক নিকর।।
সেই সব তুমি দেবী করহ হরণ।
এই মন্ত্র যথাবিধি করি উচ্চারণ।।
যথাবিধি করিবেক পরে নমস্কার।
শুন শুন বলি এবে মন্ত্র যে তাহার।।
শত বাহু হয়ে দেবী শ্রীহরি তোমারে।
রসাতল তল হতে সহজে উদ্ধারে।।
অতএব করি আমি তোমারে প্রণাম।
প্রণমিয়া এই মন্ত্রে করিবেক স্নান।।
তারপর দেহ আদি করিয়া মার্জ্জন।
উপরে উঠিয়া পরে পরিবে বসন।।
তর্পণ করিবে পরে বিহিত বিধানে।
ব্রহ্মার তর্পণ সাধু করিবে প্রথমে।।
বিষ্ণুর তর্পণ আর রুদ্রের তর্পণ।
যথাবিধি সমাপিয়া ওহে ঋষিগণ।।

প্রজাপতি তর্পণাদি করি ভক্তিভরে।
দেব যক্ষ নাগ আদি তর্পিবেক পরে।।
গন্ধর্ব্ব তর্পণ আর অপ্সর তর্পণ।
অসুর তর্পণ পরে করিয়া সাধন।।
ক্রুর সর্প সুপর্ণাদি তুষিবার তরে।
সাধু তর্পণ করিবে একান্ত অন্তরে।।
তরু সরীসৃপ খগ আর বিদ্যাধর।
এই সবে অর্পিবেক আর জলধর।।
শূন্যগামী নিরাধার পাপে রত জন।
ধর্ম্মরত জীবনের তৃপ্তির কারণ।।
জলদান করি পরে বিহিত বিধানে।
করিবেক যাহা পরে শুনহ শ্রবণে।।
দৈবপক্ষে উপবীতি হইয়া তর্পণ।
সাধুজন করিবেক শাস্ত্রের বচন।।
পিতৃপক্ষে তর্পণাদি করিতে হইলে।
করিবে প্রাচীনাবীতি শুদ্ধিয়া ভুতলে।।
তারপর সনকাদি ঋষির তর্পণ।
সাধুমতি করিবেক শাস্ত্রের বচন।।
সপ্তর্ষিরে মরীচ্যাদি তর্পিবেক পরে।
যমের তর্পণ পরে করিবে সাদরে।।
করিবেক কুশহস্তে পরে সাধুজন।
অগ্নিষ্বাত্তা আদি পিতৃলোকের তর্পণ।।
পিতৃআদি তিন মাতামহ আদিত্রয়।
তর্পণাদি করিবেক সেই মহোদয়।।
তারপর অন্য অন্য বান্ধব জনেরে।
জলদান করিবেক বিধি অনুসারে।।
সূর্য্য অর্ঘ্য তারপর করিবে প্রদান।
যথাবিধি করিবেক ভাস্করে প্রণাম।।
সবার ঈশ্বর তুমি ওহে দিবাকর।
সুপ্ত জনে জাগরিত করে নিরন্তর।।
সুকৃতি দুষ্কৃতী তুমি দেখ সবাকার।
তোমারে প্রত্যহ আমি করি নমস্কার।।
এই মন্ত্রে প্রণমিয়া দেব দিবাকরে।
কাঞ্চন স্পর্শিয়া কিম্বা বিপ্রে স্পর্শি পরে।।
সাধুমতি নিজ গৃহে করিবে গমন।
এইত স্নানের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
প্রতিদিন এইরূপে সিনান করিলে।
চিত্তশুদ্ধি হয় তার সেই পুণ্যফলে।।
ভাব শুদ্ধি হয় তার শাস্ত্রের বচন।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে ঋষিগণ।।
যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে কহিনু সবারে।
বল বল কিবা আর বাসনা অন্তরে।।

দ্বাদশীব্রত মাহাত্ম্য

চিত্ত শুদ্ধি না হইলে ভক্তি নাহি হয়।
চিত্ত শুদ্ধি প্রয়োজন হয় অতিশয়।।
যথাবিধি স্নান দানে হয় চিত্তশুদ্ধি।
তাহাতে উদয় মনে হয় ভাবশুদ্ধি।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
মধুরবচনে পুনঃ জিজ্ঞাসে তখন।।
শুনিনু তোমার মুখে ব্রতের কাহিনী।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহামুনি।।
ব্রতফলে মহাসুখী হয় কোনজন।
প্রকাশিয়া সেই কথা বলহ এখন।।
কোন সাধু কোন ব্রত করিয়া সাধন।
ফল পায় অনুত্তম কহ মহাত্মন।।
এত শুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে।
বলিতেছি শুন শুন সবার গোচরে।।
ব্রতের মাহাত্ম্য কত করিব বর্ণন।
কত ফল লভিয়াছে কত সাধুজন।।
তার মধ্যে একরাজা কুসুম-বাহন।
অনুত্তম ফলপায় শুন সর্ব্বজন।।

শিব উপাসক ছিল সেই নরপতি।
হরগৌরী পূজা সদা করে সাধুমতি।।
মহাতুষ্ট পঞ্চানন তাহার উপরে।
মধ্যে মধ্যে যায় রাজা শিবের গোচরে।।
কৈলাস শিখরে রাজা করিয়া গমন।
ভক্তিভরে শিবপদ করয়ে বন্দন।।
বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া সাদরে।
ফিরিয়া আসেন পুনঃ আপন নগরে।।
একদিন নরপতি হয়ে ফুল্লমন।
কৈলাস গিরিতে গিয়া উপনীত হন।।
হরগৌরী দেখিলেন বসি একাসনে।
কত কথা মিষ্ট ভাষে কহেন দুজনে।।
পুরোভাগে নরপতি করিয়া গমন।
দোঁহার চরণ পদ্মে করিল বন্দন।।
আশীষ করিয়া শিব নৃপতি প্রবরে।
স্বর্ণসিংহাসন দেন বসিবার তরে।।
শিবের আদেশে রাজা বসিল তখন।
কুশল জিজ্ঞাসা করে দেব পঞ্চানন।।
নানাকথা দুইজনে চলিতে লাগিল।
ধর্ম্মকথা শুনি রাজা আনন্দে ভাসিল।।
তারপর কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসে রাজন।
নিবেদন শুন শুন ওহে পঞ্চানন।।
অতুল ঐশ্বর্য্য কত হয়েছে আমার।
সন্তান জন্মেছে বহু গুণের আধার।।
পতিব্রতা রূপবতী পেয়েছে রমণী।
কিন্তু এক নিবেদন ওহে শূলপাণি।।
পাপাচার অতি আমি অতি নরাধম।
আমার সমান হীন নাহি কোন জন।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কিবা জানি আমি মূঢ়মতি।
বুঝি নাহি ধর্ম্মতত্ত্ব ওহে পশুপতি।।
এত ধন হৈল মম কিসের কারণ।
কোন কর্ম্মফলে পাই এমন নন্দন।।
পতিব্রতা রূপবতী হয়েছে রমণী।
কিসের কারণ বল ওহে শূলপাণি।।
হেন ধর্ম্ম কিবা আমি করি আচরণ।
আমার উপরে কৃপা কিসের কারণ।।
এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি।
শুনশুন কহিলেন ওহে নৃপমণি।।
তুমি পুর্ব্বজন্মে ছিলে ব্যাধের নন্দন।
ব্যাধকুলে হয়েছিল তোমর জনম।।
পিতৃ-মাতৃহীন তুমি হয়ে বাল্যকালে।
কোনরূপে সুরক্ষিত তার পরে হলে।।
যৌবন কালেতে দারা করিলে গ্রহণ।
কিছুকাল এইরূপে করহ যাপন।।
এককালে রাজ্য মধ্যে অনাবৃষ্টি হয়।
এসেছিলে নিজ গৃহে তুমি মহোদয়।।
ভার্য্যার সহিতে ছিলে আপন ভবন।
মনে মনে কোন কিছু করিছ চিন্তন।।
হেনকালে দৈববাণী শুনিলে শ্রবণে।
নিশ্চয় করিলে তার অর্থ মনে মনে।।
এইরূপ দৈববাণী হইল তখন।
নরপতি শুন শুন করিব বর্ণন।।
বৈশ্যকুলে কোন নারী একান্ত যতনে।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীর দিনে।।
বিভূতি দ্বাদশীব্রত করি সমাপন।
লবণ অচল বিপ্রে করিয়া অর্পণ।।
গুরুকে সর্ব্বস্ব দান করিবেন পরে।
এইরূপ দৈববাণী আকাশ উপরে।।
এইরূপ দৈববাণী করিয়া শ্রবণ।
আপন ভার্য্যারে সঙ্গে লইয়া তখন।।
লবণ অচল স্থানে করিলে গমন।
সেই স্থানে কেশবেরে করিলে পূজন।।
লবণ অচল দান যেই বালা করে।
তোমার কার্য্যাদি দেখি প্রফুল্ল অন্তরে।।
তব কার্য্যে তুষ্ট হয়ে সেই গুণবতী।
তিনখানি বস্ত্র দানে দিলে অনুমতি।।
কিন্তু তুমি তাহা নাহি করিলে গ্রহণ।
তাহা দেখি সেই বালা হয়ে ক্ষুণ্ণ মন।।

চারিখানি বস্ত্র দিতে কহে অনুচরে।
তবু তুমি নাহি নিলে শুন তারপরে।।
চারিখানি নিতে তুমি কর অস্বীকার।
পত্নী তব হেন কালে সঙ্গেতে তোমার।।
বিনয় করিয়া কহে সেই অবলারে।
হয়েছ প্রসন্ন যদি মোদের উপরে।।
বস্ত্র আদি কিছু নাহি করিব গ্রহণ।
একবার চাহি যাহা কর বিতরণ।।
এই স্থানে থাকি মোরা পূজিব হরিরে।
এইমাত্র ভিক্ষা চাহি কহিনু তোমারে।।
যদ্যপি করুণা হয় ওহে রূপবতী।
এই ভিক্ষা দিতে হবে কর অনুমতি।।
অবলা সম্মতা তাহে সেইক্ষণে হয়।
তব নারী হইল তাতে প্রফুল্ল হৃদয়।।
ভক্তিভরে সেই স্থানে করি অবস্থান।
তব নারী হরি পূজা করি অনুষ্ঠান।।
দ্বাদশী তিথিতে সতী হয় একমন।
বিধানে দ্বাদশীব্রত করয়ে সাধন।।
কেশব দেবেরে পূজে বিহিত বিধানে।
স্তবপাঠ করে কত ভক্তিযুত মনে।।
সংযত হৃদয়া হয়ে রমণী তোমার।
যথাবিধি পূজা করে ওহে গুণধার।।
সেই ফলে কীর্ত্তিশালী তুমি নরপতি।
পেয়েছ মনের মত পত্নী রূপবতী।।
অতুল বিভব তব হয়েছে রাজন।
সেই ফলে লভিয়াছে সুশীল নন্দন।।
এত বলি সেই স্থানে হন অন্তর্ধ্যান।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা অদ্ভুত আখ্যান।।
দ্বাদশী ব্রতের তুল্য ব্রত আর নাই।
কহিনু অদ্ভুত কথা সবাকার ঠাঁই।।
এই ব্রত যথা বিধি করি সমাপন।
বিপ্র করে ধেনু দান করিবে অর্পণ।।
সেই রাজা তপ করি পবিত্র পুষ্করে।
পুষ্কর বাহন নাম পরিশেষে ধরে।।
সর্ব্বতীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পুষ্কর।
অন্তরে জানিবে ইহা তাপস নিকর।।
পবিত্র নাহিক তীর্থ উহার সমান।
ধরাতলে যত তীর্থ সবার প্রধান।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিবর।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।।
ধর্ম্ম ধার্ম্মিকে রক্ষা সর্ব্বদাই করে।
শ্রীকবি বলিছে থাক ধর্ম্ম বরাবরে।।

ইতি— উত্তর খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীশিবপুরাণ

উত্তর খণ্ড

(ওঁ) অবিঘ্নেন ব্রতং দেবং ত্বৎপ্রসাদাৎ সমর্পিতাং।
ক্ষমস্বঃ জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হরঃ।।
ধর্ম্ময়াস্য কৃতং পূন্যং তদ্রুদস্য নিবেদিতং।
ত্বৎ প্রসাদাম্ময়া দেব ব্রতমস্য সমার্পিতং।।
প্রসন্ন ভব মে শ্রীমনমন্তুতিঃ প্রতিপদ্য তাং।
ত্বদালোকনমাত্রেন পবিত্রোহস্মি ন—সংশয়ঃ।।

পুষ্কর মাহাত্ম্য ও পুষ্পবাহন উপাখ্যান

পূর্ব্বখণ্ড অবসান শুন ঋষিগণ।
উত্তর খণ্ডের কথা করিব বর্ণন।।
জিজ্ঞাসিল ঋষিগণ সনৎ কুমারে।
নিবেদন শুন শুন বলিগো তোমরে।।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্ব কাহিনী।
পবিত্র হইনু মোরা ওহে মহামুনি।।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করহ শ্রবণ।
বাসনা করহ পূর্ণ করিয়া কীর্ত্তন।।
কি কারণে নরপতি সেই মতিমান।
ধরিলেন বল পুষ্পবাহন আখ্যান।।
বলিলে প্রধান তীর্থ পবিত্র পুষ্কর।
প্রমাণ তাহার কিবা ওহে মুনিবর।।
এই সব বিবরিয়া করহ বর্ণন।
শ্রবণ করিতে সবে করি আকিঞ্চন।।

ঋষিদের কৌতূহল দরশন করি।
বিধির তনয় নিজ মনেতে বিচারি।।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা করিব বর্ণন।।
নরপতি বহুদিন একান্ত অন্তরে।
পুষ্কর তীর্থেতে তপ আচরণ করে।।
অনাহারে তপশ্চর্য্যা করেন সাধন।
বহুকাল এইরূপে করেন যাপন।।
তাঁহার তপেতে তুষ্ট হয়ে প্রজাপতি।
রাজারে দর্শন দিতে যান দ্রুতগতি।।
সত্বর গোপন করি রাজার গোচরে।
আবির্ভূত হন ব্রহ্মা শান্ত কলেবরে।।
রাজারে আপন মূর্ত্তি করায়ে দর্শন।
কাঞ্চন কমল এক করেন অর্পণ।।
রাজার হস্তেতে পদ্ম দিয়া প্রজাপতি।
বলিলেন শুন কহি ওহে নরপতি।।
তব করে দিব্য পুষ্প করিনু অর্পণ।
বহন করহ তুমি ওহে মহাত্মন্।।
এই কথা বলি ব্রহ্মা করেন প্রদান।
সেই হেতু হৈল পুষ্পবাহন আখ্যান।।
পুষ্কর রাজার করে অতি শোভা পায়।
নরপতি তাহা লয়ে ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
রাজার হাতেতে করি পুষ্কর দর্শন।
তথাকার লোকে সব করয়ে পূজন।।
সেই হেতু সেই স্থান পুষ্কর নামেতে।
প্রসিদ্ধ হইল পরে এ তিন জগতে।।
পরম পবিত্র স্থান ধরণী মাঝারে।
হেরি নাহি হেন তীর্থ এতিন সংসারে।।
ঋষিগণ শুন শুন অদ্ভুত ঘটন।
অপূর্ব্ব আখ্যান এক করিব বর্ণন।।
পুষ্পবাহনে রাজ্য বহুদিন পরে।
অনাবৃষ্টি হয় কভু জানিবে অন্তরে।।
অতি কষ্ট পায় তাহে যত প্রজাগণ।
শস্যহীন হল ধরা ওহে ঋষিগণ।।
অন্নাভাবে খিন্ন হয় মানব নিকর।
ভাবিয়া সকলে হয় ব্যাকুল অন্তর।।
রাজ্যের এতেক দশা করিয়া দর্শন।
রাজা ব্যাকুলিত হয়ে করেন চিন্তন।।
কোথা যাবে কি করিবে না দেখি উপায়।
ঋষিগণ সকাশেতে অবশেষে যায়।।
তাঁহাদের পুরোভাগে করিয়া গমন।
বিনয় বচনে রাজা কহেন তখন।।
ঋষিগণ শুন শুন নিবেদি সকলে।
বিপ্রেরে করিবে দান শাস্ত্রে হেন বলে।।
প্রতিগ্রহ বিপ্রকরে করিলে অর্পণ।
ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয় ওহে ঋষিগণ।।
ধর্ম্ম হতে সুখে থাকে মানব নিকর।
রাজার যতেক কষ্ট বিনাশে সত্বর।।
অতএব শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
স্বর্ণরৌপ্য আদি আমি করি আনয়ন।।
গ্রহণ করুন সবে হরিষ অন্তরে।
নিবেদন এই মম করি সবাকারে।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋষিগণ মিষ্টভাষে কহেন তখন।।
সত্য বটে যা কহিলে ওহে নরপতি।
কিন্তু ইহা না পারিব জানিবে সম্প্রতি।।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।
প্রতিগ্রহ ভয়ঙ্কর শাস্ত্রের বচন।।
মনের সন্তোষ বটে জনমে প্রথমে।
বিষবৎ হয় কিন্তু উহা পরিণামে।।
অতএব এই সব করিয়া দর্শন।
দেখাতেছ লোভ কেন বলহ রাজন।।
শাস্ত্রের প্রমাণ শুন বলি হে তোমারে।
তাহলে বুঝিবে পরে আপন অন্তরে।।
দশটা কুক্কুর সমকুল জাতি হয়।
দশকুল সম হয় রজক নিচয়।।
দশকুল রজ সম হয় বেশ্যা জাতি।
দশটা বেশ্যার সম জানিবে নৃপতি।।

আর এক কথা বলি শুনহ রাজন।
যে কুক্কুরজীবী ভূমে লভিয়া জনম।।
অযুত কুক্কুর লয়ে ব্যবসায় করে।
জঘন্য তাহার তুল্য জানিবে রাজারে।।
বলিতেছি এই হেতু শুনহ রাজন।
মোরা রাজ প্রতিগ্রহ না লব কখন।।
লোভবশে যেই বিপ্র বিমুগ্ধ হইয়ে।
রাজপরিগ্রহ লয় সানন্দ হৃদয়ে।।
তমিস্র নরকে সেই করয়ে গমন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
অতএব যাহ রাজা অন্য কোন স্থলে।
অর্পণ করহ দান অন্য কোন স্থলে।।
ঋষিদের এই বাক্য শুন নরপতি।
আপন নগরে পুনঃ করিলেন গতি।।
মলিন বদনে গৃহে করে আগমন।
সম্বোধিয়া মন্ত্রীগণ কহেন তখন।।
গমন করহ সবে যথায় তথায়।
বিপ্র অন্বেষণ কর আমার আজ্ঞায়।।
মম প্রতিগ্রহ যেই কর হে গ্রহণ।
অবিলম্বে হেন বিপ্র কর অন্বেষণ।।
নতুবা সাম্রাজ্য নাশ হইবে অচিরে।
কত কষ্ট প্রজাগণ লভিছে অন্তরে।।
রাজার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মন্ত্রীগণ অবিলম্বে করিল গমন।।
অত্রি মুনি সহ দেখা পথিমাঝে হয়।
তাঁহারে সম্বোধি যত মন্ত্রীগণ কয়।।
মহামুনি শুন শুন করি নিবেদন।
রাজদত্ত নানারত্ন কর দরশন।।
স্বর্ণ রৌপ্য আদি করি যতেক রতন।
রয়েছে মোদের পাশে ওহে মহাত্মন্।।
এইসব বিপ্র করে করিব প্রদান।
অতএব লহ ইহা ওহে মতিমান।।
এতেক বচন শুনি অত্রি ঋষিবর।
শুন শুন কহিলেন যত মন্ত্রীবর।।

রাজপ্রতিগ্রহ মোরা লইবারে নারি।
তাহার কারণ বলি শাস্ত্রের বিচারি।।
রাজপ্রতিগ্রহ হয় অতি ভয়ঙ্কর।
তাহে স্বর্ণ রৌপ্য আদি রতন নিকর।।
এই সব যদি আমি করি হে গ্রহণ।
দুর্গতি লভিব তাহে শাস্ত্রের বচন।।
অতএব লোভ নাহি দেখাবে আমারে।
অন্যত্র গমন কর কহিনু তোমারে।।
অত্রির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মন্ত্রীগণ মনদুঃখে অতি খিন্ন মন।।
সকলে আসিল ফিরি রাজার ভবনে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রী যান বিপ্র অন্বেষণে।।
সঙ্গেতে রহিল মাত্র দুই অনুচর।
এইরূপে বিপ্র হেতু যান মন্ত্রীবর।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান বশিষ্ঠ আশ্রমে।
দেখিলেন বসি ঋষি কুশের আসনে।।
তাঁহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন।
পদতলে ভক্তিভাবে করেন বন্দন।।
ঋষির আদেশে বসে কুশের আসনে।
কুশল জিজ্ঞাসা ঋষি করেন যতনে।।
তারপর জিজ্ঞাসেন আসার কারণ।
বিনয় বচনে মন্ত্রী কহেন তখন।।
তুমি প্রভু দয়াময় অবনী মাঝারে।
ঋষির প্রধান তুমি জানিগো অন্তরে।।
ত্রিকাল বিদিত তুমি ওহে মহামুনি।
নিবেদন করি এবে তব পদে আমি।।
মোদের যে নরপতি কুসুম বাহন।
সতত ব্যাকুল চিত্তে আছেন এখন।।
এই হেতু স্বর্ণরৌপ্য বিবিধ রতন।
বিপ্র করে মহারাজ করিবে অর্পণ।।
সেই সব এই আমি লইয়া সাদরে।
ঋষিবর আসিয়াছি তোমার গোচরে।।
রাজদত্ত এইসব বিবিধ রতন।
গ্রহণ করহ প্রভু এই আকিঞ্চন।।

মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋষিবর মিষ্টভাষে কহেন তখন।।
শুন শুন মন্ত্রীবর বচন আমার।
নরপতি তোমাদের অতি গুণাধার।।
দানধর্ম্মে রত থাকে রাজার ধরম।
সুকর্ম্ম করিবে সদা ধরায় রাজন।।
শুদ্ধঅর্থ সঞ্চয়ে যে রাজা তৎপর।।
বিঘ্নরাশি ঘেরে তাহে ওহে মন্ত্রীবর।।
স্বর্ণ আদি দান নিতে তোমার রাজন।
হয়েছেন যত্নবান করিনু শ্রবণ।।
প্রশংসার যোগ্য বটে ইথে নরপতি।
কিন্তু এক কথা কহি শুন মহামতি।।
প্রতিগ্রহ নিকটেতে হলে উপস্থিত।
পরিত্যাগ করি তাহা অতীব ত্বরিত।।
দাতার প্রশংসা করি আপন বদনে।
সন্তুষ্ট হয়েন যিনি নিজ মনে মনে।।
ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধিশীল সেই জনের হয়।
বলিতেছি এই হেতু ওহে মহোদয়।।
দান লইতে আমি কভু নাহি পারি।
অন্যের নিকটে তুমি যাহ ত্বরা করি।।
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
পূর্ব্বকালে হয়েছিল অদ্ভুত ঘটন।।
রাজত্ব আকিঞ্চনত্ব এই বস্তুদ্বয়ে।
রেখেছিল তুলাদণ্ডে যত্নবান হয়ে।।
রাজত্ব বিপ্রের পক্ষে ন্যূন যে হইল।
আকিঞ্চন সমধিক হইয়া পড়িল।।
এই হেতু বলিতেছি করহ শ্রবণ।
রাজপ্রতিগ্রহ নাহি করিব গ্রহণ।।
এতেক বচন শুনি অমাত্য প্রবর।
বিষাদে বলেন অতি বিষণ্ণ অন্তর।।
বিদায় লইয়া পরে বিষণ্ণ বদনে।
ধীরে ধীরে উপনীত কশ্যপ আশ্রমে।।
ঋষির চরণে মন্ত্রী করিয়া বন্দন।
রাজপ্রতিগ্রহ কথা করে উত্থাপন।।

কত কথা বলিলেন বিনয় বচনে।
শুনিয়া কহেন মুনি মন্ত্রীর সদনে।।
মন্ত্রীবর শুন শুন আমার বচন।
অখিল বিশ্ব এই যে করিছ দর্শন।।
অর্থই ইহাতে যত অনর্থ ঘটায়।
পুরুষের মোহ অর্থ কহিনু তোমায়।।
নরকের হেতু অর্থ শাস্ত্রের বচন।
এই হেতু কল্যাণার্থী যত নরগণ।।
অর্থ পরিত্যাগ করে একান্ত অন্তরে।
নাহি হয় তব মুগ্ধ কহিনু তোমারে।।
অর্থ হতে ধর্ম্ম বটে হয় উপার্জ্জন।
ধর্ম্মার্থ অর্থের চেষ্টা করিবে বর্জ্জন।।
কেন না লেপন করি পরে প্রক্ষালন।
নাহি কভু যুক্তিযুক্ত ওহে মহাত্মন্।।
তদপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ নাহি করা ভাল।
সত্য কিনা মন্ত্রীবর বিচারিয়া বল।।
অতএব আমি নাহি করিব গ্রহণ।
অন্যের নিকটে তুমি করহ গমন।।
এত বলি ঋষিবর মৌনভাবে রয়।
শুনিয়া রাজার মন্ত্রী বিষণ্ণ হৃদয়।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে তাঁর পদে করিয়া বন্দন।।
মন্ত্রীবর চলিলেন বিষণ্ণ বদনে।
উপায় হইবে কিবা ভাবি মনে মনে।।
যাহার নিকটে তিনি করেন গমন।
নিরাশ তথায় হন আশ্চর্য্য ঘটন।।
মরিল অকালে প্রজা নাহিক সংশয়।
রাজকীর্ত্তি লোপ পায় জানিনু নিশ্চয়।।
এত ভাবি মন্ত্রীবর করেন গমন।
ভরদ্বাজ ঋষি পাশে উপনীত হন।।
ঋষিবর দেখিলেন বসিয়া আসনে।
দিবাকর সম তেজ হেরেন নয়নে।।
শিরোপরে শ্বেত বর্ণশোভে জটাভার।
চারিদিকে শিষ্যগণ প্রশান্ত আকার।।

তাঁহার নিকটে মন্ত্রী করিয়া গমন।
পদতলে ভক্তিভরে করেন বন্দন।।
রাজার মানস মন্ত্রী জানালেন পরে।
কত কথা কহিলেন সবিনয় করে।।
মন্ত্রীর মুখেতে সব করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে ভরদ্বাজ কহেন তখন।।
মন্ত্রীবর শুন বলি বচন আমার।
বুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি গুণের আধার।।
এই যে অসীম বিশ্ব করিছ দর্শন।
কত জীব আছে ইথে কে করে গণন।।
বাল্যকালে ক্রীড়া করে যত জীবগণ।
যৌবনে যৌবন সাধু করয়ে পূরণ।।
জরাতুর হয় যবে ওহে মন্ত্রীবর।
কেশজাল শুভ্র হয় মস্তক উপর।।
দশন বিদীর্ণ হয় হলে জরাতুর।
তথাপি ধনাশা তার হয় নাক দূর।।
জীবিতাশা হৃদে সে করয়ে ধারণ।
আশ্চর্য্য ভাবিয়া দেখ ওহে মহাত্মন্।।
দুরত্যয়া তৃষ্ণা হয় এ ভব সংসারে।
বিবেচনা করি ইহা আপন অন্তরে।।
সর্ব্বদা তৃষ্ণারে আমি করেছি বর্জ্জন।
প্রতিগ্রহ কথা নাহি কর উত্থাপন।।
তব অনুরোধ আমি রক্ষিবারে নারি।
বিচক্ষণ বুঝি মনে দেখহ বিচারি।।
অনুরোধ পুনঃ নাহি করিও আমারে।
গমন করহ তুমি অন্যের গোচরে।।
তব কার্য্য আমা হতে না হবে সাধন।
অতএব যাও ফিরি ওহে মহাত্মন্।।
এতেক বচন শুনি অমাত্য প্রবর।
নিরাশ হইয়া রন কাতর অন্তর।।
অগত্যা বিদায় লয়ে মুনির গোচরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যান আপন অন্তরে।।
পথিমাঝে গৌতমের অপূর্ব্ব আশ্রম।
মুনির নয়ন পথে হইল পতন।।
ঋষির আশ্রম দেখি প্রফুল্ল অন্তর।
প্রবেশ করেন মন্ত্রী তাহার ভিতর।।
দেখিলেন মহাতপ সেই ঋষিবর।
আছেন বসিয়া সুখে আসন উপর।।
রাজদণ্ড দ্রব্য আদি লইয়া তখন।
ঋষির সম্মুখে মন্ত্রী উপনীত হন।।
সেইসব পুরোভাগে রাখিয়া যতনে।
বন্দন করেন মন্ত্রী ঋষির চরণে।।
তারপর করযোড়ে ধীরে ধীরে কয়।
মহামুনে বল বল ওহে মহোদয়।।
রাজদত্ত এই সব অমূল্য রতন।
গ্রহণ করহ প্রভো এই আকিঞ্চন।।
বিপ্র করে দিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।
পাঠালেন নরপতি তোমার গোচরে।।
অতএব এইসব করিয়া গ্রহণ।
কৃতার্থ কর রাজারে ওহে মহাত্মন্।।
দয়াময় তুমি প্রভু বিদিত সংসারে।
এই মম নিবেদন তোমার গোচরে।।
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বাক্যে গৌতম কহেন তখন।।
বলি শুন মন্ত্রীবর বচন আমার।
সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহে মানস যাহার।।
পরম মঙ্গল লাভ সে জনের হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।।
সন্তোষ অমৃত তৃপ্ত যাহার মজন।
ধনেতে তাহার বল কিবা প্রয়োজন।।
আমি ভাবি এইসব আপন অন্তরে।
সন্তোষ ধরেছি সদা বলিনু তোমারে।।
অতএব প্রতিগ্রহে কিবা প্রয়োজন।
স্বর্ণ রৌপ্য কিবা কাজ ওহে মহাত্মন্।।
রতন লইব বল কি কার্য্য আমার।
বুঝিতে পারহ সব তুমি গুণাধার।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
অনুরোধ মোরে আর না কর কখন।।

গমন করহ তুমি আপন আগারে।
অথবা চলিয়া যাও অন্যের গোচরে।।
ধরাধামে ধনবাঞ্ছা করে যেইজন।
তাহার নিকটে তুমি করহ গমন।।
মনোবাঞ্ছা তাহা হলে সফল হইবে।
তাহার করেতে তুমি এসব অর্পিবে।।
লোভের বশগ মোরে না ভাব কখন।
সন্তোষ হৃদয় মম রহে সর্ব্বক্ষণ।।
ঋষির বচন শুনি অমাত্য প্রবর।
ধীরে ধীরে পদতলে বন্দি তারপর।।
কার্য্য সিদ্ধি উদ্দেশ্যেতে করেন গমন।
দানযোগ্য বিপ্রবর করে অন্বেষণ।।
জমদগ্নি মহামুনি বিদিত ধরায়।
তাঁহার আশ্রমে মন্ত্রী ধীরে ধীরে যায়।।
জমদগ্নি পাশে মন্ত্রী করিয়া গমন।
নিবেদন করে নিজে আসার কারণ।।
তাহা শুনি জমদগ্নি হাসি হাসি কয়।
ওহে মন্ত্রী শ্রবণ করহ মহোদয়।।
আমার অর্থেতে কিছু নাহি প্রয়োজন।
কি করিব অর্থ লয়ে ওহে মহাত্মন্।।
তথাপি নৃপতি হিত সাধিবার তরে।
গ্রহণ করিব ইহা কহিনু তোমারে।।
সামর্থ্য থাকিতে নাহি লয় যেই জন।
তাহার শাশ্বত লোক হয় বিনাশন।।
বিশেষ রাজার রাজ্য বিলোপিত হয়।
এহেতু লইব ইহা ওহে মহোদয়।।
স্বর্ণ রৌপ্য আর এই যতেক রতন।
করিয়াছ মম পাশে যাহা আনয়ন।।
রাজদত্ত এই সব লইব সাদরে।
অর্পণ করহ মন্ত্রী এসব আমারে।।
এত বলি জমদগ্নি তাপস প্রবর।
লইলেন সব দান অতি দ্রুততর।।
তাহা দেখি নৃপমন্ত্রী আনন্দে মগন।
যতন করিয়া সব করেন অর্পণ।।

রাজদত্ত রত্ন আদি অর্পিয়া ঋষিরে।
তাঁহার চরণ বন্দি অতি ভক্তিভরে।।
মন্ত্রীগণ রাজপাশে করিয়া গমন।
যতেক বৃত্তান্ত সব করে নিবেদন।।
আনন্দে মগন হয় সেই নরপতি।
দীনজনে ধনদান করে দ্রুতগতি।।
মঙ্গল আচার করে বিবিধ প্রকারে।
কত অর্থ অর্থীগণে দেন অকাতরে।।
অনাবৃষ্টি দূরে গেলে সুবর্ষণ হয়।
আনন্দ সাগরে ভাসে যত প্রজাচয়।।
ঋষিগণ শুন শুন অপূর্ব্ব ঘটন।
আমি ক্রমে ক্রমে সব করিব বর্ণন।।
একদিন ঋষিগণ মিলিয়া সকলে।
ভ্রমণ করেন সব ইচ্ছামত স্থলে।।
প্রতিগ্রহ নাহি লন যেই ঋষিগণ।
একত্র হইয়া তাঁরা করেন ভ্রমণ।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তাঁরা কানন ভিতরে।
শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বসে পাদপ উপরে।।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সবে হলেন কাতর।
ফলমূল হেতু ভ্রমে বনের ভিতর।।
কিন্তু কিছু ভক্ষ্য নাহি কুত্রাপিও পায়।
অস্থির হইয়া সবে পড়েন ক্ষুধায়।।
অতি কষ্ট পায় সবে আপন অন্তরে।
নাহি পারে কিছুমাত্র স্থির করিবারে।।
কাতর হইয়া সবে কহে পরস্পর।
অন্নমূল এই বিশ্ব এই চরাচর।।
অন্নে প্রতিষ্ঠিত হয় এভব সংসার।
অন্নময় হয় সবে শাস্ত্রের বিচার।।
দেব দৈত্য পিতৃ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
গন্ধর্ব্ব মনুষ্য সর্প পতঙ্গ অপ্সর।।
অন্নময় হয় সব নাহিক সংশয়।
অন্নদান এই হেতু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়।।
যাহারা ধার্ম্মিক হয় এ ভব সংসারে।
তারা দিবে অন্নদান অতি যত্ন করে।।

অন্নদ পুরুষ হয় সেই সাধুজন।
পুণ্যকথা তাঁহাদের কি করি বর্ণন।।
সেজন অন্তকালে যায় সুরপুরে।
নিত্য তৃপ্তি পায় তারা জানিবে অন্তরে।।
কন্যাদান বস্ত্রদান আছে যত দান।
কিছুই নহেক অন্নদানের সমান।।
অন্নদান সর্ব্বদান হতে শ্রেষ্ঠ হয়।
যেবা কোন দান আছে এই বিশ্বময়।।
অন্নদানে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন।
অন্য কোন দানে নাহি হইবে তেমন।।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেই অতি সমাদরে।
অন্নদান করে সদা ক্ষুধিত জনেরে।।
ব্রহ্মলোকে সেইজন অন্তকালে যায়।
ব্রহ্মসহ অবস্থিতি করয়ে তথায়।।
সুখভোগে রহে চিরদিন সেইজন।
তাহার সমান নাহি এ তিন ভুবন।।
নানাকথা এইরূপে ঋষিগণ কয়।
আশ্চর্য্য ঘটনা পরে অন্য দিকে হয়।।
হেনকালে রাজ মন্ত্রী বিশেষ কারণে।
যেতেছিল সেই পথে অন্য কোন স্থানে।।
পথিমাঝে ঋষিগণে করেন দর্শন।
তাঁহাদের কথা সব করেন শ্রবণ।।
ঋষিগণে ক্ষুধাতুর করি দরশন।
মন্ত্রীর হৃদয়ে ব্যথা জনমে তখন।।
ব্যস্ত হয়ে রাজপাশে গমন করিয়ে।
আনিলেন অন্ন আদি সাদর হৃদয়ে।।
রাজদত্ত উপহার করিয়া গ্রহণ।
ঋষিগণ পাশে পুনঃ করে আগমন।।
রাজপ্রতিগ্রহ দেখি তাপস নিকর।
আনন্দে নিলেন তাহা করিয়া আদর।।
মন্ত্রীবর তাহা দেখি আনন্দে মগন।
তাঁহাদের বিধিমতে করান ভোজন।।
আহার করিয়া সবে মহাতৃপ্তি পায়।
তারপর মন্ত্রী কহে সম্বোধি সবায়।।

শুন শুন ঋষিগণ মম নিবেদন।
সন্দেহ হয়েছে এক কর বিদূরণ।।
কিন্তু জিজ্ঞাসিতে মম হইতেছে ভয়।
পাছে সবাকার হয় রোষের উদয়।।
যদ্যপি অভয় দান করহ সকলে।
পাদপদ্মে নিবেদন করি তাহা হলে।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
হাসিতে হাসিতে কহে মধুর বচন।।
কি ভয় তোমরা মন্ত্রী আমা সবাকার।
করহ জিজ্ঞাসা তুমি যাহা ইচ্ছা সার।।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মোরা বনের ভিতরে।
কাতর হইয়াছিনু পাদপ উপরে।।
দয়া করি তুমি আনি অন্নাদি ব্যঞ্জন।
আমা সবাকার কৈলে জীবন রক্ষণ।।
পরম সন্তুষ্ট মোরা তোমার উপরে।
জিজ্ঞাসা করহ যাহা সন্দেহ অন্তরে।।
নাহি ভয় কিছুমাত্র কর মহাত্মন্।
তোমার উপরে তুষ্ট যত ঋষিগণ।।
নির্ভয় পাইয়া তবে অমাত্য প্রবর।
ধীরে ধীরে বিনয়েতে করেন উত্তর।।
কি আর বলিব প্রভু তোমরা সকলে।।
পূজনীয় সবাকার এই ভুমণ্ডলে।।
তোমাদের সাধ্যাতীত কিছুমাত্র নাই।
অন্তর্য্যামী সবে হও শুনহ গোঁসাই।।
ইতিপূর্ব্বে রাজদত্ত প্রতিগ্রহ লয়ে।
আমি গিয়াছিনু অতি যত্নবান হয়ে।।
কিন্তু তাহে প্রত্যাখান করিলে সকলে।
এবে প্রতিগ্রহ সবে নিলে এই স্থলে।।
ইহার কারণ কিবা কহ ঋষিগণ।
এই কথা জানিবারে করি আকিঞ্চন।।
তোমা সবে প্রথমেতে করি অস্বীকার।
এখন সকলে নিলে এ কোন বিচার।।
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ঋষিগণ মিষ্টভাষে কহেন তখন।।

মন্ত্রীবর শুন শুন বলিহে তোমারে।
তুমি বিচক্ষণ মন্ত্রী রাজার সংসারে।।
বলিব অধিক কিবা ওহে মহাত্মন।
দেখিবে যেকালে হয় প্রাণ বিসর্জ্জন।।
সেইকালে প্রতিগ্রহ লইবারে পারে।
তাহে কোন নাহি দোষ জানিবে অন্তরে।।
প্রাণাত্যয় কাল যবে করে আগমন।
দান নিতে সবাকার পারিবে তখন।।
তাহাতে পাতকভাগী কভু নাহি হবে।
শাস্ত্রের বিচার ইহা অন্তরে জানিবে।।
এককথা আরো বলি করহ শ্রবণ।
তপস্বী আমরা হই ওহে মহাত্মন্।।
এই প্রতিগ্রহ হেতু দোষ যদি হয়।
বিনাশিব তপোবলে সেই সমুদয়।।
শুন শুন বিশেষতঃ মোদের বচন।
পুষ্কর তীর্থেতে মোরা যাইব এখন।।
গুরুতর পাপ যদি হয় আচরণ।
সেই সব পুষ্করেতে হবে বিমোচন।।
তাহার সমান তীর্থ নাহি কোথা আর।
সার কথা বলিলাম ওহে গুণাধার।।
সেইরূপ পাপ আদি করি আচরণ।
পুষ্কর তীর্থেতে যদি করেন গমন।।
যথাবিধি স্নান আদি সেই স্থানে করে।
অমনি পাতক তার চলে যায় দূরে।।
তাহার শরীরে পাপ না রহে কখন।
তাহারে হেরিলে হয় পুণ্য উপার্জ্জন।।
বলিব কিবা অধিক অমাত্য প্রবর।
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ জানিবে পুষ্কর।।
সেই তীর্থে যেই জন করিয়া গমন।
উপবাসে তিনরাত্রি করয়ে যাপন।।
অনন্তফল তাহার শাস্ত্রে হেন কয়।
তোমার পাশে বলিনু ওহে মহাশয়।।
একমনে ঋষিগণ বসি তপোবনে।
দ্বাদশ বরষ তপ করিলে যতনে।।
যেই ফললাভ হয় ওহে মন্ত্রীবর।
তাহার অধিক ফল দিবেন পুষ্কর।।
পুষ্করে বারেক মাত্র যেই করে স্নান।
সেজন সে ফল পায় ওহে মতিমান।।
পুষ্কর তীর্থেতে যাত্রা যেই জন করে।
পাতক নাহিক রহে তাহার শরীরে।।
দুর্গতি তাহার নাহি কদাচই হয়।
ইহা শাস্ত্রের বিধান নাহিক সংশয়।।
ঋষিগণ এত বলি অমাত্য প্রবরে।
শ্রীহরি স্মরিয়া যান পবিত্র পুষ্করে।।
হৃদিমাঝে শ্রীহরি করিয়া স্মরণ।
পুষ্কর তীর্থেতে যাত্রা করেন তখন।।
মন্ত্রীবর এদিকেতে পুলকিত মনে।
চলিয়া যান আনন্দে আপন ভবনে।।
ঋষিগণে এত বলি বিধির নন্দন।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
পুষ্কর মাহাত্ম্য কথা শুনিলে সকলে।
হেন তীর্থ নাহি আর এই ভূমণ্ডলে।।
যেইজন এই সব করয়ে শ্রবণ।
অন্তিমে সুগতি তার শাস্ত্রের বচন।।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই সাধুনর।
দেহ অন্তে যায় সেই অমর নগর।।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা সার হতে সার।
ভক্তিভাবে শুন যদি যাবে ভবপার।।

বিশোক দ্বাদশী ও লবণধেনু ব্রতের উপাখ্যান

সনৎকুমার যদি এতেক বলিল।
সৌনকাদি মুনিগণ আনন্দে ভাসিল।।

ঋষিগণ সম্বোধিয়া সনত কুমারে।
ধীরে ধীরে বলিলেন সুমধুর স্বরে।।
শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন।
তব মুখে শুনিতেছি অপূর্ব্ব কথন।।
ইতিপূর্ব্বে কত ব্রত বলেছ সবারে।
আর কিছু জিজ্ঞাসি এখন তোমারে।।
কোন কোন ব্রত নর কৈলে অনুষ্ঠান।
শোক দূর হয় তাহা কহ মতিমান।।
উপবাস কোন দিনে করিলে বিধানে।
শোক দূর হয় তাহা কহ সবাস্থানে।।
ঐশ্বর্য্যাদি কিসে বহু ভূমণ্ডলে হয়।
অথবা কিরূপে হয় ভব ভীতি লয়।।
এইসব সবাপাশে করহ কীর্ত্তন।
শুনিতেছি বাসনা বড় করিতেছে মন।।
এতশুনি বিধিসুত কহে মধুস্বরে।
ঋষিগণ শুন শুন বলি সবাকারে।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব কীর্ত্তন।
শুন সবে মন দিয়া ওহে ঋষিগণ।।
ধর্ম্ম হতে ধরাতলে নাহি কিছু আর।
ধর্ম্মই পরম বন্ধু সার হতে সার।।
ধর্ম্মের প্রসাদে হয় আশ্চর্য্য ঘটন।
ধর্ম্মের প্রসাদে হয় স্বর্গেতে গমন।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যেই জন করে অনুষ্ঠান।
অন্তিমে তাহার হয় সুরপুরে স্থান।।
জন্মান্তরে জন্মে সেই সম্ভ্রান্তের ঘরে।
বিপুল ঐশ্বর্য্য হয় জানিবে অন্তরে।।
বৃহৎ ক্ষেত্রে নরপতি তাহার প্রমাণ।
মহাসুখে ছিল সেই খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে সেই নরপতি হয়।
ধর্ম্মের প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয়।।
এত শুনি পুনঃ কহে যত ঋষিগণ।
নিবেদন শুন শুন বিধির নন্দন।।
করিয়াছিল কি কার্য্য সেই নরপতি।
আগে কহ সেই কথা ওহে মহামতি।।
সেই ফলে কিবা সুখ পায় নররায়।
কহ দেব সেই কথা আমা সবাকায়।।
ঋষিদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিধিসুত ধীরে ধীরে কহেন তখন।।
ঋষিগণ শুন শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
বৃহৎক্ষেত্র নামে ছিল এক নৃপমণি।।
শৌর্য্যে বীর্য্যে তাঁর সম কেহ নাই ছিল।
তাঁহার গুণের কথা খ্যাত ভূমণ্ডল।।
কোন কালে দৈত্যগণে করিতে নিধন।
দেবরাজ চিন্তাকুল নিরন্তর রন।।
তারপর বৃহৎ ক্ষেত্রে লইয়া সাদরে।
দৈত্যধ্বংস করে ইন্দ্র জানিবে অন্তরে।।
রাজার সাহায্য লয়ে দেব শচীপতি।
দৈত্যগণে ধ্বংস করে খ্যাত বসুমতী।।
এই হেতু সেই রাজা সদা সর্ব্বক্ষণ।
করিতেন সুরলোকে গমনাগমন।।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি যত গ্রহচয়।
নৃপতির তেজে সবে পরাভূত হয়।।
তাঁহার সমান তেজ না ছিল কাহার।
সেই রাজা একচ্ছত্র অবনী মাঝার।।
বিপক্ষ তাঁহার নাহি আছিল ধরায়।
সকলে অধীন ছিল জানিবে সবায়।।
ভানুমতি নামে ছিল তাঁহার মহিষী।
ধরামাঝে সেই নারী অপূর্ব্ব রূপসী।।
দ্বিতীয় লক্ষ্মীর সম সেই সে ললনা।
অনুপমা সতী সাধ্বী সুন্দরী পরমা।।
লাবণ্য রূপ তাঁহার করি দরশন।
সুরাঙ্গনা সদা সবে সুলজ্জিতা হন।।
বসে যদি নারী মাঝে সেই ভানুমতি।
লক্ষ্মী সম শোভা ধরে সেই কান্তিমতী।।
নরপতি এই হেতু একান্ত অন্তরে।
ভালবাসিতেন সদা সেই মহিষীরে।।
মহিষী সহিতে রাজা হয়ে একমন।
করিতেন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সদা অনুক্ষণ।।

গার্হস্থ্য ধরম কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান।
নরপতি অনুক্ষণ করে অবস্থান।।
একদা বশিষ্ঠ মুনি বিদিত ভুবনে।
উপনীত হন আসি রাজার সদনে।।
মুনিবরে সমাগত করি দরশন।
নরপতি অভ্যর্থনা করেন তখন।।
বিধানে সৎকার তাঁর করে নরপতি।
বসিলেন সুখাসনে ঋষি মহামতি।।
বিনয় বচনে পরে নরপতি কয়।
নিবেদন শুন শুন ওহে মহোদয়।।
পূর্ব্ব জন্মে কিবা ধর্ম্ম করেছিনু আমি।
যেই ফলে রাজ্য আদি লভেছি ইদানী।।
এহেন সম্পদ মম কিসের কারণ।
এত বল দেহে মম ওহে মহাত্মন্।।
এইসব জানিবারে বাসনা আমার।
অতএব কহ তাহা ওহে গুণাধার।।
চরিতার্থ কর মোরে করিয়া বর্ণন।
চিন্তা দূর কর মম ওহে মহাত্মন্।।
এতেক বাক্য রাজার করিয়া শ্রবণ।
ঋষিবর মিষ্টভাষে কহেন তখন।।
শুনশুন নরপতি কহিব সকলে।
লীলাবতী নামে নারী ছিল পূর্ব্বকালে।
বৈশ্যার তনয়া ছিল সেই লীলাবতী।
শিবপরায়ণা সাধ্বী আছিল যুবতী।।
তার মন সদা ছিল ধরম করমে।
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিত যতনে।।
চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করি সেই লীলাবতী।
লবণ-অচল দেহ ওহে মহামতি।।
পুষ্কর তীর্থেতে দেয় লবণ অচল।
শুন শুন তারপর ওহে নরপাল।।
তুমি ছিলে স্বর্ণকার জনম অন্তরে।
ঘটে যাহা দৈবযোগে শুন তার পরে।।
লীলাবতী অলঙ্কার করিতে নির্ম্মাণ।
তোমারে নিযুক্ত করে ওহে মতিমান।।
একদিন লীলাবতী প্রতিষ্ঠা কারণ।
করিতে আদেশ দেন প্রতিমা গঠন।।
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে তুমি যত্ন সহকারে।
প্রতিমা গড়িয়া তুমি দিলেহে তাহারে।।
নৈপুণ্যাদি তব শিল্প করি দরশন।
মনে মনে লীলাবতী পুলকিত হন।।
সমধিক মূল্য দিতে চাইলেন তিনি।
কিন্তু তুমি নাহি নিলে ওহে নৃপমণি।।
ধর্ম্মকার্য্য বলি তুমি মূল্য নাহি নিলে।
পুরস্কার নাহি নিব তাহারে কহিলে।।
এই যে তোমার পত্নী ভানুমতিসতী।।
পূর্ব্বজন্মে তব ভার্য্যা আছিল যুবতী।।
স্বর্ণবৃক্ষ লীলাবতী করিতে নির্ম্মাণ।।
আদেশ দেন ইহাকে ওহে মতিমান।।
ভক্তি করি নিরমিয়া দেয় ভানুমতি।
মূল্য বা বেতন নাহি নিলেন যুবতী।।
প্রচুর ধনের কর্ত্রী ছিল লীলাবতী।
বিত্তব্যয় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন সতী।।
মৃত্যু তাঁর কালবশে হইল যখন।
সেই সতী শিবলোকে করিল গমন।।
সেই জন্মে তুমি নৃপ আছিলে নির্ধন।
সংসার যাত্রায় কষ্ট পেতে সর্ব্বক্ষণ।।
তুমি মহাকষ্টে ছিলে ওহে নররায়।
ঘটে যাহা তার পর বলিহে তোমায়।।
লীলাবতী ধর্ম্ম কর্ম্ম করে আচরণ।
সহায়তা তুমি তাহে করিলে সাধন।।
সেই ফলে ইহ জন্মে ধনের ঈশ্বর।
হইয়াছ মহামতি তুমি নরবর।।
সূর্য্যসম মহাতেজা তুমি সেই ফলে।
সপ্তদ্বীপাধিপতি হয়েছ এইকালে।।
তব ভার্য্যা ভানুমতি পুণ্য কর্ম্ম করে।
হয়েছে মহিষী তব জানিবে অন্তরে।।
কথা যাহা হোক এক করহ শ্রবণ।
যথেষ্ট বিভব তব রয়েছ এখন।।

তুমি ধান্যচাল দান করয়ে যতনে।
ব্রত উপবাস কর বিহিত বিধানে।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে যেই জন।
তার ফল সেই বটে করে উপার্জ্জন।।
কিন্তু উপদেশ দেয় যেই মহামতি।
কিম্বা সহায়তা করে যেই মহামতি।।
মহাফল সেইজন করে উপার্জ্জন।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।।
পরম ধার্ম্মিক তুমি ওহে নররায়।
বলিব কিবা অধিক এখন তোমায়।।
আমার বচন নাহি করিও হেলন।
ধর্ম্মকর্ম্মে সদা মন করে নিয়োজন।।
ঋষিবর এত বলি করেন প্রস্থান।
নরপতি ধর্ম্মকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।।
বিধিসুত এত বলি কহে পুনরায়।
ঋষিগণ শুন শুন বলি সবাকায়।।
ইতি পূর্ব্বে যেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ সকলে।।
নানাবিধ ব্রত আছে শাস্ত্রের বিধান।
উপবাস কত আছে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
সকলি জানিবে নর হিতের কারণ।
বলিতেছি একে একে শুন সর্ব্বজন।।
বিশোক-দ্বাদশী ব্রত অতি অনুত্তম।
বলি আগে সেই কথা করহ শ্রবণ।।
সংযত হইয়া রবে দশমীর দিনে।
আহার করিবে লঘু বিহিত বিধানে।।
পরদিন প্রত্যুষেতে করি গাত্রোত্থান।
প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপিয়া করিবেক স্নান।।
তারপর যথাসাধ্য নানা উপচারে।
পূজিবে কেশব দেবে সম্যক্ প্রকারে।।
সেই দিন উপবাসে করিবে যাপন।
তারপর দিন শুন ওঠে ঋষিগণ।।
সর্ব্বৌষধি জলে আর পঞ্চগব্যজলে।
স্নান করি শুভমাল্য ধরিবেক গলে।।
নিজ অঙ্গে শুভ বস্ত্র করিবে ধারণ।
শ্রীপতির পূজা পরে করিবে সাধন।।
বিশোকায় নমঃ বলি পূজি পদদ্বয়ে।
বরদায় নমঃ এই মন্ত্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে।।
গণেশায় নমঃ মন্ত্র করি উচ্চারণ।
জানুদ্বয়ে পূজা আদি করিবে সাধন।।
কন্দর্পায় নমঃ বলি পূজি গুহ্যদেশে।
মাধবায় নমঃ মন্ত্রে পূজি কটিদেশে।।
বৈকুণ্ঠায় নমঃ বলি কণ্ঠেতে পূজিবে।
বামনায় নমঃ বলি আনন্দ হইবে।।
ললাটেতে পূজা আদি করিবে সাধন।
স্থণ্ডিল কুণ্ডাদি পরে করিয়া গঠন।।
তার মাঝে সোম সূর্য্য লক্ষ্মীরে পূজিবে।
তুষ্টি পুষ্টি সিদ্ধি ঋষি শ্রীহরি অর্পিবে।।
অশেষ সন্তাপহারী শোক বিনাশন।
বরপ্রদ ভগবান দেব নারায়ণ।।
বিশোক করুন মোরে এই মন্ত্র পড়ে।
পূজিবেক নারায়ণে অতীব সাদরে।।
যথাবিধি কুণ্ড পরে করিয়া স্থাপন।
বিধানে করিবে হোম ওহে ঋষিগণ।।
তারপর নৃত্যগীত উৎসব করিবে।
এই ত ব্রতের বিধি অন্তরে জানিবে।।
পরদিন নিমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
বিপ্র-দম্পতিরে খাদ্য দিবেক বিধানে।।
বিধানে সবারে পরে করাবে ভোজন।
যথাশক্তি বসনাদি করিবে অর্পণ।।
অলঙ্কার মাল্য আদি দিবেক সাদরে।
বিপ্রদম্পতির পূজা করিবেক পরে।।
এইরূপে মাসে মাসে ব্রত আচরণ।
যথাবিধি করিবেক ওহে ঋষিগণ।।
সমাপন কাল যবে হবে উপস্থিত।
শয্যাদান দিবে পরে লবণ সহিত।।
কিম্বা গুড়ধেনু সহ করিবে অর্পণ।
এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।

বিপুল ঐশ্বর্য্য বাঞ্ছা করে যেইজন।
স্বর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি করিয়া গঠন।।
লক্ষ্মীসহ সেই মূর্ত্তি করিবে প্রদান।
এই ত ব্রতের বিধি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
যেই যেই পুষ্প ইথে করিবে অর্পণ।
সেই কথা বলিতেছি শুন সর্বজন।।
উৎপল করবী জাতি আর সিন্ধুবার।
মল্লিকা কর্দ্দম আদি আর যে মন্দার।।
এইসব পুষ্প দিবে শাস্ত্রের বচন।
সবাপাশে কহিলাম ওহে ঋষিগণ।।
এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে সাদরে।
বিধিসুত শুন শুন নিবেদি তোমারে।।
লবণ ধেনুর বিধি করহ বর্ণন।
স্বরূপ তাহার কিবা ওহে মহাত্মন্।।
কি মন্ত্রে করিবে দান ওহে মহাশয়।
এই সব শুনিবারে উৎসুক হৃদয়।।
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন।
ঋষিগণ শুন শুন করিব বর্ণন।।
লবণ ধেনুর বিধি বলিব সবারে।
তাহার স্বরূপ শুন একান্ত অন্তরে।।
কিবা ফল হয় তাহে করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ।।
ইতি পূর্ব্বে যেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ সকলে।।
নানাবিধ ব্রত আছে শাস্ত্রের বিধান।
উপবাস কত আছে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
সকলি জানিবে নর হিতের কারণ।
বলিতেছি একে একে শুন সর্ব্বজন।।
বিশোক-দ্বাদশী ব্রত অতি অনুত্তম।
বলি আগে সেই কথা করহ শ্রবণ।।
সংযত হইয়া রবে দশমীর দিনে।
আহার করিবে লঘু বিহিত বিধানে।।
প্রত্যুষেতে পরদিন করি গাত্রোত্থান।
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া করিবেক স্নান।।
তারপর যথাসাধ্য নানা উপচারে।
পূজিবে কেশব দেবে সম্যক প্রকারে।।
উপবাসে সেই দিন করিবে যাপন।
তারপর দিন শুন ওঠে ঋষিগণ।।
সর্ব্বৌষধি জলে আর পঞ্চগব্যজলে।।
স্নান করি শুভ মাল্য ধরিবেক গলে।।
নিজ অঙ্গে শুভ বস্ত্র করিবে ধারণ।
শ্রীপতির পূজা পরে করিবে সাধন।।
বিশোকায় নমঃ বলি পূজি পদদ্বয়ে।
বরদায় নমঃ এই মন্ত্রে জঙ্ঘাদ্বয়ে।।
গোময়ে লেপন করি ভূমির উপর।
গর্ভ আস্তরণ তাহে করিবে সত্বর।।
কৃষ্ণসার চর্ম্মপরে করিবে স্থাপন।
মুণ্ডশুদ্ধ শুষ্ক চর্ম্ম ওহে ঋষিগণ।।
চারিহস্ত পরিমিত সেই চর্ম্ম হবে।
পূর্ব্বাস্য করিয়া তাহা স্থাপন করিবে।।
পরে তাহা লবণেতে করিয়া পূরণ।
তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক মৃগের চরম।।
লইয়া তাহাতে পূর্ণ করিবে লবণ।
করিবে বৎসাকার ওহে ঋষিগণ।।
পরে সেই দুই ধেনু আর যে বৎসরে।
করিবে শ্বেত কম্বলে আচ্ছাদিত পরে।।
পৃষ্ঠদেশে তাম্রপাত্র করিবে অর্পণ।
রোমস্থানে চামর শ্বেত দিবে সাধুজন।।
ভ্রূদ্বয়ে বিদ্রুম আর নবনীত স্তনে।
অর্পিয়া আবৃত পরে করিবে বিধানে।।
করিবে কৌষেয় বস্ত্রে তাহা আচ্ছাদন।
এরূপে সবৎস ধেনু করিয়া গঠন।।
ধূপ দীপ আদি দিয়া অর্চ্চন করিবে।
প্রার্থনা করিবে পরে শুন বলি সবে।।
কামধেনু রূপে লক্ষ্মীদেব মধ্যে রয়।
সেই ধেনু এই ধেনু নাহিক সংশয়।।
সকল পাপ আমার করুন মোচন।
আমি এই ভিক্ষা মাগি ধেনুর সদন।।

যেই লক্ষ্মী অবস্থিত বিষ্ণু বক্ষঃস্থলে।
সেই লক্ষ্মী এই ধেনু জানিগো অন্তরে।।
চন্দ্র সূর্য্য শক্তিরূপে যেই লক্ষ্মী রয়।
সেই লক্ষ্মী এই ধেনু নাহিক সংশয়।।
সর্ব্বশান্তি এই ধেনু করুন আমার।
প্রার্থনা করিয়া সাধু এহেন প্রকার।।
সেই ধেনু বিপ্রগণে করিবে অর্পণ।
বলিলাম বিধি এই ওহে ঋষিগণ।।
অন্য অন্য ধেনু যাহা পাপ নাশ করে।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ সাদরে।।
বহুবিধ ধেনু আছে শাস্ত্রের বচন।
কত বা বলিব তাহা ওহে ঋষিগণ।।
গুড়ধেনু ঘৃতধেনু তিলধেনু আর।
জলধেনু ক্ষীরধেনু সার হতে সার।।
মনুধেনু রসধেনু কত ধেনু হয়।
শর্করা লবণ আদি ওহে ঋষিচয়।।
ভুক্তিমুক্তি ইচ্ছা করে যেই সাধুজন।
এই ধেনু পর্ব্বে পর্ব্বে করিবে তর্পণ।।
বিশোক-দ্বাদশী ব্রত করি অনুষ্ঠান।
গুড়ধেনু সমর্পিবে শাস্ত্রের বিধান।।
বিশোক-দ্বাদশী ফল অতি চমৎকার।
পাপরাশি ভস্ম হয় প্রভাবে তাহার।।
সকল সৌভাগ্য লভে সেই ব্রতীজন।
বিষ্ণুপুরে অন্তকালে করয়ে গমন।।
এই ব্রত যথাবিধি করি আচরণ।
গুড়ধেনু সমর্পিলে ওহে ঋষিগণ।।
মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ।
সবাপাশে বলিলাম শাস্ত্রের বিধান।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসেন পুনঃ ওহে বিধির নন্দন।।
যে যে দান দেবলোকে নাহি হয় ক্ষয়।
সেই সব ফল কহ ওহে মহোদয়।।
এত শুনি বলে পুনঃ বিধির নন্দন।
বলিতেছি শুনশুন ওহে ঋষিগণ।।

অচল দানেতে পুণ্য হয় যে অক্ষয়।
দশধা অচলদান পুরাণে নির্ণয়।।
ধান্যাচল প্রথমতঃ জানিবে অন্তরে।
লবণ অচল দুই গুড়াচল পরে।।
চতুর্থ সুবর্ণচল পরে তিলাচল।
কার্পাস অচল আর ঘৃতের অচল।।
রত্নাচল তারপর জানিবে অন্তরে।
রজত অচল পরে কহি সবাকারে।।
দশম শর্করাচল শাস্ত্রের বচন।
সংক্ষেপে বলিনু সব ওহে ঋষিগণ।।
অয়ন বিষুবদ্বয় আর ব্যতীপাতে।
দিনক্ষয়ে বিবাহিতে আর উৎসবেতে।।
যজ্ঞদিনে দ্বাদশীতে পৌর্ণমাসী দিনে।
কর্ত্তব্য অচলদান শাস্ত্রের বিধানে।।
ভূমির উপরে করি গোময় লোপন।
তারপর গর্ভরাশি দিবে আস্তরণ।।
তারপর ধান্যাচল স্থাপন করিবে।।
সহস্র দ্রোণ প্রমাণ ধান্য দিতে হবে।।
তিনটি স্বর্ণের বৃক্ষ করিয়া গণন।
মধ্যভাগে পরে তাহা করিবে স্থাপন।।
চারিটি রজতশৃঙ্গ চারিদিকে দিবে।
এরূপেতে ধান্যাচল স্থাপন করিবে।।
মুক্তাফল সম শুভ্র লইয়া বসন।
তাহার উপরে পরে দিবে আচ্ছাদন।।
রতনে ভূষিত তাহা করিবেক পরে।
আনাইবে লোকপালগণেরে সাদরে।।
নানাবিধ ফলপুষ্প মাল্য আদি দিয়ে।
শোভিত করিবে পরে সানন্দ হৃদয়ে।।
এইরূপে ধান্যাচল করিয়া স্থাপন।
যথাবিধি পূজা পরে করিবে সাধন।।
প্রার্থনা করিবে তাহে যেই মন্ত্র পড়ে।
মন দিয়া শুন তাহা বলি সবাকারে।।
অচল তোমার কাছে প্রার্থনা আমার।
হয়েছে আমার গৃহে পর্ব্বত আকার।।

পর্ব্বতের নাম তুমি করেছ ধারণ।
আমার মঙ্গল তুমি করহ সাধন।।
পূজিত হইয়া তুমি আমার আগারে।
কল্যাণ বিধান কর নিবেদি তোমারে।।
পরা শান্তি দেও তুমি ওহে গিরিবর।
ভগবান ঈশ তুমি অচল ঈশ্বর।।
ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি তুমি দিবাকর।
তুমি সনাতন ওহে অচল প্রবর।।
সতত আমার রক্ষা করহ বিধান।
এরূপ প্রার্থনা করি সাধু মতিমান।।
বহুবিধ উপচারে করিবে পূজন।
উৎসর্গ করিবে পরে ওঠে ঋষিগণ।।
করিবে অর্পণ পরে ব্রাহ্মণ নিকরে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহি সবাকারে।।
এইরূপে ধান্যাচল করিবে অর্পণ।
মহাফল পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
সে ফল না হয় ক্ষয় জান কোনকালে।
শাস্ত্রের বচন এই কহি যে সকলে।।
এখন শুনহ যত ওহে ঋষিগণ।
লবণ অচলবিধি করিব বর্ণন।।
দশভার লবণেতে করিবে নির্ম্মাণ।
উত্তম অচল হয় শাস্ত্রের বিধান।।
পাঁচভার লবণেতে জানিবে মধ্যম।
তিনভারে অধম যে শাস্ত্রের বচন।।
স্বর্ণবৃক্ষ স্বর্ণশৃঙ্গ সাজাবে সাদরে।
যেরূপ নিয়ম আছে ধান্যের অচলে।।
ইন্দ্র আদি লোকপাল করি আবাহন।
যথাবিধি পূর্ব্বমত করিবে পূজন।।
যে রূপে প্রার্থনামন্ত্র শুন ঋষিগণ।
যেরূপ প্রার্থনা বাক্য করিবে পঠন।।
দেবগণ মধ্যে যথা শ্রেষ্ঠ নারায়ণ।
যোগীর প্রধান যথা দেব পঞ্চানন।।
সমস্ত মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যেমন ওঙ্কার।
সেরূপ প্রধান তুমি সামগ্রী মাঝার।।

যত কিছু দ্রব্য আছে জগত ভিতরে।
সবার প্রধান তুমি জানি গো অন্তরে।।
আমার সৌভাগ্য তুমি করহ বিধান।
সম্পদ বিস্তার কর অচল ধীমান।।
এরূপ প্রার্থনা করি অতি ভক্তিভরে।
বিধানে অর্চ্চনা পরে করিবে সাদরে।।
তারপর বিপ্রকরে করিবে প্রদান।
এই ত শাস্ত্রের বিধি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
লবণ অচল দান করে যেইজন।
ব্রহ্মলোকে অন্তকালে সে করে গমন।।
কল্পকোটি ব্রহ্মধামে যেইজন রয়।
শাস্ত্রের বচন এই নাহিক সংশয়।।
কনক অচল দান যেই রূপে করে।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ সাদরে।।
সহস্রেক পলমিত কাঞ্চন লইয়ে।
স্বর্ণাচল করিবেক একান্ত হৃদয়ে।।
উত্তম অচল এই শাস্ত্রের বিধান।
মধ্যম পঞ্চাশ পলে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
তদর্দ্ধ প্রমাণে হয় অচল অধম।
এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
লোকপালগণে ইথে করিয়া স্থাপন।
যথাবিধি আবাহন করিবে সাধন।।
পূজিবেক তারপর বিহিত বিধানে।
প্রার্থনা করিবে পরে ভক্তিযুত মনে।।
কনক অচল তুমি অচল প্রবর।
স্থাপিয়াছি মম গৃহে শুন অতঃপর।।
ব্রহ্মাবীর্য্য তেজো মূর্ত্তি তুমি হে কাঞ্চন।
তোমায় প্রণাম করি অচল রাজন।।
আমা সবে রক্ষা কর অচল ঈশ্বর।
এরূপে প্রার্থনা করি পূজিবেক পর।।
উৎসর্গ করিয়া পরে বিপ্রগণ করে।
সমর্পণ করিবেক সানন্দ-অন্তরে।।
এইরূপে স্বর্ণাচল যে করে অর্পণ।
ব্রহ্মলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন।।

ব্রহ্মলোকে কল্পকোটি তাহার বসতি।
পরম আনন্দে তথা করে অবস্থিতি।।
ভোগ অন্তে ধরাধামে সে করে গমন।
মহাসুখী হয় সেই লভিয়া জনম।।
যেইরূপে তিলাচল করিবে প্রদান।
সেই কথা বলিতেছি কর অবধান।।
তিলাচল যেইজন করে সমর্পণ।
বিষ্ণুলোকে সেইজন করয়ে গমন।।
দশভার তিল দিয়া অচল গঠিলে।
উত্তম অচল হয় শাস্ত্রে হেন বলে।।
মধ্যম পঞ্চমভারে অধম যে তিনে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহি সবাস্থানে।।
তিলাচল যথাবিধি করিয়া গঠন।
পূর্ব্বমত দেব আদি করিয়া স্থাপন।।
আবাহন যথাবিধি করিয়া সাদরে।
প্রার্থনা করিবে বিধি এহেন প্রকারে।।
এইরূপে আমন্ত্রণ করি যেইজন।
তিলাচল দান করে ওহে ঋষিগণ।।
দুর্লভ বৈষ্ণব পদ সেই জন পায়।
বদ্ধ নাহি হয় সেই ভববদ্ধ দায়।।
পুনরায় নাহি আসে ভব কারাগারে।
নিত্যানন্দে রহে সেই বৈকুণ্ঠ নগরে।।
তিলাচল দান তথা করিলে শ্রবণ।
কার্পাস অচলদান বলিব এখন।।
বিংশভারে সর্ব্বোত্তম কার্পাস অচল।
মধ্যম দশমভারে জানে সর্ব্বনর।।
পঞ্চভারে সর্ব্বাধম শাস্ত্রের বচন।
যেমন শকতি যার করিবে তেমন।।
এইরূপে নিরমিয়া কার্পাস অচল।
পূর্ব্বমত পূজা আদি করিয়া সকল।।
প্রার্থনা করিবে পরে একান্ত অন্তরে।
সেই মন্ত্র শুন শুন কহি সবাকারে।।
তোমা হতে লোক সব লভেছ জনম।
নমস্কার তব পদে ওহে মহাত্মন।।
আমারে পাতক হতে করহ উদ্ধার।
প্রার্থনা করিবে এই শাস্ত্রের বিচার।।
কার্পাস অচল দান করিনু কীর্ত্তন।
এই দান যেই জন করে সমর্পণ।।
অন্তকালে লভে সেই পরমা সুগতি।
করতলে রহে তার ভকতি মুকতি।।
ঘৃতাচল যেইরূপে করিবে অর্পণ।
সেইকথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
বিংশ কুম্ভ পরিমিত ঘৃতেতে গঠিলে।
উত্তম অচল হয় শাস্ত্রে হেন বলে।।
দশ কুম্ভ দিয়া কৈলে মধ্যম অচল।
পাঁচ কুম্ভ সর্ব্বাধম হয় ঘৃতাচল।।
এইরূপে ঘৃতাচল করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্বমত লোকপালে করি আবাহন।।
যথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাদরে।
প্রার্থনা করিবে পরে অতি ভক্তিভরে।।
অমৃতের তেজ যোগে তোমার জনম।
বিষ্ণুর সদৃশ তুমি ওহে মহাত্মন।।
তোমাতে সংস্থিত ব্রহ্ম যিনি তেজোময়।
মোরে পরিত্রাণ কর ওহে মহোদয়।।
এরূপ প্রার্থনা করি অতি ভক্তিভরে।
উৎসর্গ করিবে তাহা একান্ত অন্তরে।।
তারপর বিপ্রগণে করিবে প্রদান।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
ঘৃতাচল দান করে যেই মহামতি।
মহাপাপে সেই সাধু পায় অব্যাহতি।।
অন্তকালে সেই জন ত্যজি কলেবর।
শিবের সমীপে যায় কৈলাস নগর।।
আনন্দে কৈলাস পুরে করে অবস্থান।
কল্পকোটি রহে তথা সেই মতিমান।।
এইরূপে পুণ্যভোগ করিয়া তথায়।
মানব লোকেতে সেই আসে পুনরায়।।
মহত কুলেতে হয় তাহার জনম।
শিবভক্ত হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।

বিপুল সম্পত্তিশালী সেই জন হয়।।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
অতঃপর রত্নাচল দানের বিধান।
শুন সবে বলিতেছি শাস্ত্রের প্রমাণ।।
সহস্র মুকুতা ফল লইয়া সাদরে।
অচল যদ্যপি করে অতি ভক্তিভরে।।
উত্তম অচল তারে কহে ঋষিগণ।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই স্বরূপ বচন।।
পঞ্চশত মুক্তা দিয়া করিলে গঠন।
মধ্যম তাহারে কহে ওহে ঋষিগণ।।
দুইশত পঞ্চাশেতে অধম যে হয়।
কহিনু সবার পাশে ওহে ঋষিচয়।।
এইরূপে মুক্তাদ্বারা অচল গঠিয়ে।
পূর্ব্বদিকে বজ্র তার বিন্যাস করিয়ে।।
দক্ষিণেতে ইন্দ্রনীল করিবে বিন্যাস।
নিয়ম আছয়ে এই শাস্ত্রেতে প্রকাশ।।
বিন্যাস করিবে পরে বৈদূর্য্য পশ্চিমে।
পদ্মরাগ বিন্যাসিবে উত্তরেতে ক্রমে।।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
পূর্ব্বমত লোকপালে করিবে স্থাপন।।
আবাহন পূজনাদি করিবে যতনে।
প্রার্থনা করিবে পরে শুন সর্ব্বজনে।।
শুন শুন রত্নাচল আমার বচন।
রত্নমধ্যে ব্যবস্থিত যত দেবগণ।।
তুমি সেই রত্নময় শুনহ অচল।
আমারে উদ্ধার কর ওহে গিরিবর।।
রত্নদান হেতু সেই দেব নারায়ণ।
জগতেতে করিছেন সবার সৃজন।।
বজ্রদান হেতু তিনি পূজ্য সবাকার।
অতএব শুন শুন ওহে গুণাধার।।
আমি তোমাকে প্রদান করিব যতনে।
উদ্ধার কর আমারে কহি তব স্থানে।।
এরূপে প্রার্থনা করি সাধু তারপর।
দ্বিজগণে দিবে তাহা করি যোড়কর।।

এইরূপে রত্নাচল যে করে প্রদান।
কোটি কল্প বিষ্ণু লোকে করে অবস্থান।।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিনাশন।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি করয়ে সাধন।।
রত্নাচলদান কথা শুনিলে সকলে।
রজত-অচলদান শুন অতঃপরে।।
রজত অযুত পলে করিলে নির্ম্মাণ।
উত্তম অচল হয় শাস্ত্রের বিধান।।
তাহার অর্দ্ধেকে হয় মধ্যম অচল।
তদর্দ্ধে কনিষ্ঠ শুন তাপস সকল।।
ইথেও অশক্ত যদি হয় কোনজন।
বিশপল রজতেতে করিবে গঠন।।
তারপর পূর্ব্বমত অর্চ্চনাদি করি।
প্রার্থনা করিতে পারে করযোড় করি।।
রজত অচল শুন আমার বচন।
পিতৃলোক প্রিয় তুমি ওহে মহাত্মন্।।
ধর্ম্মের বল্লভ তুমি ইন্দ্র প্রিয়তম।
তোমারে বাসেন ভাল দেব পঞ্চানন।।
অতএব নিবেদন তোমার গোচরে।
সংসার সাগর হতে উদ্ধার আমারে।।
মোর যত শোক দুঃখ কর বিনাশন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।।
প্রার্থনা করি এরূপ রজত অচলে।
করিবে অর্পণ পরে দ্বিজাতির করে।।
যেইজন এইরূপে করে সমর্পণ।
সহস্র গোদান ফল পায় সেইজন।।
সেইজন অন্তকালে শিবলোকে যায়।
কোটিকল্প মহানন্দে রহিবে তথায়।।
পুণ্যভোগ অন্তে পরে সেই সাধুজন।
মহত কুলেতে আসি লভয়ে জনম।।
এহত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে।
শর্করাচলের কথা শুন অতঃপরে।।
অষ্টভার শর্করাতে করিলে গঠন।
উত্তম অচল হয় শাস্ত্রের বচন।।

এই ব্রত যেই জন করে ভক্তিভরে।
নাহি পায় শোক দুঃখ আপন অন্তরে।।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে।
এক ভক্ত হয়ে রবে বিহিত বিধানে।।
বসন ভূষণ আদি করিয়া অর্পণ।
পূজিবে ভাস্করদেবে ওহে ঋষিগণ।।
তারপর ষষ্ঠীদিনে একান্ত অন্তরে।
পূজিবে পুনশ্চ তথা অতি ভক্তিভরে।।
ষষ্ঠীদিন উপবাসে করিবে যাপন।
সপ্তমীতে বিধানেতে করিবে ভোজন।।
লবণ তৈলাদি ভিন্ন করিবে আহার।
এক ভক্ত হয়ে রবে শাস্ত্রের বিচার।।
এরূপে বিশোক ব্রত করে যেইজন।
ইহলোকে শোক দুঃখ না পায় কখন।।
পরলোকে ইন্দ্রপদ সেইজন পায়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবায়।।
অন্য এক ব্রত আছে শুন সর্ব্বজনে।
যেরূপ বিধান আছে শাস্ত্রের বচনে।।
মার্গশীর্ষে শুক্লাষষ্ঠী পেয়ে সিদ্ধজন।
উপবাস করি রবে ওহে ঋষিগণ।।
সপ্তমীতে শর্করাতে পদ্ম বিরচিয়ে।
কুটুম্ব বিপ্রেরে দিবে একান্ত হৃদয়ে।।
বর্ষবিধি এইরূপে যেই করে দান।
সে পায় অনন্ত ফল শাস্ত্রের বিধান।।
এইত শুনিলে সবে ওহে ঋষিগণ।
মন্দার-সপ্তমী ব্রত শুনহ এখন।।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমীর দিনে।।
সংযত হইয়া রবে বিহিত বিধানে।।
লঘুভোজী হয়ে রবে ওহে ঋষিগণ।
ষষ্ঠীতে প্রভাতে পরে উঠিয়া তখন।।
নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া বিহিত বিধানে।
উপবাস করি রবে শাস্ত্রের প্রমাণে।।
প্রাতঃকালে পরদিন করি গাত্রোত্থান।
নিত্যক্রিয়া সমাপিবে সেই মতিমান।।

সুবর্ণ পুরুষ এক গঠিয়া সাদরে।
ভাস্কর সমান জ্ঞান করিবে অন্তরে।।
যথাশক্তি উপচারে করিব পূজন।
এক ভক্ত হয়ে রবে নিজে সাধুজন।।
তৈল ও লবণ নাহি সেবন করিবে।
বিত্তশাঠ্য বিসর্জ্জন করিতে হইবে।।
এইরূপে ব্রত করে যেই সাধুজন।
সৌভাগ্য সম্পদ পায় শাস্ত্রের বচন।।
এই ব্রত কথা শুনে যেই জ্ঞানী নর।
অতীব পবিত্র হয় তাহার অন্তর।।
নাহি রহে কিছু পাপ তাহার শরীরে।।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপ তন্ত্রের বিচারে।।
শুভ সপ্তমীর কথা শুনহ এখন।
মহাশ্রেষ্ঠ ব্রত সেই শাস্ত্রের বচন।।
তাহে উপবাস করে যেই জ্ঞানী নর।
নাহি রোগ শোক ঘেরে তার কলেবর।।
আশ্বিন মাসেতে শুক্লাসপ্তমীর দিনে।
নিত্যক্রিয়া দান আদি করিয়া বিধানে।।
যথাবিধি স্বস্তিবাক্য করি উচ্চারণ।
কপিলা দেবীর পূজা করিবে সাধন।।
গন্ধমাল্য আদি দিয়া পূজিবে যতনে।
তারপর শুন শুন কহি সবাস্থানে।।
এক প্রস্থ তিল রাখি তাম্রের আধারে।
কাঞ্চনের বৃষ এক রাখিবে সাদরে।।
করিবে উৎসর্গ তাহা সেই জ্ঞানীজন।
সূর্য্যের প্রীত্যর্থে মাত্র ওহে ঋষিগণ।।
এরূপ ব্রত যেই করে অনুষ্ঠান।
জন্মে জন্মে হয় সেই অতি কীর্ত্তিমান।।
সুরবালাগণ তারে অমর নগরে।
সেবা করে নিরন্তর অতি ভক্তি ভরে।।
পুণ্যভোগ অন্তে পরে সেই জ্ঞানীজন।
মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় লভয়ে জনম।।
সপ্তদ্বীপ অধিপতি সেই জন হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।

শত শত ব্রহ্ম হত্যা করি যেইজন।
ভ্রূণহত্যা কত শত করিয়া সাধন।।
যদি করে এই ব্রত একান্ত অন্তরে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শাস্ত্রের বিচারে।।
ব্রতের মাহাত্ম্য যেই করয়ে শ্রবণ।
অথবা ভকতি করি করে অধ্যয়ন।।
বিদ্যাধর নায়কত্ব সেই জন পায়।
শাস্ত্রের বচন এই কহিনু সবায়।।
এতেক বচন শুনি যত ঋষিগণ।
বিধিসুতে পুনঃ পুনঃ কহে মহাত্মন্।।
সপ্তদেবলোক আছে শাস্ত্রে হেন কয়।
ভূলোক করিয়া আদি ওহে মহোদয়।।
সপ্তলোকে আধিপত্য হয় কি প্রকারে।
কহ দেব সেই কথা আমা সবাকারে।।
শুভ আয়ু কিবা রূপে পায় নরগণ।
আরোগ্য লভয়ে কিসে ওহে মহাত্মন।।
লক্ষ্মীবন্ত কিসে হয় বল কৃপা করে।
এইসব শুনিবার বাসনা অন্তরে।।
এতশুনি বিধিসুত কহেন তখন।
বলিতেছি শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
দেবরাজ পূর্ব্বকালে অমর নগরে।
অসুর গণের ধ্বংস করিবার তরে।।
বায়ুসহ অনলের করি সম্বোধন।
আদেশ দিলেন দৈত্য ধ্বংসের কারণ।।
আজ্ঞা পেয়ে অগ্নিদেব বায়ুসহকারে।
অসংখ্য অসংখ্য দৈত্য বিনাশিত করে।।
কমলাক্ষ কাল দংষ্ট্র আর বিরোচন।
সংহ্লাদ তারক আদি ওহে ঋষিগণ।।
কতিপয় দৈত্যমাত্র প্রাণে বেঁচে রয়।
সমুদ্রে প্রবেশ করে সেই দৈত্যচয়।।
দৈত্যগণ পশে যেই সাগরের জলে।
আপন আপন প্রাণ রক্ষিবার তরে।।
তাহাদিগে বিনাশিতে হইয়া অক্ষম।
বায়ুসহ অগ্নিদেব করেন গমন।।
যে যাহার বাহনেতে চলিতে লাগিল।
একান্ত গন্তব্য স্থানে দু'জনে পৌঁছিল।।
গমন করেন দোঁহে আপনার স্থানে।
ক্ষুণ্ণ হন মনে মনে এই সে কারণে।।
এদিকে দানবগণ থাকিয়া সাগরে।
নানা উপদ্রব করে দেবগণ পরে।।
একবার জল হতে করি গাত্রোত্থান।
এখানে সেখানে সবে যায় নানাস্থান।।
মুনি ঋষি জনগণে করিয়া পীড়ন।
পুনরায় জলগর্ভে হয় নিমগন।।
জলদুর্গ এইরূপে করিয়া আশ্রয়।
সকলের পীড়া দেয় দানব নিচয়।।
তাহা দেখি দেবরাজ হয়ে ক্রুদ্ধমন।
পুনশ্চ অনলদেবে করি সম্বোধন।।
আদেশ দিলেন পুনঃ দানব নিধনে।
শুন শুন অগ্নিদেব কহি তব স্থানে।।
তুমি সাগরের জল করহ শোষণ।
দানবেরা তাহা হলে হবে বিনাশন।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধীরে ধীরে অগ্নিদেব কহেন তখন।।
তোমার আদেশ কৈলে সাগর শোষণ।
অধর্ম্ম হইবে মম শুনহ রাজন।।
কোটি কোটি জীবকুল যাহার আশ্রয়ে।
জীবন ধরিয়া আছে সানন্দ হৃদয়ে।।
তাহারে বিনাশ করা নহেক উচিত।
বলিতেছি যাহা নহে শাস্ত্রের বিহিত।।
অগ্নির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবরাজ হইলেন অতি ক্রুদ্ধমন।।
রোষভরে অগ্নিদেবে সম্বোধিয়া পরে।
বলিলেন শুন শুন কহি যা তোমারে।।
নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্মে দেবের শরীরে।
আদেশ পালন কর বলি যা তোমারে।।
আমার আদেশ তুমি না কর লঙ্ঘন।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।।

বায়ুসহ জন্ম লও অবনী মণ্ডলে।
মানুষ হইয়া রহ মনুষ্য ভিতরে।।
বলি আরো এক কথা শুনহ এখন।
তোমার গণ্ডুষে হবে সাগর শোষণ।।
কখন একাজে তুমি না পাবে নিস্তার।
বিফল নাহিক হবে বচন আমার।।
ইন্দ্রের শাপেতে পরে বায়ু ও দহন।
মানব কুলেতে গিয়া লভেন জনম।।
কুম্ভজন্মা হয়ে জন্মে সেই দুইজন।
তপস্বী হইলেন দোঁহে ওহে ঋষিগণ।।
বশিষ্ঠ একের নাম হইল ধরায়।
অগস্ত্য হইল আর শুনহে সবায়।।
কুম্ভ হতে যে প্রকারে অগস্ত্য জনমে।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ শ্রবণে।।
পূর্ব্বকালে দেব দেব নিত্য ভগবান।
ধর্ম্মপুত্র হয়ে জন্মে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
ধরাধামে সেই বিষ্ণু লভিয়া জনম।
বিপুল তপস্যা করে ওহে ঋষিগণ।।
কঠোর তপস্যা তাঁর করি দরশন।
ভীত হন দেবরাজ ওহে ঋষিগণ।।
তপস্যার বিঘ্ন তাঁর করিবার তরে।
উপনীত হন গিয়া পর্ব্বত উপরে।।
অপ্সরা সহিতে তথা করেন গমন।
সঙ্গেতে চলিল তার বসন্ত মদন।।
সেইস্থানে অপ্সরারা হরিষ অন্তরে।
নৃত্যগীত করে কত আমোদের তরে।।
ধর্ম্মপুত্র হবে কিসে বিমোহিত মন।
সেইজন্যে অপ্সরারা করয়ে যতন।।
তপস্যা ভঙ্গ তাঁর করিতে নারিল।
তাহা দেখি কামদেব মনেতে ভাবিল।।
বহুচিন্তা করি কাম আপনার মনে।
নারীর সৃজন এক করিল যতনে।।
অপ্সরার উরুদেশ হইতে তাহার।
হইল জনম সেই রূপের আধার।।

মোহনরূপ তাহার করি দরশন।
বিমোহিত মন হয় যত দেবগণ।।
উরুদেশ হতে জন্ম লভিল সুন্দরী।
উর্ব্বশী নাম এ হেতু ধরে সেই নারী।।
উর্ব্বশী হইতে হৈল তপস্যা ভঞ্জন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
মুগ্ধ হন ইন্দ্র নিজে তাহার রূপেতে।
আহ্বান করে তারে নিজ সমীপেতে।
কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচন।
বরাননে মম বাক্য করহ শ্রবণ।।
তুমি মোরে আত্মদান কর গো সুন্দরী।
তোমার সৌন্দর্য্য আমি হৃদি মাঝে স্মরি।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
উর্ব্বশী সম্মতা তাহে হলেন তখন।।
তারপর মিত্র আর বরুণ প্রবর।
উর্ব্বশীরে সম্বোধিয়া কহে অতঃপর।।
মোদের দোঁহারে তুমি করহ বরণ।
তব রূপে মোরা দোঁহে বিমোহিত মন।।
উর্ব্বশী এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
আমি আগে দেবরাজে করেছি বরণ।
তোমাদিগে ভজিবারে না পারি এখন।।
এতেক বচন শুনি সেই দেবদ্বয়।
হইলেন ক্রোধবশে মোহিত হৃদয়।।
অভিশাপ দিয়া কহে সেই রূপসীরে।
জনম লভহ গিয়া মানব আগারে।।
সোমোদ্ভব নরপতি হবে তব পতি।
তাহার নিকটে যাও তুমি লো যুবতী।।
এত বলি অভিশাপ দিলেন তখন।
শুন শুন তারপর ওহে ঋষিগণ।।
মিত্রাবরুণের রেতঃ পড়ে সেইকালে।
কুম্ভের মধ্যেতে পড়ে জানিবে অন্তরে।।
তাহাতে অগস্ত্য ঋষি লভেন জনম।
এইত নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে ঋষিগণ।।

আরো এক কথা বলি শুনহ্ সকলে।
নিমি রাজ্যে রাজা এক ছিল পূর্ব্বকালে।।
একদা করেন তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
কত ঋষি মুনি আসে সেই যজ্ঞস্থান।।
মহর্ষি বশিষ্ঠ আসে সেই যজ্ঞস্থলে।
আরো কত ঋষি আসে কে গণিতে পারে।।
সকলের অভ্যর্থনা করিল রাজন।
ভ্রমবশে বশিষ্ঠের না করে পূজন।।
বশিষ্ঠ কুপিত হয়ে আপন অন্তরে।
অভিশাপ দেন সেই নৃপতি প্রবরে।।
বিদেহত্ব হোক্ তব বচনে আমার।
এত শুনি শাপ দেন নিমিগুণাধর।।
মানব কুলেতে জন্ম ধর তপোধন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
পরস্পর শাপ দোঁহে দিয়া সেইক্ষণ।
উপনীত হন গিয়া ব্রহ্মার সদন।।
বিরিঞ্চি আদেশে পরে নিমি নরপতি।
লোকের নিমেষে গিয়া করে অবস্থিতি।।
বশিষ্ঠ সলিল কুম্ভে লভেন জনম।
অবিলম্বে কুম্ভ হতে করি নির্গমন।।
অক্ষসূত্র কমণ্ড করিয়া ধারণ।
হইলেন ব্রহ্মচারী ওহে ঋষিগণ।।
অগস্ত্য নামেতে খ্যাত হলেন ধরায়।
বলিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকায়।।
অগস্ত্য ঋষি এইরূপে লভিয়া জনম।
ভার্য্যাসহ গিরিপরে রহেন তখন।।
দারুণ তপস্যা করে রহি সেই স্থানে।
এইরূপে বহুকাল গত হয় ক্রমে।।
তারপর তারকাদি যত দৈত্যগণ।
পুনশ্চ করিতে থাকে জগত পীড়ন।।
দেবগণ মিলি সবে একান্ত অন্তরে।
উপনীত হন গিয়া অগস্ত্য গোচরে।।
তাঁর পাশে দেবগণ করিয়া গমন।
কহিলেন সাগরেরে করিতে শোষণ।।
অগস্ত্য গণ্ডুষে পান করেন সাগর।
দেখি তাহা চমৎকৃত দেবতা নিকর।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
অগস্ত্য সমীপে আসি উপনীত হন।।
শুন শুন কহিলেন ওহে ঋষিবর।
অবিলম্বে চাহ যাহা দিব সেই বর।।
অগস্ত্য এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ।।
সহস্রেক যুগ যেন ওহে সুরগণ।
শূন্যচারী হয়ে রহি সদা সর্ব্বক্ষণ।।
আমার বিমান যবে হইবে উদয়।
সেইকালে অর্ঘ্য দিবে যেই নরচয়।।
তাহার হইবে সপ্তলোকের ঈশ্বর।
এই বর দেহ মোরে দেবতা নিকর।।
মম নাম যেইজন করিবে কীর্ত্তন।
মম নামে পুষ্করেতে করিবে গমন।।
লভিবে অক্ষয় পুণ্য সেই সাধুনর।
এই বর দেহ মোরে অমর নিকর।।
আমারে স্মরিয়া যেই সব জ্ঞানী জন।
শ্রদ্ধা করি দ্বিজে দান করিবে অর্পণ।।
তাহাদের পিতৃগণ আমার সহিতে।
করিবে স্বর্গেতে বাস পরম সুখেতে।।
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখন।।
অতএব শুন শুন তাপস নিকর।
অগস্ত্যর্ঘ দিবে ভূমে যত সব নর।।
অর্ঘ্যদান যেই জন করে ভক্তি ভরে।
সপ্তস্বর্গ আধিপত্য লভয়ে অচিরে।।
এত শুনি পুনঃ কহে যত মুনিগণ।
নিবেদন ওহে প্রভু বিধির নন্দন।।
অর্ঘ্যদান কিরূপেতে করিবে প্রদান।
কহ এবে সেই কথা ওহে মতিমান।।
পূজার বিধান কহ আমা সবাস্থান।
শুনিতে বাসনা বড় হইতেছে মন।।

এতশুনি বিধিসুত কহেন তখন।
বলিতেছি শুন শুন ওহে মুনিগণ।।
রাত্রিতে অগস্ত্য যদি হয়েন উদয়।
দিবে অর্ঘ্য প্রভাতেতে শাস্ত্রে হেন কয়।।
শুক্ল পুষ্পাদিতে অর্ঘ্য করিবে প্রদান।
এইরূপ আছে শাস্ত্রে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
বস্ত্র মাল্য যোগে কুম্ভ করিবে স্থাপন।
তারপরে পঞ্চরত্ন করিবে অর্পণ।।
স্বর্গেতে ব্রহ্মার মূর্ত্তি নিরখিয়াপরে।
সুখে কুম্ভ স্থাপিবেক অতি ভক্তিভরে।।
পুষ্পক্ষত হিরণ্যাদি প্রতিমাতে দিয়ে।
বিপ্রেরে করিবে দান একান্ত হৃদয়ে।।
শ্বেতবর্ণ গাভী পরে লইয়া সাদরে।
অলঙ্কারে বিভূষিত করিবে তাহারে।।
রৌপ্যময় ক্ষুর তার করিবে গঠন।
স্বর্ণের হইবে অঙ্গ ওহে মুনিগণ।।
তাম্রময় পৃষ্ঠ হবে জানিবে অন্তরে।
গন্ধপুষ্প আদি দিয়া পূজিবে তাহারে।।
হেনমতে পূজা আদি করিয়া সাধন।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে করিবে অর্পণ।।
অবশেষে অর্ভ্যথনা করিয়া যতনে।
অগস্ত্য উদ্দেশ্যে দিবে বিহিত বিধানে।।
যথাযথ মন্ত্রপড়ি করিবে অর্চ্চন।
শাস্ত্রের বিধান এই কহে সিদ্ধজন।।
এইরূপে অর্ঘ্য দিলে বিধি অনুসারে।
আরোগ্য সেজন লভে শাস্ত্রের বিচারে।।
সপ্ত লোক অধিপতি সেই জন হয়।
বেদের প্রমান এই ওহে মুনিগণ।।
অগস্ত্যের জন্মকথা যেইজন পড়ে।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।।
অন্তকালে সেইজন ত্যজি কলেবর।
বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ নগর।।
এত শুনি মুনিগণ কহে পুনরায়।
শুন শুন বিধিসূত নিবেদি তোমায়।।

সৌভাগ্য কি কর্ম্মে হয় কহ তপোধন।
আরোগ্য লভয়ে নর কিসের কারণ।।
কি কাজ করিলে নর বিনাশিত হয়।
ভোগ মোক্ষ হয় কিসে কহ মহাশয়।।
এইসব কৃপা করি করহ বর্ণন।
শুনিবারে বিধিসুত করি আকিঞ্চন।।
এতেক শুনিয়া কহে সনত কুমার।
শুন শুন মুনিগণ কহিব বিস্তার।।
পূর্ব্বকালে পার্ব্বতীরে দেব পঞ্চানন।
বলিয়াছিলেন যাহা করিব বর্ণন।।
আনন্দ তৃতীয়া নামে ব্রতের উত্তম।
বলিতেছি যেই কথা শুন সব জন।।
পুণ্যবহ সেই ব্রত জানিবে অন্তরে।
নরনারী উভয়তে করিবারে পারে।।
ইহার প্রসাদে হয় সৌভাগ্য উদয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
বৈশাখ অথবা অগ্রহায়ণ মাসেতে।
অথবা শ্রাবণ মাসে ভক্তিযুত চিতে।।
শুক্লপক্ষ তৃতীয়াতে হয়ে একমন।
বিধানে করিবে স্নান ওহে ঋষিগণ।।
শ্বেত-সরিষার দ্বারা সিনান করিবে।
বিধানে তিলক শেষে ললাটেতে দিবে।।
গোরোচনা ঘৃত দধি আর যে চন্দন।
এসবে তিলক দিবে ওহে ঋষিগণ।।
সৌভাগ্য কামনা আর আরোগ্য কামনা।
করিবে ভকতি ভরে হর বা ললনা।।
তদবধি প্রতি শুক্ল তৃতীয়ার দিনে।
এইরূপে পবিত্র হয়ে বিহিত বিধানে।।
রক্ত বস্ত্র দিয়া পূজা করিবে কুমারী।
দেবীরে করিবে পূজা শুন পরে বলি।।
পঞ্চগব্য ক্ষীর দিয়া করিবে স্থাপন।
নানা উপচারে পূজা করিবে সাধন।।
অর্চ্চন করিবে পরে যে যে দেবীগণে।
তাঁহাদের নাম বলি শুন একমনে।।

বরদা অশোক উমা মঙ্গলদায়িনী।
শ্রীপার্ব্বতী কামদেবী সৌভাগ্যদায়িনী।।
পদ্মোদরা কাত্যায়নী গৌরী সুমঙ্গলা।
বাসুদেবী ও শ্রীরম্যা ললিতা উৎপলা।।
গন্ধ পুষ্প আদি দিয়া এসব দেবীরে।
পূজিবেক যথা বিধি ভক্তি সহকারে।।
তারপর অগ্রভাগে ওহে মুনিগণ।
কমলা দ্বাদশদল করিবে রচন।।
পদ্মের পূরব দিকে গৌরীর প্রতিমা।
বিন্যাস করিবে পরে অতি অনুপমা।।
অনন্ত দেবের পরে করিবে স্থাপন।
তারপর শুনশুন ওহে মুনিগণ।।
রুদ্রাণী স্থাপন পরে করিবে দক্ষিণে।
মনন বাসিনী স্থাপি পরেতে পশ্চিমে।।
বায়ুকোণ পাটলারে করিবে স্থাপন।
উমারে উত্তরে স্থাপি পরে সিদ্ধজন।।
রাধা পদ্মা সৌম্যা সতী ভদ্র মঙ্গলারে।
কুমুদা দেবীরে আর স্থাপি মধ্যস্থলে।।
বিধানে করিবে শেষে সবে আবাহন।
বলি শুন তারপর ওহে মুনিগণ।।
আবাহিবে ললিতারে কর্ণিকা উপর।
পূজিবেক গন্ধপুষ্প দিয়া তারপর।।
গীতবাদ্য তারপর করিবে সাদরে।
করিবে মঙ্গল ধ্বনি অতিভক্তিভরে।।
কুমারী পূজন শেষে করিবে সাধন।
রক্ত বস্ত্র দিয়া মাল্য করিবে অর্পণ।।
বিধানে গুরুর পূজা ভক্তিযুত হবে।
নতুবা সকল কর্ম্ম বিফলে যাইবে।।
যেই কাজে গুরু পূজা কভু নাহি হয়।
তাহার বিফল সব জানিবে নিশ্চয়।।
তারপর নানাবিধ গন্ধ পুষ্প দিবে।
ভক্তিতে কৃষ্ণের পূজা করিতে হইবে।।
নানাবিধ উপহার করিবে প্রদান।
এই তো শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।

যেই মাসে যেই পুষ্পে করিবে পূজন।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ এখন।।
পূজিবেক কার্ত্তিকমাসে বন্ধুক কুসুমে।
মার্গশীর্ষে জাতি পুষ্প দিবেক বিধানে।।
পৌষমাসে পীতবর্ণ কুরুণ্ট কুসুমে।
পূজিবেক যথাবিধি ঐকান্তিক মনে।।
কুসুম্ভ কুসুম মাঘে করিবে অর্পণ।
ফাল্গুনেতে সিন্ধুবার শাস্ত্রের বচন।।
জাতি পুষ্প দিতে পারে ফাল্গুন মাসেতে।
মল্লিকা অশোক কিবা দিবেক চৈত্রেতে।।
বৈশাখে গন্ধপাটল শাস্ত্রের বিধান।
কমল মন্দার জ্যৈষ্ঠে কহি সবাস্থান।।
জবা কিম্বা পদ্ম দিবে আষাঢ় মাসেতে।
শ্রাবণে পূজিবে পদ্মে মালতী পুষ্পেতে।।
গোমূত্র গোময় ক্ষীর দধি কুশোদক।
ঘৃত দুগ্ধ বিল্বপত্র আর গন্ধোদক।।
ভাদ্রমাসে এই সব নানা উপচারে।
স্থাপন করিবে সাধু অতি ভক্তিভরে।।
অভিষেক করি পরে সাধু ভক্তিমান।
পূজিবেক নানা পুষ্পে যেমত বিধান।।
আশ্বিণমাসে ঐরূপ পূজিয়া যতনে।
সাধন করিবে হোম বিহিত বিধানে।।
এইরূপ যথাবিধি করিয়া পূজন।
ভক্তিভরে বিপ্রগণে করাবে ভোজন।।
দ্বিজগণে বস্ত্রদান করিবে সাদরে।
মহাফল হবে তাহে শাস্ত্রের বিচারে।।
পুরুষে যদ্যপি করে ব্রত অনুষ্ঠান।
পট্টাম্বর ব্রতকালে পরিবে ধীমান।।
নারীরা কৌষেয় বস্ত্র করিবে ধারণ।
এই ত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
প্রতিমাসে যথাবিধি পূজিয়া যতনে।
প্রার্থনা করিবে পরে দেবীগণ স্থানে।।
ভবানী বসুধা শিবা কুমুদ বিমলা।
নন্দা গৌরী সতী আর ললিতা কমলা।।

সকলের প্রীতি হেতু প্রার্থনা করিবে।
ইথে ভগবতী তুষ্টা অবশ্যই হবে।।
আনন্দ তৃতীয়া ব্রত করিনু কীর্ত্তন।
যেই জন ভক্তিভাবে করয়ে সাধন।।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই সাধুমতি।
সৌভাগ্য আরোগ্য বৃদ্ধি শাস্ত্রের ভারতী।।
পরমায়ু বৃদ্ধি পায় নাহিক সংশয়।
বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের নির্ণয়।।
পরন্তু শঠতা করি আপন অন্তরে।
এই ব্রত অনুষ্ঠান যেইজন করে।।
বিত্তশাঠ্য করি কিম্বা করয়ে সাধন।
বিফল তাহার হয় যতেক করম।।
ব্রত লয়ে রজঃস্বলা যদি নারী হয়।
অথবা গর্ভিণী হয় ওহে ঋষিচয়।।
অথবা সুতীকা হলে ওহে ঋষিগণ।
ব্রতকার্য্য অন্য দ্বারা করাবে সাধন।।
আনন্দ তৃতীয়া ব্রত শুনিলে সকলে।
আরো এক ব্রত বলি শুন এইস্থলে।।
কল্যাণ তৃতীয়া হয় ব্রতের উত্তম।
তাহার মাহাত্ম্য বলি শুন ঋষিগণ।।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে।
তিল স্নান করি পরে মনের হরিষে।।
মধু ইক্ষুরস আর সুগন্ধ সলিলে।
ললিতা দেবীর স্নান করাবেক পরে।।
নানাবিধ উপচারে করিয়া পূজন।
দক্ষিণেতে অন্য দেবে করিবে অর্চ্চন।।
রোম সকলের পূজা সমাপিয়া পরে।
পূজিবেক পদদ্বয় যথা উপাচারে।।
জানুতে শান্তির পূজা করিবে সাধন।
জঙ্ঘাদেশে শিরে পরে করিবে পূজন।।
কটিদেশে মদালসা পূজিবেক পরে।
পূজিবেক অমলারে পরেতে উদরে।।
পূজিবেক স্তনদ্বয়ে মদনবাসিনী।
কন্দরে কুমুদা দেবী শুন যত মুনি।।
পূজিবে ভুজাগ্রে পরে শ্যামলা দেবীরে।
মুখদেশে পূজিবেক কমলা সতীরে।।
ভ্রূদেশে ললাটে আর তন্দ্রার পূজন।
অলকাতে শঙ্করীরে করিবে অর্চ্চন।।
ললাটে বদন পূজা করিতে হইবে।
পরেতে ভ্রূদ্বয়ে মহেশ্বরীরে পূজিবে।।
এইরূপে পূজাবিধি করিয়া সাধন।
ব্রাহ্মণ দম্পতি পরে করিয়া পূজন।।
ভোজন করাবে পরে সেই দুজনেরে।
সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে হরিষ অন্তরে।।
তুষ্ট করি এইরূপে তাঁহাদের মন।
বিদায় করিবে পরে ওহে ঋষিগণ।।
মাসে মাসে এইরূপে পূজা যেই করে।
অনন্ত তাহার ফল শাস্ত্রের বিচারে।।
এই ব্রত অনুষ্ঠান করি সিদ্ধজন।
খাবে নাহি মাঘ মাসে লবণ কখন।।
ফাল্গুনেতে গুড় নাহি সেবন করিবে।
চৈত্র মাসে ইক্ষু সেবা সর্ব্বদা ত্যজিবে।।
বৈশাখেতে মধু নাহি করিবে সেবন।
না করিবে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাম্বুল ভক্ষণ।।
আষাঢ়ে জীরক নাহি করিবে ভোজন।
শ্রাবণেতে ক্ষীর সেবা সর্ব্বথা বর্জ্জন।।
কার্ত্তিক মাসেতে দুগ্ধ না করিবে পান।
মার্গশীর্ষে ধান্যত্যাগ করিবে ধীমান।।
পৌষমাসে করিবেক শর্করা বর্জ্জন।
এই রূপে ব্রত ক্রিয়া করিবে সাধন।।
ব্রত পূর্ণ হলে পরে ভোজন আগারে।
সেই সেই দ্রব্য দিয়া পুরিবে সাদরে।।
বিপ্র করে সেই পাত্র করিবে অর্পণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
মাঘমাসে যথাবিধি পূজিয়া যতনে।
প্রার্থনা করিবে প্রীতি কুমুদা সদনে।।
ফাল্গুনে মালতী পাশে করিবে প্রার্থন।
রম্ভাপাশে চৈত্রমাসে শাস্ত্রের বচন।।

বৈশাখে রাধার পাশে জ্যৈষ্ঠে ভদ্রাপাশে।
প্রার্থনা করিবে জয়াপাশে শুচিমাসে।।
শ্রাবণে শিবার পাশে করিবে যাচন।
ভাদ্রমাসে উমা পাশে এইত নিয়ম।।
প্রার্থনা করিবে গৌরী গোচর আশ্বিনে।
কার্ত্তিকে প্রার্থিবে পরে জীবন্তীসদনে।।
করিবে প্রার্থনা পরে মঙ্গলগোচর।
মার্গশীর্ষ মাসে সিদ্ধ হয়ে একান্তর।।
প্রার্থনা করিবে পৌষে কমলা গোচরে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে।।
এই ব্রতে উপবাস শাস্ত্রের নিয়ম।
অশক্তে করিতে পারে রাত্রিতে ভোজন।।
কল্যাণ তৃতীয়া ব্রত যেইজন করে।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে শাস্ত্রের বিচারে।।
সহস্র বরষ সেই দুঃখ নাহি পায়।
শাস্ত্রের বচন এই কহিনু সবায়।।
অগ্নিষ্টোম সহস্রেক করিলে সাধন।
যেই ফল সিদ্ধগণ করে উপার্জ্জন।।
এই ব্রতে সেই ফল অনায়াসে হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই নাহিক সংশয়।।
বিধবা কুমার বন্ধ্যা যেই কোন জন।
করিতে পারে এ ব্রত শাস্ত্রের বচন।।
তৃতীয়ার ব্রত আছে অপর প্রকার।
বলিতেছি সেই কথা করিয়া বিস্তার।।
আত্মানন্দকারী ব্রত তাহার আখ্যান।
অনুত্তম ব্রত এই খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে।
স্নান করি সিদ্ধজন মনের হরিষে।।
শুক্লমাল্য গলদেশে করিয়া ধারণ।
ভবানীরে সাধ্যমত করিবে অর্চ্চন।।
যথাশক্তি উপচারে পূজিবে সাদরে।
কমল করিবে দান উদ্দেশ্যে শিবিরে।।
পদদ্বয়ে বাসুদেবী করিবেক ধ্যান।
জঙ্ঘাদ্বয় পরে শোক বিনাশিনী ধ্যান।।
আনন্দিনী ধ্যান করি কটিদেশ পরে।
নাভিস্থলে শান্তবীর চিন্তিবে সাদরে।।
বাহুদ্বয়ে হত্যাপ্রিয়া করিয়া চিন্তন।
সবারে বিধান মনে করিবে পূজন।।
তারপর স্বর্ণপাত্র লয়ে চতুষ্টয়।
পরিপূর্ণ ঘট লয়ে ওহে ঋষিচয়।।
করিবে উৎসর্গ সিদ্ধ অতি ভক্তিভরে।
প্রদান করিবে তাহা বিপ্রদের করে।।
সেইকালে বিপ্রকরে করিবে প্রদান।
গৌরীর প্রীতি প্রার্থনা করিবে ধীমান।।
সস্ত্রীক বিপ্রেরে পরে করিয়া অর্চ্চন।
করিবে দক্ষিণা দান ক্ষমতা যেমন।।
ভক্তি করি এইরূপে ব্রত যেই করে।
সে পায় পরমপদ জানিবে অন্তরে।।
আয়বৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি বিত্তবৃদ্ধি হয়।
আরোগ্য তাহার হয় নাহিক সংশয়।।
দুঃখ তার নাহি হয় জানিবে কখন।
মহাসুখে থাকে সেই শাস্ত্রের বচন।।
এই পুণ্য কথা যেই শুনে ভক্তিভরে।
সেজন অন্তিমে যায় ইন্দ্রের নগরে।।
দেবগণ তার পূজা করেন সাধন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
ঋষিগণ এত শুনি কহে পুনরায়।
শুন শুন বিধিসুত নিবেদি তোমায়।।
কোন ব্রত ফলে হয় মধুর বচন।
সৌভাগ্য উদয় হয় ওহে মহাত্মন্।।
সুখ হয় বিদ্যা হয় আয় বৃদ্ধি হয়।
বন্ধুজন সহ সদা অবিচ্ছেদ রয়।।
বিস্তারিয়া এইসব করহ বর্ণন।
এইসব শুনিবারে করি আকিঞ্চন।।
বিধিসুত ইহা শুনি মধুর বচনে।
কহিলেন শুন শুন কহি সবাস্থানে।।
সারস্বত নামে আছে ব্রতের উত্তম।
বলিতেছি শুন শুন তার বিবরণ।।

ইহার কীর্ত্তন মাত্র দেবী সরস্বতী।
অন্তরে লভেন তিনি পরম পীরিতি।।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।
প্রত্যুষ সময়ে উঠি মনের হরিষে।।
কৃতস্নান হয়ে পরে সেই সাধুজন।
সরস্বতী পূজা আদি করিবে সাধন।।
পড়িবে তাঁহার স্তব একান্ত অন্তরে।
ব্রাহ্মণ ভোজন পরে করাবে সাদরে।।
ব্রাহ্মণগণে করাবে পায়স ভোজন।
সাধ্যমত শুক্লবস্ত্র করিবে অর্পণ।।
হিরণ্য দক্ষিণা দিবে দ্বিজাতি নিকরে।
বিদায় করিবে পরে স্তুতি নতি করে।।
শ্রীসরস্বতীরে পরে করিয়া বন্দন।
তাঁহার পরম স্তব করি অধ্যয়ন।।
মৌনী হয়ে নিজ পরে করিবে ভোজন।
শাস্ত্রের বিধি এই ত ওহে ঋষিগণ।।
প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।
এরূপে পূজা করিবে মনের হরিষে।।
এইরূপ একবর্ষ করিয়া পূজন।
করিবেক যথা বিধি ব্রত সমাপন।।
শুক্ল তণ্ডুলের ভোজ্য উৎসর্গ করিয়ে।
বস্ত্র সহ দিবে বিপ্রে সানন্দ হৃদয়ে।।
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিগণ।
এই ব্রতে উপদেশ দেয় যেইজন।।
যথাশক্তি পূজা তার করিবে যতনে।
নতুবা বিফল সব শাস্ত্রের বচনে।।
সারস্বত ব্রত করে যেই সাধুজন।
সর্ব্ববিদ্যা পারদর্শী সেই জন হয়।।
সৌভাগ্য উদয় হয় নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা কভু মিথ্যা নয়।।
যেই নারী এই ব্রত করে অনুষ্ঠান।
তিনকল্প ব্রহ্মালোকে করে অধিষ্ঠান।।
শ্রদ্ধা করি ব্রত কথা যেই জন শুনে।
বিদ্যাধর পুরে যায় সেজন অন্তিমে।।

নানাবিধ ব্রতকথা করিনু কীর্ত্তন।
পায় ইহা মহাফল করিলে সাধন।।
ঋষিগণ এত শুনি সুমধুর স্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ সনত-কুমারে।।
বিধিসুত শুন শুন করি নিবেদন।
তব মুখে শুনিতেছি অপূর্ব্ব কথন।।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে মহোদয়।
উপবাসে যারা নাহি ক্ষমাবান হয়।।
অনভ্যাসবশে কিবা রোগের কারণ।
উপবাসে শক্ত নাহি হয় যেইজন।।
অথচ বাসনা করে উপবাস ফল।
কি ব্রত করিবে তারা বলহ সকল।।
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন।
বলি শুন মম বাক্য ওহে ঋষিগণ।।
উপবাসে শক্ত নাহি যেইজন হয়।
রাত্রিতে ভোজন তারা করিবে নিশ্চয়।।
ইহাতে ফলের হানি কভু নাহি হবে।
উপবাস ফল তাহে অবশ্য পাইবে।।
যাহা হোক শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
আদিত্যশয়ন ব্রত করিব বর্ণন।।
সপ্তমী যদ্যপি হয় রবিবার দিনে।
নক্ষত্র হইবে হস্তা জানিবেক মনে।।
কিম্বা হবে যেই দিন রবি সংক্রমণ।।
মহাফলপ্রদ দিন শাস্ত্রের বচন।।
সূর্য্যনাম দ্বারা সেই পবিত্র দিবসে।
অর্চ্চনা করিবে মুনি উমা ও মহেশে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
উমাপতি দিনপতি অভেদাত্মা হন।।
রবির অর্চ্চনা যদি ভক্তিভরে করে।
শিবের অর্চ্চনা হয় জানিবে অন্তরে।।
শ্রী সূর্য্যায় নমঃ মন্ত্র করি উচ্চারণ।
হস্তা নক্ষত্রেতে নর হয়ে একমন।।
উমাপতি পদদ্বয়ে অর্চ্চনা করিবে।
অক্ষয় পরম ফল তাহাতে পাইবে।।

চিত্রাতে অর্কায় নমঃ করি উচ্চারণ।
গুহ্যদেশে পূজা তার করিবে সাধন।।
পুরুষোত্তমায় নমঃ বলি তার পরে।
স্বাতীতে করিবে পূজা জঙ্ঘার যুগলে।।
বিশাখাতে জানুদেশে ঐ মন্ত্রে পূজন।
অনুরাধা নক্ষত্রেতে উহাই নিয়ম।।
অনুরাধা নক্ষত্রেতে উরুর যুগলে।
অর্চ্চনা করিবে নর একান্ত অন্তরে।।
জ্যৈষ্ঠাতে ইন্দ্রায় নমঃ করি উচ্চারণ।
গুহ্যদেশে পূজা আদি করিবে সাধন।।
মূলাতে ভীমায় নমঃ বলি ভক্তিভরে।
পূজিবেক কটিদেশে শাস্ত্রের বিচারে।।
ত্বষ্টে নমঃ এই মন্ত্র করি উচ্চারণ।
পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রেতে করিবে পূজন।।
নাভিদেশে এই পূজা করিতে হইবে।
উত্তরাষাঢ়াতে তথা অন্তরে জানিবে।।
সপ্ততুরঙ্গায় নমঃ করি উচ্চারণ।
উত্তরাষাঢ়াতে পূজা করিবে সাধন।।
শ্রবণা নক্ষত্রে জীক্ষাংশয়ে নমঃ বলে।
পূজিবেক কুক্ষিদেশে শ্রদ্ধাসহকারে।।
শ্রীবিকর্ত্তায় নমঃ করি উচ্চারণ।
ধনিষ্ঠাতে বক্ষঃস্থলে করিবে পূজন।।
ভাদ্রপদে বাহুদ্বয়ে রেবতীতে করে।
অশ্বিনী নক্ষত্রে পূজা করিবেন ঘরে।।
ভরণীতে বাহুদেশে করিবে পূজন।
কৃত্তিকাতে আস্যদেশে শাস্ত্রের বচন।।
রোহিণীতে পূজা বিধি হয় ওষ্ঠাধরে।
দশনে করিবে পূজা আর মৃগশিরে।।
পুনর্ব্বসু নক্ষত্রেতে সর্ব্বাঙ্গে পূজন।
পুষ্যাতে ললাটে পূজা শাস্ত্রের বচন।।
পূর্ব্বফাল্গুনীতে পূজিবেক নেত্রদ্বয়ে।
উত্তরফাল্গুনে পূজা হয় কর্ণদ্বয়ে।।
পূজা যদি এইরূপে করিয়া সাধন।
পাশাদি বাণেতে করে করিবে পূজন।।
পাশাঙ্কুশ গদা পদ্ম শূল আদি করে।
করিবে অস্ত্রের পূজা প্রফুল্ল অন্তরে।।
শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ঃ নমঃ করি উচ্চারণ।
সর্ব্বশেষে মস্তকেতে করিবে পূজন।।
ব্রতকার্য্য এইরূপে করি সমাপন।
শালিতণ্ডুলের প্রস্থ করিব প্রদান।।
উৎসর্গ করিয়া তাহা দিবে বিপ্র করে।
ভোজন করাবে বিপ্রে অতি সমাদরে।।
যথাশক্তি প্রদানিবে দক্ষিণাকাঞ্চন।
তারপর বলি শুন ওহে ঋষিগণ।।
বিলক্ষণ-শয্যা করি হরিষ অন্তরে।
পাদুকা চামর ছত্র দর্পণাদি করে।।
উৎসর্গ করিয়া সব সেই জ্ঞানীজন।
বৎস সহ ধেনু পরে সাজাবে তখন।।
হেম শৃঙ্গ রৌপ্য খুর কাংস্য ক্রোড় দিয়ে।
ধেনুরে ভূষিত করি সানন্দ হৃদয়ে।।
যথবিধি মন্ত্র পাঠ করিয়া সুজন।
প্রদান করিবে তাহা বেদের বচন।।
প্রার্থনা করিবে পরে যেমন প্রকারে।
সেই কথা বলিতেছি সবার গোচরে।।
হে আদিত্য তুমি দেব অতি মহাত্মন্।
অশূন্য নিয়মপ্রভু তোমার শয়ন।।
কান্তিমান তুমি দেব তুমিই শ্রীমান।
নাহি সমান তোমার কোথাও ধিমান।।
তোমা ভিন্ন নাহি জানি অপর কাহারে।
রক্ষা কর মোরে তুমি সংসার সাগরে।।
এরূপ প্রার্থনা করি পরেতে সুজন।
করিবে প্রণাম করি শেষে বিসর্জ্জন।।
যেই যেই দ্রব্যদান করিতে হইবে।
বিপ্রের গৃহেতে তাহা পাঠাইয়া দিবে।।
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন।
দাম্ভিক বিদ্বেষী হয় সেইসব জন।।
তাহাদের কাছে এ ব্রত কভু নাহি করে।
প্রকাশে সিদ্ধির হানি জানিবে অন্তরে।।

বেদজ্ঞ ভকত হয় সেইসব জন।
তাহাদের নিকটে ইহা করিবে কীর্ত্তন।।
শ্রদ্ধাসহ এই ব্রত যেইজন করে।
মহাপাপে উপপাপে সেইজন তরে।।
যথাবিধি এই ব্রত করিলে সাধন।
আত্মীয় বিয়োগ নাহি হয় কদাচন।
রোগ শোক দুঃখ মোহ তাহে নাহি ঘেরে।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে।।
এত শুনি পুনঃ কহে যত মুনিগণ।
আহা কি আশ্চর্য্য ব্রত করিনু শ্রবণ।।
পুরুষ দীর্ঘায়ু হয় কি ব্রত করিলে।
আরোগ্য লভয়ে বল কোন ব্রতফলে।।
ধন সম্পদাদিযুক্ত কোন ব্রতে হয়।
করহ বর্ণন তাহা ওহে মহোদয়।।
বিধিসুত কহে শুন ওহে মুনিগণ।
কত ব্রত আছে তাহা কে করে বর্ণন।।
জিজ্ঞাসিলে যাহা তাহা অতীব গোপন।
শুন শুন বলিতেছি ওহে মুনিগণ।।
রোহিণী চন্দ্র শয়ন ব্রতের আখ্যান।
বাঞ্ছিত সুসিদ্ধ হয় কৈলে অনুষ্ঠান।।
চন্দ্রের পবিত্র নাম করি উচ্চারণ।
এই ব্রতে নারায়ণে করিবে পূজন।।
শুক্লপক্ষে সোমবারে একাদশী হলে।
রেবতী নক্ষত্র কিম্বা পূর্ণিমাতে পেলে।।
পঞ্চগব্য ও সর্ষপেতে করিবেক স্নান।
যথাবিধি জপ পরে করিবে ধীমান।।
তারপর গৃহে আসি নানা উপচারে।
শ্রীমধুসূদনে পূজা করিবে সাদরে।।
শ্রীহরির নাম গান করিবে কীর্ত্তন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
পদদ্বয়ে সোমেশ্বরে অর্চ্চনা করিবে।
অনন্তধামেরে জঙ্ঘাযুগলে পূজিবে।।
গণেশেরে জানুদ্বয়ে করিবে পূজন।
অনন্তের পূজা মেঢ়ে করিবে সাধন।।

কামসুখাত্মকে পরে পূজি কটিদেশে।
শশাঙ্ককে পূজিতে হবে শেষে নাভিদেশে।।
ওষ্ঠদ্বয়ে শ্রীদশন প্রিয়ের পূজন।
নাসাদ্বয়ে শ্রীঈশানে করিবে অর্চ্চন।।
নেত্রদ্বয়ে পদ্মনাভে পূজিবে সাদরে।
ছন্দের করিবে পূজা তারপর করে।।
উদার প্রিয়ের পূজা ললাটে করিবে।
পুণ্যাধি পতিরে কেশে পূজিতে হইবে।।
বিশ্বেশ্বরে মস্তকেতে করিবে পূজন।
রোহিণী দেবীরে পরে করিবে আহ্বান।।
এইরূপে যথাবিধি পূজিয়া সাদরে।
জলপূর্ণ কুম্ভদান দিবে বিপ্রকরে।।
যেইসব পুষ্পে চন্দ্রে করিয়ে পূজন।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ এখন।।
কেতক কদম্ব জাতি নীলোৎপল আর।
মল্লিকা করবী শতপত্র সিন্ধুবার।।
এইসব পুষ্পে চন্দ্রে করিয়ে পূজন।
এইরূপে একবর্ষ ব্রতের নিয়ম।।
বর্ষশেষে ভোজ্য সব করিয়া সজ্জিত।
বিপ্রের হস্তেতে তাহা দিবেন ত্বরিত।।
স্বর্ণের প্রতিমা করি করিবে পূজন।
বিপ্রকরে সেই মূর্ত্তি করিবে অর্পণ।।
স্বর্ণের প্রতিমা যাহা করিবে নির্ম্মাণ।
চন্দ্রের হইবে তাহা শাস্ত্রের বিধান।।
রোহিণীর ঐরূপ মূরতি গঠিয়ে।
অর্পণ করিবে তাহা সানন্দ হৃদয়ে।।
এইরূপে ব্রত করে সেই জ্ঞানীজন।
পরকালে চন্দ্রলোকে সে করে গমন।।
নারীজাতি এই ব্রত কৈলে অনুষ্ঠান।
সৌভাগ্য লভয়ে সেই রোহিণী সমান।।
ইহলোকে পুত্র পৌত্র সেই নারী পায়।
অনন্তকালে মহাসুখে সুরপুরে যায়।।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পাতক তার হয় বিমোচন।।

ভক্তি করে যেই জন অধ্যয়ন করে।
অথবা যেজন শুনে আনন্দ অন্তরে।।
কোন পাপ নাহি রহে শরীরে তাহার।
অবহেলে তরে সেই ভব কারাগার।।
ভবঘোর তাহে নাহি করয়ে বন্ধন।
তারে প্রতিকুল নহে যত গ্রহগণ।।
গরুড়ে হেরিয়া যথা ভুজঙ্গ নিকর।
পলায়ন করি যায় অতি দ্রুততর।।
সেইরূপ তারে হেরি বিপদ নিচয়।
পলাইয়া যায় দুরে নাহিক সংশয়।।
যাহার মানস রহে ধর্ম্মের উপরে।
ধর্ম্মবোধ সদা রহে যাহার অন্তরে।।
তারে পরাভব করে সাধ্য হেন কার।
ত্রিলোক বিজয়ী হয় সেই গুণাধার।।
কিছু নাহি ধর্ম্মবিনা এভব সংসারে।
ধর্ম্মগতি ধর্ম্মবন্ধু জানিবে অন্তরে।।
অতএব শুন মন দিয়ে মুনিগণ।
ধর্ম্মের উপরে সদা রাখিবেক মন।।
ধর্ম্মরক্ষা করে সদা ধার্ম্মিক জনেরে।
ধর্ম্মের সমান নাহি জগত সংসারে।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যাহা মুনিগণ।
সংক্ষেপে সকল আমি করিনু বর্ণন।।
এখন শুনিতে আর কিবা বাঞ্ছা হয়।
বল বল তাহা এবে ওহে ঋষিচয়।।
ধর্ম্মের সমান নাহি জগত ভিতর।
ধর্ম্ম-পিতা ধর্ম্ম-মাতা ধর্ম্ম-বন্ধুবর।।
এধর্ম্ম পালন নাহি যেই জন করে।
সেজন যায় অন্তিমে নরক ভিতরে।।
অতএব শুন শুন ওহে মুনিগণ।
ধর্ম্মোপরি সদা সবে রাখিবেক মন।।

তড়াগাদি জলাশয় ও বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা

ধর্ম্মকথা বলি বিধিসুতের মগন।
হেরিয়া চঞ্চল যত শৌনকাদিগণ।।
জিজ্ঞাসিল ঋষিগণ মধুর বচনে।
ওহে প্রভু নিবেদন করি তব স্থানে।।
ব্যাপি কূপ তড়াগাদি দেব আয়তন।
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাবিধি করহ কীর্ত্তন।।
কিরূপ ঋত্বিক্ হবে এইসব কাজে।
কহ তাহা বিস্তারিয়া আমাদের মাঝে।।
যাদৃশ হইবে বেদী করহ বর্ণন।
দক্ষিণা কত বা দিবে ওহে মহাত্মন্।।
কিরূপ হইবে বল স্থানের নির্ণয়।
কিরূপ আচার্য্য হবে ওহে মহোদয়।।
এইসব বিবরিয়া করহ কীর্ত্তন।
শুনিবারে মোরা সবে করি আকিঞ্চন।।
বিধিসুত এত শুনি কহেন সুস্বরে।
কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে।।
তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার যেরূপ বিধান।
কহিব সেসব আমি সবাকার স্থান।।
যেরূপ কীর্ত্তিত আছে পুরাণ আদিতে।
সে সব বলিব কথা সবার সাক্ষাতে।।
যখন আগত হবে উত্তর অয়ন।
শুভদিন সেই কালে করি দরশন।।
বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করিয়ে।
তড়াগ সমীপে যাবে পুলক হৃদয়ে।।
চতুর্হস্ত বেদী তথা করিবে নির্ম্মাণ।
চতুষ্কোণ হবে উহা শাস্ত্রের বিধান।।

অপর ষোড়শ হস্ত করি পরিমিত।
মস্তক করিবে এক জানিবে নিশ্চিত।।
চতুর্ম্মুখ হবে উহা ওহে মুনিগণ।
তারপর শুনশুন করিব বর্ণন।।
বেদীর উত্তরদিকে অরত্নি প্রমাণ।
মেখলা করিবে এক শাস্ত্রের বিধান।।
ধ্বজ পতকাদি দিয়া বেদীরে সাজাবে।
প্রতিদিকে দ্বার এক করিতে হইবে।।
প্লক্ষ বট ডুম্বর অশ্বত্থ শাখায়।
করিবে দ্বার চারি কহিনু সবায়।।
বেদী মধ্যে অষ্ট হোতা অষ্ট দ্বারবান।
জাপক থাকিবে অষ্ট শাস্ত্রের বিধান।।
বেদজ্ঞ হইবে সবে আর সুলক্ষণ।
জিতেন্দ্রিয় কুলশীল অতি মান্যতম।।
পূর্ণকুম্ভ তাম্রপাত্র রতন আসন।
মণ্ডপের প্রতি স্তম্ভে করিবে স্থাপন।।
যজ্ঞ উপকরণাদি আহৃত হইবে।
অরত্নিপ্রমিত যুপ নির্ম্মিত করিবে।।
ক্ষীরকাষ্ঠে যজ্ঞযূপ করিবে নির্ম্মাণ।
এইত শাস্ত্রের বিধি খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
ঋত্বিকগণেরে দিবে স্বর্ণ বিভূষণ।
উত্তম বসন দিবে তুষ্টির কারণ।।
শুন শুন ঋষিগণ বলি তারপরে।
তড়াগ প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছা করিলে অন্তরে।।
স্বর্ণমৎস্য স্বর্ণকূর্ম্ম স্বর্ণশিশুমার।
গঠিবে ইত্যাদি জন্তু শাস্ত্রের বিচার।।
করিবেক স্বর্ণপাত্র আরো আহরণ।
এই সব যথা বিধি করি সঙ্কলন।।
শুক্লবস্ত্র শুক্লমাল্য ধরি যজমান।
সর্ব্বৌষধি জলে পরে করিবেক স্নান।।
পুত্র কলত্রাদিসহ পশ্চিম দুয়ারে।
অবশেষে যাবে শুধু হরিষ অন্তরে।।
সেই দ্বার দিয়া যাগমণ্ডপে যাইবে।
তুরী ভেরী নানা বাদ্য বাজিতে থাকিবে।।
মঙ্গল নিনাদ হবে অতি ঘনঘন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা ষোল কোণ করি।
মণ্ডপ আঁকিবে এক বেদীর উপরি।।
তার মাঝে গ্রহ আর গ্রহপতিগণে।
স্থাপন করিবে সাধু বিহিত বিধানে।।
এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণুদেব মহেশ্বর।
স্থাপন করিতে হবে শাস্ত্রের বিচার।।
দ্বার রক্ষা হেতু পরে সাধু যজমান।
বরণ করিবে দ্বিজে শাস্ত্রের বিধান।।
অবশেষে আচার্য্যের করিয়া বরণ।
বেদীপূর্ব্বে করিবেক বহবৃচ স্থাপন।।
দুইজন বহবৃচেরে স্থাপিত হইবে।
যজুর্ব্বেদী দুইজন দক্ষিণে থাকিবে।।
পশ্চিমে সামগ দুই করিয়া স্থাপন।
উত্তরে আথর্ব্ব দুই স্থাপিবে তখন।।
দক্ষিণ ভাগেতে পরে উত্তরাস্য হয়ে।
বসিবেক যজমান সানন্দ হৃদয়ে।।
ঋত্বিকগণেরে পরে কহিবে বচন।
কর সবে বেদপাঠ ওহে মহাত্মন্।।
যজ্ঞ কার্য্য কর সবে বিহিত বিধানে।
জাপকগণেরে পরে কহিবে বদনে।।
আপনারা জপ কার্য্য কর আরম্ভন।
এই রূপ নিবেদন করিয়া শ্রবণ।।
জপ কার্য্যে জাপকেরা নিযুক্ত হইবে।
যজমান হোম কার্য্য সামাধা করিবে।।
চারিদিকে হোতাগণ বসিয়া তখন।
বিধি অনুসারে হোম করিয়া সাধন।।
জ্যেষ্ঠ সামগেরা সবে হরিষ অন্তরে।
বৈরজাদি সুক্ত পাঠ করিবে সাদরে।।
করিবেক সামবেদী যত দ্বিজগণ।
বৃহৎ সোম রথন্তর সুক্ত অধ্যয়ন।।
অথর্ব্ব বেদজ্ঞগণ হরিষ অন্তরে।
শান্তি পৌষ্টিকাদি সুক্ত পড়িবে সাদরে।।

পূর্ব্বদিনে অধিবাস করার কারণ।
গোকুল হইতে মাটি করি আনয়ন।।
বেদী মধ্যে সেই মাটি নিক্ষেপ করিবে।
রোচনা চন্দন চারিদিকেতে স্থাপিবে।।
সিদ্ধার্থগুগ গুলু আদি করি আনয়ন।
চারিদিকে সেইসব করিবে স্থাপন।।
হোম আদি যথা বিধি সমাপিত হলে।
তড়াগ সমীপে বাদ্য সহ যাবে চলে।।
স্বর্ণ অলঙ্কারে এক গাভীরে সাজায়ে।
জলমধ্যে সেই গাভী দিবেক নামায়ে।।
সেই গাভী তারপর করিবে প্রদান।
বিপ্রের করেতে উহা শাস্ত্রের প্রমাণ।।
মৎস্য কূর্ম্ম আদি পরে করিয়া গ্রহণ।
জল মধ্যে দিবে ফেলি শাস্ত্রের বচন।।
মহানদী প্রভৃতির সলিল আনয়ে।
জলমধ্যে দিবে ফেলি সানন্দ হৃদয়ে।।
সহস্র ব্রাহ্মণে পরে করাবে ভোজন।
অষ্টোত্তর শত কিম্বা না হলে সক্ষম।।
এইরূপে কর্ম্ম সাঙ্গ করিবে ধীমান।
বলিনু সবার পাশে শাস্ত্রের বিধান।।
বাপীকুপ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতে।
এইরূপ বিধি আছে জানিবেক চিতে।।
তড়াগ প্রতিষ্ঠা আদি করে যেইজন।
অনন্ত ফলের ভোগী হয় সেইজন।।
তড়াগে যদ্যপি জল রহে গ্রীষ্মকালে।
অগ্নিষ্টোম ফল হয় জানিবে সকলে।।
শরৎকালে জল যদি রহে বিদ্যমান।
মহা মহা ফল হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।।
হেমন্তে শিশিরে কিম্বা জল যদি রয়।
বাজপেয় তুল্য ফল হইবে নিশ্চয়।।
যদ্যপি সলিল থাকে বসন্ত সময়ে।
অশ্বমেধ ফল হয় জানিবে হৃদয়ে।।
তড়াগ প্রতিষ্ঠা আদি করে যেইজন।
সেই জন ব্রহ্মালোকে করয়ে গমন।।

সেই স্থানে অল্প কাল করে অবস্থিতি।
সুরপুরে তারপর করয়ে বসতি।।
চিরদিন সুরপুরে করে অবস্থান।
ভবডোরে নহে বন্দী সেই মতিমান।।
এত শুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়।
বিধিসুত শুন শুন নিবেদি তোমায়।।
বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে কিরূপ বিধানে।
সেই কথা কহ প্রভু মোদের সদনে।।
বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করে যেই সাধুজন।
পরকালে কিবা ফল করহ কীর্ত্তন।।
এত শুনি বিধিসুত সুমধুর স্বরে।
কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে।।
পাদপ প্রতিষ্ঠা বিধি করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ।।
তড়াগ প্রতিষ্ঠা হয় যেরূপ বিধানে।
পাদপ প্রতিষ্ঠা হবে সেরূপ নিয়মে।।
প্রভেদ আছয়ে যাহা ওহে ঋষিগণ।
ক্রমে ক্রমে সেইসব করিব কীর্ত্তন।।
যথা বিধি বেদী অগ্রে করিয়া নির্ম্মাণ।
নানা দ্রব্য আয়োজন করিবে ধীমান।।
স্নান করি শুদ্ধ মনে প্রথমে ব্রাহ্মণে।
স্বর্ণ বস্ত্র দিয়া পূজা করিবে বিধানে।।
গন্ধ অনুলেপনাদি করিবে প্রদান।
সর্ব্বৌষধি জলে বৃক্ষে করাইবে স্নান।।
ধৌত বস্ত্র দ্বারা পরে করিয়া বেষ্টন।
পুষ্প মাল্য চন্দনেতে সাজাবে তখন।।
সূচিদ্বারা কর্ণবেধ করিতে হইবে।
কাঞ্চন শলাকাযুক্ত কুণ্ডল পরাবে।।
আটটি স্বর্ণের ফল করাবে গঠন।
বৃক্ষেতে লম্বিত ভাবে করিবে স্থাপন।।
তাম্রপাত্রে ধূপ আদি করিবে প্রদান।
উত্তম গুগ্গুলু দিবে ব্রতী মতিমান।।
একএক ধান্যপূর্ণ কলস লইয়ে।
প্রতি বৃক্ষতলে দিবে সানন্দ হৃদয়ে।।

সেই কুন্দ সুশোভিত করিবে বসনে।
গন্ধ আদি দিবে তাহে বিহিত বিধানে।।
অপরাহ্নে সেই সব করিয়া পূজন।
বিনয়ে করিবে যত দ্বিজে নিমন্ত্রণ।।
বৃক্ষবরে অধিবাস করিতে হইবে।
অধিবাস লোকপালগণেরে করিবে।।
প্রাতঃকালে পরদিন ব্রতী যজমান।
করিবেক শুক্ল বস্ত্র অঙ্গে পরিধান।।
বৃক্ষতলে ধেনু এক করিবে স্থাপন।
পয়স্বিনী অঙ্গে দিবে নানা বিভূষণ।।
সুবর্ণ মুকুট দিবে তার শিরোপরে।
স্বর্ণ শৃঙ্গ কাংস্য ক্রোড়ে সাজাবে তাহারে।।
উত্তর মুখেতে ধেনু করায়ে স্থাপন।
উৎসর্গ করিবে মন্ত্র করি উচ্চারণ।।
গীত বাদ্য নানারূপে হবে চারি ভিতে।
বেদপাঠ করিবেক হরষিত চিতে।।
কুম্ভজলে বৃক্ষোপরে করাইবে স্নান।
বেষ্টন করিবে শুক্ল বস্ত্রেতে ধীমান।।
মৎস্যাদি আমিষ দ্বারা বলি দিতে হবে।
যথাবিধি তারপর আহুতি অর্পিবে।।
ঘৃতসহ কৃক্ষতলে হোমের বিধান।
পলাশ সমীধে হোম করিবে ধীমান।।
যথাবিধি এইরূপে করি সমাপন।
দক্ষিণা বিভব মত করিবে প্রদান।।
দ্বিগুণ দক্ষিণা দিবে আচার্য্যের করে।
প্রণামাদি দ্বারা তুষ্টি করিবেক পরে।।
পাদপ প্রতিষ্ঠা করে যেই জ্ঞানীজন।
ইহলোকে সুখে সেই করয়ে যাপন।।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার অবশ্যই হয়।
অন্তকালে স্বর্গে যায় নাহিক সংশয়।।
সমাহিত হয়ে বৃক্ষ করিলে স্থাপন।
বাস তার স্বর্গলোকে শাস্ত্রের বচন।।
তিনশত ইন্দ্রপাত যত দিনে হয়।
স্বর্গেতে তাবৎ সেই রহিবে নিশ্চয়।।

ঊর্দ্ধ তিন অধঃ তিন পুরুষ লইয়ে।
মোক্ষভাগী হয়ে শেষে জানিবে হৃদয়ে।।
পাদপ* প্রতিষ্ঠা বিধি শুনে যেইজন।
অথবা বিধানে যেই করে অধ্যয়ন।।
বাস করে ব্রহ্মলোকে সেই সাধুমতি।
দেবগণ তার পূজা করে নিতি নিতি।।
পাদপ প্রতিষ্ঠা যদি করয়ে পূরণ।
অপুত্রের পুত্র হয় বেদের বচন।।
পরম ধার্ম্মিক হয় সেই পুত্রবর।
যশেতে পূরিত হয় দিক্ দিগন্তর।।
অশ্বত্থ প্রতিষ্ঠা করে যেই জ্ঞানীজন।
মহাফল পায় সেই বেদের বচন।।
সেই অর্থবান হয় নারায়ণের বরে।
শোক নাহি রহে প্রভু তাহার শরীরে।।
বটবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতে যজ্ঞ ফল হয়।
নিম্ববৃক্ষ আয় বৃদ্ধি শাস্ত্রে হেন কয়।।
চম্পক প্রতিষ্ঠা করে যেই জ্ঞানীজন।
স্বর্গবাসী হয় সেই বেদের বচন।।
দাড়িম্ব প্রতিষ্ঠা যদি ভকতিতে করে।
ভার্য্যালাভ করে সেই যেন অতঃপরে।।
উড়ুম্বর প্রতিষ্ঠাতা যেই জ্ঞানীজন।
পার্ব্বতী তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হন।।
শিংশপা প্রতিষ্ঠা যদি এক মনে করে।
তুষ্ট হয় অপ্সরারা তাহার উপরে।।
কুন্দবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা হয় যেইজন।
তার প্রতি গন্ধর্ব্বেরা পরিতুষ্ট হন।।
বিভীতক প্রতিষ্ঠাতা যেই মহামতি।
দাস বৃদ্ধি হয় তার বেদের ভারতী।।
কন্দুল প্রতিষ্ঠা যদি করে কোন জন।
দাস ক্ষয় হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
তালবৃক্ষ প্রতিষ্ঠাতা যেই জন হয়।
পুত্র নাশ হয় তার বেদে হেন কয়।।

---
* পাদপ— বৃক্ষ।

বকুলে বংশের বৃদ্ধি শাস্ত্রের বচন।
নারিকেলে বহু ভার্য্যা পায় জ্ঞানীজন।।
দ্রাক্ষাতে সুন্দর অঙ্গ জ্ঞানীজন পায়।
কেলীবৃক্ষে রতিলাভ কহিনু সবায়।।
কেতকী প্রতিষ্ঠা যদি করে কোনজন।
তার সর্ব্বনাশ হয় শাস্ত্রের বচন।।
বটবৃক্ষে খ্যাতিলাভ বেদে হেন কয়।
বলিনু সবার পাশে ওহে ঋষিচয়।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ।
সবার পাশেতে তাহা করিনু কীর্ত্তন।।
এখন শুনিতে বাঞ্ছা আর কি বা হয়।
বল তাহা প্রকাশিয়া কহিব নিশ্চয়।।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোরম।
শুনিলে ভক্তি ভরে পাপের মোচন।।

সৌভাগ্য শয়ন ব্রত

বিধিসুত কহিলেন শুন ঋষিগণ।
বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা কথা করিলে শ্রবণ।।
সনত কুমারে কহে যত ঋষিগণ।
শুন শুন বিধিসুত করি নিবেদন।।
সৌভাগ্য শয়ন ব্রত শুনেছি শ্রবণে।
বিস্তার করিয়া দেব কহ সবা স্থানে।।
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন।
জিজ্ঞাসা করিলে বটে প্রশ্ন মনোরম।।
শুন শুন সেই কথা কহিব সবারে।
সেই অনুত্তম কথা জানিবে অন্তরে।।
প্রলয় পূর্ব্বেতে যবে হইল ঘটন।
সেইকালে দগ্ধ হয় অখিল ভুবন।।
ভূলোকাদি সর্ব্বলোকে দগ্ধীভুত হলে।
সৌভাগ্য একত্র হয় জানিবে অন্তরে।।
সেই সেই লোকবাসী ছিল যতজন।
সবার সৌভাগ্য হয় একত্র তখন।।
একত্র হইয়া গেল বৈকুণ্ঠ নগরে।
অবস্থিতি করি রহে হরি বৃক্ষোপরে।।
কিছুকাল এইরূপে অতীত হইল।
সৃষ্টির সময়ক্রমে আসিয়া পড়িল।।
তখন সৌভাগ্যরাশি বহ্নি শিখাকারে।
পিঙ্গল বরণ হয়ে বিশ্ব আলো করে।।
বিভক্ত হইয়া পরে করয়ে গমন।
অচ্যুত আকারে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদন।।
বিষ্ণুর নিকটে যাহা উপনীত হয়।
রত্নরূপে পরিণত সেই সমুদয়।।
ধরাতলে রত্নরূপে করিল গমন।
শুন শুন তার পর ওহে ঋষিগণ।।
সৌভাগ্য আছিল যাহা ব্রহ্মার গোচরে।
গমন করিল দক্ষ প্রজাপতি পরে।।
সেই হেতু দক্ষ হৈল মহাবলবান।
রূপলাবণ্যাদি পায় আর যে বিজ্ঞান।।
যাহা কিছু অবশিষ্ট সৌভাগ্য আছিল।
তাহা হতে মহৌষধ সকলি জন্মিল।।
কিছুকাল এইরূপে অতীত হইলে।
সৌভাগ্য ছিল যতেক দক্ষের শরীরে।।
সতী কন্যা তাহা হতে লভিল জনম।
শঙ্কর করে তাহাকে পত্নীতে বরণ।।
সে সব শুনেছ পূর্ব্বে ওহে ঋষিগণ।
অধিক বলিয়া আর কিবা প্রয়োজন।।
যেই কেহ নরনারী সতী সেবা করে।
সেই মহাফল পায় জানিবে অন্তরে।।
সতী আরাধনা যদি করে কোনজন।
সৌভাগ্য লভয়ে সেই শাস্ত্রের বচন।।
এত শুনি ঋষিবর কহে পুনরায়।
বিধিসুত শুনশুন নিবেদি তোমায়।।

কাত্যায়নী আরাধনা করহ কীৰ্ত্তন।
শুনিবারে সবে মোরা করি আকিঞ্চন।।
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন।
শুন শুন ঋষিগণ করিব বর্ণন।।
বাসন্তী তৃতীয়া তিথি হবে যেইকালে।
পূর্ব্বাহ্নেতে তিল স্নান করিবে সাদরে।।
ফলমূল নানাবিধ করি আহরণ।
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করি আয়োজন।।
মহেশ সহিত পূজা করিবে সতীরে।
বলিব বিধান সব শুনহ সাদরে।।
স্বর্ণ প্রতিমাকে অগ্রে করাইবে স্নান।
পঞ্চগব্যে গন্ধোদকে এইত বিধান।।
কোটিচন্দ্র সমতুল্যা দেবীরে তখন।
হৃদয় আকাশে সাধু করিবে চিন্তন।।
তারপর পাদদ্বয়ে পূজিবে পার্ব্বতী।
শিবাকে পূজিবে গুল্‌ফে ব্রতী মহামতী।।
জঙ্ঘাদ্বয়ে রুদ্রাণীরে করিবে পূজন।
জানুযুগ্মে বিজয়ারে করিবে অৰ্চ্চন।।
কটিতে কোটিনীপূজা করিতে হইবে।
শূলপাণি সহ পূজা অন্তরে জানিবে।।
মঙ্গলাকে উদরেতে করিয়া পূজন।
ঈশানীরে স্তনদ্বয়ে করি আবাহন।।
সর্ব্বাত্মা সহিতে পূজা করিবে ঈশানী।
কণ্ঠেতে চিদাত্মা সহ পূজিবে রুদ্রাণী।।
ত্রিপুরনাগিণীপূজা গ্রীবাতে করিবে।
করদ্বয়ে অনন্তারে পূজিতে হইবে।।
কালানল প্রভা পূজা বাহুদ্বয়ে হয়।
ত্রিলোচন সহ উহা শাস্ত্রের নির্ণয়।।
সৌভাগ্যভরণা পূজা ভুষণে করিবে।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা অন্তরে জানিবে।।
অশোকবন বাসিনী সম্পত্তি দায়িনী।
ওষ্ঠানরে পূজা তাঁর শুন যত মুনি।।
চন্দ্রমুখশ্রীকে পূজা করিবে বদনে।
স্নায়ু সহ তাই পূজা শাস্ত্রের বিধানে।।

ভীমোগ্রভীমরূপিণী পরেতে পূজন।
সর্ব্বাত্মা সহিতে শিরে শাস্ত্রের বচন।।
তারপর অষ্টমূর্ত্তি দেব মহেশ্বরে।
বিধাণে করিবে পূজা কহিনু সবারে।।
নীবার কুঙ্কুম ক্ষীর নীর দ্বারা পরে।
বলিদিবে সেই স্থানে জানিবে অন্তরে।।
পরদিন প্রভাতেতে করি গাত্রোত্থান।
যথাবিধি প্রাতঃ কৃত্য করি প্রাতঃস্নান।।
শুদ্ধাচারে জপ আদি সমাধা করিবে।
ব্রাহ্মণ-দম্পত্তি পরে সাদরে আনিবে।।
বস্ত্র মাল্য আদি দিয়া করিবে পূজন।
তারপর মহেশ্বরে করি আবাহন।।
পর্য্যঙ্ক উপরে পরে হর পার্ব্বতীরে।
শয়ন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে।।
বৃষ সহ গাভী সহ সে প্রতিমাদ্বয়।
বিপ্রের করেতে দিবে শাস্ত্রের নির্ণয়।।
প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে দ্বাদশীতিথিতে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজিবেক ভক্তিযুত চিতে।।
মহালক্ষ্মী পূজাব্রতী করিবে সাধন।
একবর্ষ এইরূপ জানিবে নিয়ম।।
সৌভাগ্য শয়ন ব্রত ইহারেই কয়।
সৌভাগ্য আরোগ্যপ্রদ শাস্ত্রের নির্ণয়।।
দশ অষ্ট কিম্বা সপ্ত বয়স ধরিয়ে।
এই ব্রত করে সেই আনন্দ হৃদয়ে।।
সিদ্ধ হয় মনোবাঞ্ছা জানিবে তাহার।
অযুতেক কল্পবাস সুরপুরে তার।।
অমরগণেরা পূজা করে সেইজনে।
সেই পায় নিত্যানন্দ নিজ মনেমনে।।
বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মলোকে শঙ্কর গোচরে।
যাইতে পারে সে জন ইচ্ছা অনুসারে।।
বালক বালিকা আর নর কিম্বা নারী।
এই ব্রতে সবে হয় সম অধিকারী।।
ইহার মাহাত্ম্য কথা যে করে বর্ণন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।

কিম্বা উপদেশ দেয় এ ব্রত করিতে।
বিদ্যাধর হয় সেই জানিবেক চিতে।।
স্বর্গে বাস বহুকাল করে সেইজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
পূর্ব্বকালে উমাসতী একই অন্তরে।
ভক্তিভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠান করে।।
তাঁরে দেন উপদেশ দেব পঞ্চানন।
কহিনু সবার পাশে ওহে ঋষিগণ।।
ইহার যতেক ফল কে বর্ণিতে পারে।
অনন্ত অনন্তমুখে বর্ণিবারে নারে।।
আরো এক ব্রত আছে ওহে ঋষিগণ।
রম্ভা তৃতীয়ার ব্রত অতি অনুত্তম।।
তাহার বিধান বলি শুনহ সকলে।
শুনিলে পাতক পুঞ্জ চলি যায় দূরে।।
পার্ব্বতীর প্রীতি হেতু দেব পঞ্চানন।
তাঁর পাশে এই ব্রত করেন কীর্ত্তন।।
মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া দিবসে।
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া হরিষে।।
দন্তধাবনাদি কার্য্য করি সমাধান।
শুদ্ধজলে যথা বিধি করিবেক স্নান।।
তদন্তর নিত্যক্রিয়া করি সমাপন।
ভক্তি ভরে উপবাস করিবে সাধন।।
নিয়ম করিয়া পরে সংকল্প করিবে।
সেই কথা শুনশুন বলিতেছি তবে।।
শ্রবণ করহ দেবী করি নিবেদন।
আমি বর্ষাবধি এই করিনু নিয়ম।।
প্রতি মাসে তৃতীয়াতে উপবাসী হয়ে।
করিবে ব্রতের কাজ সানন্দ হৃদয়ে।।
পরদিন যথাবিধি করিবে পারণ।
অনুগ্রহ মমোপরি কর বিতরণ।।
নির্ব্বিঘ্নে আমার ব্রত যেন সিদ্ধ হয়।
চাহি আমি এই ভিক্ষা হওগো সদয়।।
এরূপে সংকল্প করি পরে সাধুজন।
নদীতে কিংবা তড়াগে করিবে গমন।।

যথাশক্তি উপচারে একান্ত অন্তরে।
বিধানে করিবে পূজা হরপার্ব্বতীরে।।
তারপর কুশোদক করিবেক পান।
স্মরণ করিবে সদা হরগৌরী নাম।।
এইরূপে রাত্রিকাল করিয়া যাপন।
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সুজন।।
শিবভক্ত গৌরীভক্ত ব্রাহ্মণ নিকরে।
ভোজন করিবে সবে অতি ভক্তি ভরে।।
লবণ কাঞ্চন দিবে দক্ষিণা সবায়।
এরূপে করিলে ব্রত মহাফল পায়।।
এই ব্রত যেই জন করয়ে সাধন।
শতকুল পরিত্রাণ করে সেইজন।।
ইহকালে মহৈশ্বর্য্য সেই সাধু পায়।
পরকালে সুরপুরে বিমানেতে যায়।।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে ঋষিগণ।
সংশয় ইহাতে নাহি জানিবে কখন।।
শিবের মুখের বাক্য কে খণ্ডাতে পারে।
এই ব্রত নিজে উমা ভক্তি ভরে করে।।
মার্গশীর্ষে এইরূপ করিয়া পূজন।
উপবাসে সুনিয়মে করিয়া যাপন।।
পৌষমাসে তৃতীয়াতে একান্ত অন্তরে।
অর্চ্চনা করিবে ব্রতী গিরিজা সতীরে।।
গিরিজা নামেতে হবে পার্ব্বতী পূজন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
রাত্রিতে গোময় মাত্র করিবেক পান।
আর কিছু নাহি খাবে এইত বিধান।।
পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ নিকরে।
ভোজন করাবে ব্রতী অতি ভক্তি ভরে।।
ভোজন করায়ে বিপ্রে দক্ষিণা অর্পিবে।
নতুবা সকলকর্ম্ম বিফলে যাইবে।।
এইরূপে ব্রত করে যেই সিদ্ধজন।
বাজপেয় ফল পায় শাস্ত্রের বচন।।
অতিরাত্র যাগজন্য যেই ফল হয়।
সে জন লভয়ে তাহা নাহিক সংশয়।।

তারপর মাঘমাসে তৃতীয়া দিবসে।
পার্ব্বতীর পূজাব্রত করিবে হরিষে।।
সুদেবী নামেতে হবে দেবীর পূজন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
রাত্রিতে গোময় মাত্র করিবেক পান।
সবাপাশে বলিলাম এইত বিধান।।
প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করি সমাপন।
ব্রাহ্মণগণেরে ব্রতী করাবে ভোজন।।
সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে দ্বিজাতি নিকরে।
শাস্ত্রের বিধি এইত কহিনু সবারে।।
সুদেবীরে এইরূপে করিলে পূজন।
বিষ্ণুলোকে চলি যায় সেই জ্ঞানিজন।।
শিবের সাযুজ্য পায় নাহিক সংশয়।
ব্রতের মাহাত্ম্য কভু অন্যথা না হয়।।
তারপর ফাল্গুনে তৃতীয়া দিবসে।
করিবে দেবীর পূজা মনের হরিষে।।
পার্ব্বতীরে গৌরীনামে করিবে পূজন।
রাত্রিকালে উপবাস রহিবে সুজন।।
গো ক্ষীর কেবলমাত্র করিবেক পান।
এইত নিয়ম আছে শাস্ত্রের বিধান।।
প্রাতঃকালে তারপর নিত্যক্রিয়া সারি।
শিবভক্ত বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি।।
ভোজন করাবে সিদ্ধ তাহা সবাকায়।
প্রচুর দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়।।
কুমারীগণেরে পরে করাবে ভোজন।
কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে ওহে ঋষিগণ।।
গৌরীপূজা এইরূপে ফাল্গুনে করিলে।
বাজপেয় ফল পায় শাস্ত্রে হেন বলে।।
অতিরাত্র যাগ ফল পায় সেইজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
চৈত্রমাসে তারপর তৃতীয়া দিবসে।
ভক্তি যুক্ত হতে সিদ্ধ মনের হরিষে।।
বিশালক্ষ্মী পূজা আদি করিবে সাধন।
পার্ব্বতীর পূজামাত্র নহে অন্যতম।।

রাত্রিকালে দধিমাত্র ভোজন করিয়ে।
বিধানে রহিবে ব্রতী উপবাসী হয়ে।।
পরদিন প্রাতঃকালে দ্বিজাতি নিকরে।
ভোজন করাবে ব্রতী অতি ভক্তিভরে।।
কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে কুসুম সহিত।
সবাপাশে বলিলাম শাস্ত্রের বিহিত।।
এইরূপে বিশালক্ষী করিলে পূজন।
অতুল সৌভাগ্য পায় সেই জ্ঞানীজন।।
বিশালক্ষী ভগবতী হয়ে কৃপাবতী।
নিঃসন্দেহে করে তারে অতি ভাগ্যবতী।।
বৈশাখ মাসেতে পরে ওহে ঋষিগণ।
সুতিথি তৃতীয়া যবে দিবে দরশন।।
শ্রীমুখী নামিকা সেই পার্ব্বতী দেবীরে।
করিবে অর্চ্চনা ব্রতী অতি ভক্তিভরে।।
ঘৃতমাত্র রাত্রকালে করিয়া ভোজন।
উপবাসে রবে ব্রতী এইত নিয়ম।।
প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া পরে।
ভোজন করায় বিপ্রে অতি ভক্তিভরে।।
সুবর্ণ দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়।
কামনা সফল হবে হেন অর্চ্চনায়।।
যেইজন এইরূপে করাবে পূজন।
সিদ্ধ তার সর্ব্বকাম শাস্ত্রের বচন।।
জ্যৈষ্ঠমাসে তারপর বিবিধ কুসুমে।
পার্ব্বতীর পূজা পুনঃ করিবে বিধানে।।
তৃতীয়া দিবসে যবে দিবে দরশন।
বিধানে করিবে পূজা ওহে মুনিগণ।।
নারায়ণী নামে তাঁরে পূজিতে হইবে।
ভক্তিভাবে নানাবিধ কুসুম অর্পিবে।।
কেবলমাত্র রাত্রিতে খাইবে লবণ।
নিশাকাল উপবাসে করিবে যাপন।।
প্রাতঃকালে শিবভক্ত যত বিপ্রগণে।
নিমন্ত্রণ করি সবে আনিবে যতনে।।
ভোজন করাবে সবে নানা উপচার।
তাম্বুল অর্পিবে পরে ব্রতী গুণাধার।।

লবণ দক্ষিণা দিয়া করিবে বিদায়।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহি সবাকায়।।
এইরূপে পূজা করে যেই কোনজন।
পুত্র লাভ হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
আষাঢ় মাসেতে পরে তৃতীয়ার দিনে।
এইরূপে পার্ব্বতীরে পূজিবে বিধানে।।
মাধবী নামেতে হবে দেবীর পূজন।
রাত্রিকালে উপবাস রহিবে সুজন।।
তিলোদক পানমাত্র করিবে নিশায়।
উপবাসী রবে ব্রতী কহি সবাকায়।।
তারপর প্রাতঃকালে উঠি ভক্তিভরে।
নিত্যক্রিয়া সমাপিয়া একান্ত অন্তরে।।
বিপ্রগণে নিমন্ত্রণ করি তারপর।
ভোজন করাবে ব্রতী হয়ে একান্তর।।
সুতৃপ্ত রূপেতে সবে করায়ে ভোজন।
কাঞ্চন দক্ষিণা দিবে শাস্ত্রের বচন।।
অথবা দক্ষিণা দিয়ে গুড় পান করে।
এইত শাস্ত্রের বিধি কহিনু সবারে।।
এইরূপে মাধবীর করিলে পূজন।
শুভ গতি হয় তার শিবের বচন।।
শিবের আদেশ কভু মিথ্যা নাহি হয়।
শুভলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয়।।
শ্রাবণ মাসেতে পরে তৃতীয়া দিবসে।
ভগবতী পূজা ব্রতী করিবে হরিষে।।
শ্রীনামে অর্চ্চনা তাঁর করিতে হইবে।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবেক সবে।।
গোশৃঙ্গ নিঃসৃতমাত্র জল করি পান।
উপবাসী রবে রাত্রে এইত বিধান।।
প্রাতঃকালে শিবভক্ত দ্বিজাতি-নিকরে।
যথাবিধি পূজা করি অনুরাগ ভরে।।
স্বর্ণদান তিলসহ করিবে সবায়।
বিনয় করিয়া পরে দিবেক বিদায়।।
এই রূপে শ্রীপূজা করিলে সাধন।
ইহলোকে রাজ্যভোগ করে সেইজন।।
পরকালে গোলোকেতে করে নিবসতি।
কহিনু সবার পাশে বেদের ভারতী।।
তারপর ভাদ্রমাসে তৃতীয়ার দিনে।
পুনশ্চ পূজিবে ব্রতী বিহিত বিধানে।।
পার্ব্বতীরে ভদ্রানামে করিলে পূজন।
বিল্বপত্র রাত্রিকালে করিয়া ভোজন।।
উপবাসে নিশাপাত করিতে হইবে।
শাস্ত্রের বিধান এই সকলে জানিবে।।
প্রাতঃকালে বিপ্রগণে কুমারী নিকরে।
ভোজন করাবে সবে অতি ভক্তিভরে।।
মিষ্ট দ্রব্য নানা বিধ করায়ে ভোজন।
স্বর্ণ বস্ত্র করিবেক দক্ষিণা অর্পণ।
এইরূপে ভদ্রার সেবা যেইজন করে।
অতুল সম্পত্তি লাভ সেই জন করে।।
তার কামনা সকল হবে সম্পূরণ।
শিবের আদেশ মিথ্যা নহে কদাচন।।
আশ্বিন মাসেতে পুনঃ তৃতীয়াদিবসে।
এই নামে গিরিপুত্রী পূজিবে হরিষে।।
তণ্ডুলের জল মাত্র করিয়া ভোজন।
রাত্রিকালে উপবাসে রহিবে সুজন।।
প্রাতঃকালে স্নান আদি নিত্যক্রিয়া করে।
বিপ্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিবে সাদরে।।
ভোজন করাবে পরে তাহা সবাকায়।
দক্ষিণা অর্পিয়া সবে দিবেক বিদায়।।
এইরূপে ব্রতকার্য্য কৈলে অনুষ্ঠান।
অন্তকালে গৌরীলোকে সে করে প্রয়াণ।।
পূজিত হইয়া তথা করে নিবসতি।
কভু মিথ্যা নহে ইহা শিবের ভারতী।।
কার্ত্তিক মাসেতে পরে তৃতীয়া দিবসে।
করিবে পুনশ্চ পূজা মনের হরিষে।।
এই নামে পদ্মোদ্ভবা করিবে পূজন।
পার্ব্বতীর পূজা মাত্র নহে অন্যতম।।
পঞ্চগব্য রাত্রিকালে করিবেক পান।
জাগরণ করি রবে এইত বিধান।।

প্রাতঃকালে শুদ্ধাচারে গাত্রোত্থান করে।
বিপ্রগণে নিমন্ত্রিয়া আনিবেক ঘরে।।
কুমারীগণেরে পরে করি আনয়ন।
সবার বিধানে ব্রতী করাবে ভোজন।।
এরূপে দ্বাদশমাস ব্রত হলে পরে।
যথাবিধি উদ্‌যাপন করিবে সাদরে।।
নানাদ্রব্য সাধ্যমত করি আহরণ।
সেইসব বিপ্রগণে করিবে অর্পণ।।
শ্বেতচ্ছত্র কমণ্ডলু আসন লইয়ে।
বিপ্রগণে দিবে যাহা প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
পাদুকা দর্পণ আদি করিবে প্রদান।
যজ্ঞ-উপবীত দিবে শাস্ত্রের বিধান।।
তারপর নানাবিধ উপচার দিয়ে।
করিবে উমার পূজা সানন্দ হৃদয়ে।।
মহেশ্বরে পূজিবেক হয়ে একমন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
নৈবেদ্যে মোদক পুষ্পমাল্য করি আদি।
নানাদ্রব্য দিবে ব্রতী করিয়া ভকতি।।
বীজপুর ঘৃতপক্ক লড্ডুক অর্পিবে।
দাড়িম ও নারিকেল ভক্তিভরে দিবে।।
নানা দ্রব্য এইরূপে করিবে অর্পণ।
শঙ্খ আদি বাদ্য ধ্বনি হবে ঘনঘন।।
বেদশব্দ তারপর উচ্চারণ করি।।
আরতি করিবে পরে অতিভক্তি করি।।
রম্ভা তৃতীয়ার ব্রত এইরূপ হয়।
ইহাতে অনন্ত ফল নাহিক সংশয়।।
ব্রত করে এই রূপে যেই সাধুজন।
দেবগণ তারে সদা করেন পূজন।।
ভূমিতলে এই ব্রত যেই জন করে।
কল্পকোটি রহে সেই সুখে সুরপুরে।।
শিবের সাযুজ্য পরে পায় সেই জন।
ইহাতে সন্দেহ নাহি শাস্ত্রের বচন।।
রম্ভাসতী এই ব্রত সর্ব্ব আগে করে।
সেই হেতু এই নাম হয়েছে সংসারে।।

যোগিনীরা এই পূজা করিয়া সাধন।
পার্ব্বতীর প্রিয়তমা হয় সর্ব্বজন।।
নিরন্তর রহে সদা পার্ব্বতী সদনে।
সৌভাগ্য লভিল সবে এই সে কারণে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি বিমোহন।।

যোগিনীগণের উৎপত্তি

বিধির নন্দন বলে শুন ঋষিগণ।
তড়াগ প্রতিষ্ঠা কথা করিলে শ্রবণ।।
এবে কি শ্রবণে ইচ্ছা বলহ প্রকাশি।
সৃষ্টি কাহিনী বলিবারে ভালবাসি।।
ঋষিগণ শ্রবণান্তে সুমিষ্ট বচনে।
পুনঃ করেন জিজ্ঞাসা বিধির নন্দনে।।
শুন শুন নিবেদন বিধির নন্দন।
তব মুখে শুনিতেছি বিচিত্র কথন।।
যোগিনীরা যেই ব্রত করিয়া সাদরে।
উমা-প্রিয়তমা হয় যেই ব্রত ফলে।।
তোমার মুখেতে তাহা করিনু শ্রবণ।
জিজ্ঞাসি এখন যাহা করহ বর্ণন।।
যোগিনীরা সেইসব কিরূপে জনমে।
বর্ণন করহ তাহা সবার সদনে।।
ঐসব শুনিবারে করি আকিঞ্চন।
বিবরিয়া কৌতূহল করহ বর্দ্ধন।।
বিধিসুত এত শুনি কহে ধীরে ধীরে।
শুন শুন সেই কথা বলি সবাকারে।।
যেমন বলিয়া ছিল দেব পঞ্চানন।
সে সব বলিব আমি সবার সদন।।

বিনয় করিয়া উমা অতি ধীরে ধীরে।
কহিলেন সম্বোধিয়া দেব মহেশ্বরে।।
নিবেদন করি দেব করহ শ্রবণ।
শুনিনু তোমার মুখে বিধির সদন।।
যোগিনীগণের জন্ম জানিতে বাসনা।
অতএব কৃপা করি বলহ অধুনা।।
শ্রবণান্তে হাসি হাসি কহে পঞ্চানন।
বিস্মৃত হয়েছে প্রিয়ে অগ্রের ঘটন।।
স্মরণ করায়ে আমি দিতেছি তোমারে।
অবশ্য জানিলে সব উদিবে অন্তরে।।
অতি গোপনীয় ইহা অতি পুরাতন।
সারাৎসার পরাৎপর করহ শ্রবণ।।
মহা প্রলয়ের কাল ঘটিল যেকালে।
সর্ব্বস্বত্ব বিবর্জ্জিত সংসার হইলে।।
তুমি-আদি পঞ্চতত্ত্ব কেবল আত্মায়।
হইল তখন স্থিত কহিনু তোমায়।।
মহেশ্বরী শুন শুন আমার বচন।
সেইকালে শূন্য হয় এতিন ভুবন।।
তুমি আর আমি ভিন্ন কেহ নাহি ছিল।
শুন শুন তারপর যেরূপ ঘটিল।।
জিজ্ঞাসা করিনু আমি সহাস্যে তখন।
প্রিয়তমে শুন বলি আমার বচন।।
আমা হতে তব শক্তি অধিক কি কম।
বিবেচনা করি তাহা দেখহ এখন।।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল এই দেখ শূন্যকার।
কুত্রাপি নাহিক স্থান দেখি থাকিবার।।
বলহ ভাবিনি এবে রহিব কোথায়।
এহেতু জিজ্ঞাসা করি পার্ব্বতী তোমায়।।
কহেছিনু যাহা যাহা করি দরশন।
বিগত হয়েছে তাহা নাহিক এখন।।
সকল জানহ তুমি ওগো সুলোচনে।
আমি থাকি যেরূপেতে সংসার করমে।।
সংস্পর্শ বিহীন হয়ে রহি নিরন্তর।
এইমাত্র ইচ্ছা করে সতত অন্তর।।

অবস্থিতি স্থান এবে করহ নির্ণয়।
উচিত করহ যাহা বিবেচনা হয়।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষবশে হলো তব লোহিত লোচন।।
নিষ্ঠুর বচনে তুমি কহিলে আমারে।
শ্রবণ করহ দেব বলিহে তোমারে।।
যখন যে কোন কার্য্য কর আচরণ।
আমাতে নির্ভর সব কর পঞ্চানন।।
আমি ভিন্ন শবরূপে কর অবস্থান।
তোমার শক্তি এইত ওহে মতিমান।।
যোগ্যতা তোমার কিছু দেখিতে না পাই।
অধিক বলিব কিবা কহ তব ঠাঁই।।
কারণ অবস্থাপন্ন বিধাতৃরূপিণী।
জানিবে আমারে তুমি ওহে শূলপাণি।।
অকার্য্য কিছুই নাহি জানিবে আমার।
সতত অক্ষমা আমি জগত মাঝার।।
পরমা রূপেতে আমি আছি বিদ্যমান।
কার্য্যভাবে সমাযুক্তা ওহে মতিমান।।
কার্য্যভাব যবে আমি করিয়া আশ্রয়।
প্রকৃতি রূপেতে থাকি ওহে সদাশয়।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আবির্ভূত হয় সেই কালে।
অধিক কিবা বলিব তোমার গোচরে।।
এই চরাচর বিশ্ব আমারই মায়ায়।
বিনির্ম্মিত হইয়াছে কহিনু তোমায়।।
আছে মম দুই শক্তি জানিবে অন্তরে।
আবরণ এক আর বিক্ষেপ অপরে।।
এই দুই শক্তি বলে সবকাজ হয়।
তব পাশে কহিলাম ওহে সদাশয়।।
তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বজ্রাঘাত যেন শিরে হলে নিপতন।।
কিছুমাত্র নাহি আর কহিনু তোমারে।
তুষ্ণীম্ভূত হয়ে রহি মৌনভাব ধরে।।
আন্তরিক দুঃখভারে হইয়া তাপিত।
কিছুকাল মৌনভাবে রহি অবস্থিত।।

তোমার নিগ্রহ হেতু শুন তার পরে।
একটি উপায় স্থির করিনু অন্তরে।।
পৃথিবীর পশ্চিমেতে করিয়া গমন।
নিজ দেহমহল আমি করিয়া গ্রহণ।।
তাহা দিয়া দৈত্য এক সৃজিনু ত্বরায়।
বিকট আকার তার অতি মহাকায়।।
দেখি তারে মহাঘোর হরিষ অন্তরে।
যার নাম দিনু তারে জানিবে অচিরে।।
দৈর্ঘ্যে কোটি যোজন যে তার কলেবর।
বত্রিশ লক্ষ বিস্তারে অতি ভয়ঙ্কর।।
কোটি সংখ্যা হাত আর উজ্জ্বললোচন।
পঞ্চাশলক্ষ তার ভীষণ বদন।।
এইরূপে দৈত্যবরে সৃজন করিয়ে।
অষ্ট সিদ্ধ দিনু তারে সানন্দ হইয়ে।।
আমার সদৃশ হলো দানব-রাজন।
আসিনু তখন আমি তোমার সদন।।
এদিকে দানবপতি বিকট আকারে।
জলার্ণব গ্রাস যেন করে একেবারে।।
আমার মনের ভাব বুঝিয়া তখন।
আমারে সম্বোধি তুমি কহিলে বচন।।
মহাদেব শুন শুন বচন আমার।।
জীবহীন দেখ এই জগত সংসার।।
আজ্ঞা কর সব পুনঃ করি দরশন।
তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।।
হাসিতে হাসিতে আমি কহিনু তোমারে।
মহাদেবী শুন শুন একান্ত অন্তরে।।
আমার সঙ্গেতে তুমি কর দরশন।
পশ্চিম দিকেতে যাই চলহ এখন।।
আমার এতেক বাক্য শুনিয়া তখনি।
পশ্চাৎ পশ্চাৎ তুমি হলে অনুগামী।।
প্রথমতঃ নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।
পশ্চিমে যাইতে শেষে করিলে মনন।।
প্রথমে নিষেধ আমি করিনু তোমারে।
মম বাক্য নাহি তুমি ধরিলে অন্তরে।।
আমার সহিত তুমি করিলে গমন।
সেইস্থানে উপনীত হলে সেইক্ষণ।।
কেদারকেশ্বর তথা আছে বিরাজিত।
দৈত্যবর সেইস্থানে করে অবস্থিত।।
তোমারে দেখিয়া সেই দৈত্যের রাজন।
কামশরে অভিভূত হইল তখন।।
হস্ত প্রসারণ করি সেই দুরাচার।
তোমারে ধরিতে দুষ্ট হয় আগুসার।।
কামশরে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্জ্জন।
তব প্রতি চাটুবাক্য কহিল তখন।।
তোমারে সম্বোধি কহে সেই দুরাচার।
শুন শুন বরাননে বচন আমার।।
এসো মম ত্বরা করি অঙ্কের উপরে।
জড়াও আমার হৃদি অতি ত্বরা করে।।
সর্ব্বেশ্বরী হও মম বচনে আমার।
অঙ্গদান করি মোরে করহ উদ্ধার।।
নিমগ্ন হয়েছি আমি মদন-সাগরে।
ত্রাণ কর ত্রাণ কর প্রেয়সী আমারে।।
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিবারে নারি।
পতিভাবে অঙ্গদান দেহলো সুন্দরী।।
এই রূপে চাটুবাক্য কহে দুরাচার।
রোষেতে লোহিত হয় লোচন তোমার।।
কটাক্ষ করিয়া তুমি তাহার উপরে।
বলিতে লাগিলে প্রিয়ে সুগভীরস্বরে।।
দৈত্যরাজ বলি শুন আমার বচন।
দৈত্য-অধিপতি তুমি বিদিত ভুবন।।
স্বর্গভোগী তুমি দৈত্য নাহিক সংশয়।
দেবগণাপেক্ষা বলি তুমি মহোদয়।।
সর্ব্বসংহারক তোমা করিছি দর্শন।
বীর্য্যবান নাহি কেহ তোমার মতন।।
আমার প্রতিজ্ঞা যদি সাধিবারে পার।
বরণ করিব তোমা দিনু এই বর।।
শুনহ প্রতিজ্ঞা মম ওহে দৈত্যরায়।
একেএকে সব কথা কহিব তোমায়।।

প্রতিজ্ঞা আমার এই শুনহ এখন।
আমার সহিতে যেবা করিবেক রণ।।
আমারে হারাতে যদি সেই জন পারে।
করিব বরণ আমি জানিবে তাহারে।।
নতুবা অপর কেহ নাহি হবে পতি।
প্রতিজ্ঞা আমার এই ওহে দৈত্যপতি।।
ইথে যদি বাঞ্ছা হয় তোমার অন্তরে।
ত্বরা করি হও তবে উদ্যত সমরে।।
তোমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যরাজ ঘনঘন করয়ে গর্জ্জন।।
প্রলয় জলধিসম ঘরঘর স্বরে।
ভর্ৎসনা করিল কত জানিবে তোমারে।।
রোষবশে করি পরে লোহিত লোচন।
উঠিল দানববর সমর কারণ।।
তখন তাহার রূপ দরশন করি।
বিহ্বল হইনু আমি জানিবে সুন্দরী।।
তাহারে দেখিয়া মনে হল অনুমান।
সংহার করিবে বিশ্ব নাহি পরিত্রাণ।।
তোমারে ধরিতে সেই দুষ্ট দুরজন।
ধাবিত হইয়া চলে অতি ঘনঘন।।
কিন্তু সাধ্য কিবা তার ধরিতে তোমারে।
ধরে ধরে এই ধরে ধরিবারে নারে।।
দানবরাজ বেগেতে করিছে গমন।
হস্তস্পর্শে চূর্ণীভূত হয় গিরিগণ।।
পদাঘাতে কত গিরি বিক্ষিপ্ত হইয়ে।
সবেগে পড়িল সব সাগরেতে গিয়ে।।
তদীয় অঙ্গের বায়ু বহিতে লাগিল।
জলধি মণ্ডল তাহে উচ্ছ্বসিত হৈল।।
মহামায়া শুন শুন আমার বচন।
তোমাকে ধরিতে সেই করেছে গমন।।
কিন্তু কিছুতেই নাহি ধরিবারে পারে।
পাছে পাছে ধায় শুধু ধরিতে তোমারে।।
তারপর দুইজনে বাধিল সমর।
নাহি হেরি হেন যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর।।

যুদ্ধ দেখি ভয় জন্মে আমার অন্তরে।
জলধি সহিতে বিশ্ব কাঁপে থরে থরে।।
সেই দুষ্ট নানা অস্ত্র করিল ক্ষেপণ।
সকলি বিফল কিন্তু হইল তখন।।
সেই সব অস্ত্র পড়ি তোমার শরীরে।
ভস্মীভূত হয়ে পড়ে ভূতল উপরে।।
তাহা দেখি ক্রোধভরে দানব-রাজন।
ভয়ঙ্কর তেজোরাশি করে প্রদর্শন।।
তারপর শুন শুন আশ্চর্য্য ঘটন।
যুদ্ধ হল এই রূপে অতি বিভীষণ।।
কেহ নাহি সেই যুদ্ধে হারে কিবা জিনে।
কোটিকর্ব সেই যুদ্ধ চলে অবিরামে।।
তাহা দেখি ভয়াতুর হইয়া তখন।
যোগবলে সূক্ষ্মতনু করিয়া ধারণ।।
তোমারে আশ্রয় করি রহি অতঃপর।
শুনহ আশ্চর্য্য যাহা ঘটে তারপর।।
কোনরূপে দৈত্য তোমা ধরিবারে নারে।
অথবা কিছুতে নাহি বধিবারে পারে।।
তোমারে বধিতে করে বিবিধ উপায়।
আকুল হইয়া পড়ে চিন্তায় চিন্তায়।।
শরীর বর্দ্ধিত দুষ্ট করে তারপরে।
বাহু ঘরষণ করে আপন শরীরে।।
মনে মনে শেষে দুষ্ট করয়ে চিন্তন।
যেরূপে পারি নারীরে করিব নিধন।।
কটাক্ষে নিক্ষিপ্ত করি করিব সংহার।
এইরূপ মনে মনে ভাবি দুরাচার।।
বর্ধিত করিতে থাকে নিজ কলেবর।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিল ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর।।
কলেবর বৃদ্ধি দেখি দানব রাজন।
মনে মনে অতি হৃষ্ট হইল তখন।।
তোমারে সম্বোধি পরে কহে দুরাচার।
শুন শুন দুষ্টা নারী বচন আমার।।
পলায়ন কর তুমি কি হেতু বলনা।
কভু না পূরিবে তব মনের বাসনা।।

এখনি তোমারে আমি করিব নিধন।
পরিত্রাণ করে কেবা বলহ এখন।।
পলাইতে আর সাধ্য নাহিক তোমার।
কটুকথা এইরূপে কহে দুরাচার।।
তাহার বচন তুমি করিয়া শ্রবণ।
রোষভরে গরজিয়া কহিলে তখন।।
শোন শোন মম বাক্য ওরে দুরাচার।
অবলীলাক্রমে তোরে করিব সংহার।।
জানিতে না পারিস তুইরে আমারে।
আমা হতে এই সৃষ্টি জানিবি অন্তরে।।
আমাতেই পুনরায় হয়ে যায় লয়।
আমা হতে রক্ষা পায় নাহিক সংশয়।।
এই যে অখিল বিশ্ব করিছ দর্শন।
আমিই সবার করি লালন পালন।।
জগত সংসার সব মম মায়াময়।
আমা হতে ভিন্ন কভু কিছুমাত্র নয়।।
সনাতন ব্রহ্ম যারে কর বিবেচনা।
আমি হই সেই ব্রহ্ম তাহা কি জাননা।।
আমার মঙ্গল ভাব করহ শ্রবণ।
মূঢ়মতি জ্ঞান পাবি স্বরূপ বচন।।
দুষ্টভাবে শিষ্টভাবে যে কোন প্রকারে।
যেজন ভজনা করে সতত আমারে।।
যেজন যেভাবে মোরে করয়ে ভজন।
সেইভাবে তারে ফল করি বিতরণ।।
কামনা পূর্ণ তাহার সেই ভাবে করি।
এইত মঙ্গলভাব জানিবে বিচারি।
অনুত্তম মহাফল জানিবে আমারে।
আমার প্রসাদে মুক্তি পায় সব নরে।।
নির্ব্বাণ মুকতি আমি করিয়ে প্রদান।
অতএব শুন শুন ওহে মতিমান।।
বহুদিন তুমি মোরে করিলে ভজন।
এই হেতু তব প্রতি সন্তুষ্ট এখন।।
দুষ্টভাবে মোরে তুমি লভিবার তরে।
বাসনা করেছ দৈত্য আপন অন্তরে।।

তাহাতেও মহাপ্রীত হইয়াছি আমি।
তোমারে নিরখি আমি যেন শূলপানি।।
শিবের সদৃশ ভাবি তোমারে এখন।
বহুশ্রম করিয়াছ আমার কারণ।।
এখন আমার রূপ কর দরশন।
পরম মঙ্গলময় অখিল কারণ।।
ব্রহ্মানন্দ সেই রূপ অতি মনোহর।
দেখাব তোমারে তাহা ওহে দৈত্যবর।।
সেরূপ পরমপদ জানিবে অন্তরে।।
শিবময় সেইরূপ কহিনু তোমারে।।
বহুধ্যান করিয়াও যত যোগীগণ।
সেইরূপ হেরিবারে না হয় সক্ষম।।
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোমার উপরে।
এ হেতু সেরূপ আমি দেখাব তোমারে।
অবিলম্বে তাহা তুমি কর দরশন।
বিলম্বেতে বল আর কিবা প্রয়োজন।।
অকস্মাৎ অন্য কেহ আসিবারে পারে।
সবার বাসনা হয় তাহা দেখিবারে।।
কিবা সুর অসুরাদি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষরক্ষ পন্নগাদি পিশাচ অপ্সর।।
সকলে বাসনা করে সেরূপ হেরিতে।
কিরূপে দর্শন হয় সবে ভাবে চিতে।।
অতএব শীঘ্র উহা কর দরশন।
সেইরূপ কালীরূপ অতি মনোরম।।
পরব্রহ্মে তাহা ভিন্ন অন্য রূপ নাই।
নিগূঢ় তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই।।
এত বলি তুমি দেবী ভব-বিমোচনী।
দেখাইলে পরমরূপ তুমি সনাতনী।।
নিজরূপ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
আমি কালী আমি কালী কৈলে উচ্চারণ।।
অমনি কালিকামূর্ত্তি ধরিলে আপনি।
আহা মরি কিবা রূপ ধ্যান নাহি জানি।।
কৃষ্ণবর্ণ ঘোররূপা অতি মনোহর।
অবস্থিতি করি মহাকালের উপর।।

মুণ্ডমালা শোভে গলে আহা মরিমরি।
মুক্তকেশী হাস্যোমুখী হাতে অসি ধরি।।
লোলজিহ্বা লক লক দেখি ভয় হয়।
রক্তবর্ণ কিবা তাহে শোভে নেত্রদ্বয়।।
কিরীট শোভিছে শিরে অতি মনোহর।
অমাকলা সম শোভা অতীব বিমল।।
তেজোরাশি দেহ হতে সদা বাহিরায়।
ঘোররব ঘন ঘন বদনে তাহায়।।
সহস্র সহস্র শিবা চারিদিকে বেড়ি।
কিবা শোভা রহিয়াছে আহামরি মরি।।
দেখিতে দেখিতে শুন অদ্ভুত ঘটন।
কালীদহ হতে রশ্মি পড়ে ঘনঘন।।
রশ্মিবিন্দু চারিদিকে বিস্তৃত হইল।
সে রশ্মি হইতে যত যোগিনী জন্মিল।।
যোগিনীরা কোটি কোটি লভিয়া জনম।
চারিদিকে কালিকারে বেড়িল তখন।।
যুদ্ধ লাগি সমুদ্যত তাহারা সকলে।
কালীস্তব ঘনঘন বদনেতে বলে।।
সূর্য্যসম দীপ্তিমতী যোগিনীর দল।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন ঘন অবিরল।।
অপূর্ব্ব সুন্দরী সবে অতি মনোরম।
সবাকার সঙ্গে শোভা দিব্য বিভূষণ।।
যোগিনীরা এইরূপে জনম লভিয়ে।
কালিকারে বেড়ি রহে সানন্দ হৃদয়ে।।
তাঁহার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে ওহে ঋষিগণ।।
করিয়াছিলে জিজ্ঞাসা যেসব আমায়।
সেই কথা বলিলাম শুনিলে সবায়।।
ভক্তি করি যেই ইহা করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
সেজন অন্তিমে যায় কৈলাস আলয়।।
বিঘ্নরাশি তার কাছে না করে গমন।
অমরেরা সেই জনে করয়ে পূজন।।
কালীর আশ্রয়ে রহে সদা মহেশ্বর।
কেবা বুঝে সেই তত্ত্ব জগত ভিতর।।

ঘোর দৈত্য বধ

যোগিনীগণের কথা করিয়া বর্ণন।
বিধি কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ।।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বল দয়া করে।
যাহা জানি প্রকাশিব অবশ্য সাদরে।।
এত শুনি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে।
জিজ্ঞাসা করে পুনঃ বিধির কুমারে।।
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব্বকথন।
বলি কিন্তু এক কথা ওহে মহাত্মন।।
তারপর ঘোর দৈত্য কিবা কাজ করে।
সেই কথা কৃপা করি কহ সবাকারে।।
তাহা শুনি বিধিসুত করেন উত্তর।
বলিতেছি শুন শুন তাপস নিকর।।
তারপর শিব কহে পার্ব্বতী সতীরে।
এইরূপে কালীমূর্ত্তি মহাদেবী ধরে।।
দেবীর শরীরে শোভে জগত-সংসার।
কত যে ব্রহ্মাণ্ড তাহে নহে বর্ণিবার।।
ব্রহ্মাণ্ড কত যে শোভে প্রত্যেক রোমেতে।
হেরিলে আশ্চর্য্য সব লাগিবেক চিতে।।
দেবীর এতেক রূপ করি দরশন।
মূর্চ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল তখন।।
দেবীর বদন পদ্ম দরশন করে।
পরম আনন্দ লভে আপন অন্তরে।।
ব্রহ্মজ্ঞান জনমিল অন্তরে তাহার।
জানিল সে কালীদেবী সার হতে সার।।

করপুট করি পরে দানব রাজন।
দেবীরে বিনয় বাক্যে করিল স্তবন।।
নমো নমঃ মহাদেবী চরণে তোমার।
ক্ষমা কর অপরাধ আমি দুরাচার।।
না বুঝে করেছি দোষ শুনগো জননী।
ক্ষমা কর অপরাধ তোমারে নমামি।।
পুত্র দোষ মাতা কভু নাহি ওগো লয়।
জগতের মাতা তুমি নাহিক সংশয়।।
প্রকৃতি রূপিণী তুমি নিত্যা সনাতনী।
সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্রী তুমি গো ভবানী।।
তোমার নিমেষে হয় বিশ্বের প্রলয়।
তোমার ইচ্ছায় এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়।।
প্রকৃতি রূপেতে তুমি ইচ্ছা প্রকাশিলে।
দেব নর জীব আদি জন্মে ভূমণ্ডলে।।
নিদ্রাকাল যবে তব হয় উপস্থিত।
প্রলয় সেকালে ঘটে জানিবে প্রকৃত।।
তুমি বিশ্বেশ্বর প্রিয়া তুমি বিশ্বেশ্বরী।
সংসার তারিণীদেবী তুমি বিদ্যাধরী।।
এখন সফল হবে আমার জনম।
তব পাদপদ্ম নেত্রে করি দরশন।।
করেছিনু কত তপ জন্ম জন্মান্তরে।
সেই ফলে তব রূপ নেহারি নয়নে।।
তুমি একমাত্র গতি সংসার মাঝার।
অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার।।
পরাৎপর ব্রহ্ম তুমি নাহিক সংশয়।
তোমার প্রসাদে যায় শমনের ভয়।।
তুমি যারে কৃপা কর ওগো ভগবতী।
পরকালে তাহার হয় পরম সুগতি।।
তোমার যে রূপ আমি করি দরশন।
কার ভাগ্যে হেন রূপ হয় সংঘটন।।
শরণ লইনু দেবী নিকট তোমার।
পূর্ব্ব অপরাধ যত ক্ষমহ আমার।।
ঈশানি পরমেশ্বরি করি নিবেদন।
তোমার চরণে সদা থাকে যেন মন।।

একমাত্র মমগতি তুমি সনাতনী।
আমার অপরাধ তুমি শুনগো জননী।।
আহা কিবা তব ভাব বিকার-বিহীন।
তোমার কৃপায় হয় ভববন্ধ ক্ষীণ।।
তমোগুণ-পরবর্ত্তী তুমিগো জননী।
তোমার চরণপদ্মে নতি করি আমি।।
হেনমতে দৈত্য স্তব করিল যখন।
স্তবে পরিতুষ্ট দেবী হলেন তখন।।
রণমাঝে লোলজিহ্বা প্রসারিয়া পরে।
আকর্ষণ করিলেন দানব বরেরে।।
দেখিতে দেখিতে তারে করিয়া চর্ব্বণ।
অবিলম্বে রণমধ্যে করেন নিধন।।
হাসিতে হাসিতে দৈত্য ত্যজে কলেবর।
মহাকালী অট্টহাস্য করে নিরন্তর।।
কালীমূর্ত্তি তেয়াগিয়া পূর্ব্বভাব ধরে।
জয় জয় ধ্বনি যত যোগিনীরা করে।।
পতাকা তুলিয়া সবে গগন উপরে।
কালী কালী রব মুখে করে নিরন্তরে।।
জয় বাদ্য চারিদিকে বাজিতে লাগিল।
বিমানে চড়িয়া দৈত্য কৈলাসে চলিল।।
এইভাবে ঘোর দৈত্য করিয়া নিধন।
তারপর মহাদেবী স্থিরচিত্ত হন।।
এইসব ঘটেছিল অতি পূর্ব্বকালে।
বিস্মরণ হয়েছ কি আপন অন্তরে।।
তোমার কথায় আমি করিনু বর্ণন।
সেইসব পূর্ব্বকথা করহ স্মরণ।।
এত বলি মহেশ্বর পার্ব্বতী সতীরে।
কৈলাসেতে হাস্যমুখে মৌনভাব ধরে।।
করিয়াছিলে জিজ্ঞাসা যাহা ঋষিগণ।
সাধ্যমতে তাহা সব করিনু বর্ণন।।

দেবীদেহে শিবদর্শন

সনৎ-কুমার যদি এতেক বলিল।
হরিষে সৌনকগণ আনন্দে ভাসিল।।
ঋষিগণ এইসব করিয়া শ্রবণ।
পুনঃ জিজ্ঞাসে ওহে বিধির নন্দন।।
পরম অপূর্ব্ব কথা শুনিনু শ্রবণে।
সন্দেহ আছয়ে কিন্তু কহি তব স্থানে।।
দৈত্যসহ যুদ্ধ যবে করে সনাতনী।
ভয়েতে কাতর হয় দেব শূলপানি।।
সেইকালে শিবানীরে করিয়া আশ্রয়।।
সূক্ষ্মতনু ধরেছিল সেই মহোদয়।।
এইকথা ইতিপূর্ব্বে করেছ কীর্ত্তন।
তাহাতে সন্দেহ আছে ওহে মহাত্মন।।
দৈত্যবধ হলে পরে দেব মহেশ্বর।
কি করিল কোথা গেল কহ অতঃপর।।
ধীরে ধীরে এত শুনি বিধির নন্দন।
মধুর বচনে কহে ওহে ঋষিগণ।।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা বলিব সবারে।
অদ্ভুত ঘটনা সব শুনহ সাদরে।।
শিবারে সম্বোধি কহে দেব পঞ্চানন।
অতঃপর প্রিয়তমে করহ শ্রবণ।।
তব দেহ মধ্যে ছিনু লইয়া আশ্রয়।
এই রূপ দৈত্যবধ যেই কালে হয়।।
সুষম পথেতে পশি দেহের ভিতরে।
কি অপূর্ব্ব দেখিলাম বলিব তোমারে।।
কভু কোথা সেই রূপ না করি দর্শন।
কুত্রাপি কাহার মুখে না করি শ্রবণ।।
দেখিলাম কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল।
সতত শরীর মাঝে বিরাজে সকল।।
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড সেই কে করে গণন।
কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত পঞ্চানন।।
কোটি কোটি মুখব্রহ্মা বিরাজিত তথায়।
কোটি কোটি মুখ বিষ্ণু পুলকিত কায়।।
অষ্টসিদ্ধি সহ শোভে কত মহেশ্বর।
বিচরণ করে সবে শরীর ভিতর।।
দেহ মধ্যে এইসব করি দরশন।
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে রহি কত ক্ষণ।।
বিস্মৃত হইল মন বুঝিবারে নারি।
আমি কে বিস্মৃত হইল শুনহ সুন্দরী।।
এই চিন্তা মনে মনে করিনু তখন।
আমি কেবা কোথা হতে কৈনু আগমন।।
কেহই জিজ্ঞাসা কিছু না করিল মোরে।
কি হইনু কিবা ছিনু না বুঝি অন্তরে।।
এইভাবে নানাবিধ করিয়া চিন্তন।
বিস্মৃত হইনু আমি এতিন ভুবন।।
দেহমধ্যে নানা স্থানে বিচরণ করি।
তবু কিছু মন মধ্যে না বুঝি শঙ্করী।।
এইরূপে কোটি বর্ষ ভ্রমিবার পরে।
উপনীত হই আসি হৃদয় কমলে।।
তোমার হৃদয় পদ্মে করি আগমন।
পরিতৃপ্ত হই তবে শুনহ বচন।।
হৃদয় কমলে গিয়া দেখিনু নয়নে।
কি বলিব কি অপূর্ব্ব না যায় কহনে।।
দেখিলাম ধর্ম্মশাস্ত্র বিরাজে তথায়।
সুখ-মোক্ষহেতু তাহা কহিনু তোমায়।।
সেই স্থানে জীব আত্মা করি দরশন।
ইন্দ্রিয় সমূহে তথা করে বিচরণ।।
বিরাজ করিছে তথা যথেক পুরাণ।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্র আছে বিদ্যমান।
হৃদয়-প্রদেশে শোভে অপূর্ব্বকমল।
চারিদিকে শোভে কিবা মনোহর দল।।

পত্র অগ্রে পত্র মধ্যে পত্র-অন্তদেশে।
কি দেখিনু কি বলিব তোমার সকাশে।।
বিচিত্র বিচিত্র কত করি দরশন।
শুভঙ্করী বর্ণাবলী করি নিরীক্ষণ।।
তীব্র তেজোময়ী সেই বর্ণাবলী হয়।
দর্শন করিয়া হয় বিস্মৃত হৃদয়।।
জ্যোতিষ নিরুক্ত ছন্দ কল্পব্যাকরণ।
শিক্ষা আদি যত শাস্ত্র করি দরশন।।
অন্য অন্য ক্ষুদ্র-শাস্ত্র আছে বিদ্যমান।
তথায় বিরাজ করে সদা অবিরাম।।
দিব্যতেজে সেইস্থান আলোকিত হয়।
হেন জ্যোতি নাহি কোথা ভুবনত্রিতয়।।
সেই আলোকেতে আমি করি দরশন।
কর্ণিকা মধ্যেতে বর্ণপুঞ্জ মনোরম।।
সেই সব স্বর্ণরাশি অতি সমুজ্জ্বল।
তেজেতে বিরাজে যেন কোটি দিবাকর।।
কোটি কোটি চন্দ্রতুল্য অপূর্ব্ব কিরণ।
বর্ণপুঞ্জে শোভা পায় কি করি বর্ণন।।
কোটি কোটি মহাবহ্নি হেন শোভা পায়।
জগতের তেজ দেখি হারিয়া পলায়।।
ব্রহ্মজ্ঞান সেই স্থানে করি দরশন।
সর্ব্বযজ্ঞময় উহা অদ্ভুত দর্শন।।
সর্বতীর্থময় উহা সর্ব্বপুণ্যময়।
সর্ব্বধর্ম্মময় উহা ব্রহ্মানন্দময়।।
বিরাজ করিছে তথা শাস্ত্রের প্রমাণ।
বিদ্যমান আছে তথা সাক্ষাত নির্ব্বাণ।।
আগম তথায় আমি করিনু দর্শন।
সর্ব্বসিদ্ধিময় উহা অতি মনোরম।।
সর্ব্বদেবময় উহা সর্ব্বলোকময়।
সর্ব্বভোগময় উহা সর্ব্বশাস্ত্রময়।।
সর্ব্বমুক্তিময় উহা সর্ব্ববেদময়।
সর্ব্বানন্দময় তাহে পূর্ণানন্দময়।।
এই সব অত্যদ্ভুত করি দরশন।
পরম আনন্দ হৃদে লভিনু তখন।।

অজ্ঞানান্ধ বিদূরিত হইল আমার।
চারিদিকে হেরি আমি অতি চমৎকার।।
সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশে যেমন।
মোহান্ধ বিগত তথা আমার তেমন।।
কালীর প্রসাদে আমি শুন বরাননে।
সে শাস্ত্র শিখিনু আমি অতীব যতনে।।
কিঞ্জল্কপুঞ্জেতে পরে করিয়া গমন।
দেখিলাম যাহা যাহা শুনহ এখন।।
বৈশেষিক পাতঞ্জল মীমাংসা ও ন্যায়।
সাংখ্য আদি শোভে সব বর্ণপুঞ্জময়।।
সেই স্থানে এই সব করি দরশন।
অভ্যস্ত করিনু আমি জানিবে তখন।।
কর্ণিকার প্রান্তদেশে দেখিলাম শেষে।
বর্ণাবলী দীপ্তিমতী অপূর্ব্ব বিকাশে।।
শত সূর্য্য সম শোভে সেই বর্ণাবলী।
রঞ্জনকারিণী উহা অতি দীপ্তিশালী।।
সেই স্থানে আরো দেখি শোভে আয়ুর্ব্বেদ।
বিরাজ করিছে তথা কিবা ভিষগ্বেদ্।।
আমি সেই সব দেখি করিনু অভ্যাস।
মনের আঁধার ঘুচি হইল বিকাশ।।
দেখিলাম তারপর যতেক পুরাণ।
ইতিহাস আদি করি আছে বিদ্যমান।।
তখনি সেসব আমি করি অধ্যয়ন।
লভিনু পরম জ্ঞান হৃদয়ে তখন।।
হোমের পদ্ধতি আমি দেখিলাম পরে।
বেদান্ত রয়েছে তথা দিক আলো করে।।
বেদান্ত শোভিয়ে কোটি সূর্য্যের সমান।
ব্রহ্মতেজে পরিবৃত সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান।।
অচিরে অভ্যাস আমি করিনু সকল।
আমার অন্তর হৈল অতীব বিমল।।
বর্ণপুঞ্জে শেষে আমি করি দরশন।
সাম আদি চারিবেদ অতি মনোরম।।
সকল শাস্ত্রের হয় প্রমাণ স্বরূপ।
কি বলিব চারিবেদ অত্যদ্ভুত রূপ।।

কোটি সূর্য্যসম দীপ্তি চারিবেদ ধরে।
কোটি চন্দ্রসম স্নিগ্ধ জানিবে অন্তরে।।
এই সব যথাযথ করি দরশন।
তথাপি আনন্দ মন না হয় তখন।।
যত দেখি তত ইচ্ছা হয় বলবতী।
শুন বলি তারপর শুন গো পার্ব্বতী।।
চারিবেদ অধ্যয়ন করিনু তখন।
তারপর অন্যদিকে করি দরশন।।
ক্রমে ক্রমে হই আমি বহুসিদ্ধিময়।
সর্ব্বস্বত্ত্বময় হই অতি জ্ঞানময়।।
দেখিলাম তারপর কালী সনাতনী।
বহুদেব নমস্কৃতা ব্রহ্ম স্বরূপিণী।।
শিবাগণে পরিবৃতা হইয়া তখন।
নৃত্য করিছে আনন্দে অতি ঘন ঘন।।
চারিদিকে বেড়ি আছে যোগিনীর দল।
তাহারাও নৃত্য করে হরিষে বিহ্বল।।
থাকি থাকি নৃত্য করি দেবী সনাতনী।
তাহা হেরি হৃদে প্রীতি লভিলাম আমি।।
দেবীর শ্রীমুখ আমি করি দরশন।
দ্বিদল কমলে পরে করিনু গমন।।
ভ্রূদ্বয়ে মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে গিয়ে।
অবস্থিতি করি তথা সানন্দ হৃদয়ে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু জ্ঞান পথে উদিত তখন।
বলি শুন তারপর অপূর্ব্ব ঘটন।।
সম্মুখে দেখি অমনি দেবী সনাতনী।
অবিরাম নৃত্য করে ব্রহ্ম স্বরূপিণী।।
তাঁহার চিবুকদ্বয় হইতে তখন।
স্বেদবিন্দুদ্বয় পড়ে করি দরশন।।
সেই বিন্দুদ্বয় হতে ব্রহ্মা নারায়ণ।
দুইজনে অবিলম্বে লভিল জনম।।
দুইজনে জনমিয়া দেবীরে হেরিয়া।
পলাইয়া চলি যায় ভয়েতে কাঁপিয়া।।
নাসারন্ধ্র দিয়া দোঁহে করিল গমন।
পিঙ্গলাতে বিধি গিয়া রহিল তখন।।
ইড়াতে গমন করে বিষ্ণু মহামতি।
দেখিলাম এইরূপ শুনহ যুবতি।।
ইড়া পিঙ্গলাতে দোঁহে করি অবস্থান।
রোদন করিতে থাকে আমা বিদ্যমান।।
ঘটেছিল পূর্ব্বকালে এসব ঘটন।
বিস্মৃত হতেছ প্রিয়ে কেন গো এখন।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে দুঃখিত অন্তরে।
ইতস্ততঃ বিচরণ দুইজনে করে।।
বিষ্ণুর পাশেতে আমি যাইয়া তখন।
জ্ঞান মন্ত্র অবিলম্বে করিনু অর্পণ।।
লাভ করি জ্ঞান মন্ত্র বিষ্ণু মহামতি।
হইলেন মমতুল্য শুনগো পার্ব্বতী।।
আমার বামাঙ্গে তিনি রহেন তখন।
আমি তাঁরে সর্ব্বশাস্ত্র করিনু অর্পণ।।
কেবল আগম মাত্র নাহি দিনু তাঁরে।
বলি শুন তারপর কহি যা তোমারে।।
তদবধি গরুড়েতে করি আরোহণ।
হৃষ্টপুষ্ট হতে থাকে বিষ্ণু মহাত্মন্।।
তারপর ব্রহ্মা পাশে গমন করিয়ে।
মন্ত্রজ্ঞান দিনু তারে সানন্দ হৃদয়ে।।
পরম অদ্ভুত জ্ঞান করিনু প্রদান।
লভিলেন ব্রহ্মা তাহে অতি মহাজ্ঞান।।
আমার সদৃশ ব্রহ্মা হলেন তখন।
আমার দক্ষিণ অঙ্গে রহে পদ্মাসন।।
আদেশ আমার পেয়ে বিষ্ণু মহামতি।
ব্রহ্মারে যতেক শাস্ত্র দিলেন সুমতি।।
গতব্যর্থ হয়ে তাহে কমল আসন।
হৃষ্ট পুষ্ট হতে থাকে জানিবে তখন।।
আদি গুরু বলি মোরে করেন স্বীকার।
আনন্দ লভিনু আমি অন্তর মাঝার।।
শুন শুন প্রিয়তমে কহি তারপর।
মহানৃত্য করি কালী আনন্দে বিহ্বল।।
শতকোটি দিব্য বর্ষ বিগত হইল।
তবু নৃত্যে মহাকালী ক্ষান্ত না রহিল।।

যোগিনীরা সঙ্গে সঙ্গে করিছে নর্ত্তন।
শিবাগণ নাচি নাচি আনন্দে মগন।।
নানাবাদ্য চারিদিকে বাজে ঘন ঘন।
মহোল্লাস করি দেবী আনন্দে মগন।।
অলঙ্কার কিবা শোভে দেবীর শরীরে।
নির্জ্জনে নর্ত্তন করে আনন্দের ভরে।।
পতাকা শোভিছে কত কে করে গণন।
এই সব মহাসুখে করি দরশন।।
আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু এই তিন জনে মিলি।
নানামতে স্তব বাক্যে কালিকারে বলি।।
প্রথমত স্তব করে কমল-আসন।
শাস্ত্রযুক্ত বেদবাক্য করি উচ্চারণ।।
তুমি শিব তুমি উমা পরমা শকতি।
অনন্তা নিষ্ফলা শান্তি অপূর্ব্ব মূরতি।।
অচিন্তা কেবলা শুদ্ধা তুমি দিগম্বরী।
চরাচর তব হৃদে সতত নেহারি।।
তোমার শরীরে শোভে ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।
তোমার নিয়মে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।।
তব তত্ত্ব বুঝিবারে কোন জন পারে।
ত্রিগুণ অতীত তুমি জানি গো অন্তরে।।
সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা তুমি সর্ব্বস্বরূপিণী।
তোমার চরণে মাতঃ সতত প্রণমি।।
করুণা কটাক্ষ কর অধীন উপরে।
ভক্তি যেন রহে সদা তব পাদোপরে।।
কোটি বর্ষ স্তব করে কমল-আসন।
তারপর দেবী তাঁরে কহেন তখন।।
বলি শুন হে বিধাতা বচন আমার।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত তুমি হৃদয় মাঝার।।
সৃষ্টিকর্ত্তা হও তুমি আমার বচনে।
পুনঃ বিশ্বসৃষ্টি কর যেমন বিধানে।।
দেবীর আদেশ পেয়ে কমল আসন।
কৃতার্থ হলেন অতি অন্তরে তখন।।
তারপর স্তব করে বিষ্ণু মহামতি।
বলি শুন ওগো দেবী নিবেদি সম্প্রতি।।

কি বলি করিব স্তব আমি যে অজ্ঞান।
তোমার কৃপায় হয় পরম নির্ব্বাণ।।
পরব্রহ্মরূপা তুমি নাহিক সংশয়।
তব তত্ত্বজ্ঞানী নাহি কোন জন হয়।।
বিকার বিহীন হয় তোমার স্বরূপ।
আদি মধ্য অন্ত শূন্য তব দিব্যরূপ।।
যোগীগণ একমনে একান্ত অন্তরে।
ওঙ্কার রূপেতে ধ্যান করয়ে তোমারে।।
সর্ব্বভূত অন্তরেতে বিরাজ আপনি।
ত্রিজগতীতলে দেবী তুমি অন্তর্য্যামী।।
চতুর্দ্দশ লোকাত্মক জগদণ্ড নাম।
সেইরূপে জলোপরি কর অবস্থান।।
ভক্তিভরে তবপদে প্রণিপাত করি।
পরমেষ্ঠি রূপ তব হৃদি মাঝে স্মরি।।
সহস্র মস্তক কভু করহ ধারণ।
কভু সহস্রেক হস্ত হয় দরশন।।
অনন্ত শকতি ধরি আশ্চর্য্য আকারে।
শয়ন করিয়া থাক জলের উপরে।।
কাল নামে তব দংষ্ট্র অতীব করাল।
তাহাতে করহ তুমি জগৎ সংহার।।
আমি প্রণিপাত করি সেই দণ্ডবরে।
করুণা কটাক্ষ কর অধীন উপরে।।
একরূপ আছে তব সর্পের আকার।
সহস্রেক ফণা তাহে আছয়ে বিস্তার।।
অসংখ্য অসংখ্য সর্প চারিভিতে বেড়ি।
স্তব করে তোমা ধনে দিবা বিভাবরী।।
সেইরূপে নমস্কার করি ভক্তি ভরে।
করণা কটাক্ষ কর অধীন উপরে।।
অত্যাশ্চর্য্য তব রূপ বর্ণিবার নয়।
অব্যাহত তবৈশ্বর্য্য খ্যাত জগন্ময়।।
কিবা স্তব তব দেবী করিব এখন।
অধীন উপরে কর দয়া বিতরণ।।
স্তব করে এইরূপে বিষ্ণু মহামতি।
কোটি বর্ষ গত হল শুন গো পার্ব্বতী।।

তারপর সম্বোধিয়া বিষ্ণুরে তখন।
গম্ভীর রবেতে কালী কহেন বচন।।
শুন শুন মহাবিষ্ণু বচন আমার।
বেদজ্ঞ মন্ত্রজ্ঞ তুমি জগৎ মাঝার।।
তুমি হও ধর্ম্মজ্ঞানী গুণের আকর।
আমার আদেশে তুমি পাল অতঃপর।।
পালক হইয়া কর সৃষ্টির রক্ষণ।
সৃষ্টি করিবে পুনঃ কমল-আসন।।
দেবীর আদেশ পেয়ে বিষ্ণুমহামতি।
মানিলেন কৃতার্থতা জানিবে পার্ব্বতী।।
আগম বাক্যেতে পরে আমি পঞ্চানন।
নানা মতে কালিকারে করিনু স্তবন।।
পরমাধ্যা নিত্যা তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
তব স্তব করিবারে কিবা জানি আমি।।
নিয়ত রয়েছি তোমা করিয়া আশ্রয়।
তব হৃদে শোভা পায় ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।।
তোমার মায়ায় হয় জগত সৃজন।
তোমাতেই লয় পায় অখিল ভুবন।।
এই হেতু পরমাগতি তোমারেই জানি।
অধিক বলিব কিবা ওগো সনাতনী।।
আদি মা প্রকৃতি তোমা কেহ কেহ বলে।
প্রকৃতি-অতীতা কেহ কহেন তোমারে।।
আশ্রয় করিয়া তোমা রহিয়াছি আমি।
এই হেতু শিবা নাম ধর সনাতনী।।
অবিদ্যা নিয়ত মায়া মোহ আদি করি।
তব মায়া বশে হয় শুন গো সুন্দরী।।
সর্ব্বভেদ বিরহিতা তুমি সর্ব্বক্ষণ।
অভয় প্রদান কর সবারে এখন।।
স্তব করি এই রূপে কালিকা সতীরে।
বিংশ কোটি বর্ষ গত হল তার পরে।।
তখন সম্বোধি মোরে কহেন বচন।
সদাশিব মম বাক্য করহ শ্রবণ।।
আগমেতে বিশারদ তুমি মহামতি।
সগুণ নির্ম্মম তুমি মহাযোগী অতি।।
অতএব মমবাক্য করহ পালন।
সৃষ্টি সংহার তুমি হও ত্রিলোচন।।
দেবীর আদেশ আমি ধরি শিরোপরে।
পুনরায় স্তব করি একান্ত অন্তরে।।
পঞ্চ কোটি দিব্যবর্ষ পুনরায় যায়।
তারপর মহাকালী কহেন আমায়।।
বলি শুন সদাশিব আমার বচন।
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হয়েছি এখন।।
কি বাসনা আছে বল তোমার অন্তরে।
তাহাই অর্পিব আমি বলহ আমারে।।
এত শুনি আমি তারে কহিনু তখন।
অন্য কোন বাঞ্ছা মম নাহি কদাচন।।
এইমাত্র চাহি আমি তোমার গোচরে।
সদা যেন স্থান পাই চরণ কমলে।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মহাকালী মিষ্টবাক্য কহেন তখন।।
বলি শুন মহেশ্বর বচন আমার।
ঘোর নামা দৈত্য আমি করিনু সংহার।।
তব দেহ হতে দৈত্য লাভিয়া জনম।
আমার সহিত যুদ্ধ করিল এখন।।
যেরূপ সমর কৈল দানবের পতি।
হেন যুদ্ধ নাহি হেরি ওহে পশুপতি।।
কোটি অংশ এক অংশ এরূপ সমর।
কে করিবে মম সনে ওহে মহেশ্বর।।
মহিষ-অসুর নাম হইবে তাহার।
ভদ্রকালী রূপে তারে করিব সংহার।।
সেইকালে বামাঙ্গুষ্ঠ তোমার হৃদয়ে।
স্থাপন করিব আমি পুলকিত হয়ে।।
এবে তুমি শবরূপে হইয়া আসন।
থাক থাক মহেশ্বর আমার বচন।।
দেবীর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
উপনীত হই তাঁর পদসন্নিধানে।।
নিপতিত হয়ে পদে করিনু প্রণাম।
এইভাবে লক্ষ বর্ষ করি অবস্থান।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে করিয়া বন্দন।
নতশিরে এইভাবে করেন যাপন।।
লক্ষবর্ষ পরে সবে করি গাত্রোত্থান।
চারিদিকে দেখি সবে বিহ্বল সমান।।
দেবীরে কোথাও নাহি দেখিবারে পাই।
রোদন করিয়া সবে চারিদিকে চাই।।
নিমগ্ন হইনু সবে শোকের সাগরে।
দুঃখিত হইয়া ডাকি উদ্দেশ্যে তাঁহারে।।
কোথা ওগো মহাকালী দেহ দরশন।
নাহি হেরি আর তার কমল-বদন।।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি বদন তোমার।
করুণা সাগর তুমি দয়ার আধার।।
তব নখ-জ্যোতিঃ হৃদে হতেছে স্মরণ।
তোমা বিনা কোথা মোরা করিব গমন।।
আহা মরি তব জ্যোতি অক্ষয় অব্যয়।
হেনরূপ নাহি আর জগত ত্রিতয়।।
বালকে যেভাবে ভ্রমে করিয়া রোদন।
সেইভাবে মোরা ওগো কাতর এখন।।
এভাবে রোদন করি আমরা সকলে।
পঞ্চলক্ষ বর্ষক্রমে গত হয় পরে।।
তথাপি দেবীর নাহি পাই দরশন।
উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ করি যে রোদন।।
কেন দেবী নিক্ষেপিলে দুঃখের সাগরে।
কৃপাকর কৃপাময়ী সবার উপরে।।
তুমি যদি রক্ষা নাহি কর সবাকায়।
তবে বল মোরা সবে যাইব কোথায়।।
কেবা বল আমা সবে করিবে রক্ষণ।
তোমা ভিন্ন নাহি জানি অন্য কোনজন।।
অবশ্য আমরা সবে ত্যজিব পরাণ।
দেবী তুমি যদি নাহি কর পরিত্রাণ।।
এইভাবে মোরা সবে হইয়া কাতর।
কৃপাভিক্ষা করিতেছি দেবীর গোচর।।
হেনকালে সেই নিত্যা দেবী সনাতনী।
নিরাকারে থাকি কহে সুমধুর বাণী।।

শুন শুন ভগবন কমল আসন।
বলি শুন মমবাক্য ওহে পঞ্চানন।।
শুন শুন বিষ্ণু সবে বচন আমার।
ভয় নাহি রাখ কেহ হৃদয় মাঝার।।
সর্ব্বদা যে আছি আমি সবা সন্নিধানে।
অব্যয়া জানিবে মোরে সবে মনে মনে।।
সচ্চিৎ আনন্দরূপী জানিবে আমায়।
আমি সেই পরব্রহ্ম কহি সবাকায়।।
বলি শুন এবে সবে আমার বচন।
আমার নির্ম্মল রূপ করেছ দর্শন।।
আমার শরীর মধ্যে করি অবস্থান।
যেরূপ দেখেছ তথা সবে মতিমান।।
সেই রূপ হৃদিমাঝে করহ চিন্তন।
সেই মন্ত্র জপ কর হয়ে একমন।।
এইরূপ যদি কর তোমরা সকলে।।
অচিরে মঙ্গল হবে কহিনু সবারে।।
শুন শুন ওহে বিষ্ণু আমার বচন।
এই যে হেরিছ ব্রহ্মা কমল-আসন।।
প্রবেশ করহ তুমি ইহার শরীরে।
থাকিবে যাবত তথা শুন অতঃপরে।।
জ্ঞান ক্রিয়াময়ী সৃষ্টি যাবত না হয়।
তাবত থাকিবে তুমি ওহে মহোদয়।।
সেই সৃষ্টি ব্রহ্মা নাহি করেন যাবত।
উহার শরীরে তুমি থাকিবে তাবত।।
মহেশ্বর বলি শুন আমার বচন।
তুমিও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ এখন।।
যতদিন বিষ্ণু তথা করে অবস্থান।
তুমিও তাবত থাক ওহে মতিমান।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শিরোপরি আজ্ঞা তাঁর করিনু ধারণ।।
তখন সে মহাকালী হরিষ অন্তরে।
তিন শক্তি আমা তিনে দিলেন সাদরে।।
ইচ্ছা শক্তি জ্ঞান শক্তি ক্রিয়া শক্তি আর।
দিলেন এ তিন শক্তি করিয়া বিচার।।

ইচ্ছা শক্তি বিষ্ণুদেবে করেন অর্পণ।
পাইলেন ক্রিয়াশক্তি কমল-আসন।।
জ্ঞান শক্তি সমর্পণ করিলেন মোরে।
তিনশক্তি তিনজনে দিলেন সাদরে।।
এইভাবে তিন শক্তি করিয়া অর্পণ।
মধুর বচনে দেবী কহেন তখন।।
বলি শুন পরমেশ তোমরা সকলে।
তোমাদিগে ছাড়ি নাহি যাব কোন কালে।।
তিনের শরীরে আমি করিব প্রবেশ।
কিন্তু তাহে আছে কিছু শুনহ বিশেষ।।
পূর্ণভাবে প্রবেশিব শঙ্কর শরীরে।
তাহার কারণ বলি কহি সবাকারে।।
সর্ব্বগুরু এই শিব নাহিক সংশয়।
পরমেশ্বর শ্রীশিব সদা দয়াময়।।
সর্ব্বশাস্ত্রবক্তা ইনি জানিবে অন্তরে।
ইহার সমান কেহ নাহিক সংসারে।।
কিবা হরি কিবা ব্রহ্মা তোমা দুইজন।
শিবের সমান দোঁহে না হও কখন।।
অপর কেহই নাহি শিবের সমান।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমাদের স্থান।।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দেব মহেশ্বর।
আগম নিগমবেত্তা দয়ার সাগর।।
সর্ব্ব তন্ত্র মন্ত্রবেত্তা এই পঞ্চানন।
অপর সকল ফল ইনি মাত্র হন।।
এত বলি মহাকালী সানন্দ অন্তরে।
প্রবেশ করেন পরে মোদের শরীরে।।
বিধির শরীরে আমি প্রবেশি তখন।
তাহে মহাজ্ঞান পান কমল-আসন।।
অধিকন্তু প্রবেশিনু বিষ্ণুর শরীরে।
তারপর শুন শুন বলিব তোমারে।।
জ্ঞানলাভ করি ব্রহ্মা পুলক অন্তর।
হোম অনুষ্ঠান করে দেব দয়া কর।।
মহাকালী উদ্দেশ্যেতে একান্ত অন্তরে।
বিধাতা করেন হোম বিধি অনুসারে।।
স্বয়ং দেব হোম করে এই সে কারণ।
স্বয়ম্ভু নামেতে খ্যাত হন পদ্মাসন।।
তারপর চিন্তা করে কমল-আকর।
কোথায় যাইব নাহি বুঝি অতঃপর।।
কি করিব কিছুমাত্র বুঝিবারে নারি।
উপায় করহ দেবী কোথা মহেশ্বরী।।
এইভাব চিন্তা করি কমল আসন।
ক্রমে ক্রমে একবর্ষ করেন যাপন।।
মহৎ জলের পরে করেন সৃজন।
সে জল ব্যাপিল এই অখিল ভুবন।।
গুণ অভিমানযুক্ত সেই জল হয়।
কারণ অর্ণবসম নাহিক সংশয়।।
সেই জলে অধিষ্ঠিত থাকি পদ্মাসন।
হেমসম বীর্য্য তাহে করেন ক্ষেপণ।।
ক্রমে বীর্য্য উপনীত বুদ্বুদ আকারে।
ব্রহ্মাণ্ড নামেতে খ্যাত হল তারপরে।।
কারণ অর্ণবে উহা হয় ভাসমান।
বলি শুন তারপর কহি তব স্থান।।
ক্রমেতে ব্রহ্মাণ্ড আরো হইল সৃজন।
রুদ্রমূর্ত্তি সেইকালে করিনু ধারণ।।
নিজে আমি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়ে।
ব্রহ্মাণ্ড রক্ষণ করি একান্ত হৃদয়ে।
আবার সংহার করি আমিই সাধন।
তোমার আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।।
প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের পার্শ্বে রুদ্রমূর্ত্তি ধরি।
শূলপানি হয়ে রহি জানিবে সুন্দরী।।
আমার আদেশে বিষ্ণু হয়ে একমন।
ব্রহ্মাণ্ড পালন কার্য্য করেন সাধন।।
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এহেন প্রকারে।
তিনজনে রহি মোরা জানিবে অন্তরে।।
তারপর জগদ্বিধি কমল আসন।
ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশি তখন।।
এক এক মূর্ত্তি সৃজে তত্ত্ব চতুষ্টয়।
ভূমি অগ্নি বায়ু শূন্য এই চারি হয়।।

আশ্রয় করিয়া তোমা রহিয়াছি আমি।
এই হেতু শিবা নাম ধর সনাতনী ॥
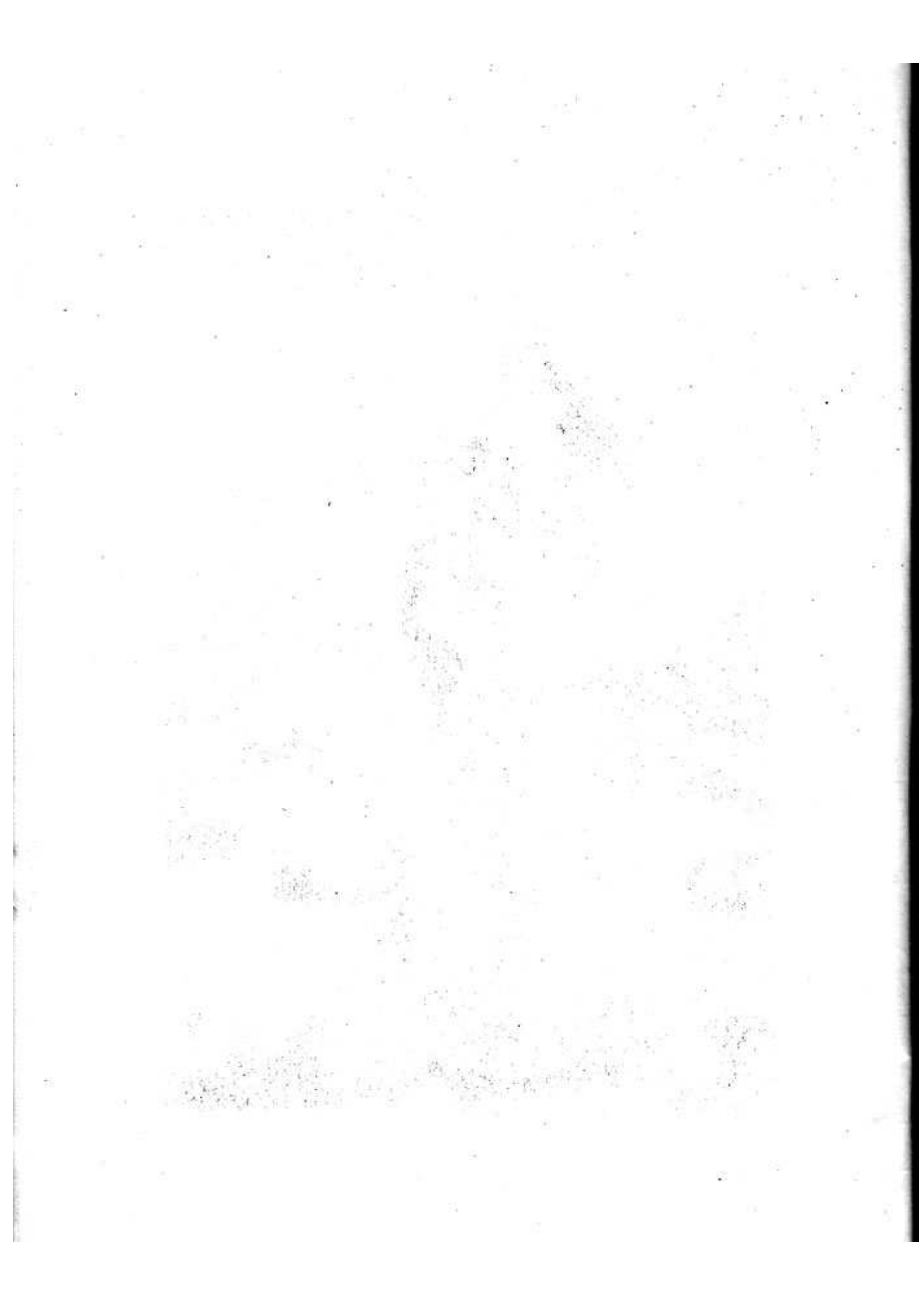
এই চারি আর জল পঞ্চতত্ত্ব লয়ে।
সৃজন করেন বিধি সানন্দ হৃদয়ে।।
আপন ইচ্ছাতে বিষ্ণু করেন পালন।
রুদ্রভাবে আমি করি সকলি নিধন।।
অধিক বলিব কিবা শুন গো পার্ব্বতী।
আদি মা প্রকৃতি তুমি আদি মা শকতি।।
এই সব পূর্ব্বকথা হলে বিস্মরণ।
কহিলাম সেই হেতু তোমার সদন।।
তোমার মায়াতে হয় বিশ্বের সৃজন।
তোমার মায়ায় হয় বিশ্বের পালন।।
তোমার মায়ায় হয় ইহার সংহার।
পরাৎপরা দেবী তুমি সার হতে সার।।
মহাকালী তুমি দেবী যাহার উপরে।
সতত সন্তুষ্টা থাক সানন্দ অন্তরে।।
নির্ব্বাণ মুকতি তার করতলে রয়।
ভব বন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়।।
এতবলি বিধিসুত যত ঋষিগণে।
সম্বোধিয়া কহিলেন মধুর বচনে।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাহা ঋষিগণ।
বলিলাম সবিস্তার সবার সদন।।
প্রকৃতি বা মহাকালী যে কোন আখ্যান।
ব্রহ্মাতে অপূর্ণ কর সবে মতিমান।।
ব্রহ্ম কিন্তু সদা শুদ্ধ পবিত্রতাময়।
কার্য্য ও কারণ শূন্য ব্রহ্ম মাত্র হয়।।
সেই ব্রহ্মে এই বিশ্ব আছে অবস্থিত।
হৃদয়ে জানিবে ইহা কহিনু নিশ্চিত।।
অতএব সেই ব্রহ্মে রাখিবেক মন।
ব্রহ্ম ভিন্ন গতি নাহি জানিবে কখন।।
এতবলি বিধিসুত মৌনভাব ধরে।
তাপসেরা মহাতুষ্ট আপন অন্তরে।।

ব্রহ্মে বিশ্বস্থিতি ও শুক্রের বৃত্তান্ত

হাসিয়া হাসিয়া তবে বলে বিধিসুত।
যাহা কহিলাম কিনা হল মনোমত।।
সহাস্য বদনে পরে যত ঋষিগণ।
সম্বোধিয়া বিধিসুতে জিজ্ঞাসে তখন।।
বিশুদ্ধ ব্রহ্মেতে স্থিতি এই বিশ্ব হয়।
বলিলে একথা প্রভু তুমি দয়াময়।।
ইহার প্রমাণ কিবা করহ বর্ণন।
বুঝিবারে নাহি মোরা হতেছি সক্ষম।।
এত বলি বিধিসুত সুমধুর স্বরে।
বলিলেন কহি যাহা আমি সবাকারে।।
সামান্য আকাশ যাহা হয় দরশন।
ইথে ইন্দ্রজাল যথা হয় প্রদর্শন।।
কিম্বা স্বপ্নে যথা বস্তু প্রকাশিত হয়।
সেভাব বিচিত্র বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়।।
এই বিশ্ব প্রকাশিত হয় চিদাকাশে।
তাহার কারণ বলি সবার সকাশে।।
চিৎস্বরূপ সব জ্ঞান ওহে ঋষিগণ।
চিদ্ব্যতীত অন্য কিছু নাহিক কখন।।
অতএব কর্ত্তা নাই দ্রষ্টা কেহ নাই।
স্বপ্নসম বিশ্ব এই দেখিবারে পাই।।
নিদ্রাকালে স্বপ্ন যথা হয় দরশন।
সেরূপ জগত এই হয় নিরীক্ষণ।।
মুখ প্রতিবিম্ব পড়ে যেমন দর্পণে।
সেরূপ চিদাত্মা জ্ঞান কহি সবাস্থানে।।
চিদাত্মা মায়াতে প্রতিবিম্বিত হইয়ে।
জগত প্রকাশ করে জানিবে হৃদয়ে।।

কার্য্য ও কারণ শূন্য বিশুদ্ধ ব্রহ্মেতে।
যেই ভাবে স্থিত বিশ্ব শুনহ পরেতে।।
এক ব্রহ্ম আছে মাত্র জ্ঞান অখণ্ডিত।
চিরাকাশ ভাব তিনি জানিবে নিশ্চিত।।
তদ্ব্যতীত অন্য কিছু মাত্র আর নাই।
এই মূর্ত্তি চিন্তা কর শুনহ সবাই।।
চিত্তের চঞ্চলা শান্তি কায়া সযতনে।
এই মূর্ত্তি চিন্তা কর নিজ মনে মনে।।
একটা শিলার রেখা দেখহ যেমন।
অন্য উপরেখা সহ হয় সম্মিলন।।
সেই মূর্ত্তি এক ব্রহ্ম মাত্র পরাৎপর।
ত্রৈলোক্য মিলিত হন তাপস-নিকর।।
এই মূর্ত্তি মনে মনে করিয়া চিন্তন।
এইভাবে জগতেরে করহ দর্শন।।
যতেক উৎপত্তিশীল পদার্থ জগতে।
সবারি কারণ আছে জানিবেক চিতে।।
কিন্তু পরব্রহ্ম শুদ্ধ একমাত্র হয়।
তাঁহার দ্বিতীয় নাই জানিবে নিশ্চয়।।
কার্য্য নাহি কিছু নাই নাহিক কারণ।
এ মূর্ত্তি তাঁহারে সদা করিবে চিন্তন।।
শুন শুন মহাতপা তাপস-নিকর।
শুক্রের বৃত্তান্ত কহি সবার গোচর।।
তাহা হলে সব কথা বুঝিতে পারিবে।
মনের আঁধার ঘুচি বিশ্বাস হইবে।।
উৎপত্তি বিহীন বিশ্ব যেই মূর্ত্তি রয়।
বুঝিতে পারিবে তাহা তাপস-নিচয়।।
মন্দর পর্ব্বত-খ্যাত এতিন ভুবন।
মনোরম শৃঙ্গ তার অতি সুশোভন।।
পূর্ব্বকালে যেই স্থানে ভৃগু মহামতি।
বহুদিন তপ করে করি অবস্থিতি।।
বহুদিন তপ করে অতি ঘোরতর।
তপ হেরি দেবকুল ভয়েতে কাতর।।
ভৃগুর তনয় ছিল শুক্র নাম তাঁর।
অতি শিশু সেই শুক্র গুণের আধার।।
শিশু বটে তবু তেজ সূর্য্যের সমান।
পিতার নিকটে সদা করে অবস্থান।।
বাল্যকালে অবস্থিতি করি পিতৃপাশে।
তপস্যায় স্বীয় মন বালক নিবেশে।।
পিতার নিকটে থাকি শুক্র মহামতি।
তাঁর উপাসনা করে করিয়া ভকতি।।
কিন্তু এক কথা শুন ওহে ঋষিগণ।
ত্রিশঙ্কু নৃপতি ছিল শূন্যেতে যেমন।।
গমন-করিতে নারি অমরনগরে।
শূন্যমার্গে ছিল যথা জানহ অন্তরে।।
সেভাব শুক্রের ভাগ্য অবস্থা ঘটিল।
মধ্যাবস্থা হয়ে বালক তখন রহিল।।
বিদ্যাবিদ্যা দুই দৃষ্টি মধ্যগত হয়ে।
শিশু চক্র রহিলেন বিকল হৃদয়ে।।
একদিন তাঁর পিতা ভৃগু মহামতি।
বাহ্যভেদ জ্ঞান শূন্য হলেন সুমতি।।
সেইকালে শিশুশুক্র স্বচ্ছন্দ অন্তরে।
বিশ্রাম করিতে থাকে গিরি শৃঙ্গোপরে।।
সহসা অপ্সরা এক সেই পথে যায়।
শুক্রাচার্য্য সেই দিকে নয়ন ফিরায়।।
তাহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি করি দরশন।
শুক্রের অন্তর হয় চঞ্চল তখন।।
শূন্যমার্গ দিয়া বেশ্যা করিছে গমন।
কিভাবে তাহারে শুক্র করিবে ধারণ।।
ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি দেখেন উপায়।
উন্মত্ত হইয়া শুক্র চারিদিকে চায়।।
দুইচক্ষু তারপর করিয়া মুদ্রণ।
অপ্সরার মূর্ত্তি ধ্যান করেন তখন।।
মনে মনে মূর্ত্তি ধ্যান ঋষিবর করি।
সম্ভোগ করেন সুখ আনন্দেতে ভরি।।
মনে মনে এই ভাব করেন ভাবনা।
অপ্সরা সহিতে হয় মম সঙ্ঘটনা।।
এই আমি সুরপুর অপ্সরা সহিতে।
করিতেছি বিচরণ আনন্দিত চিতে।।

কামমদে মত্ত হয়ে দেবনারীগণ।
দেবেন্দ্র সহিতে সুখে করে আলিঙ্গন।।
আমিও ইন্দ্রের কাছে আছি উপস্থিত।
অপ্সরা বামেতে মম রয়েছে নিশ্চিত।।
ইন্দ্রকে প্রণাম আমি করেছি এখন।
এইভাব মনে মনে করেন ভাবন।।
তারপর পুনঃ মনে করেন হৃদয়ে।
আসন হইতে ইন্দ্র সত্বরে উঠিয়ে।।
অভ্যর্থনা সম্বর্দ্ধনা করেন আমায়।
রতন-আসনে মোরে ত্বরিতে বসায়।।
ইন্দ্রের আদেশে সর্ব্ব স্বর্গবাসীগণ।
প্রত্যুত্থান সম্মাননা করেন তখন।।
এইভাবে নানা ভাব করি মনে মনে।
আবার ভাবেন যেন অপ্সরার সনে।।
বিহার করিছে সুখে অমর নগরে।
অপ্সরা তাঁহার মুখে চুম্বনাদি করে।।
মনে মনে এই ভাব করিয়া চিন্তন।
কিছুকাল শুক্রাচার্য্য করেন যাপন।।
দ্বাত্রিংশ বরষ শুক্র এহেন প্রকারে।
মন দ্বারা স্বর্গসুখ অনুভব করে।।
তারপর স্থূলদেহ করি বিসর্জ্জন।
অমর নগরে শুক্র করেন গমন।।
পুণ্যক্ষয় হলে পরে ওহে ঋষিগণ।
তাই জীব স্বর্গচ্যুত হইল তখন।।
প্রবেশ করিল তাহা চন্দ্রের জ্যোতিতে।
ধান্য মত হল পরে জানিবেক চিতে।।
দর্শানিদেশেতে সেই ধান্য জনমিল।
জনৈক ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিল।।
সে ধান্য জীর্ণ হয়ে বিপ্রের উদরে।
রেত ভাবে পরিণত হল তারপরে।।
বিপ্রনারী সেই রেতে গর্ভবতী হয়।
পুনশ্চ জনমে শুক্র ওহে ঋষিচয়।
এইভাবে পুনঃ শুক্র ধরিয়া জনম।
ঋষি পুত্রগণ সহ লভেন মিলন।।

অবশেষে যান তিনি সুমেরু-শিখরে।
তপস্যায় নিজ-মন নিবসতি করি।।
একদা অপ্সরা এক হয় দরশন।
শুক্রের নয়নে ভাব হয় নিপতন।।
পুনরায় কাম বেগ জন্মিল অন্তরে।
রেত পাত হল তাঁর ভূমির উপরে।।
সেই রেত এক মৃগী করিল ভক্ষণ।
গর্ভবতী হল সেই এই সে কারণ।।
যথাকালে মৃগী এক প্রসবে সন্তান।
মনুষ্য আকার তার অতি রূপবান।।
প্রসূত হইয়া পুত্র ভুমিষ্ঠ হইলে।
শুক্রাচার্য্য সেই পুত্রে অতীব সাদরে।।
যত্ন করিয়া তারে করেন পালন।
সংসারেতে পুনরায় মজে তাঁর মন।।
সদাই চিন্তেন শুক্র আপন অন্তরে।
কিরূপে আমার পুত্র রহিবে সংসারে।।
কি রূপেতে ধনবান হইবে সন্তান।
ধরামাঝে কি ভাবেতে হবে বিদ্যমান।।
কিরূপেতে দীর্ঘায়ু ধরিবে তনয়।
এইভাবে সদা পূর্ব্ব শুক্রের হৃদয়।।
মনে মনে এইরূপ করিয়া ভাবন।
ব্রহ্মচিন্তা হৃদি হতে দেন বিসর্জ্জন।।
এইরূপে বহুদুঃখ ভাবিত অন্তরে।
জীর্ণ শীর্ণ হন ক্রমে সংসার মাঝারে।।
দেহক্ষীণ মনক্ষীণ হইয়া পড়িল।
দুরারোগ্য ব্যাধি আসি তাঁহারে ঘেরিল।।
আপন জীবন শেষে দেন বিসর্জ্জন।
জপতপ কোথা গেল ব্রহ্মের চিন্তন।।
আজীবন ভোগ দুঃখ করিলে অন্তরে।
এই হেতু শুন শুন ঘটে যাহা পরে।।
সেই দেহ এইরূপে করি বিসর্জ্জন।
মদ্রদেশে পুনরায় লভেন জনম।।
মদ্রদেশে রাজকুলে জনম ধরিল।
শশীকলাসম ক্রমে বাড়িতে থাকিল।।

বিদ্যাশিক্ষা বাল্যকালে করেন যতনে।
আয়ুর্বিদ্যা ধনুর্বিদ্যা শিখিলেন ক্রমে।।
উপনীত হয় ক্রমে যৌবন সময়।
অপূর্ব্ব ধরিলেন শ্রীশুক্র মহোদয়।।
উপযুক্তা কন্যাসহ বিবাহ হইল।
যৌবরাজ্যে অভিষেক নৃপতি করিল।।
রাজপদ লভি শেষে একান্ত অন্তরে।
প্রজাগণে পুত্রসম শাসনাদি করে।।
তাঁহার শাসনে তুষ্ট যত প্রজাগণ।
পুত্রনির্ব্বিশেষে করে প্রজার পালন।।
বৃদ্ধ রাজা যথাকালে জীবন ত্যজিয়ে।
অমর নগরে গেল সানন্দ হৃদয়ে।।
যথাযথ শ্রাদ্ধকার্য্য করি সম্পাদন।
শুক্রাচার্য্য সদা করে রাজ্যের শাসন।।
ধর্ম্ম রক্ষা করি করে রমণী বিহার।
চারিদিকে হলো তাঁর যশের বিস্তার।।
ক্রমে পুত্র জন্ম নিল তাঁহার ঔরসে।
যতনে পালেন পুত্রে অশেষে বিশেষে।।
যথাকালে পুত্র করে দিয়া রাজ্যভার।
জীবন ত্যজেন শুক্র গুণের আধার।।
ভোগ হতে নিজ দেহ করি বিসর্জ্জন।
সঙ্গমা তীরেতে গিয়া লভেন জনম।।
সেইস্থানে ছিল এক তপস্বী ধীমান।
জনমিল শুক্র তাঁর হইয়া সন্তান।।
শুন শুন তারপর ওহে ঋষিগণ।
এদিকেতে ভৃগু ছিল তপে নিমগন।।
শুক্র যবে দেহত্যাগ করেন তথায়।
সেকালে অপ্সরা শূন্য পথে চলি যায়।।
পড়েছিল সেই দেহ ভূমির উপরে।
রৌদ্র লাগি ক্রমে তাহা শুষ্ক হয়ে পড়ে।।
হিংসা জীব নাহি ছিল ভৃগুর আশ্রমে।
হিংসা দ্বেষ নাহি ছিল জানিবেক মনে।।
এই হেতু তথাকার পশুপক্ষীগণ।
শুক্র মৃতদেহ নাহি করিল ভক্ষণ।।

সহস্র বরষ শব পড়িয়া রহিল।
তথাপি ভক্ষণ নাহি কেহই করিল।।
তারপর ধ্যান ভঙ্গে ভৃগু মহামতি।
পুরোভাগে দেখিলেন আপন সন্ততি।।
দেখিলেন অস্থিমাত্র পতিত ধরায়।
পক্ষীতে করেছে ছিদ্র পক্ষিতে কুলায়।।
অস্থিমধ্যে ছিদ্র করি যত পক্ষীগণ।
কুলায় নির্ম্মাণ করি রয়েছে তখন।।
শুষ্ক নাড়ী সুবিস্তৃত রয়েছে ধরায়।
ভেকেরা রয়েছে সুখে তাহার ছায়ায়।।
পুত্রের এমন দশা করি দরশন।
ভৃগু ঋষি মহামতি দুঃখেতে মগন।।
বিবেচনা কিছুমাত্র না করি হৃদয়ে।
অতি ক্রুদ্ধ হন মুনি কালেরে ভাবিয়ে।।
কালেরে উদ্দেশ্য করি কহেন তখন।
একি কাল হেরি তব মন্দ আচরণ।।
অকালে আমার পুত্রে করিলে বিনাশ।
ইহার কারণ কিবা করহ প্রকাশ।।
তোমারে এখনি আমি করিব শাসন।
ফল পাবে সমুচিত শুনহ বচন।।
এই ভাবি মহামুনি তাপিত হৃদয়ে।
ভয়ে কাল কম্পান্বিত থর থর হয়ে।।
করযোড়ে উপনীত ঋষি সন্নিধান।
বিনয় বচনে কহে ওহে মতিমান।।
প্রণমি তোমার পদে ওহে ঋষিবর।
দয়ার আধার তুমি গুণের আকর।।
বিবেচনা কর প্রভু আপন হৃদয়ে।
কি হেতু করিছ কোপ অধীন উপরে।।
কিবা দোষ ইথে মম ওহে মহাত্মন্।
পরের অধীন আমি সদা সর্ব্বক্ষণ।।
নিয়ম করেছে যাহা পরম ঈশ্বর।
সেরূপ করম করি ওহে মুনিবর।।
নিয়মের বাধ্য হয়ে রহি সর্ব্বক্ষণ।
কোন কাজ ইচ্ছামতে না করি কখন।।

তুমি পূজনীয় হও ওহে মহামতি।
তোমার উপরে রাখি সতত ভকতি।।
বৃথা রোষ কর কেন আপন মরমে।
তপঃ ক্ষয় হয় ইথে দেখহ ধরমে।।
তোমারে সতত মোরা করিব পূজন।
মমোপরি কেন রাগ কর অকারণ।।
ক্ষমা কর ক্ষমাশীল সরল হইয়ে।
তোমারে প্রণমি দেব একান্ত হৃদয়ে।।
এমন নির্দ্দয় কেন আমার উপরে।
বলিতেছি শুনশুন তোমার গোচরে।।
করিয়াছি গ্রাস আমি অসংখ্য সংসার।
কত রুদ্র নাশিয়াছি নাহি গণিবার।।
অসংখ্য বিষ্ণুরে আমি করেছি ভোজন।
কত ব্রহ্মা নাশিয়াছি কে করে গণন।।
ঈশের নিয়ম এই আমার উপরে।
কিবা ইথে দোষ মম ভাবহ অন্তরে।।
নিজ ইচ্ছাবশে কিছু করিবারে নারি।
মন মধ্যে তুমি দেব দেখহ বিচারি।।
মায়া বশে বৃক্ষে যথা পুষ্প ফল হয়।
সেইভাব জীবগণ জানিবে নিশ্চয়।।
পুনরায় ধরাতলে করে আগমন।
প্রলয়ে পুনশ্চ লয় এইত নিয়ম।।
অতএব তুমি জ্ঞানী জগত সংসারে।
তবে কেন কোপ কর অধীন উপরে।।
বিমুগ্ধ হতেছ কেন অজ্ঞান সমান।
স্থির চিত্তে ভাবি দেখ ওহে মতিমান।।
বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই জানহ আপনি।
অধিক তোমার পাশে কি বলিব আমি।।
নিজ কর্ম্মদোষে তব পুত্র মহোদয়।
লভিয়াছে হেন দশা জানিবে নিশ্চয়।।
ইথে কেন ক্ষোভ কর ওহে মহামতি।
আমার উপরে কেন কুপিত সম্প্রতি।।
দিবে কেন অভিশাপ আমার উপরে।
কিবা দোষ অধীনের বলহ বিচারে।।

এই যে মানবজাতি কর দরশন।
মনই প্রধান ইথে ওহে মহাত্মন্।।
মনদ্বারা যাহা কৃত হইবে সংসারে।
তাহারেই কৃত কহে জানিবে অন্তরে।।
সমাধিস্থ যবে তুমি হলে মহাত্মন্।
সেইকালে আপনার তনয়ের মন।।
আপনার বীর্য্যজাত শরীর ত্যজিয়ে।
গিয়াছিল সুরপুরে সানন্দ হৃদয়ে।।
তথায় অপ্সরাসহ করিল বিহার।
শুনশুন তারপর ওহে গুণাধার।।
স্বর্গভোগ অবসানে দর্শান দেশেতে।
বিপ্র গৃহে জনমিল তাহার পরেতে।।
তদন্তর পুনরায় ত্যজিয়া জীবন।
সুরপুরে কিছুকাল করেন যাপন।।
তারপর নানা যোনি ভ্রমণ করিয়ে।
অধুনা সঙ্গমা তীরে সানন্দ হৃদয়ে।।
তপস্যা করিছে তব পুত্র মহাত্মন্।
জটাধারী হয়ে আছে মুদ্রিত লোচন।।
আটশত বর্ষ হৈল সঙ্গমার তীরে।
তব পুত্র ঘোরতর তপাচরণ করে।।
অতএব শুনশুন ওহে মহাত্মন্।
মনোভ্রম নিবন্ধন তোমার নন্দন।।
নানা দেহ লভিয়াছে জানিবে হৃদয়ে।
জ্ঞান চক্ষু দিয়া প্রভু দেখহ হৃদয়ে।।
কালের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
জ্ঞান চক্ষে ঋষিবর দেখেন তখন।।
পুত্রের ব্যাভার যত দেখিতে পাইল।
পুত্রের খবর হৃদে প্রতিভাত হৈল।।
যেভাব যেভাব করে তাঁহার নন্দন।
বুদ্ধি দর্পণেতে সব দেখেন তখন।।
অদ্ভুত সকল কার্য্য দেখিবারে তরে।
জ্ঞাননেত্রে দেখিলেন সঙ্গমার তীরে।।
তাহা দেখি ভৃগুহৃদে লাগিল বিস্ময়।
কালকে কহেন তিনি করিয়া বিনয়।।

শুন শুন ওহে কাল তুমিই ঈশ্বর।
সকলি করিতে পার জগত ভিতর।।
অজ্ঞান আমরা সবে ওহে মহামতি।
অধিক বলিব কিবা তোমারে সম্প্রতি।।
বুঝিনু বুঝিনু সব এখন হৃদয়ে।
নমস্কার করি তোমা ভকতির ভরে।।
ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাস্যমুখে তাঁর হস্ত করিয়া ধারণ।।
কহিলেন শুন বল ভৃগু মহামতি।
সঙ্গমাতীরেতেএবে চলহ সম্প্রতি।।
এত বলি দুইজনে করেন গমন।
উপনীত তথা গিয়া হন সেইক্ষণ।।
সেইস্থানে দেখি ভৃগু স্নেহ-নিবন্ধন।
মনে মনে এইভাব কহেন তখন।।
সমাধি করিয়া ত্যাগ আমার নন্দন।
বোধযুক্ত ত্বরা করি হোক এইক্ষণ।।
এমন সংকল্প ভৃগু করেন যেমন।
অমনি প্রবুদ্ধ হন তাঁহার নন্দন।।
চক্ষু মেলি শুক্রাচার্য্য হেরেন তথায়।
পুরোভাগে পিতা তাঁর অতি শোভা পায়।।
ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করি তারপর।
প্রণাম করেন পিতৃচরণ উপর।।
বিনয় বচনে কহে অতি ধীরে ধীরে।
শুন বলি ওহে পিতঃ নিবেদি তোমারে।।
তব পদে এবে আমি করি দরশন।
হইনু পরম সুখী ওহে মহাত্মন্।।
এইভাবে পিতৃস্তব করে মহামতী।
তাহে পরিতুষ্ট ভৃগু হইলেন অতি।।
অতঃপর শুক্রাচার্য্য করি সম্বোধন।
মহামতি ভৃগু কহেন মধুর বচন।।
শুন পুত্র মম বাক্য ওহে গুণাধার।
ভুলো না কখন আত্মা বচন আমার।।
আত্মাকে স্মরণ কর ওহে মহাত্মন্।
অজ্ঞানী নহ ত তুমি অতি বিজ্ঞতম্।।

তোমার সমান নাহি হেরি জ্ঞানবান্।
জ্ঞানযোগে সবজ্ঞান ওহে মতিমান্।।
ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ক্ষণকাল শুক্রাচার্য্য মৌনভাবে রন।।
পূর্ব্বজন্ম কথা সব করেন স্মরণ।
জ্ঞানচক্ষে সব পরে করে দরশন।।
তখন বিস্ময় লাগে তাঁহার হৃদয়ে।
হাসিয়া কহেন পরে পিতার নিলয়ে।।
ওহে পিতঃ শুনশুন আমার বচন।
তোমার নিকটে কহি সব বিবরণ।।
ভ্রমভাবে কোন দৃষ্টি চিত্তেতে আমার।
প্রকাশ পাইয়াছিল ওহে গুণাধার।।
সেই হেতু পূর্ব্বে হই আত্ম বিস্মরণ।
ভোগযুক্ত বিশ্ব মনে উদে সেকারণ।।
এখন জ্ঞাতব্য বস্তু বিদিত হইল।
অক্ষয় দ্রষ্টব্য বস্তু পরিদৃষ্ট হৈল।।
জানিনু এখন আমি আপন অন্তরে।
চিন্মাত্র বস্তুই সত্য কহিনু তোমারে।।
চিদ্বিকার সত্য নহে জানিবে কখন।
চিৎ ভিন্ন নাহি কিছু ওহে মহাত্মন্।।
একমাত্র চৈতন্যেতে ভ্রম নিবন্ধন।
জগত প্রকাশ পায় ওহে মহাত্মন।।
অসত্য জগত কিন্তু জানিবে অন্তরে।
বলিব অধিক কিবা তোমার গোচরে।।
ভ্রান্ত হয়ে এতকাল অসত্য জগতে।
করিনু ভ্রমণ আমি জানিবেক চিতে।।
ভ্রম বিদূরিত এবে হইল আমার।
ঘুচিয়াছে এত দিনে মনের আঁধার।।
স্ব স্বরূপ পরব্রহ্মে আমি হে এখন।
বিশ্রাম করিব পিতঃ কহিনু বচন।।
চল চল পিতঃ এবে মন্দর ভূধরে।
নেহারিব পূর্ব্বদেহ বাসনা অন্তরে।।
কৌতুক হতেছে উহা করিতে দর্শন।
বলি আরো এক কথা শুনহ বচন।।

সেই দেহে বিহরিব আরো একবার।
এরূপ বাসনা হৃদে হতেছে আমার।।
কিন্তু তব পাশে শুন বলি হে বচন।
কিছুতেই বাঞ্ছা কিন্তু নাহিক এখন।।
জগতে বাঞ্ছিত মম কিছুমাত্র নাই।
অবাঞ্ছিত নাহি কিছু কহি তব ঠাঁই।।
কথাবার্ত্তা এইরূপে কহিতে কহিতে।
তিনজন সমবেত হইয়া পরেতে।।
জগতের স্বভাবাদি করেন বিচার।
ব্রহ্মজ্ঞানী তিনজন গুণের আধার।।
কথায় কথায় সবে হয়ে নিমগন।
সমঙ্গার তীর ক্রমে করিয়া বর্জ্জন।।
উপনীত হন গিয়া মন্দর ভূধরে।
শুক্রাচার্য্য হাসি হাসি কহেন পিতারে।।
দেখ এই পূর্ব্ব দেহ রয়েছে আমার।
প্রাক্তন শরীর ইহা ওহে গুণাধার।।
এদেহ হয়েছে শুষ্ক কর দরশন।
এই দেহ তুমি পিতঃ করেছ পালন।।
নানারূপ সুখভোগ অতীব যতনে।
এই দেহ রেখেছিল ভাবি দেখ মনে।।
সযতনে করেছিলে আমারে পালন।
শুষ্ক হয়ে সেই দেহ হতেছে লুণ্ঠন।।
এত শুনি মহাকাল সম্বোধি শুক্রেরে।
কহিলেন শুন শুন বলিহে তোমারে।।
বলি শুন ওহে সাধু আমার বচন।
নিজরাজ্যে নরপতি প্রবেশে যেমন।।
সেইরূপ এই দেহে প্রবেশ আপনি।
এই দেহে হবে তুমি অতি মহাজ্ঞানী।।
অসুরের গুরু তুমি হবে এ শরীরে।
করিবে হে গুরুকর্ম্ম একান্ত অন্তরে।।
শুক্রেরে এতেক বলি কাল মতিমান।
দেখিতে দেখিতে তথা হন অন্তর্দ্ধান।।
অন্তর্হিত হলে কাল শুক্র মহামতি।
পূর্ব্ব শরীরেতে পুনঃ পশিল সুমতি।।

নিয়তির বশীভূত হইয়া তখন।
পশিলেন নিজদেহে শুক্র মহাত্মন্।।
প্রবিষ্ট হইল জীব পুত্র কলেবরে।
ভৃগু ঋষি মহামতি সানন্দ অন্তরে।।
কমণ্ডলু হতে জল করিয়া গ্রহণ।
তদুপরি অবিলম্বে করেন প্রোক্ষণ।।
সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন দেহ তাহাতে হইল।
মাংস চর্ম্মমেদ আদি সকলি জন্মিল।।
অস্থিমাত্র হয়েছিল সেই কলেবর।
সম্পূর্ণ হইল এবে পেয়ে ভৃগুজল।।
প্রবেশিল পঞ্চবায়ু তাহার শরীরে।
যথাযথ রবে সবে সানন্দ অন্তরে।।
পুনঃ দেহ লভি শুক্র করি গাত্রোত্থান।
আনন্দে পিতার পদে করেন প্রণাম।।
দুইজনে তারপর নানা কথা কয়।
ব্রহ্মজ্ঞান কথা মাত্র আর কিছু নয়।।
যেরূপে জগত স্থিত সেই কথা লয়ে।
কিছুকাল যাপিলেন সানন্দ হৃদয়ে।।
মনের মনন পরে করি বিসর্জ্জন।
নিস্তরঙ্গ হ্রদতুল্য হয়ে দুইজন।।
সমাধি নিশ্চল দোঁহে হন পুনরায়।
শুনিলে এ ব্রহ্মজ্ঞান ঘুচে ভবদায়।।
বিধিসুত এত বলি কহেন তখন।
শুন শুন ঋষিগণ করহ শ্রবণ।।
ভবদুঃখ বিনাশনে যদি ইচ্ছা হয়।
মনের নিগ্রহ কর কহিনু নিশ্চয়।।
এমন উপায় আর কিছুমাত্র নাই।
ভববন্ধ ঘুচে ইথে কহি সব ঠাঁই।।
ভোগেচ্ছায় নাম বন্ধ জানিবে অন্তরে।
ভোগত্যাগ যাহা তাহা মোক্ষ বলি ধরে।।
অন্যশাস্ত্র অভ্যাসেতে কি বা প্রয়োজন।
ভোগ ত্যাগে সব কাজ হয় সুসাধন।।
যাহে যাহে কাম লোভ জনমে অন্তরে।
তেয়াগ করিবে তাহা অতি যত্ন করে।।

করিবে বিষাগ্নি সম তাহা দরশন।
তবেত ঘুচিবে এই ভবের বন্ধন।।
বিষম সকল ভোগ অতীব বিষম।
পরিণামে দুঃখপ্রদ ওহে ঋষিগণ।।
এইসব মনে মনে করিয়া বিচার।
যদ্যপি তদ্রূপকার্য্য কর অনিবার।।
তবেত পরম সুখ লভিবে অন্তরে।
কহিনু নিগূঢ় কথা সবার গোচরে।।
ভোগার্থ মনেতে হলে উৎসুক্য উদয়।
নিবারণ করি তাহা ওহে ঋষিচয়।।
ঔদাসীন্য সমাশ্রয় যদি করা যায়।
মনোনাশ কহে তারে কহিনু সবায়।।
তত্ত্বজ্ঞানী যারা হয় এভব সংসারে।
তৃষ্ণাশূন্য হয় তারা জানিবে অন্তরে।।
এই হেতু তাহাদের মনোলয় হয়।
অজ্ঞানীর নাহি যাহা ঘটিবে নিশ্চয়।।
অজ্ঞানী যাহারা হয় এভব সংসারে।
লুব্ধমনা হয় তারা জানিবে অন্তরে।।
পিপাসাতে সদা রহে তাহাদের মন।
সুতরাং তাদের বন্ধ না হয় মোচন।।
বন্ধন রজ্জুর সম তাহাদের মন।
ভবদুঃখ পায় তারা শাস্ত্রের বচন।।
যেইজন জ্ঞানবান এ ভব সংসারে।
সেইজনে বিচলিত কে করিতে পারে।।
সানন্দ তাদের মন নহেত কখন।
নিরানন্দ নহে কভু ওহে ঋষিগণ।।
তাহাদের মন নহে কখন চঞ্চল।
অচঞ্চল নহে কভু তাদের অন্তর।।
সৎ নহে কিম্বা নহে অসৎ কখন।
চিদ্রূপ তাদের মন সদা সর্ব্বক্ষণ।।
এ হেতু তাদের মন সকল বস্তুতে।
সদা অবস্থিত রহে জানিবেক চিত্তে।।
এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে তখন।
শুন শুন বিধিসুত মোদের বচন।।

চিদাত্মাতে এই বিশ্ব স্থিত যে প্রকারে।
বিশেষ করিয়া তাহা কই সবাকারে।।
সম্যক্ বুঝিতে মোরা না হই সক্ষম।
বিশেষিয়া কহ তাহা ওহে মহাত্মন্।।
বিধিসুত এত শুনি কহে পুনরায়।
শুন শুন ঋষিগণ কহিব সবায়।।
ইন্দ্রিয় বিষয় নহে আকাশ যেমন।
চিদ্রূপ ব্রহ্মোরে সবে জানিবে তেমন।।
সর্ব্বস্থানে অবস্থিত সেই ব্রহ্ম হয়।
তবু তাঁরে জানা বড় কঠিন নিশ্চয়।।
ইন্দ্রিয় গোচর তিনি নহেন কখন।
মন দ্বারা কেবা পারে করিতে গ্রহণ।।
আকাশ হতেও সূক্ষ্ম জানিবে তাঁহারে।
অবিনাশী সেই জন জানিবে অন্তরে।।
সর্ব্বসংজ্ঞা বিবর্জ্জিত সেই জন হয়।
ব্রহ্ম বলি তাঁরে ডাকে যত জ্ঞানীচয়।।
কেহ কেহ তত্ত্বনাম করয়ে অর্পণ।
কলাদি বিহীন তিনি ওহে ঋষিগণ।।
সাগরের জল যথা তরঙ্গ আকারে।
আন্দোলিত হয় সদা জানে সর্ব্বনরে।।
বুদ্বুদ আকার কোথা করয়ে ধারণ।
বিশ্বরূপ হয় কোথা ওহে ঋষিগণ।।
সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী চিতেরে জানিবে।
চিৎ-সমুদ্রেতে মোরা রহিয়াছি সবে।।
তুমি আমি নারী নর যত সব জন।
চিৎ-সমুদ্রেতে সবে আছি সর্ব্বক্ষণ।।
চিৎ হতে ভিন্ন কিছু নহেক কখন।
একমাত্র সেই চিত ওহে ঋষিগণ।।
এক ব্রহ্ম মাত্র উহা জ্ঞানীর গোচরে।
অখিল জগতরূপে অজ্ঞানীরা হেরে।।
চিদ্‌ব্রহ্মের অন্ত নাহি নাহিক উদয়।
ক্রিয়াশূন্য হয় উহা জানিবে নিশ্চয়।।
গমনাগমন শূন্য জানিবে চিতেরে।
উত্থান ও স্থিতিহীন জানিবে তাঁহারে।।

অথচ এমন স্থান কুত্রাপিও নাই।
যথায় তাঁহারে নাহি দেখিবারে পাই।।
নাস্তিত্বরূপেতে তাঁরে দেখে মুর্খজন।
জ্ঞানীরা অস্তিত্বরূপে করে দরশন।।
চিদ্বস্তু আকারশূন্য জানিবে অন্তরে।
আপনাতে স্বয়ংস্থিত কহিনু সবারে।।
মায়াযোগে সেই চিত জগত নাম ধরে।
প্রকাশ পাইছে সদা জানিবে অন্তরে।।
চিদ্‌ব্রহ্ম উদয়শালী সদা সর্ব্বক্ষণ।
নিরাকার সদা তিনি ওহে ঋষিগণ।।
সংকল্প যখন তিনি করেন অন্তরে।
সে কালে আশ্রয় করে জানিবে আমারে।।
আমি বহু হই এই সংকল্প করিয়ে।
মায়ারে আশ্রয় করে জানিবে হৃদয়ে।।
তখন প্রকাশরূপী সেই ব্রহ্ম হয়।
অবয়বযুক্ত হয় জানিবে নিশ্চয়।।
অপ্রকাশ বস্তুরূপ হন তার পরে।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব সবার গোচরে।।
অনিত্য বস্তুরে পরে করিয়া স্মরণ।
ভাবাভাব চিদ্‌ব্রহ্ম করেন গ্রহণ।।
তদ্‌বস্থাকালে তিনি সামান্য বিষয়ে।
স্থিতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে জানিবে হৃদয়ে।।
স্থূলদেহ ক্রিয়া দ্বারা করেন সৃজন।
ব্রহ্মরূপে কিছুমাত্র না করে কখন।।
এইরূপে চরাচর যাবত সংসার।
ব্রহ্ম হতে সমাগত হয় অনিবার।।
পুনশ্চ ব্রহ্মেতে পরে লয় প্রাপ্ত হয়।
ব্রহ্মই জানিবে সব ওহে ঋষিচয়।।
একমাত্র হয় জীব মত্ততা কারণ।
প্রকাশিত হয় অন্য রূপেতে যেমন।।
সানন্দরূপ ব্রহ্ম তদ্রূপ প্রকারে।
মায়াযুগে জীববৎ অবস্থিতি করে।।
বস্তুতঃ তাঁহার ভেদ কিছুমাত্র নাই।
উপাধি কল্পিত ভেদ দেখিবারে পাই।।

অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
যে বিজ্ঞান বলে কর শব্দাদি গ্রহণ।।
আত্মা ও পরম ব্রহ্ম সে বিজ্ঞান হয়।
জগত ব্যপিয়া তিনি আছেন নিশ্চয়।।
প্রত্যক্ষ যে সব বস্তু হয় দরশন।
সকলই ব্রহ্মমাত্র নহে অন্যতম।।
ভ্রমেতে রজ্জুতে যথা সর্পভ্রম হয়।
এই বিশ্ব সেইরূপ জানিবে নিশ্চয়।।
অজ্ঞানবশতঃ সেই পরম ব্রহ্মেতে।
জগত কল্পিত হয় জানিবেক চিতে।।
সাগর তরঙ্গ যথা কর দরশন।
নানারূপে প্রকাশিত হয় সর্ব্বক্ষণ।।
স্বরূপতঃ জল ভিন্ন অন্য কিছু নয়।
সেরূপ জানিবে এই জগত নিশ্চয়।।
নানারূপে প্রকাশিত হয় দরশন।
ব্রহ্ম ভিন্ন উহা কিন্তু নহে অন্যতম।।
বস্তুগত্যা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই।
যাহা দেখি তাহা ব্রহ্ম জানিবে সবাই।।
যেই রূপে ব্রহ্মশিক্ষা করিবে প্রদান।
সেই কথা বলিতেছি সবা বিদ্যমান।।
প্রথমতঃ শম দম আদি শিক্ষা দিয়ে।
শিষ্যকে করিবে শান্ত একান্ত হৃদয়ে।।
ব্রহ্ম উপদেশ পরে করিবে প্রদান।
নিয়ম আছে এইত শাস্ত্রের প্রমাণ।।
অর্দ্ধজ্ঞান জন্মিয়াছে যাহার অন্তরে।
ব্রহ্ম উপদেশ নাহি দিবেক তাহারে।।
ব্রহ্ম উপদেশ তারে করিলে প্রদান।
নরকে সেজন করে অন্তিমে প্রয়ান।।
ভোগ ইচ্ছা নাহি কভু যাহার অন্তরে।
যে জন নিষ্কামভাবে অবস্থিতি করে।।
জ্ঞান যুক্ত যেইজন সদা সর্ব্বক্ষণ।
ব্রহ্ম উপদেশ তারে করিবে অর্পণ।।
সেইজনে উপদেশ করিলে প্রদান।
অবিদ্যা বিনাশ পায় শাস্ত্রের প্রমাণ।।

যেমন প্রদীপ থাকে উজ্জ্বল যাবত।
সমান ভাবেতে থাকে অশোক তাবত।।
যতক্ষণ সূর্য্যদেব করে অবস্থান।
তাবত পর্য্যন্ত দিবা থাকে বিদ্যমান।।
পুষ্প আদি নিকটেতে রহে যতক্ষণ।
সৌগন্ধ তাবৎ রহে ওহে ঋষিগণ।।
তদ্রূপ যাবত ব্রহ্ম তাবত পরিমাণ।
জগৎ প্রকাশ পায় কহি সবাস্থান।।
ব্রহ্মের সত্তাতে হয় জগৎ পরিচয়।
প্রতিবিম্বরূপ বিশ্ব জানিবে নিশ্চয়।।
বস্তুগত্যা সত্য নহে জগত কখন।
ব্রহ্মের সত্তাতে মাত্র হয় দরশন।।
এতশুনি ঋষিগণ কহে পুনরায়।
ওহে প্রভু নিবেদন করিগো তোমায়।।
জগত কল্পিত সেই চিদ্‌ব্রহ্মে হয়।
এই কথা বলি হে ওহে মহোদয়।।
সম্যক বুদ্ধিতে ইহা আমরা অক্ষম।
প্রকাশ করিয়া বল ওহে মহাত্মন।।
কহে শুন বিধিসুত তাপস নিকর।
কহিলাম যাহা যাহা সবার গোচর।।
অযুক্ত কিছুই নাহি করিবেক জ্ঞান।
কহিলাম অর্থযুক্ত সবা বিদ্যমান।।
অসঙ্গত কথা আমি না কহি কখন।
বিরুদ্ধ বচন নাহি করি উচ্চারণ।।
জ্ঞানদৃষ্টি প্রকাশিত হইলে অন্তরে।
তত্ত্বজ্ঞান সমুদিলে হৃদয় মাঝারে।।
আমার বাক্যের মর্ম্ম বুঝে সেইজন।
বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।।
অবিদ্যানাশের মূল জানিবে সংসারে।
অবিদ্যাবশতঃ মোহ জনমে অন্তরে।।
অবিদ্যাই আত্মবুদ্ধি করে বিনাশন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন ঋষিগণ।।
আবার অবিদ্যা হতে বিদ্যালাভ হয়।
তাহার কারণ বলি শুন ঋষিচয়।।
এক অস্ত্র হস্তে যথা করিয়া ধারণ।
তাহা দিয়া অন্য অস্ত্র করয়ে ছেদন।।
এক মল দ্বারা অন্য মল নষ্ট হয়।
এক বিষে বিষান্তর প্রশমিত হয়।।
এক শত্রু দিয়া অন্য রিপুর দমন।
সেরূপ অবিদ্যা দিয়া বিদ্যা বিনাশন।।
কি বলিব ঋষিগণ মায়ার বিষয়।
যখন শরীর নাশ উপস্থিত হয়।।
তখন আনন্দে মায়া করয়ে প্রদান।
দুর্জ্জেয় মায়ার বল খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
কিন্তু জ্ঞানী হয় সেই এ ভব সংসারে।
বিবেক দ্বারেতে মায়া দরশন করে।।
তাঁহার নিকটে মায়া বিনাশিত হয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে ঋষিচয়।।
অতএব জ্ঞানলাভ করহ সকলে।
অবিদ্যা কোথায় যাবে ত্যজিয়া সবারে।।
ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত অন্তরে যাহার।
তার হয় মুক্তিলাভ শাস্ত্রের বিচার।।
জগতের যাহা কিছু হয় দরশন।
ব্রহ্মের স্বরূপ সব ওহে ঋষিগণ।।
এইরূপ জ্ঞান যার সতত অন্তরে।
মুক্তিলাভ হয় তার কহিনু সবারে।।
আমি তুমি ভেদজ্ঞান ভাবে যেইজন।
অবিদ্যা তাহার নাম ওহে ঋষিগণ।।
অবিদ্যা সর্ব্বথা ত্যাগ করিবে যতনে।
তবেত লভিবে ফল কহি সবাস্থানে।।
ব্রহ্মজ্ঞান যদি নাহি করয়ে অর্জ্জন।
অবিদ্যা কিরূপে বল হবে বিনাশন।।
অবিদ্যা নদীর পারে যেতে ইচ্ছা হলে।
ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন তাহা কভু নাহি ফলে।।
অবিদ্যা উত্তীর্ণ হয় যেই কোনজন।
ব্রহ্মলাভ হয় তার স্বরূপ বচন।।
শুনশুন ঋষিগণ বলি সবাকারে।
কোন বস্তু হতে মায়া জনমে সংসারে।।

সে বিচারে কাজ নাই জানিবে সবাই।
হইবে কিরূপে নাশ বুঝিবারে চাই।।
অবিদ্যা বিনাশ হয় যে কোন প্রকারে।
বিচার করিবে তাহা সবাই অন্তরে।।
অবিদ্যা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে যখন।
তখন জানিতে পাবে উহার জনম।।
যাবত অবিদ্যা নাহি বিনাশিত হয়।
তাবত জনম নাহি বুঝিবে নিশ্চয়।।
অবিদ্যা কেবল হয় রোগের আগার।
অবিদ্যা বিনাশে যত্ন কর অনিবার।।
অবিদ্যা যাহাতে নাহি জনমে অন্তরে।
দুঃখ নাহি হৃদে আসি ঘেরিবারে পারে।।
তাহার উপায় সবে কর সর্ব্বক্ষণ।
যত্নবান হও তাহে আমার বচন।।
আপনি আকাশে যায় বাতাস যেমন।
আত্মাকেও ঋষিগণ জানিবে তেমন।।
স্বীয়শক্তি দ্বারা আত্মা আপন আত্মাতে।
চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয় জানিবেক চিতে।।
সাগরে তরঙ্গ পায় প্রকাশ যেমন।
সেইরূপ চিদ্‌ব্রহ্ম ওহে ঋষিগণ।।
চিৎশক্তি বিক্ষুভিত হয় যেইকালে।
চিদ্‌ব্রহ্ম প্রকাশিত হয় সেইকালে।।
'তদ্বস্তু আমার' বলি প্রকাশিত হয়।
সর্ব্বশক্তিযুত চিৎ নাহিক সংশয়।।
চিতেরে জীবাত্মা বলি জানিবে অন্তরে।
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যিনি খ্যাত চরাচরে।।
ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনাযুক্ত হয়েন যখন।
অহঙ্কার সেইকালে লভয়ে জনম।।
অহঙ্কার বার্ত্ত হয়ে ক্রমে তারপর।
মনবুদ্ধিযুক্ত হয় তাপস নিকর।।
সংকল্প সংযুক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে পরে।
ইন্দ্রিয় স্বরূপ হয় কহিনু সবারে।।
এরূপে সঙ্কল্প আর বাসনা রজ্জুতে।
সদা জীব বদ্ধ আছে জানিবেক চিতে।।

ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ দুঃখে হইয়া কাতর।
চিন্তা দ্বারা চিত্তরূপী হন তারপর।।
সেই চিত্ত মনরূপ তারপর হয়।
অহঙ্কার রূপ হয় জানিবে নিশ্চয়।।
কোষকার কৃমিবৎ চিত্ত তারপরে।
বাসনাদি যোগে বদ্ধ হয়ে স্থিতি করে।।
সঙ্কল্পিত জগদ্বস্তু করিয়া সৃজন।
তার মধ্যবর্ত্তী হয় ওহে ঋষিগণ।।
পরন্তু শৃঙ্খলা বদ্ধ সিংহের মতন।
সে চিত্ত বিরক্ত আশু হয় ঋষিগণ।।
সেই চিত্ত কভু কভু মনোরূপী হয়।
বুদ্ধিরূপী হয় কভু নাহিক সংশয়।।
জ্ঞানরূপী ক্রিয়ারূপী কখন কখন।
অহঙ্কাররূপী হয় ওহে ঋষিগণ।।
পুর্য্যষ্টক জীবরূপী কভু কভু হয়।
নিজরূপে ব্যক্ত হয় কভু বা নিশ্চয়।।
প্রকৃতিরূপেতে হয় কল্পিত কখন।
মায়ারূপে কিম্বা অর্থরূপেতে কখন।।
অবিদ্যা লোকেতে বলে কখন তাহারে।
ইচ্ছা বলি সম্বোধন কখন বা করে।।
যাহা হৌক্ এককথা শুন ঋষিগণ।
বটবৃক্ষ বটধারা ধরয়ে যেমন।।
সেইরূপ মন ধরে অখিল সংসার।
বলিনু নিগূঢ় কথা নিকটে সবার।।
চিন্তানলে দগ্ধীভূত মানবের মন।
কোনরূপ সর্প মনে করিছে দংশন।।
কামরূপ সাগরের তরঙ্গ মাঝারে।
সদামন ক্ষিপ্ত হয় জানাবে অন্তরে।।
এই হেতু হয় মন ব্রহ্ম বিস্মরণ।
এইজন্য বলি শুন ওহে ঋষিগণ।।
মনেরে উদ্ধার আগে করিবে যতনে।
তবেত হইবে কাজ জানিবেক মনে।।
জন্ম মৃত্যু হর্যদুঃখ শুভাশুভ ফলে।
আত্মমন যুক্ত হয় জানিবে অন্তরে।।

অতএব সেই মনে করহ উদ্ধার।
ফলিবে মনের বাঞ্ছা জানিবেক সার।।
বলিব অধিক কিবা ওহে ঋষিগণ।
নিগূঢ় তত্ত্ব বলি সবার সদন।।
এইসব যোগতত্ত্ব দেব মহেশ্বর।
বর্ণন করিয়া ছিল পার্বতী গোচর।।
আদি গুরু দেবদেব দেব পঞ্চানন।
এক বক্র কভু ধরে পঞ্চম কখন।।
তাঁহার বচন বৃথা কভু নাহি হয়।
তাঁহার কৃপায় পুরে বাসনা নিশ্চয়।।
পঞ্চবক্ত্র বলি তিনি বিখ্যাত ভুবনে।
তাঁরে পূজা করে যেই ঐকান্তিক মনে।।
তাঁহার অসাধ্য নাহি জগত ভিতর।
শব তুল্য হয় সেই তাপস নিকর।।
শিব পুরাণের কথা তত্ত্বপূর্ণ অতি।
যাহাতে জীবের ঘটে পরম সুকৃতি।।

পঞ্চবক্ত্র পূজা

শুনিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব শৌনকাদিগণ।
জিজ্ঞাসা করিল শুন বিধির নন্দন।।
তারপর কি ঘটিল করহ প্রকাশ।
তব মুখে শুনিবারে হয় বড় আশ।।
পঞ্চবক্ত্রপূজাবিধি শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
তখন বিধির সুত সহাস্য বদনে।
কহিলেন শুনশুন বলি সবাস্থানে।।
পঞ্চবক্ত্র পূজাবিধি করিব কীর্ত্তন।
ভোগ মোক্ষপ্রদ ইহা ওহে ঋষিগণ।।

ওঁ নমো বিষ্ণবে আদি করি উচ্চারণ।
ভূতায় এ শব্দ পরে করিবে পঠন।।
সর্ব্বাধার পদ মুখে বলি তার পরে।
মূর্ত্তয়ে স্বাহা এশব্দ উচ্চারণ করে।।
প্রথমতঃ সদ্যোজাত করিবে পূজন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
অষ্টকলা পূজিবারে করিবে সুজন।
যেরূপ বিধান আছে শাস্ত্রের নিয়ম।।
সিদ্ধি ঋদ্ধি ধৃতি লক্ষ্মী মেধা কান্তিদ্বয়।
স্বধা স্থিতি এই আট অষ্ট কলা হয়।।
ইহাদের যথাবিধি করি আহ্বান।
বামদেবে তারপর করিবে অর্চ্চন।।
ত্রয়োদশ কলা পরে পূজিতে হইবে।
তাহাদের নাম শুন বলিতেছি তবে।।
বলাক্ষতা রাত্রি পাল্য কান্তি তৃষ্ণামতি।
ক্রিয়া কামা বুদ্ধিরূপা মোহিনী ও রতি।।
এইসবে যথাবিধি করিয়া পূজন।
পুনঃ অন্য অষ্টকলা করিবে অর্চ্চন।।
উমা মোহ ক্ষুধা কলা নিদ্রা মৃত্যুযায়া।
এই সপ্তশেষ আর জানিবে অভয়া।।
এই অষ্টকলা পূজা করিয়া যতনে।
অবশিষ্ট কলা পূজা করিবে বিধানে।।
অঙ্গনা মরীচি দুই কলারে পূজিয়ে।
পূজিবেক জ্বালিনীরে একান্ত হৃদয়ে।।
যথাবিধি এইভাবে করি আবাহন।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি দিয়া যেমত নিয়ম।।
পঞ্চবক্ত্র অর্চ্চনা যে করে সযতনে।
অসাধ্য তাহার নাহি এতিন ভুবনে।।
ইহকালে ভোগ সুখ লভে সেইজন।
অন্তকালে মোক্ষ পায় শাস্ত্রের বচন।।
অন্যরূপ শিবার্চ্চন আছয়ে বিধান।
সেই কথা বলিতেছি সবাকার স্থান।।
সর্ব্ব অভিলাষ শান্তি তাহাতেই হয়।
শিবের আদেশ ইহা জানিবে নিশ্চয়।।

স্বাহান্ত মন্ত্রেতে আগে করি আচমন।
জ্ঞানেন্দ্রিয় সাধুবর করিবে স্পর্শন।।
মাতৃকাদিন্যাস করি পরে মতিমান।
করিবেক তারপর সূর্য্য উপস্থান।।
তারপর সূর্য্যমন্ত্রে সূর্য্যেরে পূজিবে।
ভদ্রাচার বিভূতিরে পূজিতে হইবে।।
আদ্যিত্যেরে তারপর করিবে পূজন।
চন্দ্রকুজ বুধ গুরু করিবে অর্চ্চন।।
শুক্র শনি রাহু কেতু পূজি ভক্তিভরে।
পুনরায় ন্যাস যত করিবে সাদরে।।
তারপর অর্ঘ্যপাত্র করিয়া গ্রহণ।
সেই জলে পূজা দ্রব্য করিবে প্রোক্ষণ।।
নন্দী মহাকাল গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী।
যমুনা ও ব্রহ্মা সাত আর গণপতি।।
দ্বারদেশে এই আটে করিবে পূজন।
মধ্যস্থলে ধর্ম্মাদির করিবে অর্চ্চন।।
পূর্ব্বাদি ক্রমেতে পূজা করিতে হইবে।
শিব অগ্রে গণেশেরে সাদরে পূজিবে।।
তারপর আবাহন দ্বিতীয় স্থাপন।
তৃতীয় সন্নিধাপন করে বিবোধন।।
সকলীকরণ আদি মুদ্রা প্রদর্শিবে।
একান্ত হৃদয়ে পরে স্থাপন করিবে।।
নির্ম্মঞ্ছন করি পরে বিহিত বিধানে।
বস্ত্র অলঙ্কার দিবে অতীব যতনে।।
নানাবিধ উপচারে করিবে পূজন।
যথাশক্তি জপ পরে করিবে সাধন।।
স্তুতি নতি করি পরে ভকতির ভরে।
সমর্পিতে হবে যশ একান্ত অন্তরে।।
প্রার্থনা করিবে পরে যেমন বিধান।
শুন শুন ঋষিগণ কহি সবাস্থান।।
নিবেদন ওহে দেব তোমার গোচরে।
সুকৃত দুষ্কৃত মম নাশহ অচিরে।।
শিবস্বরূপতা পাই এই নিবেদন।
শিবদাতা শিব ভোক্তা নহে অন্যতম।।
এই যে জগত বিশ্ব হয় দরশন।
শিবময় হয় সব ওহে ভগবন।।
সেই বিশ্বময় আমি নাহিক সংশয়।
কৃপাময় কৃপাকর হইয়া সদয়।।
যাহা যাহা ওহে দেব করিছু সাধন।
পরেতে করিবে যাহা ওহে ভগবন।।
সেই সব আপনাতে করিনু অর্পণ।
দয়াকর দয়াময় অধীনে এখন।।
ধরাজল বহ্নি শব্দ উপস্থ পবন।
পানি পাদ চক্ষু শ্রোত্র আর যে গগন।।
রসগন্ধ জিহ্বা ঘ্রান ত্বক্ মন বুদ্ধি।
স্পর্শরূপ বাকপায়ু আর যে প্রকৃতি।।
এইসব যাহা কিছু আছে বিদ্যমান।
স্বরূপ তোমার সব তাহে ভগবান।।
তোমার স্বরূপ যেই করে বিবেচনা।
তবতুল্য হয় সেই পুরয়ে কামনা।।
প্রার্থনাদি এরূপেতে করিতে হইবে।
ভূতশুদ্ধি বলিতেছি শুন পরে সবে।।
সংক্ষেপেতে ভূতশুদ্ধি করিব কীর্ত্তন।
ইথে শুদ্ধ হয় দেহ শাস্ত্রের নিয়ম।।
শিবের সাক্ষাৎ তুল্য ইথে হওয়া যায়।
সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবায়।।
পৃথিব্যাদি তত্ত্ব চিন্তি হৃদয় কমলে।।
পাপ পুরুষেরে দগ্ধ করিবেক পরে।।
বিরাজ তথায় করে যেই শশধর।
তাহা হতে ক্ষরে যেই অমৃত নিকর।।
তাহা দ্বারা জীবাত্মাকে সুস্থির করিয়ে।
ভাবিবেক নিজদেহে দৃঢ়চিত্ত হয়ে।।
ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি তিনে।
আত্মস্থ করিবে জ্ঞান জানিবেক মনে।।
এইরূপ জ্ঞান করি সাধুমহামতি।
শিবতুল্য আপনাকে ভাবিবে সুমতি।।
এইরূপে ভূতশুদ্ধি করি যেইজন।
অর্চ্চনা করে শিবের ওহে ঋষিগণ।।

শিবতুল্য হন তিনি নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
এইভাবে মৃত্যুঞ্জয়ে সেবে যেইজন।
চতুর্ব্বর্গ পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
প্রথমতঃ বীজোদ্ধার করিয়া যতনে।
ত্র্যক্ষর মন্ত্রেতে পরে সাধিবে বিধানে।।
সেইমন্ত্র একমনে জপে যেইজন।
পাপক্ষয় হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
মৃত্যু জয় করে সেই জানিবে অন্তরে।
মৃত্যুঞ্জয় তার দেহে সদা বাস করে।।
শত সংখ্যা জপ যদি করে কোনজন।
বেদপাঠ ফল সেই করে উপার্জ্জন।।
সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটনে যেই ফল হয়।
সেই ফল হয় তার নাহিক সংশয়।।
তিনসন্ধ্যা অষ্টোত্তর শত জপ করে।
মৃত্যুজয়ী হয় সেই জানিবে অন্তরে।।
জপকালে যেইরূপ করিবেক ধ্যান।
সেই কথা বলিতেছি সবা বিদ্যমান।।
শ্বেতপদ্ম শোভিতেছে দেবতার করে।
অভয় ও বর আছে অতি শোভা করে।।
রহিয়াছে বাম অঙ্গে অমৃতা সুন্দরী।
কিবা শোভা হয় তাহে আহা মরিমরি।।
দেবীর দক্ষিণ করে কুম্ভ শোভা পায়।
বাম করে শ্বেতপদ্ম মরি কিবা তায়।।
এইরূপ ধ্যান করি যেই সাধুজন।
তিনসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করে অনুক্ষণ।।
একমাস এই ভাব যেই ব্যক্তি করে।
জরা মৃত্যু নাহি আসে তাহার গোচরে।।
ব্যাধি নাহি কভু করে তারে আক্রমণ।
শত্রুনাশ হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
পরাশান্তি লভে সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
তারপর যথাবিধি করিয়া পূজন।
ন্যাস আদি যথাযথ করিবে সাধন।।

আত্মারে তাহার পর করিয়া পূজন।
মনে মনে জ্যোতির্ম্ময় করিবে চিন্তন।।
অঙ্গপূজা স্তুতি পাঠ পরেতে করিবে।
তবেত তাহার যত কামনা পূরিবে।।
এই মত পূজা করে যেই সাধুজন।
ভোগমোক্ষ পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
এইপূজা তীর্থস্থানে যদি কেহ করে।
দ্বিগুণ লভয়ে ফল জানিবে অন্তরে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
তীর্থেতে দ্বিগুণ ফল হয় উপার্জ্জন।।
গয়াধামে পিণ্ডদানে যেই ফল হয়।
শিবপূজা কৈলে তাহা লভয়ে নিশ্চয়।।
পিণ্ডদানে তিনকুল উদ্ধারে যেমন।
সেইরূপ ফল দেয় শিবের পূজন।।
শিবের সমান নাহি এতিন ভুবনে।
সদা ভাব তার পদ ঐকান্তিক মনে।।

পিণ্ডদান মাহাত্ম্য

মধুময় ভক্তিকথা শুনিতে মধুর।
প্রকাশ করয়ে সদা সনৎ কুমার।।
পিণ্ডদান বিধি কথা বর্ণনা করিল।
শুনি শৌনকাদি তাহা আনন্দে ভাসিল।।
এত শুনি ঋষিগণ জিজ্ঞাসে তখন।
নিবেদন শুনশুন ওহে মহাত্মন্।।
গয়ার মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা মিটাও কামনা।।
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন।
শুন শুন ঋষিগণ আমার বচন।।

গয়ার মাহাত্ম্য কথা কে বলিতে পারে।
অসংখ্য অসংখ্য মুখে বর্ণিবারে নারে।।
গয়াধামে পিণ্ডদান করে যেইজন।
তার প্রতি পিতৃকুল মহাতুষ্ট হন।।
সপ্ত পিতৃকুল তার পরিত্রাণ পায়।
সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু সবায়।।
যত কিছু পাপ আছে এতিন সংসারে।
সেই সব পাপ যদি কোনজন করে।।
তাহার মরণ শেষে তাহার উদ্দেশ্যে।
গয়াশ্রাদ্ধ করে যেই বিষ্ণুপদপাশে।।
পাতক তাহার যত হয় বিমোচন।
বিমানে চড়িয়া যায় বৈকুণ্ঠ ভবন।।
বলি ইতিহাস এক শুনহ সকলে।
বুঝিতে পারিবে সব সেকথা শুনিলে।।
বিশালা নগরে এক ছিল মহীপাল।
দয়াবান ক্ষমাশীল নামেতে বিশাল।।
সন্তান সন্ততি তাঁর কিছু নাহি হয়।
এই হেতু নরপতি সদা দুঃখে রয়।।
সংসারে নাহিক সুখ পুত্রের বিহনে।
এত ভাবি রহে নৃপ বিষাদিত মনে।।
নরপতি মনে মনে করেন ভাবনা।
পুত্রধন প্রবঞ্চিত যেই কোন জনা।।
সদগতি তার নাহি পরলোকে হয়।
নরাধম সেইজন নাহিক সংশয়।।
মনে মনে এইরূপ ভাবনা করিয়া।
বিচক্ষণ বিপ্রগণে আমন্ত্রণ দিয়া।।
মনের বাসনা সব নিবেদন করে।
তারপর কহিলেন সবিনয় স্বরে।।
বলি শুন বিপ্রগণ করি নিবেদন।
যজ্ঞ বাঞ্ছা করি আমি পুত্রের কারণ।।
কিরূপ করিব যজ্ঞ দেহ অনুমতি।
করিব যেরূপ কাজ করিয়া ভকতি।।
এতশুনি মিষ্টভাষে কহে বিপ্রগণ।
বলি যাহা হিত বাক্য শুনহ রাজন।।

পুত্রবাঞ্ছা যদি কর আপন হৃদয়ে।
অবিলম্বে গয়াধামে যাহ ত্বরা ধেয়ে।।
সেইস্থানে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া বিধানে।
অন্নদান কর তুমি মৃত পিতৃগণে।।
পুত্র জনমিবে তব অতীব উত্তম।
অতএব যথা কার্য্য কর সম্পাদন।।
এতেক বচন শুনি ব্রাহ্মণ বদনে।
মহা আনন্দিত রাজা হইলেন মনে।।
অবিলম্বে যাত্রা নৃপ করেন তখনি।
উপনীত হন তথা শীঘ্র নৃপমণি।।
শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে গিয়া সেই স্থানে।
যথাবিধি পিণ্ডদান করে পিতৃগণে।।
মঘাযুক্ত ত্রয়োদশী দিন সেই হয়।
পিতৃগণে পিণ্ড দেয় নৃপ মহোদয়।।
হেনকালে অনুমান করে নরমণি।
তিনটি পুরুষ যেন সম্মুখে তখনি।।
উপনীত হন আসি দেখিতে দেখিতে।
তাহা দেখি সবিস্ময় নরপতি চিতে।।
তিনবর্ণ তিনজন করেন ধারণ।
শ্বেত পীত কৃষ্ণ এই ওহে ঋষিগণ।।
তাঁহাদিকে দর্শন করি নৃপবর।
কৌতূহল পরবশ হইয়া সত্বর।।
জিজ্ঞাসা করেন নৃপ বিনয় বচনে।
আপনারা কেবা কহ আমার সদনে।।
কি মানসে হেথা সবে কৈলে আগমন।
মনের বাসনা কিবা করহ বর্ণন।।
রাজার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
শ্বেতবর্ণ ব্যক্তি কহে মধুর বচনে।।
বলি শুন বৎস এবে আমার বচন।
তোমার জনক আমি নহি অন্য জন।।
মহাখ্যাতি ছিল মম অবনী ভিতরে।
বংশের মর্য্যাদা ছিল খ্যাত চরাচরে।।
যেই যেই কাজ আমি করেছি সাধন।
সুখ্যাতি তাহাতে আমি করেছি অর্জ্জন।।

তারপর আমি আর জনক আমার।
ব্রহ্মহত্যা করি দোঁহে শুন গুণাধার।।
সেই হেতু দুই জনে মহাপাপী হই।
পূর্ব্বকথা কহিলাম বৎস তব ঠাঁই।।
মম পিতামহ ছিল খ্যাত অধীশ্বর।
কুৎসিত আচারে তিনি ছিলেন তৎপর।।
পূর্ব্বজন্মে বহু ঋষি করেন হনন।
এহেতু মলিন হন জানহ রাজন।।
কাজে কাজে তিন জনে নরক ভিতরে।
নিমগ্ন হইনু মোরা কহিনু তোমারে।।
মোরা ছিনু বহুদিন নরক ভিতর।
করিলে উদ্ধার তুমি ওহে গুণধর।।
তোমা হতে তিনজনে লভিনু উদ্ধার।
আসিয়াছি তাই মোরা নিকটে তোমার।।
গয়াধামে পিণ্ড তুমি করিলে প্রদান।
ইহার মাহাত্ম্য বল কি করি বর্ণন।।
ইহার প্রসাদে পেতে পারি ইন্দ্রাসন।
বলিব অধিক কিবা শুনহ নন্দন।।
তর্পণ করেছ তুমি এই তীর্থ ধামে।
ইহার মাহাত্ম্য শুন কহি তব স্থানে।।
পিতৃলোকে মোরা সবে করিব গমন।
রহিব পরম সুখে তথা সর্ব্বক্ষণ।।
মম পিতা পিতামহ আছেন দাঁড়ায়ে।
কর্ম্মফলে ছিল সবে বিষম নিরয়ে।।
কর্ম্মফলে দুরগতি লভেছ বিস্তর।
সে যাতনা কি বলিব ওহে বংশধর।।
ব্রহ্মঘ্নের পুত্র বলি সকলে আমারে।
অবজ্ঞা করিত বৎস নরক ভিতরে।।
তব দত্ত পিণ্ড পেয়ে এবে তিনজন।
উদ্ধার হইনু মোরা শুনহ নন্দন।।
দুর্গতি মোচন বৎস হল এতদিনে।
প্রকৃত তনয় তুমি জানিলাম মনে।।
তোমা হতে হৈল এবে মহা উপকার।
আসিয়াছি এই হেতু নিকটে তোমার।।
তোমার বদন পদ্ম করিব দর্শন।
মনে মনে সবে মোরা করি আকিঞ্চন।।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা সরল হৃদয়ে।
এখন যাইব মোরা সুখের আলয়ে।।
তুমি যেই শ্রাদ্ধ আর করিলে তর্পণ।
তার ফল ভোগ এবে করি তিনজন।।
পুত্র তুমি ধন্য ধন্য এতিন ভুবনে।
আসিয়াছি গয়াতীর্থে এই যে কারণে।
গয়াতীর্থে আগমন অতীব দুর্লভ।
ইথে পিণ্ডদান নহে কখন সুলভ।।
ভাগ্যবশে পিণ্ডদান ঘটে এইখানে।
সৌভাগ্য বশেতে নর আসে এই ধামে।।
তুমি বৎস এই স্থানে করি আগমন।
করিয়াছ পিণ্ডদান আর যে তর্পণ।।
তোমার পুণ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
ধন্য ধন্য তুমি বৎস এতিন সংসারে।।
অহরহ গদাপাণি দেব নারায়ণ।
বিরাজিত এইস্থানে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
সেইহেতু গয়াতীর্থ আখ্যান ইহার।
তব পাশে কহিলাম ওহে গুণাধার।।
সেই নারায়ণে তুমি সদা সর্ব্বক্ষণ।
প্রাণ ভরে দুনয়নে করিছ দর্শন।।
অতএব ধন্য তুমি জগত সংসারে।
তোমার পুণ্যের সীমা কেবা দিতে পারে।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
একমনে গদাধরে করহ স্তবন।।
তাঁহার প্রসাদে হবে পূর্ণ মনোরথ।
অবশ্য লভিবে পুত্র অতি মহারথ।।
এত বলি পিতৃগণ হন তিরোধান।
পিতৃলোকে চলে যান চড়িয়া বিমান।।
পিতার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
আনন্দে পুরিত হয় নৃপতির মন।।
একমনে করযোড় করি তারপর।
গদাধরে করে স্তব কোথা হে ঈশ্বর।।

বিবুধগণের স্তুত্য যেই মহোদয়।
ক্ষমাশীল দুঃখহারী সদা শুভময়।।
ক্ষুভিত জনের দুঃখ যেইজন হরে।
অসুরান্তকারী যিনি এ ভব সংসারে।।
যাঁহার পবিত্র নাম করিলে স্মরণ।
সকল অশুভ দূর হয় সেইক্ষণ।।
প্রেম ভরে তারে আমি প্রনিপাত করি।
কোথায় হে দয়াময় বিপদ কাণ্ডারী।।
পুরাণ পুরুষ যিনি অতীব বিমল।
সকল লোকের গতি খ্যাত চরাচর।।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে বিক্রম যাঁহার।
প্রকাশ পায় যত এতিন সংসার।।
ধরণী উদ্ধার করে যেই মহাত্মন।
সদাহৃদে ভাবি আমি তাঁহার চরণ।।
বিশুদ্ধ স্বভাব যিনি জগত মাঝারে।
বিবিধ বিভবে সঙ্গ হইয়া বিহারে।।
লক্ষ্মী সমন্বিত যিনি সদা সর্ব্বক্ষণ।
নির্ম্মল নিষ্পাপ ধরাপতি বিচক্ষণ।।
সকালে যাঁহার স্তব করে নিরন্তর।
তাঁহারে প্রণামি আমি তিনি গদাধর।।
যাহারে প্রণাম কৈলে নিত্য সুখ হয়।
সাধুগণ যেই প্রভু সতত জপয়।।
যার পাদপদ্ম সদা সুরগণ সেবে।
সতত পূজন করে অসুরেরা সবে।।
কেয়ূর অঙ্গদ হার আদি বিভূষণ।
নিয়ত যাঁহার অঙ্গে হয়েছে শোভন।।
যেই দেব সদা থাকে সাগরে শয়ান।
গয়াক্ষেত্রে সেই দেব সদা বিদ্যমান।।
চক্রপাণি গদাধর দয়ার আকার।
তাঁহার চরণে নতি করি নিরন্তর।।
প্রণাম তাঁহারে যদি করে ভক্তিভরে।
মহাসুখ পায় সেই থাকিয়া সংসারে।।
সুখের ইয়ত্তা তার কভু নাহি হয়।
অতএব কোথা প্রভু ওহে দয়াময়।।
সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ ধরে যেইজন।
ত্রেতায় অরুণবর্ণ করেন ধারণ।।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ পীতবর্ণ কলিকালে।
সেইদেব বন্দী সদা আনন্দ অন্তরে।।
চতুর্ম্মুখ রূপে যিনি করেন সৃজন।
বিষ্ণুরূপে যিনি বিশ্ব করেন পালন।।
সেইজন রুদ্ররূপে করেন সংহার।
সেইদেব গদাধর সার হতে সার।।
সত্ত্ব রজঃ তম এই তিনগুণ হতে।
বিশ্বের উদ্ভব হয় বিদিত জগতে।।
গদাধর সেই তিন করেন ধারণ।
তাঁহা হতে গুণত্রয় হয় উৎপাদন।।
প্রত্যক্ষ নেহারি এই সংসার সাগর।
সদা ভাবিতেছে ইথে ওহে গদাধর।।
সংযোগ বিয়োগ রূপ নক্র ভয়ঙ্কর।
সতত ঘেরিয়া আছে সংসার সাগর।।
বিপন্ন হয়েছি ইথে ওহে ভগবান্।
কাণ্ডারী ইহাতে প্রভু হও হে এক্ষণ।।
উদ্ধার করহ মোরে কৃপাদৃষ্টি করে।
পোতসম হও প্রভু সাগর মাঝারে।।
তিনমূর্ত্তি ধর তুমি ওহে ভগবান্।
নিজশক্তি বলে বিশ্ব করেছ সৃজন।।
প্রণমি তোমার পদে ওহে দয়াময়।
করুণা কটাক্ষ কর হইয়া সদয়।।
যজ্ঞ মূর্ত্তি ধরি তুমি বিশ্বের মাঝারে।
দেবগণে পালিতেছ কৃপাদৃষ্টি করে।।
মনোরথ পূর্ণ প্রভু করহ আমার।
তোমার চরণে নতি করি বারবার।।
রাজার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ।
গদাধর পরিতুষ্ট হলেন তখন।।
আবির্ভূত হন আসি গরুড় বাহনে।
আহা মরি কিবা রূপ না যায় বর্ণনে।।
পীতবাস পরিধান অতি মনোহর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভে কলেবর।।

রাজার নিকটে আসি দিয়া দরশন।
গভীর স্বরেতে প্রভু কহেন তখন।।
তব স্তুতি শুনি তুষ্টি লভিনু অন্তরে।
তব সম ভক্ত নাহি হেরি চরাচরে।।
সন্তুষ্ট হইল তাহে আমার হৃদয়।
আসিয়াছি সেই হেতু ওহে মহোদয়।।
বরদান হেতু এবে মম আগমন।
কিবা বাঞ্ছা কর হৃদে কহ নৃপোত্তম।।
প্রভুর এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
করযোড়ে কহে রাজা বিনীত বচনে।।
যদি তুষ্ট হয়ে থাক ওহে দয়াময়।
মনের বাসনা মম পূর্ণ যেন হয়।।
সদ্‌চিত্ত পুত্র এক যেন লাভ করি।
এই ভিক্ষা দেহ প্রভু ভবের কান্ডারী।।
এতেক রাজার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে কহে দেব জনার্দ্দন।।
নৃপবর বলি শুন বচন আমার।
বিচক্ষণ তুমি অতি গুণের আধার।।
গয়াতীর্থ মহাক্ষেত্র অবনী মাঝারে।
তুমি নৃপ আসিয়াছ ভকতির ভরে।।
এইস্থানে পিণ্ড তুমি করেছ অর্পণ।
যথাবিধি পিতৃগণে করেছ তর্পণ।।
বাঞ্ছা তব তাহাতেই হয়েছে সফল।
অচিরে লভিবে তুমি বিজ্ঞ পুত্রবর।।
পিতৃগণ মহাপ্রীত তোমার উপরে।
পুত্রলাভ সেই হেতু হইবে অচিরে।।
আর কি মনেতে বাঞ্ছা বলহ রাজন।
যা মাগিবে দিব তাহা আমার বচন।।
এতেক বচন শুনি কহে নরপতি।
ওহে প্রভু কি বলিব অগতির গতি।।
ধ্যানে নাহি যাঁরে পায় যত যোগীজন।
যাঁহার স্বরূপ চিন্তা করে সুরগণ।।
সেই চিন্তামণি ধন সম্মুখে আমার।
ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল কিবা আছে তার।।

আর কোনবার মম নাহি প্রয়োজন।
তোমার চরণে যেন সদা থাকে মন।।
তবপদে থাকে যেন নিয়ত ভকতি।
অন্তকালে পাই যেন পরমা সুগতি।।
স্থান পাই অন্তেযেন তোমার চরণে।
ওহে প্রভু এই ভিক্ষা তোমার সদনে।।
এত বলি নরপতি করেন প্রণাম।
তথাস্তু বলিয়া হরি হন অন্তর্ধান।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
সেই ফলে পুত্র লাভ করিল রাজন।।
নরপতি দান ধ্যান করিল বিস্তর।
স্থাপন করিল শিবলিঙ্গ বহুতর।।
দেবদেবী মূর্ত্তি কত প্রতিষ্ঠা করিল।
রাজার যশেতে দিক্ দিগন্ত পূরিল।।
শিবলিঙ্গ সংস্থাপন ফলে নরপতি।
অন্তকালে লভিলেন পরমা সুগতি।।
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিবেন সাধুগণ হয়ে ভক্তিমান।।

শিব লিঙ্গ বর্ণন

ভক্তিকথা বিধিসুত করেন প্রকাশ।
তাহাতে পুরয়ে যত ঋষি অভিলাষ।।
ঋষিদের অভিলাষ করিয়া শ্রবণ।
পুনশ্চ বলিতে থাকে বিধির নন্দন।।
বহুসংখ্য স্বর্ণদানে যেই ফল হয়।
শিবলিঙ্গ স্থাপনেতে সে ফল নিশ্চয়।।
কিবা নারী কিবা নর যেই কোনজন।
কিবা যতী কিবা ক্লীব ওহে ঋষিগণ।।

যেইজন শিবলিঙ্গ করয়ে স্থাপন।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় তাহার কখন।।
ভূমিদানে স্বর্ণদানে যেই ফল হয়।
গন্ধ দিলে মহেশ্বরে সে ফল নিশ্চয়।।
নমস্কার করে যেই দেব মহেশ্বরে।
সর্ব্বকাম সিদ্ধ তার জানিবে অন্তরে।।
ঘৃত দ্বারা মহেশ্বরে স্নান করাইলে।
রুদ্রলোকে যায় সেই শিবের গোচরে।।
চৌষট্টি হাজার ধেনু করিলে প্রদান।
যেই ফললাভ করে সেই পুণ্যবান।।
ক্ষীরদ্বারা মহেশ্বরে স্নান করাইলে।
সেই ফললাভ সেই করে কুতূহলে।।
পক্ষে পক্ষে একবার করিলে ভোজন।
কিম্বা মাসে তিনবার করিলে অশন।।
যেই ফল লাভ করে সেই সাধুমতি।
উদক স্বপনে তাহা জানিবে সুমতি।।
শত সহস্রেক ধেনু করিলে অর্পণ।
যেই ফললাভ করে সেই সাধুজন।।
সেইফল পুষ্পদানে হইবে নিশ্চয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
করবীর অর্ক পদ্ম বিল্ব পত্র আর।
ধুস্তুর কুসুম বক পুণ্যের আধার।।
এই সব পুষ্প শিবে করিবে প্রদান।
অত্যুত্তম ফল ইথে ওহে মুনিগণ।।
শ্রাবণে উৎপল দিবে পদ্ম ভাদ্রমাসে।
আশ্বিনেতে অপামার্গ দিলে প্রেমবশে।।
সহস্র করবী হতে উৎপল প্রধান।
সহস্র উৎপল এক অর্কের সমান।।
সহস্র পদ্মরাগেতে যেইফল হয়।
একমাত্র বকে তাহা জানিবে নিশ্চয়।।
বক হতে শ্রেষ্ঠ পুষ্প আর কিছু নাই।
বলিয়াছে নিজে ইহা মহেশ গোঁসাই।।
সহস্র জাতীয় চেয়ে চম্পক প্রবর।
ধুস্তুর চম্পক হতে শ্রেষ্ঠ বহুতর।।

সিন্ধুপুষ্প শ্রেষ্ঠ হয় ধুস্তুর হইতে।
পুন্নাগ তাহার শ্রেষ্ঠ জানিবেক চিতে।।
পুন্নাগ সহস্রে শ্রেষ্ঠ বিল্বপত্র হয়।
পরম তুষ্ট ইহাতে শঙ্কর নিশ্চয়।।
যেই সব পুষ্প আমি করিনু কীর্ত্তন।
অভাবে ইহার পত্র করিবে অর্পণ।।
এইসব পুষ্প পত্র করিলে প্রদান।
দুর্গতি তাহার ছাড়ি করয়ে প্রস্থান।।
শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হয়ে যেইজন।
শিবের উদ্দেশ্যে দীপ করয়ে অর্পণ।।
অশ্বমেধ হতে ফল দ্বিগুণ সে পায়।
ধূপদানে রুদ্রলোকে সেই সাধু যায়।।
এত শুনি ব্যাস কহে ওহে মতিমান।
কিসে তুষ্ট হন শিব কহ ভক্তিমান।।
সনৎ কুমার কহে শুনহ বচন।
নন্দীমুখে পূর্ব্বে যাহা করেছি শ্রবণ।।
মহেশ্বর বলেছিল পার্ব্বতী সকাশে।
আমার লিঙ্গ যেজন স্থাপে ভক্তিবশে।।
সদারম্য তার গৃহ কৈলাস সমান।
তুমি আমি দোঁহে তথা করি অধিষ্ঠান।।
আমারে উদ্দেশ্য করি যেই কোনজন।
ধেনুদান করে কিম্বা হিরণ্য অর্পণ।।
কামদুঘা ধরা দান করে সেই জনে।
কহিলাম সত্য প্রিয়ে তোমার সদনে।।
বৃষদান অন্নদান অথবা কৃশর।
আমার উদ্দেশ্যে দেয় যেই কোন নর।।
বৃষযুক্ত রথে সেই কৈলাসেতে যায়।
বিনাশ নাই তাহার কহিনু তোমায়।।
নানাবিধ উপচার দিয়া ভক্তিভরে।
মোরে যেই পূজে গীত বাদ্য সহকারে।।
সেইজন ব্রহ্মালোকে করয়ে গমন।
অর্চ্চনা করে তাহারে ব্রহ্মবাদিগণ।।
অগ্নিষ্টোম যন্ত্রদ্বারা আমারে পূজিলে।
যক্ষগুরু হয় সেই নিজ বীর্য্য বলে।।

গন্ধ অনুলেপনাদি মাল্য ও স্নপন।
ইত্যাদিতে মম পূজা করিলে সাধন।।
মম পার্শ্বচর হয় সেই সাধুমতি।
তব পাশে কহিলাম শুন গো পার্ব্বতী।।
স্বর্ণ রৌপ্য দিয়া লিঙ্গে পূজে যেইজন।
রুদ্রলোকে যায় সেই আমার বচন।।
গাণপত্য পায় সেই নাহিক সংশয়।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
স্বপনে দ্বিগুণ তার জানিবে নিশ্চয়।
আর যাহা বিধি লভ্য শুন মহাশয়।।
গন্ধোদক পঞ্চগব্য কর্পূর অর্পিলে।
ফল হয় চারিগুণ জানিবে অন্তরে।।
ক্ষীরস্থানে পঞ্চ শত ফল লাভ হয়।
কপিলার দুগ্ধ দিলে দ্বিগুণ নিশ্চয়।।
মাল্য দিয়া গীতবাদ্যে করিলে পূজন।
সেই রুদ্রলোকে যায় আমার বচন।।
গাণপত্যে তারে আমি নিয়োজিত করি।
তব পাশে বলিলাম শুনগো সুন্দরী।।
অগুরু অর্পিলে মোরে যেই ফল হয়।
চন্দনে দ্বিগুণ তার জানিবে নিশ্চয়।।
গুগগুল ও কৃষ্ণসার ঘৃতযুক্ত করি।
আমারে যে জন দেয় শুনগো সুন্দরী।।
নন্দীসম হয় সেই আমার বচন।
আমার দক্ষিণা মূর্ত্তি করিলে অর্চ্চন।।
স্কন্দসম হয় যেই জানিবে অন্তরে।
কৈলাসেতে থাকে সেই আমার গোচরে।।
যতরূপ চরু আছে শাস্ত্রের প্রমাণ।
যাবকান্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহি তব স্থান।।
যাবকান্ন মমোদ্দেশে করিলে অর্পণ।
তার প্রতি পরিতুষ্ট যত পিতৃগণ।।
ঘৃতে অভিষেক মোরে যেই জন করে।
যমভয় নাহি থাকে তাহার অন্তরে।।
গাণপত্য লাভ করে সেই সাধুজন।
আমার উদ্দেশ্যে দীপ করিলে অর্পণ।।

রুদ্রসম হয়ে সেই বৃষ আরোহণ।
সদা করে বিচরণ আনন্দিত মন।।
অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী এই দুইদিনে।
যেজন আমারে অর্চ্চে ঐকান্তিক মনে।।
অনিয়ম যুত যদি হয় সেইজন।
কিম্বা যদি হয় ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ।।
ব্রহ্মচারী হয়ে সেই বিহঙ্গ সমান।
সর্ব্বভূত সমাদৃত হয় সর্ব্বস্থান।।
স্বর্গধামে যায় সেই ত্যজি কলেবর।
স্বচ্ছন্দে বসতি করে সেই সাধুনর।।
মম নাম শুনি যদি ভক্তি করে মনে।
গাণপত্য দিই তারে ওগো বরাননে।।
মম অভিপ্রেত স্থান যথা যথা হয়।
সেই জন তথা থাকে জানিবে নিশ্চয়।।
নাহি থাকে মৃত্যু ভয় তাহার কখন।
আরো এক কথা প্রিয়ে করহ শ্রবণ।।
বাসনা ত্যজিয়ে যেই একমন হয়ে।।
কায়মনে মোরে পূজে একান্ত হৃদয়ে।
প্রলয় অবধি সেই স্বর্গপুরে রয়।
আমার বচন ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
সত্যসন্ধ জিতেন্দ্রিয় হয়ে সেইজন।
একমনে মোরে করে নিত্য দরশন।।
কোটি শত যুগে তার নাহিক সংশয়।
নির্ব্বাণ মুকতি পায় জানিবে নিশ্চয়।।
শুন শুন মম বাক্য কমললোচনে।
লিঙ্গোপরি মম পূজা করিলে যতনে।
সর্ব্বজন পূজা তাহে হয় সুসাধন।
জরামৃত্যু শূন্য হয় সেই সাধুজন।।
মাল্যগন্ধ ধূপ বস্ত্র ইত্যাদি অর্পিয়ে।
যেজন আমারে পূজে একান্ত হৃদয়ে।।
গাণপত্য তারে আমি করি সমর্পণ।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
একরাত্রি উপবাস করিয়া বিধানে।
যেই জন মোরে পূজে অতীব যতনে।।

পুণ্ডরীক ফল পায় সেই মহামতি।
স্বর্গেতে বিপুল ফল লভয়ে পার্ব্বতী।।
পবিত্র হইয়া যেই ভক্তি সহকারে।
স্থাপন করিয়া পরে পুজয়ে আমারে।।
তিনলোক অতিক্রম করি সেইজন।
রুদ্রলোক মনসুখে করয়ে গমন।।
সাংখ্যযোগ বিশারদ অনুগত জন।
মদীয় লোকেতে সুখে করয়ে গমন।।
দেবগণ মোরে নাহি দেখিবারে পায়।
যোগীগণ ধ্যানে দেখে কহিনু তোমায়।।
চরাচর সর্ব্বভুত বিনাশিত হয়।
আমার ভক্তের কিন্তু নাহি হয় ক্ষয়।।
যত কিছু তীর্থ আছে ধরণী মাঝারে।
আমার পদেতে সব জানিবে অন্তরে।।
পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া আমারে।
যেজন অর্চ্চনা করে হৃদিশুদ্ধ করে।।
মূর্ত্তিমান হই আমি তাহার গোচর।
প্রসন্ন সতত রহি তাহার উপর।।
সর্ব্বভূতে মোরে যেই করে দরশন।
আমাতে ব্রহ্মাণ্ড যেই করে নিরীক্ষণ।।
তাহার বিনাশ নাই জানিবে কখন।
তাহার নিকটে থাকি সদা সর্ব্বক্ষণ।।
মনবুদ্ধি সমর্পণ করি মনোপরে।
যেইজন চিন্তে মোরে একান্ত অন্তরে।।
আমার প্রসাদে তার পাপ ক্ষয় পায়।
কহিলাম তত্ত্বকথা পার্ব্বতী তোমায়।।
যে কোন অবস্থাগত হয়ে অনুরাগ।
আমারে স্মরিলে তারে নাহি করি ত্যাগ।।
রুদ্রলোকে যায় সেই আমার বচন।
বৃষধ্বজ মূর্ত্তি সদা করে দরশন।।
যড়ঙ্গ যোগেতে মোরে অর্চ্চনা করিলে।
প্রবেশে সেজন দেবি আমার শরীরে।।
ধুস্তর চম্পক বক বিল্বপত্র আর।
করবীর আদি করি বিবিধ প্রকার।।

এই সব পুষ্পে মোরে পূজে যেইজন।
গাণপত্য তারে আমি করি সমর্পণ।।
উগ্রমূর্ত্তি মম গণ পুজে সেই জনে।
কহিলাম তব পাশে কমল আননে।।
ধুস্তুর সবার শ্রেষ্ঠ পুষ্পের মাঝার।
উহাতে পরম তুষ্ট হৃদয় আমার।।
একমনে মম পূজা করে যেইজন।
মমতুল্য হয় সেই আমার বচন।।
কুত্রাপি তাহার গতি রুদ্ধ নাহি হয়।
বায়ুর সমান গতি লভয়ে নিশ্চয়।।
নিত্য নিত্য মোর সেবা করে যেইজন।
মনোবাঞ্ছা হয় তার সকলি পূরণ।।
কহিলাম যাহা যাহা ওগো বরাননে।
যদ্যপি এসব কেহ পড়ে একমনে।।
অথবা অনিচ্ছাবশে করে অধ্যয়ন।
রুদ্রলোকে যায় সেই আমার বচন।।
এত শুনি ব্যাস আদি যত ঋষিগণ।
আবার জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন্।।
বিস্তারি সকল কহ সবার সদনে।
কিসে প্রীতি মহেশ্বর লভে নিজমনে।।
কিরূপ কুসুম হয় অতি প্রীতিকর।
পরিমাণ কিবা তার কহ অতঃপর।।
ধূপের বিধান বল ওহে মহাত্মন্।
উপাসনা কিবা রূপ করহ কীর্ত্তন।।
বিধিসুত এত শুনি সুমধুর স্বরে।
কহিলেন শুন শুন বলি সবাকারে।।
একদিন মহেশ্বরী বিনীতা বচনে।
এইকথা জিজ্ঞাসিল মহেশ সদনে।।
তাহা শুনি হাস্য করি দেব পঞ্চানন।
কহিলেন শুন প্রিয়ে করিব কীর্ত্তন।।
অত্যুত্তম প্রশ্ন তুমি করিয়াছ মোরে।
ভক্তগণে কৃপা হেতু বলিব তোমারে।।
রক্ত পীত শ্বেত কিম্বা যেই পুষ্প হয়।
দুর্গন্ধ না হবে কিছু জানিবে নিশ্চয়।।

উগ্রগন্ধ নাহি হবে ওগো বরাননে।
গন্ধহীন নাহি হবে কহি তব স্থানে।।
এইরূপ ফুলে মোর করিবে পূজন।
অতঃপর বলি যাহা করহ শ্রবণ।।
সকল দ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ প্রধান।
আমার উদ্দেশ্যে তাহা করিলে প্রদান।।
সেইজন মম লোকে অন্তকালে যায়।
অপ্সরা সহিতে তথা হরিষে বেড়ায়।।
অযুত বরষ তথা রহে সেইজন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
দ্রোণপুষ্প কুন্দপুষ্প বিল্বপত্র আর।
ইহাতে যেজন পূজা করয়ে আমার।।
সুবর্ণ পূজন ফল সেইজন পায়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমায়।।
কিংশুক কুসুমে কিম্বা উজ্জময় ফুলে।
যেজন আমারে পূজে মন কুতূহলে।।
সুবর্ণ পূজন ফল লভে সেইজন।
কোটি বর্ষ রহে সেই কৈলাস ভবন।।
ঘৃতাভাবে তৈল দীপ যেই করে দান।
শিববৎ সদা ভ্রমে সেই মতিমান্।।
মদীয় মন্দির যেই করে সম্মার্জ্জন।
শতগুণ ফল পায় সেই মহাজন।।
অনুলেপনে সহস্রগুণ ফল হয়।
ধূপে তার শতগুণ জানিবে নিশ্চয়।।
সাধারণ পুষ্পে মোরে করিলে পূজন।
দশ স্বর্ণ সম ফল লভে সেইজন।।
চন্দনেতে অনুলেপ করিলে প্রদান।
ঘৃতসহ মিশাইবে সেই মতিমান।।
ক্ষীর দ্বারা মমলিঙ্গ স্নান করাইবে।
কিবা দেব নর ইথে সুফল লভিবে।।
যক্ষ রক্ষ নাগ পিতৃ গন্ধর্ব্ব নিকর।
ইহাদের হিত হেতু জগত ভিতর।।
তোমার নিকটে সব করিনু কীর্ত্তন।
যেইজন এইরূপে করয়ে পূজন।।
আমার সমান হয় সেই সাধুমতি।
নন্দীগণ আদিসহ রহে নিরবধি।।
এতবলি বিধিসুত যত ঋষিগণে।
সম্বোধিয়া কহিলেন মধুরবচনে।।
অধিক বলিব কিবা তাপস নিকর।
নিত্যপাঠ করে যেই হয়ে একান্তর।।
অথবা শ্রবণ করে ভকতির ভরে।
নিষ্পাপী হইয়া যায় কৈলাস নগরে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।।

মাস ও দিন বিশেষে উপবাসের ফল বর্ণন

শুনি বিধিসুত কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ফলে ভূঞ্জায় পরাণ।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে যত ঋষিগণ।
উপবাসবিধি কহ ওহে মহাত্মন।।
এতশুনি বিধিসুত কহে ধীরে ধীরে।
উপবাস বিধি শুন কহি সবাকারে।।
পার্ব্বতী সকাশে দেব দেব পঞ্চানন।
বলেছিল যেইরূপ করিব বর্ণন।।
পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া দেব পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওগো ভগবতী।।
উপবাসে সেই ফল করিব বর্ণন।
স্বর্গ মোক্ষ হয় ইথে শাস্ত্রের বচন।।
উপবাস সুপ্রশস্ত যেই যেই দিনে।
বলিতেছি শুন তাহা তোমার সদনে।।
পঞ্চমী পূর্ণিমা কিম্বা ষষ্ঠীর দিবসে।
যেইজন দিনপাত করে উপবাসে।।

ধনবান পুণ্যবান সেইজন হয়।
বিদ্যাবান হয় সেই নাহিক সংশয়।।
নবমীতে একবেলা করিয়া ভোজন।
যেজন বিধানে করে দিবস যাপন।।
সুন্দর মুরতি ধরে সেই গুণাধার।
ধনে পরিপূর্ণ হয় তাহার আগার।।
দ্বাদশীতে হৃদিশুদ্ধ হয়ে যেইজন।
বিধানে মদীয় লিঙ্গে করয়ে পূজন।।
ধনবান জ্ঞানবান সেই জন হয়।
কৃষি ভাগী হয় সেই নাহিক সংশয়।।
বর্ষাবধি অমাবস্যা দিনে যেইজন।
উপবাস করি করে দিবস যাপন।।
লক্ষবর্ষ স্বর্গলোকে সেইজন রয়।
ভোগ অন্তে ধনী গৃহে জনমে নিশ্চয়।।
বর্ষাবধি মাসে মাসে যেই কোনজন।
বিধানে ত্রিরাত্র ব্রত করয়ে সাধন।।
বিমানে চড়িয়া সেই সুরপুরে যায়।
অপ্সরাগণের সহ আনন্দে বেড়ায়।।
আমার উদ্দেশ্যে সেই কার্ত্তিক মাসেতে।
প্রদীপ প্রদান করি যথা বিধানেতে।।
একভক্ত হয়ে দিন করয়ে যাপন।
দুগ্ধমাত্র পান করে করিয়া সংযম।।
মাস অন্তে মোর পূজা করিয়া বিধানে।
ভোজন করায় যত সাধু দ্বিজগণে।।
দক্ষিণা শকতি মত করে সমর্পণ।
কামচারী হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
দুঃখের কর্ণিকা তার না রহে অন্তরে।
অন্তকালে যায় সেই অমর নগরে।।
দিব্যবর্ষ সহস্রেক সেই স্থানে রয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
একভক্ত হয়ে যদি রহে পৌষ মাসে।
মাস অন্তে মোরে পূজে অশেষ বিশেষে।।
বিপ্রগণে অন্নপান করে সমর্পণ।
দক্ষিণা শকতি মত দেয় যেইজন।।

হংস সারসাদি যুক্ত বিমানে চড়িয়ে।
স্বর্গলোকে যায় সেই আনন্দ হৃদয়ে।।
দিব্যবর্ষ সহস্রেক সেই স্থানে রয়।
তাহারে বন্দনা করে দেবতা নিচয়।।
জাতিস্মর হয়ে সেলভয়ে জনম।
মহাধনে ধনবান হয় সেইজন।।
মাঘমাসে মোরে চিন্তা করিয়া অন্তরে।
যেইজন একবেলা উপবাস করে।।
সেইজন স্বর্গধামে করয়ে গমন।
বহুবর্ষ তথা গিয়া করে বিচরণ।।
একভক্ত হয়ে যদি রহে ফাল্গুনেতে।
মাস অন্তে পূজে মোরে ঐকান্তিক চিতে।।
বিপ্রগণে অন্নপান করে বিতরণ।
সাধ্যমতে দক্ষিণাদি করে সমর্পণ।।
বরুণ লোকেতে যায় সেই সাধুমতি।
বহুবর্ষ সেই পুরে করে নিবসতি।।
বৈশাখ মাসেতে যেই একভক্ত হয়ে।
দিনপাত করে সুখে সানন্দ হৃদয়ে।।
মাস গতে মোরে পূজি যত দ্বিজগণে।
ভোজন করায়ে দেয় দক্ষিণা বিধানে।।
সেই জন স্বর্গলোকে করয়ে গমন।
ভোগশেষে ধনীগৃহে লভয়ে জনম।।
জ্যৈষ্ঠমাসে একভক্ত হইয়া থাকিলে।
অখিল পাতকে মুক্ত হয় অবহেলে।।
ভ্রূণহত্যা ব্রহ্মহত্যা পাপনাশ হয়।
মাসগতে মোরে কিন্তু পূজিবারে হয়।।
বিপ্রগণে পরিতৃপ্ত করিবে যতনে।
ভববন্ধ ঘুচে তার কহি তব স্থানে।।
একবিংশবার সেই জাতিস্মর হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়।।
আষাঢ়ে অষ্টমীদিনে একভক্ত হয়ে।
শৃঙ্গটিকে মম লিঙ্গ সন্নিধানে গিয়ে।।
শিব আরাধনা করে যেই সাধুজন।
পুণ্যফলে যায় সেই অমর ভবন।।

শ্রাবণেতে একাহারী হইয়া থাকিলে।
মাসগতে মোর পূজা বিধানে করিলে।।
বিপ্রগণে অন্ন পান করিলে প্রদান।
দক্ষিণা শকতি তুল্য যদি করে দান।।
অযুত বরষ সেই রহে স্বর্গপুরে।
পিতৃগণ তুষ্ট থাকে তাহার উপরে।।
এইভাবে ভাদ্রমাস করিলে যাপন।
লক্ষবর্ষ বায়ুলোকে রহে সেইজন।।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মে তারপর।
বলিনু নিগূঢ় কথা সবার গোচর।।
একভক্ত হয়ে যদি আশ্বিনেতে রয়।
মাসান্তে পূজয়ে হয়ে একান্ত হৃদয়।।
তিনগুণ ফল পায় রাজসূয় হতে।
ষাইট হাজার বর্ষ রহিবে স্বর্গেতে।।
তারপর ধনীগৃহে লভয়ে জনম।
মেধাবান্ বীর্য্যবান্ হয়ে সেইজন।।
চাতুর্ম্মাস্য যথাবিধি করিলে সাধন।
ভক্তিভরে মম লিঙ্গ করিলে পূজন।।
অযুত বরষ রহে অমর ভবনে।
দেবগণ সহ থাকে পুলকিত মনে।।
গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করে যেইজন।
বর্ষাকালে বর্ষাজলে রহে সর্ব্বক্ষণ।।
হিংসা নাহিক রাখে আপন অন্তরে।
অযুত বরষ সেই থাকে স্বর্গপুরে।।
ভোগ শেষে ধনী গৃহে লভয়ে জনম।
রোগহীন দীর্ঘজীবী হয় সেইজন।।
দ্বাদশ বরষ কাল একাহারে থাকি।
আমায়ে পূজয়ে যেই ভক্ত মহামতি।।
সর্ব্ব যজ্ঞফল পায় সেই সাধুজন।
বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভবন।।
ভোগ অন্তে উচ্চকুলে লভয়ে জনম।
রোগহীন দীর্ঘ আয়ু হয় সেই জন।।
ব্রাহ্মণে অথবা দেবে দীপদান দিলে।
সেজন আমাকে পায় অতি কুতূহলে।।

এত বলি মৌনভাব ধরে পঞ্চানন।
পার্ব্বতী শুনিয়া অতি পুলকিত হন।।
এত শুনি ব্যাস আদি যত ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাত্মন্।।
বিপ্রগণে দান দিলে কিবা ফল হয়।
এইকথা কহ এবে হইয়া সদয়।।
বিপ্রগণে জলদান যে জন করয়।
যমালয়ে জল পায় জানিবে নিশ্চয়।।
ছত্রদান বিপ্রকরে করে যেইজন।
সেজন অবশ্য পায় হর্ম্ম্য মনোরম।।
ধেনুদান বিপ্রগণে যদি কেহ করে।
রূপবান শীলবান হয় সেই নরে।।
বসন দানের ফল ক্ষয় নাহি হয়।
লক্ষবর্ষ স্বর্গপুরে সেইজন রয়।।
কপিলা যদ্যপি দান করে কোন জন।
রোম সংখ্যা বর্ষ রহে অমর ভবন।।
বিপ্র করে কন্যা দানে যেই ফল হয়।
বলিতেছি সেই কথা শুন পরিচয়।।
বহুকাল স্বর্গধামে থাকি সেইজন।
ভোগ অন্তে মহাকুলে লভয়ে জনম।।
শয্যাদান করে যদি ব্রাহ্মণের করে।
ষষ্ঠীবর্ষ সহস্রেক রহে সুরপুরে।।
উপবাস বিধি পূর্ব্বে করেছি কীর্ত্তন।
কহিলাম দান বিধি ওহে ঋষিগণ।।
পর্ব্বে পর্ব্বে এই গ্রন্থ যেই জন পড়ে।
পুণ্যলাভ হয় তার জানিবে অন্তরে।।
তাহার যতেক পাপ বিনাশিত হয়।
রোগ শোক ধ্বংসে হয় নাহিক সংশয়।।
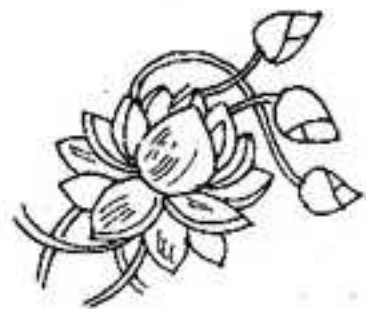
অষ্টমী বিধি

শুনিয়া মঙ্গল বাণী শৌনকাদিগণ।
আরো তত্ত্বকথা কিছু করহ বর্ণন।।
সনৎ কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন।।
সম্বোধিয়া মহেশেরে দেবী ভগবতী।
কহিলেন শুন শুন ওহে পশুপতি।।
যক্ষরক্ষ ধ্বংস কর তুমি ভগবান।
শূলপানি ধনঞ্জয় অরি নিসূদন।।
কন্দর্প প্রমথ পতি ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বির।
ভূতগণ সহ সঙ্গে রহ নিরন্তর।।
ভকত বৎসল তুমি ভকত উপরে।
কিসে তুষ্ট হও তুমি বলহ আমারে।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে কহে দেব পঞ্চানন।।
চতুর্দ্দশী দিনে কিম্বা অষ্টমীর দিনে।
যেইজন ভক্তিযুক্ত হয়ে নিজমনে।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় দৃঢ়ব্রত হয়ে।
আমার অর্চ্চনা করে অনাহারে রয়ে।।
গন্ধ-মাল্য স্নাপনাদি মন্ত্র জপ আর।
এই সব সমর্পিয়া করে নমস্কার।।
ভুমিষ্ঠ হইয়া মোরে করয়ে বন্দন।
গীত বাদ্য করে কত আর যে নর্ত্তন।।
সে পূজা গ্রহণ করি অতীব আদরে।
পরম সন্তুষ্ট থাকি তাহার উপরে।।
ভক্তিহীন হয়ে যদি কোন অভাজন।
ঘৃত আদি দিব্য দ্রব্য করে সমর্পণ।।
সে দ্রব্য অগ্রাহ্য করি জানিবে হৃদয়ে।
বিমুখ সর্ব্বদা আমি তাহার উপরে।।
যথাবিধি মন্ত্র মুখে করি উচ্চারণ।
আমার অর্চ্চনা আদি করিয়া সাধন।।
সেই মন্ত্র পড়ি মোরে করিবে প্রণাম।
বলিতেছি সেই মন্ত্র তব বিদ্যমান।।

"নমোস্তুতে মহাদেব ভক্তানাং ভক্তবৎসল।
অর্দ্ধং মহেশ্বরং রূপং হরেরর্দ্ধকরূপকং।।
দ্বাবেতৌ দেবসংঘাতৌ প্রসীদতাং মমৈকদা।
যোগেশ্বরং নমস্যামি দেবন্তবরদং হরিং।।
ত্রিদশাধিপতিং দেবং শঙ্খ চক্র গদাধরং।
গঙ্গাধরং নমস্যামি দেবং ত্রিভুবনেশ্বরং।।
উমাপতিং নমস্যামি তথা জম্বুপাতং পতিঃ।
দ্বাবেতৌ দেবসংঘাতৌ প্রসীদেতং মমৈকদঃ।।"
এই মন্ত্র পাঠ করি সরল হৃদয়ে।
প্রণাম করিবে মোরে ভক্তি ভাব হয়ে।।
প্রতিদিন যদি ইহা করে অধ্যয়ন।
দিনরাত্রি কৃত পাপ হয় বিমোচন।।
রজঃস্বলা নারী যথা অবস্থিতি করে।
ভুলে ইহা কভু নাহি পড়িবে সে স্থলে।।
কিবা গৃহে কিবা পথে যেই কোনজন।
একমনে এইমন্ত্র করে অধ্যয়ন।।
তাহার উপরে তুষ্ট সদা রহি আমি।
অশুভ না রহে তার জানিবে শিবানী।।
চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে পূজার বিধান।
কহিলাম বিস্তারিয়া তব সন্নিধান।।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।
যা কহিবে তা বলিব স্বরূপ বচন।।
পার্ব্বতী কহে তখন ওহে পশুপতি।
পুনঃপুনঃ তব পদে করিগো প্রণতি।।
নামাষ্টমী বিধি কহ আমার সদনে।
শুনিতে বাসনা বড় হইতেছে মনে।
এত শুনি পশুপতি কহেন তখন।
শুন শুন বরাননে করিব বর্ণন।।
শ্রবণ করিলে ইহা রুদ্রলোকে যায়।
সেই কথা শুন শুন বলিব তোমায়।।
মার্গশীর্ষে অষ্টমীতে একান্ত অন্তরে।
নানাবিধ গন্ধপুষ্পে পূজিয়া আমারে।।
গোমূত্র সেবন করি করিবে যাপন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে সেই সাধুজন।।

এইরূপ পৌষমাসে অষ্টমীর দিনে।
পূজিবেক পশুপতি একান্ত যতনে।।
ঘৃতমাত্র সেই দিন করিয়া সেবন।
যাপন করিবে দিন যেই সাধুজন।।
লভিবে অক্ষয় পুণ্য এভাব করিলে।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু অন্তরে।।
এইরূপ মাঘ মাসে অষ্টমী দিবসে।
পূজিবেক মহেশ্বরে নিয়ম বিশেষে।।
ক্ষীরমাত্র সেইদিন করিয়া সেবন।
উপবাসে পুলকেতে করিবে যাপন।।
ধর্ম্ম লাভ হবে ইথে নাহিক সংশয়।
বর্ণন করিতে তাহা কেবা শক্ত হয়।।
ফাল্গুন মাসেতে পরে অষ্টমী তিথিতে।
মহাদেব পূজিবেক ভক্তিযুত চিত্তে।।
তিলমাত্র সেইদিন করিয়া ভোজন।
জিতেন্দ্রিয় হয়ে কাল করিবে যাপন।।
হইবে পুণ্য যতেক এভাব করিলে।
পারি না বলিতে তাহা তোমার গোচরে।।
তারপর চৈত্রমাসে অষ্টমী পাইয়ে।
মহেশ্বরে পূজিবেক ভুক্তিযুত হয়ে।।
গোময় অশন মাত্র করি সেইদিন।
যাপন করিবে সাধু সুমতি প্রবীণ।।
এইভাবে বৈশাখেতে করিবে পূজন।
যবমাত্র সেইদিন করিবে ভোজন।।
জ্যৈষ্ঠেতে গোময় মাত্র করিয়া আহার।
পূজিবেক একচিত্তে সাধুগুণাধার।।
আষাঢ়েতে এইভাবে করিবে পূজন।
শুধুমাত্র গঙ্গাজল করিবে ভোজন।।
শ্রাবণে লবণোদক পান করি পরে।
অর্চ্চনা করিবে সাধু অতি ভক্তিভরে।।
ভাদ্রমাসে বিল্বপত্র করিয়া সেবন।
একমনে মহেশ্বরে করিবে পূজন।।
তণ্ডুল উদকপান করিয়া আশ্বিনে।
মহেশ্বরে পূজিবেক একান্ত যতনে।।
কার্ত্তিকে পূজিবে পুনঃ দধিপান করি।
হবে ইথে মহাপুণ্য শুনগো সুন্দরী।।
এভাবে দ্বাদশ মাসে পূজার নিয়ম।
যে মাসে যে নামে পূজা করহ শ্রবণ।।
শঙ্কর নামেতে পূজা অঘ্রাণে করিবে।
দেবদেব নামে পৌষে পূজিতে হইবে।।
মহেশ্বর নামে পূজা মাঘ মাসে হয়।
ফাল্গুনে ত্র্যম্বক নাম শাস্ত্রেতে নির্ণয়।।
ভগবান নামে পূজা চৈত্রেতে করিবে।
বৈশাখে পিঙ্গল নামে পূজিতে হইবে।।
দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বলি জ্যৈষ্ঠতে পূজন।
আষাঢ়েতে নীলকণ্ঠ করি উচ্চারণ।।
স্থাণু নামে পূজা পরে করিবে শ্রাবণে।
শম্ভু নামে ভাদ্রমাসে পূজিবে বিধানে।।
আশ্বিনে ঈশ্বর নামে করিবে পূজন।
দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বলি কার্ত্তিকে অর্চ্চন।।
এইভাবে অষ্টমীপূজা যেইজন করে।
গন্ধ মাল্য আদি দেয় ভক্তি সহকারে।।
মহাফল হয় তার শাস্ত্রের বচন।
শাস্ত্রমত তব পাশে করিনু কীর্ত্তন।।
সমাপ্ত করিয়া পূজা ব্রাহ্মণের করে।
সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে অতিব ভক্তিভরে।।
যেই ব্যক্তি এইরূপ করে আচরণ।
সেজন যায় দেহান্তে কৈলাস ভবন।।
অপ্সরাগণের সহ মিলিয়া তথায়।
মনের আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়।।
উদ্বেগ কিছুই তার না রহে অন্তরে।
বৃষ যুক্ত রথে সদা সানন্দে বিহরে।।
পুণ্যফল অবসানে সেই মহাত্মন্।
ধনীর আগারে গিয়া লভয়ে জনম।।
সর্ব্বসুখ ভোগ করে যাইয়া তথায়।
মনের বাসনামত সর্ব্বদ্রব্য পায়।।
বিদ্যাবিশারদ হয় পৃথিবী মাঝারে।
সর্ব্বত্র তাহারে মান্য নরগণ করে।।

দম্ভ মোহ নাহি রহে তাঁহার অন্তরে।
শিবপূজা করে সদা ভক্তি সহকারে।।
এইভাবে সুখে কাল করিয়া যাপন।
দেহ অন্তে পুনঃ যায় অমর ভবন।।
অষ্টমী বিধান এই করিনু কীর্ত্তন।
মহা ফলপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বচন।।
আচরণ করে জীব অতি ভাগ্যবশে।
অধিক বলিব কিবা তোমার সকাশে।।
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে লভয়ে জীব আত্মতত্ত্বজ্ঞান।।

লক্ষ্মণাষ্টমী

পবিত্র তিথির কথা মঙ্গল কারণ।
কহে বিধিসুত শুনে যত ঋষিগণ।।
শ্রবণে বাড়য়ে জ্ঞান হয় ধর্ম্মে মতি।
শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায় হয় কৃষ্ণে রতি।।
লক্ষ্মণ অষ্টমী কথা করিতে শ্রবণ।
জিজ্ঞাসা করিল যত তাপসের গণ।।
তাহা শুনি বিধিসুত কহে মধুস্বরে।
বলিতেছি শুনশুন তোমা সবাকারে।।
বলেছেন মহেশ্বর যেমন যেমন।
সেইকথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
পার্ব্বতীরে সম্বোধিয়া কহে পশুপতি।
লক্ষ্মণ অষ্টমী কথা শুন ভগবতী।।
কার্ত্তিকে অষ্টমী তিথি আসিবে যখন।
ভক্তিভাবে উপবাস করিয়া তখন।।
শিব নামে সযতনে ভজিবে আমারে।
গন্ধ মাল্য ধূপ আদি নানা উপচারে।।

রোচনা শিবের মুখে করিবে অর্পণ।
এরূপে পূজিলে হয় ফল অত্যুত্তম।।
যেইস্থানে যেই নামে করিবে পূজন।
সেইকথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
নখে শিরে পদে আর শঙ্কর নামেতে।
অর্চ্চনা করিবে বিজ্ঞ ভক্তিযুত চিতে।।
রুদ্রনামে জঙ্ঘাদেশে করিবে পূজন।
কটিতে ঈশান নামে করিবে অর্চ্চন।।
ত্র্যম্বক নামেতে মেঢ়ে পূজিতে হইবে।
কপর্দ্দী নামেতে অঙ্গ যতনে পূজিবে।।
শূলপাণি বলি বক্ষে করিবে পূজন।
বৃষধ্বজ নামে চক্ষে করিবে অর্চ্চন।।
ক্ষত্রনামে কক্ষদেশে পূজিতে হইবে।
ত্র্যম্বক নামেতে পরে গ্রীবাতে পূজিবে।।
উমাপতি পশুপতি এই দুই নামে।
পূজিবেক কর্ণদ্বয়ে বিহিত বিধানে।।
ত্রিপুর নামেতে পুনঃ চক্ষুতে পূজন।
ভ্রূমধ্যে শ্মশানবাসী নামেতে পূজন।।
কপালে সতেশ নামে পূজিতে হইবে।
স্মরহর নামে তার চিবুকে পূজিবে।।
হরনামে ওষ্ঠদ্বয়ে করিবে পূজন।
দক্ষযজ্ঞনাশী বলি দন্তেতে অর্চ্চন।।
এইরূপে যথাবিধি নানা উপচারে।
অর্চ্চনা করিবে বিজ্ঞ অতি ভক্তিভরে।।
সমাপ্ত হইলে পরে করি নিমন্ত্রণ।
ভক্তিভরে বিপ্রগণে করায়ে ভোজন।।
জলপূর্ণ তাম্রঘট করিবে অর্পণ।
দক্ষিণা শকতি মত শাস্ত্রের নিয়ম।।
মৃন্ময় পাত্রেতে তিল পুরিয়া যতনে।
করিবেক বিতরণ যত বিপ্রগণে।।
এইরূপে যেইজন করে আচরণ।
শিবলোকে যায় সেই আমার বচন।।
অপ্সরাগণের সহ রহে সেইস্থানে।
সহস্র বরষ দিব্য পুলকিত মনে।।

ভোগ অন্তে পুনরায় ধরাধামে যায়।
বলিষ্ঠ কনিষ্ঠ নয় নাহিক সংশয়।।
সার্ব্বভৌম হয় সেই গিয়া ধরাতলে।
আনন্দে সতত থাকে মন কৌতূহলে।।
লক্ষ্মণ অষ্টমী কথা করিনু কীর্ত্তন।
মহাফল হয় ইথে শাস্ত্রের নিয়ম।।
মনের বাসনা পূর্ণ হয় এই ফলে।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে সকলে।।
ধর্ম্মের কথা পুরাণে অতি মনোহর।
শুনিলে তাহার হয় পবিত্র অন্তর।।

দানধর্ম্ম বিধি

সনৎ কুমার বলে করহ শ্রবণ।
ধর্ম্মকথা শুনিবারে কর যদি মন।।
পুনরায় সম্বোধিয়া দেব পঞ্চানন।
কহিলেন পার্ব্বতীরে করহ শ্রবণ।।
দানধর্ম্ম বিধি কহি তোমার গোচরে।
অন্নদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিবে সংসারে।।
ইহা হতে শ্রেষ্ঠদান নাহি কিছু আর।
অন্ন হতে জন্মে জীব জগৎ মাঝার।।
সংস্কৃত করিয়া অন্ন যেই কোনজন।
বিপ্রজনে পুলকেতে করে সমর্পণ।।
মনের বাসনা তার পরিপূর্ণ হয়।
সুরধামে পূজে তারে দেবতা নিচয়।।
হংস ময়ূরাদিযুক্ত উত্তম বিমানে।
চড়িয়া সে জন যায় অমর ভবনে।।
ভোগ অন্তে পুনঃ সেই ধরাতলে যায়।
মহাসুখ মনসুখ লভয়ে তথায়।।

ধনধান্যে পরিপূর্ণ তাহার আগার।
অধিক বলিব কিবা নিকটে তোমার।।
অন্নদান প্রতিদিন করে যেইজন।
তাহার ফলের কথা কি করি বর্ণন।।
প্রজাপতি সলোকতা সেইজন পায়।
নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু পার্ব্বতী তোমায়।।
মধ্যে মধ্যে যেইজন অন্নদান করে।
সুখভোগ করে সেই গিয়া সুরপুরে।।
অসংস্কৃত অন্নদান করে যেইজন।
সেজন করে অন্তিমে নরকে গমন।।
নরক ভোগের পর মানব আগারে।
তির্য্যকযোনিতে গিয়া নিজজন্ম ধরে।।
বহুজন্মে যদি ধরে মানব জনম।
জন্মিবে ম্লেচ্ছের ঘরে শাস্ত্রের বচন।।
প্রজাপতি সম অন্ন জানিবে অন্তরে।
অন্নদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কহিনু তোমারে।।
যেই জন অন্নদান করে বিতরণ।
সর্ব্বজ্ঞ হয় তার সম্পূর্ণ সাধন।।
অন্ন হতে জন্মে এই বিশ্বচরাচর।
এই হেতু অন্ন শ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্বনর।।
শীতল সুগন্ধজল যেই করে দান।
তাহার ফলের কথা কহি তব স্থান।।
সূর্য্যসম দৃপ্তিমান বিমানে চড়িয়ে।
বরুণ লোকেতে যায় সানন্দ হৃদয়ে।।
অষ্ট আয়ুতেক বর্ষ সেই স্থানে রয়।
দেবতুল্য সুখী সেই নাহিক সংশয়।।
ভোগ অন্তে ধনী গৃহে লভয়ে জনম।
ধনধান্যে পূর্ণ হয় তাহার ভবন।।
অন্নপূর্ণ ধাতুপাত্র যেই করে দান।
পিতৃগণ প্রতি রহে সদা প্রীতিমান।।
গরুগণে জল দিতে করিয়া মনন।
তড়াগ খনন করে যেই সাধুজন।।
পিতৃগণ দেবগণ তাহার উপরে।
সতত সন্তুষ্ট থাকে জানিবে অন্তরে।।

যেইজন অন্তকালে সুরপুরে যায়।
পরম সুখেতে থাকে যাইয়া তথায়।।
স্বর্ণদান ভূমিদান গন্ধদান দিলে।
বলিতেছি শুন শুন যেই ফল ফলে।।
পূর্ণ হয় মনোবাঞ্ছা জানিবে তাহার।
বিমানে চড়িয়া যায় ইন্দ্রের আগার।।
দেবগণসহ তথা আনন্দেতে থাকে।
বহু দিব্য বর্ষরহে অন্তরের সুখে।।
ধরাতলে ভোগ অন্তে লভয়ে জনম।
লোকেশ্বর সুখভোগী হয় যেই জন।।
পথিমধ্যে যেই করে পাদপ রোপণ।
পথিকের শ্রমক্লেশ করিতে বারণ।।
পিতৃগণ পরিত্রাণ লভয়ে তাহার।
সর্ব্বপাপ হতে সবে লভয়ে উদ্ধার।।
যতপত্র বিদ্যমান থাকে তরুবরে।
তত বর্ষ রহে সেই অমর নগরে।।
পিতৃগণ তত বর্ষ স্বর্গধামে রয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।।
জন্তুগণ বৃক্ষপত্র করয়ে ভক্ষণ।
পাপ যত তাহাতেই হয় বিনাশন।।
জলদান বিপ্রগণে যেই জন করে।
রূপবান সেই জন হইবে সংসারে।।
ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হয় সেই সাধুজন।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা বেদের বচন।।
হেমন্ত কালেতে যদি শয্যাদান করে।
অগ্নিলোক প্রাপ্ত হয় সেই পুণ্যফলে।।
হেমরত্ন বিভূষিত অমূল্য ভূষণ।
বিপ্রগণে যেইজন করে বিতরণ।।
অপ্সরা লোকেতে সেই চড়িয়া বিমানে।
আনন্দে বিহার করে জানিবেক মনে।।
রজতের পাত্র যদি বিপ্রে করে দান।
গন্ধর্ব্ব পদবী পায় সেই মতিমান।।
উর্ব্বশী সহিতে সেই হরিষ অন্তরে।
দিবানিশি বিমানেতে বিচরণ করে।।

তাম্রপত্র বিপ্র করে যদি করে দান।
যক্ষ অধিপতি হয় সেই মতিমান।।
বিবিধ রতনপূর্ণ গৃহদান দিলে।
ব্রহ্মলোকে যায় সেই মহাকুতূহলে।।
সর্ব্বকাম পূর্ণ হয় জানিবে তাহার।
সপ্তকুল যেই ব্যক্তি করয়ে উদ্ধার।।
ব্রহ্মলোকে কোটিবর্ষ করিয়া যাপন।
গৃহমেধি হয়ে পুনঃ লভয়ে জনম।।
ঔষধা বিপ্রেরে যেই করে বিতরণ।
মনোরথ তার যত হয় সম্পূরণ।।
সেই জন অন্তকালে সমলোকে যায়।
সপ্ত সহস্রেক বর্ষ রহিবে তথায়।।
ধনীগৃহে তারপর লভয়ে জনম।
মহাবুদ্ধিমান হয় সেই সাধুজন।।
ভূমিদান বিপ্র করে সেইজন করে।
সর্ব্বলোকে সুখী সেই জানিবে অন্তরে।।
মহাতেজ দেহে তার হয় উৎপাদন।
দিব্যদেহে বিমানেতে করে আরোহণ।।
কামরূপী হয়ে সেই সতত বিহারে।
বহুবর্ষ থাকে সেই এহেন প্রকারে।।
তারপর যদি ধরে পুনশ্চ জনম।
বুদ্ধিমান ধনবান হয় সেইজন।।
গৃহীর প্রধান সেই হয় সাধুমতি।
চারিদিকে রটে তার অতুল সুখ্যাতি।।
বিপ্র করে পিণ্ডদান যেইজন করে।
সোমলোকে যায় সেই সেই পুণ্যফলে।।
বিস্তৃত অমূল্য শয্যা যদি করে দান।
ভার্য্যাসহ হয় তার সুরপুরে স্থান।।
স্বর্গসুখ লভে তথা সেই দুইজন।
মনের বাসনা যত হয় সম্পূরণ।।
উত্তম পাত্রেতে কন্যা দান যেই করে।
পিতৃলোকে যায় সেই সেই পুণ্যফলে।।
শতাযুত বর্ষতথা পুলকিত রয়।
তারপর জন্মে আসি ধনীর আলয়।।

রূপবতী ভার্য্যা লাভ করে সেইজন।
পুত্রবান হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
বিচিত্র অপূর্ব রথ করে যেই দান।
গরুড় লোকেতে যায় সেই মতিমান্।।
অশ্বগজ দাসী দান যেই জন করে।
সেই জন রাজা হয় জানিবে অন্তরে।।
দ্বিজকরে ধেনুদান করে যেই জন।
কূপদান করে কিম্বা যেই মহাত্মন্।।
জলপূর্ণ কুম্ভ কিম্বা করে বিতরণ।
সেই যায় ইন্দ্রলোকে শাস্ত্রের বচন।।
গোদানেতে মহাপুণ্য জানিবে অন্তরে।
সর্ব্ব-কামপূর্ণ হয় সেই পুণ্যফলে।।
সেইজন অন্তকালে সুরপুরে যায়।
পরম সুখেতে থাকে যাইয়া তথায়।।
তারপর মহাকুলে লভয়ে জনম।
মহাবল মহামান্য হয় সেই জন।।
রূপবান বলবান সেই জন হয়।
ধন ধান্য ধেনুপূর্ণ তাহার আলয়।।
দুগ্ধবতী ধেনুদান যেইজন করে।
স্বর্ণেতে সাজায়ে শৃঙ্গ অতি সমাদরে।।
রজতের ক্ষুর করি করে বিতরণ।
মহাসুখ পায় সেই অমর ভবন।।
ভোগ-অন্তে জাতিস্মর হইয়া জনমে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহি তব স্থানে।।
যেমন তেমন ধেনু হইলে বিতরণ।
তথাপি নরক তার হয় বিমোচন।।
যতি ব্রহ্মচারি জনে কৃষ্ণাজিন দিলে।
পৃথিবীর অধিপতি হয় পুণ্যফলে।।
যোগী ব্রহ্মচারী দ্বিজ এই সব জনে।
গৃহদান দেয় যেই অতীব যতনে।।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই সাধুজন।
জাতিস্মৃতি জন্মে তার শাস্ত্রের বচন।।
যোগলাভ করে সেই জানিবে অন্তরে।
শাস্ত্রের প্রণাম ইহা কহিনু তোমারে।।

বিপ্রকরে কমণ্ডলু যদি করে দান।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই মতিমান।।
ধর্ম্মে মতি সেই ফলে জনমে তাহার।
সে জন যায় অন্তিমে অমর নগর।।
ব্যাধিগ্রস্থ দ্বিজে কৈলে ঔষধ প্রদান।
মহাপুণ্য হয় তার শাস্ত্রের বচন।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ যদি থাকয়ে শরীরে।
মুক্তি পায় অবিলম্বে জানিবে অন্তরে।।
শুদ্ধাচারী বিপ্রে যদি দেয় স্বর্ণদান।
দশমেধ ফল পায় সেই মতিমান।।
বলিব কিবা অধিক তোমার সদন।
দানের কথা এই করিনু কীর্ত্তন।।
সমস্ত প্রকার দান যেই জন করে।
একচ্ছত্র রাজা হয় জানিবে অন্তরে।।
কি বলিব তব পাশে ওগো ভগবতী।
যেই জন পড়ে ইহা করিয়া ভক্তি।।
অথবা শ্রবণ করে হয়ে একমন।
স্বর্গধামে যায় সেই শাস্ত্রের বচন।।

দান প্রজাপাত্য ও শান্তপনাদি ফল

বিধিসুত মুখে শুনি যতেক কাহিনী।
শ্রোতাগণ বলে কহ আর যাহা শুনি।।
সনৎ কুমার কহে যত ঋষিগণে।
শুন শুন তারপর কহি সবাস্থানে।।
দেবীরে সম্বোধি পুনঃ কহে পশুপতি।
তারপর শুন শুন ওগো ভগবতী।।
মার্গশীর্ষে একাহারে রহে যেইজন।
সেজন আমারে পায় স্বরূপ বচন।।

মাঘ মাসে একাহারী হইয়া থাকিলে।
রূপবতী নারী পায় সেই পুণ্যফলে।।
ফাল্গুনেতে ওই ফল জানিবে অন্তরে।
যেই জন চৈত্র মাসে রহে একাহারে।।
ধনধান্যবান্ হয় সেই সিদ্ধজন।
রূপবান হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
বৈশাখেতে একাহারী হইয়া থাকিলে।
মান্য করে সবে তারে এই ভূমণ্ডলে।।
ধন-ধান্য যুক্ত হয় তাহার আগার।
সেজন যায় অন্তিমে অমর-নগর।।
জ্যেষ্ঠা মূলা দু'নক্ষত্রে যেই সিদ্ধজন।
একাহারী করি করে দিবস যাপন।।
জন্মান্তরে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় সেই জন।
সুখভোগ করে সেই শাস্ত্রের বচন।।
আষাঢ়েতে একভক্ত হইয়া থাকিলে।
মহামান্য হয় সেই রাজার গোচরে।।
শ্রাবণেতে একাহার করে যেই জন।
সৈন্যাধ্যক্ষ হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
মহাবল হয় তার জানিবে শরীরে।
সেইজন কারো পাশে কভু নাহি হারে।।
আশ্বিনীতে একাহার করে যেইজন।
অগ্নিলোকে যায় সেই ত্যজিয়া জীবন।।
কার্ত্তিক মাসেতে যদি একাহারে রয়।
চড়িয়া যায় বিমানে অমর আলয়।।
সম্বৎসর একাহার করিয়া থাকিলে।
মহীপতি হয় সেই সেই পুণ্যফলে।।
যাবত জীবন যেই একাহারে রয়।
নির্ব্বাণ মুকতি তার জানিবে নিশ্চয়।।
মাসে মাসে অহোরাত্র কৈলে অনাহার।
ধার্ম্মিক প্রমাণ হয় সেই গুণাধার।।
কিবা শুক্ল কিবা কৃষ্ণ উভয় পক্ষেতে।
চতুর্দ্দশী দিনে কিম্বা অষ্টমী তিথিতে।।
অহোরাত্র অনাহারে রহে যেইজন।
সর্ব্ব-পাপ শূন্য হয় সেই মহাত্মন।।
যমালয় তারে নাহি দেখিবারে হয়।
কভু নাহি দেখে সেই দারুণ নিরয়।।
মাসে মাসে তিনদিন উপবাসী হলে।
কুবের লোকেতে যায় সেই পুণ্যফলে।।
সেই স্থানে মহাসুখে করে নিবসতি।
রটে তার দেবলোকে অতুল সুখ্যাতি।।
তিনদিন উপবাস করি যেইজন।
চতুর্থদিনেতে করে বিহিত ভোজন।।
পুনরায় তিনদিন করি অনাহার।
চতুর্থ দিনে এইরূপ করয়ে আহার।।
পর্য্যায়ক্রমেতে যেই এইরূপ করে।
গন্ধর্ব্ব পদবী পায় জানিবে অন্তরে।।
ইন্দ্র সনে মহাসুখে থাকে সেইজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
পঞ্চমী দিনে এই রূপ করিলে আহার।
বায়ুলোক লাভ করে সেই গুণাধার।।
ষষ্ঠদিনে এই রূপে করিলে ভোজন।
বরুণ লোকেতে যায় সেই মহাত্মন।।
আপদ তাহারে নাহি ঘেরিবারে পারে।
শাস্ত্রকথা কহিলাম তোমার গোচরে।।
সপ্তদিনে এইরূপ করিলে ভোজন।
সূর্য্যসম তেজ সেই করয়ে ধারণ।।
প্রিয় হয় সকলের সেই মহামতি।
দশদিকে রটে তার অতুল সুখ্যাতি।।
দশভার্য্যা হয় তার শাস্ত্রের বচন।
অকালে মরণ তার না হয় কখন।।
একাদশ দিনে যেই না করে ভোজন।
একাদশী ফল পায় সেই মহাত্মন।।
রুদ্রসম হয় সেই জানিবে অন্তরে।
শাস্ত্রের বচন এই কহিনু তোমারে।।
সেইজন রুদ্রলোকে অন্তকালে যায়।
অষ্টশত দিব্যবর্ণ থাকয়ে তথায়।।
বিপ্রকুলে তারপর লভয়ে জনম।
শাস্ত্রের প্রমাণ মিথ্যা নহে কদাচন।।

দ্বাদশ দিবস যেই করয়ে আহার।
অন্তকালে যায় সেই ইন্দ্রের আগার।।
বহুকাল সেই স্থানে সুখভোগ করি।
জনম লভয়ে গিয়া মানবের পুরী।।
রাজমন্ত্রী হয় সেই সংসার মাঝারে।
ধনবান বিদ্যাবান জানিবে অন্তরে।।
ত্রয়োদশ দিনে যেই করয়ে ভোজন।
ভৃগুলোকে অন্তকালে সে করে গমন।।
দিব্যভোগ বহুকাল করিয়া বিহার।।
জন্মলভে তারপর মানব আগার।।
ধন-ধান্য সমাযুক্ত হয় সেই জন।
মহাবংশে হয় তার জানিবে জনম।।
চতুর্দ্দশ দিবসেতে করিলে আহার।
নৈমিষলোকেতে যায় সেই গুণাধার।।
অনাহারে একমাস থাকি যেইজন।
শুদ্ধভাবে তারপর করয়ে ভোজন।।
জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ সেইজন হয়।
বিমানে চড়িয়া সেই মনসুখে রয়।।
রমণী সহিতে থাকে হরিষ অন্তরে।
দেবগণ তারে স্তব নিরন্তর করে।।
অগ্নি হতে দিব্য তেজ সে করে ধারণ।
গণপতি সম হয় সেই সাধুজন।।
এত বলি মহেশ্বর পার্ব্বতী সতীরে।
পুনশ্চ সম্বোধি কহে সুমধুর স্বরে।।
উপবাস ভেদফল করিনু কীর্ত্তন।
ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ শুনহ এখন।।
স্নান করি শুদ্ধভাবে সমাহিত হয়ে।
তিনরাত্র উপবাস বিধানে করিয়ে।।
যথাবিধি অগ্নিহোম করিয়া সাধন।
হৃদি হতে দণ্ড রোষ করিয়া বর্জ্জন।।
সত্যবাদী ধর্মনিষ্ঠ হইয়া যতনে।
গায়ত্রী করিবে জপ পুলকিত মনে।।
গণপতি পূজা পরে করিয়া সাধন।
মম লিঙ্গ যথাবিধি করিবে পূজন।।

রাত্রিকালে কুশাসনে শয়ন করিবে।
নারী শুদ্র বিসর্জ্জন করিতে হইবে।।
মাৎসর্য্য অন্তরে নাহি রাখিবে কখন।
বিপ্রগণে ভক্তিভরে করি নিমন্ত্রণ।।
একশত অষ্ট বিপ্রে ভোজন করাবে।
সঙ্গমে সহস্র বিপ্রে খাদ্যদান দিবে।।
হবিষ্য ভোজন কিন্তু করাবে সুজন।
স্বর্ণপাত্র প্রত্যেকেরে করিবে অর্পণ।।
যেই জন এইরূপ করে আচরণ।
পুণ্যের কথা তাহার কে করে বর্ণন।।
তাহার ফল কখনও বলা নাহি যায়।
সেজন দুর্ল্লভ অতি জানিবে ধরায়।।
নীলবর্ণ বৃষ যেই করি আনয়ন।
বিধানে উৎসর্গ করি করে বিতরণ।।
অথবা তাহার মূল্য দ্বিজে দান করে।
পিতৃগণ মহাতুষ্ট তাহার উপরে।।
তার পিতৃগণ যত গুণের আধার।
সেজন মহাত্মা অতি সংসার মাঝার।।
যত রোম বিদ্যমান বৃষের শরীরে।
সহস্র বরষ তত রহে সুরপুরে।।
তিলপাত্র বিপ্রে দান করে যেইজন।
অমাবস্যা তিথি কিন্তু হলে সেইক্ষণ।।
সেইজন সোমলোকে মহা সুখে যায়।
মহাসুখ লাভ করে যাইয়া তথায়।।
পরিত্রাণ লাভ করে তার পিতৃগণ।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
চান্দ্রায়ণ ব্রত করে যেই মহামতি।
তার হয় অন্তকালে সোম লোকে গতি।।
সোমের সদৃশ হয় সেই সাধুজন।
তথা গিয়া মহাসুখে করয়ে যাপন।।
প্রজাপত্য অনুষ্ঠান যেই জন করে।
প্রজাপতি সম হয় এভব সংসারে।।
প্রজাপতি লোকে যায় সেই সাধুজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।

কৃচ্ছ্র শান্তপন ব্রত যেই জন করে।
অগ্নিলোকে যায় সেই জানিবে অন্তরে।।
মহাশান্তপন যদি করে কোনজন।
সর্ব্বজ্ঞত্ব লভি যায় ব্রহ্মার সদন।।
তুলাপুরুষক করে যেই মহামতি।
সর্ব্বপাপে সেই জন লভয়ে মুকতি।।
স্বর্গলোকে সবে তারে করয়ে পূজন।
স্বচ্ছন্দে বিহার করে সেই মহাত্মন্।।
ধর্ম্মকর্ম্ম কষ্টকর করে যেই জন।
মনোরথ সব তার হয় সম্পূরণ।।
কৃচ্ছ্র ব্রত যদি করে একান্ত অন্তরে।
সেই জন সিদ্ধ হয় ঈশ্বরের বরে।।
দুগ্ধমাত্র যেই জন করিয়া ভোজন।
সর্ব্বদা এক বৎসর করয়ে যাপন।।
অথবা যাবক অন্ন গোমূত্র মিশায়ে।
বর্ষাবধি খায় সেই একান্ত হৃদয়ে।।
শিবের উপরে ভক্তি রাখে নিরন্তর।
লবণ ত্যজিয়া থাকে যেই সাধু নর।।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই মহামতি।
তার হয় পরকালে ব্রহ্মালোকে গতি।।
মোচন লভয়ে সেই যতেক বন্ধনে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় জানিবেক মনে।।
রক্তবর্ণ বিমানেতে করয়ে ভ্রমণ।
ব্রহ্মাসম সর্ব্বদা করয়ে ভ্রমণ।।
যাহা যাহা দানবিধি করিনু কীর্ত্তন।
যথাবিধি মন্ত্র পড়ি করিবে অর্পণ।।
শূদ্রগণ কিন্তু মন্ত্র কভু না পড়িবে।
অমন্ত্রক শূদ্রগণ হৃদয়ে জানিবে।।
কিন্তু বলি এক কথা শুনগো পার্ব্বতী।
যত কিছু কার্য্য বল নারী জাতি প্রতি।।
কিছুই কিছুই নহে জানিবে অন্তরে।
একমাত্র সার পতি এভব সংসারে।।
নারীর দেবতা পতি একমাত্র হয়।
পতিসেবা মহাধর্ম্ম জানিবে নিশ্চয়।।
পতি সেবা ফলে যাহা হয় উপার্জ্জন।
কোন ধর্ম্মে ফল কভু না হয় তেমন।।
ধর্ম্ম বিধি দানবিধি ব্রতবিধি আর।
কীর্ত্তন করিনু এই সার হতে সার।।
ধর্ম্মকর্ম্মে মতি যার রহে সর্ব্বতর।
তাহার অসাধ্য কিবা ভুবন ভিতর।।
তাহার সমান কেহ নাহিক ভুবনে।
সদা ভয় করে তারে যত দেবগণে।।
অতএব ধর্ম্মপথে সদা রাখ মন।
মনের বাসনা হবে অবশ্য পূরণ।।

শিব শিরে চন্দ্রোৎপত্তি

বিধির নন্দন বলে শুন ঋষিগণ।
তারপর যা ঘটিল করিব বর্ণন।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে দেবী ভগবতী।
নিবেদন মম প্রভু শুন পশুপতি।।
নানা কথা শুনিলাম তোমার বদনে।
যত শুনি তত ইচ্ছা পুনশ্চ শ্রবণে।।
রহস্য আছয়ে এক শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
সর্ব্বতর চন্দ্রকলা ধর শিরোপরে।
ইহার কারণ কিবা বলহ আমারে।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নীলকণ্ঠ মিষ্ট বাক্য কহেন তখন।।
বাহুপাশে পার্ব্বতীরে আলিঙ্গন করি।
কহিলেন মৃদুস্বরে দেব ত্রিপুরারি।।
তুমি মম প্রাণ প্রিয়ে ওগো সুলোচনে।
এক অঙ্গ দুই জনে জানিবেক মনে।।

তপস্যা ছাড়িয়া যথা তাপস না রয়।
তুমি আমি সেইরূপ জানিবে নিশ্চয়।।
তোমারে ছাড়িয়া আমি না রহি কখন।
তুমিই পরাণ প্রিয়ে তুমিই জীবন।।
যাহা হোক বলি শুন কহিব এবারে।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা শিবের গোচরে।।
একদা তোমার সহ অতি পুরাকালে।
বিচ্ছেদ হইয়াছিল বুঝহ অন্তরে।।
পরম নির্ব্বেদ আমি লভিনু তাহায়।
ভ্রমণ করিয়া ফিরি যথায় তথায়।।
অগতির গতি তুমি প্রভু মহোদয়।
তোমার প্রভাবে হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।।
তুমি কর বিবেচনা আপন অন্তরে।
যাহে মোরা রক্ষা পাই এ ভব সংসারে।।
দেখ দেব যত সৃষ্টি হতেছে দহন।
নিস্তেজ হইল সূর্য্য কর দরশন।।
অম্বর মলিন হের আপন নয়নে।
তারকা নিস্তেজ দেখ সবা বিদ্যমানে।।
এতেক বচন শুনি কমল আসন।
ক্ষণকাল অধোমুখে মৌনভাবে রন।।
তারপর মিষ্ট স্বরে দেবের রাজনে।
কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে।।
শিবতেজ নিবারিতে পারে কোনজন।
হেন জন ত্রিভুবনে না করি দরশন।।
অন্য কেহ হর তেজ নিবারিতে নারে।
অতএব বলি শুন বিবেচি অন্তরে।।
যাহাতে বিশ্বের হিত হয় সম্পাদন।
অবশ্য করিব তাহা দেবের রাজন।।
চন্দ্রকে লইয়া চল করিব গমন।
তাহা হলে হরতেজ হবে নিবারণ।।
ভার্য্যার বিরহে সেই দেব পশুপতি।
প্রদীপ্ত অনল সম হইয়াছে অতি।।
সেই তেজে বিশ্ব সৃষ্টি হতেছে দহন।
চন্দ্র হতে হতে পারে তাহা নিবারণ।।

তাঁহার ললাটে ইন্দু স্থাপন করিলে।
নিবারিত হবে তেজ অতি অবহেলে।।
আমাদের মনোবাঞ্ছা হবে সুসাধন।
অধিকন্তু তুষ্ট হবে দেব পঞ্চানন।।
চন্দ্রের প্রভাব তাহে রটিবে ধরায়।
পিতামহ এত বলি মৌনভাবে রয়।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত মনে মনে যত দেবগণ।।
চন্দ্রকে লইয়া সবে মন কুতূহলে।
আসি উপনীত হয় আমার গোচরে।।
অমৃত পুরিত কুম্ভ সঙ্গেতে সবার।
ইন্দুদেব তার মধ্যে গুণের আধার।।
আমার নিকটে আসি যত দেবগণ।
বিনয় বচনে কহে ওগো পঞ্চানন।।
পীড়িত হইয়া মোরা এসেছি সকলে।
প্রভু পরিত্রাণ কর কৃপাদৃষ্টি বলে।।
তোমার তেজেতে প্রভু জগত সংসার।
দগ্ধীভূত হয় দেখ হয় ছারখার।।
অতএব কৃপা কর সবার উপরে।
গ্রহণ করহ প্রভু চন্দ্রমা দেবেরে।।
অমৃত-পুরিত কুম্ভ কর দরশন।
পান কর ইহা প্রভু এই নিবেদন।।
দেবতাগণের স্তব শুনিয়া শ্রবণে।
আনন্দিত হই আমি নিজ মনে মনে।।
অঙ্গুলি দ্বারায় সুধা করিতে গ্রহণ।
কুম্ভমধ্যে হস্ত দিই করহ শ্রবণ।।
নখাঘাতে অর্দ্ধচন্দ্র আসিল হাতেতে।
সেই চন্দ্র রাখি আমি নিজ ললাটেতে।।
আমার তেজ অমনি হয় নিবারণ।
বিষরূপে করে তেজ কণ্ঠেতে গমন।।
নীলকণ্ঠ সেই হেতু নাম যে আমার।
কহিলাম গূঢ় কথা নিকটে তোমার।।
আমার শিরে যেরূপে রহে শশধর।
সেই কথা বলিলাম তোমার গোচর।।

এক মনে যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গাণপত্য লভে সেই আমার বচন।।
কলি পাপ তারে নাহি ঘেরিবারে পারে।
মহাপুণ্য হয় তার জানিবে অন্তরে।।

পর্ণাদ ঋষির উপাখ্যান

ঋষিগণ কহিলেন শুন বিধিসুত।
হর পার্ব্বতীর কথা কহ মনোমত।।
সনৎ কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
পার্ব্বতী পুনশ্চ কহে ওহে পঞ্চানন।।
কিরূপে বিভূতি হৈল তোমার শরীরে।
ইহা কেন বা ধরিছ বলহ আমারে।।
এতশুনি মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন।
কহিলেন পার্ব্বতীরে করি সম্বোধন।।
শুনহ অদ্রিজে চারু-পঙ্কজবাসিনী।
বিভূতি বিলেপন কথা বলিব এখনি।।
বিভূতি যেরূপে হয় আমার ভূষণ।
প্রিয়ে শুন সেই কথা করিব বর্ণন।।
পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশে বেদর্ভ নামেতে।
ব্রাহ্মণ আছিল এক জানিবেক চিতে।।
নিয়ম করিয়া সেই সুতপা ব্রাহ্মণ।
তপশ্চর্য্যা ঘোরতর করে আচরণ।।
গ্রীষ্মে পঞ্চতপা করে সেই মহামতি।
হেমন্তেতে জলাশয়ে করে অবস্থিতি।।
বর্ষাকালে শূন্যস্থানে করে অবস্থান।
অনিল আহার করি সেই মতিমান।।
এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়।
প্রথমতঃ মিতাহার করিয়া কাটায়।।

পর্ণমাত্র তারপর করিলে ভক্ষণ।
আশ্চর্য্য শুনহ দেবী কহিব বর্ণন।।
তরক্ষু শৃগাল গজ সিংহ আদি করি।
সর্ব্বজীব জন্তু যত আশ্রম ভিতরি।।
তারা সব বন হতে করি আহরণ।
আনি দেয় ফল মূল বিপ্রের কারণ।।
ভৃত্যসম কার্য্য করে তাহারা সকলে।
এইরূপ ঘটে শুদ্ধ তপস্যার বলে।।
যে সব জন্তুরা তৃণ করয়ে ভক্ষণ।
মাংসাশী আরণ্য আর যত জন্তুগণ।।
হিংসা দ্বেষ পরিহরি তাহারা সকলে।
সখ্যভাবে আশ্রমেতে বিচরণ করে।।
তপস্যা তেজেতে দীপ্ত সেই ঋষিবর।
জলন্ত অনলসম জ্বলে কলেবর।।
প্রলয় কালেতে রবি প্রজ্জ্বলে যেমন।
তাহার তেজেতে দহে এতিন ভুবন।।
সেইরূপ বিপ্রতেজে ব্রহ্মর্ষি সকলে।
দিবানিশি দগ্ধীভূত জানিবে অন্তরে।।
অন্য যত দ্রব্য আদি করিয়া বর্জ্জন।
পর্ণমাত্র সেই বিপ্র করয়ে ভক্ষণ।।
সে হেতু পর্ণাদনাম রটিল তাহার।
তপ করে এইরূপ গুণের আধার।।
কিছুদিন একপর্ণ করয়ে ভোজন।
পক্ক পর্ণ খেয়ে পরে করয়ে যাপন।।
ক্রমে পর্ণ পরিত্যাগ করি বিপ্রবর।
বায়ুমাত্র খেয়ে শুষ্ক করে কলেবর।।
বহুকাল এইরূপে সমাতীত হয়।
সদা করে মম চিন্তা তাহার হৃদয়।।
আমার স্বরূপ চিন্তা করে সেইজন।
হৃদি মাঝে মম রূপ স্মরে অনুক্ষণ।।
এই হেতু সুপবিত্র হইল হৃদয়।
কল্মষ বিহীন হয় সেই মহোদয়।।
দুষ্কর তপস্যা তার করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট হই আমি পঞ্চানন।।

যোগাগ্নিতে শুষ্ক বপু সেই বিপ্রবর।
পতিত হয় একদা ধরণী উপর।।
তাহা দেখি আমি তথা হয়ে উপস্থিত।
তুলিলাম করে ধরি অতীব ত্বরিত।।
জিজ্ঞাসা করিনু তারে শুন বরাননে।
এরূপ বিকার তব কিসের কারণে।।
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন।
যা চাহিবে দিব তাহা কহিনু বচন।।
এতেক বাক্য আমার শুনি বিপ্রবর।
বিনয় বচনে মোরে করিল উত্তর।।
প্রভু ওগো শুনশুন মম নিবেদন।
পাদপদ্মে দেহ স্থান এই আকিঞ্চন।।
ভববন্ধে পুনঃ যাহে বন্দী নাহি হই।
উপায় কর তাহার তুমি গো গোঁসাই।।
বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করিনু উত্তর আমি করি সম্বোধন।।
এবাঞ্ছা এখন ত্যাগ কর বিপ্রবর।
হইবে কালেতে তব বাসনা সফল।।
এত বলি বিপ্রে ত্যাগ করিয়া তখনি।
আপন আলয়ে যাই শুন গো ভবানী।।
এদিকেতে বিপ্রবর নিজ মনে মনে।
বিবেচনা করে যাহা শুন বরাননে।।
'কীর্ত্তি যশ ধরাতলে করিব স্থাপন'।
এরূপ চিন্তা করি দ্বিজের নন্দন।।
যোগাশ্রয় করি বিপ্রে বসে তারপর।
নিচল নিস্পন্দ করে নিজ কলেবর।।
আমার স্বরূপ মতে করিয়া স্মরণ।
ষট্‌চক্র ভেদ করে সেই নরোত্তম।।
অকস্মাৎ যোগতেজ উদিয়া শরীরে।
দেখিতে দেখিতে তারে ভস্মীভূত করে।।
সুবিমল অন্তরাত্মা জানিবে তাহার।
প্রবেশিল মম পদে কহিলাম সার।।
যখন তাহার দেহ ভস্মসাৎ হয়।
তখন অপূর্ব্ব ভস্ম হইল উদয়।।

সেই ভস্ম আমি দেবী করি দরশন।
এইরূপ মনে মনে করিনু চিন্তন।।
আহা কি অপূর্ব্ব ভস্ম দরশন করি।
মনের মালিন্য যায় ইহারে নেহারি।।
ক্ষীরাধারসম প্রভা নেহারি ইহার।
দর্শন করিলে হয় আনন্দ সঞ্চার।।
ঘনধারা শোভে যথা অম্বর পরে।
শোভিতেছে ভস্মধারা তদ্রূপ ভূতলে।।
এতবলি সেই ভস্ম করিয়া গ্রহণ।
আপন অঙ্গেতে আমি করিনু লেপন।।
ভক্তের শরীর ভস্ম হরিষে লইয়ে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি লেপিনু হৃদয়ে।।
সে বিভূতি ধরি আমি আপন শরীরে।
অপূর্ব্ব শোভন প্রিয়ে কি বলি তোমারে।।
ভূতিস্নান করি আমি আনন্দে মগন।
হেনকালে শুন দেবী অদ্ভুত ঘটন।।
দিব্যদেহ ধরি সেই বিপ্রের কুমার।
আবির্ভূত অকস্মাৎ সম্মুখে আমার।।
প্রণাম করিয়া মম চরণ উপর।
স্তব করে নানা মতে সেই বিপ্রবর।।
আমার পরম রূপ দেখাই তাহারে।
পুলকে পুরিল বিপ্র মজিল অন্তরে।।
আমার চরণে পরে করিয়া বন্দন।
নানামতে মোর স্তব করিল তখন।।
ব্রহ্মরূপী তুমি প্রভু তোমা নমস্কার।
মহাদেব শূলপানি ওহে গুণাধার।।
ব্রহ্মা ইন্দ্র বিষ্ণু আদি যত দেবগণ।
তোমার পূজা সকলে করে অনুক্ষণ।।
পরব্রহ্ম তুমি দেব তোমারে প্রণমি।
ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ তুমি শূলপাণি।।
উৎপত্তি বিকারহীন তুমি মহাত্মন্।
দুঃখশোকহারী প্রভু ফলের কারণ।।
বিপ্রের এতেক স্তব শুনিয়া শ্রবণে।
কহিলাম শুন বিপ্র কহি তব স্থানে।।

তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইয়াছি আমি।
বিশুদ্ধ অন্তর তব জিতেন্দ্রিয় তুমি।।
অতি প্রিয়তম তুমি হইলে আমার।
গণাধিপ হবে তুমি কহিলাম সার।।
আমার বচনে সেই বিপ্রের নন্দন।
গণাধিপ হয়ে রহে কৈলাস ভবন।।
পরম আনন্দে তথা করে অবস্থিতি।
তব পাশে কহিলাম ওগো ভগবতী।।
যেরূপে সুগন্ধ ভূতি জন্মে সুলোচনে।
অঙ্গেতে যে রূপে ধরি পুলকিত মনে।।
তব পাশে সেই সব করিনু কীর্ত্তন।
পরম পবিত্র কথা অতি অনুত্তম।।
প্রয়াগে পুষ্করে পায় সেই পুণ্যফল।
ভূতিস্নানে হয় দেরি সেফল সকল।।
সেই ফল প্রভাসেতে লভে নরগণ।
বিভূতি স্নানেতে হয় তাহা উপার্জ্জন।।
ভৃগু তুঙ্গ তীর্থে কিম্বা শ্রীগৌরী শিখরে।
সেই পুণ্য পায় নর ক্রিয়া আদি করে।।
ভূতিস্নানে সেই ফল অবশ্যই হয়।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু নিশ্চয়।।
সাগরে মহেন্দ্রশৈলে গেল যেই ফল।
অপত্য জন্মিলে পুণ্য হয় যে সকল।।
ভূতিস্নানে সেই পুণ্য পায় নরগণ।
সত্য সত্য ওগো প্রিয়ে আমার বচন।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র অগ্নি বরুণ শমন।
ভূতিস্নান যদি কেহ করে আচরণ।।
সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করে জানিবে অন্তরে।
কহিলাম সার কথা তোমার গোচরে।।
আদিত্য মরুৎ বসু রুদ্র আদি করি।
অশ্বিনীকুমার কিম্বা ওগো সুরেশ্বরি।।
যেই কেহ ভূতিস্নান করে আচরণ।
দেব দেব অধিপতি হয় সেইজন।।
গান্ধর্ব্ব চারণ সিদ্ধ তপোধনগণ।
যদ্যপি বিভূতিস্নান করে আচরণ।।
তাহার প্রভাবে সিদ্ধি লভিবারে পারে।
কহিলাম সার কথা তোমার গোচরে।।
ভক্তিভরে ভূতিস্নান করে যেইজন।
যক্ষ রক্ষ ভয় তার না রহে কখন।।
পিশাচ হইতে ভয় কভু নাহি হয়।
মম তুল্য হয় সেই নাহিক সংশয়।।
মম অনুচর হয়ে রহে সেইজন।
প্রমথগণের সহ করে বিচরণ।।
সর্ব্বতীর্থে অবগাহে যেই ফল হয়।
তদপেক্ষা ভূতিস্নানে অধিক নিশ্চয়।।
ভূতি স্নান সম কিছু নাহিক সংসারে।
ভূতিসম শান্তি নাহি জানিবে অন্তরে।।
উহার সমান তপ আর কিছু নাই।
নিগূঢ়তত্ত্বের কথা কহি তব ঠাঁই।।
বিভূতি অঙ্গেতে যেই করে বিলেপন।
যমভয় নাহি তার থাকে কদাচন।।
হিংসকেরা তারে নাহি হিংসিবারে পারে।
পিশাচাদি তারে হেরে চলি যায় দূরে।।
যে রূপে পর্ণাদি হতে ভূতির জনম।
তোমার নিকটে দেবী করিনু কীর্ত্তন।।
অমর সেবিতা ভূতি জানিবে অন্তরে।
অমৃত বচন দেবী কহিনু তোমারে।।
পরম পবিত্র কথা করিলে শ্রবণ।
বিমোচন হয় তার ভবের বন্ধন।।

মহাদেবের অষ্টনাম ও লিঙ্গার্চ্চন ফল

সনৎ কুমার কথা শুনি ঋষিচয়।
পুনরায় জিজ্ঞাসয়ে শিব পরিচয়।।

সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসে পার্ব্বতী পুনঃ ওহে পঞ্চানন।।
তুমি জগতের কর্ত্তা ওহে পশুপতি।
শ্মশানে মশানে সদা কর অবস্থিতি।।
ভস্মাস্থি ভূষিত স্থান যথাযথা হয়।
তথায় তথায় তুমি ভ্রমণ নিশ্চয়।।
সিদ্ধচারণেরা থাকে যেই যেই স্থানে।
করত ভ্রমণ তুমি তাদৃশ শ্মশানে।।
প্রেতভূত সমাকীর্ণ যেই যেই স্থান।
তথায় তথায় তুমি কর অবস্থান।।
বায়স উলুকে সদা যেখানে বেড়ায়।
শিবারব কর্ণে যথা সদা শুনা যায়।।
কেশজাল সুবিস্তৃত যেখানে যেখানে।
সদা তুমি থাক প্রভু সেখানে সেখানে।।
রাক্ষসগণেরা যথা করে বিচরণ।
খট্টাপাটকাদি যথা হয় দরশন।।
বীভৎস রসের যথা সতত উদয়।
সদা তথা থাক তুমি ওহে মহোদয়।।
কাল সম দুরাসদ যেই যেই স্থান।
তথায় তথায় তুমি কর অবস্থান।।
তব নাম মহাদেব জগত সংসারে।
কিরূপে হইল নাম বলহ আমারে।।
কত নাম আছে তব ওগো পঞ্চানন।
প্রধান তাহার কিবা করহ বর্ণন।।
এই সব শুনিবারে কৌতূহলবতী।
অতএব বল বল ওহে পশুপতি।।
দেবীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাসিতে হাসিতে কহে দেব পঞ্চানন।।
ওগো দেবী শুন শুন বলিব তোমারে।
অতিগুহ্য মহাগুহ্য জানিবে অন্তরে।।
তুমি মম অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রাণের ঈশ্বরী।
তব কাছে অবক্তব্য কি আছে সুন্দরী।।
আমি আর কাল দোঁহে জন্মিনু যখন।
ঈশ্বর হইতে দেবী শুনহ তখন।।
পূরণ অব্যয় সেই অনাদি ঈশ্বর।
আমার দিকেতে চাহি রহে নিরন্তর।।
যখন শুনহ দেবী লভিনু জনম।
তখন সতত করেছিলাম রোদন।।
কান্দিতে কান্দিতে আমি কহিনু তাঁহায়।
প্রভু তাহা কি করিব বলহ আমায়।।
কিসের কারণে মম হইল জনম।
প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ এখন।।
কিবা নাম মোর তাহা বলহ আমারে।
প্রভু এই নিবেদন করিগো তোমারে।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কর দ্বারা মম অঙ্গ করিয়া স্পর্শন।।
বলিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।
স্থির হয়ে মম বাক্য কর অবগতি।।
জনমিয়া অবিরত করিছ রোদন।
এই হেতু রুদ্র নাম করিলে ধারণ।।
আরো তব অন্য নাম শুন তোমা বলি।
মহাদেব দিনু নাম অন্তরে বিচারি।।
সকল বিষয়-বেত্তা এই সে কারণ।
মহাদেব এই নাম করিনু অর্পণ।।
আরো এক কথা বলি শুনহ শ্রবণে।
বিশ্ব বিদ্রাবিত হবে তোমার সদনে।।
এই হেতু রুদ্রনাম হইল তোমার।
মহাকাল নাম মোরে দিল গুণাধার।।
সকল সংহার আমি কালরূপে করি।
এই হেতু ওই নাম হইল সুন্দরী।।
আমা হাতে এই বিশ্ব হয়েছে সৃজন।
আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে সর্ব্বক্ষণ।।
এই হেতু সর্ব্বনাম হইল আমার।
কহিলাম গূঢ়কথা নিকটে তোমার।।
করিতে সক্ষম আমি বিশ্বের রক্ষণ।
আত্মারে উদ্ভব আমি করি সে কারণ।।
ভব নাম হল মম জানিবে অম্বিকে।
কহিলাম গূঢ় কথা তোমার সম্মুখে।।

দেব দৈত্য আদি করি যেই কোন জন।
মম তেজ নিবারিতে না পারে কখন।।
আমার ধর্ষণে যোগ্য কেহ নাহি হয়।
এই হেতু উগ্র নাম ধরিনু নিশ্চয়।।
সহস্র হতেও মহা আমি মাত্র হই।
জগতের অধীশ্বর কহি তব ঠাঁই।।
এহেতু মহেশ নাম হইল আমার।
কহিলাম তব পাশে করিয়া বিস্তার।।
ঈশ্বরের হই আমি জানিবে ঈশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা সর্ব্বদাতা জগত ভিতর।।
এহেতু পরমেশ্বর হলো মম নাম।
নিগূঢ় বৃত্তান্ত এই কহি তব স্থান।।
মম অষ্ট নাম এই করিনু কীর্ত্তন।
এই নামে যেইজন করয়ে পূজন।।
ত্রিদশ বন্দিত হয় সেই মহামতি।
কহিলাম তব পাশে নিগূঢ় ভারতী।।
মম অষ্ট নাম যেই করয়ে ধারণ।
শাশ্বতী পদবী পায় সেই মহাত্মন্।।
গাণপত্য লভে সেই নাহিক সংশয়।
তব পাশে কহিলাম জানিবে নিশ্চয়।।
আমার মহিমা বল কে জানিতে পারে।
তুমি জান এক মাত্র এভব সংসারে।।
তোমার সমান নারী নাহি কোন জন।
পুরুষ আমার সম নাহিক কখন।।
পুণ্যক্ষেত্র যেই স্থান ধরণী মাঝারে।
মনোরম সিদ্ধক্ষেত্র ভারত-ভিতরে।।
যথায় যথায় দেখি বিরাজে শ্মশান।
তথায় তথায় আমি করি অবস্থান।।
এতেক বচন শুনি দেবী ভগবতী।
শুন শুন বলিলেন ওগো পশুপতি।।
লিঙ্গোপরি তব পূজা করে যেই জন।
কি ফল লভয়ে সেই কহ মহাত্মন।।
নৃত্য-গীতে তব পূজা যেই জন করে।
নমস্কার করে তোমা একান্ত অন্তরে।।
ঘৃত দ্বারা দধিদ্বারা ক্ষীর দ্বারা আর।
তোমারে যে জন পূজে ওহে গুণাধার।।
গোময়েতে তব গৃহে করিয়া মার্জ্জন।
ঘৃতদ্বীপ তৈলদীপ করয়ে অর্পণ।।
নানাবিধ মাল্য আর দিয়া উপচার।
যে জন তোমারে পূজে ওহে গুণাধার।।
কি ফল লভয়ে তাহা কহ ত্রিলোচন।
এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন।।
পর্য্যুষিত মাল্য যদি অর্পয়ে তোমারে।
কিবা ফল ঘটে তাহা বলহ আমারে।।
এতেক বাক্য দেবীর করিয়া শ্রবণ।
হাসিতে হাসিতে কহে দেব পঞ্চানন।।
শুন শুন গিরিসুতে বচন আমার।
প্রশ্ন করিয়াছ তুমি সার হতে সার।।
জল দ্বারা মোরে স্নান করায় যেজন।
অগ্নিষ্টোম ফল পায় সেই মহাত্মন্।।
সুগন্ধ তৈলেতে মোরে করাইলে স্নান।
অশ্বমেধ ফল করি তাহারে প্রদান।।
লিঙ্গোপরি মম পূজা করে যেই জন।
অতি প্রিয়তম মম সেই মহাত্মন্।।
তাহাপেক্ষা প্রিয় মম নাহি কেহ আর।
সত্য কথা বলিলাম নিকটে তোমার।।
ঘৃতদ্বারা দুগ্ধ দ্বারা দধিদ্বারা আর।
ক্ষীরদ্বারা কিম্বা স্নান করায় আমার।।
এরূপে আমারে স্নান করায়ে যেজন।
চতুর্দ্দশীদিনে লিঙ্গে করয়ে পূজন।।
অজয় অমর হয় সেই মহামতি।
তার সম ভক্ত নাহি হেরি বসুমতি।।
ইচ্ছামত লোকে যায় সেই সাধুজন।
ব্রহ্ম বিষ্ণুলোকে কিম্বা গোলক ভুবন।।
অথবা কৈলাসপুরে সেজন যায়।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু তোমায়।।
ইন্দ্র সোম বায়ু অগ্নি আর দিবাকর।
সতত পূজয়ে তার দেবতা নিকর।।

লিঙ্গার্চ্চনরত থাকে যেই কোনজন।
সেজন আমার প্রিয় স্বরূপ বচন।।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরা আদি স্বর্গবাসীগণ।
নৃত্যগীতে তারে পূজা করে সর্ব্বক্ষণ।।
লিঙ্গ মম পূজা কৈলে যেই ফল হয়।
জ্ঞাত আছে তাহা দেব ঋষি মহোদয়।।
নর নারায়ণ আর জৈগীষব্য জানে।
কহিলাম তথ্য কথা তোমার সদনে।।
একবর্ষ ভক্তিযুত হয় যেইজন।
লিঙ্গোপরি মমোদ্দেশে করয়ে অর্চ্চন।।
পূর্ণ হয় সর্ব্বকাম জানিবে তাহার।
অন্তে মম পুরে যায় সেই গুণাধার।।
নানাবিধ উপচার করিয়া অর্পণ।
আমার পূজা যে জন করয়ে সাধন।।
মহাগণপতি হয় সেই মহামতি।
আমার বচন মিথ্যা নহে ভগবতী।।
পর্য্যুষিত মাল্য যদি করয়ে অর্পণ।
তবু স্বর্গপুরে যায় সেই মহাজন।।
অনন্ত সুখের ভাগী সেই জন হয়।
বহুকাল রহে তথা জানিবে নিশ্চয়।।
আমার সহিতে ক্রীড়া করে সেইজন।
আমিও তাহার সহ রহি অনুক্ষণ।।
তোমার সহিত যথা আনন্দে বিহরি।
সেরূপ তাহার সহ জানিবে সুন্দরী।।
লিঙ্গোপরি রুদ্রপূজা করে যেইজন।
দেবপুত্র হয় সেই আমার বচন।।
যেই জন এই কথা ভক্তিভাবে পড়ে।
সেজন কৈলাসে যায় আমার গোচরে।।
পূজিত হইয়া তথা করে অবস্থিতি।
আমার সহিত তথা থাকে নিরবধি।।
লিঙ্গের মাহাত্ম্য এই করিনু বর্ণন।
শুনিতে আরো কি বাঞ্ছা বলহ এখন।।

শিবের আটষট্টি অবস্থান পীঠ

সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
পার্ব্বতী সকাশে যাহা কহে পঞ্চানন।।
কৈলাস শিখরে বসি আছে পশুপতি।
সম্বোধন করি কহে দেবী ভগবতী।।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন।
কোথায় কোথায় থাক তুমি সর্ব্বক্ষণ।।
কোথায় কোথায় দেখা পাইব তোমার।
কৃপা করি বল তাহা আমার গোচর।।
এত শুনি মিষ্ট বাক্যে কহে পঞ্চানন।
জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন।।
নাম মম মহাদেব বারাণসী ধামে।
প্রয়াগেতে মহেশ্বর জানিবেক মনে।।
গঙ্গায় প্রপিতামহ আমার আখ্যান।
দেবদেব নৈমিষেতে খ্যাত অবস্থান।।
প্রভাসে শশীভূষণ আখ্যান আমার।
কুরুক্ষেত্রে মহাদেব পুণ্যের আধার।।
ভূতনাথ মম নাম পবিত্র পুষ্করে।
বিমল ঈশ্বর নাম বিন্ধ্যগিরি পরে।।
অট্টহাসে মহানাদ আমার আখ্যান।
আর্কটেতে মহেশ্বর কহি অবস্থান।।
শঙ্কুকর্ণে মহাতেজা বুঝিবে অন্তরে।
মহাবলে গোকর্ণেতে কহিনু তোমারে।।
রুদ্রকোটি তীর্থে মম মহাযোগ নাম।
স্থলেশ্বরে যমলিঙ্গ খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
হর্ষপথে হর্ষনাম বলে বহুজন।
মহেশ্বরে সর্ব্বমেধ্য শাস্ত্রের বচন।।

কেদারে ঈশান দেব ওগো সুলোচনে।
হিমালয়ে রুদ্রদেব কহি তব স্থানে।।
সুবর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষ আমার আখ্যান।
বৃষে বৃষ ধ্বজ নাম কহি তব স্থান।।
ভৈরবে ভৈরবাকার ওগো হৈমবতী।
বস্ত্রাপথে ভবনাম শুন গুণবতী।।
কনখলে উগ্রনাম বলিবে আমার।
ভদ্রকর্ণে শিবহ্রদ বুঝিবে আমার।।
দণ্ডীনাম বলে দেবী দেবদারু বনে।
ভুমি জঙ্গলেতে চণ্ড বলে সর্ব্বজনে।।
ভু দণ্ডেতে ঊর্দ্ধরেতা আমার আখ্যান।
কর্পদ্দি ছাগল অণ্ডে কহি তব স্থান।।
বরদ আমার নাম কৃত্তিবাসে হয়।
আম্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্ম নাম যে নিশ্চয়।।
নীলকণ্ঠ মম নাম গিরি কালঞ্জরে।
শ্রীকণ্ঠ আমার নাম মণ্ডল ঈশ্বরে।।
ধ্যান যোগেশ্বরে মম যোগ নাম হয়।
উত্তর ঈশ্বরে হয় গায়ত্র্য নিশ্চয়।।
যম অঙ্কে স্থানু নাম জানিবে আমার।
কপালী করম ঈশে জানিবেক সার।।
রেণুকরে কামরেতা আমার আখ্যান।
দেবিকাতে উমাপতি কহি তব স্থান।।
হরিশচন্দ্রে হরিনাম ওগো ভগবতী।
শঙ্কর যে ভদ্রচন্দ্রে কহি ওগো সতী।।
বামেশ্বরে জটি নাম কহিনু তোমায়।
কুক্কুটকে সৌম্য নাম বিখ্যাত ধরায়।।
বিন্ধ্যায় ত্র্যম্বক নাম ওগো বরাননে।
ত্রিলোকেতে ত্রিলোচন কহি তব স্থানে।।
ত্রিশূলী আমার নাম জান জলেশ্বরে।
শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক জানিবে অন্তরে।।
নেপালেতে মম নাম হয় পশুপতি।
অঙ্গেশ্বরে দীপ্ত নাম ওগো ভগবতী।।
গঙ্গাসাগরেতে নাম অমর আমার।
অমরকন্টকে নাম জানিবে ওঙ্কার।।
সপ্তগোদাবরে মম ভীম নাম হয়।
পাতালে হাটকেশ্বর জানিবে নিশ্চয়।।
গণাধ্যক্ষ মম নাম জান কর্ণিকারে।
গণাধিপ ওগো দেবী কৈলাস নগরে।।
হেমকূটে বিরুপাক্ষ আমার আখ্যান।
গন্ধ মাদনেতে হর্ত্তা কহি তব স্থান।।
দণ্ডীশ্বরে মম নাম হয় দণ্ডধর।
জলেশ্বরে জললিঙ্গ খ্যাত চরাচর।।
হুতেশ্বরে গণাধ্যক্ষ আমার আখ্যান।
কৈরাত নিরাতকেতে কহি তব স্থান।।
দানব বধের জন্য বিন্ধ্যগিরি পরে।
বরাহ আমার নাম জানিবে অন্তরে।।
গঙ্গাহ্রদে হিমস্থান আমার আখ্যান।
অমর বাড়বামুখে কহি তব স্থান।।
কটেশ্বর তীর্থে মম শ্রেষ্ঠ নাম হয়।
বরেষ্ঠ ইষ্টকাপথে কহিনু নিশ্চয়।।
প্রহস আমার নাম কুসুমপুরেতে।
অলক ঈশ্বর নাম লঙ্কানগরীতে।।
অষ্টষষ্ঠি নাম এই করিনু কীর্ত্তন।
পুরাণে কীর্ত্তিত আছে জানে সর্ব্বজন।।
পবিত্র প্রয়ত হয়ে যেই সাধুমতি।
দুই সন্ধ্যা পাঠ করে ওগো ভগবতী।।
দশ অশ্বমেধফল সেইজন পায়।
কহিলাম সার কথা পার্ব্বতী তোমায়।।
সনতকুমার মুখে শুনি ঋষিগণ।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে মহাত্মন্।।
তোমার মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
পরিতৃপ্ত হলো হৃদি ওহে মহামুনি।।
বিভূতি তাঁহার শুনি মনেতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া দেব পুরাও কামনা।।
বিধিসুত এত শুনি কহে ধীরে ধীরে।
শুন শুন ঋষিগণ কহি সবাকারে।।
মন্দার গিরিতে বসি আছে পঞ্চানন।
নন্দীশ্বর হেনকালে জিজ্ঞাসে বচন।।

শুনশুন ত্রিপুরারি বচন আমার।
তোমার মাহাত্ম্য কহ ওহে দয়াধার।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
কহিলেন শুন নন্দী করিব বর্ণন।।
একাগ্র হইয়া শুন বচন আমার।
যেইকালে সতী দেহ করে পরিহার।।
ব্যাকুল হইয়া আমি দুঃখিত অন্তরে।
যথায় তথায় আমি ভ্রমি ঘুরে ঘুরে।।
অখিল ধরণী আমি করি বিচরণ।
সসাগরা সপ্তদ্বীপা অখিলভুবন।।
যথায় যথায় মম তৃপ্তি বোধ হয়।
তথায় তথায় আমি ভ্রমিনু নিশ্চয়।।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে আমি করি অবস্থান।
তব পাশে কহিলাম ওহে মতিমান।।
যথায় যথায় আমি করিনু বসতি।
মহাপুণ্য সেই দেশ ওহে মহামতি।।
সেই সেই দেশ যদি প্রদক্ষিণ করে।
মহাফল হয় তার জানিবে অন্তরে।।
অযুত সহস্র ধেনু দানে যেইফল।
সেইফল পায় সেই জানিবে সকল।।
আমি চন্দ্র আমি সূর্য্য অরুণ অনল।
পৃথ্বীদিন রাত্রি সন্ধ্যা আমিই সকল।।
আমি মৃত্যু আমি কাল জানিবে অন্তরে।
প্রলয়ে বড়বা-রূপী জানিবে আমারে।।
ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় অর্থ সকলেই আমি।
অক্ষয় সতত আমি জানিবেক তুমি।।
আমি জল জলবাসী জলের ঈশ্বর।
পবন দহন আমি ভূধর সাগর।।
আমাতেই হয় সর্ব্বভূতের সৃজন।
যুগে যুগে পুনঃ করি সকলি হরণ।।
আমার মায়ায় যত জীবজন্তুগণ।
শত শত যোনি মধ্যে করে বিচরণ।।
ত্রিপুর অসুরে আমি করেছি সংহার।
বধিয়াছি তারকেরে ওহে গুণাধার।।

মরিয়াছে কত দৈত্য কে বলিতে পারে।
যাহাদের বল বীর্য্য খ্যাত চরাচরে।।
যাদের নিঃশ্বাস বায়ু হইয়া প্রবল।
ভুবন কম্পিত করে খ্যাত চরাচর।।
সেইসব দৈত্যগণ করেছি নিধন।
আমার মাহাত্ম্য বল জানে কোনজন।।
সর্ব্বভূতে নিরন্তর করি অবস্থিতি।
সর্ব্বভূতে ক্ষয় আমি আছয়ে প্রতীতি।।
ইতিহাস পুরাণেতে সদা মম স্থিতি।
বেদমাঝে নিরন্তর করি অবস্থিতি।।
হেন দেশ নাহি দেবী জগত সংসারে।
মম স্থিতি কভু নাহি আছে সেই স্থলে।।
আমা শূন্য স্থান নাহি করি দরশন।
ভকত বৎসল আমি ওহে মহাত্মন্।।
আমার শরণ নেয় যেই মহামতি।
অনন্য মনেতে মোরে পূজে নিরবধি।।
তাহার উপরে তুষ্ট রহি সর্ব্বক্ষণ।
গাণপত্য তারে আমি করি সমর্পণ।।
পরম সন্তুষ্ট হই তাহার উপরে।
নারীর যৌবন আমি জানিবে অন্তরে।।
শমন দমন নিয়মাদি আমি মাত্র নাই।
বলিনু নিগূঢ় কথা এবে তব ঠাঁই।।
সত্ত্ব রজ তম আমি আমি অহঙ্কার।
কহিনু তোমার পাশে ওহে গুণাধার।।
আমার মাহাত্ম্য কথা যেইজন পড়ে।
সর্ব্বতীর্থ ফল পায় জানিবে অন্তরে।।
উপবাসে যেই ফল হয় উপার্জ্জন।
সে ফল অর্জ্জন করে সেই মহাত্মন্।।
ব্যাধি কভু নাহি ঘেরে তাহার শরীরে।
কামজয় করে সেই নিজ শক্তি বলে।।
ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে যেই ফল পায়।
সত্যবাদিতায় যাহা ফলে মহোদয়।।
ইহার পাঠেতে তাহা হয় উপার্জ্জন।
তোমার নিকটে নন্দী করিনু কীর্ত্তন।।

যেইজন ভক্তিভরে অধ্যয়ন করে।
পাপশূন্য হয় সেই জানিবে অন্তরে।।
মানব প্রধান হয় সেই মহাত্মন্।
সর্ব্বপাপ দেহ হতে হয় বিমোচন।।
অন্তকালে রুদ্রলোকে সেইজন যায়।
কহিনু মাহাত্ম্য কথা নন্দিগো তোমায়।।
এত শুনি নন্দী কহে ওহে ভগবান্।
যোগের নিগূঢ় কথা বলহ এখন।।
সর্ব্বদান ফল হয় কি কাজ করিলে।
সর্ব্বযজ্ঞফল পায় মানব নিকরে।।
চণ্ডাল ক্রব্যাদ ব্যাধ পশুযোনিগণ।
কি কাজ করিলে মুক্ত হয় ভগবন্।।
এই সব কৃপা করি বলহ আমারে।
প্রভু নিবেদন করি তোমার গোচরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
যতদিন ধ্যানযোগ না জন্মে অন্তরে।
তাবত ভ্রময়ে জীব এভব সংসারে।।
জন্মকর্ম্ম বশবর্ত্তী ততদিন রয়।
কহিনু নিগূঢ় কথা ওহে মহোদয়।।
দেব দৈত্য ঋষি পিতৃ ব্রহ্মাদি সকলে।
ধ্যানযোগ হেতু দীপ্তি ধরে কলেবরে।।
কিবা গৃহী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী আর।
অথবা ভিক্ষুক আদি ওহে গুণাধার।।
সকলেই ধ্যান যোগে দীপ্তিলাভ করে।
কর্ম্মে লিপ্ত নহে তারা জানিবে অন্তরে।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিম্বা শূদ্রজাতি।
ধ্যানযোগ যদি লাভ করে মহামতি।।
মহাদীপ্তি ধরে তারা নিজ কলেবরে।
কর্ম্মে লিপ্ত নাহি হয় জানিবে অন্তরে।।
চণ্ডাল হইয়া যদি ধ্যানযোগ পায়।
শুভলোক পায় তারা কহিনু তোমায়।।
যাবত পাতক তার হয় বিনাশন।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওহে মহাত্মন্।।

গোপনীয় ধ্যান যোগ লভে যেইজন।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই মহাত্মন্।।
ধ্যান যোগ মাহাত্ম্যাদি শুন মহামতি।
মাহাত্ম্যের নাহি সীমা নাহিক অবধি।।
অগম্যা গমন যদি করে কোনজন।
ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী যেই নরাধম।।
গুরুদ্দারা অপহরি যেই জন লয়।
ধ্যানযোগ লভে যদি সেই মহোদয়।।
যতেক পাতক তার হয় বিমোচন।
কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে যেমন দহন।।
কুমারী গমন পাপ ধ্যান যোগে হরে।
অভক্ষ্য ভক্ষণ দোষ বিনাশে অচিরে।।
যে জন আপেয় পান করে সর্ব্বক্ষণ।
ধ্যান যোগ সেই যদি করে আচরণ।।
যতেক তাহার পাপ বিনাশিত হয়।
তব পাশে কহিলাম ওগো মহাশয়।।
ধ্যানযোগ বিধি জ্ঞানে যেই মহাত্মন্।
মুক্তিমার্গ লভে সেই আমার বচন।।
অথবা যেমন ইচ্ছা করয়ে অন্তরে।
সেইরূপ স্থানে যায় কহিনু তোমারে।।
ব্রহ্মলোকে সেইজন করয়ে গমন।
অথবা সেজন যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।।
সোম সূর্য্যলোকে কিম্বা সেইজন যায়।
ধ্রুবলোকে যায় কিম্বা কহিনু তোমায়।।
ধ্যানযোগ উপার্জ্জন করে যেইজন।
সেজন আমারে পায় স্বরূপ বচন।।
চারিবেদ অধ্যয়নে যেই ফল হয়।
ধ্যানযোগে তদপেক্ষা জানিবে নিশ্চয়।।
অশ্বমেধ সহস্রেতে হয় যেই ফল।
রাজসূয় হতে হয় যে ফল সকল।।
সেইফল ধ্যানযোগী করে উপার্জ্জন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
যেমন আকাশব্যাপী আছে সর্ব্বস্থানে।
অথচ কিছুতে লিপ্ত নহেক ভুবনে।।

সেইরূপ পাপে লিপ্ত ধ্যানী নাহি হয়।
কহিনু নিগূঢ়তত্ত্ব ওহে মহোদয়।।
সহস্র গৃহস্থ আর ব্রহ্মচারি শত।
সহস্রেক বাণপ্রস্থ ওহে মহারথ।।
এইসব হতে ধ্যানী অতীব প্রধান।
কহিনু নিগূঢ় কথা তব বিদ্যমান।।
ধ্যানযোগী পরিতুষ্ট যাহার উপরে।
বংশ বৃদ্ধি হয় তার জানিবে অন্তরে।।
ধ্যান যোগী যেই দেশে করয়ে গমন।
পবিত্র সে দেশ হয় শাস্ত্রের বচন।।
প্রতিগ্রহ ধ্যানযোগী যদি কভু করে।
পাপে লিপ্ত নাহি সেই হয় কোন কালে।।
পর্ব্বত আশ্রয় করি গজ আদি গণ।
সেইরূপ অবস্থান করে সর্ব্বক্ষণ।।
পর্ব্বত ত্যজিয়া কভু কোথা নাহি যায়।
যোগীগণ সেইরূপ কহিনু তোমায়।।
যোগীরে ছাড়িয়া যোগ না যায় কখন।
তোমার পাশে বলিনু ওহে মহাত্মন্।।
ধ্যানযোগ বলিলাম তোমার গোচরে।
বিবেচিয়া যাহা হয় করহ অন্তরে।।
একমনে যদি ইহা করে অধ্যয়ন।
অথবা ভক্তি করি করয়ে শ্রবণ।।
মহাপুণ্য হয় তার জানিবে অন্তরে।
তারে হেরি বিঘ্নরাশি চলি যায় দূরে।।
অমর নিকর সদা পূজেন তাহারে।
অপ্সরারা সদা তারে অভিলাষ করে।।
তাহাকে হেরিতে বাঞ্ছা করে সিদ্ধগণ।
তারপরে পরিতুষ্ট যত পিতৃগণ।।
রোগ শোক তারে নাহি করে আক্রমণ।
শমন তাহার পাশে সতত দমন।।
হিংস্র শ্বাপদেরা তারে নেহারি নয়নে।
ভয়ে ভীত হয়ে পশে গহন কাননে।।
দুস্তর প্রান্তরে কিম্বা কানন ভিতর।
যদ্যপি প্রবেশ করে সেই বিজ্ঞবর।।
বিঘ্ন নাহি হয় তার জানিবে অন্তরে।
দেবসম রহে সেই জগত সংসারে।।
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে অন্তরে হয় দিব্য তত্ত্ব-জ্ঞান।।

ধ্যানের ফল

তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিতে যত শাস্ত্রচয়।
তাহার মধ্যেতে শ্রেষ্ঠ এই গ্রন্থ হয়।।
সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন।।
নন্দীর নিকটে যথা কহে পশুপতি।
বলিব সে সব কথা কর অবগতি।।
জিজ্ঞাসা করিলে নন্দী দেব মহেশ্বরে।
শুন প্রভু নিবেদন করি যে তোমারে।।
তোমার ধ্যান কিরূপ করহ বর্ণন।
চিন্তা করিবে কিরূপে কহ মহাত্মন্।।
সন্দেহ আছয়ে মম এসব জানিতে।
কৃপা করি কহ দেব নমামি পদেতে।।
নন্দীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাসি হাসি কহে তারে দেব পঞ্চানন।।
এই যে হেরিছ নন্দী মম কলেবর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ইথে আছে নিরন্তর।।
দক্ষিণ পার্শ্বেতে রহে কমল আসন।
বামভাগে অধিষ্ঠিত দেব নারায়ণ।।
মধ্যভাগে রুদ্রদেব জানিবে অন্তরে।
এরূপে করিবে চিন্তা সতত আমারে।।
এইরূপে একমনে করিলে চিন্তন।
নিষ্পাপী হইবে ধ্যানী আমার বচন।।

যেইজন এই রূপে চিন্তয়ে আমারে।
রুদ্র সাযুজ্যতা পায় জানিবে অন্তরে।।
প্রতিদিন মোরে যেই করয়ে স্মরণ।
তাহার দেহে পাতক না রহে কখন।।
ওঙ্কার রূপক মোরে হৃদয়ে জানিবে।
ওঙ্কার রূপেতে ধ্যান আমারে করিবে।।
তিনবর্ণ মিলি হয় ওঙ্কার আকার।
অ-কার উকার আর জানিবে ম-কার।।
অ-কারেতে নারায়ণ উ-তে মহেশ্বর।
ম-কারেতে স্বয়ংব্রহ্মা ওহে বিজ্ঞবর।।
উ-কার ম-কার মাত্র করিয়া যোজন।
অকারেতে সেই দুই করিবে যোজন।।
তারপর সেই ওম্ হৃদয়ে ভাবিবে।
এরূপ করিলে তুষ্ট আমারে জানিবে।।
যেই ব্যক্তি এইরূপে করয়ে চিন্তন।
নিত্য ধামে যায় সেই আমার বচন।।
নির্ব্বাণ মুকতি পায় সেই মহামতি।
পুনঃ নাহি আসে সেই এই বসুমতী।।
ত্র্যক্ষর আত্মক্ ওম্ জানিবে অন্তরে।
উহাই পরম ব্রহ্ম কহিনু তোমারে।।
যোগরত যেইজন এভব মাঝার।
সতত হৃদয়ে ধ্যান করিবে ওঙ্কার।।
সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ওম্ মাত্র হয়।
আমার বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।।
ওঙ্কার নিয়ত ধ্যান করে যেইজন।
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার হয় যে কখন।।
ত্রিদেব সদৃশ নন্দী জানিবে ওঙ্কার।
আমি ব্রহ্মা আর সেই বিষ্ণু গুণাধার।।
ওঙ্কার যোগীর পুণ্য কি করি বর্ণন।
অক্ষয় অজর সেই জানিবে বচন।।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি যোগবিৎ জন।
এক মনে ওঙ্কারে করিবে স্মরণ।।
সদা চিন্তা এইরূপ করিবে শরীরে।
বিরাজে পুরুষ এক হৃদয় মাঝারে।।
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ সেই পুরুষ প্রবর।
ওঁ রূপী হয়ে তিনি খ্যাতচরাচর।।
এইরূপ চিন্তা করে যেই মহামতি।
ওঙ্কার সতত জপ করে যে সুমতি।।
ব্রহ্মা আরাধনা হয় জানিবে তাহার।
কহিনু নিগূঢ়তত্ত্ব নিকটে তোমার।
প্রাণায়াম সুসাধন করে যেইজন।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি হয়ে একমন।।
সর্ব্বপাপ হতে মুক্তি সেইজন পায়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমায়।।
অব্যয় শিবের পদ পায় সেইজন।
অত্যদ্ভুত তেজ করে শরীরে ধারণ।।
বায়ুহীন স্থানে দীপ যেই মত রয়।
সেইমত থাকে সেই নাহিক সংশয়।।
ওঙ্কার যখন ধ্যান করিবে সুজন।
কম্পিত শরীর নাহি করিবে তখন।।
বিশুদ্ধ অন্তরে ধ্যান করিতে হইবে।
তবেত মনের বাঞ্ছা অবশ্য পূরিবে।।
ইন্দ্রিয়গণের বশ প্রাণায়ামে করি।
ওঁঙ্কারে করিবে ধ্যান শাস্ত্রের বিচারি।।
অ-কার উ-কার আর জানিবে ম-কার।
এ তিনে চিন্তিবে যোগী ওহে গুণাধার।।
মোর চিন্তা ইহাতে হইবে সাধন।
শাস্ত্রের কথা কহিনু তোমার সদন।।
অ-কারেতে ঋগ্‌বেদ জানিবে অন্তরে।
যজুর্ব্বেদ বিবেচনা করিবে উ-কারে।।
ম-কারেতে সামবেদ করিবেক জ্ঞান।
একত্রে অথর্ব্ববেদ ওহে মতিমান্।।
ওঙ্কার পরম সূক্ষ্ম শাস্ত্রের বচন।
ওঙ্কার পরম প্রভু ওহে মতিমান।।
যম-নিয়মাদি করি হয়ে একমন।
ওঙ্কারেরে হৃদিমাঝে করিবে স্মরণ।।
সহস্র সহস্র পাপ যেইজন করে।
ওঙ্কার যদ্যপি সেই হৃদিমাঝে স্মরে।।

তাহার পাতক রাশি হয় বিমোচন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
শিবের সমান হয় জানিবে ওঙ্কার।
ওঙ্কার পরম ব্রহ্ম কহিলাম সার।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একাগ্র অন্তরে।
সর্ব্বক্ষণ ওঙ্কারেরে হৃদি মাঝে স্মরে।।
ইহার প্রসাদে মুক্তি সর্ব্বজন পায়।
নিগূঢ়তত্ত্ব কহি জানিবে তোমায়।।
সামান্য যোগের কথা করিনু কীর্ত্তন।
মহাপুণ্য ইহাতেই পায় জীবগণ।।
যেইজন ভক্তিভরে অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে একাগ্র অন্তরে।।
অথবা দ্বিজের দ্বারা করায় পঠন।
শ্রবণ করায় কিম্বা যেই কোন জন।।
সর্ব্বতীর্থ ফল পায় সেই মহামতি।
মিথ্যা কভু নহে এই শাস্ত্রের ভারতী।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
পড়িলে শুনিলে পায় দিব্য তত্ত্বজ্ঞান।।

ধ্যানযোগ ও প্রাণায়ামাদি

সনৎ কুমার বলে শুন মুনিগণ।
তারপর কি করিল দেব পঞ্চানন।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসে নন্দী ওহে ভগবান্।
তোমার মুখে শুনিনু অপূর্ব্ব আখ্যান।।
যত শুনি তত ইচ্ছা হয় বলবতী।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
অতএব বল বল ওহে পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।

জিজ্ঞাসা করিলে যাহা করিব বর্ণন।
শুনিলে লভিবে মুক্তি ওহে মহাত্মন।।
প্রাণায়াম যোগে হয় সকল সাধন।
তিনরূপ প্রাণায়াম শাস্ত্রের বচন।।
উত্তম মধ্যম হয় অধম যে আর।
বলিতেছি শুন শুন ওহে গুণাধার।।
বত্রিশ মাত্রায় যদি করে প্রাণায়াম।
উত্তম তাহারে কহে শাস্ত্রের প্রমাণ।।
চব্বিশ মাত্রায় হয় জানিবে মধ্যম।
অধম দ্বাদশ মাত্রা ওহে মহাত্মন।।
ত্রিবিধ লক্ষণ এই করিনু কীর্ত্তন।
শক্তি অনুসারে ইহা করিবে সাধন।।
মদমত্ত সিংহ যথা দুরধর্ষ হয়।
অরণ্য কুঞ্জর যথা ওহে মহোদয়।।
সেইরূপ হয় যোগী প্রাণায়াম বলে।
মনের বাসনা তার অবশ্যই ফলে।।
ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে।
বায়ু সিদ্ধ হয় তার জানিবে অন্তরে।।
বলিব কিবা অধিক ওহে মহাত্মন।
প্রাণচিন্তা যেইজন করয়ে সাধন।।
নাহি থাকে জগতেতে অসাধ্য তাহার।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব নিকটে তোমার।।
আমি প্রাণচিন্তা করি ওহে মহাত্মন্।
চিত্ত-শান্তি অনুভব করি সর্ব্বক্ষণ।।
শুভদৃষ্টি বলে আমি মেরুর সমান।
অচল হইয়া আছি ওহে মতিমান্।।
জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন কোন অবস্থাতে।
বিচলিত নাহি আমি জানিবেক চিতে।।
প্রাণ ও অপান দুয়ে হই অনুগামী।
আত্মারে নিয়ত হৃদে নিরখি যে আমি।।
তাহাতে অশোক পদ হয়েছে আমার।
স্থির চিত্ত হয়ে আছি সংসার মাঝার।।
প্রলয় যখন আদি দিবে দরশন।
দেখিব আমি তখন জীবের পতন।।

ভূত কিম্বা ভবিষ্যৎ চিন্তা নাহি করি।
নিরন্তর আছি আমি স্থির দৃষ্টি করি।।
ফলবাঞ্ছা কিছু মম নাহিক শরীরে।
নিশ্চল সমান আছি সংসার মাঝারে।।
ভাবাভাবময়ী চিন্তা করি সর্ব্বক্ষণ।
আত্মাতে সংস্থিত আমি আছি মহাত্মন।।
এই হেতু নিরন্তর হয়ে অনাময়।
চিরজীবী হয়ে আছি ওহে মহোদয়।।
প্রাণাপান সমযোগ যে সময় হয়।
তাহা স্মরি তুষ্ট মম হয় যে হৃদয়।।
এই হেতু অনাময় আছি সর্ব্বক্ষণ।
চিরজীবী হয়ে আছি ওহে মহাত্মন।।
এসব হয়েছে লাভ অদ্যই আমার।
পেয়েছি উত্তম দ্রব্য সার হতে সার।।
এইরূপ চিন্তা নাহি আমার শরীরে।
অনাময় হয়ে আছি এই জ্ঞানবলে।।
প্রাণচিন্তা করি আমি ওহে মহামতি।
এইফল লভিয়াছি জানিবে সুমতি।।
দেহের মধ্যস্থ যত অসংখ্য নাড়ীতে।
সঞ্চরিত হয় বায়ু জানিবেক চিতে।।
তার নাম প্রাণবায়ু ওহে মহাত্মন।
পঞ্চভাগে সুবিভক্ত সেই বায়ু হন।।
ঐ বায়ু স্পন্দিত হলে শরীর মাঝার।
কল্পনা উন্মুখী সম্বিৎ অমনি সঞ্চার।।
তাহাকেই চিত্ত কহে যত সুধীগণ।
প্রাণরোধে চিত্ত শান্তি হয় উৎপাদন।।
চিত্ত শান্তি হয় যবে ওহে মহোদয়।
জগতের লয় হয় তখনি নিশ্চয়।।
এতেক বচন শুনি কহে নন্দীশ্বর।
শুন শুন নিবেদন ওহে দিগম্বর।।
প্রাণবায়ু দেহমাঝে করে সঞ্চরণ।
কিরূপে রোধিবে তারে কহ মহাত্মন।।
শিব কহে শুন শুন বলি যে তোমারে।
যেইরূপে প্রাণরোধ করিবারে পারে।।
শাস্ত্রচর্চা সাধুসঙ্গ বৈরাগ্য যে আর।
এই তিন হতে হয় সংসারে বিকার।।
সংসারে অনিচ্ছা জন্মে জানিবে যখন।
ব্রহ্মধ্যানে মন হয় নিরত তখন।।
এইরূপে ধ্যানযোগ হলে গাঢ়তর।
প্রাণের স্পন্দন নাহি থাকে তারপর।।
পূরক কুম্ভক আর রেচক সহায়ে।
প্রাণায়াম সু-অভ্যাস করিলে হৃদয়ে।।
ধ্যানযোগ ঘনতর হয় উৎপাদন।
প্রাণের স্পন্দন আর না রহে তখন।।
সম্বিৎ সুষুপ্ত হলে ওঙ্কারোচ্চারণে।
স্পন্দহীন হয় প্রাণ জানিবেক মনে।।
রেচক অভ্যাস হেতু প্রাণের স্পন্দন।
তিরোহিত হয়ে যায় ওহে মহাত্মন।।
পূরক বলিতে রুদ্ধ হয় যে সঞ্চার।
তাহে প্রাণ স্পন্দনহীন জানিবেক সার।।
কুম্ভক অভ্যাস যদি করে কোনজন।
স্তম্ভিত শরীর হয় জানিবে তখন।।
কাজে কাজে প্রাণ স্পন্দনহীন হয়ে রয়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব ওহে মহোদয়।।
জিহ্বা দ্বারা ক্ষুদ্র জিহ্বা কৈলে আক্রমণ।
ঊর্দ্ধগতি হেতু প্রাণ না হয় স্পন্দন।।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে হৃদয় আকাশে।
সম্বিতের অন্তর্দ্ধান হয় যোগবশে।।
প্রাণ বায়ু সেই হেতু স্পন্দনহীন হয়।
এইতো নিয়ম আছে জানিবে নিশ্চয়।।
এ সব পালন করে যত যোগীজন।
অধিক বলিব কিবা ওহে মহাত্মন্।।
ভ্রূর মধ্যে অক্ষিতারা করি নিয়োজন।
জ্ঞানেন্দ্রিয় রোধ করি যোগবিদজন।।
জিহ্বা ও প্রাণ বায়ুকে কপাল কুহরে।
ব্রহ্ম রন্ধ্রে সংস্থাপিত করিতে পারিলে।।
প্রাণের স্পন্দন আর না রহে তখন।
প্রাণরোধ কথা এই করিনু কীর্ত্তন।।

আরো এককথা বলি শুন মহোদয়।
সংসার কিছুই নহে জানিবে নিশ্চয়।।
কল্পনা কল্পিত হয় অখিল সংসার।
শূন্যময় এইসব ওহে গুণাধার।।
মনে মনে এইরূপ করি বিবেচনা।
বর্জ্জন যদ্যপি করে যতেক বাসনা।।
তখন নাহিক রহে প্রাণের স্পন্দন।
বলিব কিবা অধিক ওহে মহাত্মন্।।
ক্রমে ক্রমে প্রাণায়াম করিবে সাধন।
নতুবা বিফল সব হয় অকারণ।।
কার্য্য যদি ধীরে ধীরে কভু নাহি করে।
বিপদ ঘটিবে তার জানিবে শরীরে।।
প্রাণচিন্তা তব পাশে করিনু কীর্ত্তন।
ধ্যানযোগ বলি ইহা প্রসিদ্ধ ভুবন।।
একমাত্র যোগীজন হৃদয় মাঝারে।
প্রাণচিন্তা দিবানিশি সযতনে করে।।
অসাধ্য কিছু তাদের নাহি থাকে আর।
ত্রিলোক বিজয়ী তারা ভবের মাঝার।।
এতেক বচন বলি বিধির নন্দন।
কহিলেন ঋষিগণে করি সম্বোধন।।
শুনিতে বাসনা যাহা আছিল সবার।
সাধ্যমত সেইসব করিনু বিস্তার।।
মুক্তিলাভ বাঞ্ছা থাকে যাহার শরীরে।
সেজন সাধিবে ইহা অতি যত্ন করে।।
যোগের সমান ভূমে নাহি কিছু সার।
শিবের বচন ইহা জানিবেক আর।।

যোগসাধন

বিধিসুত মুখে শুনি যোগের কথন।
আনন্দে উৎফুল্ল মতি শৌনকাদিগণ।।
ব্যাস আদি ঋষিগণ সনৎকুমারে।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে সুমধুর স্বরে।।
শুন শুন ভগবান করি নিবেদন।
যোগের বিধান কহ ওহে মহাত্মন্।।
পাপীগণ কিবা রূপে মুক্তিলাভ করে।
এই কথা কহ দেব মোদের গোচরে।।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি গণ।
মুক্তিলাভ করে কিসে কহ মহাত্মন্।।
এত শুনি বিধিসুত কহে মধুস্বরে।
বলিতেছি শুন শুন তোমা সবাকারে।।
বলিয়াছিল যেরূপ দেব পঞ্চানন।
সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
যোগের বিধান শুন কহিব সবারে।
যোগ হতে মুক্তিলাভ খ্যাত চরাচরে।।
জীবের হৃদয়ে পদ্ম আছে মনোহর।
শোভিতেছে সেই পদ্মে দ্বাদশটি দল।।
রক্তবর্ণ সেই পদ্ম জানিবে অন্তরে।
সেই পদ্ম শোভিতেছে দ্বাদশ অক্ষরে।।
ককারাদি পর্য্যন্ত দ্বাদশ অক্ষর।
দ্বাদশ দলেতে শোভে অতি মনোহর।।
পদ্মমধ্যে শোভা পায় সেই কর্ণিকার।
তার মাঝে আছে পীঠ ত্রিকোণ আকার।।
সে পাঠে যং বীজ শোভে ওহে ঋষিগণ।
বায়ু যন্ত্র তার নাম বিদিত ভুবন।।
সেই মন্ত্রে প্রাণবায়ু করে অবস্থিতি।
প্রাপ্ত অভিমানী প্রাণ জান নিরবধি।।
বাসনাতে অলঙ্কৃত হইয়া পরাণ।
জীবের হৃদয় সদা করে অবস্থান।।
কার্য্যভেদে প্রাণবায়ু নানা নাম ধরে।
সে কথা বাহুল্য বলা শুন তারপরে।।

সংক্ষেপে সকল কথা করিব বর্ণন।
মন দিয়া শুন তাহা ওহে ঋষিগণ।।
দুই রূপ প্রাণ দিয়া জানিবে শরীরে।
অন্তস্থঃ বহিস্থঃ এই খ্যাত চরাচরে।।
অন্তস্থঃ প্রাণের নাম শুনহ এখন।
তাহার মাঝেতে প্রাণ জানিবে প্রথম।।
অপান সমান পরে উদান যে হয়।
ব্যানবায়ু তারপর জানিবে নিশ্চয়।।
অন্তঃস্থ পাঁচটি প্রাণ করিনু কীর্ত্তন।
বহিঃস্থ প্রাণের কথা করহ শ্রবণ।।
নাগ কূর্ম্ম এই দুই তৃতীয় কৃকর।
দেবদত্ত ধনঞ্জয় খ্যাত চরাচর।।
এইদশ প্রাণ থাকি জীবের শরীরে।
স্ব-আধিকারিক কার্য্য সম্পাদন করে।
বহিঃস্থ হইতে জান অন্তঃস্থ প্রধান।
তার মাঝে শ্রেষ্ঠ প্রাণ আর যে অপান।।
কণ্ঠেতে উদান বায়ু করে অবস্থিতি।
ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে আছে নিরবধি।।
নাগ আদি পঞ্চ বায়ু বহির্ভাগে রয়।
বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধয়ে নিশ্চয়।।
নাগবায়ু সম্পাদন করয়ে উদগার।
কূর্ম্মের করম হয় উন্মীলন আর।।
কৃকরের কর্ম্ম ক্ষুধা জানিবে শরীরে।
দেবদত্ত তৃষ্ণাকার্য্য সম্পাদন করে।।
ধনঞ্জয় সম্পাদন করয়ে জৃম্ভন।
নাগাদি বায়ুর কার্য্য করিনু বর্ণন।।
এইরূপ বিমানেতে সাধক প্রবর।
যদ্যপি জানিতে পারে নিজ কলেবর।।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে সেই সাধুজন।
বিষ্ণুপদ লাভ করে স্বরূপ বচন।।
গুরুদেব উপদেশ দিবেন যেমন।
সেরূপে সাধনা সাধু করিবে সাধন।।
কপোলকল্পিত কার্য্য কভু না করিবে।
ফলহীন কার্য্য শরীরে জানিবে।।
যেইজন নিজ যুক্তি করিয়া আশ্রয়।
সাধনা কার্য্যেতে রত নিরন্তর হয়।।
নিবর্বীর্য্যে তাহার কার্য্য হইবে সকল।
নিরর্থক দুঃখ মাত্র হয় তার ফল।।
গুরুকে সন্তুষ্ট করি অতীব যতনে।
বিদ্যা উপাসনা যেই করয়ে যতনে।।
সুফল পায় অচিরে সেই সাধুজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
সর্ব্বকর্ত্তা গুরুদেব নাহিক সংশয়।
পিতা মাতা সেইজন জানিবে নিশ্চয়।।
কায়মনোবাক্য দ্বারা সদা সেইজনে।
সন্তুষ্ট করিবে সাধু বিহিত বিধানে।।
পরম আরাধ্য তিনি সেবনীয় হন।
সর্ব্বকার্য্য শুভ হয় তাঁহার কারণ।।
ইহার অন্যথা হলে ঘটে অমঙ্গল।
কহিলাম সার কথা তোমারে সকল।।
তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুরে।
গুরুর চরণপদ্ম স্পর্শি দক্ষকরে।।
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করি তারপর।
প্রণাম করিবে সাধু চরণ উপর।।
যেইজন আত্মবান এভব সংসারে।
সুদৃঢ় বিশ্বাস যার আছয়ে অন্তরে।।
আশু সিদ্ধি হয় তার জানিবে বচন।
নতুবা বিফল সব হয় অকারণ।।
যাহার অন্তরে শ্রদ্ধা নাহিক কখন।
অনাত্ম পুরুষ হয় সেই অভাজন।।
সিদ্ধিলাভ সেই জন করিবারে নারে।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু তোমারে।।
এই হেতু শ্রদ্ধাবান হইয়া সুজন।
সাধনা সাধিবে সদা ওহে ঋষিগণ।।
ইন্দ্রিয়ে বশীভূত যেই জন হয়।
অসতের মধ্যে সদা যেই জন রয়।।
অবিশ্বাস হৃদি মাঝে যেই ব্যক্তি ধরে।
যেই ব্যক্তি গুরু পূজা কভু নাহি করে।।

বহু সঙ্গ সদা করে যেই অভাজন।
লোলুপ সতত রহে যে জনের মন।।
মিথ্যাবাক্যে অনুরত যেই জন রয়।
সদা নিষ্ঠুর বচনে কটু কথা কয়।।
গুরুর সন্তোষ যেই কভু নাহি করে।
সেইজন সিদ্ধি নাহি লভিবারে পারে।।
সিদ্ধির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ।
কর্ম্মের ফল অবশ্য হইবে সাধন।।
সিদ্ধির এইত হয় প্রধান লক্ষণ।
শ্রদ্ধাবান হলে তাহা দ্বিতীয় লক্ষণ।।
তৃতীয় লক্ষণ হয় গুরু আরাধনা।
পরম মঙ্গল ইথে পূরয়ে কামনা।।
সর্ব্বআত্মা সমদৃষ্টি চতুর্থ লক্ষণ।
জিতেন্দ্রিয় হলে তাহা জানিবে পঞ্চম।।
শাস্ত্র উক্ত পরনিষ্ঠা ষষ্ঠ বলি জান।
সিদ্ধির লক্ষণ এই করিবেক জ্ঞান।।
নাহি ভিন্ন ইহা আর অপর লক্ষণ।
শাস্ত্রের বিধান এই করিনু কীর্ত্তন।।
গুরুদেব উপদেশ দিবেন যেমন।
সেরূপে সাধনা সদা করিবে সাধন।।
সুন্দর শোভন মঠে কুশাসন পরে।
যোগীবর বসিবেক একান্ত শরীরে।।
প্রাণায়াম সাধনার্থ পরে যোগীজন।
পরম অভ্যাস ক্রমে করিবে সাধন।।
বক্রভাবে না রাখিবে নিজ কলেবর।
সমভাবে বসিবেক করি যোড়কর।।
তারপর গুরুজনে করিবে প্রণাম।
বামভাগে গণেশেরে এইত বিধান।।
প্রণমিবে দক্ষিণেতে ক্ষেত্রপালগণে।
অম্বিকারে নমস্কার করিবে যতনে।।
তারপর দক্ষ হস্তে অঙ্গুষ্ঠদ্বারায়।
করিবেক অবরোধ দক্ষিণ নাসায়।।
ইড়া নাড়ীরন্ধ্রে পরে সংখ্যা অনুসারে।
পূরিত বায়ুকে রোধ করিবে সাদরে।।
আবেগ বায়ুর পরে বাম নাসিকাতে।
পূরণ করিবে বায়ু যথা সংখ্যামতে।।
মধ্যে নাড়ীরন্ধ্রে পরে সংখ্যা অনুসারে।
পূরিত বায়ুকে রোধ করিবে সাদরে।।
আবেগ বায়ুর পরে ত্যজিবে সুজন।
তাহার বিধান বলি করহ শ্রবণ।।
যথাশক্তি সংখ্যামতে দক্ষিণ নাসাতে।
পিঙ্গলার ছিদ্র দিয়া ত্যজিবে ক্রমেতে।।
বিলোম মার্গেতে পুনঃ দক্ষিণ নাসায়।
যথা সংখ্য বায়ু পূরি স্তম্ভিবে তাহায়।।
মধ্যে নাড়ীরন্ধ্রে উহা করিয়া স্তম্ভন।
অল্পে অল্পে যথাশক্তি করিবে বর্জ্জন।।
প্রাণায়াম যোগ এই অভ্যাস সময়ে।
একাসনে বিংশবার করিবে বসিয়ে।।
অলসতা পরিত্যাগ করিয়া সুজন।
বিংশতি কুম্ভক ক্রমে করিবে সাধন।।
এইরূপে করিবেক ক্রমে চারিবার।
প্রাতঃকালে প্রথমতঃ হয় একবার।।
মধ্যাহ্নকালেতে পুনঃ দ্বিতীয় সময়।
তৃতীয় সন্ধ্যার কালে জানিবে নিশ্চয়।।
চতুর্থ মধ্যমরাত্রে জানিবে অন্তরে।
কুম্ভকের বিধি এই কহিনু সবারে।।
আলস্য ত্যজিয়া যেই একান্ত শরীরে।
তিনমাস এইরূপ প্রাণায়াম করে।।
নাড়ীশুদ্ধ হয় তার নাহিক সংশয়।
কাজে কাজে ফলে ফল জানিবে নিশ্চয়।।
নাড়ীশুদ্ধি এইরূপ হইবে যখন।
সমস্ত দোষের ক্ষয় জানিবে তখন।।
নাড়ীশুদ্ধি হলে পরে সাধক শরীরে।
যেই যেই চিহ্ন হয় কহি সবাকারে।।
নাতি কৃশনাতি স্থূল নাতি বক্র হয়।
সমকায় হয়ে সেই সাধুবর রয়।।
বাহির হয় সুগন্ধ তাহার শরীরে।
লাবণ্য কত যে ধরে কে বলিতে পারে।।

ইহাকেই যোগাবস্থা কহে সুধীগণ।
অন্য অন্য চিহ্ন বলি করহ শ্রবণ।।
নাড়ীশুদ্ধি যেই কালে লভে সুধীজন।
জঠর অনল বৃদ্ধি হইবে তখন।।
উত্তম ভোগেতে শক্ত সেই কালে হয়।
সুখ গৃহে রহে চিত্ত নাহিক সংশয়।।
যোগীর সর্ব্বাঙ্গ হয় অতীব সুন্দর।
ক্ষুন্নমনা নাহি হয় সেই যোগীবর।।
উৎসাহ বিশিষ্ট হয় অন্তর তাহার।
বলাধান হয় দেহে জানিবেক সার।।
চিহ্ন হয় এই সব তাহার শরীরে।
সংক্ষেপে কহিলাম সবার গোচরে।।
এখন শুনহ বলি ওহে ঋষিগণ।
যাহে যাহে যোগ বিঘ্ন হয় সম্পাদন।।
বিঘ্নকর দ্রব্য যদি পরিত্যাগ করে।
অনায়াসে তবে সেই দুঃখ পারাবারে।।
অম্ল রক্ষ ঝাল দ্রব্য করিলে বর্জ্জন।
কটুদ্রব্য সর্ষপাদি ত্যজিবে লবণ।।
অনেক ভ্রমণ নাহি কদাচ করিবে।
তৈল আদি শৈত্যদ্রব্য সর্ব্বথা ত্যজিবে।।
অন্যায় করিবে নাহি পরস্ব হরণ।
প্রাণী হিংসা লোকদ্বেষ করিবে বর্জ্জন।।
অহঙ্কার না রাখিবে আপন অন্তরে।
কুটিলতা তেয়াগিয়ে অতি যত্ন করে।।
ভ্রমে নাহি কহিবেক অসত্য বচন।
কদাচ করিবে নাহি জীবের পীড়ন।।
ত্যজিবেক নারীসঙ্গ একাগ্র অন্তরে।
বহুকথা না কহিবে কাহার গোচরে।।
অধিক ভোজন নাহি করিবে কখন।
যোগবিঘ্ন হয় ইথে ওহে ঋষিগণ।।
আশুসিদ্ধি হয় যাহে শুনহ সকলে।
শাস্ত্রের বিধানমত বলিব সবারে।।
ঘৃত দুগ্ধ মিষ্ট অন্ন করিবে ভোজন।।
কর্পূর বাসিত পান করিবে সেবন।।
প্রিয় বাক্য বলিবেক সবার গোচরে।
মিষ্টবাক্যে সন্তোষিবে সবার অন্তরে।।
ক্ষুদ্রদ্বার মন্দিরাদি করিয়া গঠন।
তাহার মধ্যেতে বাস করিবে সুজন।।
সিদ্ধান্ত বচন সদা শুনিবে সাদরে।
তর্ক কভু না করিবে জানিবে অন্তরে।।
সংসারের কার্য্য বটে করিবে সাধন।
বৈরাগ্য* চিত্তেতে কিন্তু করিবে স্থাপন।।
লাভে হর্ষ না করিবে আপন অন্তরে।
অলাভে করিবে ত্যাগ সদা বিষাদেরে।।
কিবা স্তব কিবা নিন্দা করিয়া শ্রবণ।
সমভাব সদা জ্ঞান করিবে সুজন্।।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে সাদরে।
না রাখিবে ব্যাকুলতা হৃদয় মাঝারে।।
সতত করিবে হৃদে ধৈর্য্যাবলম্বন।
ক্ষমাশীল হবে সদা সেই মহাত্মন্।।
যথা শাস্ত্র তপশ্চর্য্যা** করিবে যতনে।
রহিবেক শৌচারে বিহিত বিধানে।।
জলাদি দ্বারায় বাহ্য হবে পরিষ্কার।
সন্তুষ্টে করিবে শুদ্ধ চিত্তের মাঝার।।

---

* বৈরাগ্য — সংসারের প্রতি বিরাগ ভাজন হওয়া। কথায় বলে কোটি জন্মের থাকলে ভাগ্য বিষয় ছেড়ে হয় বৈরাগ্য। বিষয়ে আসক্তিমন হরি ভজনের একান্ত অন্তরায়। তাই সংসারে থেকে একেবারে মনে প্রাণে তার প্রতি আসক্তি সম্পন্ন না হয়ে ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ মন থাকা বাঞ্ছনীয়। সাদা কাগজে সুন্দরভাবে লেখা যায়। তাতেই তেল মর্দ্দন করলে যেমন লেখা যায় না তেমনি সংসারে আসক্তি থাকলে সংসারই বড় ও আসল হয়ে দাঁড়ায়। অতএব বিষয় বাসনা হীন অবস্থায় ঈশ্বর ভজনায় আত্মনিয়োগ করাকে বলে বৈরাগ্য।

** যথাশাস্ত্র তপশ্চর্য্যা — শাস্ত্রের অনুশাসন বাক্যগুলিকে মেনে নিয়ে তপ জপে আত্মনিয়োগ করা বিধেয়। শাস্ত্র বহির্ভূত কোন নীতি তপস্যার পক্ষে কার্য্যকর নয়। শাস্ত্র অনুযায়ী কার্য্য করা গেলে তাতেই লাভ এবং সুফল পাওয়া যায়।

ভগবদ্বিষয়ে* বুদ্ধি করিবেক স্থির।
করিবেক গুরুসেবা হইয়া সুধীর।।
পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু পশিবে যখন।
যেইকালে যোগীবর করিবে ভক্ষণ।।
প্রাণবায়ু যেইকালে পশিবে ইড়াতে।
শয়ন করিবে যোগী তখন শয্যাতে।।
বাম নাসিকাতে বায়ু রহিবে যখন।
কুণ্ডলীর নিদ্রাকাল জানিবে তখন।।
যোগীবর সেইকালে নিদ্রারে ত্যাগিবে।
দক্ষিণ নাসাতে বায়ু যখন বহিবে।।
জাগ্রত অবস্থা সেই কুণ্ডলীর হয়।
তখন আহার যোগী করিবে নিশ্চয়।।
কেননা তখন যদি করয়ে ভক্ষণ।
কুণ্ডলীর মুখে হবে আহুতি অর্পণ।।
কুণ্ডলী মুখেতে যোগী আহুতি অর্পিলে।
যোগীর আহার শুদ্ধি হয় সেইকালে।।
আহারের পরক্ষণে পবন অভ্যাস।
কভু না করিবে যোগী শাস্ত্রের প্রকাশ।।
ক্ষুধার্ত্ত কালেতে নাহি করিবে ভোজন।
তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ।।
যেই কোন জীব কিছু আহার করিলে।
নাড়ীরন্ধ্র রসান্বিত হয় সেইকালে।।
বায়ুর গতির বিঘ্ন জনমে তাহাতে।
শ্বাস আদি রোগ জন্মে এই কারণেতে।।
ক্ষুধিত ব্যক্তির ধাতু অতি ক্ষীণ হয়।
সেকালে পবনাভ্যাস সমুচিত নয়।।
পবন অভ্যাস যদি করয়ে তখন।
ক্ষয়রোগ তাহা হলে হয় উৎপাদন।।
প্রথম অভ্যাস কালে কিছু নাহি খাবে।
ঘৃত দুগ্ধ অন্ন মাত্র ভোজন করিবে।।

অভ্যাস ক্রমেতে স্থির হইবে যখন।
সেইকালে নিয়মের নাহি প্রয়োজন।।
ইতিপূর্ব্বে যেইরূপ করেছি কীর্ত্তন।
সেরূপে কুম্ভক সাধু করিবে সাধন।।
বায়ুর অভ্যাস যবে স্থিরীভূত হয়।
ইচ্ছামত শক্তিজন্মে জানিবে নিশ্চয়।।
যোগীর যেমন ইচ্ছা সেই অনুসারে।
বায়ু ধারণেতে শক্তি জনমে শরীরে।।
যেই শক্তি জনমিলে জানিবে তখন।
কুম্ভক হয়েছে সিদ্ধ হয়ে ঋষিগণ।।
প্রাণায়াম সাধনেতে প্রথম প্রথম।
সাধকের দেহে ধর্ম্ম হয় উৎপাদন।।
ঘর্ম্মোদয় যবে যোগী দেখিবে শরীরে।
মর্দ্দন করিবে দেহে অতি যত্ন করে।।
সেরূপ যদ্যপি নাহি করে যোগীজন।
ধাতুক্ষয় হবে তবে ওহে ঋষিগণ।।
প্রথমেতে এই চিহ্ন যোগীর জনমে।
তারপরে যাহা হয় শুনহ শ্রবণে।।
দ্বিতীয় কল্পেতে দেহে কম্পের উদয়।
তৃতীয় কল্পেতে ভেকসম গতি হয়।।
সেইকালে পদ্মাসনস্থিত যোগীবরে।
প্রাণবায়ু থাকি থাকি বিচলিত করে।।
অভ্যাসবশেতে ক্রমে যেই যোগীজন।
বায়ুকে রোধিতে পারে অতি বহুক্ষণ।।
তাহা হলে অবিলম্বে ভূতল ত্যজিয়ে।
শূন্যতে উঠিতে পারে সানন্দ হৃদয়ে।।
শূন্যে বিচরণ যোগ্য করিবারে পারে।
তাহার অসাধ্য নাহি জগত মাঝারে।।
পদ্মাসনে থাকি যোগী ত্যজি ধরাতল।
যখন উঠিতে পারে শূন্যের উপর।।
সেইকালে বায়ুসিদ্ধি হইবে তাহার।
ভবঘোর বিনাশিনী সার হতে সার।।
যাবৎ এরূপে বায়ু সিদ্ধি নাহি হয়।
তাবৎ নিয়মবশ রহিবে নিশ্চয়।।

** ভগবদ্বিষয়ে — ভগবান সনাতন পুরুষের বিষয়ে যাবতীয় আলোচনা বা কথাবার্ত্তা সবই মঙ্গল বিষয়।

তারপর কোন কিছু নাহিক নিয়ম।
যথা ইচ্ছা যোগীবর করিবে তেমন।।
যোগসিদ্ধি হলে পরে অল্প নিদ্রা হয়।
মল মূত্র অল্প হয় জানিবে নিশ্চয়।।
সংসার মাঝারে যেই হয় যোগীজন।
রোগ শোক তার দেহে না রহে কখন।।
শারীরিক মানসিক রোগ নাহি থাকে।
সদাকাল যায় তার অন্তরের সুখে।।
সতত প্রফুল্ল রহে তাহার শরীর।
ঘর্ম্ম কৃমি কফ তার ছাড়ে কলেবর।।
কফ বায়ু আর পিত্ত তাহার শরীরে।
সমভাবে সদাকাল অবস্থিতি করে।।
সেইকালে পথ্যাপথ্য যে কোন ভোজন।
কিছুতে নিয়ম নাহি করিবে গ্রহণ।।
যোগীজন যদি রহে করি অনাহার।
অথবা যদ্যপি করে অত্যল্প আহার।।
কিম্বা বহুবিধ দ্রব্য করয়ে আহার।
রোগশোক দেহে তার না রহিবে আর।।
সাধক ভূচরী সিদ্ধি লভিবারে পারে।
গম্যাগম্য সর্ব্বস্থানে পারে যাইবারে।।
যেরূপে করিবে জপ যোগীবর জন।
সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
ইন্দ্রিয় সংযত করি জনশূন্য স্থানে।
উপবিষ্ট হইবে সাধু বিহিত বিধানে।।
দীর্ঘমাত্র ওম্‌জপ করিবে তখন।
যাবতীয় যোগবিঘ্ন করিতে বারণ।।
প্রাণায়াম যথাবিধি সাধন করিলে।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বিনাশে অচিরে।।
ইহ জন্মকৃত কর্ম্ম বিনাশিত হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়।।
ষোড়শ সংখ্যক যোগী করি প্রাণায়াম।
পাপ পুণ্য সব ধ্বংস করিবে ধীমান।।
প্রাণায়াম দ্বারা যোগী পুলক অন্তরে।
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লভিবারে পারে।।

ত্রিলোক অটন করে সেই যোগীবর।
সদা সর্ব্বক্ষণ তার প্রফুল্ল অন্তর।।
অভ্যাস বশেতে ক্রমে যেই যোগীজন।
তিনঘণ্টা প্রাণায়াম করয়ে সাধন।।
বাক্যসিদ্ধি হয় তার নাহিক সংশয়।
দূরদৃষ্টি শক্তি জন্মে জানিবে নিশ্চয়।।
ইচ্ছামত সর্ব্বস্থানে যাইবারে পারে।
দূরশ্রুতি শক্তি জন্মে জানিবে অন্তরে।।
পরকায়ে পশিবারে পারে সেইজন।
তিরোধান শক্তি জন্মে শাস্ত্রের বচন।।
তাহার পুরীষ মূত্র লেপন করিলে।
অন্য ধাতু স্বর্ণ হয় জানিবে অন্তরে।।
শূন্যপথে অবরোধ করি বিচরণ।
তাহার অসাধ্য নাহি এতিন ভুবন।।
প্রহর অবধি বায়ু রোধিতে পারিলে।
প্রত্যাহার শক্তি তার জনমে অন্তরে।।
সাধনার বিঘ্ন আর না রহে তখন।
এইত শাস্ত্রের বিধি ওহে ঋষিগণ।।
যোগীজন যাহা কিছু দরশন করে।
আত্মা বলি বিবেচনা করায় সবারে।।
আত্মা ভিন্ন নহে বিশ্ব এই করে জ্ঞান।
সে জন জানিতে পারে ইন্দ্রিয় বিধান।।
ইন্দ্রিয়ের পরাজয় সেই জন করে।
বলিলাম গূঢ়তত্ত্ব সবার গোচরে।।
কুম্ভক প্রহরকাল করে যেইজন।
তাহার শকতি বল কি করি বর্ণন।।
অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করি দাঁড়াইতে পারে।
বাতুলের মত সেই যথা তথা ঘুরে।।
আপনার জ্ঞানের ভাব করিয়া গোপন।
পাগল সমান ভ্রমে এ তিন ভুবন।।
পিঙ্গলোক ত্যাগ করি পুইড়া যেই কালে।
নিশ্চল হইয়া বায়ু বহে সেই স্থলে।।
সুষুম্নার ছিদ্রমধ্যে প্রাণবায়ু রয়।
পরিচয়াবস্থা সেই যোগীর নিশ্চয়।।

পরিচয়াবস্থা হয় যোগীর যখন।
কর্ম্মের ত্রিকূট হয় তখন দর্শন।।
সাধক প্রণব জপ করি তারপর।
ত্রিবিধ তাপের ধ্বংস করে অতঃপর।।
পুনর্জ্জন্ম আর যোগী না করে গ্রহণ।
নির্ব্বাণ মুক্তি পায় শাস্ত্রের বচন।।
সেইকালে পতিচক্রে যোগীর প্রবর।
পঞ্চধা ধারণ করে তাপস নিকর।।
এক এক চক্রে পঞ্চ কুম্ভক করিবে।
পঞ্চভূত সিদ্ধি তাহে নিশ্চয় জানিবে।।
ধরা আদি পঞ্চভূত খ্যাত ত্রিভুবন।
ভয় তার ইহা হতে না রহে কখন।।
শুন শুন তারপর ওহে ঋষিগণ।
যোগ সমাপ্তির কাল করিব বর্ণন।।
জিহ্বাকে তালু মধ্যে করিয়া স্থাপন।
প্রাণবায়ু পান যদি করে যোগীজন।।
সাধনা সমাপ্তি হয় জানিবে সেকালে।
জপে তপে আর তার কিবা ফল ফলে।।
এইরূপে যতদিন না হয় সক্ষম।
তাবৎ সাধনা যোগী করিবে সাধন।।
যদি তাহা নাহি করে আলস্য করিয়ে।
সকল হইবে নষ্ট জানিবে হৃদয়ে।।
কুণ্ডলী হইতে হয় অমৃত ক্ষরণ।
নাদ বিন্দু দিয়া তাহা করিবে সেবন।।
এইরূপ যেই যোগী করিবারে পারে।
জীবন্মুক্ত হয় সেই জানিবে অন্তরে।।
এইরূপে প্রতিদিন যেই করে প্রাণ।
রোগশোক তার দেহে নাহি পায় স্থান।।
শ্রমদাহ ধরা নাহি ঘেরিবারে পারে।
জীবন্মুক্ত হয় সেই জানিবে অন্তরে।।
জিহ্বা দ্বারা তালু মূল করিয়া পীড়ন।
কুণ্ডলীকে হৃদিমাঝে করিয়া চিন্তন।।
বায়ু সহ সুধা ধারা যেই করে পান।
মহাযোগী হয় সেই শাস্ত্রের প্রমাণ।।
ছয়মাস মধ্যে তার যোগীত্ব জনমে।
ঋষিগণ কহিলাম সবার সদনে।।
কুণ্ডলিনী-সুধাপান যেই যোগী করে।
নাহি থাকে ক্ষয় রোগ তাহার শরীরে।।
দূরদৃষ্টি দূরশক্তি শক্তি তার হয়।
অসাধ্য সাধন সেই করয়ে নিশ্চয়।।
দন্তদ্বারা দন্তচাপি যেই যোগী জন।
রসনাকে ঊর্দ্ধপথে করি আনয়ন।।
অল্পে অল্পে প্রাণবায়ু যদি করে পান।
মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে সেই মতিমান।।
যথাবিধি ছয়মাস সাধন করিলে।
সর্ব্বপাপে সেই যোগী মুক্তিলাভ করে।।
সর্ব্বরোগে অব্যাহতি সেই জন পায়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু নিশ্চয়।।
এক বর্ষ যেইজন করয়ে সাধন।
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য লভে সেইজন।।
সর্ব্বভূতে সেই যোগী করে পরাজয়।
ভৈরব স্বরূপ হয় নাহিক সংশয়।।
রসনাকে ঊর্দ্ধগামী করি কোনজন।
ক্ষণার্দ্ধ যদ্যপি হয় থাকিতে সক্ষম।।
জরাব্যাধি মৃত্যুমুক্ত সেই জন হয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
প্রাণসহ রসনাকে করি নিপীড়ন।
ধ্যানপর সদা থাকে যেই যোগীজন।।
মৃত্যু নাহি তারে কভু আক্রমিতে পারে।
কামদেব তুল্য রূপ সেইজন ধরে।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা মূর্চ্ছা না রহে তখন।
পরম নির্ব্বাণ পায় সেই যোগীজন।।
এরূপ বিধিতে যোগ যেইজন করে।
কামচারী হয় সেই এভব সংসারে।।
যথা তথা ইচ্ছামত করে বিচরণ।
দূরীভূত হয় তার ভবের বন্ধন।।
বাস করে সদা সেই অমর নগরে।
দেবগণ সহ সদা আনন্দে বিহরে।।

পুণ্যপাপে লিপ্ত নাহি হয় সেইজন।
জীবন্মুক্ত সেই জন শাস্ত্রের বচন।।
এক কথা আরো বলি শুনহ সকলে।
আসন করিবে যোগী সাধনার কালে।।
যোগ-সাধনাতে আছে অনেক আসন।
চারিটি প্রধান তাহে ওহে ঋষিগণ।।
সিদ্ধাসন পদ্মাসন উগ্র তার পরে।
চতুর্থ স্বস্তিক হয় জানিবে অন্তরে।।
চারির লক্ষণ এবে করিব কীর্ত্তন।
শুন সবে মন দিয়া ওহে ঋষিগণ।।
পাদমূল দিয়া যোনি করিয়া পীড়ন।
অন্য পাদমূল নিয়ে করিবে স্থাপন।।
জিতেন্দ্রিয় হবে আর নিশ্চল হৃদয়।
উর্দ্ধদৃষ্টি হয়ে রবে জানিবে নিশ্চয়।।
ভ্রূর মধ্যভাগ পরে করিবে দর্শন।
সিদ্ধাসন কহে এবে শাস্ত্রের বচন।।
অবক্র শরীর হয়ে নির্জ্জন প্রদেশে।
সিদ্ধাসনে বসিবেক মনের হরিষে।।
সিদ্ধিলাভ হয় ইথে নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
যোগের নিষ্পত্তি হয় ইহার প্রসাদে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ আসন কহিনু সাক্ষাতে।।
পদ্মাসন কথা এবে করহ শ্রবণ।
পরাগতি লভে যাহে যোগী মহাত্মন্।।
সংসারের মায়া যোগী পরিত্যাগ করি।
দিবানিশি ভাবে সেই ভবের কাণ্ডারী।।
গুহ্য হতে গুহ্য হয় এই পদ্মাসন।
সর্ব্বব্যাধি ইহা হতে হয় বিনাশন।।
বাম উরুপরি রাখি দক্ষিণ চরণ।
বামহস্তে উত্তানেতে করিবে স্থাপন।।
নাসা অগ্রে দৃষ্টি পরে রাখিতে হইবে।
দন্তমূলে রসনারে স্থাপন করিবে।।
চিবুক উন্নত করি আর বক্ষঃপর।
পুরিবেক অল্পে অল্পে বায়ু তারপর।।

শক্তি অনুসারে পরে করিবে রেচন।
পদ্মাসন কথা এই করিনু বর্ণন।।
অতীব দুর্ল্লভ এই পদ্মাসন হয়।
সকল জনের পক্ষে কভু সাধ্য নয়।।
যেই জন পদ্মাসন অনুষ্ঠান করে।
সমস্ত বন্ধনে সেই মুক্তিলাভ করে।।
প্রাণবায়ু সমভাবে নাড়ীরন্ধ্রে তার।
অবশ্য সরলভাবে করয়ে সঞ্চার।।
উগ্রাসন কথা এবে করহ শ্রবণ।
শাস্ত্রমত বিবরিব তাহার লক্ষণ।।
পদদ্বয় প্রসারিত করি পরস্পর।
অসংযুক্ত করি তাহা তাপস নিকর।।
দৃঢ়রূপে দুইহাতে করিবে ধারণ।
জানুদ্বয়ে শিরোদেশ করিবে স্থাপন।।
উগ্রাসন এই হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।
আসনের মধ্যে ইহা জানিবে প্রধান।।
উগ্রাসনে সমাসীন হয় যেইজন।
জরা ব্যাধি তার দেহে না রহে কখন।।
অতি গুহ্য উগ্রাসন জানিবে অন্তরে।
প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে।।
বায়ু সিদ্ধি হয় ইথে শাস্ত্রের বচন।
অচিরেতে শোক দুঃখ হয় বিনাশন।।
স্বস্তিক লক্ষণ এবে বলিব সবারে।
শুন তাহা মন দিয়া শ্রবণ বিবরে।।
জানু উরু দোহামাঝে পদতলদ্বয়।
স্থাপন করিবে যোগী হয়ে সমকায়।।
সুখে সমাসীন হবে শাস্ত্রের বচন।
স্বস্তিক আসন কথা করিনু বর্ণন।।
ইহার প্রসাদে ব্যাধি বিদূরিত হয়।
বায়ু সিদ্ধি হয় ইথে নাহিক সংশয়।।
সুখাসন বলি ইহা বিদিত সংসারে।
যাবতীয় দুঃখরাশি বিনাশিত করে।।
দেহের সুস্থতালাভ ইহাতেই হয়।
গুহ্য হতে গুহ্য ইহা বুঝিবে নিশ্চয়।।

আসনের কথা এই করিনু বর্ণন।
তারপর শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
পূরক অভ্যাসযোগ দ্বারায় প্রথমে।
পূরিবে আধার পদ্মে বায়ু সহমনে।।
মনকে পবন সহ করিবে পূরণ।
শাস্ত্রের নিয়ম এই করিনু বর্ণন।।
গুহ্য হতে শিশ্নাবধি যাবতীয় স্থান।
যোনি বলি পরিগণ্য শাস্ত্রের বিধান।।
যোনিস্থান আকুঞ্চিত করিয়া যতনে।
প্রবৃত্ত হইবে পরে মুদ্রার বন্ধনে।।
কামদেব মনে মনে করিবে চিন্তন।
বন্ধুক পুষ্পের সম তাঁহার বরণ।।
কোটি ভানু সমদীপ্তি ধরে কলেবরে।
কোটি চন্দ্রসম স্নিগ্ধ জানিবে অন্তরে।।
এইরূপে কামদেব করিয়া মনন।
পরমাত্মা তার ঊর্দ্ধে করিবে ভাবন।।
পরমাত্মা শক্তিসহ বিরাজে তথায়।
এরূপে চিন্তিবে যোগী পরম আত্মায়।।
কুণ্ডলী হইতে সুধা হতেছে ক্ষরণ।
পান করিবেক তাহা সেই যোগীজন।।
যেই যোগী এইরূপে চিন্তয়ে অন্তরে।
না থাকে অসাধ্য তার জগত-সংসারে।।
যোনিমুদ্রা বন্ধনের যেরূপ নিয়ম।
বর্ণিত আছে শাস্ত্রেতে ওহে ঋষিগণ।।
সেইরূপ মুদ্রাবন্ধ যদি কেহ করে।
যাবত পাতক তার সমূলে সংহারে।।
শত শত ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন।
জীবের জীবন ধন করে বিনাশন।।
গুরুহত্যা সুরাপানে চৌর্য্য বৃত্তি করে।
গুর্ব্বঙ্গনাসহ যেই আনন্দে বিহরে।।
সে যদি করায় যোনিমুদ্রার বন্ধন।
যাবত পাতক তার হয় বিনাশন।।
মোক্ষবাঞ্ছা যেই যোগী করয়ে অন্তরে।
যোনিমুদ্রা আচরণ করিবে সাদরে।।

অভ্যাস করিলে সিদ্ধি অবশ্যই হয়।
ইথে মোক্ষলাভ হয় নাহিক সংশয়।।
অভ্যাসেতে জ্ঞানলাভ জানিবে অন্তরে।
অভ্যাসে মুদ্রার সিদ্ধি খ্যাত চরাচরে।।
অভ্যাসেতে মৃত্যুঞ্জয় হয় যোগীজন।
বাক্যসিদ্ধিলাভ হয় শাস্ত্রের বচন।।
কামচারী হতে পারে অভ্যাসের বলে।
যোগেতে প্রবৃত্তি জন্মে অভ্যাসের ফলে।।
যোনিমুদ্রা অতিগুহ্য শিবের বচন।
এই মুদ্রা গোপনেতে করিবে সাধন।।
প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে।
প্রকাশে সিদ্ধির হানি জানিবে অন্তরে।।
কণ্ঠাগত প্রাণ যদি কোনকালে হয়।
তথাপি প্রকাশ নাহি করিবে নিশ্চয়।।
অধিকারী বিবেচনা করিয়া অন্তরে।
প্রকাশ করিবে যোগী তাহার গোচরে।।
আর দশ মুদ্রা আছে শাস্ত্রের প্রমাণ।
বলিতেছি ক্রমে ক্রমে তাহার বিধান।।
মহামুদ্রা মহাবন্ধ মহাবেধ পরে।
খেচরী ও জালন্ধর জানিবে অন্তরে।।
মূলবন্ধ বিপরীত করণ উড্ডান।
বজ্রোণি শক্তিচালন শাস্ত্রের প্রমাণ।।
এই দশ মুদ্রা হয় সবার প্রধান।
ইহার প্রসাদে সিদ্ধি পায় মতিমান।।
এ দশ মুদ্রার ক্রমে বলিব লক্ষণ।
শুন সবে মন দিয়া ওহে ঋষিগণ।।
মহামুদ্রা গোপনীয়া সর্ব্বতন্ত্রে হয়।
তাহার লক্ষণ বলি শুন পরিচয়।।
বামপদ মূল অগ্রে করি প্রসারণ।
যোনি মণ্ডলেরে যোগী করিবে পীড়ন।।
দক্ষিণ চরণ পরে প্রসারিত করি।
দুই হাতে ধরিবেক অতি দৃঢ় করি।।
নবদ্বার সংযমন করি যোগীজন।
হৃদয়েতে করিবেক চিবুক স্থাপন।।

চিত্তকে চৈতন্য মার্গে সমর্পণ করে।
কুম্ভক করিবে যোগী প্রফুল্ল অন্তরে।।
মহামুদ্রা এরে বলে বুঝিবে অন্তরে।
ইহার প্রসাদে যোগী সিদ্ধিলাভ করে।।
বামাঙ্গে প্রথমে ইহা করিয়া অভ্যাস।
দক্ষিণ অঙ্গেতে পরে করিবে অভ্যাস।।
উভয় অঙ্গেতে পরে বিহিত বিধানে।
প্রাণায়াম করিবেক অতীব যতনে।।
গুরুর নিকট হতে করিয়া গ্রহণ।
যদি যোগী যথাবিধি করে আচরণ।।
যদি হয় অল্প ভাগ্য সেই যোগীবর।
তবু সিদ্ধি লভে সেই মহেশের বর।।
এই মুদ্রা যথাবিধি করিলে সাধন।
নাড়ীর সমস্ত তাহে হয় সঞ্চালন।।
ইথে শুক্র স্তম্ভ হয় নাহিক সংশয়।
আকর্ষিত জীবনকে করয়ে নিশ্চয়।।
ইহার প্রসাদে পাপ হয় বিনাশন।
দেহ মাঝে রোগ শোক না আসে কখন।।
জঠর অনল বৃদ্ধি ইহাতেই হয়।
সন্দেহ আর নাহি বুঝিবারে হয়।।
নির্ম্মল লাবণ্য জন্মে শরীর মাঝারে।
জরা মৃত্যু ধ্বংস হয় জানিবে অন্তরে।।
গোপনে রাখিবে মুদ্রা শাস্ত্রের বচন।
উহার প্রসাদে ঘুচে ভবের বন্ধন।।
এই মুদ্রা যেই যোগী আচরণ করে।
অনায়াসে যায় সেই ভবপারাবারে।।
কামধেনু রূপা এই মহামুদ্রা হয়।
বাঞ্ছিত সফল হয় বুঝিবারে হয়।।
গোপনে রাখিবে ইহা করিবে সাধন।
সবার নিকটে নাহি বলিবে কখন।।
মহামুদ্রা কথা এই শুনিবে সবাই।
মহাবন্ধ শুন এবে কহি সবা ঠাঁই।।
বাম উরুপরি রাখি দক্ষিণ চরণ।
যোনিদেশ গুহ্যদেশ করি আকুঞ্চন।।
অপান বায়ুর সহ সমান বায়ুরে।
সংযুক্ত করিবে যোগী একান্ত অন্তরে।।
কুম্ভক করিবে পরে যেমন বিধান।
এই হয় মহাবন্ধ শাস্ত্রের প্রমাণ।।
যেই যোগী এইরূপে করয়ে সাধন।
তার হয় মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূরণ।।
দেহস্থ নাড়ীর রস উঠে শিরোপরে।
তথ্য কথা কহিলাম সবার গোচরে।।
যেইজন মহাবন্ধ করে আচরণ।
শরীরে হয় তাহার পুষ্টির সাধন।।
সুষুম্না বিবরে বায়ু যাতায়াত করে।
বিঘ্ন নাহি হয় তার জানিবে অন্তরে।।
সন্তুষ্ট রহে সদা তাহার অন্তর।
মহাসুখী হয় সেই যোগীর প্রবর।।
মহাবেধ কথা এবে শুনহ সকলে।
ইহার প্রসাদে জরা মৃত্যু নাশ করে।।
বায়ু সিদ্ধি বাঞ্ছাসিদ্ধি সেজনের হয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই জানিবে নিশ্চয়।।
প্রাণবায়ু সহ ঐক্য করিয়া আপন।
বায়ুতে উদর পুরী যোগী মতিমান্।।
উভয় পার্শ্বকে পরে করিবে তাড়ন।
মহাবেধ কথা এই করিনু কীর্ত্তন।।
মহামুদ্রা মহাবন্ধ করে যেইজন।
সেই জন মহাবেধ করিবে সাধন।।
বেধহীন হলে ফলে কিছু নাহি হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।।
মহাবন্ধ মহামুদ্রা মহাবেধ আর।
এ তিনে সাধন করে সেই গুণাধার।।
ছয়মাস মধ্যে মৃত্যু যেই করে জয়।
জীবন্মুক্ত হয় সেই নাহিক সংশয়।।
ইহার মাহাত্ম্য জানে যত ঋষিগণ।
অপরে জানিতে নারে ওহে ঋষিগণ।।
রাখিবে গোপনে ইহা অতীব যতনে।
নাহি ফলে মহাসিদ্ধি অন্যথা চরণে।।

খেচরীমুদ্রার বিধি করিব বর্ণন।।
শুন এবে মন দিয়া ওহে ঋষিগণ।।
উপদ্রব শূন্য স্থানে বসিয়া বিধানে।
হৃদয় মাঝারে দৃষ্টি রাখিবে যতনে।।
যত্নে পুরি বিপরীত গামিনী জিহ্বারে।
যোজনা করিবে সাধু তালুর কুহরে।।
সিদ্ধির জননীরূপা এই মুদ্রা হয়।
শরীর পবিত্র হয় জানিবে নিশ্চয়।।
ইহার অভ্যাস করি যেই সাধুজন।
সহস্রারচ্যুত সুধা করয়ে সেবন।।
পবিত্র তাহার দেহ সর্ব্বদাই হয়।
শাস্ত্রের বচন এই জানিবে নিশ্চয়।।
প্রত্যহ ক্ষণার্দ্ধ কাল যে করে সাধন।
পাপরাশি দেহে তার না রহে কখন।।
স্বর্গসুখ লভে সেই অমর নগরে।
দেবগণ সহ সেই আনন্দে বিহরে।।
ভোগ অন্তে ধরাতলে লভয়ে জনম।
সৎকুলে জন্ম হয় ওহেঋষিগণ।।
খেচরীমুদ্রার সিদ্ধি যেই জন করে।
দীর্ঘ-আয়ু তার হয় মহেশের বরে।।
শত ব্রহ্মপাত দেখে সেই সাধুজন।
প্রাণের সদৃশ ইহা করিনু বর্ণন।।
প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে।
গোপনে রাখিবে ইহা অতি যত্ন করে।।
জালন্ধরবন্ধ এবে করহ শ্রবণ।
গলশিরা আকুঞ্চিত করিবে প্রথম।।
চিবুক স্থাপন হৃদে করিতে হইবে।
তারপর যথাবিধি কুম্ভক করিবে।।
জালন্ধরবন্ধ এই করিনু কীর্ত্তন।
জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয় ইহার কারণ।।
শিরঃস্থ সহস্রদল কমল হইতে।
যে সুধা পতিত হয় বিদিত জগতে।।
সেধারা পতিত হয় জঠর-অনলে।
অমৃতত্ত্ব হয় ইথে জীবের শরীরে।।
সিদ্ধিকামী যোগীগণ যারা যারা হয়।
করিবেক জালন্ধর তাহারা নিশ্চয়।।
মূলবন্ধ এইবার করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন সব ওহে ঋষিগণ।।
পাদমূলদ্বারা গুহ্য করিয়া পীড়ন।
করিবে অপান বায়ু ঊর্দ্ধে আকর্ষণ।।
ইহার প্রসাদে জরা বিনাশিত হয়।
মরণ বিনাশ পায় জানিবে নিশ্চয়।।
মূলবন্ধ আচরণ করি যেইজন।
প্রাণাপান দোঁহা ঐক্য করয়ে সাধন।।
যোনিমুদ্রা সুসম্পন্ন সে জনের হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য নাহিক সংশয়।।
যোনিমুদ্রা সুসাধন করিতে পারিলে।
অসাধ্য কি রহে তার বসুমতী তলে।।
সিদ্ধ হয় সর্ব্বমুদ্রা জানিবে তাহার।
বলিলাম সার কথা নিকটে সবার।।
বিপরীত কহি ইহা শুনহ সকলে।
এই মুদ্রা গোপনীয় শাস্ত্রের বিচারে।।
ভূমিতলে নিজ শিরঃ করিয়া স্থাপন।
ঊর্দ্ধদিকে পাদদ্বয় করিবে ক্ষেপণ।।
বায়ুরোধ করি পরে কুম্ভক করিবে।
মনের বাসনা তাহে সফল হইবে।।
প্রহর যাবৎ ইহা করিলে সাধন।
মৃত্যু পরাজয় করে সেই সাধুজন।।
প্রলয়েতে অবসন্ন কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয়।।
উড্ডানবন্ধের কথা করহ শ্রবণ।
অত্যুত্তম কথা এই ওহে ঋষিগণ।।
নাভীর নিম্নেতে থাকে যে নাড়ী সকল।
ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলিবে তাহা যোগীবর।।
কুম্ভকেতে করিবেক তাহা উত্তোলন।
উড্ডান বন্ধের এই করিনু লক্ষণ।।
প্রতিদিন চারিবার এবন্ধ করিলে।
নাভি শুদ্ধি হয় তার জানিবে অন্তরে।।

নির্ব্বিরোধ বায়ুশুদ্ধি সেজনের হয়।
ছয়মাস মধ্যে তার মৃত্যু হয় জয়।।
যেইজন এইবন্ধ করে আচরণ।
সংবর্দ্ধিত হয় তার জঠর দহন।।
আহারীয় পরিপাক সে জনের হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য নাহিক সংশয়।।
আধি ব্যাধি নাহি রহে যোগীর শরীরে।
স্বীয় বশে দেহ থাকে জানিবে অন্তরে।।
গুরুর নিকটে শিক্ষা লইয়া বিধানে।
নির্জ্জন স্থানেতে গিয়া বসিবে যতনে।।
এই বন্ধ তারপর করিবে সাধন।
গোপন হইতে ইহা অতীব গোপন।।
ভব অন্ধকার ইথে বিনাশিত হয়।
শাস্ত্রের বচন এই কহিনু নিশ্চয়।।
বজ্রোলী মুদ্রার কথা শুনহ এখন।
গোপন হইতে ইহা অতীব গোপন।।
যোনিদেশ হতে রজঃ করি আকর্ষণ।
শিশ্নদ্বারা নিজ দেহে পশাবে তখন।।
নিজ বিন্দু তারপর করিয়া বন্ধন।
যোনিদেশে করিবেক শিশ্নের চালন।।
দৈববশে বিন্দু যদি হয় প্রপতিত।
যোনিমুদ্রা দ্বারা তাহা করিবে রোধিত।।
বামভাগে সেই বিন্দু ইড়ানাড়ী যোগে।
স্থাপন করিয়া পরে অতি ধীরবেগে।।
শিশ্নের চালনা ক্রমে করিবে বারণ।
যোগীবর স্থিরভাবে রহিবে তখন।।
ক্ষণকাল এইরূপে অবস্থান করে।
চালনা করিবে পুনঃ হুঙ্কার উচ্চারে।।
আপন বায়ুকে পরে করি আকুঞ্চন।
করিবে সবলে পরে রজঃ আকর্ষণ।।
এইরূপ করি ক্রমে কুম্ভক করিবে।
বজ্রোলী ইহার নাম অন্তরে জানিবে।।
বিন্দুপাত হলে মৃত্যু অবশ্য জানিবে।
বিন্দু ধারণেতে আয়ু সমর্দ্ধিত হবে।।

যত্ন করি এই হেতু যত যোগীজন।
বিহিত বিধানে বিন্দু করিবে ধারণ।।
বিন্দু হতে জন্মে জীব নাহিক সংশয়।
গূঢ় কথা কহিলেন ওহে ঋষিচয়।।
বিন্দু ধারণের শক্তি যদ্যপি জনমে।
কি রহে অসাধ্য তার এতিন ভুবনে।।
শিবের মহিমা যত করিছ দর্শন।
ইহার প্রসাদে মাত্র ওহে ঋষিগণ।।
দুঃখ সুখ বিন্দু হতে জানিবে অন্তরে।
শুভকর যোগ এই কহিনু সবারে।।
সর্ব্বভোগ মুক্ত হয় যেই কোন জন।
সেজন করে যদ্যপি এযোগ সাধন।।
তার সিদ্ধিলাভ হয় নাহিক সংশয়।
সেই যোগী সুখী হয় জানিবে নিশ্চয়।।
অকস্মাৎ বিন্দু যদি প্রপতিত হয়।
চন্দ্র সূর্য্য মিলে তাহে নাহিক সংশয়।।
অমরাণী মুদ্রা জান ইহারই নাম।
বজ্রোলীর এক মূর্ত্তি শাস্ত্রের প্রমাণ।।
গলিত বিন্দুকে যোগী যোনিমুদ্রাবলে।
রাখিবেক বন্ধ করি যত্ন সহকারে।।
সহজোলীমুদ্রা হয় ইহারই নাম।
অতি গোপনীয় ইহা শাস্ত্রের বিধান।।
ভক্তপাশে একমাত্র করিবে কীর্ত্তন।
অন্যথা সিদ্ধির হানি শাস্ত্রের বচন।।
ইহা হতে গুপ্ত কিছু নাহিক ভূতলে।
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ ইহা জানিবে অন্তরে।।
মূত্রত্যাগ যেইকালে করিবারে হয়।
সেইকালে বল করি যেই মহোদয়।।
বায়ুদ্বারা মূত্রবেগ করি আকর্ষণ।
আবেগে আবেগে মূত্র কর যে বর্জ্জন।।
প্রভূত মূত্রকে পুনঃ আকর্ষণ করে।
সযতনে ঊর্দ্ধভাগে লইবারে পারে।।
গুরু উপদিষ্ট পথে করয়ে গমন।
বিন্দু সিদ্ধি হয় তার শিবের বচন।।

গুরুপাশে যথাবিধি উপদেশ লয়ে।
করিবেক যোগাভ্যাস একান্ত হৃদয়ে।।
যোগাভ্যাস এইরূপে করিবে সুজন।
শতনারী ভোগে যেন সে হয় সক্ষম।।
বিন্দুপাত তবু যেন না হয় তাহার।
নিয়ম আছে এইত শাস্ত্রের বিচার।।
বিন্দুসিদ্ধি হলে আর কিসে থাকে ভয়।
অসাধ্য সাধন করে সেই মহোদয়।।
বিন্দুসিদ্ধি বলে শিব সবার উপর।
জানিবে নিশ্চয় ওহে তাপস নিকর।।
শুনহ এখন সবে শক্তির চালন।
এই মুদ্রাবলে হয় অসাধ্য সাধন।।
মূলাধার পদ্মে আছে কুল কুণ্ডলিনী।
প্রসুপ্তা আছেন তিনি শুন যত মুনি।।
আপন বায়ুতে তারে করি আরোপণ।
আকর্ষণ করি বলে করিবে চালন।।
মুদ্রার কথা এইত বলিনু সবারে।
শক্তি চালনের চর্চ্চা যেইজন করে।।
প্রতিদিন ইহা যেই করয়ে সাধন।
সমস্ত রোগ তাহার হয় বিনাশন।।
বৃদ্ধি পায় পরমায়ু জানিবে তাহার।
কহিনু নিগূঢ় কথা নিকটে সবার।।
যেইজন এই মুদ্রা আচরণ করে।
নাহি থাকে মৃত্যু ভয় এভব সংসারে।।
অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য সেইজন পায়।
মুদ্রাদি সাধন করে যেজন ধরায়।।
মুদ্রার কথা শাস্ত্রে করিনু কীর্ত্তন।
বলিয়াছিল যেরূপ দেব পঞ্চানন।।
এত বলি বিধিসুত মৌনভাব ধরে।
ঋষিরা জিজ্ঞাসে পুনঃ তাহার গোচরে।।
বিধিসুত শুন শুন করি নিবেদন।
তব মুখে শুনিতেছি অপূর্ব্ব কথন।।
যোগ বিঘ্ন শুনিবারে হতেছে বাসনা।
আমাদের কৃপা করি পুরাও কামনা।।

এত বলি বিধিসুত কহেন তখন।
ঋষিগণ শুন শুন করিব বর্ণন।।
যেরূপ বলিয়াছিল দেব পশুপতি।
সেইকথা বিবরিব কর অবগতি।।
নারীভোগ সুখশয্যা উত্তম বসন।
ধনের আকাঙ্খা আর তাম্বুল সেবন।।
যোগবিঘ্ন এইসব জানিবে অন্তরে।
এসব ত্যজিবে যোগী অতি যত্ন করে।।
শকট শিবিকা কিম্বা রথে আরোহণ।
ভ্রমে কভু না করিবে যোগী যেইজন।।
ঐশ্বর্য্য হইতে হয় মুক্তির ব্যাঘাত।
ঐশ্বর্য্যে ঘটায় জ্ঞান কত উৎপাত।।
স্বর্ণরৌপ্য তাম্র হীরা প্রবাল রতন।
গন্ধদ্রব্য গোধনাদি বিবিধ ভুবন।।
পাণ্ডিত্যের অভিমান নৃত্য গীত আদি।
জানিবে এসব লয় ব্যাঘাত সন্ততি।।
যোগীজন এইসব করিবে বর্জ্জন।
নতুবা বিফল তার সব অকারণ।।
স্ত্রীপুত্রাদি ধরা মাঝে যতেক বিষয়।
ভোগরূপ বিঘ্ন সব জানিবে নিশ্চয়।।
ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন এবে করিব কীর্ত্তন।
মন দিয়া শুন সবে ওহে ঋষিগণ।।
উপবাস ব্রত আর যতেক নিয়ম।
কভু না করিবে ইহা যারা যোগীজন।।
যশোগান কীর্ত্তিগান কারো না করিবে।
দান আদি যত কাজ সর্ব্বদা ত্যজিবে।।
না করিবে ব্যাপি কূপ তড়াগ নির্ম্মাণ।
অট্টালিকা না করিবে যোগী মতিমান্।।
মন্দির প্রতিষ্ঠা নাহি করিবে সে জন।
চান্দ্রায়ণ আদি নাহি করিবে সাধন।।
প্রায়শ্চিত্ত না করিবে কভু কোন কালে।
তার তীর্থ পর্য্যটনে কিবা ফল ফলে।।
ধর্ম্মকর্ম্ম বটে ইহা নাহিক সংশয়।
যোগবিঘ্ন কিন্তু ইহা জানিবে নিশ্চয়।।

এসব করম চিত্তশুদ্ধির কারণ।
যোগীর এ সবে বল কিবা প্রয়োজন।।
যতদিন নাহি হয় চিত্তের শোধন।
তাবৎ করিবে এইসব আচরণ।।
যাহা যাহা যোগীগণ করিবে ভক্ষণ।
সেই কথা বলিতেছি শুন সর্ব্বজন।।
নতুন সরস বস্তু সেবন করিবে।
যোগীজন শুষ্ঠিচূর্ণ যতনে খাইবে।।
সাধুসঙ্গ সযতনে করিবে অর্জ্জন।
দুর্জ্জনের সঙ্গে নাহি থাকিবে কখন।।
যেইকালে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে।
এইরূপ আচরণ তখন করিবে।।
এত শুনি জিজ্ঞাসিল যত ঋষিগণ।
সাধন কাহারে বলে করহ বর্ণন।।
তাহার লক্ষণ বল কিবা রূপ হয়।
এই সব শুনিবারে কৌতুকী হৃদয়।।
এতশুনি বিধিসুত কহে মিষ্টস্বরে।
শুন শুন ঋষিগণ কহি সবাকারে।।
যন্ত্রযোগ হঠযোগ লয়যোগ আর।
রাজযোগ আদি করি জানিবেক সার।।
চতুর্ব্বিধ যোগ হয় বিদিত ভুবন।
তার মধ্যে রাজযোগ অতীব উত্তম।।
সকলের নাহি হয় তাহে অধিকার।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব নিকটে সবার।।
মৃদু মধ্যে অধিমাত্র অধিমাত্রতম।
সাধক এ চারিবিধি জানে সর্ব্বজন।।
অধিমাত্রতম তাহে সবার প্রধান।
ভববন্ধ ঘুচে তার শাস্ত্রের প্রমাণ।
মৃদু সাধকের এবে শুনহ লক্ষণ।
মুগ্ধচিত্ত নিরন্তর হয় সেইজন।।
অল্প উৎসাহযুক্ত সেইজন রয়।
কুষ্ঠরোগী সেই জন নাহিক সংশয়।।
গুরু উপদেশ সেই করয়ে লঙ্ঘন।
লোভের উপরে সদা রহে তার মন।।
রত থাকে দুষ্ট কর্ম্মে সেই মহামতি।
অনেক ভোজনে তার নাহি হয় তৃপ্তি।।
নারীসঙ্গে সদা রহে সেই অভাজন।
চপল সতত রহে সে জনের মন।।
সহিষ্ণুতা নাহি থাকে তাহার অন্তরে।
পরাধীন সদা রহে পরের আগারে।।
দয়াশূন্য হয় তার জানিবে হৃদয়।
কুৎসিত আচার রত নিরন্তর রয়।।
অল্প বীর্য্য হয় সেই শাস্ত্রের বচন।
মৃদু সাধকের এই কহিনু লক্ষণ।।
সাধনা করিতে ইচ্ছা মৃদু যদি করে।
মন্ত্রযোগে অগ্রে শিক্ষা করিবে সাদরে।।
মন্ত্রযোগে অধিকারী মৃদুযোগী হয়।
এহেতু শিখিবে তাহা ওহে ঋষিচয়।।
দ্বাদশ বরষ মৃদু অভ্যাস করিলে।
তার হবে চিত্তশুদ্ধি জানিবে অন্তরে।।
তার পর হঠযোগে অধিকারী হয়ে।
এইত নিয়ম আছে জানিবে নিশ্চয়।।
সাধকের মধ্য কথা করহ শ্রবণ।
সমবুদ্ধি হবে সেই শাস্ত্রের বচন।।
প্রিয়বাদী ক্ষমাশীল সেইজন হবে।
পূর্ণকর্ম্মে অভিলাষ সর্ব্বদা করিবে।।
সর্ব্বত্রে সমতা জ্ঞান করিবে যেজন।
সাধকের মধ্য এই জানিবে লক্ষণ।।
হঠযোগে অধিকারী এই জন হয়।
প্রথমে শিখিবে উহা শাস্ত্রের নির্ণয়।।
দ্বাদশ বরষ শিক্ষা করিবার পরে।
তার হবে চিত্ত শুদ্ধি জানিবে অন্তরে।।
লয়যোগে অধিকারী হইবে তখন।
সাধকের মধ্য এই কহিনু লক্ষণ।।
অধিমাত্র হবে কথা কহিব সবারে।
শুন তাহা মন দিয়া অতি সমাদরে।।
স্থিরবুদ্ধি বীর্য্যবান হয় সেইজন।
সমাধি যোগেতে সেই হয় সে সক্ষম।।

পরের অধীনে সেই কভু নাহি রয়।
সর্ব্বজীবে দয়াবান সে জন নিশ্চয়।।
ক্ষমাগুণ সদা থাকে তাহার অন্তরে।
সদা কহে সত্যবাক্য সবার গোচরে।।
হৃদয় আশ্রয় তার অতি উচ্চতর।
সমাধিতে বিশ্বাস সে রাখে নিরন্তর।।
শ্রীগুরু চরণ পূজা করে সর্ব্বক্ষণ।
যোগাভ্যাসে রত থাকে সদা তার মন।।
অধিমাত্র সাধকের কহিনু লক্ষণ।
ছয়বর্ষে সিদ্ধি হয় ইহার সাধন।।
সদা তার রাজযোগে অধিকারী হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়।।
অতিমাত্রতম কথা শুনহ এক্ষণে।
ইহার সমান যোগী নাহিক ভুবনে।।
উৎসাহ বিশিষ্ঠ সেই মহাবীর্য্যবান।
কলেবর মনোহর অতীব ধীমান।।
সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী অতি শ্রুতিধর।
মোহ না আক্রমে কভু তাহার অন্তর।।
নাহি থাকে আকুলতা তাহার হৃদয়ে।
রহে সদা ভয়শূন্য জিতেন্দ্রিয় হয়ে।।
অতি মনোহর তার নবীন যৌবন।
পরিমিত রূপে সদা করয়ে ভোজন।।
শৌচাচার সদা রহে সেই সাধুবর।
আশ্রিত রক্ষক সদা দানেতে তৎপর।।
স্থিরবুদ্ধি ধরে সেই অন্তর মাঝারে।
সন্তোষ নিয়ত হৃদে অবস্থিতি করে।।
ক্ষমাগুণে বিভূষিত সদা সর্ব্বক্ষণ।
সরল স্বভাব তার অতীব উত্তম।।
বাসনা সতত করে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করয়ে গোপনে।।
প্রিয়বাক্য সত্যবাক্য নিরন্তর কয়।
শ্রদ্ধাবান শান্ত হয়ে অনুক্ষণ রয়।।
সদাগুরু পূজা করে অতীব যতনে।
ভক্তি শ্রদ্ধা রাখে সদা যত দেবগণে।।

বহুসঙ্গ সেই নাহি করয়ে কখন।
মহাব্যাধি দেহ নাহি করে আক্রমণ।।
অধিমাত্র তম হয় যেই সাধুজন।
খ্যাত চরাচর এই তাহার লক্ষণ।।
সর্ব্বযোগে অধিকারী হয় যেইজন।
তিনবর্ষে সিদ্ধ হয় শাস্ত্রের বচন।।
জ্ঞান যোগ জন্মে তার হৃদয় মাঝারে।
প্রতীকোপাসনা পরে যেই জন করে।।
প্রতীক সাধক হয় সেই সাধুজন।
তাহারে দেখিলে হয় সুপবিত্র মন।।
প্রগাঢ় রৌদ্রেতে সেই আকাশ মণ্ডলে।
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দরশন করে।।
তাহার ব্যাকুল চক্ষু কভু নাহি হয়।
সূর্য্য পানে একদৃষ্টে চাহি সেই রয়।।
চক্ষুর অনিষ্ঠ নাহি হইবে যখন।
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দেখিবে তখন।।
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আকাশের পরে।
সেইজন নিরন্তর দরশন করে।।
আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবারে পায়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব তোমা সবাকায়।।
প্রতীকোপাসনা কহে জানিবে ইহারে।
আপনার প্রতিবিম্ব দরশন করে।।
ঈশ্বরের বিম্ব সদা করে দরশন।
সাধনার শ্রেষ্ঠ হয় এরূপ সাধন।।
প্রতিদিন স্বপ্রতীক আকাশ উপরে।
নিজচক্ষে যেই জন দরশন করে।।
পরমায়ু বৃদ্ধি পায় জানিবে তাহার।
মৃত্যু জয় করে সেই শাস্ত্রের বিচার।।
অনুক্ষণ স্বপ্রতীক হেরে যেই জন।
তাহার যোগেতে আর কিবা প্রয়োজন।।
সমস্ত ধরণী জয় সেইজন করে।
বায়ু জয় করে সেই অতি অবহেলে।।
আত্মবশে অনুক্ষণ করে বিচরণ।
পরমাত্মা পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।

আত্মার সাযুজ্য পায় সেই সাধু নর।
হৃদিমাঝে স্বপ্রতীক হেরে নিরন্তর।।
ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ করে সেই জন।
ইচ্ছামৃত্যু হয় সেই ওহে ঋষিগণ।।
সেইজন জীবন্মুক্ত জানিবে অন্তরে।
অবহেলে তরে সেই ভব পারাবারে।।
সানন্দে ত্রিলোক সেই করে বিচরণ।
যথা ইচ্ছা তথা যায় কে করে বারণ।।
শরীর ত্যাগের ইচ্ছা যেইকালে হয়।
পরমাত্মাতে সেইকালে হয়ে যায় লয়।।
প্রতীকোপাসনা কথা কহিনু বর্ণন।
রাজযোগ কথা এবে করহ শ্রবণ।।
আঙ্গুল যুগল দ্বারা ধরি কর্ণদ্বয়।
ধরিবেক তর্জ্জনীতে আর নেত্রদ্বয়।।
মধ্যমাদ্বয়ের দ্বারা ধরিবে বদন।
কুম্ভকেতে বায়ু শেষ করিতে পূরণ।।
এইরূপ যেই যোগী করিবারে পারে।
জ্যোতিরূপ হেরে সেই আপন শরীরে।।
জ্যোতির্ম্ময় নিজ আত্মা করে দরশন।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই সাধুজন।।
পরম পদেতে শেষে হয়ে যায় লয়।
গূঢ়তত্ত্ব কহিলাম ওহে ঋষিচয়।।
শুদ্ধচিত্তে যেই যোগী সদা সর্ব্বক্ষণ।
এই যোগ শিক্ষা করে হয়ে একমন।।
দেহধর্ম্মে লিপ্ত নাহি সেইজন হয়।
আত্মাতে অভিন্ন হয় জানিবে নিশ্চয়।।
যে যোগী অভ্যাস করে অতি গুপ্তাচারে।
পাপ মহাপাপ যদি সেই জন করে।।
তবু পরব্রহ্মে লীন সেইজন হয়।
আনন্দে হইয়া রহে সদা ব্রহ্মময়।।
এইযোগ শিব প্রিয় জানিবে অন্তরে।
নির্ব্বাণ ফলদ ইহা শাস্ত্রের বিচারে।।
যতনে সতত ইহা করিবে গোপন।
এই যোগ শিক্ষা করে যেই সাধুজন।।
নাদোৎপত্তি হয় তার জানিবে অন্তরে।
বলিতেছি শুন শুন বিশেষ সবারে।।
মধুকর যেইরূপ করয়ে ঝঙ্কার।
প্রথমে যে রূপ ধ্বনি হইবে প্রচার।।
তারপর বেণু ধ্বনি হইবে শ্রবণ।
বীণাবাদ হবে শেষে ওহে ঋষিগণ।।
তারপর ঘণ্টানাদ শ্রুতিগত হয়।
মেঘ শব্দ হয়ে শেষে জানিবে নিশ্চয়।।
সেই শব্দে মন দিয়া যদি যোগীজন।
নির্ভয়ে থাকিতে ক্রমে হয় সে সক্ষম।।
মুক্তিপদ লয় হয় জানিবে সেকালে।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই কহিনু সবারে।।
যখন সে নাদে চিত্ত করিবে রমণ।
না রহিবে বাঞ্ছা জ্ঞান জানিবে তখন।।
যোগাভ্যাস এইরূপে করিতে করিতে।
হৃদাকাশে লীন হয় জানিবে ক্রমেতে।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
যোগ শিক্ষা এইরূপে করিবে সুজন।।
সিদ্ধাসনে বসি যোগ করিতে হইবে।
ইহার আসন সম নাহি আর ভবে।।
খেচরী মুদ্রার সম মুদ্রা নাহি আর।
নাদ সহ লয় নাহি বিশ্বের মাঝার।।
মুক্তাবস্থা কারে বলে করহ শ্রবণ।
সেই কথা একে একে করিব বর্ণন।।
সাধক যদ্যপি পাপে অনুরক্ত রয়।
তবু মুক্তি হবে তার নাহিক সংশয়।।
ঈশ্বরের বিধিমতে করিয়া পূজন।
যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে সাধুজন।।
গুরুকে সম্যক্‌রূপে সন্তুষ্ট করিয়ে।
যোগশিক্ষা লবে পরে সানন্দ হৃদয়ে।।
গুরুর উপরে সব করিয়া অর্পণ।
তাঁহারে করিবে তুষ্ট ওহে ঋষিগণ।।
তারপর যোগ শিক্ষা গ্রহণ করিবে।
তবেত সকল কাজ সফল হইবে।।

আরম্ভ করিবে যোগ যবে সাধুজন।
বিপ্রগণে পরিতুষ্ট করিবে তখন।।
মঙ্গল বিশিষ্ট হয়ে বিবিধ প্রকারে।
পবিত্র হইয়া যাবে শিবের মন্দিরে।।
সেইখানে গুরুপাশে করিবে গ্রহণ।
শাস্ত্রের বিধি এইত ওহে ঋষিগণ।।
চিন্তাযোগ একমনে করিবে অন্তরে।
দেহ আদি দিনু সব শ্রীগুরুদেবেরে।।
গুরুর প্রসাদে এই মম কলেবর।
স্বর্গীয় সমান হলো সবার গোচর।।
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন।
সুস্থ মনে পদ্মাসনে বসিবে তখন।।
একাকী বসিবে যোগী নির্জ্জন আসনে।
নিশ্চল করিবে মন অতীব যতনে।।
অঙ্গুলীযোগেতে পরে বিজ্ঞান নাড়ীরে।
নিরোধ করিবে সাধু অতীব সাদরে।।
এইযোগে যেই জন করয়ে সাধন।
তাহার যতেক দুঃখ হয় বিনাশন।।
চৈতন্যের আবির্ভাব তাহার যে হয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য জানিবে নিশ্চয়।।
নিরন্তর এই যোগ অভ্যাস করিলে।
উপনীত হয় সিদ্ধি তার করতলে।।
বায়ুসিদ্ধি হয় তার জানিবে নিশ্চয়।
সুখ্যাতি লভয়ে সেই নাহিক সংশয়।।
প্রতিদিন একবার করিলে সাধন।
পাপরাশি তার দেহে না থাকে তখন।।
দেবগণ পূজা করে জানিবে তাহারে।
দেবতা সমান সেই ত্রিলোক বিচারে।।
যোগাভ্যাসে পরিশ্রম করিবে যেমন।
সিদ্ধি হইবে তাহার জানিবে তেমন।।
প্রকাশ করিবে নাহি সবার গোচরে।
গূঢ়কথা কহিলাম তোমা সবাকারে।।
পদ্মাসনে সমাসীন হয়ে যোগীজন।
কণ্ঠকূপে নিজ মন করিয়া যোজন।।
তালুমূলে জিহ্বা দিয়া ক্ষুধা পিপাসায়।।
নিবৃত্ত করিবে সদা কহিনু সবায়।।
কণ্ঠকূপ হতে নীচ আরো অধঃস্থানে।
কূর্ম্মনামে নাড়ী আছে বিদিত ভুবনে।।
সে নাড়ীতে মনোযোগ যদি যোগী করে।
চিত্তের স্থিরতা হয় জানিবে অন্তরে।।
শিবনেত্র হয় যদি একান্ত অন্তরে।
যোগীজন চিন্তা করে আপন আত্মারে।।
হৃদাকাশে পরজ্যোতি প্রকাশিত হয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
এইরূপে ভাবেন যেই যোগীজন।
পাপ তার কিছুমাত্র না রহে কখন।।
হৃদাকাশে জ্যোতি সদা করিলে দর্শন।
তাহার প্রতি দেবতা পরিতুষ্ট হন।।
দেবতা সহিতে কথা সেইজন কয়।
শাস্ত্রের বচন সত্য নাহিক সংশয়।।
গমনকালেতে কিম্বা শয়নের কালে।
অথবা আহারকালে একান্ত অন্তরে।।
পরম আত্মারে যেই করয়ে ভাবন।
সিদ্ধিলাভ করে যেই শাস্ত্রের বচন।।
সিদ্ধির বাসনা থাকে যাহার শরীরে।
সেই জন যোগাভ্যাস করিবে সাদরে।।
যেইজন যোগাভ্যাস করে সর্ব্বক্ষণ।
শিবের পরমপ্রিয় হয় সেইজন।।
যাবতীয় ভূতগণে করি পরাজয়।
বাসনা তেয়াগ করি সেই মহোদয়।।
পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া যতন।
নাসাগ্রেতে দৃষ্টিপাত করে সর্ব্বক্ষণ।।
আত্মাতে তাহার মন লয় হয়ে যায়।
কহিনু নিগূঢ় কথা তোমা সবাকায়।।
মনোলয় হলে পরে সেই সাধুজন।
খেচরত্বলাভ করে জানিবে তখন।।
দেবতুল্য হয় সেই এ তিন ভুবনে।
ইচ্ছামত বিচরণ করে সর্ব্বস্থানে।।

পরম জ্যোতিদের সদা করিলে দর্শন।
তার আর অন্য যোগে কিবা প্রয়োজন।।
যেমন কামনা করে আপন অন্তরে।
ফললাভ সেইরূপ সেইজন করে।।
সংক্ষেপেতে যোগ কথা করিনু কীর্ত্তন।
যেরূপ বলিয়াছিল দেব পঞ্চানন।।
শ্রবণ করিলে ইহা ভক্তি সহকারে।
আত্মতত্ত্ব বোধ হয় জানিবে অন্তরে।।

বারাণসী মাহাত্ম্য

মঙ্গল কাহিনী তত্ত্ব মঙ্গল কথন।
শুনি শৌনকাদি মুনি আনন্দে মগন।।
ব্যাস আদি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে।
আবার জিজ্ঞাসা করে বিধির কুমারে।।
তব মুখে শুনিনু অপূর্ব্ব কাহিনী।
যাহা জিজ্ঞাসি এখন কহ মহামুনি।।
কাশীর মাহাত্ম্য কথা শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
ওঙ্কার মাহাত্ম্য তুমি করহ বর্ণন।
এই সব শুনিবারে করি আকিঞ্চন।।
এতেক বচন শুনি বিধির তনয়।
শুন শুন বলিলেন ওহে ঋষিচয়।।
গুহ্যহতে অতি গুহ্য এসব কাহিনী।
বর্ণন করিয়াছিল দেব শূলপাণি।।
উমার নিকটে তিনি করেন কীর্ত্তন।
বলিতেছি সেই কথা শুন ঋষিগণ।।
এই কথা জানিবারে নারে দেবগণ।
জানিতে বাসনা করে সকলের মন।।
অতীব দুর্লভ কথা ওহে ঋষিগণ।
শিবের কৃপায় আমি করিব বর্ণন।।
উমারে সম্বোধি কহে দেব শূলপাণি।
শুন শুন ওগো দেবী তুমি কাত্যায়নী।।
বারাণসী পুরী মম অতি প্রিয়তম।
সেথা অবস্থিতি আমি করি সর্ব্বক্ষণ।।
শিবপূজা সেইখানে যেই জন করে।
আমারে দর্শন করে অতি ভক্তিভরে।।
পরকালে পরগতি সেইজন পায়।
বিমানে চড়িয়া সেই মম লোকে যায়।।
সংসারী অথবা যদি যেই কোনজন।
পাশুপত ব্রতধারী কিম্বা শৈবগণ।।
ত্রিদণ্ড অথবা একদণ্ড আদি নর।
সেইখানে যারা বাস করে সর্ব্বতর।।
নিজ নিজ ব্রত সবে করিয়া ধারণ।
মম উপাসনা করে হয়ে একমন।।
সবার শরীরে আমি করি অবস্থিতি।
মোক্ষপদ দিই সবে জানিবে পার্ব্বতী।।
তথায় শ্মশান আছে অতি মনোরম।
সেই ধাম মুক্তিপদ বিদিত ভুবন।।
পাশুপত দ্বিজগণ ভক্তিসহকারে।
মনের সুখেতে নর সদা বাস করে।।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তথা করে অবস্থান।
তথা আমি সর্ব্বক্ষণ করি অধিষ্ঠান।।
সেইখানে যারা যারা করে অবস্থিতি।
সবার নিকটে আমি রহিগো পার্ব্বতী।।
সর্ব্বজীবে আমি তথা করি পরিত্রাণ।
বারাণসী ধামে মম সদা অবস্থান।।
বারাণসী ধামে যারা করে অবস্থিতি।
বিশ্বেশ্বরে সদা দেখে করিয়া প্রণতি।।
সংসার বন্ধনে তারা হয় বিমোচন।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় তাদের কখন।।
সেই ধামে দরশন করি বিশ্বেশ্বরে।
ওঙ্কার জপয়ে যেই অতি ভক্তিভরে।।

ভববন্ধ ঘুচে তার নাহিক সংশয়।
কহিলাম সার কথা ওহে ঋষিচয়।।
সিদ্ধিক্ষেত্র তপক্ষেত্র বারাণসী ধাম।
অবিমুক্তেশ্বর দেব করে পরিত্রাণ।।
বাপীজল আছে তথা অতি মনোহর।
স্পর্শন যদ্যপি তাহা করে কোন নর।।
সে জন কৃতার্থ হয় এই ধরাধামে।
সেজন দুর্ল্লভ হয় এতিন ভুবনে।।
অমৃত সমান জল অতি মনোহর।
তারণ পাচন উহা খ্যাত চরাচর।।
সেই জল পান যদি করে কোনজন।
অধিক পাতক তার হয় বিনাশন।।
দেবনদী গঙ্গাদেবী বারাণসী ধামে।
বহিছেন অনুক্ষণ আনন্দিত মনে।।
অতএব বিশালাক্ষি কি বলিব আর।
কাশীতে থাকিতে রুচি না হয় কাহার।।
কাশীর সমান স্থান নাহিক ভুবনে।
পাপে তরে জীবগণ যেই পুণ্যস্থানে।।

হরিকেশ যক্ষের উপাখ্যান

হর গৌরী কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া।
শৌনকাদি মুনিগণ আনন্দিত হিয়া।।
সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
বলিতেছি অতঃপর অদ্ভুত ঘটন।।
পূর্ণভদ্র নামে যক্ষ ছিল পূর্ব্বকালে।
পুত্র এক জন্মে তার হরিকেশ বলে।।
পরম ধার্ম্মিক পুত্র অতি বীর্য্যবান।
ব্রহ্মাণ্য নাহিক ছিল তাহার সমান।।
জন্মাবধি সেই পুত্র শঙ্কর উপরে।
অনুত্তমা ভক্তি রাখে একান্ত অন্তরে।।
দিবানিশি শিবরূপ করয়ে চিন্তন।
তন্ময় হইয়া করে নেত্র নিমীলন।।
তাহার এতেক ভাব করি দরশন।
পূর্ব্বভদ্র সম্বোধিয়া কহিল তখন।।
শুন শুন ওহে বৎস বচন আমার।
যক্ষকুলে জন্মিয়াছি গুণের আধার।।
যক্ষের উচিত কার্য্য কেন নাহি কর।
চক্ষুমুদি সদাভাব কিবা তাহা বল।।
আমার বচন হৃদে করহ ধারণ।
এই ভাব অন্তরের কর বিসর্জ্জন।।
যক্ষের উচিত কার্য্য করহে যতনে।
অধিক বলিব কিবা তোমার সদনে।।
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিনয় বচনে কহে তনয় তখন।।
অনিত্য সংসারে জন্ম ধরিয়াছি আমি।
সংসারের সারবত্তা কভু নাহি জানি।।
ইহাতে বাসনা মম কিছুমাত্র নাই।
কহিনু মনের কথা তাতে তব ঠাঁই।।
পুত্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষবশে পূর্ণভদ্র কহিল তখন।।
তবে আর কিবা কাজ থাকিয়া আগারে।
যথা ইচ্ছা তথা যাহ অতি দ্রুত করে।।
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হরিকেশ গৃহ হতে করি নিষ্ক্রমণ।।
অবিলম্বে গেল চলি বারাণসীপুরে।
তপ আরম্ভিল তথা একান্ত অন্তরে।।
চক্ষুর নিমেষ তার না হয় পতন।
স্থাণুসম হয়ে তপ করে আচরণ।।
শুষ্ক কাষ্ঠসম তার হলো কলেবর।
সদাভাবে কোথা সেই যোগীর ঈশ্বর।।
ইন্দ্রিয় সংযম করি সেই মহাত্মন।
নিশ্চল হইয়া তপ করে আচরণ।।

সহস্র বরষ দিব্য অতীত হইল।
তথাপি শিবের নাহি করুণা জন্মিল।।
বল্মীক জন্মিল ক্রমে তাহার শরীরে।
তার মাঝে পিপীলিকা নিবসতি করে।।
সূচীমুখ মুখ দিয়া পিপীলিকাগণ।
তাহার দেহেতে সদা করয়ে দংশন।।
রুধিরের বিন্দু তাহে ঘনঘন পড়ে।
সংজ্ঞা নাহি তবু চিত্তে একান্ত অন্তরে।।
তপ করে এই রূপে যক্ষের নন্দন।
দিবানিশি ভাবে কোথা দেবপঞ্চানন।।
উমাদেবী হেনকালে দেব মহেশ্বরে।
নিবেদন করি কহে সুমধুর স্বরে।।
শুন শুন ভগবান করি নিবেদন।
উদ্যান দর্শনে বাঞ্ছা হতেছে এখন।।
কাশীর উদ্যান মাঝে করি বিচরণ।
কাশীর মাহাত্ম্য কথা করিব শ্রবণ।।
দেবীর এতেক বাক্য শুনি মহেশ্বর।
সহাস্য বদনে হন প্রফুল্ল অন্তর।।
পার্ব্বতী সহিতে পরে হরিষ অন্তরে।।
বাহির হলেন প্রভু ভ্রমণের তরে।।
উদ্যান মাঝেতে ক্রমে করিয়া গমন।
দেবীর যতেক দ্রব্য করান দর্শন।।
একে একে কত শোভা দেখিতে লগিল।।
উদ্যান হেরিয়া হৃদে আনন্দ জন্মিল।।
অশোক পুন্নাগ আদি পুষ্প তরুগণ।
উদ্যান মাঝেতে সব হতেছে শোভন।।
ভ্রমরেরা শত শত পুলক অন্তরে।
কুসুমে কুসুমে গিয়া বসিছে সাদরে।।
স্থানে স্থানে সরোবরে কত শতদল।
ফুটিয়া রয়েছে কিবা অতি সুবিমল।।
দাত্যূহ সারস আদি বিহঙ্গমগণ।
সরোবরে জলকেলি করে সর্ব্বক্ষণ।।
চক্রবাক স্থানে স্থানে বিচরণ করে।
কপোত ভ্রমিছে কত না যায় গণনে।।
কাদজ্য কদম্ব ভ্রমে পুলকে মগন।
কারণ্ডব রব করে অতি বিমোহন।।
মত্ত অলিকুল কত গুন্ গুন্ করি।
চারিদিকে ভ্রমিতেছে সবে সারি সারি।।
বিকশিত পুষ্পভারে যত তরুগণ।
শোভিতেছে কিবা তাহা অতীব মোহন।।
সহকার পুষ্প কত শোভে তরুপরে।
দুলিতেছে মন্দ মন্দ পবন হিল্লোলে।।
শিশু সনে মৃগীগণ করে বিচরণ।
নব নব ঘাস সবে করিছে ভক্ষণ।।
আনন্দে মৃগেন্দ্রগণ বিচরণ করে।
হিংসা দ্বেষ নাহি কভু কাহার অন্তরে।।
তড়াগ শোভিছে কিবা উদ্যান ভিতর।
ফুটিয়া রহেছে তাহে কত শতদল।।
ফল ভারে অবনত হয়ে তরুগণ।
ভূমিতলে নমস্কার করে ঘন ঘন।।
শুকগণ বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট হয়ে।
কলরব করে কত সানন্দ হৃদয়ে।।
মাধবীলতিকা যত বেড়ি সহকারে।
আনন্দে করিছে স্থিতি প্রণয়ের ঘোরে।।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সবে করে বিচরণ।
সবার হৃদয় সদা আনন্দে মগন।।
উদ্যানের শোভা কেবা বর্ণিবারে পারে।
হেনস্থান নাহি আর ভুবন মাঝারে।।
রাত্রিকালে সদাচন্দ্র করে অবস্থিতি।
কানন শোভিত করে চন্দ্রমার দীপ্তি।।
শিখিকুল সদা বসি তরুর উপরে।
তালে তালে মনসুখে সদা নৃত্য করে।।
স্থানে স্থানে শোভে পুষ্প কাঞ্চন সমান।
রজত সমান কত শোভে স্থানে স্থান।।
অঞ্জন সমান বর্ণ কোন পুষ্প ধরে।
পীতবর্ণ কত পুষ্প কানন ভিতরে।।
লতাকুঞ্জ স্থানে স্থানে হতেছে শোভন।
বসিলে জুড়ায় তথা তাপিত জীবন।।

এইরূপে বনশোভা দেখিতে দেখিতে।
ভ্রমণ করিছে শিব দেবীর সহিতে।।
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী আছে গণগণ।
মুখবাদ্য কক্ষবাদ্য করে ঘন ঘন।।
গিরিজ সতী তখন পুলকিত মনে।
জিজ্ঞাসা করেন শিবে মধুর বচনে।।
উদ্যানের শোভা প্রভু করেছি দর্শন।
এখন তোমার কাছে করি নিবেদন।।
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য পুনঃ বলহ আমারে।
শুনিতে কৌতুকী বড় হতেছি অন্তরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
কহিলেন শুন শুন করিব বর্ণন।।
গুহ্য হতে গুহ্য এই বারাণসীধাম।
ইহার প্রসাদে জীব লভয়ে নির্ব্বাণ।।
কতসিদ্ধ এই স্থানে করে অবস্থিতি।
কেবা সংখ্যা করে তার শুনগো পার্ব্বতী।।
মম লোক অভিলাষে পুণ্যবান্‌গণ।
কতরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করে সর্ব্বক্ষণ।।
জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা সরল হৃদয়ে।
যোগ অনুষ্ঠান করে সযতন হয়ে।।
দেখদেখ কতপক্ষী করে বিচরণ।
কলকণ্ঠে রব করে বিহঙ্গমগণ।।
দেখদেখ প্রিয়তমে ওই সরোবরে।
ফুটিয়া রয়েছে পদ্ম কিবা শোভা ধরে।।
এই স্থানে অপ্সরারা সদাসর্ব্বক্ষণ।
নৃত্যগীত করি হয় পুলকে মগন।।
গন্ধর্ব্বগণেরা হেথা করে অবস্থান।
গান করি সদা তারা জুড়ায় পরান।।
আমার পরম প্রিয় বারাণসীপুরী।
তাহার কারণ বলি শুনগো সুন্দরী।।
আমার পরম ভক্ত পুণ্যবানগণ।
আমার উপরে মন করিয়া অর্পণ।।
পরম সুখেতে হেথা করে অবস্থিতি।
এহেতু পরম প্রিয় জানিবে পার্ব্বতী।।
যারা যারা এই স্থানে করে অবস্থান।
তাহার অন্তিমে পায় পরম নির্ব্বাণ।।
গুহ্য হতে অতি গুহ্য বারাণসীপুরী।
তব পাশে কি বলিব শুন গো সুন্দরী।।
উহার মাহাত্ম্য জানে ব্রহ্মা আদি সবে।
মম প্রিয়তম ক্ষেত্র জানিবেক ভবে।।
যখন যখন পুরী করি দরশন।
আনন্দে আমার মন হয় নিমগণ।।
মহামোক্ষ হয় দেবী এখানে থাকিলে।
মহাক্ষেত্র নাম তাই জানিবে সকলে।।
অবিমুক্ত নাম তাই বিদিত ভুবন।
তোমার নিকটে দেবী করিনু কীর্ত্তন।।
কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে নৈমিষ কাননে।
পুষ্কর তীর্থেতে কিংবা অন্য তীর্থস্থানে।।
স্নান আদি পুণ্যকর্ম্ম করিলে সাধন।
মোক্ষ নাহি জীবগণ লভে কদাচন।।
এই স্থানে কিন্তু প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে।
মুক্তিলাভ হয় তার সেই পুণ্যফলে।।
প্রয়াগ হইতে শ্রেষ্ঠ এইস্থান হয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে কভু মিথ্যা নয়।।
এই স্থানে জৈগীষব্য করি সদাবাস।
আরাধনা করে সদা ভকতি প্রকাশ।।
করেছিল মম রূপ সতত ভাবনা।
সে কারণে মহাসিদ্ধি লভে সেই জনা।।
এই স্থানে ধ্যান যোগ করিলে সাধন।
পরম কৈবল্য হয় শাস্ত্রের বচন।।
দেবতা দুর্ল্লভ স্থান বারাণসী পুরী।
যোগীগণ সদাভাবে দিবা বিভাবরী।।
এই স্থানে মোক্ষলাভ শাস্ত্রের বচন।
অন্য ধামে মুক্তি নাহি হয় কদাচন।।
কুবের তপস্যা করি বারাণসীধামে।
যক্ষ অধিপতি হল বুঝিবেক মনে।।
পরাশর সুত ব্যাস যোগী মহোদয়।
ইহার প্রসাদে পেয়ে সিদ্ধি অভয়।।

ইহার প্রসাদে তিনি পুরাণ প্রণেতা।
বেদের বিভাগ কর্ত্তা ধর্ম্মের করতা।।
এই স্থানে বেদব্যাস করি সদা বাস।
ঋষি অধিপতি হন সেই বেদব্যাস।।
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি যত দেবগণ।
কাশী উপাসনা করে হয়ে একমন।।
অনন্য মনেতে তাঁরা করি অবস্থিতি।
দিবানিশি হৃদে ভাবে কোথা পশুপতি।।
আমার প্রসাদে ইন্দ্র দেবের রাজন।
পেয়েছে অমরাবতী অতি বিমোহন।।
চতুর্ব্বর্ণ এই ধামে সদা করে বাস।
জনপদ আছে হেথা হয়ে মহোল্লাস।।
এই ধামে বাস করি আমার উপরে।
যেই জন মন প্রাণ সমর্পণ করে।।
দুর্ল্লভ নির্ব্বাণ পায় সেই সাধুজন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
কাশীর মাহাত্ম্য কথা কি বলব আর।
যত বলি তত হয় ক্রমশঃ বিস্তার।।
সংক্ষেপে তোমার পাশে করিনু কীর্ত্তন।
গুহ্য হতে গুহ্য ইহা অতি গুহ্যতম।।
ইহা হতে গুপ্ত মম আর কিছু নাই।
কহিলাম গূঢ় তত্ত্ব দেবী তব ঠাঁই।।
পরব্রহ্ম সম এই বারাণসী পুরী।
পরম সুরম্য ইহা জানিবে সুন্দরী।।
কত কথা এইরূপে কহে পঞ্চানন।
গিরিজারে তারপর করি সম্বোধন।।
কহিলেন শুন শুন ওগো প্রিয়তমে।
ফিরি দেখ একবার আপন নয়নে।।
যক্ষসূত এই দেখ একান্ত অন্তরে।
দিবানিশি তপ করে থাকি অনাহারে।।
উহার উপরে দয়া কর বিতরণ।
ওই স্থানে চল চল করিগো গমন।।
এত বলি পশুপতি পার্ব্বতী সহিতে।
উপনীত হন ত্বরা যক্ষ সন্নিহিতে।।

তথা গিয়া দেবদেব দেব পঞ্চানন।
যক্ষসুতে দিব্যচক্ষু করেন অর্পণ।।
কহিলেন শুন শুন যক্ষের নন্দন।
বরদান হেতু আমি করি আগমন।।
চক্ষু মেলি দরশন করহ আমারে।
দিব্যচক্ষু সমর্পণ করিনু তোমারে।।
দেবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুলকে পূরিত হয় যক্ষের নন্দন।।
প্রণাম করিয়া পরে শিবের চরণে।
করযোড় করি রহে ভক্তি যুতমনে।।
ধীরে ধীরে মৃদুবাক্য কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্।।
একমাত্র ভক্তি চাহি তোমার গোচরে।
নাহি কিছু প্রয়োজন অন্য কোন বরে।।
অবিমুক্তে সদা আমি করি অবস্থিতি।
এই ভিক্ষা তব পাশে ওগো পশুপতি।।
এই মাত্র হৃদে আমি করি আকিঞ্চন।
তব পদ অবিরত করিব দর্শন।।
এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
জরা মৃত্যু বিবর্জ্জিত হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
কাশীধামে থাক তুমি আমার সদন।।
গণাধ্যক্ষ হবে তুমি আমার প্রসাদে।
সার কথা কহিলাম তব সন্নিহিতে।।
সকলে সর্ব্বদা পূজা করিবে তোমার।
অজেয় হইবে তুমি কহিলাম সার।।
ক্ষেত্রপাল হবে তুমি আমার বচনে।
মহাবল মহাসত্ত্ব জানিবেক মনে।।
মহাযোগী দণ্ডপাণি হবে মহাত্মন।
তোমার সেবক সদা রবে দুইজন।।
অভ্রম সংভ্রম নাম সেই দোঁহে ধরে।
তব আজ্ঞা শিরোপরি ধরিবে সাদরে।।
তোমার আদেশ তারা করিয়া গ্রহণ।
করিবে লোকের মনে ভ্রম উৎপাদন।।

এত বলি দেবদেব শিব পশুপতি।।
যজ্ঞসুতে কৃপাবশে করি গণপতি।
আপন আবাসে সুখে করেন গমন।।
কহিলাম দিব্যকথা সবার সদন।।
এইকথা ভক্তিভরে যেইজন পড়ে।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।।
শোক তাপ তার দেহে না রহে কখন।
সেজন অন্তিমে যায় অমর ভুবন।।
পুরাণ কাহিনী এই কহিনু সবারে।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ আমারে।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
ইহার প্রসাদে নর সুরপুরে স্থান।।

শিবের ব্রতানুষ্ঠান

শ্রবণ করিয়া যত মঙ্গল কথন।
কৌতূহলী হন যত শৌনকাদি গণ।।
ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনত কুমারে।
প্রভু নিবেদন করি তোমার গোচরে।।
তারপর কি করিল দেব শূলপাণি।
আরো কিবা শুনেছিল দেবী কাত্যায়নী।।
সেই কথা বিবরিয়া বলহ সবাকারে।
শুনিতে বাসনা অতি হতেছে অন্তরে।।
এত শুনি বিধিসুত কহেন তখন।
শুন শুন ঋষিগণ করিব বর্ণন।।
উদ্যান দর্শন করি দেবী হৈমবতী।
যখন ফিরিয়া আসে সহ পশুপতি।।
তখন জিজ্ঞাসে পুনঃ মধুর বচনে।
নিবেদন করি নাথ তোমার সদনে।।
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহোদয়।
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি নাহিক সংশয়।।
তোমা হতে দেবগণ লভেছে জনম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমা হতে হয় উৎপাদন।।
প্রকৃতি অতীত তুমি দেব শূলপাণি।
ত্রিগুণ আত্মদেব অন্তরেতে জানি।।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে পঞ্চানন।
তুমি বল তপকর কিসের কারণ।।
আরো এক কথা বলি তোমার গোচরে।
দুষ্কর তপস্যা বল কৈলে কোনকালে।।
কোন তপে বহু কষ্ট পেয়েছিলে তুমি।
সেই কথা বিবরিয়া কহ শূলপাণি।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
কহিলেন শুন শুন করিব বর্ণন।।
অত্যুত্তম প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসিলে মোরে।
বর্ণন করিব সব তোমার গোচরে।।
সত্য বটে আমা হতে বিশ্বের সৃজন।
আমা হতে পুনঃ হয় সংহার সাধন।।
কর্ম্মফল কিন্তু মোরে ভুঞ্জিবারে হয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
পাপ আচরণ যদি কোন কালে করি।
তপস্যা করিতে হয় জানিবে সুন্দরী।।
স্বকৃত কর্ম্মের নাশ করিবার তরে।
প্রায়শ্চিত্ত করিবেক জানিবে অন্তরে।।
ইহা ভিন্ন আরো আছে অপর কারণ।
বলিতেছি শুন শুন করিব বর্ণন।।
নিরাকার সেই ব্রহ্মে সন্তুষ্ট করিতে।
দিবানিশি করি তপ জানিবেক চিতে।।
ব্রহ্মবধ হেতু পাপে অতি পূর্ব্বকালে।
করিয়াছিনু তপস্যা জানিবে অন্তরে।।
তবেত আমার পাপ হয় বিমোচন।
সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।।
বিশেষ কারণে পূর্ব্বে ব্রহ্মার সহিত।
সংগ্রাম দারুন মম হয় সংঘটিত।।

সেই যুদ্ধে লব্ধশূরা ব্রহ্মার চক্ররে।
দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলি অতি রোষভরে।।
তাহা দেখি বহ্মা হন রোষে নিমগন।
ললাটে তাঁহার হয় ঘর্ম্মের উদগম্।।
হস্ত দ্বারা সেই ঘর্ম্ম মোচন করিয়ে।
ভূতলে ফেলেন ব্রহ্মা কুপিত হৃদয়ে।।
সেই ঘর্ম্ম হতে এক পুরুষ জন্মিল।
ধনুর্ব্বাণ হাতে তাঁর শোভিত হইল।।
ব্রহ্মারে সম্বোধি সেই কহিল তখন।
কি হেতু আমারে প্রভু করিলে সৃজন।।
করিব কি কাজ আমি কর অনুমতি।
তব আজ্ঞাবহ আমি ওগো সৃষ্টিপতি।।
তাহার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাহার ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন।।
মনে মনে পুলকিত ব্রহ্মা মহোদয়।
'জয়ী হও' বলি তারে কহে পুনরায়।।
শুন শুন মহাবীর আমার বচন।
মহেশেরে অবিলম্বে করহ নিধন।।
যেখানে যেখানে যাবে ওই পশুপতি।
তথায় তথায় তুমি যাবে দ্রুতগতি।।
যেরূপে পারিবে শিবে করিবে নিধন।
আমার বচন নাহি করিবে লঙ্ঘন।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনি বীরবর।
ধনুখানি রাখে সেই পৃষ্ঠের উপর।।
নিজ করে বাণ পরে করিয়া ধারণ।
মম অভিমুখে দ্রুত আসে সেইজন।।
আমার বিনাশ হেতু সেই বীরবর।
দ্রুতগতি ঘন ঘন হয় অগ্রসর।।
তাহার ভীষণ মূর্ত্তি করি দরশন।
আমার হৃদয় মন কাঁপে ঘন ঘন।।
পলায়ন করি আমি সভয় অন্তরে।
উপনীত হই গিয়া বিষ্ণুর গোচরে।।
ত্রাহি ত্রাহি বলি আমি করি আর্ত্তনাদ।
বিষ্ণুর চরণে গিয়া করি প্রণিপাত।।
বিনয় বচনে পরে কহিনু তাঁহারে।
নিবেদন করি বিষ্ণু শুনহ তোমারে।।
ওই দেখ পাপ-নর করে আগমন।
আমার বিনাশ ওই করিতে সাধন।।
ব্রহ্মা হতে ওই বীর লভেছে জনম।
পশ্চাতে পশ্চাতে দেখ করে আগমন।।
যাহে রক্ষা পাই আমি পাপাত্মার করে।
উপায় করহ তাহার নিবেদি তোমারে।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হুঙ্কার নিনাদ করে দেব নারায়ণ।।
সেই শব্দে বিমোহিত পুরুষ হইল।
আমারে সম্বোধি পরে কহিতে লাগিল।।
ভয় নাই ভয় নাই ওহে পঞ্চানন।
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন।।
কি কাজ করিব তব বলহ আমারে।
তোমার বাসনা আমি পূরিব সাদরে।।
এতেক বচন আমি করিয়া শ্রবণ।
বিষ্ণু পাশে করযোড়ে করি নিবেদন।।
ভগবান্ শুন শুন কহি যে তোমারে।
কপাল রয়েছে প্রভু দেখ মম করে।।
ভিক্ষা কিছু দেহ তুমি ইহার ভিতর।
এইমাত্র চাহি আমি ওহে গদাধর।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে নারায়ণ করেন চিন্তন।।
কিবা ভিক্ষা দিব আমি মহেশের করে।
ইহার উচিত কিনা না বুঝি অন্তরে।।
এইরূপ বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন।
দক্ষ হস্ত ভিক্ষাপাত্রে ভরেন অর্পণ।।
তাহা দেখি আমি নিজ শূলের প্রহারে।
সে হস্ত কর্ত্তন করি অতি দ্রুত করে।।
ছিন্ন হস্ত হতে রক্ত অবিরল ধারে।
পতিত হইয়া থাকে ভূমির উপরে।।
সেই রক্তে নদী এক তখনি হইল।
বহ্নিশিখা সম তাহা বহিতে লাগিল।।

মহাবেগে সেই নদী হয় বহমান।
সহস্র বরষ নদী রহে বিদ্যমান।।
এইরূপ হস্ত ভিক্ষা দিয়া নারায়ণ।
কহিলেন মোরে পুনঃ করি সম্বোধন।।
মহেশ্বর শুন শুন বচন আমার।
ভিক্ষা দিনু তোমা করে ওহে গুণাধার।।
এখন বলহ দেখি স্বরূপবচন।
ভিক্ষা পাত্র হলে কি সম্পূর্ণ পূরণ।।
এতেক বচন শুনি হরিষ অন্তরে।
একদৃষ্টে চাহিলাম কপাল ভিতরে।।
কহিলাম তারপর করি সম্বোধন।
পূর্ণ হলো ভিক্ষাপাত্র ওহে নারায়ণ।।
আমার এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
শোণিত সংহারে বিষ্ণু আনন্দিত মনে।।
তারপর শুন শুন ওগো হৈমবতী।
অপূর্ব্ব ঘটনা ক্রমে কর অবগতি।।
যে রক্ত সঞ্চিত হলো কপাল ভিতরে।
মন্থন করিনু তাহা অতি যত্ন করে।।
কল্লোল প্রথমে তাহে হয় উৎপাদন।
বুদ্বুদ ক্রমেতে পারে হইল সৃজন্।।
তাহা হতে ক্রমে এক পুরুষ হইল।
ধনুর্ব্বাণ করে তার শোভিতে লাগিল।।
অপূর্ব্ব কিরীট শোভে মস্তক উপরে।
শোণিতের বর্ণ ধরে লোচন যুগলে।।
পৃষ্ঠদেশে তূণ শোভে অতি মনোহর।
কবচ শোভিত করে তার কলেবর।।
অঙ্গুলীতে অঙ্গুরি হতেছে শোভন।
রূপ হেরি হই আমি আনন্দিত মন।।
তাহারে হেরিয়া বিষ্ণু জিজ্ঞাসেন মোরে।
কোন নর আছে তব কপাল ভিতরে।।
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে আমি কহিনু তখন।।
নর নামা এই ব্যক্তি জানিবে অন্তরে।
বিশারদ এই নর অতীব সমরে।।
নর বলি জিজ্ঞাসিলে তুমি নারায়ণ।
এই হেতু নরনামা হলো এইজন।।
ইহার সহিতে তুমি মিলি কলিকালে।
সংগ্রাম করিবে কত হরিষ অন্তরে।।
দেবকার্য্য শত শত করিবে সাধন।
লোকপালগণে সদা করিবে রক্ষণ।।
তোমার হইবে সখা এই মহামতি।
কহিনু নিগূঢ় কথা কর অবগতি।।
তব ভুজরক্তে হলো ইহার জনম।
এই হেতু মহাতেজা হবে এইজন।।
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ স্বরূপ হইবে।
সমরে অমিত বীর্য্য হইয়া থাকিবে।।
অবহেলে যত শত্রু করিবে নিধন।
অজেয় অবধ্য হবে আমার বচন।।
দেবগণ সদা ভয় করিবে ইহারে।
দেবরাজ রবে সদা সভয় অন্তরে।।
এতেক বচন আমি বলিয়া তখন।
বিষ্ণুর সাক্ষাতে মৌন করিনু ধারণ।।
সেই নর তারপর করযোড় করে।
বিষ্ণুরে আমারে স্তব করিল সাদরে।।
স্তব আদি নানা মতে করি উচ্চারণ।
কহিল কি আজ্ঞা হয় বলহ এখন।।
তাহার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
কহিলাম সম্বোধিয়া শুন গুণমণি।।
আমার বচন তুমি অতীব অচিরে।
ব্রহ্মার বিনাশ হেতু যাহ ত্বরা করে।।
এত বলি তার হস্ত করিয়া ধারণ।
ভিক্ষাপাত্র মধ্য হতে তুলিনু তখন।।
সম্বোধি কহিনু পরে দেব নারায়ণে।
শুন শুন নিবেদন তোমার সদনে।।
আসিয়াছিল যে বীর পিছনে আমার।
সেই জন কর্ণে শুনি তোমার হুঙ্কার।।
বিমুগ্ধ হইয়া আছে কর দরশন।
উহারে অচিরে তুমি করহ চেতন।।

এত বলি আমি তথা হই অন্তর্দ্ধান।
বিষ্ণু বীরবরে কহে ওহে মতিমান।।
উঠ উঠ মম বাক্য করহ শ্রবণ।
অবিলম্বে গাত্রোত্থান করহ এখন।।
এই রূপে কত কহে দেব নারায়ণ।
তবু নাহি গাত্রোত্থান করে সেইজন।।
তাহা দেখি বিষ্ণু করে পদাঘাত তারে।
তখন উঠিল বীর অতি দ্রুত করে।।
স্বেদজ রক্তজ দুই পুরুষে তখন।
তুমুল সংগ্রাম ক্রমে হয় সংঘটন।।
ঘন ঘন ধনুকেতে দিতেছে টঙ্কার।
সিংহনাদে ঘন ঘন করয়ে হুঙ্কার।।
দশ দিক নিনাদিত সেই শব্দে হয়।
শোণিতেতে ভূমিতল আর্দ্র হয়ে রয়।।
দিব্য দুইশত বর্ষ সেই যুদ্ধ চলে।
কেহ নাহি জিতে কিবা কেহ নাহি হারে।।
অনন্তর নারায়ণ করেন দর্শন।
রক্তজ নরের হস্ত হয়েছে ছেদন।।
স্বেদজ কবন্ধহীন হইয়া পড়িল।
তাহা দেখি ব্রহ্মা পাশে শ্রীবিষ্ণু চলিল।।
ব্রহ্মার নিকটে তিনি করিয়া গমন।
সসম্ভ্রমে এই কথা কহেন তখন।।
শুনহ ব্রহ্মন্ এবে বচন আমার।
স্বেদজ পুরুষ তব হয়েছে সংহার।।
রণমাঝে সেইজন হয়েছে পতন।
বলিলাম তব পাশে ওহে পদ্মাসন।।
এতেক বচন শুনি বিষ্ণুর বদনে।
ব্যাকুল হলেন ব্রহ্মা নিজ মনে মনে।।
বিলাপ করিয়া পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন নারায়ণে ওহে ভগবান্।।
যে বীর জন্মিয়াছে আমার স্বেদেতে।
দেবজয় করিবেক অপর জন্মেতে।।
এতেক বচন শুনি দেব নারায়ণ।
ভাস্করেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন।।

কণ্ঠহীন দেহলয়ে করহ গমন।
রসাতলে ওই দেহ করহ স্থাপন।।
দ্বাপর যুগের শেষে তুমি পুনরায়।
জনম লভিবে বীর আবার ধরায়।।
এত বলি নারায়ণ তিরোহিত হন।
ভাস্কর আদেশ মত করেন পালন।।
তারপর দেবরাজ বিষ্ণুর সদনে।
উপনীত হয়ে বন্দে তাহার চরণে।।
কহিলেন শুন শুন ওহে ভগবান।
দেবকার্য্য সুমহৎ করিলে সাধন।।
দ্বাপরের শেষে প্রভু তোমার কৃপায়।
জনমিবে যে পুরুষ যাইয়া ধরায়।।
বিস্তর সাহায্য হবে সেই ব্যক্তি হতে।
তাহার কারণ বলি তোমার সাক্ষাতে।।
দুই ভার্য্যা পাণ্ডু রাজা করিবে গ্রহণ।
পৃথা মদ্রী দুইনাম বিদিত ভুবন।।
দুই নারী সহ যাবে গহন কাননে।
অনিচ্ছা করিবে বৃথা পতি সমাগমে।।
পতিরে কহিবে কুন্তী এতেক বচন।
মানব ঔরসে পুত্র না চাহি কখন।।
দেবের প্রসাদে আমি হব পুত্রবতী।
এই ভিক্ষা চাহি আমি ওহে প্রাণপতি।।
অবলা পতির আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ।
দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র করিবে ধারণ।।
মন্ত্রবলে যেই দেবে আহ্বান করিবে।
তাহারেই নিজ পাশে অনিতে পারিবে।।
অতএব তার গর্ভে যদি পুত্র হয়।
তবে এক কাজ করো তুমি মহোদয়।।
মন্বন্তর গত হলে যদুকুলে গিয়ে।
অবতীর্ণ হও তুমি প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
তাহা হলো দুরাচার কুরুকুলগণ।
অবশ্য নিধন হবে ওহে ভগবন্।।
আপনার রক্তজাত নর সেইকালে।
জনম ধরিবে সেই কুন্তীর উদরে।।

তাহার সাহায্য হবে ওহে মহোদয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয়।।
রাম অবতার যবে হয়েছিলে তুমি।
নিয়েছিলে বনবাসে ওহে চিন্তামণি।।
সুগ্রীবের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া তখন।
করেছিলে মম পুত্র বালিরে নিধন।।
সে দুঃখ এখনো আছে আমার অন্তরে।
জাগরুক আছে তাহা হৃদয় বিবরে।।
সেই হেতু অনুরোধ করি মহোদয়।
অবতীর্ণ হও তুমি হইয়া সদয়।।
যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান্।
আমার পুত্রের কর সাহায্য সাধন।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে কহে দেব নারায়ণ।।
দুর্বৃত্ত মানব ভারে এই বসুমতী।
হইয়াছে প্রপীড়িতা ওহে মহামতি।।
সেই ভার যথাসাধ্য করিতে হরণ।
অধিকন্তু কুরুকুল করিতে নিধন।।'
অবতীর্ণ হব আমি অবনী মাঝারে।
তোমার বচন আমি পালিব সাদরে।।
এতেক বচন শুনি দেব অধিপতি।
লভিলেন মনে মনে অতীব পীরিতি।।
ধন্যবাদ দিয়া কহে ওহে ভগবান।
আপনার বাক্য সত্য হউক এখন।।
তারপর দেবেন্দ্রকে বিদায় করিয়ে।
উপনীত হল বিষ্ণু ব্রহ্মার আলয়ে।।
কহিলেন শুন শুন নহে পদ্মাসন।
ত্রিভুবন তুমি দেব করেছ সৃজন।।
আমিও মহেশ দোঁহে সহায় তোমার।
কিন্তু এক কথা বলি শুন গুণাধার।।
সৃজন করিয়া নিজে বিনাশ সাধন।
কভু নহে উপযুক্ত ওহে মহাত্মন্।।
হিংসা করিছ তুমি মহেশ উপরে।
অতি ঘৃণ্য কর্ম্ম ইহা জানিবে অন্তরে।।

যাহা হোক মম বাক্য করহ শ্রবণ।
প্রায়শ্চিত্ত কর এবে ওহে পদ্মাসন।।
অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করহ যতনে।
শীঘ্র করহ গমন কোন পুণ্যস্থানে।।
অবিলম্বে পুণ্যতীর্থে করিয়া গমন।
যতন করিয়া কর যজ্ঞ আয়োজন।।
জগতের পতি তুমি পরম দেবতা।
তুমি রুদ্র ও আদিত্য সকলের পিতা।।
তোমার আদেশ সবে করয়ে পালন।
প্রভু সকলের তুমি ওহে পদ্মাসন।।
আদেশ লঙ্ঘে তোমার হেন সাধ্য কার।
কহিলাম সার কথা নিকটে তোমার।।
গাণপত্য দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয়।
শাস্ত্রের বিধানে এই হয় অগ্নিত্রয়।।
অগ্নিত্রয় যথা বিধি করিয়া গ্রহণ।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর ওহে মহাত্মন্।।
যজ্ঞ হেতু কুণ্ড কর বিধানে নির্ম্মাণ।
শিবের অর্পণ কর তাহে মতিমান্।।
আমার তর্পণ তুমি করিবে তাহাতে।
প্রায়শ্চিত্ত হবে তাহে জানিবেক চিতে।।
এইরূপে হোমক্রিয়া করিলে সাধন।
পরম ঐশ্বর্য্য পাবে ওহে মহাত্মন্।।
আমারে পাইবে তুমি নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে মহোদয়।।
অগ্নিহোত্র হতে শুদ্ধ আর কিছু নাই।
ইহাতে সকল সিদ্ধ জানিবে গোঁসাই।।
ইহার প্রসাদে হয় পরমা সুগতি।
এক অগ্নি পূজে যদি আছে যথাবিধি।।
অভীষ্ট সাধন হয় জানিবে নিশ্চয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে ওহে পঞ্চানন।।
আপনার ভিক্ষাপাত্রে যে পুরুষ জনমে।
কর্ম্মবশে জন্মে কিনা কহ মম স্থানে।।

কিম্বা বিষ্ণু হিতে হয় জনম তাহার।
এই কথা বিবরিয়া কহ গুণাধার।।
বলি আরো এক কথা শুন পঞ্চানন।
চারি মুখ পদ্মাসন বিদিত ভুবন।।
পঞ্চমুখ কিবা রূপে তাহার হইল।
এই কথা প্রকাশিয়া মম পাশে বল।।
সত্ত্বগুণে রজঃ নাহি হয় দরশন।
সত্ত্ব নাহি থাকে কভু রজতে কখন।।
সত্ত্বগুণরূপী ব্রহ্মা বিদিত ভুবনে।
সে পুরুষ কিরূপে গত হলো পদ্মাসনে।।
কেন না সেজন হয় রজোগুণধারী।
অতএব বল নাথ করুণা বিতরি।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
কহিলেন শুন দেবী করিব বর্ণন।।
যে দুই পুরুষ কথা কহিনু তোমারে।
আমার শরীরে দোঁহে নিজ-জন্ম ধারে।।
মহাত্মা আছিল দোঁহে ওহে ভগবতী।
অসাধ্য তাদের কিছু নাহি বসুমতী।।
তার মধ্যে একজন ব্রহ্মা শিরোপরে।
পঞ্চম বদনরূপে অবস্থিতি করে।।
সেই হেতু রজোগুণী হয় পদ্মাসন।
বিমোহিত ভাবে রহে সদা সর্ব্বক্ষণ।।
আপনার সৃষ্টি বলি অভিমান করে।
অহঙ্কার ঘটে তার অন্তর মাঝারে।।
মনে মনে চিন্তা করে দেব পদ্মাসন।
সৃষ্টিকর্ত্তা মম সম আছে কোন জন।।
পঞ্চমুখ হয়ে ব্রহ্মা এ হেন প্রকারে।
নিগূঢ় হইয়া রহে আপনা অন্তরে।।
পূর্ব্বেতে তোমার কাছে ওগো কাত্যায়নী।
বলেছিনু এইসব অপূর্ব্ব কাহিনী।।
এখন সে সব কেন হও বিস্মরণ।
পূর্ব্বের কথা সংক্ষেপ করিনু বর্ণন।।
পঞ্চমুখ পিতামহ করেন ধারণ।
প্রথম মুখেতে ঋগ্বেদ নিষ্ক্রমণ।।
যজুর্ব্বেদ প্রকাশিত দ্বিতীয় বদনে।
সামবেদ বহির্গত তৃতীয় আননে।।
অথর্ব্ব নিঃসৃত করে চতুর্থ বদন।
পঞ্চম বদনে যাহা করহ শ্রবণ।।
সঙ্গপাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয়।
রহস্য করিয়া আদি জানিবে নিশ্চয়।।
পঞ্চম মুখেতে পিতামহ পদ্মাসন।
কখন কখন করে বেদ অধ্যয়ন।।
সে মুখ দুঃসহ তেজ করয়ে ধারণ।
কার সাধ্য তার প্রতি করে দরশন।।
দর্পহারী তুমি দেব ভুবন মাঝারে।
কালেরে সংহার তুমি কর যথাকালে।
ভক্তের যাতনা তুমি কর বিনাশন।
নমস্কার তবপদে ওহে পঞ্চানন।।
ভক্তের কল্যাণ তুমি কর চিরন্তন।
তোমার চরণ বন্দি ওহে পঞ্চানন।।
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ করিয়া ছেদন।
কপাল হস্তেতে তুমি করিছ ধারণ।।
এহেতু কপালী নাম হইল তোমার।
প্রসন্ন হউন দেব ওহে গুণাধার।।
এইরূপে স্তব করি যত দেবগণ।
আপন আপন স্থানে করিল গমন।।
তিরোহিত হই আমি দেখিতে দেখিতে।
তারপর যাহা ঘটে শুনহ পরেতে।।
পঞ্চম মুখ ব্রহ্মার করিয়া ছেদন।
আমি মনে মনে চিন্তা করিনু তখন।।
ব্রহ্মহত্যা আক্রমণ করিল শরীরে।
কিরূপে পাপের ক্ষয় হইবারে পারে।।
বহুবিধ রূপ মনে করিয়া চিন্তন।
ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে স্তব করি অধ্যয়ন।।
কহিলাম শুন শুন ওহে ভগবান্।
পরমাত্মা তুমি দেব করি গো বন্দন।।
তোমা হতে পদার্থের উৎপত্তি হয়।
তেজের অব্যয় নিধি তুমি মহোদয়।।

তুমি নিজ মায়াবশে করহ সৃজন।
আপনাকে নমস্কার ওহে পদ্মাসন।।
জলস্থ কমল হতে জন্মিয়াছ তুমি।
জলই তোমার স্থান ওহে পদ্মযোনি।।
কমল পত্রের সম তোমার নয়ন।
পরম আনন্দে তুমি রহ সর্ব্বক্ষণ।।
যজ্ঞের স্বরূপ তুমি যজ্ঞের ঈশ্বর।
নমস্কার করি তোমা ওহে পদ্মাকর।।
পদ্মগর্ভ বেদগর্ভ তুমি মহামতি।
তোমার চরণে আমি করিগো প্রণতি।।
স্বধা স্বাহা বষট্‌কার তুমি গুণাধার।
তোমার পায়েতে আমি করি নমস্কার।।
দেবতার কথা আমি করিনু শ্রবণ।
তোমার মস্তক আমি করেছি ছেদন।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আসি ঘিরিছে আমারে।
পরিত্রাণ কর মোরে কৃপাদৃষ্টি করে।।
আমার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ।
পরম সন্তুষ্ট হন দেব পদ্মাসন।।
কহিলেন শুন শুন ওহে পশুপতি।
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইয়াছি অতি।।
ইহাতেই হলো তব যত পাপ ক্ষয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
আমার মস্তক তুমি করেছ ছেদন।
এ হেতু কপালী নাম করিলে ধারণ।।
কত বিপ্র তোমা হতে লভিবে উদ্ধার।
কত পাপী তরি যাবে ওহে গুণাধার।।
পাপক্ষয় হল বটে ওহে পঞ্চানন।
তবু এক কাজ কর শুদ্ধির কারণ।।
পৃথক কামনা করি প্রায়শ্চিত্ত কর।
বহুফল পাবে তাহে ওহে দিগম্বর।।
এত বলি পদ্মাসন হয় তিরোধান।
আপন স্থানেতে আমি করিনু প্রস্থান।।
একান্ত অন্তরে করি বিষ্ণুর চিন্তন।
অকস্মাৎ আবির্ভূত দেব নারায়ণ।।
তাঁহারে প্রণাম আমি করিয়া বিধানে।
বলিলাম ভগবন্ নমামি চরণে।।
পরাৎপর তুমি দেব সবার প্রধান।
তোমার চরণে করি নিয়ত প্রণাম।।
সবার ঈশ্বর তুমি পর হতে পর।
বহ্নিত্রয় রূপী তুমি যজ্ঞের ঈশ্বর।।
তোমা হতে চতুর্ব্বর্ণ হয়েছে সৃজন।
কমল পত্র সম যুগল নয়ন।।
জগৎ ব্যাপিয়া তুমি কর অবস্থান।
কেবা জানে তব তত্ত্ব ওহে মতিমান।।
যেদিক ফিরাই আঁখি ওহে ভগবন।
সেই দিকে তব রূপ করি দরশন।।
তোমা ভিন্ন কিছু নাই দেখিবারে পাই।
তোমার চরণে নতি করিগো গোঁসাই।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরিতুষ্ট হয়ে বিভু কহেন তখন।।
প্রসন্ন হয়েছি আমি তোমার উপরে।
বর লহ যাহা হয় বাসনা অন্তরে।।
এতেক বচন আমি করিয়া শ্রবণ।
বিনয় করিয়া তারে কহিনু তখন।।
শুন শুন ভগবন্ নিবেদি তোমারে।
কিরূপে হইব মুক্ত বলহ আমারে।।
আমার পাপ কিরূপে হবে বিমোচন।
কৃপা করি কহ তাহা ওহে ভগবন্।।
তোমা বিনা এই পাপে কে তারিতে পারে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মোর ঘিরেছে শরীরে।।
হইয়াছে অপবিত্র মম কলেবর।
কিরূপে পবিত্র হব কহ গদাধর।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে বিষ্ণু কহেন তখন।।
ব্রহ্ম হত্যা উগ্রপাপ হয় অতিশয়।
যাতনা দায়ক ইহা জানিবে নিশ্চয়।।
এই হেতু মনে মনে পাপের চিন্তন।
কভু না করিবে জ্ঞান ওহে মহাত্মন্।।

ভক্তিমান হলে তুমি আমার গোচরে।
পরিত্রাণ হেতু ভিক্ষা করিছ সাদরে।।
এই হেতু বলি শুন ওহে পঞ্চানন।
ব্রহ্মচর্য্যা আচরণ করহ সাধন।।
তাহা হলে পাপনাশ হইবে তোমার।
আমার বচন সত্য ওহে গুণাধার।।
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
লক্ষ্মীসহ নিজস্থানে করেন গমন।।
ব্রহ্মহত্যা পাপে আমি হইয়া কাতর।
নানাতীর্থ-পর্য্যটন করি নিরন্তর।।
প্রথমতঃ কামরূপে করিনু গমন।
প্রভাস তীর্থেতে পরে করি পর্য্যটন।।
নানা স্থানে এইরূপে বিচরণ করি।
স্থান নাহি পাই কিন্তু জানিবে সুন্দরী।।
লজ্জিত হইয়া পরে আপন অন্তরে।
অনুতাপ করি কত কি কব তোমারে।।
অকস্মাতে হৃদে হয় বুদ্ধির উদয়।
পুষ্কর তীর্থেতে যাব যথা পাপক্ষয়।।
মনে মনে এইরূপ করিয়া চিন্তন।
সেই স্থানে অবিলম্বে করিনু গমন।।
উদ্যান শোভিছে তথা অতি মনোহর।
ফল ফুলে অবনত কত তরুবর।।
স্থানে স্থানে মৃতা পক্ষী করে বিচরণ।
প্রবেশি তথায় হই আনন্দে মগন।।
যেই জন এই স্থানে আগমন করে।
নাহি থাকে কভু পাপ তাহার শরীরে।।
সেই স্থানে ব্রতবিধি করি অনুষ্ঠান।
কাশীধামে তার পর করিনু প্রস্থান।।
নয়ন মুদিয়া তথা একান্ত অন্তরে।
ভগবানে স্মরি সদা ভকতির ভরে।।
আমার পরম ভক্তি করি দরশন।
পুনরায় ব্রহ্মা আদি আবির্ভূত হন।।
প্রত্যক্ষ আসিয়া মোরে কহে পদ্মযোনি।
আরাধনা করিতেছ ওহে শূলপাণি।।

তোমার ভকতি আমি করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে করি আগমন।।
যথাযথ ব্রতী হয়ে ভজনা করিলে।
আবির্ভূত হই আমি তাহার গোচরে।।
কায়মনে মম সেবা করিতেছ তুমি।
সেই হেতু পরিতুষ্ট হইয়াছি আমি।।
অত্যুত্তম বর তোমা করিব প্রদান।
গ্রহণ করহ তাহা ওহে মতিমান।।
এতেক বচন তাঁর করিয়া শ্রবণ।
কহিলাম শুন শুন ওহে পদ্মাসন।।
জগতের কর্ত্তা তুমি জগতের যোনি।
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যে জানি।।
প্রত্যক্ষে তোমারে আমি করিনু দর্শন।
ইহাপেক্ষা কিবা বর ওহে ভগবান।।
করুণা যদ্যপি হয় আমার উপরে।
এইবর দেহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ মম হোক বিনাশন।
পবিত্র হউক দেহ ওহে ভগবান।।
আমার বচন শুনি দেব পদ্মযোনি।
কহিলেন বলি শুন ওহে শূলপাণি।।
যে তীর্থে বসিয়া তপ করিছ সাধন।
এখানে কপাল তব হয়েছে পতন।।
যে কপাল তব হস্তে ছিল বিরাজিত।
এইখানে সে কপাল হয়েছে পতিত।।
কপাল মোচন নাম এজন্য হইল।
এইস্থান পুণ্যপ্রদ সকলে জানিল।।
ইহার সমান স্থান আর কোথা নাই।
প্রসিদ্ধ হইবে ইহা কহি তব ঠাঁই।।
যেই ব্যক্তি এই স্থানে করি আগমন।
তোমারে ভকতি ভরে করিবে দর্শন।।
যদি হয় মহাপাপী সেই নরাধম।
তথাপি পাতক তার হবে বিমোচন।।
পবিত্র হইয়া সেই জগৎ সংসারে।
নানা সুখ ভোগ সদা করিবে অন্তরে।।

পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই স্থান হয়।
পরম পবিত্র তীর্থ জানিবে নিশ্চয়।।
এই তীর্থ মধ্য দিয়া জাহ্নবী সুন্দরী।
গমন করিবে জান ওহে ত্রিপুরারি।।
সর্ব্বদেব সহ আমি মিলিত হইয়ে।
এখানে করিব বাস সানন্দ হৃদয়ে।।
বারাণসী নামে খ্যাত এস্থান হইবে।
যেই জন এইখানে পরাণ ত্যজিবে।।
রুদ্রত্ব লভিবে তারা নাহিক সংশয়।
আমার বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
পূজা ভাগ হোম আদি করিলে সাধন।
অনন্ত হইবে ফল আমার বচন।।
বলিব অধিক কিবা ওহে মহামতি।
ইহার প্রসাদে হবে নির্ব্বাণ মুকতি।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
এই স্থানে ভার্য্যাসহ থাক পঞ্চানন।।
যাবত পাতক তব হল বিনাশন।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আর নাহিক এখন।।
বিধির তাদৃশ বাক্য শুনিয়া তখনি।
বিনয় বচনে কহে ওহে পদ্মযোনি।।
নিবেদন করি এক তোমার সদন।
যদ্যপি প্রসন্ন তুমি ওহে পদ্মাসন।।
যত তীর্থ ধরাধামে করে অবস্থিতি।
সবার প্রধান ইহা হউক সম্প্রতি।।
বিষ্ণুসহ যেন আমি সদা সর্ব্বক্ষণ।
এই স্থানে বাস করি ওহে ভগবন্।।
কিবা দেব কিবা দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
উরগ পন্নগ আদি যক্ষাদি নিকর।।
সকলের বরপ্রদ আমি যেন হই।
এই মাত্র ভিক্ষা মম জানিবে গোঁসাই।।
আমি ভিন্ন অন্য কেহ যেন এই স্থানে।
বরপ্রদ নাহি হয় জানিবেক মনে।।
আমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে কহে মোরে দেব পদ্মাসন।।

যাহা যাহা মম পাশে করিলে কীর্ত্তন।
অবশ্য সে সব হবে সম্পূর্ণ পূরণ।।
নারায়ণ বশীভূত রহিবে তোমার।
এই স্থানে সদা রবে ওহে গুণাধার।।
সর্ব্বতীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ এই তীর্থ হবে।
অন্তরের বাঞ্ছা যত এখানে পূরিবে।।
আমারে এতক বাক্য বলিয়া তখন।
অবিলম্বে অন্তর্হিত হন পদ্মাসন।।
তারপর মহাসুখে অতীব যতনে।
বারাণসী পুরী আমি করিয়া বিধানে।।
দিবানিশি তোমা সহ করি অবস্থান।
এই স্থানে পাপীগণে করি পরিত্রাণ।।
সকলি বিদিত আছ তুমি সুলোচনে।
তবে কেন যাও ভুলি আপনার মনে।।
এসব বৃত্তান্ত পূর্ব্বে করেছে শ্রবণ।
স্মরণ কারণে পুনঃ করিনু বর্ণন।।
কত কষ্ট লভিয়াছি শুনিলে শ্রবণে।
বলিব কিবা অধিক তোমার সদনে।।
সত্য বটে হই আমি জগত ঈশ্বর।
লিপ্ত হই তবু পাপে খ্যাতচরাচর।।
ব্রহ্ম হত্যা পাপ হেতু যত কষ্ট পাই।
কহিলাম সবিস্তার এবে তব ঠাঁই।।
পাপের নিকটে কারো নাহিক নিস্তার।
যেমন করম যোগ্য শাস্তি আছে তার।।
বলিব কিবা অদিক ওগো প্রিয়তমে।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা শুনিলে শ্রবণে।।
এখন বাসনা কিবা করহ বর্ণন।
জিজ্ঞাসিবে যাহা তাহা বলিব এখন।।
এত বলি বিধিসুত যত ঋষিগণে।
কহিলেন শুন শুন কহি সবা স্থানে।।
এইরূপ নানা কথা কহি পঞ্চানন।
মৌন ভাবে উমা সহ করেন গমন।।
অপূর্ব্ব আখ্যান এই কহিনু সবারে।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বিচার।।

নারায়ণ ও গালব ঋষির কথা

পুনরায় ঋষিগণ মধুর বচনে।
মধুভাসে জিজ্ঞাসেন বিধির নন্দনে।।
তারপর কি করিল ভগবতী সতী।
পুনরায় কিবা কহে দেব পশুপতি।।
সেই সব প্রকাশিয়া করহ বর্ণন।
শুনিবারে সবে হৃদে করি আকিঞ্চন।।
এতেক বচন শুনি বিধির তনয়।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিচয়।।
পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করে দেবী ভগবতী।
শুন শুন নিবেদন ওহে পশুপতি।।
ইতি পূর্ব্বে তুমি দেব করিলে বর্ণন।
বিষ্ণুর সহিতে তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ।।
ইহার কারণ কিবা বলহ আমারে।
কেন এত প্রিয় বিষ্ণু জগত সংসারে।।
তাঁহার মাহাত্ম্য কিবা করহ বর্ণন।
এত শুনি হাস্য করি কহে পঞ্চানন।।
শুনি দেবী মনোময়ি বচন আমার।
বিষ্ণু হতে হইয়াছে জগত সংসার।।
বিষ্ণু মায়াবশে মুগ্ধ হয়ে জীবগণ।
অহর্নিশি ভগবন্ধে হতেছে বন্ধন।।
পরম বৈষ্ণবী তুমি ওগো সুলোচনে।
বলিব কিবা অধিক তোমার সদনে।।
ক্ষিতিরূপ তেজোরূপ বায়ুরূপ তিনি।
আকাশ স্বরূপ তিনি ওগো কাত্যায়নী।।
সকল ভূতের আত্মা সেই নারায়ণ।
সেই দেব অন্তর্য্যামি জানে সর্ব্বজন।।
ভূলোক করিয়া আদি যত লোক আছে।
সকলি তন্ময় দেবী কহি তব কাছে।।
বিষ্ণুতে আমাতে ভেদ কিছু মাত্র নাই।
যেমন আমারে হের তথা সে গোঁসাই।।
তাঁহার অসাধ্য কিবা জগত ভিতরে।
তিনি বিনা কোন জন ভবপারে তরে।।
যাগ যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত সকলি তাঁহায়।
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্ব পার্ব্বতী তোমায়।।
তাঁহা হতে সর্ব্বশাস্ত্র হয় উৎপাদন।
তাঁহা হতে ঘুচে যত ভবের বন্ধন।।
পশুপক্ষী সর্প আদি যত জীবগণ।
বৈষ্ণবী মায়াতে সব লভেছে জনম।।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।
বলি এক উপাখ্যান শুনহ সাদরে।।
তাহলে মাহাত্ম্য তাঁর জানিবে সুন্দরী।
অগতির গতি সেই ভবের কাণ্ডারী।।
পরম ধার্ম্মিক ঋষি বিষ্ণু পরায়ণ।
বিষ্ণু ভিন্ন কোন দিকে নাহি ছিল মন।।
একদা বসিয়া ঋষি আছেন আসনে।
হৃদিমাঝে সদা জপ করে বিষ্ণু ধনে।।
দেহের তেজেতে দিক সমুজ্জ্বল হয়।
চারিদিকে বসি আছে যত মুনিচয়।।
নানাবিধ ধর্ম্ম কথা হয় আলাপন।
আনন্দে সবার হৃদি হয় নিমগন।।
হেন কালে কলরব পশিল শ্রবণে।
ধূলিরাশি আচ্ছাদিত করিল গগনে।।
চমকিত হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয় দরশন।।
তথাকার নরপতি সেনাগণ সনে।
আসিয়াছে বনমাঝে মৃগয়া কারণে।।
মৃগয়া করিয়া যবে করিবে গমন।
দূর হতে তপোবন হয় দরশন।।
তপোবন হেরি মনে আনন্দ জন্মিল।
মুনিপদে প্রণমিতে বাসনা করিল।।

যথাবিধি ঋষিপদ করিয়া বন্দন।
পরেতে আপন বাসে করিবে গমন।।
ক্রমে ক্রমে দলবল লয়ে নরপতি।
আবাস নিকটে সবে আসি শীঘ্রগতি।।
সময়ে হয়ত বৃষ্টি অবনী উপরে।
শাসন করিতে তুমি দুরাত্মা নিকরে।।
জিজ্ঞাসে এই রূপে ঋষি মহাত্মন্।
প্রণমিয়া রাজা কহে ওহে ভগবন্।।
আপনার আশীর্ব্বাদ ধরি শিরোপরে।
কোথা সব অমঙ্গল চলি যায় দূরে।।
তোমার প্রসাদে ঋষি সকলি কুশল।
লভিতেছি পদে পদে অতি সুমঙ্গল।।
মৃগয়া কারণে আসি গহন কাননে।
ফিরিয়া যেতেছি এবে আপন ভবনে।।
তোমার চরণ পদ্ম করিতে দর্শন।
গৃহের ভিতরে তাই করি আগমন।।
কৃতার্থ হইনু এবে হেরিয়া তোমারে।
আশীর্ব্বাদ কর প্রভু যাইব আগারে।।
এতেক বচন শুনি ঋষি মহাত্মন্।
কহিলেন নৃপবর শুনহ বচন।।
দয়া করে আসিয়াছ আমার আগারে।
রাজ্যের ঈশ্বর তুমি খ্যাত চরাচরে।।
তোমার গুণেতে মোরা করি অবস্থিতি।
স্বীকার কর আতিথ্য ওহে নরপতি।।
বনমাঝে অতি কষ্ট হয়েছে তোমার।
বিশ্রাম করিয়া কর শান্তি পরিহার।।
পরম সন্তুষ্ট আমি হইব তাহাতে।
বলিব কিবা অধিক তোমার সাক্ষাতে।।
এতেক বচন শুনি নৃপতি তখন।
এইরূপে মনে মনে করেন চিন্তন।।
ঋষির আদেশ লঙ্ঘি যদি চলে যাই।
নিশ্চয় কুপিত হবে ঠাকুর গোঁসাই।।
এত ভাবি করিলেন আতিথ্য স্বীকার।
রহিলেন সৈন্যসহ গৃহের মাঝার।।

মনে ভাবে কিবা রূপ ভোজন করা ।
রাজার উচিত দ্রব্য কোথায় পাইব।।
মনে মনে এই রূপ করিয়া চিন্তন।
হৃদিমাঝে নারায়ণে করেন স্মরণ।।
বলে কোথা দয়াময় রক্ষহ আমারে।
তোমা বিনা কোনজন বিপদেতে তারে।।
তোমা বিনা নাহি জানি অন্য কোন জন।
কোথা হরি রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন।।
নিমন্ত্রণ করিলাম রাজ্যের ঈশ্বরে।
অতিথি সৎকার এবে করি কি প্রকারে।।
উপায় নাহিক কিছু করি দরশন।
রক্ষা কর দয়াময় কোথা ভগবন্।।
অকিঞ্চন আমি অতি কিছুমাত্র নাই।
এই হেতু নিবেদন করিগো গোঁসাই।।
অতিথি সেবার দ্রব্য করি আহরণ।
আমারে অর্পণ কর ওহে ভগবন্।।
যেই তরু হস্ত দ্বারা করিব স্পর্শন।
লতা তৃণ কিম্বা যাহার স্পর্শন এমন।।
দর্শন করিব যাহা আপন নয়নে।
অন্নরূপী সেই সব হউক এক্ষণে।।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় এ চারি প্রকার।
আহারীয় হোক তাহা ওহে গুণাধার।।
মনে মনে যাহা আমি করিব চিন্তন।
ব্যবহার্য্য দ্রব্য তাহা হউক এক্ষণ।।
আমার প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ।
তোমার চরণে আমি করিগো বন্দন।।
ঋষির স্তবেতে তুষ্ট হয়ে জগৎ পতি।
তাঁহার উদ্ধার হেতু করিলেন মতি।।
আবির্ভূত হন আসি দেখিতে দেখিতে।
স্বীয় রূপ দেখালেন ঋষির সাক্ষাতে।।
প্রসন্ন বদনে পরে কহেন তখন।
ঋষি ওহে শুন শুন আমার বচন।।
অভিমত বর লহ আমার গোচরে।
যাহা তব বাঞ্ছা হয় বল ত্বরা করে।।

ইহা লয়ে যাহা তুমি করিবে চিন্তন।
তাহাই তখন পাবে ওহে মহাত্মন্॥

ধ্যানেতে মগন ছিল ঋষি মহাত্মন্।
এই কথা শুনি নেত্র করে উন্মীলন।।
দেখে অগ্রে বিরাজিত বন মালাধারী।
শঙ্খ চক্র গদাধর ভবের কাণ্ডারী।।
গরুড়উপরে প্রভু করি আরোহণ।
পুরোভাগে উপনীত প্রসন্ন বদন।।
সহস্র আদিত্য সম বরণ তাঁহার।
হেরিলেন ঋষিবর অদ্ভুত ব্যাপার।।
কত যে ব্রহ্মাণ্ড শোভা প্রভুর শরীরে।
কত ব্রহ্মা চন্দ্র আদি তাহে শোভা ধরে।।
এই সব নিরখিয়া ঋষি মহাত্মন্।
কহে বিনয় বচনে ওহে ভগবন্।।
বরদ যদ্যপি হও অধীন উপরে।
এই ভিক্ষা দেহ নাথ কহি যে তোমারে।।
বাহনাদি সহ এই এসেছে নৃপতি।
আতিথ্য করিতে সবে করিয়াছি মতি।।
তোমার বাসনা পূর্ণ হবে মহাত্মন্।
আমার বচন এবে করহ শ্রবণ।।
এই যে অপূর্ব্ব মণি দিনু হে তোমারে।
গ্রহন করহ ইহা অতীব সাদরে।।
ইহা লয়ে যাহা তুমি করিবে চিন্তন।
তাহাই তখন পাবে ওহে মহাত্মন্।।
চিন্তামণি মণি এই লইয়া যতনে।
মনের বাসনা পূর্ণ করহ বিধানে।।
অনন্তর ঋষিবর মণি লয়ে করে।
এইরূপ বিবেচনা করিল অন্তরে।।
লক্ষ লক্ষ গৃহ এবে হউক সৃজন।
হিমালয় সম উচ্চ অতি বিমোহন।।
সুধা ধবলিত হবে সে সব আগার।
বাসযোগ্য হবে উহা যতেক রাজার।।
মনে মনে এত চিন্তা ঋষি মহাত্মন্।
আপন করেতে মণি করিল স্পর্শন।।
বাসনা মত অমনি আগার হইল।
পরম শোভায় সব শোভিতে লাগিল।।

ঋষিবর পুনরায় করেন চিন্তন।
আশ্রমে যে সব গৃহ হয়েছে সৃজন।।
চারিদিকে তার হোক প্রাচীর বিস্তার।
উদ্যান হউক এক অতি শোভাধার।।
যেমন এসব চিন্তা করে ঋষিবর।
অমনি হইল তাহার আশ্রম ভিতর।।
ফুল পুষ্পযুত তরু জনমিল কত।
তপোবন হলো কিবা বাগানে শোভিত।।
নানাবিধ পক্ষীগণ বসি তরুপরে।
কলনাদ করে কিবা সুমধুর স্বরে।।
তারপর মনে চিন্তা করে ঋষিবর।
অশ্বগজশালা হোক বাটির ভিতর।।
অমনি হইল তাহা কেবা সংখ্যা করে।
হেরিলে যে সব শোভা জন মন হরে।।
অশ্বশালা হস্তিশালা গোশালাদি করি।
সমস্ত শোভিত হলো বাটির ভিতরি।।
খাদ্যদ্রব্য তার পর হইল সৃজন।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় কে করে গণন।।
এইরূপে নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়ে।
নৃপপাশে যায় মুনি হরিষ হৃদয়ে।।
কহিলেন শুন শুন ওহে নরপতি।
তোমার নিকটে আমি করিগো মিনতি।।
সগুণে আপনি এবে কর আগমন।
কৃপা করি আহারীয় করহ গ্রহণ।।
কিঞ্চিন্মাত্র আয়োজন করিয়াছি আমি।
কৃপাকরি লহ তাহা ওহে নৃপমণি।।
ঋষির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আশ্রম ভিতরে নৃপ বসিল তখন।।
অন্তর ভিতরে রাজা করিয়া গমন।
বিস্ময়ে স্তিমিত হন করি দরশন।।
হেন অট্টালিকা নাহি নয়নে নেহারে।
হেন শোভা নাহি কিন্তু তাঁহার আগারে।।
নরপতি এই সব করি দরশন।
সবিস্ময়ে মনে মনে করেন চিন্তন।।

কিরূপে হলো এসব মুনির আশ্রমে।
হেন শোভা কভু নাহি হেরেছি নয়নে।।
বিস্ময়ে আকুল রাজা হইয়া তখন।
ঋষিদত্ত দ্রব্য আদি করেন ভোজন।।
অপূর্ব্ব পদার্থ সব করিয়া ভোজন।
মনে মনে পুলকিত নৃপতি তখন।।
পরিতোষ রূপে দ্রব্য ভোজন করিয়ে।
আশ্চর্য্য মানিল সবে বিস্মিত হৃদয়ে।।
এইরূপে ভোজনাদি হলে সমাপন।
নৃপপাশে ঋষিবর আসিয়া তখন।।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহোদয়।
পথশ্রমে ক্লান্ত অতি হয়েছে নিশ্চয়।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
বিশ্রাম আগারে এবে করহ গমন।।
দাসীগণ দিব আমি শুশ্রুষার তরে।
এত বলি মণি লয়ে হরিষ অন্তরে।।
যেমন রাজার পার্শ্বে করেন স্থাপন।
অমনি জন্মিল দাসী কে করে গণন।।
অতি রূপবতী সবে সুচারুহাসিনী।
অলঙ্কার শোভে অঙ্গে মধুরভাষিণী।।
ইহা ভিন্ন কত ভৃত্য জন্মিল তখন।
নর্ত্তকী গায়কী কত লভিল জনম।।
জনম ধরিয়া সবে অতীব যতনে।
রাজার হৃদয় হয় বিস্ময়ে মগন।।
মনে মনে নানা চিন্তা করে নরপতি।
কিরূপে জন্মিল এত মুনির শকতি।।
তপস্যা বলেতে কিবা হতেছে সকল।
কিছুই বুঝিতে নারী অন্তর বিকল।।
মণির প্রভাবে কিবা হতেছে সৃজন।
বুঝিবারে কিছু নাহি হতেছি সক্ষম।।
এইরূপে চিন্তাকুল হইয়া রাজন।
দিবাভাগ মনসুখে করেন যাপন।।
দেখিতে দেখিতে নিশা হলো উপস্থিত।
দারুণা তমসী আসি হলো উপনীত।।
মণির প্রভাবে জ্যোৎস্না অপূর্ব্ব হইল।
দিবাসম নিশাকাল প্রকাশ পাইল।।
নির্দ্দিষ্ট হইল ঘর সকলের তরে।
প্রত্যেকে রহিব সুখে এক এক ঘরে।।
প্রত্যেকে পর্য্যঙ্কোপরি করিবে শয়ন।
দাস দাসী কাছে রবে এক একজন।।
এরূপ নিয়মে সব চলিল আগারে।
শয়ন করিল সবে পর্য্যঙ্ক উপরে।।
যুবতীরা সেবা সবে করিতে লাগিল।
পরম সুখেতে সবে নিদ্রিত হইল।।
পরম সুখেতে নিশা করয়ে যাপন।
হরির কৃপায় মাত্র এসব ঘটন।।
অতএব কি বলিব পার্ব্বতী তোমারে।
গতি নাহি হরি বিনা এভব সংসারে।।

নৃপতিসহ গালব ঋষির যুদ্ধ

বলিছেন শাস্ত্রকথা দেব শূলপাণি।
আনন্দে শ্রবণ করে দেবী ত্রিনয়নী।।
অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি দেবী কাত্যায়নী।
কহিলেন নিবেদন করি শূলপাণি।।
অপূর্ব্ব ঘটনা আজ করিনু শ্রবণ।
কিবা ঘটে তারপর কহ ভগবন্।।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা কি কাজ করিল।
মণিজাত অট্টালিকা কোথায় রহিল।।
সেই সব বিস্তারিয়া করহ বর্ণন।
শুনিবারে আমি প্রভু করি আকিঞ্চন।।
এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওগো হৈমবতী।।

রজনী প্রভাত হলে অবনী রাজন।
নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থিত হলেন তখন।।
বলবাহনাদি সবে জাগ্রত হইল।
নিত্যক্রিয়া যথা বিধি সবে সমাপিল।।
গাত্রোত্থান করি রাজা করেন দর্শন।
কোথা অট্টালিকা কিম্বা কোথায় কানন।।
বসন ভূষণ আদি কিছু মাত্র নাই।
আশ্রম পূর্ব্বের মত দেখিবারে পাই।।
রাজা তাহা দেখি মনে করেন চিন্তন।
কোথা গেল এই সব না বুঝি এখন।।
যেমন আশ্রম পূর্ব্বে দেখেছি নয়নে।
অবিকল সেই রূপ হেরেছি এক্ষণে।।
বুঝিতেছি অনুমানে মণির কারণ।
যতেক অদ্ভুত কার্য্য হয় সংঘটন।।
কল্পতরু সম মণি নাহিক সংশয়।
যেরূপে পারিব মণি লইব নিশ্চয়।।
যাচিঞা করিলে মণি দিবে তপোধন।
অনুমানে বুঝি তাহা না হবে কখন।।
হরণ করিব মণি যেরূপে পারিব।
মণি নাহি লয়ে কভু গৃহেতে ফিরিব।।
মনে মনে এই রূপ করিয়া চিন্তন।
মুনির নিকটে করি বিদায় গ্রহণ।।
রাজার আদেশ পেয়ে অমাত্য প্রবর।
আসি উপনীত হন মুনির গোচর।।
প্রণাম করিয়া পরে মুনির চরণে।
কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে।।
মন্ত্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হয়ে মুনিবর কহেন তখন।।
মন্ত্রী কহ একি কথা বুঝিবারে নারি।
স্থির করিয়াছে বুঝি অন্তরে বিচারি।।
প্রসিদ্ধি আছয়ে ভূমে শাস্ত্রের বচন।
ব্রাহ্মণেরা প্রতিগ্রহ করিবে গ্রহণ।।
রাজারা করিবে দান বিদিত সকলে।
এরূপ বচন আজি বলিছ কি বলে।।
তব প্রভু সবাকার হয়ে নরপতি।
কি রূপে কহেন হেন ওহে মহামতি।।
যাচিঞা করেন তিনি কিসের কারণ।
বল দেখি মন্ত্রীবর স্বরূপ বচন।।
এখন বুঝিনু আমি আপন অন্তরে।
তব রাজা অপদার্থ এভব সংসারে।।
যাহ যাহ শীঘ্র যাহ ওহে মন্ত্রীবর।
অবিলম্বে যাও ফিরি নৃপতি গোচর।।
তাঁর পাশে বল গিয়ে আমার বচন।
ভাল কভু নহে তাঁর হেন আচরণ।।
পুনশ্চ করিলে হেন মন্দ ব্যবহার।
আমি দিব প্রতিফল উচিত ইহার।।
এতেক বলিয়া ঋষি মন্ত্রীর গোচরে।
বিদায় করিয়া দিয়া যান ক্রোধ ভরে।।
ঋষির এতেক বাক্য শুনি মন্ত্রীবর।
অবিলম্বে চলি আসে নৃপতি গোচর।।
তাঁহার নিকটে সব করে নিবেদন।
শুনিয়া নৃপতি হন রোষে নিমগন।।
ক্রোধভরে সৈন্যাধ্যক্ষে করিয়া আহ্বান।
কহিলেন শুন শুন ওহে মতিমান।।
অবিলম্বে যাহ চলি আশ্রম ভিতরে।
হরণ কর সকলে সেই মণিবরে।।
অবিলম্বে সেই মণি করিয়া হরণ।
শীঘ্র আমার পাশে কর আগমন।।
রাজার এতেক বাক্য শুনি সেনাপতি।
আশ্রম ভিতরে চলে অতি দ্রুতগতি।।
সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া তখন।
পশিল আশ্রম মধ্যে মণির কারণ।।
অগ্নিহোত্র গৃহে গিয়া দেখে তারপরে।
চিন্তামণি মণি তথা আছে আলো করে।।
সেই তেজ কার সাধ্য করে দরশন।
করিতে লাগিল যেন জগত দহন।।
দেখিতে দেখিতে শুন আশ্চর্য্য ঘটন।
মণি হতে কত যোদ্ধা লভিল জনম।।

অস্ত্র শস্ত্র কত শোভে তাহাদের করে।
তেজের ছটায় সবে দিক আলো করে।।
সঙ্গে সঙ্গে কত রথ হয় শোভমান।
কত অশ্ব কত গজ কে করে সন্ধান।।
শোভিছে কত পতাকা রথের উপরে।
কত আসি শোভা পায় সেনাগণ করে।।
মহাবল পরাক্রম ধরে সবজন।
রণপটু তারা সবে অমিত-বিক্রম।।
মণি হতে যারা যারা লভিল জনম।
সবে নানা অস্ত্র করে করয়ে ধারণ।।
জনম ধরিয়া সবে অতি রোষ ভরে।
রাজসৈন্য সহ ক্রমে মাতিল সমরে।।
ধনুকেতে ঘন ঘন দিতেছে টঙ্কার।
ভীষণ ভীষণ শর ক্ষেপে অনিবার।।
অশ্বগণে অশ্বগণে মহাযুদ্ধ হয়।
গজে গজে যুদ্ধ ঘটে বর্ণিবার নয়।।
তুমুল সংগ্রাম ঘটে অতি বিভীষণ।
শুনিলে হৃদয় কাঁপে অতি ঘন ঘন।।
রাজার যতেক সৈন্য ক্রমে ক্রমে পড়ে।
পড়ি যায় রণমাঝে শমন আগারে।।
নৃপতির সেনাপতি হইল পতন।
নরপতি তাহা শুনি রোষে নিমগন।।
রথ আরোহণ করি অতি রোষভরে।
সৈন্যগণ সহ নিজে আসেন সমরে।।
অবিলম্বে রণ মাঝে করি আগমন।
বিপক্ষ সৈন্যের সহ আরম্ভিল রণ।।
মণিজ সৈন্যরা তাহা দেখি রোসভরে।
রাজার সহিতে যুদ্ধ ত্বরা করি করে।।
শূল মারে শেল মারে মারয়ে শকতি।
অসি ক্ষেপ করে সবে অতি দ্রুতগতি।।
পট্টিশ তোমর মারে অতি ঘন ঘন।
কবন্ধ উঠিছে কত কে করে গণন।।
এইরূপে মহাযুদ্ধ করে রোষভরে।
রাজার যতেক সৈন্য পড়িল সমরে।।

এরূপে দুর্গতি পায় সেই নরপতি।
সংবাদ রটিল ক্রমে সর্ব্ব বসুমতী।।
হেতৃ ও প্রহেতৃ নামে দৈত্য দুইজন।
রাজার শ্বশুর ছিল অমিত বিক্রম।।
রাজার দুর্গতি কথা শুনিয়া শ্রবণে।
দ্রুতগতি আসে তারা সমর কারণে।।
পঞ্চদশ সেনাপতি সহিতে দোঁহার।
মহাবল ধরে সবে গুণের আধার।।
অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে প্রত্যেকের হয়।
সমরে দুর্ম্মদ সবে অতীব দুর্জ্জয়।।
ধরণী কাঁপায়ে সবে করি আগমন।
মণিজ সৈন্যের সহ আরম্ভিল রণ।।
পরস্পরে মারে সব অতি দ্রুতকরে।
রণভূমে পড়ি সব যায় যমপুরে।।
ক্রমে ক্রমে দৈত্য সৈন্য হয় নিপতন।
জয়ধ্বনি করে যত সে মণিভবন।।
ক্রমেতে পড়িল সবে সমর অঙ্গনে।
দৈত্যগণ গেল সবে শমন ভবনে।।
যুদ্ধ হয় এইরূপে অতি ভয়ঙ্কর।
হেন কালে যুদ্ধে আসে তাপস প্রবর।।
সহসা সংগ্রাম ঋষি করি দরশন।
ভয়েতে ব্যাকুলে হন বিস্ময়ে মগন।।
মনে মনে বুঝিলেন সেই মহামতি।
মণির কারণ যুদ্ধ করিছে নৃপতি।।
ধ্যানযোগে ভাবে হরি হৃদয় মাঝারে।
শ্রীহরি জানিল তাহা আপন অন্তরে।।
পীতবাস পরিধান করিয়া তখন।
আবির্ভূত হন হরি চিন্তামণি ধন।।
মণি হতে প্রকাশিত হইয়া তখন।
ঋষিরে সম্বোধি কন মধুর বচন।।
শুন শুন মুনিবর বচন আমার।
করিব কি কাজ তব বল গুণাধার।।
এতেক বচন শুনি তাপস-প্রবর।
কহিলেন শুন প্রভু তুমি গদাধর।।

নৃপতি দৌরাত্ম্য করে আমার উপরে।
ইহার উপায় প্রভু কর কৃপা করে।।
এতেক বচন শুনি শ্রীমধুসূদন।
তথাস্তু বলিয়া চক্র করেন গ্রহণ।।
ঘুরিতে ঘুরিতে চক্র করিল গমন।
রাজার মস্তক গিয়া করিল ছেদন।।
নৃপতির অবশিষ্ট যত সৈন্য ছিল।
ভস্মীভূত হয়ে সবে যমপুরে গেল।।
এই রূপে সকলেরে করিয়া নিধন।
ঋষিরে সম্বোধি কহে দেব নারায়ণ।।
শুন শুন মহাঋষি বচন আমার।
ভক্তির আধার তুমি গুণের আধার।।
এই স্থানে কত সৈন্য হলো নিপতন।
ভীষণ সংগ্রাম হেথা হইল ঘটন।।
পবিত্র হইল স্থান জানিবে সংসারে।
মহাপুণ্য এই স্থান অবনী মাঝারে।।
যজ্ঞেশ্বর রূপে আমি ওহে মহামতি।
এই স্থানে দিবানিশি করিব বসতি।।
যেইজন এই স্থানে করি আগমন।
ভক্তি ভাবে শ্রাদ্ধ আর করিবে তর্পণ।।
স্নান আদি সমাধান যে জন করিবে।
অবহেলে সেইজন সংসার তারিবে।।
এই স্থানে যেইজন করি আগমন।
ইন্দ্রিয় অটল করি বিধানে সংযম।।
তিন দিন উপবাস করিয়া যতনে।
বসতি করিবে হেথা ভক্তিযুত মনে।।
তাহার পুণ্যের কথা কি বলিব আর।
অনায়াসে তরে সেই ভব পারাবার।।
সেইজন অন্তকালে ত্যজিয়া জীবন।
বিমানে চড়িয়া যায় অমর ভবন।।
অপ্সরারা সবে সেবা করয়ে তাহারে।
দেবগণ সহ গিয়া রহে সুরপুরে।।
বহুকাল পুণ্য ভোগ করিয়া তথায়।
মহত বংশেতে শেষে জনমে ধরায়।।
একাহারে থাকি যেই অতি ভক্তিভরে।
দ্বাদশ বরষ হেথা নিবসতি করে।।
পুনর্জ্জন্ম নাহি তার হইবে কখন।
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন।।
নির্ব্বাণ পদবী পেয়ে সেই মহাত্মন্।
অন্তকালে যাবে চলি অমর ভবন।।
গমন করিবে সেই বৈকুণ্ঠ আগারে।
হরিদাস হয়ে রবে হরিষ অন্তরে।।
আরো এক কথা বলি শুন ঋষিবর।
মণি হতে জন্মে ছিল যারা বীরবর।।
ধরাধামে হবে তারা প্রবল নৃপতি।
ভূতলে রটিবে জান তাদের সুখ্যাতি।।
ঋষিবর শুন শুন আমার বচন।
পরম ভক্ত তুমি অতি মহাত্মন্।।
অন্তকালে স্থান পাবে আমার আগারে।
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচরে।।
এতবলি নারায়ণ হন তিরোধান।
ঋষিবর মনে মনে মহানন্দ পান।।
এত বলি মহেশ্বর গিরিজা সতীরে।
কহিলেন শুন প্রিয়ে কি বলি তোমারে।।
হরির মাহাত্ম্য বল কি করি বর্ণন।
যেই হরি সেই আমি হই পঞ্চানন।।
আমারে পূজিলে হয় হরির অর্চ্চনা।
হরিরে অর্চ্চিলে হয় আমার সাধনা।।
যেই জন ভক্তি ভরে করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
সেজন ভক্ত মম পুণ্যের আলয়।।
ধর্ম্মকথা যেইজন করয়ে শ্রবণ।
মহাপুণ্য হয় তার শাস্ত্রের বচন।।

ত্রিপুরাসুরের কাহিনী

সনৎ-কুমার যদি এতেক কহিল।
নৈমিষ কানন বাসী শুনিতে লাগিল।।
ঋষিগণ কহে পুনঃ সনত কুমারে।
শুন প্রভু নিবেদন করিগো তোমারে।।
ত্রিপুরারি নাম ধরে দেব পঞ্চানন।
তাহার কারণ কিবা করহ বর্ণন।
ত্রিপুর বৃত্তান্ত শুনি মনেতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
এতেক বচন শুনি বিধির নন্দন।
কহিলেন শুন কিছু ওহে ঋষিগণ।।
দেবতা দানবে যুদ্ধ সর্ব্ব কালে হয়।
দৈত্যগণ হারে তাহে ওহে ঋষিচয়।।
গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা করয়ে সাধন।
বর্ষাকালে বর্ষাজলে রহে সর্ব্বক্ষণ।।
শীতকালে জল মধ্যে করি অবস্থান।
তপ আচরণ করে সেই মতিমান।।
এইরূপ তপস্যাতে বহুকাল যায়।
অস্থিমাত্র হলো সার ক্রমে শুষ্ককায়।।
তাহার দারুণ তাপ করি দরশন।
পিতামহ মনে মনে অতি তুষ্ট হন।।
আবির্ভূত হন আসি তাহার গোচরে।
বলিলেন শুন দৈত্য কহি যে তোমারে।।
তোমার কঠোর তপ করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
চরণ বন্দিয়া দৈত্য কহিল তখন।।
কৃপা যদি হয়ে থাকে আমার উপরে।
এই বর দেহ প্রভু নিবেদি তোমারে।।
মহাবল দেহ যেন করি গো ধারণ।
অবধ্য সবার হই ওহে মহাত্মন্।।
আমার বাসের জন্য দিব্য স্থান হয়।
অমর হইব আমি ওহে মহোদয়।।
দৈত্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মিষ্টভাষে কহে তাঁরে দেব পদ্মাসন।।
শুন শুন দৈত্যবর বচন আমার।
সব বর দিতে পারি ওহে গুণাধার।।
অমরত্ব কিন্তু নাহি করিব অর্পণ।
আর যাহা চাহ তাহা পাবে মহাত্মন্।।
এতেক শুনিয়া দৈত্য কহিল তখন।
শুন শুন নিবেদন ওহে ভগবন্।।
বলি তবে এক কথা শুনহ শ্রবণে।
সেই বর দেহ প্রভু কৃপা বিতরণে।।
তিন পুরী বিনির্ম্মিয়া করিব বসতি।
দিব্যপুরী হবে তাহা ওহে মহামতি।।
একবাণে তিন পুরী করি বিদারণ।
আমারে মারিতে যেই হইবে সক্ষম।।
তাহার করেতে আমি ত্যজিব পরাণ।
কৃপাকরি এই বর দেহ ভগবান্।।
দৈত্যের এতেক বাণী করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন।।
যা বলিলে হবে তাহা ওহে দৈত্যবর।
মনের কামনা পূর্ণ হইবে সত্বর।।
এত বলি বর দিয়া দেব পদ্মাসন।
অবিলম্বে সেইস্থানে তিরোহিত হন।।
দৈত্যরাজ তারপর পুলকিত মনে।
ত্রিপুরনগরী করে অতীব যতনে।।
শূন্যের উপর পুরী করিল সৃজন।
প্রথমত লৌহময় অতি মনোরম।।
তার উর্দ্ধে রৌপ্যময় করিল নগরী।
তদূর্দ্ধে নির্ম্মিত হলো স্বর্ণময়পুরী।।

এইরূপে তিনপুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
বীর নিজে স্বর্গপুরে করে অবস্থান।।
অন্য দুই পুরে রাখে অন্য দুইজনে।
তিনজনে তিনস্থানে রহে ইষ্টমনে।।
স্বর্গের সমান পুরী করিল গঠন।
মনোরম কত দ্বার করিল যোজন।।
কত যে গবাক্ষ হলো কে গণিতে পারে।
সেইসব স্বর্ণময় জানিবে অন্তরে।।
শীতের পবন যায় হিল্লোলে হিল্লোলে।
গবাক্ষ সকল শোভে মুকুতা প্রবালে।।
কত শত মণি শোভে গৃহের ভিতর।
বিচিত্র কত বা সেথা অতি মনোহর।।
পুরীমাঝে উপবন অতি মনোরম।
বিকশিত পুষ্পে সব হতেছে শোভন।।
সকল ঋতুর পুষ্প সদা সর্ব্বক্ষণ।
আলোকিত করি আছে কুসুম কানন।।
গুন গুন রব করি ভ্রমর নিকর।
ঘুরিয়া ঘুরিয়া যায় পুষ্পের গোচর।।
ফুটিয়াছে শতদল সরোবরোপর।
হেরিলে দর্শক হয় হরিষ অন্তর।।
শিখিগণ বৃক্ষোপরি করি আরোহণ।
কেকারব করি হয় আনন্দে মগন।।
এইরূপে পুরী করি দৈত্যের রাজন।
আনন্দে করয়ে বাস সদা সর্ব্বক্ষণ।।
সেবা করে ভৃত্যগণ বিহিত বিধানে।
পরম সুখেতে রহে পুলকিত মনে।।
দৈত্যরাজ এইরূপে করি অবস্থিতি।
দেবগণে উৎপীড়িত করে নিরবধি।।
স্বর্গধামে কভু কভু করিয়া গমন।
দেবের ঐশ্বর্য্য সব করয়ে হরণ।।
দৌরাত্ম্য করিয়া কত দেবের আগারে।
অনুচর সহ আছে আনন্দেতে ফিরে।।
দেবগণ উৎপীড়িত হইয়া তখন।
ব্রহ্মার নিকটে সবে করিল গমন।।

মধুর বচনে কহে দেব পদ্মাসনে।
প্রভু নিবেদন করি তোমার সদনে।।
দানব দৌরাত্ম্যে মোরা তিষ্ঠিবারে নারি।
তাহার উপায় কর তুমি হে কাণ্ডারী।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
বলিলেন শুনশুন ওহে দেবগণ।।
দৈত্যনাম আমা হতে কভু নাহি হবে।
দৈত্যে প্রবল হয় আমার প্রভাবে।।
উপায় বলি ইহার করহ শ্রবণ।
আমার সহিতে চল শিবের সদন।।
উপায় করিবে সেই দেব শূলপাণি।
এত বলি মৌনভাব ধরে পদ্মযোনি।।
তারপর বিষ্ণু আর দেব পদ্মাসন।
সঙ্গে করে দেবগণে করিলে গমন।।
উপনীত হয়ে সবে কৈলাস শিখরে।
প্রণাম করেন গিয়া দেব মহেশ্বরে।।
স্তব সবে ভক্তিভরে করেন তখন।
ত্রিলোক ঈশ্বর প্রভু করিগো বন্দন।।
বন্দনীয় সকলের তুমি মহামতি।
তব বিক্রমের প্রভু নাহিক অবধি।।
যক্ষের ঈশ্বর তুমি ওহে পশুপতি।
ভকত জনের হও একমাত্র গতি।।
বাস কর সর্ব্বক্ষণ কৈলাস শিখরে।
শশীধ্বজ তুমি দেব নমামি তোমারে।।
বৃষোপরি সদা তুমি কর আরোহণ।
দিক বস্ত্র পরিধান ওহে পঞ্চানন।।
সূর্য্য চন্দ্র দেবরাজ বরুণ অনল।
আর আর যত কেহ দেবতা সকল।।
জন্মিয়াছি তোমা হতে নাহিক সংশয়।
তোমার কৃপায় হয় ভববন্ধ ক্ষয়।।
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম তুমি পরম ঈশ্বর।
মঙ্গল কারণ হেতু নাম যে শঙ্কর।।
তুমি দেব ধনুর্দ্ধর করি নমস্কার।
তোমার সমান নাহি এতিন সংসার।।

অষ্টমূর্ত্তি খ্যাত তব জগৎ সংসারে।
নমস্কার নমস্কার চরণ উপরে।।
কামদর্পহারী তুমি ওহে পঞ্চানন।
ধূর্জ্জটি তোমার নাম জানে সর্ব্বজন।।
গোপীর ঈশ্বর তুমি ওহে মহাত্মন্।
রুদ্ররূপী তুমি দেব বিখ্যাত ভুবন।।
তোমা হতে দেব দৈত্য হয়েছে সৃজন।
তুমি দেব নীলকণ্ঠ পুরুষ উত্তম।।
শ্মশানে মশানে সদা কর অবস্থিতি।
অজ্ঞান করহ নাশ ওহে মহামতি।।
মোক্ষদাতা তুমি প্রভু জগৎ সংসারে।
পরানন্দে সদা রবে হরিষ অন্তরে।।
ব্রহ্মা আত্মা ব্রহ্মা স্রষ্টা তুমি মহাত্মন।
ধাতা ও বিধাতা তুমি বিখ্যাত ভুবন।।
ভকত বৎসল তুমি অগতির গতি।
হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি প্রভু সকলের পতি।।
ত্রিগুণ অতীত তুমি ওহে মহেশ্বর।
কৃপা কর প্রণিপাত চরণ উপর।।
ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা আদি দেবগণ।
এইরূপে স্তব করে হয়ে একমন।।
তাঁহাদের ভক্তি দেখি দেব পশুপতি।
মনে মনে লভিলেন অতীব পিরীতি।।
মধুর বচনে পরে করি সম্বোধন।
দেবগণে বলিলেন ওহে সুরগণ।।
পরিতুষ্ট হইয়াছি সবার উপরে।
অভিলাষ কিবা বল ত্বরায় আমারে।।
অভিমত বর যাহা করহ গ্রহণ।
যা চাহিবে দিব তাহা ওহে দেবগণ।।
অদেয় আছয়ে কিবা এতিন সংসারে।
বল বল কিবা বাঞ্ছা বল ত্বরা করে।।

ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধে উদ্যোগ

দেবগণ পাশে শিব করিল বর্ণন।
সানন্দে শ্রবণ করে যত দেবগণ।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করযোড়ে দেবগণ কহেন তখন।।
শুন দেব নিবেদন করি গো তোমারে।
কাতর মোরা হয়েছি দৈত্য অত্যাচারে।।
ময় আদি তিন জন দানব প্রধান।
ত্রিপুর করিয়া শূন্যে করে অবস্থান।।
ব্রহ্মার নিকটে বর করিয়া গ্রহণ।
অধিকার আমাদের করেছ হরণ।।
আমাদের বল তুমি লয়েছ হরিয়ে।
উপায় কর তাহা করুণা করিয়ে।।
দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
বলিলেন মহাদেব মধুর বচনে।।
দেবগণ শুন শুন কথন আমার।
হৃদি হতে ভয় এবে কর পরিহার।।
আমার অর্দ্ধাংশ তেজ করহ গ্রহণ।
রুদ্র তেজোময় হবে ওহে দেবগণ।।
দৈত্যধ্বংসে তাহা হলে ক্ষমবান হবে।
মনের বাসনা যত অবশ্য ফলিবে।।
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ।
কহিলেন নিবেদন ওহে পঞ্চানন।।
তব তেজ লইবারে মোরা নাহি পারি।
কিরূপে ধরিব তাহা ওহে দৈত্য অরি।।
কি সাধ্য মোদের বল ওহে পঞ্চানন।
তোমার ভীষণ তেজ করিব ধারণ।।

যাঁহার পরম তেজ করিতে দর্শন।
ত্রিভুবনে শক্তি নাহি হয় কোন জন।।
তাঁর তেজ ধরিবারে কিরূপে পারিব।
হেনকাজে মোরা নাহি সক্ষম হইব।।
অতএব কৃপা কর ওহে ভগবন।
প্রসন্ন হইয়া সবে করহ রক্ষণ।।
দৈত্যবরে দিয়াছেন বর পদ্মাসন।
তিনপুর একবাণে করিলে দাহন।।
সেইজন বিনাশিতে তাহারে পারিবে।
তবে সেই দৈত্যবর যমালয়ে যাবে।।
অতএব মোরা নাহি হইব সক্ষম।
দয়া কর তুমি দেব ওহে পঞ্চানন।।
এতেক বচন শুনি দেব দিগম্বর।
কহিছেন শুনশুন দেবতা নিকর।।
তোমাদের বাঞ্ছা আমি করিব পূরণ।
দৈত্যত্রয় সহ দুর্গ করিব নিধন।।
তিন পুরী করি দৈত্য করে অবস্থিতি।
প্রথম পুরীতে রহে তারক দুর্মতি।।
দ্বিতীয় পুরীতে বিদ্যুন্মালী বাস করে।
ময় দৈত্য নিজে রহে সবার উপরে।।
তিনজনে আশু আমি করিব নিধন।
আমার বচন শুন ওহে দেবগণ।।
অত্যুত্তম রথ এক করহ নির্ম্মাণ।
যাহাতে করিতে পারি আমি অবস্থান।।
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ।
দিব্যরথ অত্যুত্তম করিল গঠন।।
দেবতার অংশে রথ করিল নির্ম্মাণ।
অনুত্তম দিব্যরথ হলো শোভমান।।
চন্দ্র সূর্য্য ধাতা যম ধনদ পবন।
ইন্দ্র শুক্র বসু রুদ্র গন্ধর্ব্ব পবন।।
গরুড় কিন্নর নাগ মহোদধি আদি।
যক্ষ রক্ষ গ্রহ ঋষি সিদ্ধি সিদ্ধমতি।।
দিবস মুহূর্ত্ত কাষ্ঠা কলা আর ক্ষণ।
অয়ন বরষ মাস স্থাবর জঙ্গম।।
অষ্টবসু নক্ষত্রাদি অংশেতে সবার।
অত্যুত্তম রথ হলো অতি শোভাধার।।
কোন দেব রথ চক্র রূপেতে রহিল।
কেহ রজ্জু কেহ ধ্বজা প্রত্যেকে লইল।।
উচ্চ হলো শৈলসম সেই রথবর।
জগৎ পতি জ্যা-রূপেতে রহে তদুপর।।
দিব্যরথ এইরূপে করিয়া সৃজন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে যান শিবের সদন।।
কহিলেন রথ সজ্জা হয়েছে বিধানে।
এত শুনি মহেশ্বর আনন্দিত মনে।।
দিব্য দেবময় রথ করি দরশন।
সাধুবাদে ধন্যবাদ দেন পঞ্চানন।।
তারপর শরাসন ধরি নিজ করে।
অধঃঊর্দ্ধ চারিদিকে বারেক নেহারে।।
জ্যা-রূপেতে নারায়ণ করেন গ্রহণ।
অগ্নিদেবে শররূপে লয় পঞ্চানন।।
শরপুঙ্খ সোমদেবে করি মহেশ্বর।
ব্রহ্মারে সম্বোধি আনে আপন গোচর।।
কহিলেন শুন শুন দেব পদ্মাসন।
সারথী পদ তুমি করহ গ্রহণ।।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা করিলে স্বীকার।
আরোহিল রথোপরি দেব দয়াধার।।
শিব পারিষদ যতআছিল সহিতে।
আরোহণ করে সবে শিবের রথেতে।।
শঙ্কুকর্ণ নন্দীশ্বর আর দত্তেশ্বর।
মহাযোগ ত্র্যক্ষবীর আর গণেশ্বর।।
ইহারা সকলে অস্ত্র করিয়া গ্রহণ।
রথের উপরে ত্বরা করে আরোহণ।।
যুদ্ধ বিশারদ সবে অতি ভয়ঙ্কর।
মুরতি হেরিলে কাঁপে সঘনে অন্তর।।
রণবাদ্য করে সবে অতি ঘনঘন।
শঙ্খবাদ্য ভেরীবাদ্য করে কোনজন।।
পুষ্পবৃষ্টি ঘন ঘন রথোপরি হয়।
কক্ষবাদ্য করবাদ্য করে গণচয়।।

রণসজ্জা এইরূপে করি পঞ্চানন।
ত্রিপুর নিধনে যাত্রা করেন তখন।।
আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে শুন হেনকালে।
নারদ ত্বরায় যায় দানব গোচরে।।
দানব নিকটে গিয়া কহেন তখন।
দৈত্যরাজ শুন শুন আমার বচন।।
ত্রিপুর দাহন হেতু দেব মহেশ্বর।
রথোপরি আসিতেছে সঙ্গে অনুচর।।
দেবময় রথে চড়ি দেব পশুপতি।
ওই দেখ আসিতেছে বিধাতা সারথি।।
নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রোষেতে স্ফুরিত হয় দানব তখন।।
তারক ও বিদ্যুন্মালী এই দুইজনে।
অবিলম্বে ডাকিলেন নিজ সন্নিধানে।।
আজ্ঞামাত্র উপনীত হয় দুইজন।
তাহাদিগে সম্বোধিয়া কহিল তখন।।
নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ কিছু নাহি জান।
দেব ঋষি কহে কিবা দুইজনে শুন।।
ত্রিপুর দহন হেতু দেব পঞ্চানন।
আসিছেন রথোপরি লয়ে সৈন্যগণ।।
এতেক বচন শুনি তারক ধীমান।
কহিলেন কিবা ভয় ওহে মতিমান।।
তোমার সমান কেবা আছে ধরাতলে।
ত্রিলোক ঈশ্বর খ্যাত তুমি চরাচরে।।
আমার সহিত যুদ্ধ করে কোনজন।
চিন্তা কর কেন বৃথা ওহে মহাত্মন্।।
ত্রিপুর দহনে শক্তি কোন জন ধরে।
হেনজন নাহি দেখি ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।।
সর্ব্বদেব মিলি যদি করে আগমন।
তবু না করিতে পারে ত্রিপুর দহন।।
একা আমি সর্ব্বদেবে বিনাশিতে পারি।
কি ছার দেবতাগণ কভু নাহি ডরি।।
দুর্ব্বল যাহারা হয় এভব সংসারে।
দিবানিশি তাহারাই চিন্তা করে মরে।।
একা আমি সর্ব্বদেবে করি পরাজয়।
তোমারে করিব সুখী ওহে মহোদয়।।
তারক এতেক বলি মৌনভাব ধরে।
বিদ্যুন্মালী কহে পরে দানব ঈশ্বরে।।
তুমি প্রভু শুন শুন আমার বচন।
ত্রিপুর দহনে সক্ষম হয় কোন্জন।।
বলহীন দেবগণ বিদিত সংসারে।
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ভাবহ অন্তরে।।
প্রসিদ্ধ আছয়ে সদা ভুবন মাঝারে।
যখন তখন যুদ্ধে দেবগণ হারে।।
যথা তথা যুদ্ধে হয় দানবের জয়।
চিন্তা কর তবে কেন ওহে মহোদয়।।
আমার বচন নৃপ করহ শ্রবণ।
সুখে তুমি ভোগ কর এতিন ভুবন।।
যদি এই রনে জয়ী হও দৈত্যপতি।
করিবেন তব দাস্য দেব শচীপতি।।
এতেক বচন শুনি দানব রাজন।
মনে মনে নানা চিন্তা করয়ে তখন।।
সদাশিব মনে ভাবে জগতের পতি।
তারে পরাজয় করে কাহার শকতি।।
সৃজন করেন যিনি এতিন ভুবন।
কিরূপে করিব হায় তাঁর সহ রণ।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ একান্ত অন্তরে।
শরণ গ্রহণ করে বিপদে যাঁহারে।।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কি রূপেতে করি।
সে জন হইবে আজি ত্রিপুরের অরি।।
কাজ নাই যুদ্ধে আর কিবা প্রয়োজন।
শিবের নিকটে গিয়া লইব শরণ।।
ভাবি এত মনে মনে দানবের পতি।
কহিলেন শুন দোঁহে ওহে মহামতি।।
আমার বচন দোঁহে করহ শ্রবণ।
কাজ নাই যুদ্ধে আর কিবা প্রয়োজন।।
যখন আসিবে সেই দেব মহেশ্বর।
শরণ লইব গিয়া তাঁহার গোচর।।

মনে মনে এইরূপ করি হে চিন্তন।
নতুবা ত্রিপুর হবে সমূলে দহন।।
দেব ঋষি এত শুনি কহে ধীরে ধীরে।
কেন নৃপ কর ভয় আপন অন্তরে।।
কাপুরুষ সম বাক্য কহ কি কারণ।
রাজার উচিত ইহা নহে কদাচন।।
তোমারে জিনিতে বল পারে কোন জন।
হেনজন ত্রিভুবনে না করি দর্শন।।
তারকাখ্য বিদ্যুন্মালী দৈত্য দুইজন।
সরোষ বচনে কহে ওহে মহাত্মন।।

ত্রিপুর দহন

ঋষিগণ জিজ্ঞাসিল সনৎকুমারে।
সংগ্রামের কথা সব বলহ বিস্তারে।।
সনত কুমার কহে শুন ঋষিগণ।
ত্রিপুর নগরে হয় যুদ্ধ আয়োজন।।
পতাকা উঠিল কত আকাশ উপরে।
স্বর্ণময় ধ্বজা সব কিবা শোভা ধরে।।
দূর হতে পুরী শোভা করি দরশন।
নন্দীশ্বর আমি সবে রোষেতে মগন।।
ঘনঘন সিংহনাদ রোষ বশে করে।
লম্ফ ঝম্ফ করে কত আনন্দ অন্তরে।।
চণ্ডেশ্বর অস্ত্র করে করিয়া ধারণ।
জ্বলিতে লাগিল যেন জ্বলন্ত দহন।।
শিবের অগ্রেতে রহে হরিষ অন্তরে।
মনে ইচ্ছা কতক্ষণে মাতিব সমরে।।
প্রদীপ্ত ত্রিশূল করে করিয়া ধারণ।
ত্র্যক্ষনামা বীর রহে আনন্দে মগন।।

শঙ্কুকর্ণ শিব পার্শ্বে করে অবস্থিতি।
ক্রমে ক্রমে আসে সবে সহ পশুপতি।।
ক্রমে ক্রমে শিবসৈন্য করি দরশন।
সমরে উদ্যত হয় যত দৈত্যগণ।।
দুই সেনা ক্রমে ক্রমে একত্র হইল।
ভীষণ সমরে সবে আনন্দে মাতিল।।
শেল শূল শক্তি সবে মারে ঘনঘন।
খড়্গের আঘাত কভু করে কোনজন।।
বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন গগন হইল।
শূন্যে যেন অগ্নিবৃষ্টি হইতে থাকিল।।
দনুপুত্রগণ সব অতি রোষভরে।
শিব সৈন্য সহ যুদ্ধ ভয়ানক করে।।
বিদ্যুৎপ্রভ নামে দৈত্য মহাবলাধার।
দশ বাণ ক্ষেপ করে ভৃঙ্গীর উপর।।
ভৃঙ্গীরিটি সেই বাণ করি বিনাশন।
তাহার পৃষ্ঠেতে শূল করিল ক্ষেপণ।।
সেই শূল বিদ্যুৎপ্রভ ধরি নিজ করে।
ক্ষেপণ করিল তাহা বিনায়কোপরে।।
সেই শূল বিনায়ক করি বিদারণ।
পুনঃ ত্রিশ বাণ মারে হয়ে ক্রুদ্ধমন।।
দৈত্যশির সেই বাণে হইল ছেদন।
ধরাতলে অবিলম্বে হইল পতন।।
অচল সমান শির শোভে ধরাতলে।
দৈত্যপতি তাহা দেখি আসে রোষভরে।।
শঙ্কুকর্ণে পুরোভাগে করি দরশন।
তাহার সহিত যুদ্ধে হয় নিমগন।।
একেবারে নানা বাণ মারে তারপরে।
বাণে বাণে বিদ্ধ করে তাহার শরীরে।।
তাহা দেখি শঙ্কুকর্ণ হয়ে ক্রুদ্ধমন।
একেবারে শতবাণ করিল ক্ষেপণ।।
সেইবাণে রথ আশু করিল ছেদন।
দৈত্যপতি অন্য রথে করে আরোহণ।।
দৈত্যপতি অন্য দিকে করিল গমন।
সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন করে আগমন।।

গণেশের সঙ্গে দোঁহে মাতিল সমরে।
বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অতি রোষভরে।।
গণপতি হস্তে দোঁহে হয়ে নিপতন।
অবিলম্বে যমালয়ে করিল গমন।।
এদিকে তারক সহ যুদ্ধ ঘোরতর।
হেরিলে সঘনে কাঁপে দর্শক অন্তর।।
শঙ্কুকর্ণ তার সহ করে ঘোর রণ।
কেহ নাহি হারে জিনে সম দুইজন।।
এইরূপে মহাযুদ্ধ ত্রিপুর নগরে।
দেবগণ হেরে সব রহি শূন্যোপরে।।
রণমাঝে কত দৈত্য হয় নিপতন।
কার সাধ্য সেই সব করিবে গণন।।
ঘন ঘন উঠে কত কবন্ধ গগনে।
মুণ্ড উঠি ঘুরে কত না যায় কহনে।।
এইরূপ মহাযুদ্ধ করি দরশন।
শিবেরে সম্বোধি কহে দেব পদ্মাসন।।
শুনহ দেবদেব নিবেদি তোমারে।
বহুদিন হলো লিপ্ত রয়েছ সমরে।।
সহস্র বরষ গত ক্রমেতে হইল।
ত্রিপুর তথাপি নাহি এখনো দহিল।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
রোষবশে করি উঠে আরক্ত নয়ন।।
শরাসন আকর্ষণ করিয়া যতনে।
পঞ্চানন বসিলেন প্রলীঢ় আসনে।।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অতি ঘনঘন।
শরাসনে শর দেব করিল যোজন।।
শর হতে মহাতেজ বাহির হইল।
তেজ উঠি দশদিক আলোক করিল।।
তেজের অপূর্ব্বরূপ করি দরশন।
মনে মনে ভাবে সব যত দেবগণ।।
বুঝি বা করিবে তেজ ত্রিলোক দহন।
এত ভাবি দেবগণ ভয়াকুল হন।।
দেখিতে দেখিতে শর ছাড়ে মহেশ্বর।
আলোকিত করি উঠি গগন উপর।।
দিব্যশর দরশন করি দনুপতি।
স্তব করে করযোড়ে ওহে পশুপতি।।
পরম সৌভাগ্য প্রভু করি দরশন।
তোমার হাতেতে যাবে অধীন জীবন।।
সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা তুমি ওহে শূলপাণি।
সমুৎপন্ন তোমা হতে হয়েছে অবনী।।
কিছুমাত্র বাঞ্ছা নাহি করিগো অন্তরে।
যেন প্রভু স্থান পাই তব পদপরে।।
সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি যোগের ঈশ্বর।
দয়াময় দয়াকর অধীন উপর।।
করযোড়ে এইরূপে করি দৈত্যপতি।
মহোবরে করে স্তব করিয়া ভকতি।।
দেখিতে দেখিতে অস্ত্র হয়ে ঘোরতর।
হুঙ্কার করি পড়ে ত্রিপুর উপর।।
তিনপুরী দগ্ধ হয় অসুর সহিতে।
ধ্বনি উঠে জয় জয় দেবতা মুখেতে।।
পুষ্পবৃষ্টি ঘন ঘন হয় নিপতন।
আনন্দে মগন হয় যত দেবগণ।।
অপ্সরারা নৃত্য করে পুলকিত মনে।
গন্ধর্ব্বেরা দিল মন সুললিত গানে।।
এরূপে ত্রিপুর যদি হইল নিধন।
অবশিষ্ট যত ছিল দানবের গণ।।
ভয়েতে পশিল গিয়া সাগর ভিতরে।
দেবতা ভয়েতে গিয়া তথা বাস করে।।
মহানন্দে দেবগণ হয় নিগমন।
আপন আপন স্থান করিল গ্রহণ।।
গ্রহণ করিল সবে নিজ অধিকার।
পূরিল হরিষে হৃদি তাঁহা সবাকার।।
ত্রিপুর নিধন করি দেব পঞ্চানন।
গণসহ কৈলাসেতে করেন গমন।।
চারিদিকে স্তব করে দেবতা নিকর।
কক্ষবাদ্য গালবাদ্য করে অনুচর।।
নন্দী ভৃঙ্গী আদি সবে আনন্দে মগন।
জয় জয় ধ্বনি করে অতি ঘনঘন।।

শুন শুন ঋষিগণ কি বলি সবারে।
বিচিত্র কর্ম্ম শিবের এভব সংসারে।।
তাঁহার করম বুঝে হেন সাধ্য কার।
অগতির গতি সেই কৃপার আধার।।
এইরূপে ত্রিপুরেরে করিয়া দহন।
নাম ধরে ত্রিপুরারি দেব পঞ্চানন।।
ভক্তিভরে শুচি হয়ে যেই কোন নর।
ত্রিপুর বৃত্তান্ত পাঠ করে নিরন্তর।।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।
পরম পবিত্র সেই জানিবে নিশ্চয়।।
সেইজন অন্তকালে ত্যজিয়ে জীবন।
মনসুখে সুরধামে করয়ে গমন।।
দিব্য বিমানেতে চড়ি সেই মহোদয়।
দেবতা সহিতে যায় স্বরগ আলয়।।
অপ্সরারা সদা সেবা করে সেইজনে।
দিব্য নারীগণ তারে সেবয়ে যতনে।।
স্বর্গভোগ বহুকাল করি সেইজন।
মহত বংশেতে পুনঃ লভয়ে জনম।।
পরম সুখেতে সেথা করে অবস্থিতি।
দাস দাসী সেবা তারে করে নিরবধি।।
দীনজনে অন্নদান করে সেইজন।
সবার দুঃখেতে দুঃখী সদা তার মন।।
পরদুঃখ দরশনে তাহার হৃদয়।
অতীব বিকল হয় নাহিক সংশয়।।
অধিক বলিব কিবা ওহে ঋষিগণ।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা করিনু বর্ণন।।
শিবের সমান নাহি এতিন ভুবনে।
তিনি মুক্তি তিনি গতি শাস্ত্রের বিধানে।।
অনিমাদি অষ্টগুণে বিভূষিত তিনি।
তাঁহার কৃপায় সৃষ্টি হয়েছে অবনী।।
অতএব শুন শুন ওহে ঋষিগণ।
একান্ত অন্তরে সদা ভব পঞ্চানন।।

মহেশ্বর যোগ

এতেক বলিল যদি সনতকুমার।
শুনি শৌনকাদি মুনিগণ চমৎকার।।
ব্যাস আদি ঋষিগণ সুমধুর স্বরে।
জিজ্ঞাসা পুনশ্চ করে সনত কুমারে।।
তব মুখে পুণ্য কথা করিয়া শ্রবণ।
ধর্ম্মজ্ঞান সবে মোরা করি উপার্জ্জন।।
এখন জিজ্ঞাসি যাহা করিয়া বর্ণনা।
আমা সবাকার হৃদে পুরাও কামনা।।
যোগীগণ কিরূপেতে মুক্তি লাভ করে।
মহেশ্বর যোগ বল বলা যায় কারে।।
এইসব কৃপা করি করহ বর্ণন।
শুনিতে আমরা সবে করি আকিঞ্চন।।
এতেক বচন শুনি সনত কুমার।
কহিলেন শুন শুন কহিব বিস্তার।।
জ্ঞানপরায়ণ যোগী নিজ ইচ্ছাবশে।
যেরূপে মুকুতি পায় কহিব বিশেষে।।
দেহমধ্যে যত নাড়ী আছে বিদ্যমান।
প্রাণনাড়ী তার মধ্যে সবার প্রধান।।
শিবের সমান উহা জানিবে নিশ্চয়।
শিবরূপে রহে দেহে নাহিক সংশয়।।
সেই নাড়ী বোধ করি একান্ত অন্তরে।
যেইজন মহেশ্বরে দিবানিশি স্মরে।।
তাহার ভাবনা কিবা ওহে ঋষিগণ।
অনায়াসে ঘুচে তার ভবের বন্ধন।।
সে নাড়ীর তেজ ক্রমে হইয়া বিস্তার।
যোগবলে সর্ব্বদেহে হয় যে সঞ্চার।।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি একান্ত অন্তরে।
প্রাণনাড়ী নিপীড়ন করিয়া সাদরে।।
এইরূপে পুনঃ পুনঃ করিবে চিন্তন।
সহস্রার সুধাপান করিবে সেজন।।
তন্ময় ভাবিয়া পরে সেই যোগীবর।
আপনারে নেহারিবে যেমন শঙ্কর।।
মহেশ্বর যোগ এই জানিবে অন্তরে।
মুকতি দায়ক ইহা এভব সংসারে।।
কিবা যজ্ঞ কিবা ব্রত ধরম করম।
ইহার সমান কিছু নহে কদাচন।।
পাশুপতব্রত এই জানিবে অন্তরে।
সেইজন এইযোগ ভক্তিভরে করে।।
মহাদেবে পরায়ণ হয় সেইজন।
কৈলাস পুরেতে যায় শিবের বচন।।
পরম মুক্তির বিধি কহিনু সবারে।
নিষ্ফল পরম জ্ঞান জানিবে অন্তরে।।
শিবের সমান আর নাহি কোনজন।
সৃষ্টি স্থিতি তাঁহা হতে হতেছে সাধন।।
তাঁহা হতে জন্মিয়াছে বৈষ্ণবী প্রকৃতি।
পরম ধ্যানেতে তিনি করেন বসতি।।
কিবা দেব কিবা মুনি কিবা পিতৃগণ।
নিগূঢ় তত্ত্ব শিবের না জানে কখন।।
হৃদয়ে কেবল চিন্তা করে ভক্তিভরে।
রূপ চিন্তি হৃষ্ট হয় আপন অন্তরে।।
যেই স্থানে অবস্থান করে পঞ্চানন।
কার সাধ্য তার শোভা করয়ে বর্ণন।।
বৈদুর্য্যের শোভা কোথা হয় দরশন।
স্ফটিক সমান কথা অতীব শোভন।।
কোন স্থান শোভা পায় প্রবাল সমান।
অর্করূপী দেখা যায় কোন কোন স্থান।।
কামদ পাদপগণ শোভে নানা স্থানে।
জুড়ায় দর্শকমন হেরিলে নয়নে।।
সর্ব্বলোকপরি স্থিত শঙ্কর আলয়।
মহেশ্বর হৃষ্টমনে সদা তথা রয়।।

মেধা ধৃতি কীর্ত্তি শ্রী ও সরস্বতী।
উমাসহ সবে তথা করে নিবসতি।
দিব্যরূপী যোগে রত যত মুনিগণ।
দেবদেবী সহ তথা আছে সর্ব্বক্ষণ।।
মনের সুখেতে তথা গণপতি রয়।
কামরূপী মহাবল প্রমথ নিচয়।।
মহাকাল নন্দীশ্বর করি অবস্থান।
পট্টিশ হাতেতে তথা হয় শোভমান।।
জয়া ও বিজয়া আছে দেবীর গোচরে।
কুমার করিছে বাস হরিষ অন্তরে।।
শিবের পরম ভক্ত যেই সবজন।
শঙ্কর আলয়ে তারা রহে সর্ব্বক্ষণ।।
সনন্দ সনক আমি আর সনাতন।
পঞ্চশিখ যাজ্ঞবল্ক্য অন্য ঋষিগণ।।
পরম আনন্দে তথা করি নিবসতি।
তাঁহার উপরে রাখি সতত ভকতি।।
শিবের পরম স্থান যথাযথ হয়।
বলিতেছি সেইসব শুন ঋষিচয়।।
কেদার শ্রীগিরি আর শ্রীগঙ্গার দ্বারে।
গোকর্ণে ও শঙ্কুকর্ণে বারাণসীপুরে।।
প্রভু এই সব স্থানে করে অবস্থান।
এইসব স্থান হয় মুক্তির ধাম।।
পাশুপতযোগ এই করিনু কীর্ত্তন।
ইথে ভক্তি রাখে সদা যেই নরজন।।
তাহারা জীবন ত্যজি শিবপুরে যায়।
নন্দীশ্বরসম হয়ে রহিবে তথায়।।
রুদ্ররূপে সদা রহে শঙ্কর গোচরে।
নিগূঢ় কথা কহি তোমা সবাকারে।।
এই সব যোগ জ্ঞান জানে যেইজন।
তাহার যতেক বন্ধ হয় বিমোচন।।
যোগশীল হয় সেই জ্ঞানের প্রভাবে।
অতএব শুন শুন বলিতেছি তবে।।
হৃদিমাঝে এই জ্ঞান করিয়া ধারণ।
নানাবিধ পুরাণাদি কর বিরচন।।

পরকালে যাইবে তুমি ঈশ্বর আলয়।
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।।
এতেক বচন শুনি ব্যাস মহামতি।
অন্তরে জন্মিল তাঁর পরম ভকতি।।
সনত কুমার পাশে এইরূপ শুনি।
শ্রীশিবপুরাণ করে ব্যাস মহামুনি।।
পরম আনন্দ লভে করিয়া রচন।
পুরাণ ইহার সম নাহি অন্যতম।।
যেইজন ধর্ম্মকথা শুনে ভক্তিভরে।
অসাধ্য কি রহে তার জগত ভিতরে।।
উত্তরখণ্ড শিবপুরাণ হল সমাপন।
কবি কহে হরিহর ভাব মোর মন।।

ইতি শ্রীশ্রীশিবপুরাণের উত্তরখণ্ড সমাপ্ত।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ।।

বামদেবের আশ্রমে তুণ্ডি ঋষির গমন

শুনিয়া সুতের কথা কহে মুনিগণ।
শিবের মাহাত্ম্য পুনঃ করহ বর্ণন।।
সুত কহে শুন সবে একান্ত অন্তরে।
সুনিশ্চয় বিবরিব শক্তি অনুসারে।।
শিরোপরে শোভে যার জটাজুট আর।
পরিধানে কৃষ্ণাজিন সত্যের আধার।।
সেই পরাশর সুত ব্যাসের চরণে।
প্রণতি জানাই আমি ঐকান্তিক মনে।।
একদিন কুরুক্ষেত্রে যত মুনিগণ।
শান্ত দান্ত নিষ্কলুষ শিব পরায়ণ।।
কমণ্ডলুধারী সবে কৃষ্ণাজিনধারী।
জটাজুট শোভা করে মস্তক উপরি।।
রত সবে সদাচারে বেদ পরায়ণ।
যথাবিধি শিবপূজা করেন সাধন।।
তারপর পরস্পর নানা কথা কয়।
হেনকালে আসে তথা ভৃগু মহোদয়।।
ভৃগুঋষি সেইস্থানে করি আগমন।
কহিলেন শুনশুন ওহে ঋষিগণ।।

সর্ব্বজ্ঞানী প্রাজ্ঞ সত্যবতীর নন্দন।
যেইস্থানে অবস্থান করিছে এখন।।
চল চল সেই স্থানে সবে মোরা যাই।
মনের বাসনা গিয়া তাঁহারে সুধাই।।
ভৃগুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত মনে সবে করিল গমন।।
সবে উপনীত নরনারায়ণাশ্রমে।
হেরিলেন ব্যাসমুনি যত ঋষিগণে।।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সবে করিয়া পূজন।
করযোড়ে সমাদরে কহেন তখন।।
জনম সফল আজ হইল আমার।
হইল সফল কর্ম্ম দর্শনে সবার।।
পিতৃ পিতামহগণ প্রসন্ন হইল।
সেই সাথে বিশ্বপতি সুপ্রসন্ন ভাল।।
পুণ্যকর্ম্মা সাধুগণ একান্ত অন্তরে।
সদা তোমাদের দরশন বাঞ্ছা করে।।
আমারে দেখিতে হেথা আসিয়াছ সবে।
মনে মনে ধন্য আমি মানিলাম তবে।।
জানি সবে লোককর্ত্তা ওহে ঋষিগণ।
করিছ তোমরা সদা জগৎ পালন।।
তোমরা সকলে হও শিব পরায়ণ।
পবিত্র হইনু তোমা করি দরশন।।
অতীব আনন্দ মম জন্মিল হৃদয়ে।
কি করিতে হবে বল সত্বর করিয়ে।।
শিবের সমান হও তোমরা সকলে।
কি করিব মহাত্মন দাও মোরে বলে।।
ব্যাস বাক্য সকলেই করিয়া শ্রবণ।
শিষ্যগণে কহিলেন বিনীত বচন।।
শিবের মাহাত্ম্য কথা করহ বর্ণন।
শুনিবারে সেই কথা এসেছি এখন।।
তুমি দেব শিবগুণ বর্ণনা করিয়ে।
বর্ষণ করহ সুধা মোদের হৃদয়ে।।
শুনিয়া এতেক বাক্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
কহিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
অতীব মহান প্রশ্ন করিয়াছ মোরে।
যাহা পুণ্য মোক্ষপ্রদ হয় এ সংসারে।।
শিব মাহাত্ম্য কথা অতীব উত্তম।
সকলের পাশে তাহা করিব কীর্ত্তন।।
যেইজন শুনে ইহা একান্ত অন্তরে।
শঙ্কর আলয়ে সেই সুখে লীলা করে।।
তুণ্ডিনামা মহাঋষি অতি পূর্ব্বকালে।
প্রয়াগেতে গিয়েছিল তীর্থযাত্রাচ্ছলে।।
পরম ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি শিবপরায়ণ।
প্রয়াগেতে মাঘ মাসে উপনীত হন।।
তথায় বিমল জলে করিয়া সিনান।
মাধব দর্শন করে সেই মতিমান।।
তারপর যান বামদেবের ভবনে।
সুন্দর ভবন সেই বিদিত ভুবনে।।
যে সব বৃত্তান্ত তথা হয় সংঘটন।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ এখন।।
সুখবহ কথা সেই পাতক নাশন।
শ্রীশিবপুরাণ হয় অতি মনোরম।।
ভক্তি করে যেই জন করে অধ্যয়ন।
ফল তার বলিতেছি শুন ঋষিগণ।।
যতগুলি বর্ণ আছে পুরাণ ভিতর।
স্বর্গপুরে ততবর্ষ রহে সেই নর।।
তাহার শরীরে থাকে যত রোমচয়।
তাবৎ সহস্রবর্ষ সুরপুরে রয়।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পুজে সেইজনে।
পরম মুক্তি হয় শ্রীশিবপুরাণে।।

কেতকী কাহিনী ও ব্রহ্মার সৃষ্টি বর্ণন

ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
পাপহীন ঋষিগণ আনন্দ মগন।।
শিবগত প্রাণ সবে একান্ত অন্তরে।
হল বুঝি মুক্তিলাভ এই চিন্তা করে।।
পুত্রগণ পিতৃপাশে জিজ্ঞাসে যেমন।
সেইরূপ ব্যাসদেবে কহিল তখন।।
ব্যাসদেব শুন শুন ওহে মহামতি।
কোথায় আছিল তুণ্ডি কহ শীঘ্রগতি।।
প্রয়াগ ধামেতে আসে কিসের কারণ।
কেন বা গেলেন বামদেবের আশ্রম।।
দুইজনে সেই স্থানে কিবা কথা হয়।
সেই সব যত্ন করি কহ মহোদয়।।
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
বলিলেন শুন শুন ওহে ঋষিগণ।।
তুণ্ডি ছিল পূর্ব্বকালে পঞ্চবটী বনে।
শিবরূপ সদা চিন্তা করে মনে মনে।।
শিবনাম গান করে হয়ে একমন।
কিছুকাল এইরূপে করয়ে যাপন।।
মাঘ মাস ক্রমে আসি উপনীত হয়।
পাপীর শুদ্ধির হেতু নাহিক সংশয়।।
সাধুজনে মুক্তিদান করিবার তরে।
মাঘমাসে উপনীত এভব সংসারে।।
মাঘ মাসে শীত জলে যেবা করে স্নান।
অন্তকালে ব্রহ্মলোকে সে করে প্রয়াণ।।
ব্রহ্মঘাতী যদি হয় সেই নরাধম।
তথাপি সে জন হবে পাপে বিমোচন।।
শীতল সলিল থাকে যেই কোন স্থানে।
পুণ্য হয় সমধিক তথায় সিনানে।।
সেইসব মনে মনে করিয়া চিন্তন।
প্রয়াগেতে তুণ্ডিঋষি করেন গমন।।
সেইস্থানে উপনীত হয়ে ভক্তিভরে।
মন্ত্র পড়ি জলে স্নান তুণ্ডিঋষি করে।।
জপ স্তোত্র প্রাণায়াম করিয়া সাধন।
শিবের পরম তোষ করে সেইজন।।
শঙ্খচক্র গদাধর মাধবের পরে।
নিরখি সাষ্টাঙ্গে নতি করিল ভূতলে।।
স্তব পাঠ করে পরে সেই মহাত্মন।
শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণ কমললোচন।।
জগদ্‌যোনি বাসুদেব নমামি তোমারে।
এইরূপে মাধবের কত স্তব করে।।
স্তব করি এইরূপে তুণ্ডি ঋষিবর।
কৃতকৃত বিবেচনা করিল অন্তর।।
তারপর যান বামদেবের আশ্রমে।
মনোহর তপোবন এতিন ভুবনে।।
নানাবিধ তরুবর হতেছে শোভন।
বেড়িয়াছে চারিদিকে সেই তপোবন।।
দেখিলেন বামদেব বসিয়া আসনে।
শিবজ্ঞান শোভিতেছে শশাঙ্ক বদনে।।
শুনশুন নিবেদন ওহে ঋষিবর।
শিব পাদপদ্ম মধু পীয় নিরন্তর।।
জিজ্ঞাসা করি সেই তোমার গোচরে।
শিবগুণ কহ প্রভু কৃপাদৃষ্টি করে।।
যোগীর হৃদয় পদ্মে রহে সেইজন।
যোগীর ঈশ্বর যিনি কাম নিসূদন।।
তাঁর গুণ বর্ণিবারে কোনজন পারে।
একমাত্র তুমি ক্ষম জানিগো অন্তরে।।
বলিয়াছিলেন পূর্ব্বে দেব পদ্মাসন।
বামদেব মহাজ্ঞানী শঙ্কর যেমন।।
শিবগুণ বর্ণিবারে সেইজন পারে।
পিতামহ এই রূপ বলেছিল মোরে।।
জিজ্ঞাসিছি এই হেতু তোমার সদন।
কৃপা করি শিবগুণ করহ কীর্ত্তন।।
তুণ্ডির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বামদেব বলিবারে সমুদ্যত হন।।
প্রফুল্ল হইল মুখ বলিবার তরে।
তুণ্ডি ঋষি তাহা দেখি প্রফুল্ল অন্তরে।।

কহিলেন বামদেব শুন মহাত্মন্।
শিবগুণ বর্ণিবারে কে হয় সক্ষম।।
কিবা বিষ্ণু কিবা ব্রহ্মা কিবা শচীপতি।
শিবগুণ বর্ণিবারে কাহার শকতি।।
শিব অনুগ্রহ বিনা কোন জন পারে।
সাধ্যমত বিবরিব তোমার গোচরে।।
তুণ্ডিঋষি শুন শুন আমার বচন।
জগতে হয় যখন প্রলয় ঘটন।।
প্রবল বায়ুতে বিশ্ব বিনষ্ট হইলে।
ভস্ম হলে চরাচর প্রলয় অনলে।।
ভুমি আদি সর্ব্বভূত জানিবে তখন।
একার্ণব হয়ে পড়ে ওহে মহাত্মন্।।
তার মাঝে আবির্ভূত হন মহেশ্বর।
কুন্দেন্দু স্ফটিকনিভ অতীব সুন্দর।।
জগত ঈশ্বর তিনি দেব ত্রিনয়ন।
মা ভয় মা ভয় শব্দ করিছে বদন।।
শোভিতেছে কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর।
আসি প্রাদুর্ভূত হন অম্বর উপর।।
চন্দ্রমা যেমন উঠে গিরি শিরোপরে।
আবির্ভূত প্রভু তথা গগন উপরে।।
তাঁহার দক্ষিণ অংশ হইতে তখন।
জন্মিলেন পদ্মযোনি দেব পদ্মাসন।।
জনম লভিনু বিষ্ণু বামাঙ্গ হইতে।
জনমিল রুদ্রদেব হৃদয় দেশেতে।।
জনমিয়া রুদ্রদেব হন তিরোধান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে করে অবস্থান।।
পরস্পর দুইজনে কত কথা কয়।
'বিশ্বকর্ত্তা আমি' কহে ব্রহ্মা মহোদয়।।
তুমি বিষ্ণু বিষ্ণু পিতা বিদিত ভুবনে।
সংহারের কর্ত্তা বল গেল কোন স্থানে।।
নানাকথা এইরূপে কহে দুইজন।
অকস্মাৎ জলমধ্যে অদ্ভুত ঘটন।।
অপ্রমেয় মহালিঙ্গ জলের ভিতরে।
আবির্ভূত অকস্মাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু হেরে।।

জ্বালামালা সমাকুল সেই লিঙ্গবর।
যোজন আয়ত উহা খ্যাত চরাচর।।
তাহা দেখি দুই জনে বিস্ময়ে মগন।
একি একি বলি দোঁহে কাঁপে ঘনঘন।।
বিষ্ণু কহে সম্বোধিয়া দেব পদ্মাসনে।
মহেশ্বর লিঙ্গ এই বলিতেছি মনে।।
আমা দোঁহে করি কৃপা দিতে দরশন।
আমা দোঁহে জ্ঞান দিতে লিঙ্গের জনম।।
নৈলে ইহা অন্য কিছু হইবারে নারে।
দুর্ণিরীক্ষ্য তেজ দেখ লিঙ্গবর ধরে।।
ঊর্দ্ধভাগে যান ব্রহ্মা অতি দ্রুতগতি।
অধোভাগে নারায়ণ করিলেন গতি।।
ঊর্দ্ধভাগে পদ্মাসন করিয়া গমন।
সীমা না পাইয়া হন উৎকণ্ঠিত মন।।
স্তব করে শিবলিঙ্গে আপন অন্তরে।
লিঙ্গ শির হতে পুষ্প হেনকালে পরে।।
কেতকী পুষ্প সুন্দর হয় নিপতন।
ব্রহ্মার হস্তেতে আসি পড়িল তখন।।
সেই পুষ্পে লয়ে ব্রহ্মা হরিষ অন্তরে।
অধোভাগে আগমন করেন সত্বরে।।
এদিকেতে অধোদেশে নিরূপিতে নারি।
আসিয়া রয়েছে বিষ্ণু ক্ষুণ্ণমনে ফিরি।।
দর্শন করি তাঁহারে দেব পদ্মাসন।
শুন শুন কহিলেন ওহে নারায়ণ।।
আমি লিঙ্গে ঊর্দ্ধভাগ দরশন করি।
কেতকী লইয়া এই আসিয়াছি ফিরি।।
কিবা আনিয়াছ তুমি অধোভাগ হতে।
বল বিষ্ণু ত্বরা করি আমার সাক্ষাতে।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কেতকীরে সম্বোধিয়া কহে নারায়ণ।।
হে কেতকী সত্য বল আমার সদনে।
ব্রহ্মা কিগো আনিয়াছে তোমারে এখানে।।
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিনয় বচনে কহে কেতকী তখন।।

কহি আমি মিথ্যা নাহি জানিবে অন্তরে।
কেতকীরে অভিশাপ দেন রোষভরে।।
শুনহ কেতকী এবে আমার বচন।
শিবের মস্তকে স্থান না পাবে কখন।।
আমার নিকটে মিথ্যা বলিয়াছ তুমি।
তোমারে এহেতু নাহি লবে শূলপাণি।।
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভয়েতে বিহ্বল হয় কেতকী তখন।।
অবনত শিরে পড়ি বিষ্ণুর চরণে।
কহিতে লাগিল পরে গদগদ বচনে।।
নমস্তে মুরারে হরে কৃপা পরায়ণ।
দীননাথ মোরে রক্ষা করহ এখন।।
পড়িয়াছিলাম আমি শিবশির হতে।
ব্রহ্মা লইয়া আসেন আমারে সঙ্গেতে।।
করিয়াছি অপরাধ চরণে তোমার।
কৃপা করি দয়াময় করহ উদ্ধার।।
কেতকীর বাক্য শুনি শঙ্খ চক্রধারী।
কহিলেন শুন শুন কেতকী সুন্দরী।।
প্রসন্ন হইনু আমি তোমার উপরে।
অনুগ্রহ করিতেছি শুনহ সাদরে।।
যেইদিন শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী হবে।
সেইদিন শিবশিরে বসতি পাইবে।।
শিবরাত্রিকালে ভক্তি করি যেইজন।
কেতকী কুসুমে শিবে করিবে পূজন।।
সহস্রেক অশ্বমেধে যেই ফল হয়।
সে ফল লভিবে সে নাহিক সংশয়।।
সেইজন অন্তকালে শিবপুরে যাবে।
মিথ্যা বচন আমার কভু নাহি হবে।।
চক্রীর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কৃতকৃত্যা জ্ঞান করে কেতকী তখন।।
প্রণাম করিয়া পরে বিষ্ণুর চরণে।
মনসুখে যায় চলি ইচ্ছামত স্থানে।।
এইরূপে কেতকীরে বরদান করি।
ব্রহ্মার সহিতে মিলি শঙ্খচক্রধারী।।
স্তব করে নানামতে দেব পঞ্চাননে।
বেদবাক্য শ্রুতি বাক্য বিহিত বিধানে।।
নিবেদন শুন প্রভু করিগো তোমারে।
তোমা জনে বেদবিদ জানিবারে পারে।।
অনন্ত অনাদি তুমি অখিল কারণ।
এই বিশ্ব রজোরূপে করেছ সৃজন।।
তুমি পাল সত্ত্বরূপে জগত সংসারে।
তমোরূপে অন্তকালে সংহার সবারে।।
তোমার বিভূতি বল বুঝে কোনজন।
বিভূতি বলেতে প্রজা করহ পালন।।
চরাচর জীবগণে মুক্তিদান তরে।
লিঙ্গরূপে উঠিয়াছ সাগর উপরে।।
তোমার করুণা ভিক্ষা করি দুইজন।
চরণ তলেতে স্থান করহ অর্পণ।।
তাঁহাদের স্তব বাক্য শুনি মহেশ্বর।
লিঙ্গে আবির্ভূত হয়ে করেন উত্তর।।
ব্রহ্মা তুমি রক্তবর্ণ করহ শ্রবণ।
রজোরূপে বিশ্ব তুমি করহ সৃজন।।
বিষ্ণু তুমি সত্বরূপে পালহ সংসারে।
পরকালে সংহারিব তমোরূপ ধরে।।
তোমা দোঁহে মুক্তি আমি করিব প্রদান।
মম এই লিঙ্গ পূজে দোঁহে মতিমান্।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পুলকিত হন ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন।।
করযোড়ে করি পরে একান্ত অন্তরে।
বিবিধ ভাবেতে পূজা করি মহেশ্বরে।।
নানা বিধ স্তববাক্য করে অধ্যয়ন।
দেবতারা সবে লিঙ্গ করয়ে পূজন।।
শিবের আদেশে ব্রহ্মা একান্ত অন্তরে।
সৃষ্টিকার্য্য সমারম্ভ করিলেন পরে।।
আজ্ঞা অনুসারে বিষ্ণু করেন পালন।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোরম।।

দেবগণ কর্ত্তৃক দ্বাদশ লিঙ্গ পূজন

বামদেব মিষ্টবাক্যে করি সম্বোধন।
তুষ্টি ঋষিবরে কহে শুনহ বচন।।
জগৎ-কর্ত্তা জগন্নাথ দেব প্রজাপতি।
দেবগণ সহ মিলি অতি দ্রুতগতি।
বিষ্ণুর সহিতে যান হিমগিরিবরে।
গিরিগুহা পেয়ে তথা রহে ভক্তিভরে।।
শিবের উপরে ভক্তি রাখিয়া তখন।
যথাবিধি আদি পূজা করিয়া সাধন।।
জগতের পতি সেই দেব মহেশ্বরে।
স্তুতিবাদ করে কত একান্ত অন্তরে।।
চারিবেদ উক্ত বাক্যে করিয়া স্তবন।
সহস্রেক নাম মালা করি অধ্যয়ন।।
প্রণমিল দণ্ডবৎ ভূমির উপরে।
পঞ্চানন তাহা দেখি প্রফুল্ল অন্তরে।।
ব্রহ্মার মহতি পূজা করি দরশন।
তাঁর কৃত্য স্তববাক্য করিয়া বর্ণন।।
মহাতুষ্ট হয়ে শিব আপন অন্তরে।
প্রত্যক্ষ হলেন আসি ব্রহ্মার গোচরে।।
আবির্ভূত হয়ে কন দেব পঞ্চানন।
বচন আমার শুন হে চতুরানন।।
উঠ উঠ ত্বরা করি ভূমিতল হতে।
বর মাগ যাহা ইচ্ছা লয় তব চিতে।।
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইনু এখন।
অতএব বর মাগো হে চতুরানন।।
শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া তখন।
করযোড়ে ব্রহ্মা কহে ওহে পঞ্চানন।।
অন্য বরে অভিলাষ কিছুমাত্র নাই।
তব শ্রীচরণে ভক্তি এই মাত্র চাই।।
তুমি একমাত্র গতি নাহিক সংশয়।
অদৃশ্য রূপেতে থাক ওহে দয়াময়।।
কোথায় কোথায় তুমি কর অবস্থান।
কিছুই বুঝিতে নারি ওহে ভগবান।।
তব শ্রীচরণ পূজা এই ধরাতলে।
করিব কোথায় প্রভু দেহ তাহা বলে।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনিয়া তখন।
বলে মিষ্টভাষে শিব হে চতুরানন।।
ধরিয়াছ ন্যায় বুদ্ধি আপন অন্তরে।
সেই লিঙ্গ আবির্ভূত হয়েছে সংসারে।।
ভারতবর্ষেতে তাহা বিরাজিত হয়।
দ্বাদশ আকারে আছে জানিবে নিশ্চয়।।
সেই সেই লিঙ্গ পূজা কর পদ্মাসন।
মনের বাসনা হবে অবশ্য পূরণ।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোনি।
বলিলেন শুন শুন ওহে শূলপাণি।।
কর যদি অনুগ্রহ আমার উপরে।
কোথায় কোথায় লিঙ্গ বল ত্বরা করে।।
জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ যার দ্বাদশ আখ্যান।
সেই সেই স্থান কহ ওহে ভগবান।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তাঁরে বলে মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন।।
কাশীক্ষেত্র আদ্যস্থান জানিবে অন্তরে।
মম প্রিয়তম স্থান এ ভব সংসারে।।
বিশ্বেশ্বর নামে তথা আদ্যলিঙ্গ রয়।
সেই লিঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় জ্যোতির্ম্ময়।।
বিরাজে দ্বিতীয় লিঙ্গ বদরিকাশ্রমে।
কেদার ঈশ্বর নাম জানিবেক মনে।।
শ্রীশৈলে তৃতীয় লিঙ্গ বিরাজিত রয়।
মল্লিকা অর্জ্জুন নাম জানিবে নিশ্চয়।।
ভীমপুরে মম লিঙ্গ নাম যে শঙ্কর।
ভীমশঙ্কর আখ্যান বলে কোন নর।।

সেতুবন্ধে রামেশ্বর লিঙ্গের আখ্যান।
এ লিঙ্গ দ্বাদশ হয় ওহে মতিমান।।
এইসব জ্যোতি লিঙ্গ করিনু কীর্ত্তন।
ভুক্তি মুক্তিপদ সব বিদিত ভুবন।।
কৃপা দৃষ্টি করি আমি জীবের উপরে।
লিঙ্গের কথা কহিনু তোমার গোচরে।।
এইসব লিঙ্গ তুমি করহ পূজন।
আমার বচন হৃদে করহ ধারণ।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবগণসহ মিলি দেব পদ্মাসন।।
সাত্ত্বিকী ভক্তি রাখি হৃদয় মাঝারে।
শিবপদে প্রণমিল অবনত শিরে।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ পুলকে মগন।
শিবপদে ভক্তিভরে করিল বন্দন।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যেমন বন্দিল।
মহেশ্বর তিরোধান অমনি হইল।।
ব্রহ্মা কহে মূঢ়মতি আমি অভাজন।
কোথা মম ভাগ্যদোষে রয় ত্রিলোচন।।
মোরা মায়াবশে মুগ্ধ এভব সংসারে।
হারালাম ভাগ্যদোষে শিব তরুবরে।।
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিতে বাসনা।
সেইরূপ করেছিনু শিবের কামনা।।
এবে মোরে উপহাস করিবে সকলে।
কৃপা করি কহ প্রভু কোথা চলি গেলে।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া কহেন তখন।।
ওঙ্কার স্বরূপ তুমি ওহে বিশ্বেশ্বর।
সদা ভাবি তব রূপ হৃদয় ভিতর।।
এত বলি নতি করি শিবের চরণে।
লিঙ্গ-পূজা হয় বিধি কাশী আদিস্থানে।।
অনুগামী তাঁর হয় যত দেবগণ।
ভকতি করিয়া করে লিঙ্গের পূজন।।
বিষ্ণুদেব করে পূজা লিঙ্গ বিশ্বেশ্বরে।
ইন্দ্রদেব পূজিলেন কেদার-ঈশ্বরে।।
মল্লিকা অর্জ্জুনের অগ্নি করেন পূজন।
ভীমশঙ্করের পূজা করিল শমন।।
ত্রেতাযুগে বিষ্ণুদেব লভিয়া জনম।
দশরথ গৃহে আসি অবতীর্ণ হন।।
রামেশ্বর লিঙ্গ তিনি পূজেন সাদরে।
রাবণে করেন জয় হরিষ অন্তরে।।
এইরূপে প্রতিদিন দেব পদ্মাসন।
ভক্তিভাবে পূজে লিঙ্গে লয়ে দেবগণ।।
এইরূপে বহুকাল সমাতীত হয়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত হন বিধি মহোদয়।।
পুনঃ দেবগণে লয়ে সমভিব্যাহারে।
উপনীত হন আসি হিমগিরিপরে।।
পূর্ব্ববৎ শিবপূজা করিয়া সাধন।
চন্দ্রশেখরের স্তব করে পদ্মাসন।।
ব্রহ্মার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে পশুপতি।
আবির্ভূত হন আসি যথা সৃষ্টি পতি।।
বৃষের উপরে প্রভু করে আরোহন।
ত্রিশূল-ডমরু করে হতেছে শোভন।।
নীলকণ্ঠ এইরূপে করি আগমন।
ব্রহ্মার নিকটে আসি উপনীত হন।
দেবগণে পদ্মাসনে সম্বোধন করি।
মিষ্টবাক্যে কহিলেন দেব ত্রিপুরারি।।
কিবা বাঞ্ছা মনোগত কহ সবাকার।
চাহ যাহা তাহা দিব বচন আমার।।
আমার মায়ার মুগ্ধ হইয়া সকলে।
জীবন ধরিয়া আছ অবনী মণ্ডলে।।
আমার মায়ার বশে এই পদ্মাসন।
ধরামাঝে করিছেন সবার সৃজন।।
এই যে দেখিছ বিষ্ণু অখিলের পতি।
আমার মায়ায় রক্ষা করে বসুমতি।।
আমার মায়ার বশে এই মহাত্মন্।
দশ অবতার কালে করেন গ্রহণ।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অবনত শিরে নতি করে পদ্মাসন।।

প্রণমিল দেবগণ ভকতির ভরে।
তারপর কহে ব্রহ্মা শিবের গোচরে।।
ব্রহ্মা কহে শুন শুন ওহে পঞ্চানন।
মোদের পরম হিত করেছ সাধন।।
যাইব ধরায় মোরা তোমার আদেশে।
জ্যোতির্লিঙ্গ পূজা সবে করিবে হরিষে।।
কিন্তু এক কথা বলি ওহে ভগবান্।।
প্রতিদিন নাহি পারি করিতে পূজন।
লিঙ্গ তব নানা স্থানে করে অধিষ্ঠান।
কিরূপে সর্ব্বত্র যাই ওহে মতিমান।।
প্রতিদিন নাহি যেতে পারি সর্ব্বস্থানে।।
ইহার উপায় কর কৃপা বিতরণে।।
সকল লিঙ্গের শ্রেষ্ঠ সেই লিঙ্গ হয়।
সনাতন জ্যোতিরূপ যে লিঙ্গ নিশ্চয়।।
নিরূপণ কর তাহা ওহে ভগবান।
তথা গিয়া প্রতিদিন করিব পূজন।।
এক লিঙ্গে হলে পূজা সর্ব্বলিঙ্গে হবে।
হেনস্থান কোথা আছে কহ এই ভবে।।
সেই ক্ষেত্রে মোরা সবে করিয়া গমন।
একান্ত অন্তরে পূজা করিব সাধন।।
এতেক বচন শুনি দেব পশুপতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে পশুপতি।।
আমার পরম গুহ্য যেই লিঙ্গ হয়।
সেইকথা বলিতেছি শুন মহোদয়।।
বিষ্ণুর সহিত তুমি করেছ দর্শন।
উৎকল দেশেতে তাহা হতেছে শোভন।।
সেই লিঙ্গ শোভা পায় একাম্র কাননে।
সনাতন লিঙ্গ সেই জানিবেক মনে।।
তাহার আখ্যান হয় ত্রিভুবনেশ্বর।
সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ খ্যাতচরাচর।।
পরম গোপন লিঙ্গ জানিবে অন্তরে।
আমি রহি সদা তথা অতি হর্ষ ভরে।।
নানাবিধ দিব্য দ্রব্য করি আয়োজন।
বিধানে লিঙ্গের পূজা করহ সাধন।।
আমার নৈবেদ্য পরে ভোজন করিবে।
পরম পবিত্র দেহ তাহাতে হইবে।।
এতেক বাক্য প্রভুর করিয়া শ্রবণ।
বিনয়-বচনে কহে দেব পদ্মাসন।।
পূজা করি শিবলিঙ্গে সরল অন্তরে।
কভু না খাবে নৈবেদ্য ঋষির বিচারে।।
এইরূপ অবগত আছি ভগবন।
কিরূপে করিব তবে নৈবেদ্য ভক্ষণ।।
মাহাত্ম্য ইহার কিছু বুঝিবারে নারি।
সংশয় ছেদন কর ওহে ত্রিপুরারি।।
জ্ঞান লাভ যাহে করে সর্ব্বদেবগণ।
উপায় কর তাহার ওহে ভগবন্।।
এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি।
কহিলেন বলি শুন ওহে পদ্মযোনি।।
শুন বলি মম বাক্য ওহে দেবগণ।
শুনিলে সবার হবে সংশয় ছেদন।।
নৈবেদ্য অগ্রাহ্য বটে শাস্ত্রের বিচারে।
সে বিধি নহেক কিন্তু ত্রিভুবনেশ্বরে।।
অন্য অন্য লিঙ্গে আছে যেরূপ বিধান।
ইথে তার বিপরীত ওহে মতিমান্।।
অতএব সঙ্গে করি যত দেবগণে।
চলি যাহ অবিলম্বে একাম্র-কাননে।।
তথা গিয়া যথাবিধি করিয়া পূজন।
সরল হৃদয়ে কর নৈবেদ্য গ্রহণ।।
এত বলি তিরোধান হলেন শঙ্কর।
একাম্র-কাননে চলে দেবতা নিকর।।
সেইস্থানে অবিলম্বে করিয়া গমন।
সুন্দর শ্রীশিবলিঙ্গ করেন দর্শন।।
প্রজাপতি তাহা দেখি একান্ত অন্তরে।
দেবগণ সহ মিলি শিব পূজা করে।।
প্রজাপতি ধ্যানযোগে হন নিমগন।
তাঁহার পরমভক্তি হেরে পঞ্চানন।।
সাত্ত্বিক ভকতি দেখি হরিষ অন্তরে।
স্বরূপ দেখান শিব দেব পদ্মাকরে।।

মধুর বচনে পরে করি সম্বোধন।
কহিলেন কিবা চাহ ওহে পদ্মাসন।।
এতেক বচন শুনি দেব প্রজাপতি।
কহিলেন প্রনিপাত করি পশুপতি।।
শশাঙ্ক সমান তব ধবল বরণ।
শূল-মৃগ পিনাকাদি করেছি ধারণ।।
তুমি পরমার্থ বীজ ওহে সনাতন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন।।
ভীষণ রূপ তোমার দরশন করি।
ওহে প্রভু সবে মোরা হৃদয়ে শিহরি।।
কৃপা করি শান্তিমূর্ত্তি কর প্রদর্শন।
এই ভিক্ষা তব পদে ওহে ভগবন্।।
এত বলি প্রজাপতি ভূতল-উপরে।
অষ্ট-অঙ্গে প্রণিপাত করে ভক্তিভরে।।
ভূমিতলে নতি করে যত দেবগণ।
গাত্রোত্থান অবিলম্বে করে সর্ব্বজন।।
গাত্রোত্থান করি সবে লাগিল বিস্ময়।
হয়েছেন ভিন্নমূর্ত্তি শিব দয়াময়।।
প্রসন্ন বদন কিবা আহা মরি মরি।
মুকুটেন্দু শোভে কিবা মস্তক উপরি।।
মধুর মধুর হাস্য কিবা শোভা পায়।
পীযূষ ঝরিছে যেন বদনে তাহায়।।
মাণিক্য-কুণ্ডল শোভে দিব্য গণ্ডস্থলে।
কিবা নীলবর্ণ কণ্ঠ শোভিতেছে গলে।।
মুক্তামালা স্বর্ণমণি শোভিছে গ্রীবায়।
পীণ দীর্ঘ চারিভুজ শোভিতেছে তায়।।
চারিহস্তে শোভিতেছে সুন্দর কঙ্কণ।
মৃগাঙ্কিত টঙ্কদেব করিছে ধারণ।।
বরাভয় শোভা পায় দেবদেব-করে।
কর্পূর চন্দন শোভে তাহার উপরে।।
মালতী-চম্পক আর কাঞ্চন-কমলে।
মালা গাঁথি ধরিয়াছে মনোময় গলে।।
কদলী জিনিয়া কিবা শোভে উরুদ্বয়।
নূপুরে শোভিত হয় শ্রীচরণদ্বয়।।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন শোভিছে চরণে।
হৃদয় ভুলিয়া যায় হেরিলে নয়নে।।
এইরূপে শিবরূপ করি দরশন।
আদি ব্রহ্মা দেবগণ বিমোহিত হন।।
দেবগণ সহ পরে দেব প্রজাপতি।
স্তুতিবাদ করি কহে ওহে পশুপতি।।
এত বলি লিঙ্গ রূপ করি দরশন।
বিস্ময়ে মগন হন দেব পদ্মাসন।।
দেখিতে দেখিতে শিব হন তিরোধান।
লিঙ্গ পূজা করে পরে বিধি মতিমান।।
দেবগণ সহ মিলি হরিষ হৃদয়ে।
ভক্তি করি করে পূজা আনন্দিত হয়ে।।
নানাবিধ উপহার করিয়া অর্পণ।
পরম আনন্দে লভে দেব পদ্মাসন।।
যথাবিধি পূজা আদি করিয়া সাধন।
নৈবেদ্য প্রাশন* কর যত দেবগণ।
তারপরে যায় সবে নিজ নিজ স্থানে।।
সদা ভক্তি রাখে সেই শিবের চরণে।।
লিঙ্গের মাহাত্ম্য যদি শুনে কোনজন।
যাবত পাতক তার হয় বিমোচন।।
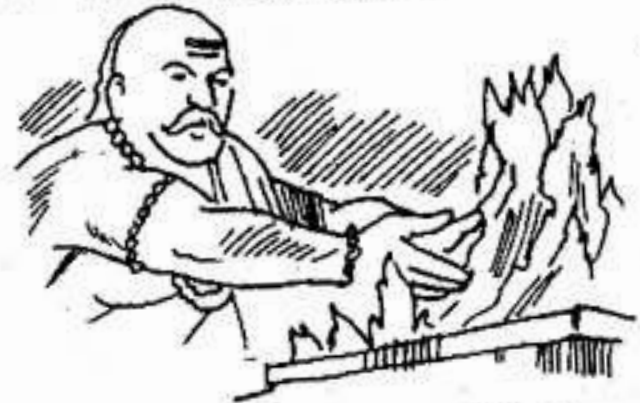
দেবগণ কর্তৃক দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পূজন

ব্যাসদেব বলিলেন শুনহ সকলে।
এইরূপে বামদেব ধর্ম্মবাক্য বলে।।
বামদেব বাক্য-সুধা করিয়া শ্রবণ।
পরম আনন্দে লভে তুষ্টি মহাত্মন্।।

* প্রাশন—ভক্ষণ করা।

বামদেবে সম্বোধিয়া কহে পুনরায়।
নমস্কার নমস্কার করিগো তোমায়।।
শিবের পরমগুণ করিতে শ্রবণ।
মোর হৃদে পুনশ্চ হয় আকিঞ্চন।।
ত্রিভুবনেশ্বর কথা তোমার বদনে।
শুনিয়া পরম তুষ্টি লভিয়াছি মনে।।
যে সব লিঙ্গের নাম করেছ কীর্ত্তন।
বিস্তারিয়া তাহা নাহি করেছি শ্রবণ।।
যথার্থত বিস্তারিয়া সে সব কাহিনী।
আমার নিকটে কহ ওহে মহামুনি।।
কাশী আদি সর্ব্বস্থানে যত দেবগণ।
কিরূপে সকল লিঙ্গে করিল পূজন।।
এতেক বচন শুনি তুন্ডির বদনে।
বামদেব বলিলেন মধুর বচনে।।
শিবপাশে বরলাভ করি পদ্মাসন।
হিমগিরি হতে আসে সহদেবগণ।।
আগমন করি সবে অবনী মাঝারে।
লিঙ্গ পূজা একে একে করে ভক্তি ভরে।।
তারপর মহাবাহু শঙ্খচক্রধারী।
দেবগণ সহ যান বারাণসী পুরী।।
সেই স্থানে জ্যোতির্ল্লিঙ্গ করি দরশন।
পরম আনন্দ লাভ করে নারায়ণ।।
নারায়ণ সেই স্থানে করিয়া গমন।
নানাবিধ উপচারে করেন পূজন।।
এই চিন্তা মনে মনে করে বনমালী।
দেখিয়াছি পূর্ব্বে যাঁরে হিমালয়োপরি।।
সেই দেবে এখানেও করি দরশন।
এত ভাবি ধ্যানপর হন নারায়ণ।।
বিষ্ণুর সাত্ত্বিকভাব দেখিয়া নয়নে।
পরম আনন্দ জন্মে শঙ্করের মনে।।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে দেব উমাপতি।
বিষ্ণুর সমক্ষে আসি করে অবস্থিতি।।
আসি আবির্ভূত হন বিষ্ণুর সদন।
শরচ্চন্দ্র সম কিবা অঙ্গের বরণ।।

জটাজুট শোভা পায় মস্তক উপরে।
ত্রিনেত্র ললাটোপরি কিবা শোভাধরে।।
ত্রিশূল পিণাক আদি করে শোভা পায়।
শোভিতেছে বরাভীতি মরি কিবা তায়।।
প্রভু দিগম্বর বেশে করি আগমন।
মনের হরিষে নৃত্য করে ঘন ঘন।।
তাহা দেখি নারায়ণ হরিষ অন্তরে।
শঙ্খধ্বনি পাঞ্চজন্য ঘন ঘন করে।।
শিবের চরণ পদ্ম করিয়া বন্দন।
করতালি করি বাদ্য করে পদ্মাসন।।
তাহা দেখি মত্ত হয়ে দেব মহেশ্বর।
নৃত্য করে ঘন ঘন ভূতল উপর।।
নূপুরের শব্দ হয় চরণ কমলে।
চরণের শোভা পড়ে দিক দিগন্তরে।।
বাহুদ্বয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যত দেবগণ।
বহুদূরে সবে গিয়া হয় নিপতন।।
এইরূপে নৃত্য করে দেব দিগম্বর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু তাহা দেখি ব্যাকুল অন্তর।।
কাতর হইয়া কহে বিনয় বচনে।
ওহে প্রভু রক্ষা কর এতিন ভুবনে।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
নৃত্য ত্যজি কহে পরে গম্ভীর বচন।।
শিব কহে শুন শুন ওহে পদ্মাসন।
মম বাক্য শুন শুন দেব নারায়ণ।।
তোমাদের ভক্তি হেরি আপন নয়নে।
নৃত্য করিতেছিলাম আনন্দিত মনে।।
হিংসা করি নৃত্য নাহি করেছি কখন।
আমার নর্ত্তন শুদ্ধ মঙ্গল কারণ।।
পিতা হয়ে পুত্র নাহি করে বিনাশন।
হৃদয় সংশয় নাহি রাখিল কখন।।
শুন শুন জগৎপতে বচন আমার।
কাশীধামে সন্নিহিত রহি অনিবার।।
কৃপা করি তোমাদের দিয়াছি দর্শন।
এত বলি মহেশ্বর তিরোহিত হন।।

বামদেব এত বলি কহেন তুণ্ডিরে।
পূর্ব্বকথা বলিলাম তোমার গোচরে।।
শিবপূজা যেইরূপে কাশী ধামে হয়।
সেই সব কহিলাম ওহে মহোদয়।।
তারপর দেবরাজ সুরগণ সনে।
বিষ্ণুরে সম্বোধি আর দেব পদ্মাসনে।।
গম্ভীর বচনে কহে শুন পদ্মাসন।
ওহে হরি শুন শুন আমার বচন।।
বাসনা করেছি যেতে বদরিকাশ্রমে।
কেদার-ঈশ্বরে পূজা করিতে বিধানে।।
ইন্দ্র কহি এইরূপ সবার গোচরে।
অবিলম্বে চলিলেন কেদার গোচরে।।
তথা উপনীত হয়ে সহ দেবগণ।
ভক্তি ভরে কেদারের করেন দর্শন।।
বটবৃক্ষ মূলে আছে লিঙ্গের প্রবর।
দেখি তাহা প্রণমিল দেবতা-নিকর।।
বিধানে করিয়া পূজা দেব শচীপতি।
নয়ন মুদিয়া ধ্যান করে পশুপতি।।
তাঁহার পরম ভক্তি করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট হন দেব পঞ্চানন।।
ধ্যান করে শচীপতি একান্ত অন্তরে।
উমাকান্ত আবির্ভূত হন হেন কালে।।
শারদীয় চন্দ্রসম শোভিছে বদন।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে করে সম্বোধন।।
টঙ্ক মৃগ-আদি তাঁর শোভিতেছে করে।
কটিতট শোভা পায় অজিন-অম্বরে।।
মন্দ মন্দ হাস্য শোভে কমল বদন।
ভালতটে নেত্র ত্রয় করেন ধারণ।।
আবির্ভূত হয়ে দেব মধুর বচনে।
কহিলেন শুন ইন্দ্র কহি তব স্থানে।।
তোমার পরম ভক্তি করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন।।
অভিমত বরদান করিবার তরে।
আবির্ভূত হইয়াছি তোমার গোচরে।।
মনের বাসনা যাহা করহ যাচন।
যা চাহিবে দিব তাহা অমর-রাজন।।
এতেক বচন শুনি দেব শচীপতি।
প্রভু বলিলেন শুন তুমি পশুপতি।।
পাই যেন অহরহঃ তোমার চরণ।
অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়োজন।।
এত বলি মৌনভাব ধরে শচীপতি।
তথাস্তু বলিয়া তিরোহিত উমাপতি।।
তারপর দেবরাজ বিহিত বিধানে।
স্তব করে নানামতে দেব পঞ্চাননে।।
ভক্তি ভরে লিঙ্গ পদে করিয়া প্রণাম।
আপন আপন স্থানে করেন প্রয়াণ।।
যেরূপে অর্চ্চনা হয় বদরিকাশ্রমে।
তুণ্ডে তাহা বলিলাম তোমার সদনে।।
সর্ব্বলোক সুখাবহ এসব ঘটন।
বহুপূর্ব্বে ঘটেছিল ওহে মহাত্মন্।।
তারপর ঘটে যাহা অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভকতি করিয়া শুন ওহে তুণ্ডিমুনি।।
অগ্নিদেব তারপর করি যোড়কর।
কহিলেন শুন শুন দেবতানিকর।।
মনে করেছ বাসনা শ্রীশৈলে যাইতে।
পূজিব মাহেশ লিঙ্গে ভক্তি যুত চিতে।।
উপনীত সবে তথা হরিষ অন্তরে।
শ্রীশৈল শোভিছে সবে নয়নে নেহারে।।
ষড়ঋতু ফল পুষ্পে অতি সুশোভন।
মনোহর গিরি সেই অতি বিমোহন।।
তাহার পরমভক্তি দেখিয়া নয়নে।
পঞ্চানন উপনীত সহাস্য বদনে।।
ত্রিশূল করেতে প্রভু করিয়া ধারণ।
সর্ব্ব অঙ্গে চিতা ভস্ম করিয়া লেপন।।
বরুণ সকাশে আসি পুলক অন্তরে।
সম্বোধিয়া বলিলেন সুমধুর স্বরে।।
বর মাগ মনে যাহা অ ভিলাষ হয়।
বর দিতে আসিয়াছি ওহে মহোদয়।।

এতেক বচন শুনি বরুণ ধীমান।
কহিলেন নিবেদন ওহে ভগবন্।।
ভক্তি চাহি একমাত্র তোমার উপরে।
মনেতে বাসনা আর নাহি অন্য বরে।।
তথাস্তু বলিয়া বর দিয়া পঞ্চানন।
সেই স্থানে অবিলম্বে তিরোহিত হন।।
বামদেব ঋষি কহে সুমধুর স্বরে।
শুন শুন তুণ্ড ঋষে কহি তার পরে।।
সোমনাথে পূজিবারে করিয়া মনন।
দেবতাগণের সহ চলেন পবন।।
তথা উপনীত হন হরিষ অন্তরে।
পূজিলেন ভোলানাথে নানা উপচারে।।
তাহার পূজায় তুষ্ট হয়ে পঞ্চানন।
আবির্ভূত হয়ে কহে শুনহ পবন।।
বরমাগ যাহা ইচ্ছা হয় হে অন্তরে।
এত শুনি বায়ুদেব কহে ভক্তি ভরে।।
সান্নিধ্য চাহি তোমার ওহে ভগবান্।
মোরে দিব্যরূপ সদা করাবে দর্শন।।
সর্ব্বদা তোমার পূজা করিবার তরে।
দিব্যরূপ তব যেন দেখিগো অন্তরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
বলিলেন শুন শুন ওহে মহাত্মন্।।
পাশাঙ্কুশ বরপ্রদ চন্দ্রার্দ্ধশেখর।
শুভ্রমূর্ত্তি ব্যাঘ্রাজিন বিধৃত অম্বর।।
তুমি সদা এই মূর্ত্তি হেরিবে নয়নে।
এতবলি তিরোহিত হন সেই স্থানে।।
দিব্য স্বর্ণপদ্মে আর ইন্দু বিল্ব দলে।
মহেশ্বরে পূজিলেন ভক্তি সহকারে।।
তাঁহার পূজায় তুষ্ট হয়ে ভগবান্।
কুবের গোচরে দিল দর্শন প্রদান।।
আহা মরি কিবা রূপ বৈদ্যনাথ ধরে।
পন্নগভূষণ কিবা শোভে কলেবরে।।
ললাটে শশীকলা কিবা শোভা পায়।
বিদ্যুৎ বরণ কান্তি মরি কিবা তায়।।

মিষ্ট ভাষে বলিলেন দেব পশুপতি।
বর লহ যাহা বাঞ্ছা করহ সুমতি।।
এতেক বচন শুনি যক্ষপতি কয়।
কিবা প্রভু অন্যবরে আছে ফলোদয়।।
পদ পূজা তব যেন করি সর্ব্বক্ষণ।
বর চাহি এইমাত্র ওহে ভগবন্।।
অনন্ত তাহার পর দেবগণে কয়।
চল চল নাগনাথে লহে দেবচয়।।
এত বলি সবে মিলি করিল গমন।
নাগনাথ লিঙ্গ পূজা করিল সাধন।।
দেখিলেন শিবে তথা জটাজুট শিরে।
অর্দ্ধচন্দ্র শোভে কিবা ললাট উপরে।।
অনন্ত তাঁহারে নতি করি ভক্তি ভরে।
নানাবিধ পুষ্প দিয়া পূজেন সাদরে।।
শিব আবির্ভূত হয়ে কহেন তখন।
বর মাগো যাহা বাঞ্ছা ওহে মহাত্মন্।।
অনন্ত কহিল প্রভু নিবেদি তোমারে।
একমাত্র ভক্তি চাহি তব পদোপরে।।
অনন্ত এতেক বলি করি প্রণিপাত।
তথাস্তু বলিয়া তিরোহিত নাগনাথ।।
তুণ্ডিরে সম্বোধি পরে বামদেব কয়।
শুন শুন তারপর ওহে মহোদয়।।
ভুবন-ঈশ্বরে তথা করেন দর্শন।
বিশুদ্ধ স্ফটিকসম অঙ্গের বরণ।।
দীপ্তচর্ম্ম পরিধান অতি বিমোহন।
অভয় ধরিছে আর আসি শূলবর।।
এত শুনি দিনমণি কহেন তখন।
তোমার উপরে ভক্তি চাহি সর্ব্বক্ষণ।।
চাহি শুদ্ধ জন্মে জন্মে তোমারে ভকতি।
অন্য কোন বরে বাঞ্ছা নাহিক সুমতি।।
এই বাক্য গৌরীপতি করিয়া শ্রবণ।
তথাস্তু বলিয়া তথা তিরোহিত হন।।
তারপর চন্দ্রদেব লয়ে দেবগণে।
ব্রহ্মগিরিপরে যান পুলকিত মনে।।

ত্র্যম্বক লিঙ্গের তথা করেন দর্শন।
কিবা রূপ মনোহর অতি বিমোহন।।
কলস তুলি স্বহস্তে আনন্দিত মনে।
চন্দ্রমা করান স্নান সাধনের ধনে।।
নানাবিধ উপচারে করেন পূজন।
আবির্ভূত হয়ে বর দেন পঞ্চানন।।
অন্তর্হিত হন পরে জগত ঈশ্বর।
আনন্দে মগন হয় দেবতা নিকর।।
তারপর বীণাপাণি হরিষ অন্তরে।
দেবগণ সহ যান দক্ষিণ সাগরে।।
সাগর তীরেতে আশু করিয়া গমন।
রামেশ্বর লিঙ্গ তথা করেন দর্শন।।
পূর্ণচন্দ্র সম তাঁর বদন কমলে।
শোভা পায় ইন্দ্রকলা ললাট উপরে।।
শোভিতেছে ত্রিলোচন ললাট উপরে।
শোভাপায় কটিতট দীপ্তচর্ম্মাম্বরে।।
চরণে নূপুর ধ্বনি হয় ঘন ঘন।
হাস্য মুখে ভারতীরে কহেন এখন।।
ওহে দেবী শুন শুন বচন আমার।
যাহা বাঞ্ছা বর লয় অন্তরে তোমার।।
যাহা চাবে দিব তাহা স্বরূপ বচন।
তোমার উপরে প্রীতি আমি সর্ব্বক্ষণ।।
এতেক বচন শুনি কহেন ভারতী।
নিবেদন শুন শুন ওহে পশুপতি।।
আমি তব গুণ সদা করিব কীর্ত্তন।
মাগি বর এই মাত্র ওহে ভগবান্।।
কিবা কাজ অন্য বরে ওহে পশুপতি।
এত বলি মৌন ভাব ধরেন ভারতী।।
এতেক বচন শুনি দেব ত্রিলোচন।
তথাস্তু বলিয়া বর করেন অর্পণ।।
লিঙ্গপূজা এইরূপে করিয়া সাধন।
ভারতী সহিতে যান যত দেবগণ।।
আনন্দে চলেন সবে অমর নগরে।
সবে তথা রহিলেন হরিষ অন্তরে।।

তুণ্ডিরে এতেক বলি বামদেব কয়।
শুনিলে অপূর্ব্ব কথা ওহে মহোদয়।।

ত্রিপুরাসুর কর্ত্তৃক দেবরাজ্য গ্রহণ

তুণ্ডি কহে বামদেবে ওহে মহাত্মন।
লিঙ্গের চরিত এই করিনু শ্রবণ।।
সুধাবাণী তব পুনঃ শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
নির্লেপ নির্গুণ ব্রহ্ম চিদানন্দময়।
সেই জন কিরূপেতে গুণবান হয়।।
কহ প্রভু এই কথা আমার গোচরে।
তত্ত্বজ্ঞান* শুনি আমি লভিব অন্তরে।।

---

* তত্ত্বজ্ঞান — জ্ঞান লাভের মধ্যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। যে জীবের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান নেই, সংসারের মধ্যে তিনি ভ্রান্ত। ভ্রান্তবশে জীব সংসারে আসে আর মায়ার চক্রান্তে পড়ে মিথ্যা কর্ম্মফল ভোগ করে।

অভিনয় মঞ্চ থেকে যেমন কুশীলবগণ অভিনয় করেন আর অভিনয় শেষে যে যার গৃহে ফিরে যান, তেমনি সংসারও এক অভিনয় মঞ্চ। এখানে এসে আমার আমার করে কেঁদে কেঁদে বৃথা সময় নষ্ট করি। কিন্তু স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ কারো আপন নয়। ছায়াবাজির মত অনিত্য সংসারে বৃথা মায়া-মমতায় দিন অতিবাহিত হয়। জলবিম্বের মত মানবের জীবন। নিঃশ্বাস-নৈরিশ্বাস। সবই ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে কোন কিছু দীর্ঘস্থায়ী নয়। সংসারে এসে আমরা যা কিছু করিনা কেন সবই বৃথা সবই নিষ্ফল। যদি ভগবৎ কৃপা না হয় তাহলে দুর্লভ মানব জন্মটাই বিফলে চলে যাবে। জীব একবার মরে গেলে কারো ক্ষমতা নেই পুনরায় বাঁচিয়ে দেওয়ার। কর্ম্মফল হিসাবে তাকে অন্য যোনিতে জন্ম নিতে হবে। প্রতিদিন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই কত লোক মরে যাচ্ছে। তথাপি আমরা আশাপথ চেয়ে চেয়ে বসে থাকি। শিশুকালে এবং যুবাকালে আমরা যেরূপ থাকি সেরূপ কিন্তু বৃদ্ধ কালে থাকতে পারি না। পূর্ব্বে জিহ্বায় যে আস্বাদ ভোগ করি পরে অর্থাৎ

এতেক বচন শুনি বামদেব কয়।
শুন শুন তুণ্ডি ঋষে তুমি মহোদয়।।
যেরূপ নির্গুণ ব্রহ্মা হন গুণবান্।
সেই কথা বলিতেছি শুন মতিমান।।
ত্রিপুর নামেতে দৈত্য ছিল পূর্ব্বকালে।
দুর্দ্ধর্ষ পরম সেই খ্যাত চরাচরে।।
উদয় অচল পূর্ব্বে করিয়া গমন।
সে দৈত্য পুষ্করে তপ করয়ে সাধন।।
ত্রিলোক্য বিজয় বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।
সেই দৈত্য দিবানিশি ঘোরতর করে।।

দুষ্কর তপস্যা তার করি দরশন।
পদ্মযোনি মনে মনে পুলকিত হন।।
আবির্ভূত হয়ে পরে কহেন দৈত্যেরে।
যাহা বাঞ্ছা বর মাগ তোমার অন্তরে।।
এতেক বচন শুনি দৈত্যবর কয়।
নিবেদন শুন শুন ওহে মহোদয়।।
কেবা দৈত্য কেবা দেব কেবা অন্যজন।
আমার সমান কেহ না হবে কখন।।
একবাণে ত্রিলোক যে ভেদিতে পারিবে।
সেইজন মম প্রাণ সংহার করিবে।।
চাহি আমি এই বর ওহে ভগবন্।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা তিরোহিত হন।।
দৈত্য ব্রহ্মার বরেতে বাড়িয়া উঠিল।
ইন্দ্রকে জিনিয়া রাজ্য হরিয়া লইল।।
সবে পরাজয় হয় দানব গোচরে।
দৌরাত্ম্য করয়ে দৈত্য ভুবন ভিতরে।।
তাহা দেখি ইন্দ্র আদি যত দেবগণ।
জনার্দ্দনে পুরোগামী করিয়া তখন।।
সত্যলোকে উপনীত হইয়া সকলে।
স্তব করে পিতামহে একান্ত অন্তরে।।
প্রজাপতি তব পদে করি নমস্কার।
নাশ কর তব প্রজা দৈত্য দুরাচার।।
আমাদের স্বর্গ হতে দিয়াছে তাড়ায়ে।
মোরা ভ্রমি ধরাতলে বিকল-হৃদয়ে।।
বানর সমান মোরা করি বিচরণ।
তোমার আশ্রয়ে এবে লইনু শরণ।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোনি।
দেখিলেন পুরোভাগে বিষ্ণু চিন্তামণি।।
দেখি তাহা পদ্মযোনি কহেন তখন।
ক্ষমাকর অপরাধ ওহে নারায়ণ।।
মগ্ন ছিনু ধ্যানযোগে একান্ত অন্তরে।
অন্তর মগন মন তব পাদোপরে।।
কোটি কোটি বিশ্বশোভে হৃদয়ে তোমার।
ত্রিলোক ব্যাপিয়া তুমি রহ গুণাধার।।

বৃদ্ধকালে সে আস্বাদ থেকে সবাই বিরত থাকে। কিশোর বয়সে যে ভার্য্যা সুখদান করে, বৃদ্ধ বয়সে তা আর থাকে না। কিশোর বয়সে ইন্দ্রিয় সতেজ ও প্রবল থাকে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তা থাকে না। তখন চিন্তা করলে মৃত্যুবৎ মনে হয়। লোভের বসে মানুষ ঈশ্বর চিন্তা ভুলে গিয়ে কেবল কষ্ট করে অর্থ আহরণ করে। সে কিন্তু বোঝে না শেষকালে দেহ নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সব বৃথা হয়ে যায়। কার ভাগ্যগুণে কে অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করে বোঝা যায় না। আবার কোন কোন আদর্শ বুদ্ধিমান মানুষ অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। মরণ ব্যতীত কোন মানুষের আশার নিবৃত্তি ঘটে না। আশা হল বিশাল ভ্রম। আশা কুহকিনীর ষড়যন্ত্রে পড়ে মানুষ ধ্বংস হয়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা ব্যতীত জীবের আর কোন শান্তির পথ নেই। যিনি দিনরাত্রি নানা কাজের মধ্যে ও ভগবানের নাম গুণকীর্ত্তনে আত্ম নিয়োগ করতে চেষ্টা করেন তিনি উত্তম ও সুকৃতি লাভের ফলে আনন্দ ধামে যাত্রা করেন।
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে তবে আমরা সাধের মানব জন্ম লাভ করেছি। সুতরাং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ কোনদিন এত কষ্টার্জ্জিত সাধের মানব জন্ম হেলায় অতিবাহিত করে না। উপযুক্ত কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।
কুকুর, ছাগল, গরু, বিড়াল আহার-বিহার-নিদ্রা সব কিছুই করে। মানুষ যদি একই কাজ করে জীবন কাটায় তাহলে মানুষ আর পশুর পার্থক্য কোথায়। সুতরাং ভগবান তাঁর স্নেহপরবশতঃ তাঁর নিজের রূপে মানুষকে সৃষ্টি করে উপযুক্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেছেন। তাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন করে মনুষ্য জন্মকে সার্থক করা। সুতরাং ধর্ম্ম হীন মানুষ মাত্রে পশুর সমান।

তব পাদপদ্ম জলে পবিত্র অবনী।
বলিরে করেছ ধ্বংস তুমি চিন্তামণি।।
নৃসিংহ রূপেতে তুমি নখর প্রহারে।
করিয়াছিলে নিধন দানব প্রবরে।।
এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ।
সত্য বটে বহু দৈত্য করেছি নিধন।।
করেছি প্রেরণ আমি বলিরে পাতালে।
তা হতে অধিক কিন্তু জানিবে ত্রিপুরে।।
তোমার বরেতে সেই দানব প্রবর।
বিজয়ী হইয়া আছে ত্রিলোক ভিতর।।
ইন্দ্রদেবে পরাজয় করি দৈত্যাধম।
বজ্র আর ঐরাবতে করেছে হরণ।।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বরাজে লইয়াছে হরে।
নন্দন কানন সেই এবে ভোগ করে।।
সে পতিব্রতা শচীরে করেছে হরণ।
সূচ্যগ্র স্থান ইন্দ্রকে না দেয় অধম।।
ধরা হতে ইন্দ্রশব্দ করেছে বিলোপ।
দেবরাজ প্রতি তার এতদূর কোপ।।
লয়েছে মহিষ দণ্ড যমেরে হরিয়ে।
বরুণের পাশ অস্ত্র সানন্দ হৃদয়ে।।
সূর্য্যের চক্রের গতি রুধিয়াছে বলে।
নাহি যেতে দেবগণ পারে সুরপুরে।।
ইন্দ্র আদি সবে গিয়া ক্ষীরোদ সাগরে।
আমারে করিল স্তব সরল অন্তরে।।
ইহাদের রক্ষা হেতু হইয়া সদয়।
চক্রহস্তে গিয়াছিনু ওহে দয়াময়।।
দেখিয়া দৈত্য মোরে অতি রোষ ভরে।
নিক্ষেপিল বজ্রঅস্ত্র মম বক্ষোপরে।।
সুদর্শন ক্রোধভরে করিনু ক্ষেপণ।
দৈত্যহৃদে চক্র গিয়া হয় নিপতন।।
সেই চক্র নিজ হস্তে ধরে দৈত্যবর।
সুদর্শন গেছে মম ওহে পদ্মাকর।।
তারপর মহা-অস্ত্র করিয়া ক্ষেপণ।
ক্ষীরোদ সাগর দৈত্য করিল শোষণ।।
কল্পদ্রুম সব ভগ্ন করে রোষভরে।
সুরভি লইয়া সেই গেল মহাবলে।।
কিবা উপায় এখন করি পদ্মাসন।
ত্রিলোক ব্যাপিয়া আছে সেই দৈত্যাধম।।
যেখানে যেখানে আমি করি হে গমন।
সেই দুষ্টে সেইখানে করি দরশন।।
লয়েছে সকল অস্ত্র সেই দুরমতি।
গরুড় বাহন মাত্র আছে মহামতি।।
লক্ষ্মীদেবী আছে আরো আমার গোচরে।
নাহি কিছু আর মম জানিবে অন্তরে।।
এতেক বিষ্ণুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মার হৃদয় হয় কম্পিত তখন।।
বিষণ্ণ বদনে পড়ে গরুড় বাহনে।
কহিলেন শুন শুন কহি তব স্থানে।।
সবার ঈশ্বর তুমি ওহে ভগবন।
আমি তব পাশে দণ্ড হয়েছি এখন।।
ভয়েতে ব্যাকুল মম হতেছে হৃদয়।
কাঁপিছে আসন মম দেখ মহোদয়।।
এইরূপে কথাবার্ত্তা হয় বিষ্ণু-সনে।
ত্রিপুর-দৈত্য সহসা আসিল সেখানে।।
ব্রহ্মার কমলাসন করিতে হরণ।
দৈত্যবর মহাবেগে করে আগমন।।
তাহা দেখি দেবগণ বিহ্বল হইয়ে।
যেই দিকে যায় চক্ষু চলিল পলায়ে।।
তাহা দেখি বিষ্ণু কহে যত দেবগণে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাহা কহি শুনহ শ্রবণে।।
বিষ্ণুর এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভয়েতে সকলে তার লভিল শরণ।।
পদ্মাসনে বিষ্ণু কহে ওহে পদ্মাকর।
এই দেখ দেবগণ ভয়েতে কাতর।।
বল কি হবে উপায় ওহে পদ্মাসন।
কোথায় থাকিবে বল যত দেবগণ।।
বিধি কহে এত শুনি শুনহ মুরারি।
মোরা যাই চল চল হিমগিরি পরি।।

শঙ্করেরে তথা গিয়া তুষিব যতনে।
করিবে উপায় প্রভু ভাবিয়াছি মনে।।
এতবলি দেবগণে সঙ্গেতে লইয়ে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দোঁহে যান গিরি হিমালয়ে।।
তথায় সবে সুখেতে সতত বিহরে।
ধাতু শোভে নানা বর্ণ গিরি-শৃঙ্গ পরে।।
পুষ্প ফলে অবনত কত তরুবর।
নিরন্তর শোভা পায় পর্ব্বত উপর।।
কোকিলেরা বসি শাখে পুলকে মগন।
সদারবে কুহু কুহু করিছে কূজন।।
তর তর রবে বহে গঙ্গা সুরধনী।
ভাসিয়া চলিছে পদ্ম কত বল গণি।।
গিরিশোভা এইরূপে করি দরশন।
মগন হন পুলকে যত দেবগণ।।
দেবগণ মনে মনে এই চিন্তা করে।
মঙ্গল হবে অবশ্য মহেশের বরে।।
মঙ্গল করিবে সেই দেব পঞ্চানন।
ভুবনে বিদিত যিনি মঙ্গল কারণ।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে তাহার হয় দিব্যতত্ত্বজ্ঞান।।
ভবপারে তরিবারে ইচ্ছা যেই করে।
পড়িবে শুনিবে ইহা একান্ত অন্তরে।।
তাই বলে কবিবর ওরে মূঢ়মন।
একান্ত অন্তরে ভাব শিবের চরণ।।

উপমন্যু ঋষির কথা

সনৎ-কুমার কহে শুন মুনিগণ।
গিরি হিমালয় কথা করিলে শ্রবণ।।
বামদেব তারপর সম্বোধি তুণ্ডিরে।
ধীরে ধীরে বলিলেন সুমধুর স্বরে।।
ওহে ঋষিগণ শুন অপূর্ব্ব ঘটন।
তারপর ঘটে যাহা করিব বর্ণন।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজন দেবগণ সনে।
হিমালয়-সুখাগারে গিয়া ফুল্ল মনে।।
পূর্ব্বমুখে বসিলেন যত দেবগণ।
তাঁদের সহিত মিলি ব্রহ্মা নারায়ণ।।
হৃদিমাঝে চিন্তা করে দেবদেব হরে।
তথা ঋষি উপমন্যু আসে হেনকালে।।
মহাতেজা মহাযশা সেই মুনিবর।
প্রদীপ্ত অনল সম যেন কলেবর।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে করি দরশন।
ঋষি অবনত শিরে করিল বন্দন।।
কহে করযোড়ে মম জনম সফল।
এতদিনে হলো মম শিবপূজা ফল।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে প্রত্যক্ষ নয়নে।
আজি হেরিতেছি ধন্য আমার জীবনে।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ সদাসর্ব্বক্ষণ।
নয়নে দর্শন করে শ্রীমধুসূদন।।
অতএব ধন্য সব দেবতা সকলে।
আমি ধন্য আসি আজি সবার গোচরে।।
শুনহ গরুড় তুমি আমার বচন।
তব সম ধন্য বল আছে কোন জন।।
স্কন্ধেতে বহন সদা করিছ হরিরে।
ধন্য ধন্য হংসে তুমি বহিছ বিধিরে।।
কত কথা এইরূপে কহে তপোধন।
কহে সম্বোধি ঋষিরে বিধাতা যখন।।
উপমন্যো মহাভাগ তোমার সমান।
ধরাধামে কোন জন নাহি বিদ্যমান।।
জিজ্ঞাসি তোমা এখন কহ তপোধন।
প্রসন্ন হবে কিরূপে দেব পঞ্চানন।।
এত শুনি উপমন্যু কহে ধীরে ধীরে।
জিজ্ঞাসা করেছ প্রশ্ন দুরূহ আমারে।।

নির্লিপ্ত নির্গুণ সেই সাক্ষাৎ শঙ্কর।
বিগ্রহবিহীন তিনি খ্যাত চরাচর।।
সাধারণে কিরূপে জানিবে তাঁহারে।
সজ্জনের গতি তিনি ভব পারাবারে।।
পিতামহ শুন শুন আমার বচন।
শিব এই শব্দ মাত্র করি উচ্চারণ।।
কোন পথে গেলে তিনি প্রসন্ন যে হন।
কিরূপে বলিব তাহা হে চতুরানন।।
সেসব কিছুই নাহি জানিগো অন্তরে।
একমাত্র জানি শিব এ দুই অক্ষরে।।
এতেক বচন শুনি বিরিঞ্চি তখন।
দেবগণে সম্বোধিয়া কহেন বচন।।
দেবগণ শুন শুন একান্ত অন্তরে।
শিবতুল্য উপমন্যু এ ভব সংসারে।।
ইহারে মোরা যখন করিনু দর্শন।
দর্শন প্রসাদে পাব শিবের দর্শন।।
বিধি হয়ে আমি নাহি শিবতত্ত্ব জানি।
অন্যে পরে কিবা কথা বল দেখি শুনি।।
বিরূপাক্ষে এবে আমি করিব স্তবন।
প্রসন্ন অবশ্য তাহে হবে ত্রিনয়ন।।
এত বলি কহে ব্রহ্মা কোথায় ঈশ্বর।
সহস্র-মস্তক তুমি পুরুষ প্রবর।।
সহস্র লোচন তব সহস্র চরণ।
জগতে কেবল তুমি মঙ্গল কারণ।।
বিরাট পুরুষ তুমি খ্যাত চরাচরে।
তোমা হতে জন্ম তাঁর জানিগো অন্তরে।।
তোমার বদন হতে জন্মেছে দ্বিজাতি।
বাহুযুগ্মে জন্মে ক্ষত্র ওহে পশুপতি।।
বৈশ্যগণ উরু হতে লভয়ে জনম।
পদদ্বয় হতে হয় শূদ্র উৎপাদন।।
চন্দ্রমা মানস হতে জনমে তোমার।
চক্ষু হতে জন্মে দিনমণি গুণাধার।।
বায়ুদেব শ্রোত্র হতে লভেন জনম।
নখ হতে জন্মিয়াছে জ্বলন্ত দহন।।
অন্তরীক্ষ জন্মিয়াছে নাভিদেশ হতে।
শীর্ষ হতে দিব্যলোক বিদিত জগতে।।
এইরূপে পদ্মাসন করিয়া স্তবন।
মৌনভাব তথা ধরি করেন চিন্তন।।
বেদবাক্য তারপর করি উচ্চারণ।
পাঠ করে শিবস্তব দেব নারায়ণ।।
ব্রহ্মাণ্যস্বরূপ তুমি ওহে ভগবান্।
তোমার উদ্দেশ্যে করি সতত প্রণাম।।
গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী তুমি মহাত্মন্।
সদা প্রভু বিশ্বহিত করিছ সাধন।।
শোভিতেছে শশীকলা তব শিরোপরে।
নমস্কার করি তব শ্রীচরণোপরে।।
নির্গুণ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম যিনি।
নির্লেপ ও নিরাভাস যিনি শূলপাণি।।
প্রণাম করি তাঁহারে একান্ত অন্তরে।
প্রসন্ন হউন তিনি আমা সবা পরে।।
স্তব করে এই রূপে দেব নারায়ণ।
মৌনভাবে মহেশেরে করেন চিন্তন।।
এদিকে প্রসন্ন হয়ে দেব মহেশ্বর।
অদৃশ্যভাবেতে থাকি গগন উপর।।
দেববাণীচ্ছলে কহে শুন পদ্মাসন।
দেবগণ শুন শুন আমার বচন।।
এখানে এসেছ সবে কিসের কারণে।
বল বল শীঘ্র করি আমার সদনে।।
বিবাদ অন্তর মাঝে না রাখ কখন।
আগমন হেতু সবে বলহ এখন।।
দৈববাণী এই রূপে শুনিয়া শ্রবণে।
দেবগণ হইলেন সবিস্ময় মনে।।
কহে সবে পরস্পর একি বা ঘটন।
শূন্য পরে দৈববাণী করে কোনজন।।
কিরূপে দেখিব তারে ভাবিয়া না পাই।
চিন্তায় চিন্তায় মোরা ব্যাকুলিত হই।।
চিন্তা করি এই রূপ কহে দেবগণ।
কোথায় রয়েছ প্রভু গুহে ভগবন।।

এই হেতু তব পায়ে লয়েছি শরণ।
ত্রিপুর হস্তেতে রক্ষা কর ভগবন।।
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অদৃশ্যরূপেতে থাকি কহে পঞ্চানন।।
দেবগণ শুন শুন আমার বচন।
সেজন কহে কি কথা ওহে দেবগণ।।
কি কারণে তারে বর দেন পদ্মযোনি।
সেই সব ত্বরা করি বল দেখি শুনি।।
এত শুনি ব্রহ্মা কহে ওহে ভগবন্।
গগন মূরতি তোমা করিগো বন্দন।।
পরমাত্মরূপী তুমি সর্ব্বভূতাত্মন।
ভূত ভব্য ভর প্রভু অখিল কারণ।।
ত্রিপুর-বৃত্তান্ত বলি শুনহ শ্রবণে।
মধ্যাহ্ন সময়ে সেই দুরাত্মা জনমে।।
জনমিয়া তিনলোকে আধিপত্য চায়।
এতশুনি মিষ্টভাষে কহিলাম তায়।।
তপস্যাতে মনোরথ সম্পাদিত হয়।
নতুবা অধমা গতি জানিবে নিশ্চয়।।
তাহার নিকটে আমি করিয়া গমন।
'বরমাগি' বলি কহি মধুর বচন।।
কল্যান হউক তব ওহে দৈত্যবর।
মনের বাসনা কিবা বলহ সত্বর।।
এত শুনি দৈত্যবর কহিল তখন।
অত্যুত্তম বর দেহ ওহে ভগবন্।।
ত্রিলোক বিজয়ী প্রভু আমি যেন হই।
আরো এক কথা বলি শুনহ গোঁসাই।।
একবাণ ক্ষেপ করি যেই কোন জন।
ত্রিলোক করিবে ভেদ ওহে ভগবন।।
আমি যাব তার হাতে শমন আগারে।
এই বর দেহ প্রভু কৃপা দৃষ্টি করে।।
তথাস্তু বলিয়া বর করিয়া অর্পণ।
আপন ভবনে ফিরি করিনু গমন।।
মম বরে অহঙ্কৃত হয়ে দৈত্যবর।
দেবগণে জয় করে অতীব সত্বর।।

নারায়ণে পরাজয় করে দুরাত্মন্।
হরিয়া লয়েছে দুষ্ট আমার আসন।।
এহেতু শরণাগত তোমার চরণে।
আমাদের গতি হও কৃপা বিতরণে।।
ত্রিপুর নিধন করি ওহে ভগবন।
দয়াময় রক্ষা কর এতিন ভুবন।।
দেবগণে পরিত্রাণ করিবার তরে।
তুমি হও অবতার কৃপা দৃষ্টি করে।।
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
গগনে থাকিয়া কহে কাম নিসূদন।।
মম বাক্য শুন শুন ওহে পদ্মাকর।
আমার বচন শুন দেবতা নিকর।।
হৃষীকেশ মন দিয়া করহ শ্রবণ।
রৌদ্রকার্য্য হেতু মোরে করিছ যাচন।।
এ হেতু রুদ্রাংশে আমি তোমা সবাকার।
সাধ্যমতে সম্পাদিব যত উপকার।।
তোমা সবে ধ্যাননিষ্ঠ হওহে এখন।
আমার স্বরূপ সবে করাব দর্শন।।
যোগীর দুর্ল্লভ রূপ জানিবে অন্তরে।
এত বলি মহেশ্বর মৌনভাব ধরে।।
এতেক বচন শুনি যত দেবগণ।
ধ্যানযোগে অবিলম্বে হন নিমগন।।
ধ্যানযোগে দেখে সবে রূপ মনোহর।
বিশুদ্ধ স্ফটিক সম শুভ্র কলেবর।।
বিনাশিব একবাণে ত্রিপুর অসুরে।
শুন ব্রহ্মা শুন বিষ্ণু কহি সবাকারে।।
অবিলম্বে সবে কর যুদ্ধ আয়োজন।
যুদ্ধে নিমগন হব ওহে দেবগণ।।
এত বলি দেবগণে দেব মহেশ্বর।
অবিলম্বে সবাকার হন অগোচর।।
রোধ করি কৃতকৃত্য আপন অন্তরে।
মনে মনে দেবগণ সুখ লাভ করে।।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি বিমোহন।
শুনিলে তাহার হয় পাতক নাশন।।

শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর বধ

শুন শুন ধর্ম্মকথা বসিয়া নিকটে।
তারপর প্রকাশিব কি ঘটনা ঘটে।।
কহে শুন বামদেব ওহে মহাত্মন্।
এইরূপে মহাদেব করিলে গমন।।
উপেন্দ্রাদি দেবগণ মিলিয়া সকলে।
ত্রিপুর বধের জন্য আয়োজন করে।।
পৃথিবীকে করিল যে মোহন স্যন্দন।
চন্দ্র সূর্য্য চক্র করে যত দেবগণ।।
বাহন করিলে পরে বেদ চতুষ্টয়ে।
সারথি হলেন ব্রহ্মা পুলক হৃদয়ে।।
দিব্য শররূপী হন দেব নারায়ণ।
এইরূপে হয় রথ অতি মনোরম।।
ওহে প্রভু দিগম্বর তুমি মহেশ্বর।
মোরা হই রথ অঙ্গ দেবতা নিকর।।
দারুণ ত্রিপুর হতে করহ রক্ষণ।
ত্রাণ কর চরাচর ওহে ভগবন্।।
তুমি সাক্ষী ভগবান এই চরাচরে।
কার্য্যকারণের কর্ত্তা জানিগো তোমারে।।
এইরূপে দেবগণ স্তুতি বাক্য কয়।
দুন্দুভির মহাশব্দ হেনকালে হয়।।
বীণাবেণু পণবাদি বাজে ঘন ঘন।
কাংস্য শঙ্খ কত বাজে কে করে গণন।।
পুষ্পবৃষ্টি ঘন ঘন হয়ে শূন্যোপরে।
জয় শব্দ উঠে কত হৃদয় শিহরে।।
এই সব দেবগণ করিয়া শ্রবণ।
ঘন ঘন উৰ্দ্ধমুখে করেন দর্শন।।
দেখিলেন ভগবান বিধি দিগম্বর।
রণবেশে আসিছেন লয়ে অনুচর।।
সহস্র আদিত্য সম কিরণ তাঁহার।
বাহুদণ্ডে ব্যাপি আছে জগত সংসার।।
শোভা পায় চিতা ভস্ম দিব্যকলেবরে।
গজাজিন উত্তরীয় শোভিত শরীরে।।
শোভা পায় মুণ্ডমালা অতি বিমোহন।
ভুমি যেন পদাঘাতে হয় বিদারণ।।
নাগ আভরণে দেহ হতেছে শোভন।
নীলবর্ণ কণ্ঠ তাহে অতি বিমোহন।।
এইরূপ দিব্য শোভা করি দরশন।
ব্রহ্মাআদি দেবগণ হরিষে মগন।।
দেবগণে নিরখিয়া দেব মহেশ্বর।
শুন শুন বলিলেন অমর নিকর।।
শঙ্কর বলিয়া মোরে জানিবে অন্তরে।
নাহি ভয় নাহি ভয় কহিনু সবারে।।
রৌদ্রকর্ম্মে মোরে সবে করেছে বরণ।
রুদ্রংশে এ দেহ তাই করেছি ধারণ।।
বিনাশিব একবাণে ত্রিপুরেরে আমি।
ভয় কেন কর তবে বল দেখি শুনি।।
তোমাদিগে স্বীয়পদ করিব অর্পণ।
ভয় নাহি নাহি ভয় ওহে দেবগণ।।
করযোড়ে কহে পরে শশাঙ্ক শেখরে।
তুমি দেব গতিমাত্র ভব পারাবারে।।
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে মগন হন দেব পঞ্চানন।।
ব্রহ্মারে সারথি পরে করি দরশন।
পৃথিবীরে রথরূপী দেখিয়া তখন।।
কহিলেন মহেশ্বরে শুন দেবগণ।
পদাঘাতে মম পৃথ্বী না রবে এখন।।
ক্ষয় হবে বসুমতী নাহিক সংশয়।
বহিবে কিরূপে মোরে দেবতা নিচয়।।
এতবলি পদার্পণ করে রথোপরে।
পৃথ্বীসহ রথ যায় পাতাল নগরে।।

তাহা দেখি পদাঙ্গুষ্ঠে সেই রথ ধরি।
মন্ত্রপূত করিলেন ভবের কাণ্ডারী।।
তাহার উপরে তখন করি আরোহণ।
করতলে শরাসন করেন গ্রহণ।।
মৌর্ব্বী আরোপণ তাহে যেমন করিল।
বাহু বলে ছিন্ন হয়ে অমনি পড়িল।।
তাহা দেখি মহেশ্বর সহাস্য বদন।
পাশুপত মন্ত্র মুখে করে উচ্চারণ।।
তখন ব্রহ্মারে কহে দেব পঞ্চানন।
ত্বরিতে চালাও তবে যতেক বাহন।।
শিবের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
কত চেষ্টা করে ব্রহ্মা রথের চালনে।।
কিছুতেই রথ নাহি চলিল তখন।
দেখি তাহা অধোমুখে রহে পদ্মাসন।।
হাস্যমুখে তাহা দেখি দেব দিগম্বর।
পদহস্তে স্পর্শ করে ব্রহ্মা শিরোপর।।
তাহে মহাবল ধরে দেব পদ্মযোনি।
বাহন চালাতে থাকে হয়ে দণ্ডপানি।।
এই রূপে রথে চলে দেব দিগম্বর।
দুর হতে হেরে তাহা দানব প্রবর।।
শোন্ শোন্ ওরে মূঢ় তুই কোন জন।
গমন করিস কোথা বলরে এখন।।
এসেছিস কোথা হতে আমার গোচরে।
ত্রিলোক বিজয়ী আমি জাননা অন্তরে।।
আমার শরণ শীঘ্র করহ গ্রহণ।
নৈলে পরিত্রাণ তোর নাহি কদাচন।।
এতেক বচন শুনি কহেন শঙ্কর।
শোন ওরে দুরাত্মন দানব প্রবর।।
তোমার নিধন হেতু আমি পঞ্চানন।
আসিয়াছি এইখানে লয়ে দেবগণ।।
দেবগণে শান্তিদান করিবার তরে।
ওরে দৈত্য আসিয়াছি তোমার গোচরে।।
এতেক বচন শুনি ত্রিপুর তখন।
রোষ ভরে কহে শুন ওহে পঞ্চানন।।
করিয়াছি পরাজয় দেব নারায়ণে।
জিনিয়াছি ইন্দ্রে চন্দ্র যম হুতাশনে।।
কুবের বরুণ সূর্য্য আমার গোচর।
কোথায় হারিয়া গেছে শুনহ শঙ্কর।।
কেবা আছে হেন জন ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে।
আমারে সমরে বল বিনাশিতে পারে।।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আমি করি অবস্থান।
স্থির হও মূঢ়মতে নাহি পরিত্রাণ।।
দৈত্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হাস্য করি মহেশ্বর কহেন তখন।।
বিষ্ণু নহি ইন্দ্র নহি অগ্নি নহি আমি।
কুবের বরুণ নহি নহি দিনমণি।।
না ভাব আমারে তুমি দেব শশধর।
কৃতান্ত তোমার আমি ওহে দৈত্যবর।।
অদ্যই তোমারে আমি করিব ভক্ষণ।
গ্রাস করি বিনাশিব এ তিন ভুবন।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দৈত্যবর ক্রুদ্ধ হয়ে ধরে শরাসন।।
সহস্র সহস্র শর করিয়া যোজন।
একেবারে শিবোপরি করে নিক্ষেপণ।।
শিবতেজে শর সব ভস্মীভূত হয়।
দৈত্যহৃদে তাহা দেখি লাগিল বিস্ময়।।
মহেশ্বরে তারপর বধিবার তরে।
বজ্র অস্ত্র লয় দৈত্য আপনার করে।।
মহাবেগে বজ্র অস্ত্র করিল গমন।
শঙ্কর পদেতে গিয়া হয় নিপতন।।
ভক্তিভরে প্রণমিয়া শিবের চরণে।
বিবর্ত্তিত হয় পরে কৃতকৃতা মনে।।
দৈত্যবর তাহা দেখি রোষেতে মগন।
পুনরায় সুদর্শন করেন গ্রহণ।।
দক্ষ করে সুদর্শন লয়ে ক্রোধভরে।
উদ্যত হইল দৈত্য শিবে বধিবারে।।
তাহা দেখি পরমাত্মা কহেন তখন।
মূঢ়মতে স্থির হও শুনহ এখন।।

তোমার নিকটে দেখ কৃতান্ত নগরী।
বল দেখি কোথা রবে তব এই পুরী।।
এতেক বচন শুনি কহে দৈত্যবর।
বাতুল সমান কথা কহিছ শঙ্কর।।
গৌরীপতি পদে নতি করি ভক্তিভরে।
তিরোহিত হয় চক্র সবার গোচরে।।
তাহা দেখি ক্রোধে দৈত্য হয় নিমগন।
কোটি সূর্য্য সম শূল করিল গ্রহণ।।
মহাবেগে নিক্ষেপিল শিবের উপরে।
শিবতেজে সেই শূল ভস্ম হয়ে পড়ে।।
তোমা সহ সর্ব্ব বিশ্ব ভস্মীভূত হবে।
আমার শক্তি তবে জানিতে পারিবে।।
এতবলি পিতামহে করি সম্বোধন।
মিষ্ট ভাসে কহে হে দেব পঞ্চানন।।
বেদধ্বনি কর তুমি হরষিত মনে।
শীঘ্র চালাও বাহন বিহিত বিধানে।।
শিবের আদেশ পেয়ে দেব পদ্মাসন।
পরম আনন্দ নীরে হন নিমগন।।
সামবেদ উচ্চারণ করিয়া বদনে।
চালালেন বেগগামী যতেক বাহনে।।
বাম করে রজ্জু তিনি করিয়া ধারণ।
দক্ষহস্তে যষ্ঠী লয়ে করেন চালন।।
রথের ঘর্ঘর শব্দ উঠিয়া গগনে।
প্রতিনিনাদিত করে এতিন ভুবনে।।
জ্যা-শব্দ শ্রবণ করি দানব প্রবর।
মোহিত হইয়া হয় বিস্মিত অন্তর।।
তারপর মহেশ্বর যত দেবগণে।
শুনশুন বলিলেন ঐকান্তিক মনে।।
আমারে স্মরণ কর হৃদয় মাঝারে।
একবাণে ত্রিভুবন নাশিব অচিরে।।
শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
শিব পাশে দেবগণ করে আগমন।।
শরণ লয়ে শিবের একান্ত অন্তরে।
শিব নাম হৃদিমাঝে অনুক্ষণ স্মরে।।

দেবগণ মনে মনে বলিল তখন।
শিবময় মোরা সবে হই সর্ব্বক্ষণ।।
শম্ভুময় মোরা সবে এভব সংসারে।
শম্ভুনামে তরি সব ভব পারাবারে।।
এইরূপে দেবগণে করিয়া স্থাপন।
শরাসনে শর শিব করেন যোজন।।
সপ্তশীর্ষ সেই শর ভীষণ আকার।
মহাতেজে ব্যাপি উঠে জগত-সংসার।।
সাক্ষাৎ বিষ্ণুর সম সেই শরবর।
প্রলয় অনল সেথা জ্বলে নিরন্তর।।
নিক্ষেপিল সেই শর দেব পঞ্চানন।
দেখিতে দেখিতে শর উঠিল গগন।।
ভূলোক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সবারে।
সেই শর দগ্ধীভূত অবিলম্বে করে।।
তারপর দৈত্যদেহে হয় নিপতন।
গুহ্যদেশে প্রবেশিল সে শর তখন।।
শিরোদেশ হতে পরে বাহির হইল।
দৈত্যবর ধরাপৃষ্ঠে অমনি পড়িল।।
অঞ্জন পর্ব্বত সম পড়িল ভূতলে।
ঘন ঘন দৈত্যগণ হাহাকার করে।।
তারপর পদ্মাসন হরিষে মগন।
অমৃত কুণ্ডের জল করেন ক্ষেপণ।।
সেই জল চারিদিকে হয় নিপতন।
পূর্ব্ববৎ সর্ব্ববিশ্ব হইল সৃজন।।
স্বর্গেতে দুন্দুভি ধ্বনি ঘন ঘন হয়।
নিপতিত হয় কত কুসুম নিচয়।।
শিবের অপূর্ব্ব লীলা কে বুঝিতে পারে।
বুঝিলে সে জন তরে ভব পারাবারে।।

শ্রীহরি কর্তৃক শিবকে বৃষ প্রদান

বামদেব মুখে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
জিজ্ঞাসিল মুনিবর বৃষের কাহিনী।।
কেমন শিবের নৃত্য ত্রিপুর বক্ষেতে।
বিবরিয়া কহ তাহা বাসনা শুনিতে।।
বামদেব কহে শুন ওহে মুনিবর।
অপূর্ব্ব ঘটনা যাহা ঘটে তারপর।।
ত্রিপুর পতিত হয় ধরণী উপরে।
অঞ্জন অচল সম কিবা শোভা ধরে।।
আনন্দে করে নৃত্য দেব পঞ্চানন।
ঘন ঘন নৃত্য করে যত দেবগণ।।
মৃদঙ্গ বাদন করে দেব পদ্মযোনি।
কাংস্য তাল করে বাদ্য বিষ্ণু চিন্তামণি।।
মঘমা দুন্দুভিধ্বনি করে ঘন ঘন।
বরুণ লইয়া শঙ্খ করেন বাদন।।
বীণাযন্ত্র বাদ্য করে দেব ঋষিবর।
গন্ধর্ব্বগণেরা গীত করে নিরন্তর।।
সুস্বরে সংগীত করে সুমতি পবন।
সামবেদ গান করে যত ঋষিগণ।।
ঋষিগণ স্তব করে দেব মহেশ্বরে।
অযুত বরষ যায় এহেন প্রকারে।।
নৃত্য করে এইরূপে দেব ত্রিলোচন।
নিস্তেজ হইল গ্রহ নক্ষত্রাদি গণ।।
নিস্পন্দ সমান হয় দেবতা নিকর।
পৃথিবী চলিল যেন রসাতল পর।।
তাহা দেখি দেবগণ করি সম্বোধন।
বিনয় বচনে কহে ব্রহ্মারে তখন।।
চক্ষে দরশন কর ওহে পদ্মযোনি।
রসাতলগত ক্রমে হতেছে অবনী।।
কোটি কোটি বিশ্ব করে যেজন ধারণ।
রথে আছে সেই শিব করি আরোহণ।।
আমরা তাঁহারে আর বহিবারে নারি।
উপায় তাহার তুমি কর শীঘ্র করি।।
কোন জন শিবনৃত্য করিবে ভঞ্জন।
মেদিনীরে সংস্থাপিত করে কোন জন।।
দেবতাগণের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শিবস্তব পাঠ করে দেব পদ্মাসন।।
দেবগণ সহ মিলি একান্ত অন্তরে।
শিবেরে সম্বোধি স্তব করে ভক্তিভরে।।
নমো নমঃ সর্ব্বেশ্বর জগতের পতি।
শিরোপরি হংসরূপী অগতির গতি।।
করহ বিরাজ তুমি সবার অন্তরে।
তুমি সর্ব্বসাক্ষী দেব এই চরাচরে।।
তুমি সকলের পিতা নাহিক সংশয়।
নমস্তে পরম ঈশ ওহে দয়াময়।।
শরণ লয়েছে তব যত দেবগণ।
কৃপাকরি সবাকারে করহ রক্ষণ।।
স্তব করে এইরূপে যত দেবগণ।
স্তবে তুষ্টে হয়ে শিব কহেন তখন।।
দেবগণ শুনশুন বচন আমার।
ত্রিপুর অসুর এই অতি দুরাচার।।
সমস্ত জগৎ ধ্বংস করেছে দুর্জ্জন।
হরিয়াছে বজ্র আর চক্র সুদর্শন।।
উচ্চৈঃশ্রবা হরিয়াছে এই দুষ্টমতি।
ব্রহ্মার আসন হরে এই মূঢ়মতি।।
এত বলি রোষভরে দেব পঞ্চানন।
ত্রিপুরের বক্ষঃস্থলে করি আরোহণ।।
পুনশ্চ নাচিতে থাকে আনন্দের ভরে।
কক্ষবাদ্য গালবাদ্য ঘন ঘন করে।।
তাহা দেখি ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ।
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে কাঁপে ঘন ঘন।।
ভাবে মনে মনে সবে হইয়া বিস্ময়।
ভাগ্যদোষে ঘটে বুঝি অকালে প্রলয়।।
বিষণ্ণ বদন হেরি যত দেবগণে।
পঞ্চানন বলিলেন মধুর ভাষণে।।
বিষণ্ণ বদনে কেন ওহে দেবগণ।
আনন্দে সকলে বাদ্য করহ বাদন।।

দেবগণ শুন শুন বচন আমার।
নৃত্য করি হয় মম আনন্দ সঞ্চার।।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পেয়ে যত দেবগণ।
তাঁর প্রীতি হেতু বাদ্য করে ঘন ঘন।।
তাঁহাদের বাদ্যগীত করিয়া শ্রবণ।
পুলকে পূরিত হয় মহেশের মন।।
বিষ্ণুর নিকটে গিয়া লভিল শরণ।
কহে বিষ্ণো তব পদে করিগো বন্দন।।
জগত পালনে তুমি সদা তৎপর।
মোরে রক্ষা কর তুমি ওহে গদাধর।।
ধরিত্রী বাক্য এতেক করিয়া শ্রবণ।
মহামায়া-স্তব করে দেব নারায়ণ।।
ক্রোধানলে জ্বলিতেছে দেব পঞ্চানন।
শান্ত কর স্থির কর এতিন ভুবন।।
জগদ্ধাত্রী নমোনমঃ কল্যাণকারিণী।
তোমার আজ্ঞায় বশ নিখিল অবনী।।
স্তব করে এইরূপে দেবদেব হরি।
সন্তুষ্ট হন স্তবেতে পরম-ঈশ্বরী।।
জগন্মাতা আবির্ভূতা গগন উপরে।
দিব্যরূপে দরশন দিলেন সবারে।।
বিদ্যুৎবরণী সতী মন্মথমর্দ্দিনী।
ত্রিভুবনমোহকরী পূর্ণেন্দু বদনী।।
আদি শক্তি পুরোভাগে করি দরশন।
নৃত্য হতে ক্ষান্ত হন দেব পঞ্চানন।।
ত্রিপুরের বক্ষ হতে নামিয়া তখনি।
সম্বোধিয়া দেবগণে কহে শূলপানি।।
দেবতার আদি যথা আমি পঞ্চানন।
তেমতি আদিমা শক্তি কর দরশন।।
শক্তি আদি হের হের সম্মুখে আমার।
শান্তি প্রদায়িনী মম জানিবেক সার।।
যেরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম জানহ আমারে।
সেরূপ নির্গুণ ইনি জানিবে অন্তরে।।
যেরূপ সগুণ আমি ওহে দেবগণ।
তথা গুণবতী ইনি বিদিত ভুবন।।
সনাতনী দেখ দেখ কিবা শোভা ধরে।
মম মন বিমোহন পৃথ্বী রক্ষা তরে।।
আদ্যাশক্তি সহ আমি করিব রমণ।
এতেক বাসনা মনে করেছি এখন।।
দেবগণে এত বলি শশাঙ্ক-শেখর।
বাহুপাশে মহেশীরে ধরেন সত্বর।।
দেবতা-সমীপে শিবে তথাভূত হেরি।
দশদিক উদ্ভাসিয়া করেন শঙ্করী।।
মগন উপরে রহি কহেন তখন।
ভগবন শুন শুন আমার বচন।।
নমো নমঃ ভগবান্ তোমার চরণে।
ক্ষমা কর অপরাধ কৃপা বিতরণে।।
ধরাতলে করিবারে ধর্ম্ম সংস্থাপন।
নির্গুণ হইয়া তুমি হও গুণবান।।
পাদপদ্ম তব আমি করিতে দর্শন।
এই স্থানে আসিয়াছি ওহে ত্রিলোচন।।
জনম ধরিব আমি দক্ষের আগারে।
আমারে করিবে বিভা ধর্ম্ম অনুসারে।।
এত বলি সনাতনী তিরোহিতা হন।
প্রণাম করেন তাঁরে যত দেবগণ।।
এতেক বাক্য দেবীর শুনিয়া শ্রবণে।
কহিলেন মহেশ্বর যত দেবগণে।।
আদি শক্তি যা বলিল ওহে দেবগণ।
তোমরা সকলে তাহা করিলে শ্রবণ।।
যাবত শঙ্করী নাহি ধরিবে জনম।
তত দিন হিমালয়ে করিব যাপন।।
তোমরা সকলে যাও নিজ নিজ পুরে।
নিঃশত্রু হইয়া বাস করহ সকলে।।
ব্রহ্মপুরে পদ্মাসন করেন গমন।
শ্বেতদ্বীপে যান চলি শ্রীমধুসূদন।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মযোণি।
শুন শুন কহিলেন ওহে শূলপাণি।।
নমস্কার তব পদে সর্ব্বলোকেশ্বর।
হিতকারী সকলের তুমি দিগম্বর।।

আমাদের উপকার করিবার তরে।
অবতার হলে তুমি কৃপাদৃষ্টি করে।।
আদি মধ্য অন্ত তব জানে কোন জন।
যোগীজন জানিবারে না হয় সক্ষম।।
নির্লেপ নির্গুণ যিনি এ ভব সংসারে।
তাঁর তত্ত্বল কেবা জানিবে কি করে।।
পরম কল্যাণকর তোমা নমস্কার।
পরানন্দময় তুমি ওহে দয়াধার।।
তব পাদপাদ্মরাজে মোরা দেবগণ।
হইলাম নিষ্কলুষ ওহে পঞ্চানন।।
তব শান্তরূপ হেরি এতিন সংসার।
পাইল পরমা-শান্তি ওহে গুণাধার।।
স্তব করি এইরূপে দেব পদ্মাসন।
নত শিরে শিবপদে করেন বন্দন।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ বন্দে ভক্তিভরে।
পরম পুলকে মগ্ন হইল অন্তরে।।
তারপর দেবদেব শ্রীমধুসূদন।
মহেশের দান করে বৃষ মনোরম।।
ধর্ম্মরূপী সেই বৃষ সুরভি তনয়।
বাহনার্থ শঙ্করেরে দেন মহোদয়।।
ধর্ম্মরূপ বৃষ লাভ করি পঞ্চানন।
পরম আনন্দ নীরে হন নিমগন।।
তারপর ব্রহ্মা আদি দেবতা নিকর।
প্রণমিয়া ভক্তিভরে শিব পাদোপর।।
আত্মারে অর্পণ করি তাঁহার চরণে।
আনন্দে চলিয়া যায় নিজ নিজ স্থানে।।
বৃষ লাভ করি হৃষ্ট দেব পঞ্চানন।
পরম সন্তুষ্ট হৃদে করেন যাপন।।
হিমাচলে তারপর করিলেন গতি।
সেইস্থানে মহাসুখে করেন বসতি।।
এতবলি বামদেব তুণ্ডি ঋষিবরে।
সম্বোধিয়া কহিলেন সুমধুর স্বরে।।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম হয়ে পঞ্চানন।
রূপবান গুণবান যেইরূপে হন।।
তোমার পাশে বলিনু সে সব কাহিনী।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহ মহামুনি।।
এইসব ধর্ম্মকথা যেই জন শুনে।
শুভাগতি হয় তার জানিবে অন্তিমে।।
তাহার পাতক দেহে কভু নাহি রয়।
বিহরে স্বরগপুরে নাহিক সংশয়।।
শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি মনোহর।
শুনিলে তাহার হয় পবিত্র অন্তর।।

শিবসহ সতীর পরিণয়

বলে বামদেব যাহা করিলে শ্রবণ।
তারপর কি বাসনা বলহ এখন।।
বামদেব তুণ্ডিঋষি করি সম্বোধন।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ ওহে মহাত্মন।।
তব মুখে সুধাকথা করিয়া শ্রবণ।
কৃতকৃত্য হলো মম অন্তর আত্মন্।।
জলদ গর্জ্জন যথা পশিল শ্রবণে।
হরিষে ময়ুর হয় পুলকিত মনে।।
সেরূপ ভাসিনু আমি আনন্দ সাগরে।
জিজ্ঞাসি এখন মুনে তোমার গোচরে।।
দক্ষগৃহে কিরূপেতে জনমে পার্ব্বতী।
তাঁহার কিরূপে বিভা করে পশুপতি।।
এই সব শুনিবারে করিগো কামনা।
বর্ণন করিয়া মম পুরাও বাসনা।।
সুধাকথা তব মুখে করিয়া শ্রবণ।
নাহি তৃপ্তি হয় মম ওহে মহাত্মন্।।
ঈশ্বর চরিত শুনি শ্রবণ বিবরে।
বল কোন জন ভূমে ক্ষান্ত হতে পারে।।

কর্ণে শিব শব্দ আমি করিয়া শ্রবণ।
পরম আনন্দ নীরে হই নিমগন।।
এত শুনি বামদেব কহে মিষ্টস্বরে।
সাধু সাধু মহাভাগ তুমি হে সংসারে।।
ধন্য ধন্য তুমি মুনে ওহে মহাত্মন্।
শিবোপরে তব মতি হয়েছে যখন।।
শিবভক্ত নর বাস করয়ে যথায়।
জনার্দ্দন নিরন্তর রহেন তথায়।।
ইন্দ্র আদি তথা রহে যত দেবগণ।
তত্র গঙ্গা সরিদ্বরা শাস্ত্রের বচন।।
পুষ্করাদি সর্ব্বতীর্থ বিরাজে সেখানে।
শাস্ত্রের বচন এই কহি তব স্থানে।।
শিব ভক্ত সাথে যদি করে সম্ভাষণ।
সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল পায় সেইজন।।
অতএব শুন তুণ্ডে তুমি মহোদয়।
পবিত্র হৈনু আমিও নাহিক সংশয়।।
শিবে মতি শুভময় হয়েছে তোমার।
শিব তুল্য তুমি তুণ্ডে জগত মাঝার।।
শিবের চরিত পুনঃ করিব কীর্ত্তন।
শুন মন দিয়া ওহে শিব পরায়ণ।।
ব্রহ্মাহৃদি হতে জন্ম দক্ষ প্রজাপতি।
বেদশাস্ত্রে বিশারদ সেই মহামতি।।
ষষ্টি সংখ্যা কন্যা তার লভয়ে জনম।
পীনোন্নতস্তনী সবে পূর্ণেন্দুবদন।।
সুন্দরী পরমা তিনি নাম তাঁর সতী।
গুণবতী সতী সাধ্বী ধর্ম্মে তার মতি।।
শিবপ্রিয়া আদি শক্তি জানিয়া তাঁহারে।
পদ্মযোনি সম্বোধিয়া কহেন দক্ষেরে।।
শুন দক্ষ মহাভাগ আমার বচন।
তুমি পুণ্যবান অতি ওহে মহাত্মন্।।
লোকমাতা আদ্যাশক্তি তোমার আগারে।
জন্মিয়াছে কন্যারূপে জানিবে অন্তরে।।
জগতের হিত হেতু তুমি মহাত্মন্।
শিব করে এই কন্যা করহ অর্পণ।।

শিবা সহ মহেশের হইবে মিলন।
পরম দুর্ল্লভ ইহা ওহে মহাত্মন্।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য শুনি প্রজাপতি।
বিনয় বচনে কহে ওহে মহামতি।।
হইনু কৃতার্থ আজি তব দরশনে।
নিবেদি যাহা এখন শুনহ শ্রবণে।।
আগেতে দেখিবে বরপাত্র যে কেমন।
তার পর দেখিবে বিদ্যা কুলধন।।
শাস্ত্রের বিধি এইত জানিগো অন্তরে।
অতএব নিবেদন তোমার গোচরে।।
কিবা রূপ মহাদেব বলহ এখন।
কোন বেদে সেই জন হয় পরায়ণ।।
কিবা গোত্র কার পৌত্র কাহার তনয়।
কিবা ধন আছে তার কহ মহোদয়।।
দাতা কিম্বা সেইজন হবে বা কৃপণ।
চরিত্র কিরূপ তার বলহ এখন।।
এতেক বচন শুনি কমল আকর।
কহিলেন শুন শুন ওহে গুণধর।।
তত্ত্ব বিশারদ তুমি জানিগো অন্তরে।
জিজ্ঞাসিলে সাধুকথা আমার গোচরে।।
শিবের বৃত্তান্ত সব করিব বর্ণন।
তুমি একে একে সব করহ শ্রবণ।।
তব পাশে কি বলিব ওহে বিজ্ঞবর।
রূপের তুলনা নাহি জগত ভিতর।।
সহস্র চরণ কভু সেই জন ধরে।
একপদে রহে কভু সংসার ভিতরে।।
সহস্র মস্তক কভু হয় দরশন।
একশির কভু দেখি ওহে মহাত্মন্।।
ত্রি-নেত্র কখন দেখি সেই মহেশ্বর।
শতচক্ষু হয় কভু নয়নগোচর।।
সহস্র নয়ন কভু দরশন করি।
কি ভাব ধরে কখন বুঝিবারে নারি।।
হিম কুন্দ ইন্দু সম তাঁহার বরণ।
কভু কভু ধুম্রারুন হয় দরশন।।

বিদ্যুত সুবর্ণবর্ণ কভু বা নেহারি।
নীল মেঘ সমবর্ণ কখন বা হেরি।।
তাঁহার বিদ্যা কিরূপ ওহে মহাত্মন্।
বিদ্যাবলে তাহা কেন না জানে কখন।।
সর্ব্ববিদ্যাময় হয় সেই দিগম্বর।
অবিদ্যা তন্ময় সেই জগত ঈশ্বর।।
তাঁহার গোত্রের কিছু নাহিক নির্ণয়।
সর্ব্বক্ষণ সদা তিনি সর্ব্বগোত্রময়।।
গোত্রাগোত্রময় হয় সেই শূলপাণি।
গোত্রের অধিপ তিনি অন্তরেতে জানি।।
পরম সুখদ তিনি এভব সংসারে।
অতিদাতা মুক্তিদাতা জানিগো অন্তরে।।
ভুর্ভুবঃস্বঃ চরাচর করিয়া সংহার।
শ্মশানেতে দিবানিশি করেন বিহার।।
তাঁহার স্বভাব এই করি দরশন।
যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন করিনু বর্ণন।।
বরের উচিত পাত্র সেই পশুপতি।
কন্যাদান তাঁরে কর ওহে প্রজাপতি।।
দক্ষ কহে মহাদেবের বরের লক্ষণ।
দেখি নাহি কিছুমাত্র ওহে পদ্মাসন।।
কন্যাদান তবে কেন করিব তাহারে।
রাজীব-লোচনা কন্যা বিদিত সংসারে।।
ক্রিয়াকাণ্ড বহির্ভুত সেই শিব হয়।
তাহারে কিরূপে কন্যা দেব মহোদয়।।
এতেক বচন শুনি বিধি প্রজাপতি।
কহিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
ত্রিপুর বিনাশ হয় পর্ব্বতে যখন।
নির্গুণ মহেশ হন সগুণ তখন।।
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি এতেক বচন।
দক্ষ প্রজাপতি কহে ওহে পদ্মাসন।।
তুমি আর বিষ্ণু দোঁহে আমার শঙ্কর।
আর কাহে নাহি জানি অন্তর ভিতর।।
তোমারে তনয়া আমি করিব প্রদান।
তুমি লয়ে যাহ ইচ্ছা হয় যেই স্থান।।

দক্ষের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পরমেষ্ঠী পিতামহ পুলকে মগন।।
সতীরে আপন সঙ্গে করিয়া তখনি।
অবিলম্বে চলি যান যথা শূলপাণি।।
হিমালয় গিরি পরে করিয়া গমন।
বিধানে শিবেরে করে সতী সমর্পণ।।
শিব শিব শিরে হয় কুসুম পতন।
এরূপে বিবাহ কার্য্য হয় সমাপন।।
তারপর যান ব্রহ্মা আপনার পুরে।
চলে গেল দেবগণ নিজ নিজ স্থলে।।
শিবের বিবাহ কথা পড়ে যেইজন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।
বংশধর পুত্র তার জনমে আগারে।
নাহিক সন্দেহ ইথে কহিনু সবারে।।
তাই বলে দ্বিজ কবি ওহে মূঢ়মন।
হৃদি পদ্মে ভাব সদা শিবের চরণ।।

সতীর অগ্নিপ্রবেশ

সনৎ কুমার হন বিধির নন্দন।
সৌনকাদিগণে কহে ধর্ম্মের বর্ণন।।
ধর্ম্মকথা শুনিবারে অতি মনোহর।
যাহাতে প্রবিষ্ট আছে সতী আর হর।।
বামদেব কহে শুন ওহে ঋষিগণ।
লাভ করি দাক্ষায়ণী দেব দিগম্বর।।
শচী সহ ইন্দ্র যথা করয়ে রমণ।
উমা সহ শিবক্রীড়া করেন তেমন।।
গঙ্গাদেবী প্রবাহিত হতেছে যেখানে।
শীতল সমীর বয় সুমৃদু বহনে।।

ভ্রমরেরা গুন গুন করিয়া বেড়ায়।
শিবশিবা ক্রীড়া করে সেথায় সেথায়।।
ধাতুময় কন্দরেতে করেন বিহার।
সরোবরে জলকেলি করে অনিবার।।
কুচভারে অবনত সতীরে লইয়ে।
বিহার করেন প্রভু আনন্দ হৃদয়ে।।
জগৎপিতা এইরূপে জগম্মাতা সনে।
বাস করে বহুকাল পর্ব্বত ভবনে।।
একদিন আসিলেন দেব পদ্মযোনি।
দেখিতে বাসনা করি প্রভু শূলপাণি।।
বসি আছে দেখিলেন দেব পঞ্চানন।
বিম্বাধরে মৃদুহাস্য হতেছে শোভন।।
শোভা পায় উত্তরীয় ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরে।
প্রভু আছেন বসিয়া আসন উপরে।।
বামপার্শে আছে বসি দেবী সনাতনী।
কমল লোচনা সতী ব্রহ্ম সনাতনী।।
চামর আপন হাতে করিয়া গ্রহণ।
মহেশেরে জগতগুরু করিছে ব্যজন।।
তথাভূত দোঁহাকারে করি দরশন।
পরমেষ্ঠি পিতামহ করেন বন্দন।।
সঙ্গেতে আছিল যত দেবতা নিকর।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ধরণী উপর।।
করযোড়ে করি পরে দেব পদ্মাসন।
শিব শিবা দোঁহাপদে করি নিবেদন।।
আমি ব্রহ্মা এই হরি এই দেবগণ।
তোমার চরণ কৃপা যাচি অনুক্ষণ।।
তোমার প্রসাদে মোরা রব যথাস্থানে।
বিশ্বাস আছয়ে ইহা নিবেদি চরণে।।
মোরা বহুদিন ছিনু মাতৃহীন হয়ে।
এখন লভেছি মাতা সতীরে পাইয়ে।।
তোমাদের দুইজনে করিতে দর্শন।
আসিয়াছি দেবগণ ওহে ভগবন।
যুগে যুগে পরিরক্ষা করহ সবারে।
সর্ব্বকার্য্যে লই মোরা শরণ তোমারে।।
আমাদের হিত হেতু হইয়ে নির্গুণ।
কৃপা করি হলে প্রভু তুমি গো সগুণ।।
তুমি জগতের নাথ ওহে মহোদয়।
জন্মিয়াছে তব অংশে যত দেবাচয়।।
অনুগ্রহ যেন থাকে সবার উপরে।
প্রভু করি এই ভিক্ষা তোমার গোচরে।।
এতেক বচন শুনি শশাঙ্ক শেখর।
বলিলেন শুন শুন অমর নিকর।।
অনুগ্রহ রবে মম সবার উপরে।
যেরূপ ত্রিপুর হতে রক্ষেছি সবারে।।
কহে ব্রহ্মা এত শুনি ওহে ভগবন।
আমাদের বাঞ্ছা এই করি নিবেদন।।
রেখো সবে যুগে যুগে তোমার চরণে।
এখন আদেশ দেহ যাই নিজস্থানে।।
নিজস্থানে দেবগণে করেন গমন।
আমি হরি দোঁহে যাই আপন ভবন।।
এরূপে প্রার্থনা করি বন্দিয়া চরণে।
বিদায় লইয়া সবে যায় নিজস্থানে।।
পিতামহ সত্যলোকে করেন গমন।
বৈকুণ্ঠ নগরে যান দেব নারায়ণ।।
দেবতারা নিজে অন্য অন্য স্থানে যায়।
পূর্ব্ববৎ শিব শিবা রহেন তথায়।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করিলে গমন।
সতীরে সম্বোধি প্রভু কহেন তখন।।
তোমারে লইয়া প্রিয়ে যাব অন্যস্থানে।
যাবত দেবগণ জেনেছি এখানে।।
যেজন মুমুক্ষ হয় এভব সংসারে।
পারে যেতে তাহারাই কৈলাস শিখরে।।
চারিদিকে কল্পতরু হয় শোভমান।
প্রভাশোভে যেন কোটি চন্দ্রের সমান।।
শিবের পরম প্রিয় এইস্থান হয়।
ধ্যান যোগে দেখে ইহা যত যোগীচয়।।
আদিমা জননী সহ দেব পঞ্চানন।
সেইস্থানে নিরন্তর করে বিচরণ।।

অতি মনোরম স্থান কৈলাস শিখরে।
হেনস্থান নাহি আর জগত ভিতরে।।
শুন বলি তৃপ্তি ঋষে অপূর্ব্ব ঘটন।
এইরূপে কিছুকাল করিল যাপন।।
একদিন ধূমশিখা উঠিল গগনে।
যজ্ঞধূম হয় উহা জানিবেক মনে।
কোন যজ্ঞ পৃথিবীতে হতেছে সাধন।
তার ধূমরাশি উঠি স্পর্শিছে গগন।।
জগন্নাথ শুন শুন আমার বচন।
ধূমরাশি উঠিতেছে কর দরশন।।
যদি স্নেহ থাকে তব আমার উপর।
এ ধূম কিসের হয় বলহ শঙ্কর।।
জগদ্‌গুরু বিশ্বনাথ করিয়া শ্রবণ।
সহাস্য বদনে কহে গম্ভীর বচন।।
বলি শুন ওগো সতী বচন আমার।
তব পিতা প্রজাপতি গুণের আধার।।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দেবগণ সনে।
সেই ধূমশিখা উঠে দেখহ গগনে।।
সতী দেবী শুনি এত ধীরে ধীরে কয়।
সর্ব্বদেবেশ্বর তুমি ওহে মহোদয়।।
তবে কেন তব নাহি হয় নিমন্ত্রণ।
পিতা মম মূর্খ অতি করি দরশন।।
এত শুনি শিব কহে শুন প্রিয়তমে।
যে সব দেবতা গেছে যজ্ঞ আয়তনে।।
তাহারা করিবে তথা যজ্ঞাংশ ভোজন।
তাহাতেই মম প্রীতি হবে সম্পাদন।।
সেই সব দেবীরূপী জানিবে আমারে।
নির্গুণ পুরুষ আমি সত্য হে সংসারে।।
সেই সব দেবগণ গুণবান হন।
তাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হতেছে সাধন।।
এতেক শিবের বাক্য শুনিয়া তখনি।
বিনয় বচনে কহে জগত জননী।।
তুমি জগতের পতি ওহে পঞ্চানন।
আজ্ঞা কর পিতৃগৃহে করিব গমন।।
পিতার যজ্ঞেতে শ্রদ্ধা দেখি অতিশয়।
অতএব আজ্ঞা কর যাই মহোদয়।।
মিষ্টভাষে ভগবতী কহে পঞ্চানন।
আজ্ঞা কর পিতৃগৃহে করিব গমন।।
মাতৃ পিতৃপদ আমি দেবগণে হেরি।
আসি প্রিয়ে অবিলম্বে কৈলাসেতে ফিরি।।
আদেশ পাইয়া সতী করিল গমন।
পিতৃগৃহে অবিলম্বে উপনীত হন।।
তাঁহারে হেরিয়া ব্রহ্মা বন্দে নতশিরে।
ইন্দ্রোপেন্দ্র বরুণাদি নামে ভক্তিভরে।।
কিন্তু দক্ষ তারে দেখি না কহে বচন।
কিছুই আদর নাহি করিল তখন।।
অশুদ্ধ হইল মম যজ্ঞ আয়তন।
শিবের প্রিয়া যে হেতু করে আগমন।।
পূয় মাংস; অস্তিময় শ্মশানে শ্মশানে।
সতত বেড়ায় যেই নিজপতি সনে।।
আমার যজ্ঞেতে সেই আসে কি কারণ।
অতীব অশুদ্ধ হলো যজ্ঞ আয়তন।।
এত শুনি দক্ষে কহে দেব পদ্মযোনি।
কহ দক্ষ একি কথা পাপিষ্ঠ যে তুমি।।
ইহা হতে জগতের হয় উৎপাদন।
তবে হেন কথা কহ কেন অকারণ।।
শঙ্কর যে কেবা হন কিরূপে জানিবে।
তাঁর তত্ত্ব ভবধামে বল কে বুঝিবে।।
ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে আমি জানিবারে নারি।
ভাগ্যবশে লভিয়াছে কন্যা মহেশ্বরী।।
যাঁহারে করিলে তুষ্ট মোরা দেবগণ।
লাভ করি মহাপ্রীতি ওহে মহাত্মন্।।
শোভা পায় ত্রিনয়ন যাহার কপালে।
হবিদান কর দক্ষ সেই মহেশ্বরে।।
দধীচি দক্ষেরে কহে শুন মহামতি।
ব্রহ্মার বচন রক্ষা করহ সম্প্রতি।।
ধর্ম্মবৃদ্ধি হবে তব জানিবে অন্তরে।
আমার বচনধর হৃদয় মাঝারে।।

এতেক বচন শুনি কহে দক্ষরায়।
এক বাক্য নিবেদন করি সবাকায়।।
শ্মশানে শ্মশানে যেই করে বিচরণ।
হবিদান তারে নাহি করিব কখন।।
বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান যাহা কিছু হয়।
অনন্ত তাহার বল ওহে মহোদয়।।
দধীচি এতেক শুনি কহিল তখন।
শিব হতে শ্রেষ্ঠ দেব না হেরি কখন।।
অতএব হবির্ভাগ অর্পহ তাঁহারে।
বুদ্ধে বিচক্ষণ তুমি ভাবহ অন্তরে।।
কহে দক্ষ বলি শুন আমার বচন।
রক্ষক আছেন যজ্ঞে স্বয়ং নারায়ণ।।
তখন যজ্ঞের হবি না দিব রুদ্রেরে।
কাহাকে কি ভয় বল আছয়ে সংসারে।।
মম আজ্ঞাবহ আছে যত দেবগণ।
ইহাদিগে যজ্ঞ হবি করিব অর্পণ।।
যদ্যপি কুপিত হয় সেই মহেশ্বর।
তাহে কিবা আছে ভয় দেবতা নিকর।।
এতেক বচন শুনি দধীচি তখন।
কহিছে দক্ষরে শুন ওহে মহাত্মন্।।
কিবা ব্রহ্মা কিবা বিষ্ণু কিবা দেবগণ।
এই যজ্ঞে যেই কেহ থাকে সর্ব্বক্ষণ।।
যদ্যপি কুপিত হন দেব উমাপতি।
যজ্ঞভঙ্গ হবে তব ওহে মহামতি।।
তাঁহা হতে সৃষ্টি হয় এতিন ভুবন।
তাঁহা হতে সদা রক্ষা হতেছে সাধন।।
তাঁহা হতে পুনঃ হয় সবার সংহার।
এই হেতু রুদ্র নাম ধরে গুণাধার।।
দধীচির এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দক্ষ কহে শ্রবণ করহ মহাত্মন।।
শিবের মাহাত্ম্য যত দেবগণ জানে।
লজ্জাহীন সদাভ্রমে শ্মশানে মশানে।।
উলঙ্গ হইয়া সদা করে বিচরণ।
কুচরিত্র তার সম আছে কোনজন।।
অতএব মম বাক্য বুঝিয়া সকলে।
তার গুণগান যেন কেহ নাহি করে।।
তার গুণ কেহ নাহি করিও কীর্ত্তন।
আমার বচন সবে করহ রক্ষণ।।
এত শুনি দক্ষে কহে দধীচি সুমতি।
শুন বলি মম বাক্য ওহে মহামতি।।
তাঁহারে হৃদয়মধ্যে করিলে স্মরণ।
অখিল যাতনা রাশি হয় বিমোচন।।
তার মুক্তিলাভ হয় নাহিক সংশয়।
ভাবিয়া দেখ হৃদয়ে ওহে মহোদয়।।
তাঁর নিন্দাবাদ করে যেই অভাজন।
সুখ মুক্তি তার নাহি হয় কদাচন।।
আমার বচন যদি না কর পালন।
যজ্ঞ ভঙ্গ হবে তব ওহে মহাত্মন্।।
এরূপে দধীচি করে প্রবোধ প্রদান।
বুঝালেন নানামতে ব্রহ্মা মতিমান।।
কিন্তু সে পাপিষ্ঠ দক্ষ না বুঝি অন্তরে।
নিজ মুখে শিবনিন্দা নানা মতে করে।।
পতিনিন্দা নিজ কর্ণে করিয়া শ্রবণ।
সতীদেবী মনে মনে মহারুষ্ট হন।।
দেবগণ সমক্ষেতে অতি রোষ ভরে।
প্রবেশ করেন সতী যজ্ঞীয় অনলে।।
আদিমা প্রকৃতি সতী মহাজ্যোতির্ম্ময়ী।
বহ্নিঃ জ্যোতি সঙ্গে মিলি চিদানন্দময়ী।।
দেখিতে দেখিতে দেবী হন অদর্শন।
দেখালেন পতিভক্তি সবার সদন।।
শিবশিবালীলা বুঝে হেন কোন জন।
তাই বলি দোঁহা পদে মজ ওরে মন।।

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসে হেতু বীর ভদ্রের জন্ম

সতী দেবী দক্ষকন্যা যজ্ঞেতে আসিল।
বর্ণিব সকল কথা কিভাব হইল।।
অপূর্ব্ব কাহিনী তাহা করহ শ্রবণ।
পাতক বিনাশ যাহা করিলে শ্রবণ।।
কহে শুন বামদেব ওহে মহামতি।
অগ্নিতে পশে এরূপে আদিমা প্রকৃতি।।
দক্ষপ্রতি রোষ করি দেবী সনাতনী।
অগ্নিমাঝে পশিলেন ওহে মহামুনি।।
দেবগণ তাহা দেখি বিস্ময়ে মগন।
দক্ষ বিহ্বল হইয়া করয়ে চিন্তন।।
যজ্ঞে বুঝি বিঘ্ন হয় বুঝিবারে নারি।
প্রলয় ঘটে বা বুঝি কি উপায় করি।।
এদিকে কৈলাস পুরে শশাঙ্ক শেখর।
জানিলেন জ্ঞানচক্ষে সব দিগম্বর।।
রোষ উপজিল আসি তাঁহার অন্তরে।
রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন ভীষণ আকারে।।
প্রলয়ে যেরূপ রূপ করেন ধারণ।
ধরিলেন সেইরূপ দেব পঞ্চানন।।
ঘর্ম্মপড়ে ললাট হইতে ধরাতলে।
ঘর্ম্ম হতে একবীর জন্মে সেইকালে।।
মহাবীর জন্মি এক করি সম্বোধন।
মহেশেরে কহে শুন ওহে পঞ্চানন।।
কি করিতে হবে মোরে দেহ অনুমতি।
তোমার আদেশ রক্ষা করিব সম্প্রতি।।
এতেক বচন তার করিয়া শ্রবণ।
গদগাদ কণ্ঠে শম্ভু কহেন তখন।।
শীঘ্র করি যাহ তুমি দক্ষের আগারে।
দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস কর কহিনু তোমারে।।
এত বলি ভগবান দেব পঞ্চানন।
অভেদ্য কবচ তারে করেন অর্পণ।।
অক্ষয় তূণ প্রদান করিল তাহারে।
পদ্মমালা অর্পিলেন হরিষ অন্তরে।।
বজ্রাক্ষ পরশু আরো করেন প্রদান।
পরশুর আভা শত সূর্য্যের সমান।।
শিবের আদেশ শিরে করিয়া ধারণ।
বীরভদ্র অবিলম্বে করিল গমন।।
প্রথম গণের সঙ্গে হইয়া হরিষে।
ক্রোধ ভরে চলিলেন যজ্ঞের উদ্দ্যেশে।।
প্রমথগণের রূপ কি করি বর্ণন।
গজমুখ কেহ কেহ কেহ অশ্বানন।।
মার্জ্জার সমান মুখ কোন জন ধরে।
কোন জন কাকমুখ চলে হর্ষভরে।।
সর্পমুখ কেহ কেহ নকুল বদন।
শত মুখ কেহ কেহ সহস্রবদন।।
একমুখ দুই মুখ কাহার কাহার।
ছিন্নবাহু কেহ কেহ হয় আগুসার।।
একপদ কেহ কেহ করিছে গমন।
জটাজুট কেহ শিরে করয়ে ধারণ।।
মহাবেগে বীরভদ্র করয়ে গমন।
পদভরে ধরা দেবী কাঁপে ঘনঘন।।
খেচর যাহারা ছিল গগন উপরে।
ভয় পেয়ে দ্রুতগতি পলায়ন করে।।
মহাতেজ বীর ভদ্র শূল লয়ে করে।
উপনীত ক্রমে আসি দক্ষের আগারে।।
দ্বারদেশে দ্রুতগতি করি আগমন।
বিষ্ণুরে সম্বোধি কহে শুন মহাত্মন।।
আমি যাব পথ ছাড় যজ্ঞ আয়তনে।
শিবদ্বেষী নাহি হও কহি তব স্থানে।।
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হেতু দেব পঞ্চানন।
আমাকে যজ্ঞের স্থানে করেছে প্রেরণ।।
তুমিও শিবের ভক্ত ওহে নারায়ণ।
আমিও শিবের ভক্ত বিদিত ভুবন।।
বিরোধ তোমার সহ উচিত না হয়।
এত শুনি বিষ্ণু কহে শুন মহোদয়।।
সত্য বটে যাহা তুমি কহিলে বচন।
পরাগতি হন মম দেব পঞ্চানন।।

তবু যাহা বলি তাহা শুনহ শ্রবণে।
শুনি তাহা বিবেচনা কর নিজ মনে।।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে দক্ষের গোচরে।
রাখিব ব্যাঘাত হতে তদীয় যজ্ঞেরে।।
অন্যথা তাহার নাহি করিব এখন।
ইহা মনে মনে বুঝে ওহে মহাত্মন্।।
এই সব বিবেচনা করিয়া অন্তরে।
যাহা হয় সমুচিত করহ বিচারে।।
এতেক বচন শুনি বীরভদ্র কয়।
শুন শুন নারায়ণ তুমি মহোদয়।।
অগতির গতি সেই দেব পঞ্চানন।
তোমাকে পূর্ব্বেতে দিয়াছেন সুদর্শন।।
তাঁহার কৃপায় তব হয়েছে উন্নতি।
এখন প্রতিজ্ঞা নহি লঙ্ঘিবে সুমতি।।
আজি প্রতিজ্ঞা তোমার করিব ভঞ্জন।
সব দেবগণে আজি করিব নিধন।।
যাঁহার ভ্রুক্ষেপে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়।
তাঁর আজ্ঞাবহ আমি জানিবে নিশ্চয়।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
আমার সম্মুখ হতে করহ গমন।।
কেন বল প্রবেশিবে কৃতান্ত বদনে।
মন্দ ভাগ্য অতি তুমি জানিলাম মনে।।
এতেক বচন শুনি নারায়ণ কয়।
কি প্রকারে সত্য ভঙ্গ করি মহোদয়।।
আমার সহিতে যুদ্ধ করি বীরবর।
দক্ষযজ্ঞ বিনাশন কর তারপর।।
হাসি হাসি বীরভদ্র কহিল বচন।
কালগতি বুঝিবারে নারে যোগীজন।।
সমর করিতে বিষ্ণো হতে তব সনে।
হেনকথা কভু নাহি শুনেছি শ্রবণে।।
কালেতে এমন কথা শুনিতে হইল।
কালের বিচিত্র গতি কে বুঝিবে বল।।
এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ।
সত্য বটে যা বলিলে ওহে মহাত্মন।।
তোমাতে আমাতে কভু নহেত সমান।
খদ্যোতে ভাস্করে সম হয় কোন স্থান।।
বীরভদ্র এত শুনি কহে রোষভরে।
প্রমথগণেরে ডাকি কহে উচ্চৈস্বরে।।
দক্ষযজ্ঞ অবিলম্বে করহ নিধন।
শুনিয়া প্রমথগণ আনন্দে মগন।।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে দেব নারায়ণ।
বীরভদ্র সহ যুদ্ধ করেন তখন।।
রথে রথে গজে গজে মহাযুদ্ধ হয়।
অশ্বে অশ্বে কত হয় কে করে নির্ণয়।।
পদাতি পদাতিসহ মহাযুদ্ধ করে।
বীরভদ্র শতবাণ বিষ্ণুবক্ষে মারে।।
সে বাণ ছেদন করি দেব নারায়ণ।
নয় বাণে বীরভদ্রে বিন্ধেন তখন।।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ অদ্ভুত ব্যাপার।
চক্র গিয়া বীরগলে হয় কণ্ঠহার।।
গলদেশে মাল্য সম কিবা শোভা পায়।
তাহা দেখি নারায়ণ ভয়েতে পলায়।।
নারায়ণে পলায়ন করিতে দেখিয়ে।
দেবগণ পলায়ন করিল সভয়ে।।
বিহ্বল হইয়া দক্ষ করয়ে চিন্তন।
অবাক হইয়া রহে যত মুনিগণ।।
প্রমথেরা মুনিগণে কত মতে মারে।
হাহাকার করি সবে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।।
তাহা দেখি কশ্যপাদি মহাত্মা নিকর।
বীরভদ্রে করে স্তব হয়ে একান্তর।।
নানারূপে স্তব করে কত মহাত্মন্।
তবু নাহি বীরভদ্র শান্ত চিত্ত হন।।
তখন সকল দেব কহেন দক্ষেরে।
বীরভদ্র কর পূজা একান্ত অন্তরে।।
এইরূপে দেবগণ কহেন বচন।
এদিকে ঘটিল এক আশ্চর্য্য ঘটন।।
মহারোষে বীরভদ্র পাণির প্রহারে।
উদ্যত বিনাশ হেতু মূর্খ দক্ষবরে।।

দক্ষের মস্তক বীর করিয়া ছেদন।
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া নৃত্য করে ঘনঘন।।
মনোদুঃখে তাহা দেখি দেবতা নিকর।
দক্ষের লাগিয়ে শোক করিল বিস্তর।।
ইতস্ততঃ সবে ভয়ে করে পলায়ন।
পশুপক্ষী রূপ ধরে যত দেবগণ।।
মৃগরূপধারী হয় দেব পদ্মাসন।
চারি বেদ হলো তার চারিটি চরণ।।
মস্তক হইল তার জানিবে ওঙ্কার।
এইরূপে পলায়ন করে গুণাধার।।
বিধির বিনাশ হেতু দেব পঞ্চানন।
সেই মৃগ বাম হস্তে করেন ধারণ।।
তাহা দেখি সবিনয়ে দেব পদ্মাসন।
মহেশের পাদপদ্ম করিল বন্দন।।
তখন শঙ্কর কহে শুন প্রজাপতি।
উঠ উঠ গাত্রোত্থান কর শীঘ্রগতি।।
কহে ব্রহ্মা শুন প্রভু ওহে ত্রিনয়ন।
জীবিত হউক পুনঃ দক্ষ মহাত্মন্।।
দেবতা যুদ্ধে যে যে হয়েছে নিধন।
পুনশ্চ তাহারা হোক জীবিত এখন।।
এতেক বচন শুনি কহেন শঙ্কর।
মম বাক্য শুন শুন ওহে পদ্মাকর।।
এই যজ্ঞে যেই পশু হয়েছে ছেদন।
তাহার মস্তক শীঘ্র কর আনয়ন।।
তাহার মস্তক আনি দক্ষের স্কন্ধেতে।
যোজনা করহ শীঘ্র কহিনু সাক্ষাতে।।
তাহা হলে পুনঃ দক্ষ লভিবে জীবন।
আর যাহা বলি তাহা করহ শ্রবণ।।
কমণ্ডলু জলদেহ মৃত দেবগণে।
পুনশ্চ উঠিবে সবে কহি তব স্থানে।।
বলিব অধিক কিবা ওহে পদ্মাসন।
করিয়াছে অপরাধ দক্ষ মহাত্মন্।।
তাহার উচিত শাস্তি এইত বিহিত।
অধিক বলিব কিবা যাও হে ত্বরিত।।

শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পশু মুণ্ড দক্ষশিরে দেন পদ্মাসন।।
কমণ্ডলু জল দেন যত দেবগণে।
সকলে উঠিয়া বসে আনন্দিত মনে।।
করযোড় করি পরে দক্ষ মহামতি।
মহেশেরে করে স্তব করিয়া প্রণতি।।
তুমি সকলের আত্মা ওহে ভগবন।।
সর্ব্বভূতপতি তুমি দেব ত্রিনয়ন।।
সগুণ নির্গুণ তুমি জগত সংসারে।
না বুঝে করেছি কাজ ক্ষমহ আমারে।।
নিমন্ত্রণ নাহি করেছিনু হে তোমায়।
তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছ আমায়।।
স্তব করি এইরূপে দক্ষ মহাত্মন্।
যথাবিধি দক্ষকার্য্য করে সমাপন।।
অর্কপত্র সহ হবি শিবে করে দান।
শিবের পরম তুষ্টি করেন বিধান।।
বীরভদ্রে তুষ্ট হয়ে করে সম্বোধন।
মিষ্টস্বরে বলিলেন দেব পঞ্চানন।।
সকল রুদ্রের তুমি হইলে প্রধান।
গণ অধিপতি তুমি হলে মতিমান।।
এত বলি কৈলাসেতে করেন গমন।
যান চলি সত্যলোকে দেব পদ্মাসন।।
দেবগণ সবে যায় নিজ নিজ স্থানে।
সকলে করিলে স্থিতি আনন্দিত মনে।।
বলিনু সকল কথা তুণ্ডি ঋষিবর।
পুরাণে ধর্ম্মের কথা অতি মনোহর।।
যেই জন ভক্তিভরে করয়ে শ্রবণ।
পাতক তাহার দেহে না থাকে কখন।।

ব্রহ্মা ও সন্ধ্যার মৃগরূপ ধারণ ও শিব কর্তৃক মৃগরূপী ব্রহ্মার শিরঃচ্ছেদ

তুণ্ডি জিজ্ঞাসিলে পরে যে ঘটনা হয়।
বামদেব মুনি তাহা সবিস্তারে কয়।।
বামদেব সম্বোধিয়া তুণ্ডিরে তখন।
শুন শুন কহিলেন ওহে তপোধন।।
শিবের সন্তুষ্টি হেতু চরিত্র তাঁহার।
করিব বর্ণন আমি সমক্ষে তোমার।।
এইরূপে দক্ষযজ্ঞ হলে সমাপন।
যেরূপ অদ্ভুত কার্য্য করে পঞ্চানন।।
বলিব সেসব আমি তোমার গোচরে।
পবিত্র হইবে হৃদি শ্রবণ করিলে।।
বীরভদ্রে আশ্বাসিয়া দেব ত্রিলোচন।
মনসুখে কৈলাসেতে করেন গমন।।
এইরূপে বহুকাল সমাতীত হয়।
শুন শুন তারপর ওহে মহোদয়।।
গৌরাঙ্গী নীলেন্দীবর সমান নয়না।
বিম্ব সম ওষ্ঠ তাঁর মরাল গমনা।।
ক্ষীণ কটি পৃথুস্তনী সেই রূপবতী।
কম্বুগ্রীবা সুলক্ষণা কিবা দেহজ্যাতি।।
কটাক্ষে বিমুগ্ধ করে এতিন ভুবন।
এইরূপে নিজ কন্যা দেখে পদ্মাসন।।
তাহার পরম রূপ দেখি প্রজাপতি।
কামবশে জ্বর জ্বর হইলেন অতি।।
ধৈর্য্য ধরিবারে নাহি হলেন সক্ষম।
কামবাণে হৃদি তাঁর হলো বিদারণ।।
পিতারে কামার্ত্ত দেখি সন্ধ্যা রূপবতী।
লজ্জাবশে নতশিরা হইলেন অতি।।
অন্তগৃহে অধোমুখে করেন গমন।
পাছু পাছু সেইস্থানে যান পদ্মাসন।।
বিনয় করিয়া ব্রহ্মা কহেন তখন।
জগন্মাতা শুন শুন আমার বচন।।
তোমার কটাক্ষ আমি হেরিয়া নয়নে।
ধৈর্য্য নাহি ধরিবারে পারিতেছি মনে।।
কামেতে হৃদয় মম হয় জ্বর জ্বর।
কি করি উপায় তুমি বলহ সত্বর।।
রতিতে নিপুণা তুমি ওহে রূপবতী।
আমার উপরে কৃপা কর শীঘ্রগতি।।
পতিত হয়েছি আমি মদন-সাগরে।
রক্ষা কর ও সুন্দরী অধীন আমারে।।
মোরে কর অঙ্গদান শুনগো সুন্দরী।
বিরহ জ্বালায় আমি নিরন্তর জ্বলি।।
যদি মোরে তুমি নাহি কর অঙ্গদান।
তাহলে ত্যজিব আমি এ ছার পরাণ।।
এতেক বচন শুনি সন্ধ্যা সতী কয়।
শুন শুন ধর্ম্মনিষ্ঠ তুমি মহোদয়।।
ধরাতলে ধর্ম্মদেব করিতে স্থাপন।
তোমার কেশব দেব করিছে স্থাপন।।
তোমার দুহিতা আমি শুন ওহে তাত।
স্বধর্ম্মে করহ রক্ষা যেমন বিহিত।।
ধর্ম্মের উপর হিংসা না কর কখন।
জগতের নাথ তুমি হে চতুরানন।।
পাপ যদি কর তুমি এ হেন প্রকারে।
তবে কেবা ধর্ম্মরক্ষা করিবে ভূতলে।।
অতএব ধর্ম্মরক্ষা কর মহাত্মন্।
পাপের উপর হিংসা কর সংরক্ষণ।।
তুমি যদি পাপ কর এ হেন প্রকারে।
জগৎ হইবে নাশ জানিবে অন্তরে।।
নিজ মনে ধৈর্য্য দেব করিয়া স্থাপন।
ওহে পিতা নিজস্থানে করহ গমন।।
স্বধর্ম্ম করহ রক্ষা একান্ত হৃদয়ে।
নতুবা মজিবে পাপে দেখিনু বুঝিয়ে।।
এতেক বচন শুনি দেব চতুরানন।
কহিলেন শুন সন্ধ্যে আমার বচন।।
জানি আমি সর্ব্বধর্ম্ম শুনগো সুন্দরী।
আমা হতে জন্মে ধর্ম্ম অবনী ভিতরি।।
কিন্তু ধৈর্য্য ধরিবারে না হই সক্ষম।
তোমার কটাক্ষে মম মজিয়াছে মন।।

নতুবা পর্ব্বত হতে হব নিপতন।
অথবা অনলে পশি ত্যজিব জীবন।।
এতেক বচন শুনি সন্ধ্যা সতী কয়।
ওহে পিতা শুন শুন তুমি মহোদয়।।
স্বীয় কন্যা সহ রতি করিয়া সুখেতে।
যেজন বাসনা করে জীবিত থাকিতে।।
মরণ মঙ্গল তার হে চতুরানন।
তাহার জীবনে বল কিবা প্রয়োজন।।
আমার নিকট হতে করহ প্রয়াণ।
নাহি কর নাহি কর পাপ অনুষ্ঠান।।
পিতারে এতেক বলি সন্ধ্যা রূপবতী।
বদনে বসন দেন লজ্জাবশে অতি।।
এদিকে বিমুগ্ধ হয়ে দেব পদ্মাসন।
পীনোন্নত কুচদ্বয় করেন ধারণ।।
পিতার এরূপ কাজ দেখিয়া সুন্দরী।
সবলে ছাড়ায় হাত অতি শীঘ্র করি।।
অবিলম্বে মৃগীরূপ করিয়া ধারণ।
তথা হতে শীঘ্রপদে করেন গমন।।
তাহা দেখি মৃগরূপ ধরে প্রজাপতি।
পশ্চাতে পশ্চাতে চলে অতি শীঘ্রগতি।।
মনেতে সঙ্কল্প তাঁর যে রূপে পারিব।
সন্ধ্যার সহিতে রতি অবশ্য করিব।।
পিতার সঙ্কল্প জানি সন্ধ্যা রূপবতী।
চলি যান স্বর্গপুরে অতি দ্রুতগতি।।
ত্রাহি ত্রাহি করি মুখে করেন গমন।
ইন্দ্রের নিকটে গিয়া লভেন শরণ।।
মৃগরূপ দেখি ইন্দ্র ধ্যানযোগ বলে।
জানিলেন সব কথা আপন অন্তরে।।
ব্রহ্মারে তখন কহে দেব শচীপতি।
শুন শুন হে বিরিঞ্চ ওহে মহামতি।।
সুরশ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু তুমি হে সংসারে।
কেন বল বাঞ্ছা কর আপন কন্যারে।।
উচিত নহেত ইহা জানিবে তোমার।
সকল ধর্ম্মের মূল তুমি গুণাধার।।
তুমি কেন মহাপাপ কর আচরণ।
ধৈর্য্য ধর স্থির হও হে চতুরানন।।
ইন্দ্রের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
মৃগরূপী বিধি কহে সহাস্য বদনে।।
উপভোগ ব্যতিক্রম যদি কভু হয়।
তির্য্যক জাতীয়দের কিবা তাতে ভয়।।
তাদেরপাপ ইহাতে না হয় কখন।
অন্তরে জানিবে ইহা অমর রাজন।।
মৃগরূপ হইয়াছি দেখিছ নয়নে।
মৃগীরূপী সন্ধ্যা এই তোমার সদনে।।
উহারে যদ্যপি ভোগ করিহে রাজন।
শুন শুন কহিলেন হে চতুরানন।।
তোমারে অধিক বলি হেন সাধ্য নাই।
যেমন বাসনা তব করহ তাহাই।।
এত শুনি সন্ধ্যা দেবী চকিত হৃদয়ে।
তথা হতে দ্রুতপদে যায় পলাইয়ে।।
মৃগরূপী সে বিরিঞ্চি পিছু পিছু যায়।
ধরিবারে নাহি পারে ভ্রমিয়া বেড়ায়।।
এইরূপে কতকাল করয়ে ভ্রমণ।
শূন্যে শূন্যে দুই জনে করে বিচরণ।।
অকস্মাৎ একদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পড়িলেন দুইজনে শিবের চক্ষেতে।।
তাহাদিগে দেখি শিব করেন চিন্তন।
মৃগী এই কেবা হয় মৃগ কোন জন।।
বহুকাল ভ্রমিতেছে গগন-উপরে।
দুই জন কেবা হয় না জানি অন্তরে।।
এত ভাবি ধ্যানে চিন্তা করে পঞ্চানন।
জানিলেন সব তত্ত্ব অখিল কারণ।।
মৃগরূপে নিজ কন্যা হরিবার তরে।
এইরূপে প্রজাপতি ভ্রমে শূন্য পরে।।
ইহা জানি রোষবশে দেব পঞ্চানন।
বিধিরে নাশিতে হন উদ্যত তখন।।
মনে মনে এইরূপ করেন চিন্তন।
মৃগবধে নাহি পাপ হবে কদাচন।।

আরো শিব ভাবে সদা আপন অন্তরে।
মহাপাপ পরায়ণ দেখিছি বিধিরে।।
পাপিষ্ঠ বধেতে পাপ না হয় কখন।
শ্রুতির বিধান এই বিদিত ভুবন।।
যদি ইথে পাপ হয় তাহে কিবা ভয়।
নির্লেপ নির্গুণ আমি খ্যাত জগত্রয়।।
পাপপুণ্যভোগী আমি নহি কদাচন।
অতএব কিবা ভয় করিতে নিধন।।
ধর্ম্মের স্থাপন মাত্র করিবার তরে।
নির্গুণ হইয়া রহি সগুণ আকারে।।
অতএব ধর্ম্ম আমি করিব রক্ষণ।
সকলের হিতকাজ করিব সাধন।।
যদ্যপি প্রশ্রয় দিই এই মৃগবরে।
চলিবে সকলে এই পথে অনুসারে।।
এই মৃগবরে আমি করিলে নিধন।
হইবে জগতে মম যশের ঘোষণ।।
কীর্ত্তিমান যেই জন অবনীমণ্ডলে।
তারে পূজা করে সবে জানিবে সকলে।।
অকীর্ত্তি যাহার হয় বিনাশ তাহার।
এইরূপ খ্যাত আছে জগত-সংসার।।
এইরূপ মনে মনে ভাবি পঞ্চানন।
দিব্য বাণ শরাসনে করেন যোজন।।
মন্ত্রপূত করি বাণ ক্ষেপণ করিলে।
তাহে ব্রহ্মশির কাটি ফেলে ধরাতলে।।
মৃগেতে নিহত হেরি হরিণী তখন।
মনানন্দে স্বর্গধামে করয়ে গমন।।
মৃগরূপ পরিত্যাগ করি প্রজাপতি।
শিবের নিকটে ব্রহ্মা করে অবস্থিতি।।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কহে ওহে পঞ্চানন।
তোমা হতে ভূমে হয় ধর্ম্মের স্থাপন।।
পাপ হতে পরিত্রাণ করিলে আমারে।
পরম কল্যাণদায়ী তুমি হে সংসারে।।
মম সম পাতকী ভূমে নাহি কোন জন।
পাপ হতে মোরে রক্ষ ওহে ত্রিলোচন।।
যার নাম উচ্চারণ করিলে বদনে।
পাতক বিলয় হয় শাস্ত্রের বিধানে।।
সেই হেতু মূর্ত্তিমান নিকটে আমার।
তোমার দর্শনে পাপ নাহি রবে আর।।
তব নাম সংকীর্ত্তন যেই জন করে।
মহাপাপে সেই জন অবহেলে তরে।।
এখন জিজ্ঞাসি তোমা ওহে ত্রিলোচন।
আদি শক্তি জগন্মাতা কোথায় এখন।।
কোথায় জনম বল ধরিছে জননী।
এত শুনি মিষ্টভাষে কহে শূলপাণি।।
দক্ষ অপরাধে সতী ত্যজেছে জীবন।
দক্ষ ও তাহার শাস্তি পেয়েছে এখন।।
দক্ষের সুগতি নাহি হেরি কোনস্থানে।
নরকে নাহিক স্থান জানিবেক মনে।।
আমার উপরে দ্বেষ করি যেইজন।
এক মনে নারায়ণে করিবে ভজন।।
দক্ষসম গতি হবে জানিবে তাহার।
দক্ষসম অজমুখ হবে দুরাচার।।
দক্ষপুত্রী জন্মিবেন হিমালয় ঘরে।
বাঞ্ছা আমি সেই হেতু করেছি অন্তরে।।
তাঁহার যাবত নাহি হইবে জনম।
ততকাল হিমালয়ে করিব যাপন।।
এত বলি মহেশ্বর হন তিরোধান।
সত্যলোকে যান ব্রহ্মা করিয়া প্রণাম।।
হিমালয়ে উপনীত হয়ে দিগম্বর।
ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকে আত্ম নিষ্ঠপর।।
তুণ্ডে ঋষে দেখ দেখ ওহে মতিমান।
শিবের কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে বিদ্যমান।।
তারকা মণ্ডিত এই আকাশ উপরে।
দেখহ আর্দ্রা নক্ষত্র কিবা শোভা ধরে।।
বধ করে যেই মৃগ দেব পঞ্চানন।
মৃগশির তারা রূপে হয় সুশোভন।।
মৃগের শোনিতে আর্দ্র হয়েছিল বলে।
হইয়াছে আর্দ্রা নাম খ্যাত চরাচরে।।

উহার দর্শনে হয় পাতকের ক্ষয়।
ইহা মহেশের কীর্ত্তি জানিবে নিশ্চয়।।
শিবের চরিত্র এই অতি বিমোহন।
অধ্যয়ন করে যদি অথবা শ্রবণ।।
নাহি কভু পাপে লিপ্ত সেই জন হয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়।।
দক্ষের চরিত্র কথা যেই জন শুনে।
তার দৃঢ়ভক্তি জন্মে দেব পঞ্চাননে।।
কিবা তপ কিবা যজ্ঞ কিবা কিছু দান।
ইত্যাদি ধরম কর্ম্ম করে সে ধীমান।।
যদি শিব আরাধনা সেই নাহি করে।
সকল বিফল তার জানিবে অন্তরে।।
শ্রেষ্ঠ হতে সর্ব্বদেব দেব পঞ্চানন।
ভক্তির আধার তিনি সাধনের ধন।।
তাঁহারে ভজিলে হয় পূর্ণ মনোরথ।
উন্মুক্ত তাহার হয় সুগতির পথ।।
তাঁহার ভজনা ছাড়ে যেই মূঢ়মতি।
পদে পদে লভে সেই অসীম দুর্গতি।।
একমনে যদি পুজে দেব মহেশ্বরে।
পাপ উপপাপ যদি সেই জন করে।।
তথাপি সুগতি হবে অন্তিমে তাহার।
তাহার দেহে পাতক নাহি রবে আর।।
তাই বলে দ্বিজ কবি ওরে মূঢ় মন।
একান্ত অন্তরে ভাব শিবের চরণ।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে তাহার হয় দেবলোকে ধাম।।

মেনকার গৌরী প্রসব

দেবী দুর্গা মাতা হন প্রকৃতি আদিমা।
তাঁহার লীলার কথা দিতে নারি সীমা।।
মেনকা উদরে পুনঃ গৌরীরূপে আসে।
শুনহ কেমনে আসে কৃত্তিবাস বাসে।।
বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
অতঃপর শিবকথা করিলে কীর্ত্তন।।
শ্রবণ করিলে ইহা মোহ দূর হয়।
ধ্বংসে হয় মহাপাপ জানিবে নিশ্চয়।।
মহেন্দ্রাদি দেবগণ একান্ত অন্তরে।
শিবকথা সদা শুনে শ্রবণ-বিবরে।।
মুক্তিলাভ করে ইথে মহাত্মা নিকর।
অতএব মন দিয়া শুন বিজ্ঞবর।।
শিবের পরম ভক্ত তুমি মহামতি।
তারপর শুন যাহা কহে পশুপতি।।
মুনিগণ বন্দনীয় দেব পঞ্চানন।
এইরূপে মৃগবরে করিয়া নিধন।।
গমন করেন প্রভু হিমালয়-গিরে।
তথায় করেন বাস সানন্দ অন্তরে।।
এইরূপে কিছুকাল করিল যাপন।
হিমালয় পত্নীগর্ভ করেন ধারণ।।
মেনকার গর্ভ হেরি যত পুরবাসী।
আনন্দে উৎসব সবে করে দিবানিশি।।
মেনকার দ্বিগুণরূপ বাড়িল তখন।
মৃদুমন্দ ভাবে সতী করয়ে গমন।।
তাহা দেখি সম্বোধিয়া কহে হিমগিরি।
আমার বচন এবে শুন গো সুন্দরী।।
গর্ভ ভারে অবনত হইয়াছ তুমি।
রূপের তুলনা নাহি শুন ওগো ধনী।।
এহেন তোমার রূপ করিলে দর্শন।
ভুলিয়া যায় যোগীরা যোগরত মন।।
কহিছে মেনকা তবে অতি ধীরে ধীরে।
প্রাণনাথ শুন শুন বলি হে তোমারে।।

গর্ভভারে আমি অতি হয়েছি কাতর।
ইহার উপায় তুমি কর গিরিবর।।
বুঝি আর বাঁচিব না হেন মনে গণি।
গর্ভভার সুদুঃসহ হয়েছে ইদানী।।
চারিবর্ষগর্ভ আমি করেছি ধারণ।
তবু নাহি হলো কোন অপত্য জনম।।
দশমাস ধরি গর্ভ প্রসব যে হয়।
এই ত জানে সকলে ওহে মহোদয়।।
এতকাল কিন্তু মম না হলো সন্তান।
অনুমানে ইথে বুঝি নাহি পরিত্রান।।
আমার জীবন বুঝি হবে বিসর্জ্জন।
প্রসব উপায় দেখ ওহে মহাত্মন।।
করুণ বাক্য মেনকার শুনি গিরিবর।
বিষণ্ণ বদন হন না করে উত্তর।।
অধোমুখে আছে বসি বিষণ্ণ-অন্তরে।
দেবঋষি হেনকালে আসে সেইস্থলে।।
গিরিকে বিষণ্ণ দেখি জিজ্ঞাসে তখন।
মলিন হইয়া আছে কিসের কারণ।।
নারদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আদ্যোপান্ত গিরিরাজ কহিল তখন।।
দেব ঋষি তাহা শুনি কহে মিষ্টস্বরে।
ইহার কারণ বলি শুনহ সাদরে।।
দক্ষকন্যা মেনা গর্ভে করে অবস্থিতি।
অগ্নিমাঝে দক্ষযজ্ঞে পশে যেই সতী।।
জীবন ধন্য তোমার ওহে গিবিবর।
এতদিনে হলো তব তপস্যা সফল।।
আদ্যাশক্তি জগৎমাতা তব পুত্রী হবে।
ইহার অপেক্ষা ভাগ্য কিবা আছে ভবে।।
সতীর জনমাকাঙ্ক্ষা করি পঞ্চানন।
তোমার শিখরে আছে ধ্যানেতে মগন।।
দশমাস গত হলে যতেক রমণী।
প্রসব হইয়া থাকে ওহে গিরিমণি।।
কিন্তু এককথা বলি শুন গিরিবর।
ঈশ্বরী জনম লবে বারো বর্ষপর।।

অতএব নাহি রাখ বিষাদ অন্তরে।
পূজা কর ঈশ্বরের ভক্তি সহকারে।।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যিনি শশাঙ্ক শেখর।
তোমার শিখরে বাস করে নিরন্তর।।
মঙ্গল কারণ সেই দেব পঞ্চাননে।
পূজা কর মহাভাগ ভক্তিযুত মনে।।
এতেক বচন শুনি হিমালয় কয়।
নিবেদন শুন শুন ওহে মহোদয়।।
জানিব কিরূপে আমি দেব মহেশ্বরে।
করিব কিরূপে পূজা বলহ আমারে।।
কিরূপ পূজার বিধি করহ কীর্ত্তন।
তোমার প্রসাদে তাঁরে করিব পূজন।।
এত শুনি দেব ঋষি কহে ধীরে ধীরে।
শুন গিরি গুহ্য মন্ত্র বলিহে তোমারে।।
পূজা কর এই মন্ত্রে ওহে গিরিবর।
ইহার প্রসাদে হবে বাসনা সফল।।
ইহার প্রসাদে ব্রহ্মা আর নারায়ণ।
সদা আছে মন সুখে ওহে মহাত্মন্।।
ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রের প্রধান।
ইহার প্রসাদে হয় অন্তিমে নির্ব্বাণ।।
পরম অভীষ্ট মন্ত্র জানিবে অন্তরে।
বেদে শিবাগমে খ্যাত জানে সর্ব্বনরে।।
ষড়ক্ষর মন্ত্র এই মুক্তির কারণ।
পঞ্চাক্ষর কিম্বা হয় ওহে মহাত্মন্।।
প্রণব ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাক্ষর হয়।
এই মন্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয়।।
তার মাঝে পঞ্চাক্ষর সবার প্রধান।
নাহি হয় কোন মন্ত্র ইহার সমান।।
ঋষিছন্দে এ মন্ত্রের করহ শ্রবণ।
বামদেব মুনি হয় ওহে মহাত্মন্।।
এই মন্ত্রে পংক্তি ছন্দ ওহে গিরিবর।
দেবতা ইহার হন জানিবে ঈশ্বর।।
অর্থে সর্ব্বকাম বিনিয়োগ যে হয়।
ওঙ্কার ইহার বীজ ওহে মহোদয়।।

পার্ব্বতী শকতি হয় ওহে মহাত্মন্।
এই মন্ত্রে তাঁর পূজা করহ সাধন।।
মহেশেরে দরশন করি গিরিবর।
প্রণতি করে সাষ্টাঙ্গে ধরণী উপর।।
প্রণমিয়া গিরিরাজ উঠিল যেমন।
দেখে তথা আর নাহি সেই পঞ্চানন।।
বিহ্বল হইয়া পরে নানা চিন্তা করি।
নারদেরে সম্বোধিয়া কহিলেন গিরি।।
অতীব বিচিত্র ঋষি করি দরশন।
গেলেন কোথায় সে দেব পঞ্চানন।।
তোমার প্রসাদে আজি হেরিনু তাঁহারে।
কিন্তু কোথায় এবে বলহ আমারে।।
এতেক বচন শুনি নারদ তখন।
কহিলেন শুন শুন ওহে মাহাত্মন্।।
অচিন্ত্য মহিমা তাঁর কি বলি তোমারে।
আছেন সে দেবদেব তোমার শিখরে।।
আরাধনা কর তাঁর ওহে মহাত্মন্।
বাসনা অবশ্য তব হইবে পূরণ।।
মেনকার গর্ভে কন্যা লভিবে জনম।
সেই কন্যা পঞ্চাননে করিবে অর্পণ।।
চিন্তা করি এইরূপ নিজ মনে মনে।
আরাধনা কর গিয়ে দেব ত্রিনয়নে।।
ইহাতে হইবে তুষ্ট দেব মহেশ্বর।
কল্যাণ হবে মেনকার ওহে গিরিবর।।
দেবঋষি এত বলি করেন প্রস্থান।
কার্য্য তাঁর আজ্ঞামত করে হিমবান।।
তারপর একদিন হৈমগিরিবর।
শিবেরে দেখেন গিয়া নিজ শৃঙ্গোপর।।
তাহা হেরি করযোড়ে বলে হিমালয়।
মহাদেব নমস্তেতু ওগো মহোদয়।।
রক্ষা করহ আমারে মঙ্গল কারণ।
তোমার একান্ত আমি লভিনু শরণ।।
এত শুনি মহেশ্বর কহে মিষ্ট স্বরে।
তোমার বচনে তুষ্টি লভিনু অন্তরে।।

মেনকার গর্ভে আছে আমার রমণী।
জনম লভিবে সেই নিত্য সনাতনী।।
এত বলি ত্রিপুরারি হন তিরোধান।
নিজবাসে মহানন্দে আসে হিমবান।।
আত্মীয়গণের পরে করি সম্বোধন।
শিবের বৃত্তান্ত সব করে নিবেদন।।
কিছুকাল এইরূপে সমাতীত হয়।
তারপর ঘটে যাহা শুন মহোদয়।।
দ্বাদশ বরষ গর্ভে করিয়া যাপন।
ভূমিষ্ঠ হইল কন্যা শুন তপোধন।।
যখন জন্মিল কন্যা মেনকা উদরে।
মৃদু মৃদু সমীরণ বহে ধীরে ধীরে।।
সুপ্রসন্ন চারিদিক হইল তখন।
গগনেতে শঙ্খধ্বনি হয় ঘন ঘন।।
অবিরত পুষ্পবৃষ্টি ধরাতলে পড়ে।
আনন্দের ধ্বনি উঠে হিমালয় পুরে।।
মেনকার দ্বিগুণরূপ বাড়িল তখন।
তাঁহার শোভার কথা না যায় বর্ণন।।
জনমিয়া দিব্য কন্যা তাঁহার উদরে।
হিমপুরী দিব্যরূপে আলোকিত করে।।
জনমিয়া সেই কন্যা বাড়ে দিন দিন।
সুললিত দেহ তার কটিদেশ ক্ষীণ।।
দেখিতে দেখিতে বাল্যকাল গত হয়।
ক্রমেতে হইল আসি যৌবন উদয়।।
তাহা দেখি হিমালয় ডাকিয়া কন্যারে।
কহিলেন শুন গৌরী কহি যে তোমারে।।
আমার শিখরে বাস করে পঞ্চানন।
তাঁহার অর্চ্চনা তুমি করহ সাধন।।
মরিয়াছে দক্ষ যজ্ঞে সতী দাক্ষায়নণী।
তদবধি ত্যক্ত সঙ্গ আছে শূলপাণি।।
তদবধি মম শৃঙ্গে করি আরোহণ।
জপেতে মগন আছে দেব পঞ্চানন।।
অতএব তাঁর সেবা কর ভক্তি ভরে।
পরম মঙ্গল হবে কহিনু তোমারে।।

এতেক বাক্য পিতার করিয়া শ্রবণ।
হাস্য করে মনে মনে পার্ব্বতী তখন।।
তথাস্তু বলিয়া তিনি করেন স্বীকার।
জয়া বিজয়ার সঙ্গে হন আগুসার।।
সখীদ্বয় সঙ্গে তিনি একান্ত অন্তরে।
শিবের করেন সেবা অতি ভক্তিভরে।।
কেবল লোকের শিক্ষা দিবার কারণ।
এইরূপ কাজ করে পার্ব্বতী তখন।।
সদা চিন্তা করে দেবী আপন অন্তরে।
করিব যে পতিলাভ দেব মহেশ্বরে।।
পুরাণে পীযুষ কথা অতি মনোহর।
শুনিলে পবিত্র তার হয় কলেবর।।

তুণ্ডির নিকট মদন দহন বর্ণন

জিজ্ঞাসিল তুণ্ডিবর কেমনে মদন।
কিভাবেতে অকালেতে হইল দহন।।
বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
অতঃপর ঘটে যেই অদ্ভুত ঘটন।।
তারক নামেতে দৈত্য অতি দুরাশয়।
যুদ্ধেতে দেবতাগণে করে পরাজয়।।
দেবেন্দ্রের বলবীর্য্য করি বিনাশন।
হরি লয় স্বর্গরাজ্য সেই দুরাত্মন্।।
তাহা দেখি দেবগণ একত্র হইয়ে।
আসি উপনীত হন ব্রহ্মার আলয়ে।।
সত্যলোকে পদ্মাসনে করি নিরীক্ষণ।
আনন্দে মগন হন যত দেবগণ।।
প্রণিপাত করি পরে বিধির চরণে।
নতশিরে কহিলেন বিনয় বচনে।।
তোমা হতে হয় বিধি বিশ্বের সৃজন।
তোমার চরণে করি সতত বন্দন।।
কল্প-অন্তে রুদ্ররূপী হও পদ্মযোনি।
বিষ্ণুরূপে পাল বিশ্বে তুমি চিন্তামণি।।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ।
তুমি প্রকৃতি পুরুষ ওহে মহাত্মন্।।
করুণা কটাক্ষ কর মোদের উপরে।
পতিত হইয়াছি মোরা বিপদ সাগরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ।।
কি হেতু রয়েছে সবে মলিন অন্তরে।
বিষাদের হেতু কিবা বলহ আমারে।।
ইন্দ্রের বজ্রের তেজ না হেরি এখন।
বরুণের পাশ কেন বিকল এমন।।
কুবেরের গদা নাহি সুবিশাল করে।
বিষণ্ণ বদনে যম আছে নতশিরে।।
দ্বাদশ আদিত্যে দেখি তেজহীন অতি।
অগ্নিদেব হীন তেজ আছে নিরবধি।।
নিস্তেজ হইয়া আছে যতেক পবন।
সুধাহীন সম আছে চন্দ্রমা এখন।।
ঐরাবত দন্ত ভগ্ন নেহারি নয়নে।
উচ্চৈঃশ্রবা হীন তেজা কিসের কারণে।।
বুধদেব কাঁপিতেছে অতি থরথর।
ইহার কারণ কিবা অমর নিকর।।
এতেক বচন শুনি গুরু বৃহস্পতি।
বলিলেন শুন শুন ওহে মহামতি।।
যা বলিল সত্য বটে কিছু মিথ্যা নয়।
অন্তর্য্যামী তুমি প্রভু জান সমুদয়।।
রাখিয়াছে সূর্য্যদেবে আপন আগারে।
দীর্ঘিকাতে পদ্মরাশি উৎপাদন তরে।।
নিরন্তর বামে তার করি অবস্থান।
বলিতেছে মৃদু মৃদু পবন ধীমান।।
পূর্ণকলা দ্বারা চন্দ্র সদা সর্ব্বক্ষণ।
তার উপাসনা করে ওহে পদ্মাসন।।

সমুদ্র যতেক রত্ন লইয়া সাদরে।
তাহার নিকটে সদা অবস্থিতি করে।।
মন্দাকিনী জল দুষ্ট করিয়া গ্রহণ।
আপনার দীর্ঘিকাতে করেছে স্থাপন।।
অতএব তব পদে করি নিবেদন।
সেনাপতি একজন করহ সৃজন।।
সেই জন তারকেরে করিবে সংহার।
নতুবা মোদের নাহি কিছুতে উদ্ধার।।
মহাবীর্য্য পরাক্রম হবে সেনাপতি।
বিনাশিবে পরসৈন্য ওহে সৃষ্টিপতি।।
সেইজন দেবগণে করিবে রক্ষণ।
বলিব অধিক কিবা ওহে পদ্মাসন।।
তুমি একমাত্র গতি ওহে পদ্মাকর।
কৃপা দৃষ্টি কর এবে দেবতা উপর।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
কহিলেন শুন শুন ওহে দেবগণ।।
তোমাদের বাঞ্ছাপূর্ণ হবে যথাকালে।
এখন যে কথা বলি ধরহ অন্তরে।।
তপস্যা বলেতে সেই দানব প্রবর।
হয়েছে দুর্ধর্ষ ওহে দেবতা নিকর।।
তপস্যার ফল শেষ যত দিনে হবে।
ততদিন দুরাধর্ষ সে জন রহিবে।।
নিজে আমি তারে বর করেছি অর্পণ।
কিরূপেতে নিজে তারে করিব নিধন।।
বিষবৃক্ষে সম্বর্দ্ধিত করিয়া আপনি।
কেবা কোথা করে ছেদ বল দেখি শুনি।।
বিশেষতঃ এক কথা করহ শ্রবণ।
যুদ্ধে তারে কোন জন করিবে নিধন।।
হেন জন কেবা আছে অবনীমণ্ডলে।
হেন জয়ী কেহ নাহি জগত ভিতরে।।
যে কথা এখন বলি করহ শ্রবণ।
দক্ষযজ্ঞে সতীদেহ করে বিসর্জ্জন।।
উমারূপে সেই সতী হিমালয়োপরে।
শিব আরাধনা এবে করিছে সাদরে।।

পতিলাভ শিব ধনে করিবার তরে।
একান্ত অন্তরে সতী আছে গিরিপরে।।
অতএব শুন শুন ওহে দেবগণ।
যাহে গৌরী বিভা করে দেব পঞ্চানন।।
তাহার উপায় কর তোমরা সকলে।
অন্য কেহ শিবতেজ ধরিবারে নারে।।
পরম পুরুষ সেই দেব ত্রিনয়ন।
আদিমা প্রকৃতি সতী বিদিত ভুবন।।
পার্ব্বতী জঠরে পুত্র লভিলে জনম।
মঙ্গল হইবে তবে ওহে সুরগণ।।
এত বলি পদ্মযোনি অমর নিকরে।
প্রবেশ করেন পুনঃ গৃহের ভিতরে।।
কৃতকৃত্য হয়ে পড়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ ধামে পুনঃ করেন গমন।।
শুন শুন কামদেব বচন আমার।
তোমা হতে হয় বিশ্বে মোহের সঞ্চার।।
আমার বচনে রক্ষ এতিন ভুবন।
অব্যর্থ তোমার শর জানে সর্ব্বজন।।
এতেক বচন শুনি কামদেব কয়।
ধন্য ধন্য আমি ধন্য ওহে মহোদয়।।
অনুগ্রহ আছে তব আমার উপরে।
কি করিতে হবে প্রভু আজ্ঞা দেহ মোরে।।
সতীরে আনিব কিহে তোমার গোচর।
বল বল শীঘ্র করি ওহে বজ্রধর।।
বজ্র যথা তব আজ্ঞা করয়ে পালন।
করিব সেরূপ আমি ওহে মহাত্মন্।।
পুষ্প-অস্ত্রে সুরাসুরে মোহিবারে পারি।
শিবের ধৈর্য্যচ্যুতি আজ্ঞা দিলে করি।।
কিবা দেব কিবা দৈত্যে যেই কেহ হয়।
তাহারে করিব মুগ্ধ ওহে মহোদয়।।
কামের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবরাজ মিষ্টভাষে কহেন তখন।।
জানিহে অনঙ্গদেব তব পরাক্রম।
শিবধৈর্য্য নাশিবারে তুমিই সক্ষম।।

অতএব সেই কাজ করহ ত্বরায়।
দেবের মঙ্গল হবে জানিবে ইহায়।।
স্বর্গের কল্যাণ হবে ওহে মহাত্মন্।
অতএব মম বাক্য করহ পালন।।
যেখানে আছেন শিব হিমালয়োপরে।
সতী আছেন সেখানে হরিষ অন্তরে।।
তথা তুমি অবিলম্বে করহ গমন।
উমা প্রতি শিব মন কর নিয়োজন।।
আদেশ পাইয়া কাম তখনি চলিল।
হিমালয়ে অবিলম্বে উপস্থিত হইল।।
কামের সাহায্য হেতু মলয় পবন।
আনন্দেতে পিছু পিছু করেন গমন।।
দুইজনে উপনীত হইয়া সেখানে।
উপবিষ্ট হন যথাস্থানে দুইজনে।।
মনের বিকৃতি ভাল দরশন করি।
একি একি মনে ভাবে দেব ত্রিপুরারি।।
ধৈর্য্যচুতি কেন মম হইল এখন।
এত ভাবি চারিদিকে চাহে পঞ্চানন।।
দেখিলেন পৃষ্ঠভাগে আছেন মদন।
তার হাতে শরাসন হতেছে শোভন।।
তখন উপজে ক্রোধ শিবের অন্তরে।
লোহিত নয়ন বর্ণ অবিলম্বে ধরে।।
তৃতীয় নয়ন হতে অগ্নি বহিরায়।
চারিদিকে দেবগণ করে হায় হায়।।
সম্বর সম্বর রোষ ওহে পঞ্চানন।
শূন্যমার্গে এই রূপ কহে দেবগণ।।
বলিতে বলিতে সেই নয়ন অনলে।
ভস্মীভূত হয়ে কাম পড়িল ভূতলে।।
মহাবিঘ্ন সমুৎপন্ন করি দরশন।
অবিলম্বে তিরোহিত হন পঞ্চানন।।
এই কথা ভক্তি ভরে করিলে শ্রবণ।
পাপ উপপাপ তার হয় বিমোচন।।
ইহকালে মহাসুখে সেই জন রয়।
অন্তে শিবপুরে যায় নাহিক সংশয়।।
নাহি থাকে অগ্নি ভয় তাহার কখন।
তাহার নিকটে হয় শমন দমন।।
তাই বলে কবিবর শুন সাধুনর।
মুক্তিহেতু ভক্তি রাখ শিবের উপর।।

মদন শোকে রতির বিলাপ

মদন দহন কথা শুনি ঋষিবর।
বামদেবে সম্বোধিয়া কহিল সত্বর।।
তারপর রতিদেবী কি কর্ম্ম করিল।
শম্বরাসুর কথা বিস্তারিয়া বল।।
বামদেব বলে শুন ওহে ঋষিবর।
তিরোধান হলে পরে শশাঙ্কশেখর।।
শৈলেন-নন্দিনী উমা দুঃখিত অন্তরে।
সখীদ্বয় সহ যান আপন আগারে।।
বিষণ্ণ বদনা তাঁরে করি দরশন।
কারণ জিজ্ঞাসা করে পর্ব্বত রাজন।।
ওগো বৎস বলি শুন আমার বচন।
তোমারে কি হেতু হেরি মলিন বদন।।
শুশ্রূষার ত্রুটি বুঝি করেছিলে তুমি।
কুপিত হয়েছে তাহে দেব শূলপাণি।।
এত শুনি উমা সতী কহেন তখন।
আমার সেবায় তুষ্ট সদা পঞ্চানন।।
সেই সেবা কর্ম্মফলে হয়েছে বিফল।
তাহার কারণ বলি ওহে গিরিবর।।
নারী এক সঙ্গে করি পুরুষ ধীমান।
উপনীত হয়েছিল শিব বিদ্যমান।।
ফুলধনু তার হাতে কিবা শোভা পায়।
সঙ্গে অনুচর মৃদু পবন তাহায়।।

যেমন সেজন তথা করে আগমন।
সর্ব্ব ঋতু জাত পুষ্প ফুটিল তখন।।
কোকিলেরা কুহুরব করিতে লাগিল।
বসন্ত প্রত্যক্ষ আসি আগত হইল।।
নিতম্বের কাঞ্চী রমণ হইল চঞ্চল।
শিবের ধৈরয চ্যুতি হলো গিরিবর।।
তাহা দেখি চারিদিকে চাহে ত্রিলোচন।
পৃষ্ঠভাগে সেইজন করেন দর্শন।।
অমনি উপজে ক্রোধ তাঁহার অন্তরে।
নয়ন আরক্ত বর্ণ সেই ক্ষণে ধরে।।
তৃতীয় নয়ন হতে অগ্নি বাহিরায়।
অবিলম্বে ভস্মীভূত করিল তাহায়।।
এতেক বচন শুনি হিমগিরিবর।
প্রবোধিয়া দুহিতারে গেলেন অন্দর।।
এদিকে কামের পত্নী রতি মনোরমা।
পতির লাগিয়া খেদ করয়ে ললনা।।
শুন শুন রতি সতী আমার বচন।
যেই কালে মৃগরূপ ধরে পদ্মাসন।।
যবে বিধি বাঞ্ছা করে আপন কন্যারে।
যবে দেব প্রজাপতি মৃগরূপ ধরে।।
যখন সে মৃগ বধ করে পঞ্চানন।
তখন লজ্জিত হয়ে দেব পদ্মাসন।।
দিয়াছিল অভিশাপ কন্দর্প দেবেরে।
হরকোপে হবে ভস্ম এই কথা বলে।।
সেই হেতু ভস্মীভূত হইল মদন।
অতএব শুন রতি আমার বচন।।
দৈববাণী শুনি সতী আনন্দে মজিল।
সরল মনে শিবেরে পূজিতে থাকিল।।
মৃত্তিকার লিঙ্গ গড়ি বিহিত বিধানে।
গন্ধ উপচারে পূজে ঐকান্তিক মনে।।
পূজিতে অযুত লিঙ্গ করিয়া মনন।
একে একে রতি সতী করয়ে অর্চ্চন।।
পূজিতে পূজিতে মন সরল হইল।
দুঃখ রাশি গিয়া চিত্ত হইল বিমল।।

অযুত সংখ্যক লিঙ্গ হইল পূজন।
তিল-হোম যথাবিধি করেন সাধন।।
তখন প্রসন্ন হয়ে দেব ভগবান্।
আবির্ভূত হন আসি রতি বিদ্যমান।।
শঙ্করের পুরোভাগে করি দরশন।
করপুটে স্তব রত করেন তখন।।
তব তত্ত্ব নাহি জানে দেব পদ্মযোনি।
নাহি জানে নারায়ণ ওহে শূলপাণি।।
তোমার তত্ত্ব বেদেতে কেহ নাহি পায়।
অবলা হইয়া কিসে জানিব তোমায়।।
এইরূপে স্তব করে মদন রমণী।
স্তব শুনি তুষ্ট হন দেব শূলপাণি।।
আবির্ভূত হন আসি রতির সদন।
সম্বোধিয়া মিষ্টভাষে কহেন তখন।।
তুষ্ট হৈনু স্তবে অতি তোমার উপরে।
অভিমত বর এবে দিব যে তোমারে।।
এতেক বচন শুনি রতি সতী কয়।
অন্য কোন বরে বাঞ্ছা নাহি মহোদয়।।
কামদেবে কর দান ওহে পশুপতি।
বর চাহি এই মাত্র কর অনুমতি।।
এতেক বচন শুনি দেব ত্রিলোচন।
এ বর অর্পিতে আমি না পারি কখন।।
আমার অর্চ্চনা তুমি করেছ সাধন।
স্তব মম করিয়াছ তুমি অধ্যয়ন।।
তব পাশে তাহাতে ঋণী আছি আমি।
অতএব বর মাগ মদন-ভামিনী।।
অন্য বর যাহা তুমি করিবে যাচন।
তাহাই অর্পিব আমি স্বরূপ বচন।।
এতেক বচন শুনি রতি সতী কয়।
নিবেদন শুন শুন ওহে মহোদয়।।
অপরাধী জনে ক্ষমা সাধুজন করে।
জগতে বিদিত আছে শাস্ত্রের বিচারে।।
পরম পুরুষ তুমি জগত ঈশ্বর।
অসাধ্য কি আছে তব জগত ভিতর।।

আমার প্রার্থনা তুমি করিলে পূরণ।
সুখ্যাতি অতুল্য হবে জগতে রটন।।
এতেক বচন শুনি দেব ত্রিপুরারি।
শুন শুন কহিলেন বলি তা সুন্দরী।।
কামেরে পাইতে বাঞ্ছা করিছ এখন।
কিন্তু তাহা নাহি হবে শুনহ বচন।।
শম্বর নামেতে দৈত্য আছে ধরাতলে।
এবে তুমি গিয়া থাক তাহার আগারে।।
দ্বাপর যুগেতে পরে দেব নারায়ণ।
কৃষ্ণরূপে ধরাতলে লভিবে জনম।।
ধরার দুর্ব্বহ ভার হরিবার তরে।
অবতীর্ণ হবে হরি জগত মাঝারে।।
তাঁহার পরম ভার্য্যা হবেন রুক্মিণী।
লক্ষ্মীরূপা সেইদেবী সবার জননী।।
জনমিবে তাঁর গর্ভে তখন মদন।
প্রদ্যুম্ন হইবে নাম বিদিত ভুবন।।
সেই কালে পতি সহ হইবে মিলন।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
কামে ভস্ম করিলাম আমি গো সুন্দরী।
এই কীর্ত্তি রবে মম জগত-ভিতরি।।
রতিরে এতেক বলি করি বরদান।
অবিলম্বে মহেশ্বর হন তিরোধান।।
তাঁহার আদেশে রতি সম্বর আগারে।
পতি লাভ আশা করি নিবসতি করে।।
শিবের মাহাত্ম্য এই করিনু কীর্ত্তন।
পরম মঙ্গলপ্রদ দেব ত্রিলোচন।।
যেজন শরণ লয় দেব মহেশ্বরে।
তাহার কি ভয় বল জগৎ সংসারে।।
শঙ্কর হইলে তুষ্টি কি ভাবনা তার।
অমঙ্গল যায় দূরে কহিলাম সার।।
অতএব শুন সবে যত সাধুজন।
সরল হৃদয়ে কর শিবের পূজন।।
শিবরূপ হৃদি পদ্মে ভাব নিরন্তর।
অশিব বিনাশ হবে কহে দ্বিজবর।।

উমার তপস্যা ও শিবের আবির্ভাব

অপূর্ব্ব শাস্ত্রের কথা শ্রবণে মধুর।
শ্রবণ করিলে পাতকাদি হয় দূর।।
বামদেবে পুনরায় করি সম্বোধন।
তুণ্ডিঋষি মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসে তখন।।
তিরোহিত হলে শিব নগেন্দ্রনন্দিনী।
পিতৃগৃহে কিবা করে কহ মহামুনি।।
এই কথা শুনিবারে করি আকিঞ্চন।
বর্ণন করিয়া কর বাসনা পূরণ।।
এত শুনি বামদেব কহে মিষ্টস্বরে।
মুনিবর শুন শুন বলিহে তোমারে।।
পিতৃগৃহে গিয়া সতী বিষণ্ণ-বদন।
পিতৃ-মাতৃ দোঁহে পদে করিয়া বন্দন।।
কহিলেন শুন শুন পিতা মহোদয়।
বিফল হইল মম সেবা সমুদয়।।
জনম বিফল মম বিফল যৌবন।
আজ্ঞা কর করি আমি তপস্যাচারণ।।
শৃঙ্গোপরি বনমাঝে গমন করিয়ে।
করিব দারুণ তপ শিবের লাগিয়ে।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু যাঁরে নাহি ধ্যান যোগে পায়।
বিনা তপে কি প্রকারে লভিব তাঁহায়।।
উমার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
পিতা মাতা দুইজনে কহেন তখন।।
বলিলে তুমি গো বাছা দেব মহেশ্বর।
একমাত্র তপোগম্য জগত ভিতর।।
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ।
হৃদিমাঝে ভক্তি ধনে করিয়া স্থাপন।।

নারীর কাননে বাস সমুচিত নয়।
বনমাঝে একাকিনী কিরূপেতে রয়।।
অতএব বনে নাহি করিও গমন।
মুনিদের বাসস্থান জানিবে কানন।।
মহেশ্বর কৃত্তিবাস সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
আছে সবার অন্তরে সেই শূলপাণি।।
সর্ব্বেশ্বর পতি হন দেব পঞ্চানন।
ভক্তি মুক্তি সকলের তিনিই কারণ।।
যথা তথা সর্ব্বস্থানে বিরাজে শঙ্কর।
ভক্তের হৃদয় পদ্মে তিনিই ভাস্কর।।
অতএব সদা পূজ দেব মহেশ্বরে।
যেও না গো কভু উমা কানন মাঝারে।।
কেবল কানন হয় বিঘ্নের কারণ।
আমাদের বাক্য মাতঃ করহ রক্ষণ।।
পিতার মাতার বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পার্ব্বতী উত্তর করে বিকম্পিত মনে।।
যা কহিলে সত্য বটে গৃহস্থ-ধরম।
কিন্তু আমি তাহা নাহি করিব পালন।।
গৃহ ধর্ম্ম হতে মোরে জানিবে বাহিরে।
ব্রহ্মচারী হব আমি কহিনু তোমারে।।
ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম যেই করে আচরণ।
বনবাস বিধি তার শাস্ত্রের বচন।।
অতএব যাব বনে শিবের কারণে।
ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বি রব সেইখানে।।
বিশেষতঃ মহাদেব বনে বনে রয়।
এইকথা শুনিয়াছি মুনিগণ কয়।।
বনমাঝে যদি আমি করি নিবসতি।
তুষ্ট হবেন অচিরে সেই পশুপতি।।
এত বলি গিরিসুতা কমল লোচনী।
হৃদয়-মাঝারে ভাবে কোথা শূলপাণি।।
মহেশ্বরে হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ।
আনন্দাশ্রু অবিরত করে বরিষণ।।
গুরুজনে তারপর প্রণাম করিয়ে।
তপ হেতু যান বনে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।

জয়া ও বিজয়া নামে দুই সখী ছিল।
অনুগামী দুইজন আনন্দে হইল।।
সখীদ্বয় সহ গৌরী হরিষ অন্তরে।
অবিলম্বে চলি যান পর্ব্বত শিখরে।।
পর্ব্বতের কিবা শোভা কি করি বর্ণন।
অশোক পুন্নাগ আদি শোভে তরুগণ।।
বিল্ব আমলকী আর কত বা মালতী।
দেখিলে জনমে কত নয়নের প্রীতি।।
সুশীতল সরোবর কিবা শোভা পায়।
অপ্সরারা স্নান করে সুখেতে তাহায়।।
এইরূপ মনোহর সুরমা-শিখরে।
গৌরী সহ সখীদ্বয় তথা বাস করে।।
গৌরীর বসতি হেতু সেই দিব্যস্থান।
শ্রীগৌরী শিখর এই লভিনু আখ্যান।।
গৌরীসতী সেই স্থানে করি অবস্থিতি।
দিবানিশি হৃদে ভাবে শিব কথা অতি।।
বহুদিন এইরূপে সমাতীত হলে।
জটিল পুরুষ এক আসে সেই স্থলে।।
মুনিবেশধারী সেই পুরুষ প্রবর।
উপনীত হয় আসি উমার গোচর।।
নানামতে উপদেশ করেন অর্পণ।
উপদেশ শুনি গৌরী পুলকে মগন।।
পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র হৃদে জপ করে।
দিবানিশি ভাবে সেই দেব মহেশ্বরে।।
শীতকালে গঙ্গাজলে করি অবস্থান।
হৃদে চিন্তে কোথা সেই মহেশ ধীমান।।
বসন্তে বাসন্তীপুষ্প পূজে পঞ্চাননে।
শ্রদ্ধা ভক্তি হৃদি মাঝে রাখিয়া বিধানে।।
গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া সুন্দরী।
হৃদয় কমলে ভাবে কোথা ত্রিপুরারি।।
বর্ষাকালে বৃষ্টিজলে করি অবস্থান।
সদা চিন্তে কোথা সেই হর গুণবান।।
ফলমূলমাত্র দেবী করিয়া ভোজন।
শতবর্ষ এইরূপে করেন যাপন।।

তারপর জলমাত্র করিয়া সেবন।
আর একশত বর্ষ করেন যাপন।।
তারপর শতবর্ষ শীর্ণ পর্ণাহারে।
যাপন করেন সতী একান্ত অন্তরে।।
তারপর পর্ণাহার করি বিসর্জ্জন।
একশত বর্ষদেবী করেন যাপন।।
এইরূপে পর্ণাহার বিসর্জ্জন করি।
এহেতু অপর্ণা নাম ধরেন সুন্দরী।।
তারপর বায়ুমাত্র করিয়া সেবন।
একশত বর্ষকাল করেন যাপন।।
পঞ্চশত বর্ষ করে এরূপে গমন।
কঠোর তপস্যা মাঝে হন নিমগন।।
তাঁহার কঠোর তপ দরশন করি।
পরম সন্তুষ্ট হন দেব ত্রিপুরারি।।
পরীক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।
ব্রহ্মচারী বেশ প্রভু ধরেন সত্বরে।।
অজিন আষাঢ় দণ্ড করিয়া ধারণ।
গৌরী পাশে ধীরে ধীরে করেন গমন।।
অতিথি আগত দেখি গিরিজা সুন্দরী।
বসিতে আসন দেন অতি ত্বরা করি।।
নানা বিধি ভক্ষ্য ভোজ্য করি আয়োজন।
অতিথি সৎকার দেবী করেন তখন।।
সেই সব প্রতিগ্রহ করি ব্রহ্মচারী।।
উমারে কহিতে থাকে সম্বোধন করি।
সতী কেমন তপস্যা করিছ এখানে।
করিছ ত সব কাজ বিহিত বিধানে।।
তপের আবশ্যকীয় পুষ্প কুশ-বারি।
এই সব সুলভ ত এখানে সুন্দরী।।
শক্তি বুঝি তপস্যা করিছ সাধন।
এক কথা ভাল ভাল জিজ্ঞাসি এখন।।
যৌবন তোমারে এই নয়নে নেহারি।
তপস্যার যোগ্য কাল নহেত সুন্দরী।।
ব্রহ্মচারি মুখে শুনি এতেক বচন।
হাস্যমুখে জয়া কহে শুন মহাত্মন।।

হিমালয়সুতা ইনি কমল লোচনী।
কার সঙ্গে কথা নাহি কহিবে এ ধনী।।
ইহার হইয়া আমি করিব বর্ণন।
শুন বলি মন দিয়া তপস্যা কারণ।।
যখন কামেরে ভস্ম করে ত্রিপুরারি।
তদবধি তাঁরে পতি বাঞ্ছেন সুন্দরী।।
এত শুনি ব্রহ্মচারী কহেন তখন।
সাধু সাধু দিব্যবর করেছ মনন।।
ইন্দ্রাদি অসংখ্যদেব আছে স্বর্গপুরে।
তাহাদিগে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে।।
শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমে যেই অভাজন।
মাংসাশী ভূজঙ্গ যার গাত্র আভরণ।।
সর্ব্বলোকে অপবাদ যেইজনে করে।
কেন তারে বাঞ্ছা ধনী করিলে অন্তরে।।
চিতাভস্ম অঙ্গে মাখে সেই পঞ্চানন।
জটিল বাতুল সেই বিদিত ভুবন।।
লাক্ষারক্তে সুরঞ্জিত তব পদদ্বয়।
শিবের চরণযুগ পূতিগন্ধময়।।
দক্ষ তারে নিমন্ত্রণ কভু নাহি করে।
তবে তুমি কেন বাঞ্ছা করিছ অন্তরে।।
কপোল লইয়া সেই করয়ে ভ্রমণ।
ভূত বেতালাদি সঙ্গে যায় সর্ব্বক্ষণ।।
উলঙ্গ হইয়া যেই সতত বিচারে।
যার নাহি লজ্জাবোধ অন্তর মাঝারে।।
তাহারে করিবে পতি কিসের কারণ।
এই কথা যেই জন করিবে শ্রবণ।।
উপহাস করিবেক সেই-ই তোমারে।
অতএব মমবাক্য ধরহ অন্তরে।।
সেই বাঞ্ছা মন হতে করহ বর্জ্জন।
শিবেরে বরিলে কষ্ট পাবে সর্ব্বক্ষণ।।
দেবেন্দ্র উপেন্দ্র আদি আছে দেবগণ।
তাহাদের একজনে করহ বরণ।।
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী সুন্দরী।
রোষবশে কহিলেন মৌন ভঙ্গ করি।।

মম বাক্য শুন শুন তুমি হে ব্রাহ্মণ।
যা বলিল সত্য বটে আমারে এখন।।
সত্য বটে ভ্রমে শিব শ্মশানে মশানে।
কিন্তু বলি যাহা তাহা ভেবে দেখ মনে।।
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত এই চরাচর।
প্রলয়ে যখন ভস্ম হয় মুনিবর।।
তখনো ভ্রমেণ শিব প্রলয় শ্মশানে।
তাঁহার বিনাশ নাহি এতিন ভুবনে।।
সদানন্দ দান করে যেই ত্রিলোচন।
করিছ তাহারে তুমি নিন্দিত এখন।।
শোভা পায় জটা বটে শিব শিরোপরে।
সামান্য নহেক জটা জানিবে অন্তরে।।
তিন বেদ জটারূপে শিরোদেশে রয়।
সে হেতু জটিল নাম হয়েছে নিশ্চয়।।
তাঁহার তুলনা নাহি এ বিশ্ব সংসারে।
এহেতু বাতুল তাঁরে বলে চরাচরে।।
যাহার নাহিক শেষ শেষ নামধারী।
সেই শেষ ভূষা রূপে আছে গাত্রোপরি।।
সর্ব্বপাপ নাশ পায় স্মরণে তাঁহার।
আমি মহাপাপীয়সী জগত মাঝার।।
সত্য বটে দক্ষ নাহি করে নিমন্ত্রণ।
চক্ষে চক্ষে তার ফল হয় দরশন।।
তাঁহার যজ্ঞেতে যেই পূজা নাহি করে।
তার সুগতি না হয় অবনী মাঝারে।।
তাঁহা হতে পৃথিব্যাদি ভুমেতে উৎপত্তি।
ভূতের প্রধান হয় বেতাল সুমতি।।
এই হেতু ভূতপতি তাঁহার আখ্যান।
ভূতবৃত নাম তাঁর ওহে মতিমান।।
চরণ পাতাল তাঁর কটি নরধাম।
শিরোদেশ স্বর্গলোক খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
দিক সমুহ বস্ত্র তাঁর এই যে কারণ।
দিগ্বাসা ধরেন নাম সেই ত্রিলোচন।।
যবে বিধি বাঞ্ছা করে নিজ কন্যাপরে।
মহেশ্বর তাঁর লজ্জা ভাঙ্গে সেই কালে।।

এহেতু বিগতক্রীড় শিবের আখ্যান।
অধিক বলিব কিবা তব বিদ্যমান।।
তাঁহার তত্ত্ব বেদেতে না হয় নির্ণয়।
কি রূপে বর্ণিব তাঁরে ওহে মহোদয়।।
সামান্য রমণী হয়ে বাঞ্ছিত তাঁহার।
এই কথা সত্য বটে কহিনু তোমার।।
জটিল গৌরীর মুখে করিয়া শ্রবণ।
শিবনিন্দা হেতু পুনঃ উদ্যত তখন।।
তাহা দেখি গৌরী সতী বিজয়ারে কয়।
শুন সখী এই ব্যক্তি অভ্যাগত নয়।।
এরে যেতে স্থানান্তরে বলহ এখন।
এখানে থাকায় আর নাহি প্রয়োজন।।
যেই করে শিবনিন্দা আপন বদনে।
তার সম পাপী নাহি এতিন ভুবনে।।
শিবনিন্দা যেই জন করয়ে শ্রবণ।
ততোধিক পাপী সেই শাস্ত্রের বচন।।
অতএব যেতে বল এই বিপ্রবরে।
শিবপাশে অপরাধী জানিবে ইহারে।।
শিবদ্বেষী লোক যথা করে অবস্থান।
নাহি কভু ধর্ম্ম তথা থাকে বিদ্যমান।।
এতেক বাক্য দেবীর করিয়া শ্রবণ।
জটিল মধুর ভাষে কহিল তখন।।
জানি জানি মহাভাগে জগতজননী।
তুমি সত্য বটে হও হরের গৃহিণী।।
এত বলি দেবদেব প্রভু ত্রিলোচন।
সেই স্থানে নিজ মূর্ত্তি করেন ধারণ।।
বলিলেন শুন সতী কমল লোচনে।
আমার গৃহিণী হও পুলকিত মনে।।
ক্রীতদাস তব পাশে জানিবে আমারে।
তুমি কিনিলে আমারে তপস্যার বলে।।
হিমালয় গৃহে এবে করহ গমন।
তোমারে করিব আমি ধর্ম্মতঃ গ্রহণ।।
যদি ধর্ম্ম অনুসারে বিবাহ না করি।
শাস্ত্র বিধি কে জানিবে তবে গো সুন্দরী।।

তুমি দেবী আদ্যাশক্তি বিদিত ভুবন।
তুমি দেহ দক্ষযজ্ঞে কর বিসর্জ্জন।।
উভয়ে মিলন পুনঃ হইলে ইন্দ্রানী।
বিশ্বের মঙ্গল ইথে হবে গো ভবানী।।
আমার বাক্য এখন করহ শ্রবণ।
পিতৃগৃহে সখী সহ করহ গমন।।
স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান করিবেন গিরি।
আমি যাব সেই স্থানে শুনগো সুন্দরী।।
মহত্ত্ব দেখাব আমি সবার গোচরে।
অতএব যাহ শীঘ্র হিমালয়-ঘরে।।
এতবলি অন্তর্দ্ধান হল পঞ্চানন।
সখীসহ গিরিকন্যা করেন গমন।।
শুভরতি হয় তার নাহিক সংশয়।
শিবপদে লয় পায় সেজন নিশ্চয়।।
অতএব বলি শুন যত সাধুগণ।
মহাভক্তি শিব পদে রাখ সর্ব্বক্ষণ।।

শিবের কুম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ ও উমালাভ

স্বয়ং মহাদেব ধরে কুম্ভীর মূরতি।
তাহাতেই উমালাভ পান পশুপতি।।
বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
সখীদ্বয়সহ গৌরী করেন গমন।।
হিমালয় গৃহে গিয়া সানন্দ অন্তরে।
কহেন সকল কথা পিতার গোচরে।।
সব কথা কন্যামুখে করিয়া শ্রবণ।
কৃতকৃত্য জ্ঞান করে পর্ব্বত রাজন।।
বিবাহের আয়োজন করে তার পরে।
করিলেন বেদী এক মহাউচ্চ করে।।

চারিদিকে দূতগণে করেন প্রেরণ।
স্বয়ম্বর বিবরণ করিতে ঘোষণ।।
পৃথিবীস্থ রাজগণে নিমন্ত্রণ করে।
দূতগণে পাঠালেন পাতাল নগরে।।
স্বর্গধামে দেবগণে করে নিমন্ত্রণ।
স্বয়ম্বর কথা সবে করিল শ্রবণ।।
উমামুখ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয়ে।
আসিতে থাকে সকলে সানন্দ হৃদয়ে।।
গরুড়-বাহনে আসে বৈকুণ্ঠ বিহারী।
নীলোৎপলদল শ্যাম আহা মরিমরি।।
পদ্ম পত্র সম তাঁর যুগল নয়ন।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে হতেছে শোভন।।
শিবের আদেশ পেয়ে দেব পদ্মাসন।
মরাল-বাহনে ত্বরা করে আগমন।।
শারদীয় মেঘসম গজরাজোপরে।
শচীপতি দেবরাজ আগমন করে।।
বজ্র অস্ত্র তার করে হয় শোভমান।
পারিজাত মালা গলে হয় লম্ববান।।
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী যত দেবগণ।
হিমালয় গৃহে সবে করে আগমন।।
সবার হাতেতে শোভে অস্ত্র মনোহর।
দিব্যমাল্য গলে শোভে মরি কি সুন্দর।।
নরনাগ সুরগণে পুরিল নগরী।
সে সকল শোভা কিবা বর্ণিবার নারি।।
গৌরীর বদনপদ্ম করি দরশন।
উৎসুক হইয়া রহে আগন্তুকগণ।।
এদিকে আশ্চর্য্য বটে শুনহ সকলে।
অদ্ভুত শিবের লীলা কে বুঝিতে পারে।।
উমার পরীক্ষা হেতু করিয়া মনন।
গ্রাহরূপ ধরে প্রভু দেব পঞ্চানন।।
মায়াবলে শিশু এক করেন সৃজন।
গ্রাহ সেই শিশুবরে করে আক্রমণ।।
কহে শিশু উচ্চৈঃস্বরে কে আছে কোথায়।
আমি অনাথ বালক রক্ষহ আমায়।।

দেবগণ শুন শুন বচন আমার।
কৃপা করি মোরে সবে করহ উদ্ধার।।
মাতা পিতা নাহি মম কেহই সংসারে।
হায় হায় কে রক্ষিবে বিপদ সাগরে।।
এতেক বাক্য শিশুর করিয়া শ্রবণ।
রক্ষিবারে কেহ নাহি করিল গমন।।
কিবা দেব কিবা দৈত্য নাগ আদি করে।
কেহই নাহিক গেল রক্ষিতে শিশুরে।।
শিশুর রোদনধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
গৌরীদেবী দ্রুতপদে বহির্ভূত হন।।
সখীদ্বয় সহ আসি অচিরে বাহিরে।
দেখেন শিশুরে মারে ভীষণ কুম্ভীরে।।
রক্ষ রক্ষ বলি শিশু করয়ে রোদন।
উমাবতী তাহা দেখি বিষাদে মগন।।
কুম্ভীরে সম্বোধি উমা কহেন তখন।
শুন শুন গ্রাহবর আমার বচন।।
ছাড় ছাড় শীঘ্র ছাড় এই বালকেরে।
পিতৃমাতৃ হীন শিশু জগৎ সংসারে।।
কুম্ভীর তখন কহে কিরূপেতে ছাড়ি।
পেয়েছি আহার আমি শুনগো সুন্দরী।।
ঈশ্বর কৃপায় আমি পেয়েছি আহার।
কিরূপে পাইয়া বল করি পরিহার।।
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমি আছি সরোবরে।
এখানে আহার বল পাব কিবা করে।।
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন।
কহিলেন শুন শুন আমার বচন।।
আমিষ দ্বিগুণ খাদ্য দিব হে তোমারে।
সুস্বাদু অতীব তাহা জানিবে অন্তরে।।
অবোধ বালকে আশু করহ মোচন।
আমার নিকটে শিশু লয়েছে শরণ।।
দিবে খাদ্য কিবা মোরে বলহ এখন।
ক্ষুধায় কাতর আমি কর দরশন।।
এতেক বচন শুনি উমা সতী কয়।
শুন শুন ওহে গ্রাহ তুমি মহোদয়।।

ফলমূল স্বাদু পক্ক করিব প্রদান।
ঘৃত পক্ক অন্ন আমি দিব মতিমান।।
এত শুনি সে কুম্ভীর কহিল তখন।
কিবা মম ফল মূলে আছে প্রয়োজন।।
মুনিজনে ফল মূল করয়ে আহার।
অন্ন আদি নরগণ খায় অনিবার।।
মোরা খাই রক্ত মাংস বিধির নিয়ম।
অন্নে ঘৃতে ফল মূলে কিবা প্রয়োজন।।
রক্ত মাংসে যদি পাই করিতে ভক্ষণ।
তবেত আমার হয় সন্তোষ সাধন।।
এতেক বচন শুনি উমাদেবী কয়।
যা কহিলে সত্য বটে ওহে মহোদয়।।
ছাগ এক আহারীয় করিব প্রদান।
এই বালকের তুমি কর পরিত্রাণ।।
এত শুনি পুনঃ সেই গ্রাহরাজ কয়।
এতেক বাক্য তোমার সমুচিত নয়।।
রক্ষিবার এক জনে মারিবে অন্যরে।
নহে ইহা উপযুক্ত জানিবে অন্তরে।।
এত শুনি উমাসতী কহেন তখন।
ধর্ম্ম আচরণ কর কুম্ভীর রাজন।।
বালকেরে পরিত্যাগ কর অচিরে।
তুমি যাহ সেই পুণ্যে অমর নগরে।।
কুম্ভীর কহে তখন ওগো পদ্মাসনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি কিছু আমার ভক্ষণে।।
যেজন অধর্ম্ম নাহি করয়ে কখন।
ধর্ম্মকর্ম্ম তার পক্ষে শাস্ত্রের বচন।।
ধর্ম্মফলে যায় বটে অমর নগরে।
বল আমি স্বর্গধামে যাব কিপ্রকারে।।
পাপকর্ম্ম চিরকাল করি আচরণ।
স্বর্গপুরে কিরূপে গো করিব গমন।।
অতএব কিরূপেতে বালকেরে ছাড়ি।
তুমি বিবেচনা করি বলহ সুন্দরী।।
এতেক বচন শুনি উমাদেবী কয়।
গ্রাহবর শুন শুন তুমি মহোদয়।।

যেরূপেতে স্বর্গলাভ হইবে তোমার।
সেই কথা বলিতেছি শুন গুণাধার।।
তোমা হতে বালকেরে করিয়া রক্ষণ।
যেই ধর্ম্ম ভূমে মম হবে উপার্জ্জন।।
আমি অধিষ্ঠান করি হিমগিরি পরে।
তপ করেছি যে সব একান্ত অন্তরে।।
সেইসব পুণ্য আমি দিলাম তোমায়।
স্বর্গধামে সে পুণ্য যাও হে ত্বরায়।।
সুরগণ সবে তোমা পূজিবে সেখানে।
শীঘ্র করি ছাড়ি দেহ এই শিশুধনে।।
এতেক বচন শুনি গ্রাহবর কয়।
পরম সন্তুষ্ট মম হইল হৃদয়।।
বালকেরে লহ লহ লহ ত্বরা করি।
চলিলাম তব বাক্যে অমর নগরী।।
এত বলি জলমধ্যে হয় নিগমন।
দেখিতে দেখিতে হয় অদৃশ্য তখন।।
পার্ব্বতী সতী তখন সেই শিশু লয়ে।
আসি বসে অন্তঃপুরে কোলেতে করিয়ে।।
মনে মনে চিন্তে সতী এই শিশুবর।
শিবের সমান করি নয়ন গোচর।।
উমার কোলে এদিকে দেখিয়া শিশুরে।
অস্ত্র ধরে শচীপতি মহাক্রোধভরে।।
তাহার বিনাশ হেতু করিয়া মনন।
ইন্দ্রদেব করে অস্ত্র করেন গ্রহণ।।
কটাক্ষেতে তাহা দেখি শিশুবর চায়।
দেবরাজ হয়ে রহে স্তম্ভিতের প্রায়।।
ধ্যানেতে সকল দেব জানিলেন মনে।
তখন শিশুরে স্তব করেন বিধানে।।
জগতের নাথ তুমি শুনহ শঙ্কর।
রক্ষা কর দেবরাজে ওহে দিগম্বর।।
ব্রহ্মার এতেক স্তব করিয়া শ্রবণ।
শিশুরূপী মহেশ্বর অন্তর্হিত হন।।
তারপর পদ্মযোনি ডাকি দেবগণে।
কহিলেন শুন শুন কহি সবাস্থানে।।

উমার কোলেতে ছিল যেই শিশুবর।
শিশু নহে তিনি হন দেব মহেশ্বর।।
মনে মনে শীঘ্র তারে করহ স্মরণ।
একান্ত অন্তরে লও তাহার শরণ।।
বুদ্ধিদোষে কার্য্য নষ্ট করিয়াছ সবে।
একান্ত অন্তরে এবে ভাব সেই শিবে।।
বিধির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শিবেরে স্মরণ করে যত দেবগণ।।
পার্ব্বতী সতী এদিকে বিষণ্ণ বদনে।
জয়ারে সম্বোধি কহে শুন সুলোচনে।।
কুম্ভীরের হাতে রক্ষা করিনু শিশুরে।
যতেক রাখিনু তারে অঙ্কের উপরে।।
তাহারেও হারালাম কি কব তোমায়।
তপস্যা বিফল মম কি করি উপায়।।
কি আছে কপালে মোর বুঝিবারে নারি।
দৈব প্রতিকূল মম জানিবে সুন্দরী।।
এত বলি গিরিসুতা তপস্যা কারণ।
পুনশ্চ কাননে যেতে করেন মনন।।
অন্তরে জানিয়া তাহা দেব পঞ্চানন।
উমার সাক্ষাতে আসি দিলেন দর্শন।।
উমারে সম্বোধি কহে দেব মহেশ্বর।
যাইবে কি হেতু আর কানন ভিতর।।
আসিয়াছিনু আমিই কুম্ভীর আকারে।
বসেছিনু শিশুরূপে তব অঙ্কোপরে।।
মহাদেব বলি মোরে জেনো ওগো সতী।
বনমাঝে কেন আর করিবে বসতি।।
তপস্যার ফল তবে হলো এতদিনে।
বিষাদ না রাখ আর আপনার মনে।।
এইরূপে প্রবোধিয়া দেব পঞ্চানন।
বিধানে উমারে পরে করেন গ্রহণ।।
এতদিকে কৃতকৃত্য হলো হিমবান।
মনসুখে হিমগিরি করে কত দান।।
উমারে সম্বোধি কহে মেনকা তখন।
ধন্য ধন্য তুমি সতী এতিন ভুবন।।

মন্ত্রপুত করি বাণ-ক্ষেপণ করিলে।
তাহে ব্রহ্মশির কাটি ফেলে ধরাতলে ॥

শিবের চরণরেণু গৃহেতে পড়িল।
পরম পবিত্র গৃহ তাহাতে হইল।।
এতেক বচন শুনি দেব মহেশ্বর।
প্রসন্ন বদনে প্রভু করেন উত্তর।।
সর্ব্বদা সকল লোকে দেব দৈত্যগণ।
হিমালয়বাসী নামে করি সম্বোধন।।
আরাধনা করিবেক আমারে অন্তরে।
মহাসুখী হব তাহে কহিনু সবারে।।
সর্ব্বদা তোমাতে গিয়ে করিব বসতি।
কৈলাসেতে মাঝে মাঝে হবে অবস্থিতি।।
এত বলি পঞ্চানন মৌনভাব ধরে।
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তবপাঠ করে।।
বেদবাক্যে শ্রুতিবাক্যে করয়ে স্তবন।
স্তব শুনি হৃষ্ট হন দেব পঞ্চানন।।
আনন্দ উৎসবে পুরী কোলাহলময়।
স্থানে স্থানে নৃত্যগীত নানামতে হয়।।
পুষ্পবৃষ্টি শূন্য হতে পড়ে ঘনঘন।
দুন্দুভির বাদ্য সদা হয় যে বাদন।।
এইরূপে বিবাহের কার্য্যশেষ হলে।
দেবগণ চলি যান নিজ নিজস্থলে।।
মুনি ঋষি সবে করে স্বস্থানে গমন।
গৌরীসহ শিব তথা রহেন তখন।।
এইকথা ভক্তিভরে যেইজন শুনে।
শঙ্কর চরণ পায় সেজন অন্তিমে।।
শ্রীশিবপুরাণ কথা পবিত্র কাহিনী।
ভক্তিভরে পাঠ করে যে নর রমণী।।
মনের বাসনা পূর্ণ অবশ্যই হয়।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।।

তারকাসুর বধ

শুন শুন ধর্ম্মকথা বসিয়া নিকটে।
অনন্তর চিত্রপটে কি ঘটনা ঘটে।।
পার্ব্বতী সহিত শম্ভু থাকি হিমপুরে।
উমাসহ নানা মতে নানা লীলা করে।।
পঞ্চদশ বর্ষকাল এইরূপে যায়।
ধরণী একান্ত ক্লিষ্ট হলেন তাহায়।।
তাঁহাদের ভার সহ্য করিবারে নারি।
সূর্য্যপাশে উপনীত ধরণী সুন্দরী।।
করযোড় করি তথা করেন গমন।
একান্ত অন্তরে লন ভাস্কর শরণ।।
তাঁহারে আনত দেখি দেব দিনমণি।
কহেন কি হেতু হেথা তুমি গো ভবানী।।
মলিন বদন কেন করি দরশন।
সর্ব্বভার সহ তুমি বিদিত ভুবন।।
এত বলি ধরা সতী কহে ধীরে ধীরে।
মম আগমন হেতু নিবেদি তোমারে।।
শিবেরে বহিতে আমি আর নাহি পারি।
তাঁর পদাঘাত আর সহিবারে নারি।।
শিবা সহ রতি করে দেব পঞ্চানন।
পঞ্চদশ বর্ষ ক্রমে হতেছে যাপন।।
অদ্যাপি নিবৃত্ত নাহি হতেছে তাহায়।
আমার যাতনা কথা কহিনু তোমায়।।
শুনি সূর্য্য কহে যাহ ইন্দ্রের গোচরে।
উচিত উপায় ইন্দ্র করিবে অচিরে।।
সূর্য্যের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ধরাদেবী ইন্দ্রপুরে করেন গমন।।
দুঃখের কাহিনী কহে সবার গোচরে।
শ্রবণ করহ দেব শ্রবণ বিবরে।।
তারপর পরামর্শ করি দেবগণ।
হিমালয় শিখরেতে করেন গমন।।
তথা গিয়া স্তব করে পার্ব্বতী হরেরে।
স্তব জ্ঞাতে লজ্জা পান মহেশ অন্তরে।।

পুষ্প বৃষ্টি পড়ে কত স্কন্ধ শিরোপরে।
দুন্দুভির ধ্বনি যত দেবগণ করে।।
সাধুবাক্য ধন্য ধন্য দেয় দেবগণ।
অর্ঘ্য আদি ষড়াননে করে সমর্পণ।।
নানামতে কার্ত্তিকের করেন পূজন।
আনন্দে মগন হয় যত দেবগণ।।
শিব রেতে যেইরূপ জনমে কুমার।
সকল প্রকাশি তুণ্ডে নিকটে তোমার।।
বলি আরো এক কথা করহ শ্রবণ।
অগ্নি হতে রেত লয় পবন যখন।।
শিবের মহিমা তত্ত্ব কে বলিতে পারে।
হেনজন নাহি কেহ জগত সংসারে।।
পুরাণের এ অধ্যায় পড়ে যেইজন।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই মহাত্মন।।
ইহকালে সুখে সেই করে অবস্থিতি।
অন্তকালে হয় তার স্কন্ধলোকে গতি।।
ক্ষত্রগণ যদি হয় ভক্ত পরায়ণ।
সরল হৃদয়ে ইহা করে অধ্যয়ন।।
রণজয়ী হয় সেই নাহিক সংশয়।
নিগূঢ় কথা কহিনু ওহে মহোদয়।।
অপূর্ব্ব কাহিনী এই করিনু বর্ণন।
শুনিলে অন্তর পূত ওহে তপোধন।।
ভক্তি রেখো সদা সেই শিবের চরণে।
রহিবে না কোন ভয় এতিন ভুবনে।।
পরম ভকতি তব আছে শিবোপরে।
শিবসম তুমি মুনে জানিনু অন্তরে।।
তোমার সহিতে মম হতেছে কথন।
ইহাতে হইল মম সন্তোষিত মন।।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচর।
জগত ঈশ্বর সেই দেব দিগম্বর।।
তাঁহার সমান নাহি এতিন ভুবনে।
সদা মন রাখ মুনে তাহার চরণে।।
মোক্ষ গতি হবে তব নাহিক সংশয়।
শিবের প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয়।।
যেই জন শিব শিব করে উচ্চারণ।
অশিব তাহার কাছে না আসে কখন।।

কার্ত্তিকের তীর্থযাত্রা ও গণেশের গণপতিত্ব লাভ

জিজ্ঞাসিল ঋষিবর ওহে মহামতি।
কার্ত্তিকের তীর্থযাত্রা বলহ সম্প্রতি।।
তুণ্ডি কহে শুন শুন ওহে ঋষিবর।
ধর্ম্মকথা শুনি হলো পবিত্র অন্তর।।
গণেশের বিবরণ শ্রবণে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
বামদেব এত বলি কহেন তখন।
সেইকথা তুণ্ডি ঋষি করিব বর্ণন।।
গণেশের জন্মকথা কৌতূহলময়।
প্রকাশ করিয়া বল ঋষি মহোদয়।।
কার্ত্তিক জন্মিলে পরে দেব পঞ্চানন।
ধরাধামে উমাসহ করে আগমন।।
ক্রীড়াহেতু যান এক বনের ভিতরে।
পুষ্পতরু নানাজাতি কিবা শোভা ধরে।।
কপোত শারিকাবৃন্দ আছে অগণন।
কোকিলেরা কুহু কুহু করে সর্ব্বক্ষণ।।
দিব্য সরোবর সব শোভে চারিভিতে।
সেই বনে রহে শিব উমার সহিতে।।
একদা উমারে ত্যাগ করি পঞ্চানন।
কানন ভ্রমণে যান লয়ে গণগণ।।
এদিকে পার্ব্বতী দেবী প্রফুল্ল অন্তরে।
হরিদ্রা পুত্তলি এক বিনির্ম্মিত করে।।
পুরুষ আকৃতি এক করিয়া গঠন।
করিলেন জীবদান তাঁহারে তখন।।

তারপর কহিলেন পুরুষ প্রবরে।
আমার বচন ধর আপন অন্তরে।।
যতক্ষণ স্নান আমি সলিলেতে করি।
তাবত থাকহ তুমি হইয়া দুয়ারী।।
পঞ্চানন হেনকালে করে আগমন।
সঙ্গে সঙ্গে অনুগামী প্রমথের গণ।।
আসিয়া দেখেন শিব তাঁহার দুয়ারে।
ত্রিশূল ধরিয়া সেই দ্বার রক্ষা করে।।
সেই নর শিবপথ করিল রোধন।
শিবেরে গৃহেতে যেতে না দেয় তখন।।
পঞ্চানন তাহা দেখি অতি রোষ ভরে।
পরশু আঘাত করে তাহার উপরে।।
তাহাতে চূর্ণিত হলো মস্তক তাহার।
রক্তধারা ঘনঘন বহে অনিবার।।
সেইরক্ত শোননদ বাহিত হইল।
চিরদিন তরে ভূমে প্রত্যক্ষ রহিল।।
তারপর গৃহমধ্যে যায় পঞ্চানন।
সর্ব্বাঙ্গ রুধিরে লিপ্ত হয় দরশন।।
উজ্জ্বল কুঠার করে কিবা শোভা পায়।
হেনকালে হৈমবতী আসেন তথায়।।
তাহা দেখি জিজ্ঞাসেন দেব পঞ্চাননে।
একি একি প্রভু শীঘ্র কহ মম স্থানে।।
উত্তর করেন তখন দেব মহেশ্বর।
দুয়ারে আছিল এক পুরুষ প্রবর।।
আগমন পথরুদ্ধ সেইজন করে।
এ হেতু পরশু মারি তাহার উপরে।।
মস্তক চূর্ণ তাহাতে হয়েছে তাহার।
সে রক্তে পরশু আর্দ্র হয়েছে আমার।।
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন।
কহিলেন বলি শুন দেব পঞ্চানন।।
জগন্নাথ কি করিলে দারুণ করম।
সে জন জানি হয় আমার নন্দন।।
তুমি হলে পুত্র হন্তা ওহে ত্রিলোচন।
অকীর্ত্তি রহিবে তব এ তিন ভুবন।।

অতএব মম বাক্য ধরহ অন্তরে।
জীবিত করহ প্রভু তাহারে অচিরে।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
ক্ষণকাল মৌনভাবে করেন চিন্তন।।
পুত্র হতে শ্রেষ্ঠ আর নাহি ধরাতলে।
পুত্রমুখ দেখি লোক শোক তাপ ভুলে।।
অতএব পুত্রদান করহ আমায়।
এতশুনি মহেশ্বর কহেন তাঁহায়।।
নির্লিপ্ত আমি হে দেবী জগত-সংসারে।
যোগ তপ মম কাজ জানিবে অন্তরে।।
পুত্র লয়ে মোর কিবা আছে প্রয়োজন।
শোক তাপ অতএব করহ বর্জ্জন।।
শুন প্রভু নিবেদন করি যে তোমারে।
পুত্র হতে নাহি কিছু জগত সংসারে।।
এত বলি দ্বারে গিয়া করেন দর্শন।
ছিন্নশিরা সে পুরুষ ধরায় পতন।।
তাঁহারে লইয়া কোলে কান্দিতে কান্দিতে।
হৈমী আসে পুনরায় শিবের সাক্ষাতে।।
মধুর করিয়া বলে ওগো পঞ্চানন।
যদি স্নেহ মম প্রতি কর অনুক্ষণ।।
পুত্র ধন দেহ মোরে করুণা বিতরি।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ ওহে ত্রিপুরারি।।
এতেক বচন শুনি দেব পঞ্চানন।
রক্তবর্ণ বস্ত্র এক করিয়া গ্রহণ।।
পুট্টলী করিয়া তাহা দিলেন ফেলিয়ে।
উমার অঙ্কেতে পড়ে সেই বস্ত্র গিয়ে।।
মহেশ্বর বলিলেন শুনগো পার্ব্বতী।
লহ এই লহ এই তোমার সন্ততি।।
সযতনে পুত্রধনে করহ পালন।
পুত্রমুখ স্নেহভরে করহ চুম্বন।।
তাহা উপহাস ভাবি পার্ব্বতী সুন্দরী।
মনে ভাবে বস্ত্র লয়ে এবে কিবা করি।।
উপহাস করে মোরে দেব পঞ্চানন।
বিফল জীবন মম বিফল জনম।।

এত ভাবি ক্ষণকাল অধো মুখে রয়।
আশ্চর্য্য দেখিয়া পরে হলেন বিস্ময়।।
রক্তবর্ণ বস্ত্র নাহি ছিন্ন শিরা নাই।
অপূর্ব্ব তনয় কোলে দেখিবারে পাই।।
আশ্চর্য্য হইয়া দেবী পার্ব্বতী তখন।
নানামতে পঞ্চাননে করেন স্তবন।।
সেইপুত্র গণপতি নামেতে বিখ্যাত।
বিদিত আছয়ে ইহা অখিল জগত।।
কৈলাসে একদা বসি আছে পঞ্চাননে।
বামেতে বসিয়ে গৌরী পুলকিত মনে।।
কার্ত্তিক গণেশ দোঁহে আছেন বসিয়ে।
অনুচরগণ আছে সানন্দ হৃদয়ে।।
শঙ্কর কহে তখন শুনগো পার্ব্বতী।
তুমি লভিয়াছ এই দুইটি সন্ততি।।
আমার গণের পতি কোন জনে করি।
তুমি বল সেই কথা পরম ঈশ্বরী।।
এতেক বচন শুনি কহেন পার্ব্বতী।
সেনানী হয়েছে এই কার্ত্তিক সুমতি।।
এত শুনি কার্ত্তিকেয় কহেন তখন।
ওগো মাতা বলি শুন মম নিবেদন।।
জ্যেষ্ঠপুত্র আমি হই জানহ অন্তরে।
আমি গণপতি হব শাস্ত্রের বিচারে।।
উমাদেবী এত শুনি কহেন তখন।
মম কথা শুন শুন ওহে বাছাধন।।
ভারতবর্ষেতে আছে যত তীর্থস্থান।
সে সবে ভ্রমিবে যেই ওহে মতিমান্।।
পাইবে এ পদ সেই জানিবে নিশ্চয়।
মনে মনে ইহা ভাবি কর যাহা হয়।।
এতেক বচন শুনি কার্ত্তিক তখন।
তীর্থযাত্রা হেতু করে অচিরে গমন।।
তীর্থযাত্রা ধরাধামে যেইজন করে।
কিবা পুণ্য হয় তার বলহ আমারে।।
পিতৃ মাতৃ নমস্কারে কিবা ফল হয়।
শুনিতে কৌতুকী বড় হতেছে হৃদয়।।

এত বুঝি পঞ্চানন কহেন তখন।
সাধু সাধু ভাল প্রশ্ন করেছ এখন।।
এসব কথা বলিব তোমার গোচরে।
সমাহিত হয়ে বুঝ মনের মাঝারে।।
সর্ব্বতীর্থ গমনেতে যেই ফল হয়।
তা হতে অধিক পিতৃসেবায় নিশ্চয়।।
যেইজন পিতৃসেবা করয়ে সাধন।
তাহার উপরে তুষ্ট যত দেবগণ।।
পিতা মাতা সেবা করে সেই সাধুমতি।
সেই বিষ্ণুর সমান ওহে মহামতি।।
সর্ব্বতীর্থ ফল হয় পিতৃ সেবাবলে।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।।
রাজসূয় সহস্রেতে যেই ফল হয়।
পিতামাতা সেবাফলে অধিক নিশ্চয়।।
পিতৃ মাতৃসেবা ততোধিক ফলকর।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে বিজ্ঞবর।।
গয়া গঙ্গা কুরুক্ষেত্র নৈমিষ পুষ্কর।
ইত্যাদি যতেক তীর্থ ভারত ভিতর।।
পিতৃ মাতৃ সেবাপাশে কোন তীর্থ নয়।
শাস্ত্রের বিধান এই জানিবে নিশ্চয়।।
স্বর্গলোকে যত তীর্থ আছে বিরাজিত।
তাহে স্নান কৈলে হয় যে ফল বিহিত।।
পিতৃমাতৃসেবীগণ সেই ফল পায়।
এক কথা আরো বলি শুনহ তোমায়।।
পূর্ব্বকালে প্রজাপতি দেব পদ্মাসন।
তুলাদণ্ডে তৌল করি করেছে দর্শন।।
একদিকে সর্ব্বতীর্থ রাখিল যতনে।
অন্যদিকে পিতৃসেবা বিহিত বিধানে।।
সেইকালে পিতৃসেবা গুরুতর হয়।
তোমার পাশেতে কহি ওহে মহোদয়।।
জননীর মুখে পূর্ব্বে করেছি শ্রবণ।
সর্ব্বতীর্থে দরশন করে যেইজন।।
তীর্থের মাহাত্ম্য যত জানিবারে পারে।
সেই পুত্র উপযুক্ত শাস্ত্রের বিচারে।।

গণপতি সেই পুত্রে করিব নিশ্চয়।
অতএব নিবেদন শুন মহোদয়।।
পিতৃমাতৃ পদ আমি করেছি দর্শন।
ইহার মাহাত্ম্য আমি করিনু শ্রবণ।।
অতএব সর্ব্বতীর্থ হয়েছে আমার।
এখন উচিত যাহা করহ বিচার।।
এতশুনি পঞ্চানন কহেন তখন।
বলি শুন মম বাক্য ওহে বাছাধন।।
গণ অধিপতি এবে করিনু তোমারে।
সকলে অগ্রেতে পূজা করিবে তোমারে।।
তোমা না পূজিয়া অন্যে করিলে পূজন।
বিফল হইবে পূজা ওহে মহাত্মন্।।
এত বলি গণেশেরে দেব পঞ্চানন।
গণ অধিপতি পদ করেন অর্পণ।।
পারিজাতমালা দেন দেব গণেশেরে।
অনুলেপ রক্তবর্ণ দিলেন সাগরে।।
তাঁহারে উত্তম বাস করেন প্রদান।
দান করে দুই ভার্য্যা মহেশ ধীমান।।
দুই ভার্য্যা গর্ভে হয় দ্বাদশ তনয়।
ভূবনে বিদিত আছে সেই পুত্রচয়।।
একের গর্ভেতে হয় চারিটি নন্দন।
আট পুত্র অন্য ভার্য্যা করে উৎপাদন।।
কনিষ্ঠা জঠরে হয় চারিটি নন্দন।
বলি তাহাদের নাম করহ শ্রবণ।।
লম্বোদর ও বিকট বিঘ্নরাট্‌পরে।
চতুর্থ সে ধূম্রবর্ণ জানিবে অন্তরে।।
এই চারিজনে যদি করয়ে স্মরণ।
নাহি তার বিঘ্নরাশি থাকে কদাচন।।
গণেশ বৃত্তান্ত এই করিনু বর্ণন।
যেইজন ভক্তিভরে করয়ে শ্রবণ।।
সর্ব্বগ্রন্থ সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
পড়িলে শুনিলে অন্তে যায় মোক্ষধাম।।
তাই বলে কবিবর সরল অন্তরে।
একান্ত অন্তরে সদা ভাব পরাৎপরে।।
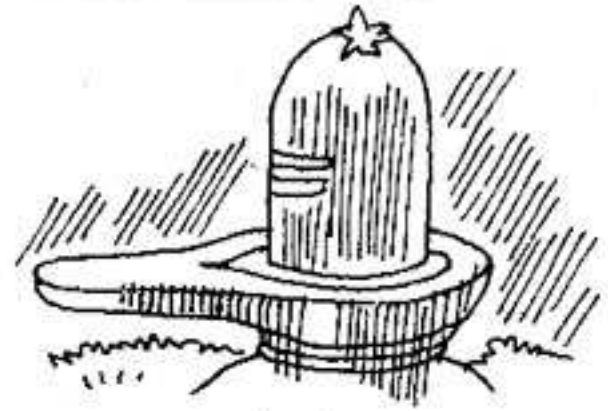
ষড়াননের তীর্থভ্রমণ

একমাত্র সনাতন প্রভু ভগবান।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য তাঁহার স্মরণ।।
তাঁর নাম যেইজন না লয় বদনে।
তার সম পশু নাই এতিন ভুবনে।।
বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
তীর্থ যাত্রা তব পাশে করিব কীর্ত্তন।।
সর্ব্বপাপ বিনাশিত ইহাতেই হয়।
সন্দেহ নাহিক ইথে জানিবে নিশ্চয়।।
মাতার বচন শুনি দেব ষড়ানন।
তীর্থকৃত পুণ্যরাশি করিতে অর্জ্জন।।
ধরাধামে আগমন করেন সত্বরে।
উপনীত প্রথমতঃ শ্রীগঙ্গার দ্বারে।।
যথাবিধি সেইখানে করিলেন স্নান।
দেখিলেন জনার্দ্দনে হয়ে ভক্তিমান।।
যদি স্নান করি তথা দেখে জনার্দ্দনে।
হরিপুরে যায় সেই জানিবে অন্তিমে।।
কেদার তীর্থেতে পরে করেন গমন।
যথাবিধি স্নান আদি করিয়া সাধন।।
পান করি সেইজল অতি ভক্তিভরে।
শতসংখ্য ধেনুদান করেন সাদরে।।
নরনারায়ণ তথা করিয়া দর্শন।
তপোবনে তারপর করেন গমন।।
পূর্ব্বেতে রাবণ হেথা মহাতপ করে।
তাই তপোবন নাম হয়েছে ভূতলে।।
যথাবিধি সেইস্থানে করি স্নান দান।
কৌশিকীতে চলিলেন স্কন্ধ মতিমান।।

সরসূ তীর্থেতে পরে করিয়া গমন।
দেবতাগণে তথায় করেন দর্শন।।
যেইজন এই স্থানে করে স্নান দান।
রামের বরেতে সেই পায় মোক্ষধাম।।
প্রয়াগেতে তারপর করেন গমন।
তীর্থরাজ বলি তাহা বিদিত ভুবন।।
সীতা সতী জলে তথা করিলেন স্নান।
দেবতা উদ্দেশ্যে দান করে মতিমান।।
সেই স্থানে মাধবেরে করেন দর্শন।
অসংখ্য অসংখ্য মুনি করে নিরীক্ষণ।।
প্রয়াগ মাহাত্ম্য কেবা করিবে বর্ণন।
সেইস্থানে তিনমাস রহে ষড়ানন।।
হরিক্ষেত্রে তারপর চলিল ধীমান।।
পুলহ আশ্রম যার জগতেতে নাম।।
পুলহ দেবের তথা তুষিয়া যতনে।
উপনীত হন পরে গৌতমী সদনে।।
যথাবিধি সেইস্থানে করি স্নান দান।
গণ্ডকী বিপাশ্য পরে হেরে মতিমান।।
গণপতি দরশন করিয়া তথায়।
তারপর কাশীধামে ষড়ানন যায়।।
বিরাজ করে তথায় দেব বিশ্বেশ্বর।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা বহে খরতর।।
শ্রীমণিকর্ণিকা যিনি জগতজননী।
বিরাজ করে তথায় দিবস যামিনী।।
কাশীর মাহাত্ম্য কেবা বর্ণিবারে পারে।
সেইস্থানে ষড়ানন স্নান আদি করে।।
বিশ্বেশ্বরে ভক্তিভরে করিয়া প্রণাম।
গয়াধামে তারপর যায় মতিমান।।
যথাবিধি কার্য্য তথা করিয়া সাধন।
সাগর সঙ্গমে পরে করেন গমন।।
একাম্র-কাননে পরে করেন গমন।
এইস্থানে রাসলীলা করে পঞ্চানন।।
গোপবেশ ধরি পূর্ব্বে দেব পশুপতি।
করেছিল রাসলীলা সহিতে পার্ব্বতী।।

এই সব দরশন করি ষড়ানন।
ক্রমে ক্রমে অন্য তীর্থে করেন গমন।।
সরস্বতী চন্দ্রভাগা ঋষি কুল্যা আর।
মহোদধি নীলাচল পুণ্যের আধার।।
মহেন্দ্র পর্ব্বত বেণী গঙ্গা ভীমরথী।
মল্লিক-অর্জ্জুন আদি নাহিক অবধি।।
এইসব তীর্থরাশি করি দরশন।
বেঙ্কট পর্ব্বতে পরে করেন গমন।।
তারপর যান সেতুবন্ধ রামেশ্বরে।
রামেশ্বর লিঙ্গে নতি করে ভক্তিভরে।।
দণ্ডক অরণ্য তাপ্তী পয়োষ্ণীতে পরে।
উপনীত ষড়ানন ভক্তি সহকারে।।
প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র বেরানদী আর।
এইসব তীর্থে যান স্কন্ধ গুণাধার।।
এইসব তীর্থ রাশি করি দরশন।
প্রয়াগ তীর্থেতে পুনঃ করেন গমন।।
এই সব তীর্থরাজি ভ্রমি ক্রমে ক্রমে।
প্রত্যাগত হন আসি কৈলাস ভবনে।।
গণেশের পুত্রগণে করি দরশন।
জিজ্ঞাসা করেন সবে অমিয় বচন।।
পুত্রগণ কহে শুন ওহে মহাত্মন্।।
গণেশের মোরা হই দ্বাদশ নন্দন।।
মহেশের পৌত্র মোরা ওহে মহামতি।
আমাদের পিতা হন গণ অধিপতি।।
এতেক বচন শুনি দেব ষড়ানন।
ক্রোধেতে ফিরিয়া পরে করেন গমন।।
উপনীত হয় আসি সাগরের তীরে।
একথা শুনিলে দেবী কাত্যায়নী পরে।।
পুত্র স্নেহে হয় মুগ্ধ সে উমা সুন্দরী।
সাগর তীরেতে যান অতি ত্বরা করি।।
কার্ত্তিক নিকটে গিয়া করেন রোদন।
নানামতে কহে তারে প্রবোধ বচন।।
নেত্র জল পড়ে তাঁর ভূমির উপরে।
অজ্ঞান পর্ব্বত তাহে জন্মিল ভূতলে।।

পুত্র লয়ে দেবী পরে করি আগমন।
শিবের নিকটে সব করে নিবেদন।।
তাহা শুনি দেব দেব দেব পঞ্চানন।
দক্ষিণ দ্বারেতে স্কন্ধে করে নিয়োজন।।
দক্ষিণ দ্বারেতে রক্ষী করিলেন তারে।
ষড়ানন তুষ্ট হয়ে অবস্থিতি করে।।
স্কন্দের চরিত এই পড়ে যেইজন।
অথবা ভকতি করি করয়ে শ্রবণ।।
স্কন্ধলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়।।

উমাশাপে জয়ার মর্ত্তে আগমন ও হরিশ্চন্দ্রকে পতিত্বে বরণ এবং তাহার গর্ভে নন্দী ও ভৃঙ্গীর জন্ম

তুণ্ডি কহে শুন শুন ওহে তপোধন।
তোমার মুখে শুনিনু অপূর্ব্ব কথন।।
জনমে নন্দী কিরূপে বলহ আমারে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় সেই বল কি প্রকারে।।
বামদেব কহে শুন ওহে মহাত্মন্।
সেই সব বিস্তারিয়া করিব বর্ণন।।
হরিশচন্দ্র নামে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
মহাপ্রাজ্ঞ মহাশূর জানে সর্ব্বনরে।।
বিশ্বামিত্র প্রিয় হেতু সেই মহাত্মন্।
আত্মারে বিক্রয় করে ওহে তপোধন।।
অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি জগতে প্রচার।
সর্ব্বগুণে গুণবান সেই গুণাধার।।
জয়া দেবী গৌরীশাপে গিয়া ধরাতলে।
তাঁহার রমণী হয় খ্যাত চরাচরে।।
সত্যবতী নাম তার ধরায় রটন।
পরম সুন্দরী দেবী বিদিত ভুবন।।
তুণ্ডিঋষি শুনি এত কহে পুনরায়।
গৌরী কি কারণে শাপ দিলেন জয়ায়।।
বামদেব কহে শুন ওহে মহাত্মন্।
ঘটনা যেরূপ ঘটে করিব বর্ণন।।
একদিন শিবলোকে দেব ভূতপতি।
মনসুখে উমাসহ করিছেন রতি।।
তাহা দেখি জয়া হৃদে কামের সঞ্চার।
শিবসহ রতি হেতু মন হয় তার।।
তাহা জানি উমাদেবী কহে রোষভরে।
দুরাশা করিছ জয়া আপন অন্তরে।।
বিশেষ মোদের রতি করি দরশন।
এহেতু ভূতলেতে লভহ জনম।।
মন মত পাবে পতি শুনগো সুন্দরী।
কিছুকাল রহ গিয়া মানবের পুরী।।
তারপর পুনঃ হেথা করো আগমন।
এত শুনি জয়া করে ভূতলে গমন।।
ধর্ম্মকেতু গৃহে হয় জনম তাহার।
হরিশচন্দ্র নরপতি করিলেন দার।।
একদিন নরপতি সত্যবতী সনে।
শয়ন করিয়া আছে আনন্দিত মনে।।
দেখেন প্রিয়ার ভালে শোভে ত্রিনয়ন।
সবিস্ময় তাহা দেখি হলেন রাজন।।
মনে ভাবে মম ভার্য্যা সামান্য না হয়।
নিশ্চয় পার্ব্বতী দেবী নাহিক সংশয়।।
এত ভাবি মহাউচ্চ অট্টালিকা করি।
তাহাতে ভার্য্যারে রাখে অতি যত্ন করি।।
মহাসুখে এইরূপে রহেন রাজন।
তারপর ঘটে এক অদ্ভুত ঘটন।।
এদিকে পার্ব্বতী সতী দেব মহেশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন দেব নিবেদি তোমারে।।

ধরাতলে কোন স্থান তব প্রিয় হয়।
সেই কথা বল ত্বরা ওহে মহোদয়।।
শিব কহে বলি শুন পার্ব্বতী সুন্দরী।
আমার পরম প্রিয় বারাণসীপুরী।।
শিব কহে চল তথা করিব গমন।
এত বলি কাশীযাত্রা করে দুইজন।।
নিরন্ন হইয়া পূর্ব্বে যত প্রজাগণ।
কাশীধামে মহাকষ্ট পায় অনুক্ষণ।।
মহাদেবী তথা আসি হলে উপনীত।
নগরী হইল ভুরি অন্নেতে পূরিত।।
অন্নপূর্ণা সেই হেতু আখ্যান প্রচার।
মহাসুখে প্রজাগণ রহে অনিবার।।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে করে ভক্তিভরে।
একান্ত মনেতে দেখে দেব মহেশ্বরে।।
সুখী হয় এই রূপে যত প্রজাগণ।
বৃষ পৃষ্ঠে পঞ্চানন করেন ভ্রমণ।।
চিন্তা করে মনে মনে দেব পঞ্চানন।
জন্মিয়াছে জয়া আসি ধরাতে এখন।।
যবে উমা তপ করে হিমিগিরি পরে।
জয়াও আছিল তাঁর সমভিব্যাহারে।।
তপঃফল অংশভাগী জয়া রূপবতী।
ইহারে নেহারি আমি সমান পার্ব্বতী।।
পূর্ব্বকালে করেছিল বাসনা আমারে।
অতএব রতিদান করেন তাহারে।।
নৃপতির বেশ ধরি দেব ভোলানাথ।
সত্যবতী সনে রতি করেন এবার।।
কহিলেন বলি শুন ওগো রূপবতী।
নহি আমি হরিশচন্দ্র তব প্রাণপতি।।
ভোলানাথ আমি দেবী করহ শ্রবণ।
জয়াদেবী তুমি হও নহে অন্যজন।।
আসিয়াছ অভিশাপে মানব আগারে।
তোমার বাসনা পূর্ণ করিনু এবারে।।
এত বলি জয়াসতী করেন রোদন।
বলে প্রভু কর ত্রাণ ওহে ত্রিলোচন।।

শিব কহে কিছুকাল রহ এই স্থানে।
তুমি যাবে পুনরায় কৈলাস ভবনে।।
এত বলি ত্রিলোচন করেন গমন।
জয়াসতী ক্রমে করে জঠর ধারণ।।
পার্ব্বতী সকাশে আসি দেব ত্রিলোচন।
সকল বৃত্তান্ত করে যাবত বর্ণন।।
তাহা জ্ঞাতে উমাসতী হরিষ অন্তরে।।
হাস্যমুখে কহিলেন পতির গোচরে।
কর্ম্ম করিয়াছ ভাল ওহে ত্রিলোচন।
জয়াতে আমাতে ভেদ না আছে কখন।।
জয়ার উদরে হবে দুইটি সন্তান।
কার্ত্তিক গণেশ যথা ওহে মতিমান।।
এত বলি উমাসতী হরিষ অন্তরে।
পতিসহ রহে সদা কৈলাস নগরে।।
সত্যবতী এদিকে গর্ভবতী হয়।
তাহা দেখি নৃপতির সরল হৃদয়।।
দশমাস দশদিন অতীত হইলে।
জন্মে যমজ সন্তান তাহার জঠরে।।
তাহা দেখি হরিশচন্দ্র আনন্দে মগন।
নামকরণাদি করে লয়ে বন্ধুগণ।।
আনন্দ প্রদান করে এই সে কারণ।
নন্দীনাম প্রথমের করেন রক্ষণ।।
পুত্রদ্বয় জটা ধরে নিজ নিজ শিরে।
হরিশচন্দ্র তাহা দেখি জিজ্ঞাসে সবারে।।
মুনিগণ তাহা শুনি কহেন বচন।
বলি ওহে নরপতি ইহার কারণ।।
শিবের হতে জন্মে এই দুই সন্তান।
শিবের তনয় দোঁহে নাহি তাহে আন।।
অতএব শিবকাজে কর নিয়োজন।
দুইজনে কাশীধামে করহ প্রেরণ।।
শিবশিবা সদা তথা করে অবস্থিতি।
করুন তাঁদের সেবা এ দুই সন্ততি।।
এতেক বচন শুনি হরিশচন্দ্র রায়।
পুত্রদ্বয় সঙ্গে করি কাশীধামে যায়।।

পুত্রদ্বয়ে দিয়া তথা বিশ্বনাথ করে।
অনুচরগণসহ আসিলেন ফিরে।।
রূপবান দুই পুত্র পাইয়া তখন।
মগন হয় আনন্দে গৌরী ত্রিলোচন।।
পূর্ব্বদ্বার রক্ষা ভার দিলেন নন্দীরে।
নিযুক্ত হইল ভৃঙ্গী পশ্চিম দুয়ারে।।
পুত্রসম দুইজন করে অবস্থান।
পবিত্র ফলদ এই অপূর্ব্ব আখ্যান।।
যেইজন পড়ে ইহা ভকতির ভরে।
দীর্ঘ-আয়ু পুত্রলাভ সেইজন করে।।
পুত্র হয় অপুত্রের নাহিক সংশয়।
ইহার প্রসাদে হয় ভববন্ধ ক্ষয়।।

মণিকর্ণিকার মাহাত্ম্য

শাস্ত্রের শাসন বাক্য যে করে শ্রবণ।
ভক্তিভাব আনি মনে করয়ে পালন।।
সে জন অবশ্য অন্তে মোক্ষলাভ করে।
অতএব শুন সবে একান্ত অন্তরে।।
তুণ্ডি কহে নিবেদন ওহে তপোধন।
আমার নিকটে কহ কাশী বিবরণ।।
কহে শুন বামদেব ওহে মহামতি।
কাশীর মাহাত্ম্য বলে কাহার শকতি।।
পড়িলে শুনিলে কিম্বা মুক্তিলাভ করে।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।।
কীটপতঙ্গাদি করি যত জীবগণ।
যদ্যপি কাশীতে করে প্রাণ বিসর্জ্জন।।
মুক্তিলাভ করে সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।

ব্রহ্মহত্যা পাপ আদি যেই জন করে।
গেলে তারা কাশীধামে সর্ব্বপাপ হরে।।
একদিন কাশীধামে করিলে বসতি।
কোটি অশ্বমেধ ফল পায় সে সুমতি।।
শ্রীমণিকর্ণিকাসম তীর্থ নাহি আর।
পাপের বিলয় হয় প্রসাদে ইহার।।
সিংহ দেখি মৃগগণ যেমতি পলায়।
সেইরূপ পাপ রাশি দূরে চলি যায়।।
পূর্ব্বকালে একদিন যত দেবগণ।
কাশীধামে শিব পাশে করে আগমন।।
দেবগণে নেহারিয়া দেব বিশ্বনাথ।
নৃত্যভরে আনন্দয় করে কৃত্তিবাস।।
নাচিতে নাচিতে তাঁর কর্ণদ্বয় হতে।
কুণ্ডল যুগল পড়ে সহসা ধরাতে।।
সে কুণ্ডল ভূমিতলে হইয়া পতন।
ভূমি বিদারণ করি করয়ে গমন।।
তাহা দেখি নখ দিয়া দেব গুণাধার।
কুণ্ডল যুগলে ত্বরা করেন উদ্ধার।।
শ্রীমণিকর্ণিক নাম এজন্য হইল।
এখানে মরিলে হয় অপবর্গফল।।
যখন কুণ্ডল পড়ে এই পুণ্যস্থানে।
তখন মধ্যাহ্ন কাল জানিবেক মনে।।
ভববন্ধ বিমোচন সেজনের হয়।
শিবপুরে যায় সেই নাহিক সংশয়।।
যেই জন সন্ধ্যাকালে মণিকর্ণিতীরে।
জপ করে শিবমন্ত্র একান্ত অন্তরে।।
শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন।
শাস্ত্রের বিধান মিথ্যা নহে কদাচন।।
দেখিতে বাসনা করি মণিকর্ণিকারে।
এইস্থানে গঙ্গাদেবী বক্রপথ ধরে।।
এত শুনি তুণ্ডি কহে ওহে তপোধন।
কোনকালে গঙ্গাদেবী বক্র ভূতা হন।।
সেই কথা বিস্তারিয়া করহ বর্ণন।
শুনিবারে কৌতূহলী হইতেছে মন।।

বামদেব এত শুনি কহেন তখন।
শুন শুন সেইসব করিব বর্ণন।।
সগরের পুত্রগণ কপিলের শাপে।
ভস্মীভূত হয়ে যবে থাকে অন্ধকূপে।।
সেইকালে ভগীরথ করিতে উদ্ধার।
গঙ্গার লাগিয়া তপ করে অনিবার।।
গঙ্গারে লইয়া পরে করে আগমন।
কলকল রবে গঙ্গা চলিল তখন।।
প্রয়াগের কাছে আসি জাহ্নবী সুন্দরী।
মহানন্দে চলিলেন বক্রপথ ধরি।।
ভগীরথ তাহা দেখি করে নিবেদন।
কেন দেবী বক্রপথে করিছ গমন।।
শুনি এতে গঙ্গা কহে শুন নররায়।
আমি যাব বারাণসী কহিনু তোমায়।।
সেথা অবস্থিতি করে আমারি ভগিনী।
শ্রীমণিকর্ণিকা নাম ওহে নৃপমণি।।
তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইব।
পিতৃপিতামহে তব উদ্ধার করিব।।
এত বলি বক্রপথে করেন গমন।
পিছু পিছু অনুগামী রাজা মহাত্মন্।।
কাশীর নিকটে ক্রমে উপনীত হলে।
শ্রীকালভৈরব আসি পথরোধ করে।।
বলে হেথা দিয়া নাহি কভু যেতে দিব।
যাইলে শূলের ঘায়ে মস্তক ভাঙ্গিব।।
তাহা শুনি গঙ্গা কহে শুনহ বচন।
আমি মম ভগিনীরে করি দরশন।।
শ্রীমণিকর্ণিকা হয় আমার ভগিনী।।
তাহারে দেখিয়া যাব শুন মম বাণী।।
আমার সংযোগে এই বারাণসী ধাম।
পুণ্যবতী আরো হবে নাহি তাহে আন।।
এতেক বচন শুনি ভৈরব তখন।
কহিলেন শুন দেবী করি নিবেদন।।
প্রভুর আদেশ বিনা যেতে দিতে নারি।
ক্ষণেক প্রতীক্ষা হেথা করগো সুন্দরী।।
এত বলি চলি যায় ভৈরব তখন।
হিমালয় গিরি যথা আছে পঞ্চানন।।
তথা গিয়া নিবেদন করিল প্রভুরে।
প্রভুবলে পথ দান করহ গঙ্গারে।।
তব তিন হাত মাপি পথ দিবে তারে।
এই বাক্যে চলি আসে ভৈরব অচিরে।।
নিজ হস্তে তিন হাত করি পরিমাণ।
গঙ্গার গমন জন্য পথ করে দান।।
মণিকর্ণিকারে গঙ্গা করি দরশন।।
উত্তরবাহিনী হয়ে করেন গমন।।
তাঁহার সহিত দেখা করি তারপরে।
ভগীরথ সহ যান শ্রীগঙ্গা সাগরে।।
মহানন্দে কর্ণিকারে করি দরশন।
আনন্দ ভৈরবী নাম এ হেতু রটন।।
পরম পবিত্র কথা যেই জন শুনে।
সেইজন মুক্তি পায় ভবের বন্ধনে।।

কাশীধাম মাহাত্ম্য

শিবের বিচিত্রলীলা কে বর্ণিতে পারে।
অতি আধ্যাত্মিক কথা জানিবে অন্তরে।।
বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
সর্ব্বপাপ গঙ্গাদেবী করে বিনাশন।।
সমধিক ফল দাত্রী বারাণসী ধামে।
উত্তরবাহিনী হয়ে রহেন এখানে।।
নিষ্কাম হইয়া যেই রহে এইস্থানে।
শিবলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বিধানে।।
যেইকালে গঙ্গা স্নানে করিবে গমন।
মন্ত্রপাঠ যথাবিধি করিবে তখন।।

জাহ্নবীর তীরে হয়ে বদ্ধ পদ্মাসন।
ভূত শুদ্ধি আদি করি বিহিত যেমন।।
নানাবিধ উপচারে পূজিবে গঙ্গারে।
প্রার্থনা করিবে মন্ত্র উচ্চারণ করে।।
তারপর জল মধ্যে হয়ে নিমগন।
বারুণ মন্ত্রেতে স্নান করিবে সাধন।।
কালভৈরবের কাছে গিয়া তার পরে।
যতনে করিবে পূজা অতি ভক্তিভরে।।
মন্দার কুসুম আর লোহিত চন্দন।
বটুকমন্ত্রেতে তাঁরে করিবে অর্পণ।।
শক্তি অনুসারে পূজা করিয়া বিধানে।
প্রণাম করিবে পরে দণ্ডবৎ ভূমে।।
তারপর বিশ্বেশ্বরে করিবে দর্শন।
নানাবিধ বাক্য তারে করিবে স্তবন।।
এইরূপে কাশীধামে কৈলে গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাধরসম হয় সেই পুণ্যবান।।
কাশী যাব তথা স্নান করিব সলিলে।
মনে মনে এই কথা যেইজন করে।।
ভববন্ধে মুক্ত হয় সেই মহাত্মন্।
শিবপুরে যায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
কাশীতে সকল তীর্থ আছে সর্ব্বক্ষণ।
কাশীধামে সর্ব্বতীর্থ কে করে গণন।।
সেই সব তীর্থ আছে মণিকর্ণিকাতে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণি জানিবেক চিতে।।
জ্ঞানবাপী বিরাজিত বারাণসীপুরে।
সর্ব্বপাপ দূরে যায় স্নান আদি করে।।
জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গ তথা করিল দর্শন।
লাভ করে দিব্যজ্ঞান সেই মহাত্মন্।।
অন্তকাল শিবলোকে সেইজন যায়।
প্রলয় যাবৎ বাস করয়ে তথায়।।
মাধবেরে এইস্থানে করিলে পূজন।
সেজন অন্তিমে যায় বৈকুণ্ঠ ভবন।।
পরম দুর্লভ হয় বারাণসী ধামে।
হেন স্থান নাহি আর এতিন ভুবনে।।

কাশীর মাহাত্ম্য আর কি করি বর্ণন।
জানে তাহা একমাত্র দেব পঞ্চানন।।
অন্য তীর্থে যদি কেহ কিছু পাপ করে।
সে সব বিনাশ পায় জাহ্নবীর তীরে।।
যেই পাপগঙ্গা তীরে করে উপার্জ্জন।
সেই সব অন্তগৃহে হয় বিনাশন।।
মণিকর্ণিকাতে পাপ কৈলে আচরণ।
বজ্রলেপ হয় তাহা শাস্ত্রের বচন।।
কাশীর মাহাত্ম্য এই কহিনু তোমারে।
ইহার সমান স্থান নাহিক সংসারে।।
ভক্তিভরে যেইজন করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।
পাতক তাহার দেহে কভু নাহি হয়।
ভববন্ধ হয় তার অচিরেই ক্ষয়।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
একমনে পড় যদি চাহ মোক্ষ ধাম।।

অন্তর্গৃহে যাত্রাবিধি

শিবলীলা যেই নর করয়ে শ্রবণ।
অন্তে শিবলোকে তার হইবে গমন।।
তৃপ্তি কহে শুন শুন ওহে তপোধন।
তব মুখে শুনিতেছি অপূর্ব্ব কথন।।
অন্তর্গৃহে যাত্রা এবে শুনিতে বাসনা।
বর্ণন করিয়া তাহা পুরাও কামনা।।
বামদেব কহে শুন ওহে মুনিবর।
বলিতেছি শুন হয়ে একান্ত অন্তর।।
প্রত্যুষে উঠিয়া স্নান করিয়া বিধানে।
নিত্যক্রিয়া যথাবিধি করিয়া যতনে।।

পঞ্চ বিনায়কে পরে করিবে পূজন।
গন্ধপুষ্প আদি দিবে ওহে তপোধন।।
যাইয়া পরেতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে।
প্রার্থনা করিবে তথা থাকি করযোড়ে।।
মৌনভাব তারপর করিয়া ধারণ।
শ্রীমণিকর্ণিকাতীরে করিবে গমন।।
বিধানেতে তথাস্থান করিয়া সাদরে।
শিবমন্ত্র জপিবেক একান্ত অন্তরে।।
এতশুনি তুণ্ডিঋষি কহে পুনরায়।
নিবেদন করি প্রভু এখন তোমায়।।
মণিকর্ণিকা মাহাত্ম্য করেছ বর্ণন।
স্নানবিধি কিন্তু নাহি করেছি শ্রবণ।।
বামদেব কহে শুন ওহে বিজ্ঞবর।
একে একে শুন সবে হয়ে একান্তর।।
মণিকর্ণিতটে গিয়া মণিকর্ণী করে।
পূজিয়া প্রার্থনা পরে করিবে সাদরে।।
জল মধ্যে তারপর করি নিমজ্জন।
পঞ্চাক্ষর শিবমন্ত্র করিবে স্মরণ।।
শিবসুক্তে তারপর করিবেক স্নান।
সদ্যোজাতাদিক পঞ্চ করিবে জপন।।
একনেত্র একরুদ্র অনন্ত ভাস্কর।
ত্রিমূর্ত্তি শিখণ্ডী আর ওহে বিজ্ঞবর।।
ইহাদের তর্পণাদি করিয়া যতনে।
শ্রীকণ্ঠে তর্পণ করে করিবে বিধানে।।
তারপর পিতৃদেবে করিয়া তর্পণ।
মণিকর্ণিপাশে পরে করিবে প্রার্থন।।
বাসুকিরে তারপর পূজিতে হইবে।
পর্ব্বতেশ গঙ্গা আর পূজিবে কেশবে।।
পূজিবে ললিতা আর জয় সিদ্ধেশ্বরে।
সোমনাথ বরাহেরে পূজিবেক পরে।।
ব্রহ্মেশে ও কশ্যপেরে করিবে পূজন।
হরিকেশে বৈদ্যনাথে করিবে অর্চ্চন।।
পিতা মহেশ্বরে নতি করিয়া বিধানে।
কৈলাস ঈশ্বরে পূজা করিবে যতনে।।

চন্দ্রেশ বীরেশ পরে আর বিশ্বেশ্বর।
নাগেশ ও হরিশ্চন্দ্র আর অগ্নীশ্বর।।
চিন্তামণি বিনায়ক সোম বিনায়ক।
এই সবে পূজিবেক সুমতি সাধক।।
বশিষ্ঠেরে বামদেবে করিয়া পূজন।
বাণী বিনায়কে আর করিবে অর্চ্চন।।
পরদ্রব্যেশ্বরে আর প্রতিগ্রহেশ্বরে।
পূজিয়া অর্চ্চিবে পরে নিষ্কলঙ্কেশ্বরে।।
মার্কণ্ডেশ্বরের পরে করিবে পূজন।
অপ্সর ঈশ্বর পূজা করিবে সাধন।।
গঙ্গেশ্বর পূজা পরে করিবে বিধানে।
জ্ঞানবাপী পূজা পরে করিবে যতনে।।
নন্দীকেশে তারকেশে করিবে পূজন।
মহাকালেশ্বরে পরে করিবে যজন।।
দণ্ডপানি মহেশের আর মোক্ষেশ্বরে।
পূজি পঞ্চবিনায়কে অর্চ্চিবে সাদরে।।
বিশ্বনাথে পূজা আর করিয়া প্রণাম।
তারপর জানু পাতি করি অবস্থান।।
প্রার্থনা করিতে হবে করযোড় করি।
নিজ গৃহে তারপর যাবে ধীরি ধীরি।।
কাশীধামে বাস করে যেই সর্ব্বজন।
এইরূপ বর্ষে বর্ষে করিবে সাধন।।
বিশেষ করিতে হয় চতুর্দ্দশীদিনে।
কাশীবাস ফল হয় এরূপ বিধানে।।
একাজ করিতে যেই সক্ষম না হয়।
অধ্যয়ন করিবেক ওহে মহোদয়।।
অন্য দেশ হতে আসি যেই সাধুনর।
এইরূপ কার্য্য করে হয়ে ভক্তিপর।।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ যদি সেই করে।
সে সব অবশ্য তার বিনাশে অচিরে।।
অতএব যত্নবান হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
অন্তর্গৃহ যাত্রা নর করিবে সাধন।।
সর্ব্বদা পড়িবে ইহা ভক্তি সহকারে।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।।

এইসব যেই জন করে অধ্যয়ন।
সুখভোগ ইহকালে করি সেইজন।।
সেই অন্তকালে যায় কৈলাস নগরে।
সন্দেহ নাহিক ইথে কহিনু তোমারে।।
বাসনা করেছিলে করিতে শ্রবণ।
যথাবিধি এইসব করিনু বর্ণন।।
শিবের পরম ভক্ত তুমি মহামতি।
অন্তিমে অবশ্য হবে তোমার সুগতি।।
তোমারে হেরিয়া আমি আনন্দ সাগরে।
নিমগ্ন হয়েছি ঋষে তোমার গোচরে।।
বলিব কিবা অধিক ওহে তপোধন।
ভাব সদা একমনে শিবের চরণ।।

বাণরাজার কাহিনী ও মহাকালের উৎপত্তি

কাশী মণিকর্ণিকার কথা করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত মতি হন যত ঋষিগণ।।
তারপর কহিলেন তাপস নিকর।
কহ শাস্ত্র কথা হোক পবিত্র অন্তর।।
বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
পঞ্চক্রোশী মহাযাত্রা করিব বর্ণন।।
সর্ব্বলোক সুখাবহ বারাণসী ধামে।
পঞ্চক্রোশী মহাযাত্রা করিবে বিধানে।।
বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী দিনে।
রাত্রিকালে যথাবিধি রহিবে নিয়মে।।
প্রভাতেতে তারপর করি গাত্রোত্থান।
নিত্য ক্রিয়া সমাপিবে যেমত বিধান।।
মণিকর্ণিস্নান করি পূজি বিশ্বেশ্বরে।
তিনটি অঞ্জলি দিবে অপমার্গ দলে।।

তারপর মন্ত্র পড়ি করি নমস্কার।
শ্রীকালভৈরব পাশে হবে আগুসার।।
তাঁহারে পূজিয়া পরে সানন্দ অন্তরে।
প্রদক্ষিণ করিবেক বারাণসী পুরে।।
পঞ্চক্রোশী বারাণসী বিদিত ভুবন।
প্রদক্ষিণ সুদুর্লভ শাস্ত্রের বচন।।
পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণ করিব সাধন।
করিলে একথা মনে পাপের মোচন।।
প্রদক্ষিণ করি পরে গিয়া বিশ্বেশ্বরে।
মন্ত্র পাঠ যথাবিধি করিবে সাদরে।।
মণিকর্ণিকাতে পরে করিয়া গমন।
যথাযথ মন্ত্র পড়ি করিবে প্রার্থন।।
যথাবিধি স্নান আদি তথায় করিয়ে।
কালভৈরবেরে পরে যতনে বন্দিয়ে।।
আপন আগারে পরে করিয়া গমন।
শিবভক্ত দ্বিজগণে করাবে ভোজন।।
পরদিন পুনরায় করি গাত্রোত্থান।
ভাগীরথী জলে অবগাহি সমাধান।।
গঙ্গেশ্বরে দরশন করি তারপর।
পূজিবে হরিকেশ্বরে হয়ে একান্তর।।
বিশ্বেশ্বরে তারপর করিবে পূজন।
পঞ্চক্রোশী যাত্রা এই ওহে তপোধন।।
এইরূপ যেইজন আচরণ করে।
শিবলোকে যায় সেই সরল অন্তরে।।
ইন্দ্রপাত চতুর্দ্দশ যত দিনে হয়।
সে জন তাবত তথা মনসুখে রয়।।
ধরাধামে তারপর করি আগমন।
প্রজাগণে রাজা হয়ে করয়ে শাসন।।
তারপর শিবলোকে পুনরায় যায়।
শিবগণ হয়ে রহে সুখেতে তথায়।।
তুণ্ডি কহে বলি শুন ওহে তপোধন।
মহাকালগণোৎপত্তি করহ বর্ণন।।
বামদেব কহে শুন ওহে মহামতি।
পূর্ব্বকালে বলি নামে ছিল দৈত্যপতি।।

তাহার তনয় জন্মে বাণ অভিধান।
সপ্তবিংশ কোটি লিঙ্গে পূজে মতিমান।।
তুষ্ট হইয়া তাহাতে দেব ত্রিলোচন।
কহিলেন বর মাগো ওহে মহাত্মন।।
রাজা কহে বরে আর কি কাজ আমার।
আমি ত্রিভুবনজয়ী ওহে গুণাধার।।
তোমার প্রসাদে আমি ওহে ত্রিলোচন।
সর্ব্বজয়ী হইয়াছি করহ শ্রবণ।।
শিব কহে এত শুনি ওহে দৈত্যরায়।
তবু বর দিব আমি জানিবে তোমায়।।
তখন দানব কহে ওহে পঞ্চানন।
একান্ত যদ্যপি বর করিবে অর্পণ।।
সগণে আমার গৃহে কর অবস্থিতি।
আমি চাহি এই বর ওহে পশুপতি।।
তথাস্তু বলিয়া বর দিল ত্রিলোচন।
শোনপুরে অবস্থিতি করেন তখন।।
কহিলেন বলি শুন দানব রাজন।
যাহা বাঞ্ছা সেই বর করহ যাচন।।
বাণ কহে যদি প্রভু সন্তুষ্ট আমারে।
সহস্রেক বাহু দেহ মোরে কৃপা করে।।
কিছুদিন এইরূপে গত হলে পরে।
পুনঃ পূজা করে দৈত্য দেব মহেশ্বরে।।
তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেব ত্রিলোচন।
কহিলেন বর মাগে ওহে মহাত্মন্।।
যুদ্ধ হতে বাহু কণ্ডু হয়েছে আমার।
সে কণ্ডু করহ নাশ ওহে দয়াধার।।
ক্রুদ্ধ হয়ে শিব কহে ওহে মহাত্মন্।
তুমি ধর্ম্মপুত্র হও শাস্ত্রের বচন।।
পিতা পুত্রে যুদ্ধ নাহি হয় কোন কালে।
অন্য বর বাঞ্ছা কর যা হয় অন্তরে।।
কুপিত হয়ে তখন দেব শূলপাণি।
কহিলেন দৈত্যবর মম এক বাণী।।
আমার অংশেতে কৃষ্ণ লভেছে জনম।
তাহার সহিত যুদ্ধ হবে সংঘটন।।
তোমার কণ্ডু সেজন করিবে সংহার।
এত বলি অন্তর্হিত হন দয়াধার।।
তারপর বলি এক অদ্ভুত ঘটন।
ঊষা নামে বাণকন্যা বিদিত ভুবন।।
একদিন রাত্রিকালে হেরিল স্বপনে।
সুন্দর পুরুষ এক আসিল শয়নে।।
তাহার সহিত রতি করে ঊষা সতী।
বাহুপাশে ধরে তারে বলে প্রাণপতি।।
নিশাকালে ঘুম যেই ভাঙ্গিল তাহার।
চারিদিক শূন্যময় হেরে অন্ধকার।।
প্রভাতে উঠিল পরে বিষণ্ণ বদনে।
হায় হায় বলি করে রোদন সঘনে।।
কোথা গেল প্রাণকান্ত কর আগমন।
তোমার বিরহে মম না রহে জীবন।।
চিত্রলেখা সহচরী এই ভাব হেরি।
কহিলেন কেন ভাব বলিলো সুন্দরী।।
কার প্রেমে মজিয়াছ বলহ এখন।
তাহারে আনিয়া তোরে করাব দর্শন।।
ঊষা বলে কি বলিব সৌন্দর্য্য তাহার।
হেনরূপ নাহি হেরি জগত মাঝার।।
পীতাম্বরধর সেই কমল লোচন।
কন্দর্প সমান যেন শ্যামল বরণ।।
আমি তার সহ রতি করেছি স্বপনে।
প্রান না রাখিব আমি তাহার বিহনে।।
তার মধ্যে মন চোর তব যেইজন।
আমায় তাহারে তুমি কর প্রদর্শন।।
এত বলি চিত্রপট আঁকিয়া ত্বরায়।
যত লোক আছে এই অনন্ত ধরায়।।
ঊষারে সম্বোধি পরে কহিল তখন।
কোনজন মনচোর কর দরশন।।
ঊষাসতী একে একে দেখে সমুদয়।
অনিরুদ্ধে নেহারিয়া দেখাইয়া কয়।।
তাহার সহিতে ঊষা করয়ে বিহার।
এই কথা ক্রমে হয় রাজ্যেতে প্রচার।।

দূতমুখে রাজা সব করিয়া শ্রবণ।
গোপনে ঊষার ঘরে পশিয়া তখন।।
নাগপাশে অনিরুদ্ধে বন্ধন করিয়া।
রাখিয়া দিলেন কারাগৃহেতে পুরিয়া।।
এ দিকে নারদ ঋষি গিয়া দ্বারকায়।
অবিলম্বে এ সংবাদ বলেন ত্বরায়।।
তাহা শুনি কৃষ্ণ হন রোষপরায়ণ।
যুদ্ধ যাত্রা অবিলম্বে করেন তখন।।
দেবতাগণের সহ আসি শোনপুরে।
বাণরাজা সহ যুদ্ধ অবিলম্বে করে।।
দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
আকাশে থাকিয়া দেখে অমর নিকর।।
বাণেরে পীড়িত দেখি দেব পঞ্চানন।
অবিলম্বে রণ মাঝে করে আগমন।।
কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ ঘোরতর করে।
ভীষণ সমর হেরি সকলে শিহরে।।
কার্ত্তিক গণেশ আদি করয়ে সংগ্রাম।
হেন যুদ্ধ নাহি আর হেরি কোন স্থান।।
কৃষ্ণের নিধন বাঞ্ছা করিয়া অন্তরে।
পাশুপত অস্ত্র শিব লইলেন করে।।
তাহা দেখি কৃষ্ণ মনে করেন চিন্তন।
পাশুপত শিব যদি করেন ক্ষেপণ।।
অকালে প্রলয় হবে নাহিক সংশয়।
ভাবিয়া জৃম্ভন অস্ত্র নিল মহোদয়।।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয়ে দেব দিগম্বর।
অট্টহাস্যে গরজিয়া উঠে তারপর।।
বাহিরিল অগ্নিজ্বালা বদন হইতে।
উদ্যত হইল অগ্নি ব্রহ্মাণ্ড দহিতে।।
তাহা দেখি ভীত হয়ে দেব পদ্মাসন।
শঙ্করের স্তববাক্যে কহেন তখন।।
কৃষ্ণেতে তোমাতে ভেদ নাহি দিগম্বর।
তুমিই বলেছ যুদ্ধ হবে ঘোরতর।।
বাণের হাতের কণ্ডু করিতে সংহার।
কৃষ্ণসহ হবে যুদ্ধ ওহে কৃপাধার।।
তুমি তবে কেন যুদ্ধে কৈলে আগমন।
প্রভু আপনার বাক্য করহ রক্ষণ।।
দেখ দেখ দগ্ধ হয় জগত সংসার।
অতএব অগ্নিজ্বালা করহ সংহার।।
এত বাক্যে তুষ্ট হন দেব ত্রিলোচন।
অগ্নিজ্বালা সম্বরিয়া তিরোহিত হন।।
বাণের যতেক বাহু করেন ছেদন।
রাখে মাত্র চারিবাহু কমললোচন।।
তনয়ের পুত্র আর পুত্র বধূ লয়ে।
চলিলেন নিজ রাজ্যে সানন্দ হৃদয়ে।।
এদিকেতে ছিন্ন বাহু হয়ে দৈত্যরায়।
অবিলম্বে ত্বরা করি কাশীধামে যায়।।
বিশ্বেশ্বর দুয়ারেতে করিয়া গমন।
বিতাড়িয়া চারি বাহু করয়ে বাদন।।
নৃত্য করে ঘনঘন আনন্দের ভরে।
তাহা দেখি তুষ্ট শিব হলেন অন্তরে।।
বাহুচ্ছেদ জন্য পীড়া নাহি রবে আর।
মনের সুখেতে তুমি করহ বিহার।।
আমার দুয়ারী হয়ে কর অবস্থান।
লহ লহ এই বস্ত্র ওহে মতিমান।।
এত বলি দিব্য বস্ত্র বাণ শিরোপরে।
দিলেন বান্ধিয়া শিব সানন্দ অন্তরে।।
মহাকালগণ হয়ে বাণ নরপতি।
মনসুখে কাশীধামে করে অবস্থিতি।।
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা তপোধন।
সেই সব বিস্তারিয়া করিনু বর্ণন।।
যেই জন এই কথা শুনে ভক্তিভরে।
অন্তকালে যায় সেই কৈলাস নগরে।।

হর গৌরীর গোপবেশ ধারণ ও কীর্ত্তিবাসাসুর বধ

তুণ্ডির মুখেতে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
অতিরিক্ত প্রকাশহ কহে তপোধন।।
এত শুনি তুণ্ডি কহে ওহে তপোধন।
এরূপ কাশীতে থাকি দেব পঞ্চানন।।
পার্ব্বতী সহিতে আর গণগণ সনে।
পরে কি কাজ করেন বলহ এক্ষণে।।
বামদেব এত শুনি কহেন তখন।
তপোধন শুন শুন করিব বর্ণন।।
এইরূপে কাশীধামে রহে হরগৌরী।
একদিন সম্বোধিয়া কহে মহেশ্বরী।।
তব পদে শুন প্রভু করি নিবেদন।
প্রিয় তব বারাণসী করিনু দর্শন।।
সমান স্থান ইহার আর কোথা আছে।
সেই কথা কহে প্রভু অধীনের কাছে।।
এত বলি শিবপদে হয়ে নিপতন।
পুনঃ পুনঃ হৈমবতী করয়ে বন্দন।।
ত্রিলোচন দ্রুতগতি তুলিয়া তাহারে।
বসালেন আপনার অঙ্কের উপরে।।
ঘনঘন পদ্মমুখ করিয়া চুম্বন।
কহিলেন প্রিয়ে তুমি জীবনের ধন।।
অবক্তব্য তব পাশে কি আছে আমার।
বলিতেছি শুনশুন করিয়া বিস্তার।।
কাশীসম গোপনীয় আছে সমস্থান।
উৎকল দেশেতে তাহা আছে বিদ্যমান।।
দক্ষিণ সাগর তীরে সেই তীর্থ হয়।
একাম্র কানন নাম জানিবে নিশ্চয়।।
ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গ বিরাজে সেখানে।
তার সম নাহি স্থান এতিন ভুবনে।।
দেবতা দুর্ল্লভ স্থান সেই ক্ষেত্রে হয়।
সদা বাস করি আমি সেখানে নিশ্চয়।।
শোভা পায় ষড়ঋতু সতত তথায়।
কত তরু কত লতা কিবা শোভে তায়।।
কোকিল কোকিলা যত বিহঙ্গম।
প্রেমভরে নিরন্তর করে বিচরণ।।
এমন মোহন স্থান আর কোথা নাই।
স্নেহবশে গুপ্ত কথা কহি তব ঠাঁই।।
ধীরে ধীরে এত বলি কহে মহেশ্বরী।
দেখিতে বাসনা করি ওহে ত্রিপুরারি।।
শিব কহে যদি বাঞ্ছা করিয়াছ মনে।
একাকী গমন কর সেই পুণ্যস্থানে।।
পশ্চাৎ যাইব আমি লয়ে দেবগণ।
মৌনভাব এত বলি ধরে পঞ্চানন।।
শিবের আদেশ পেয়ে দেব মহেশ্বরী।
অবিলম্বে চড়িলেন সিংহের উপরি।।
একাম্র কাননোদ্দেশে করেন গমন।
সেই স্থানে অবিলম্বে উপনীত হন।।
একাম্রবন দেখেন অতি মনোহর।
চারিদিকে শোভিতেছে কত তরুবর।।
সরোবরে শতদল কিবা শোভা পায়।
জলচর পক্ষী সব বিহারে তাহায়।।
মহেশ্বরী সেই স্থানে করিয়া গমন।
অবস্থিতি করি থাকে হয়ে ফুল্লমন।।
ভক্তি ভরে পূজা করে ভুবন ঈশ্বরে।
পঞ্চদশবর্ষ যায় এহেন প্রকারে।।
একদিন মহেশ্বরী করেন দর্শন।।
দক্ষিণ সাগর হতে আসে ধেনুগণ।।
শিবলিঙ্গ পাশে আসি হরিষ অন্তরে।
স্তন-ক্ষীর ধারা দেয় লিঙ্গের উপরে।।
প্রদক্ষিণ করি তারা লিঙ্গে সাতবার।
দক্ষিণ সাগর গর্ভে যায় পুনর্ব্বার।।
মহেশ্বরী তাহা দেখি বিস্ময় মগন।
গাভীগণে ধরিবারে করেন মনন।।
পরদিন পুনরায় আসি ধেনুগণ।
পূর্ব্বমত লিঙ্গবরে করায় স্বপন।।
রাখে ধরি তাহাদিকে দেবী মহেশ্বরী।
গোপীবেশ নিজ ধরে গিরিজা সুন্দরী।।

প্রতিদিন ফলমূল করি আহরণ।
ধেনুদুগ্ধ দিয়া লিঙ্গে করেন পূজন।।
কিছু দিন এইরূপে সমাতীত হয়।
আশ্চর্য্য ঘটন পরে শুন মহোদয়।।
একদা গিরিজা করে কুসুম চয়ন।
দুই দৈত্য অকস্মাৎ করে আগমন।।
কীর্ত্তি নাম একজন করয়ে ধারণ।
বাস নামে অন্য জন বিদিত ভুবন।।
সেইস্থানে দৈত্যদ্বয় আগমন করি।
দেখিল বিহারে এক গোপিকা সুন্দরী।।
তাঁহার পরম রূপ করি দরশন।
কামে গরগর হয় দৈত্য দুইজন।।
কামান্ধ হইয়া পরে জিজ্ঞাসে দেবীরে।
দেবী কি দানবী হও বল ত্বরা করে।।
অথবা কামের রতি তুমি লো সুন্দরী।
কিম্বা হও শচীদেবী বল শীঘ্র করি।।
দেবী কহে নহি দেবী নহি দৈত্য নারী।
বনে বাস করি আমি হই গোপী নারী।।
এত শুনি পুনঃ কহে দৈত্য দুইজন।
সুন্দরী শুনলো এবে মোদের বচন।।
আলিঙ্গন দান কর আমা দোঁহাকার।
তোমারে হেরিয়া মোরা মোহিত অন্তর।।
এত বলি ক্রুদ্ধ হয়ে কহে দিগম্বরী।
এসেছ কেন রে হেথা যাবি যমপুরী।।
পর নারী প্রতি লোভ করিছ অন্তরে।
পাপেতে যাইতে হবে শমন আগারে।।
এতবলি দিগম্বরী তিরোহিত হন।
তাহা হেরি মুগ্ধ চিত্ত দৈত্য দুইজন।।
এত বলি দুইজনে করয়ে গমন।
পার্ব্বতী এদিকে করে মহেশে স্মরণ।।
কাশীধামে জানি তাহা দেব দিগম্বর।
অবিলম্বে চলি আস একাকী সত্বর।।
গোপবেশ ধরি প্রভু করে আগমন।
অবিলম্বে উপনীত পার্ব্বতী সদন।।

শিরে চূড়া শোভে শিরে অতিমনোহর।
বংশীধ্বনি ঘন ঘন করে দিগম্বর।।
মধুর বংশীর নাদ করিয়া শ্রবণ।
ধেনুগণ মৃগগণ উৎফুল্ল নয়ন।।
মহেশ্বরী তাহা দেখি জিজ্ঞাসে তাঁহারে।
কেবা তুমি কোথা হতে এলে এই স্থলে।।
হেরিতেছি গোপবেশ তুমি কোনজন।
ত্বরা করি বল বল আমার সদন।।
শিব কহে তুমি কেবা কহলো সুন্দরী।
কি হেতু রয়েছ তুমি গোপবেশ ধরি।।
যথা হতে করিয়াছ তুমি আগমন।
আমিও তথায় ছিনু করহ স্মরণ।।
এত শুনি হৃষ্টমতি গিরিজা সুন্দরী।
জানিলেন দেব দেব এই ত্রিপুরারি।।
তাঁহার পদেতে তখন করিয়া বন্দন।
প্রেমনেত্রে পুনঃ পুনঃ করে দরশন।।
দুইজন এইরূপে গোপালের বেশে।
কত লীলা করিলেন মনের হরিষে।।
আনন্দে মগন দেবী জিজ্ঞাসে তখন।
শুন শুন ত্রিলোচন করি নিবেদন।।
দুইজন দৈত্য আসি ঘেরে ছিল মোরে।
করিয়াছিনু স্মরণ এহেতু তোমারে।।
অতএব তাহাদিগে করিয়া বিনাশ।
অধীনী উপরে কর করুণা প্রকাশ।।
মিষ্টভাষে এতশুনি কহে ত্রিলোচন।
আমা হতে নাহি হবে তাদের নিধন।।
দ্রুমিল নামেতে রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
দুই দৈত্যে তার পুত্র জানিবে অন্তরে।।
তপ করে বহুকাল সেই মহাত্মন্।
তাহাতে সন্তুষ্ট হয় যত দেবগণ।।
সন্তুষ্ট দেখিয়া বর চাহে নরপতি।
বলিষ্ঠ হইবে তার পুত্রদ্বয় অতি।।
পুত্রদ্বয় সেই হেতু অতীব প্রবল।
কীর্ত্তি আর বাস নাম খ্যাত চরাচর।।

অতএব বলি শুন ওহে শুভঙ্করী।
তুমি দোঁহাকারে বধ কর ত্বরা করি।।
এত শুনি হরপ্রিয়ে করেন গমন।
অবিলম্বে দৈত্য পাশে উপনীত হন।।
দেবীরে হেরিয়া তারা কামান্ধ অন্তরে।
সরল হইয়া কহে সুমধুর স্বরে।।
গিয়েছিলে কোথা প্রিয়ে কর আগমন।
ত্বরা করি আলিঙ্গন করহ এখন।।
এত বলি হরিপ্রিয়ে সহাস্য বদনে।
কহিলেন এক কথা বলি দোঁহাস্থানে।।
ব্রত আছে এক মম করহ শ্রবণ।
যেইজন সেই ব্রত করিবে পূরণ।।
ধরিব তাহারে আমি প্রতিজ্ঞা আমার।
মন সুখে হব আমি রমণী তাহার।।
আমার চরণদ্বয় ধরি যেই জন।
পৃষ্ঠদেশে কিংবা শীর্ষে করিয়া স্থাপন।।
মোরে যেই ভূমি হতে তুলিতে পারিবে।
মম প্রতি সেই জন অবশ্যই হবে।।
গোপীর বচন জ্ঞাতে দৈত্য দুইজন।
আনন্দে মগন হয়ে কহিল তখন।।
গুণবতী শুন কথা বচন দোঁহার।
শীর্ষদেশে পদদান করহ তোমার।।
হরপ্রিয়ে তাহা বুঝি যুগল চরণ।
দৈত্যদ্বয় শিরোপরি করিয়া স্থাপন।।
যেমন মর্দ্দন দেবী করিলেন বলে।
অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে বীরদ্বয় পড়ে।।
পদভরে পুতিলেন দোঁহে হরপ্রিয়ে।
প্রাণ ত্যজি গেল দোঁহে সে পাতালপুরে।।
অনুত্তম হ্রদ তথা হইল সৃজন।
দেবীহ্রদ নাম তার বিদিত ভুবন।।
পবিত্র কাহিনী এই যে করে শ্রবণ।
নিষ্পাপ সে জন হয় শাস্ত্রের বচন।।

শিব কর্ত্তৃক উমার পদসেবা, শঙ্কর বাপীর উৎপত্তি এবং গোদাবরীর প্রতি অভিশাপ

বামদেব কহে শুন ওহে তপোধন।
অসুরদ্বয়ের সহ করি ঘোর রণ।।
তাহাদিগে পদভরে প্রোথিত করিয়ে।
দেবী শ্রমবোধ করে আপন হৃদয়ে।।
স্বর্ণকুট গিরি পরে করিয়া গমন।
গিরিজা দেবী নিদ্রায় হন অচেতন।।
প্রাক্ শিরা হইয়া দেবী শয়ন করিল।
ভুবন ঈশ্বর তাহা নয়নে হেরিল।।
শয়ন করিয়া দেবী আছে কুঞ্জবনে।
শোণিত বরণ কিবা যুগল চরণে।।
ধীরে ধীরে তাহা দেখি ভুবন ঈশ্বর।
সমীপেতে পদতলে হন অগ্রসর।।
কোমল করেতে পদ করেন সেবন।
করস্পর্শে উমাসতী লভেন চেতন।।
দেখিলেন পদসেবা করিছেন সতী।
বামপদ সঙ্কুচিত করিলেন সতী।।
বিনয় বচনে কহে ওহে ভগবন্।
অন্যায় করম কেন কর আচরণ।।
লোকনিন্দা হবে ইথে জানিবে আমার।
পদসেবা পতি হয়ে কেন কর সার।।
দাসী আমি হই তব জানিবে অন্তরে।
জন্ম জন্ম ওই পদ দিওগো আমারে।।
এত শুনি কহে তাঁরে ভুবন ঈশ্বর।
দেবী শ্রান্ত হইয়াছ করিয়া সমর।।

পরিশ্রম বিদূরণ করিতে তোমার।
পদসেবা করিতেছি যেই পদসার।।
রহিয়াছি ক্রীতরূপে তোমার গোচরে।
দাসতুল্য আমি হই জানিবে অন্তরে।।
আদিম প্রকৃতি তুমি ওগো হৈমবতী।
তোমার কৃপায় আমি দেব জগতপতি।।
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী সুন্দরী।
কহিলেন বলি শুন ওহে ত্রিপুরারি।।
ভকত বৎসল তুমি করুণা সাগর।
মম অপরাধ ক্ষম ওহে দিগম্বর।।
কীর্ত্তিবাস সহ করি ঘোরতর রণ।
শ্রমেতে কাতর আমি হয়েছি এখন।।
মোরে জলদান কর অতি ত্বরা করি।
নতুবা অচিরে প্রভু প্রাণেতে যে মরি।।
তাহা শুনি দেবদেব প্রভু ত্রিলোচন।
অবিলম্বে করে শূল করেন গ্রহণ।।
কহিলেন শুন দেবী আমার ভারতী।
এই জল পান কর অতি শীঘ্র গতি।।
এতেক বচন শুনি পার্ব্বতী তখন।
ঊর্দ্ধমুখ হয়ে জল করেন গ্রহণ।
শিবের হাতের জল পিয়া ভগবতী।
পরমা পিরীতি লাভ করিলেন সতী।।
তারপর ভগবান দেব ত্রিলোচন।
আম্রমূলে গিরিজারে করেন স্থাপন।।
আত্মলিঙ্গ সন্নিধানে স্থাপিয়া তাঁহারে।
সর্ব্বতীর্থ আনিবারে অভিলাষ করে।।
বৃষ ভেরে সম্বোধিয়া কহেন তখন।
ওহে বৃষ শুন শুন আমার বচন।।
ভুভুর্বঃ স্ব আদি করি যাবতীয় লোকে।
যাহ তুমি অবিলম্বে ঊর্দ্ধগত মুখে।।
সেই সেই স্থানে আছে যত তীর্থচয়।
এইস্থানে সকলেরে আন মহোদয়।।
আমি এই স্থানে হ্রদ করিব সৃজন।
ব্রহ্মারে আন তুমি প্রতিষ্ঠা কারণ।।

আদেশ পাইয়া বৃষ তখনি চলিল।
ব্রহ্মলোকে অবিলম্বে আগত হইল।।
ব্রহ্মারে সম্বোধি কহে ওহে মহাত্মন্।
শিবের আদেশে চল একাম্র কানন।।
বৃষের বচন শুনি দেব পদ্মযোনি।
অমরগণের সহ চলেন তখনি।।
শ্রীমণিকর্ণিকা এই জানিবে অন্তরে।
কলিকালে অন্তর্হিত জানিবে কাশীরে।।
এই স্থানে কলিকালে লভিবে মুকতি।
শিবপদে এত বলি করিলেন নতি।।
ব্রহ্মারে সম্বোধি কহে ভুবন ঈশ্বর।
উঠ উঠ ওহে ব্রাহ্মণ ভকত প্রবর।।
শিবের বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
কৃতকৃত্য জ্ঞান করে সেই দেবগণ।।
এদিকেতে বৃষত্বরা গিয়া স্বর্গধামে।
মানসাদি সর্ব্বতীর্থে আনে সেইস্থানে।।
মন্দাকিনী আদি যত শূন্য তীর্থগণ।
সবারে আনিল বৃষ একাম্র কানন।।
তারপর পৃথ্বীতীর্থে সবাকারে আনে।
প্রয়াগ পুষ্কর আদি বিদিত ভুবনে।।
পাতালস্থ যত তীর্থে করে আগমন।
কিন্তু এক কথা বলি শুন তপোধন।।
গোদাবরী নাহি আসে একাম্র কানন।
যাব নাহি তথা আমি শুনহ বচন।।
তাহা শুনি বৃষ হয়ে রোষিত অন্তর।
শৃঙ্গদ্বয় দিয়া করে তাড়না বিস্তর।।
তাহা দেখি গোদাবরী কহিল তখন।
রজঃস্বলা আছি আমি না কর স্পর্শন।।
তাহা শুনি ধর্ম্মরূপী সেই বৃষবর।
তাহারে ত্যজিয়া যান শিবের গোচর।।
সকল বৃত্তান্ত কহে শিবের গোচরে।
তাহা শুনি হন প্রভু কুপিত অন্তরে।।
রোষ ভরে অভিশাপ করেন অর্পণ।
অস্পৃশ্যা হইবে তুমি এতিন ভুবন।।

তারপর তীর্থগণে করি সম্বোধন।
কহিলেন মিষ্টভাষে দেব পঞ্চানন।।
অনুত্তম হ্রদ আমি করিব হেথায়।
সবে বারি বিন্দুপাত করহ ইহায়।।
এত বলি পুনঃ শূল করিয়া গ্রহণ।
মহেশ পাষাণস্তর করে বিদারণ।।
অনুত্তম হ্রদ তাহে অচিরে হইল।
তীর্থগণ নিজ নিজ বারি তাহে দিল।।
তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবগণ।
স্নান ক্রিয়া সেই জলে করেন সাধন।।
প্রথমগণের সহ দেব পশুপতি।
সেইজলে স্নান করি অতি হৃষ্টমতী।।
দেবগণে তারপর সম্বোধন করি।
মিষ্টভাষে বলিলেন দেব ত্রিপুরারি।।
বিন্দুহ্রদ নামে ইহা বিখ্যাত হইবে।
পরিম পবিত্র হ্রদ জানিবেক ভবে।।
এইস্থানে দুইতীর্থ হইল সৃজন।
শঙ্কর বাপিকা বিষ্ণু হ্রদ অনুত্তম।।
এই দুয়ে ভিন্ন ভেদ কিছুমাত্র নাই।
কহিলাম গুপ্তকথা সবাকার ঠাঁই।।
শঙ্কর বাপিকা বিন্দু হ্রদের অন্তরে।
গুপ্তভাবে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি করে।।
ইহাতে করিলে স্নান সেই সাধুজন।
আমার সাযুজ্য পাবে ওহে দেবগণ।।
পাতক কদাচ দেহে না রহিবে তার।
মম লোকে যাবে অন্তে বচনে আমার।।
এতবলি দেবগণে প্রভু পঞ্চানন।
সম্বোধিয়া জনার্দ্দনে কহেন তখন।।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি পুরুষ উত্তম।
অনন্ত সহিত তুমি অমিত বিক্রম।।
দেবীর হইল নাম পাদ হরেশ্বরী।
বিন্দুহ্রদে যেইজন স্নান ক্রিয়া করি।।
পুরুষ উত্তম দেখি ভকতির ভরে।
দর্শন করিবে পরে শ্রীপাদ হরেরে।।
পুণ্যের কথা তাহার বলা নাহি যায়।
অন্তকালে লয় পাবে সে জন আমায়।।
বিন্দু হ্রদ মম তুল্য নাহিক সংশয়।
বাপিকা দেবীর সম জানিবে নিশ্চয়।।
আমাতে উমাতে ভেদ নাহিক যেমন।
শঙ্কর বাপীতে বিন্দু হ্রদেতে তেমন।।
শিবের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ পুলকে মগন।।
স্নান করে পুনঃপুনঃ সেই সরোবরে।
লিঙ্গ পূজা করে সবে হরিষ অন্তরে।।
বিপুল দক্ষিণ যজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।
ভক্তি ভরে শিবপদে করেন প্রণাম।।
তারপর নিজ নিজ বিমানে চড়িয়ে।
নিজ স্থান যান সবে সানন্দ হৃদয়ে।।
কহে শম্ভো বিশ্বাত্মন্ তুমি কৃপাময়।
অধীনি উপরে প্রভু হওগো সদয়।।
সর্ব্বদা এখানে আমি করি অবস্থিতি।
প্রবাহিতা হব ওগো প্রভু পশুপতি।।
গোদাবরী এত বলি হরিষ অন্তরে।
প্রবেশিল অবিলম্বে বিন্দু নদবরে।।
তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে কহে ত্রিলোচন।
নদজল বৃদ্ধি হলো তোমার কারণ।।
সর্ব্বদা এখানে তুমি কর অবস্থিতি।
পূজিতা হইলে তুমি আমার ভারতী।।
আর এক কথা বলি করহ শ্রবণ।
শঙ্কর বাপীতে তুমি থাকহ এখন।।
বৃহস্পতি সিংহগতি হবেন যেকালে।
তখন পূজিতা হবে আপনার স্থলে।।
গোদাবরী এত শুনি কহিল তখন।
সেই পাপী কোথা তব ওহে ত্রিলোচন।।
শিব কহে পরস্পরে অতি গুপ্তভাবে।
আছেন শঙ্কর বাপী অন্তরে জানিবে।।
শিবের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
গোদাবরী সেই স্থানে রহেন তখন।।

শুনিলে হে তপোধন অপূর্ব্ব কাহিনী।
অনন্ত মহিমা সেই দেব শূলপানি।।
অপূর্ব্ব মহিমা এই করিলে শ্রবণ।
রোগশোক আর তার না হয় কখন।।
শ্রীশিবপুরাণ হয় অতিমনোহর।
পয়ারে রচিল কবি শুন অতঃপর।।

হরগৌরীর রাসলীলা

হরগৌরী লীলাকথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
শ্রবণে মহানন্দ জুড়াইবে প্রাণ।।
তারপর কহিলেন শুন মুনিবর।
হরগৌরী রাসলীলা কহিব বিস্তর।।
শতদলে বিরাজিত হৃদ মনোহর।
গিরিজা সুতা করি নয়নগোচর।।
সহাস্য বদনে কহে দেব ত্রিলোচনে।
ওহে প্রভু মনোহর একাম্র বিপিনে।।
রাসক্রীড়া তব সহ করিতে বাসনা।
অতীব সুরম্য স্থান একাম্র দেখনা।।
এতেক বচন শুনি শঙ্কর তখন।
কহিলেন প্রিয়তমে শুনহ বচন।।
সর্ব্বক্ষেত্র ত্যজি আমি পুলকিত মনে।
সদা বসতি করিব একাম্র কাননে।।
অষ্টশক্তি তুমি দেবী করহ সৃজন।
অষ্টমূর্ত্তি আমি দেবী করিব ধারণ।।
করিব রাসক্রীড়া মোরা দুইজনে।
পতিবাক্য শুনি দেবী পুলকিত মনে।।
বিমোহিনী অষ্টশক্তি করেন সৃজন।
কেতকী পত্রের সম সুগৌরবরণ।।
পূর্ণচন্দ্র সম কিবা বদন সবার।
বিম্বসম ওষ্ঠাধার রূপের আধার।।
তাহাদের নাম বলি করহ শ্রবণ।।
সুকপোলা ও মায়াবী তৃতীয় মোহিনী।
বিন্ধ্যগা চতুর্থ পরে শ্রীদ্বারবাসিনী।।
অমায়িনী নাম জান পঞ্চমের হয়।
চন্দ্রগা ও উত্তরগা এই পরিচয়।।
অষ্টশক্তি এইরূপে করি দরশন।
অষ্টদেব উৎপাদন করে ষড়ানন।।
পীনোন্নত কুচ সম শোভা বক্ষোপরে।
ত্রিবলি নাভির মূলে কিবা শোভা ধরে।।
কদলী সমান কিবা মোহন জঘন।
লাক্ষারসে সুরক্ষিত সবার চরণ।।
রুণু রুণু বাজে কিবা নূপুর চরণে।
আবৃত সবার অঙ্গ সুরম্য বসনে।।
এইরূপে অষ্টশক্তি হইল সৃজন।
সে সবার সজ্জা কথা করহ শ্রবণ।।
ইন্দুকলা ধরে সবে ললাট উপরে।
জটাজুট বিভূষিত সবাকার শিরে।।
সবার ললাটে শোভে তিনটি নয়ন।
নীলকণ্ঠ মহাবক্ষ অতুল বিক্রম।।
ইহাদের নাম বলি শুন তপোধন।
রুদ্র সূক্ষ বৈদ্যনাথ শ্রীশিবউত্তম।।
একমূর্ত্তি শ্রীঈশান উত্তর তৎপর।
কেদার এ অষ্টমূর্ত্তি ওহে বিজ্ঞবর।।
অষ্টমূর্ত্তি দরশন করি কাত্যায়নী।
শুন শুন কহিলেন ওহে শূলপাণি।।
শ্রীরাসমণ্ডল এবে করহ বচন।
তথাস্তু বলিয়া শিব কহেন তখন।।
মনোহর জ্যোৎস্নালোকে একাম্র কানন।
পরম শোভিত হলো ওহে তপোধন।।
তাহা দেখি ক্রীড়াকামী হলেন শঙ্কর।
মন্মথ ঘেরিল আসি তাঁহার অন্তর।।

সম্বোধিয়া গিরিজারে কহেন তখন।
অষ্টশক্তি সহ প্রিয়ে কর আগমন।।
তোমাসহ রাসলীলা করিব সুন্দরী।
বিন্দুনদ দেখ দেখ নয়নে নেহারী।।
কমলের দল দেখ কিবা শোভা পায়।
কানন শীতল হের বিটপী ছায়ায়।।
মন্দ মন্দ বায়ু দেখ হতেছে বহন।
রাসক্রীড়া উপযুক্ত সময় এখন।।
দেবী কহে এত শুনি ওহে জগন্নাথ।
তোমার চরণ যুগে করি প্রণিপাত।।
ক্রীড়া করি কর মম জীবন সফল।
তুষ্ট কর সখীগণে ওহে শূলধর।।
রাসহেতু কর এবে মঙ্গল বিধান।
ক্রীড়া হবে তার মাঝে ওহে মতিমান।।
ত্রিদশগণেরা সবে করিব দর্শন।
ধরাতলে কীর্ত্তি তব হইবে স্থাপন।।
এতেক বচন শুনি দেব শূলপাণি।
সখীগণে সম্বোধিয়া কহেন তখনি।।
এক এক দেবী পৃষ্ঠে দেব একজন।
অবস্থিতি করি কর মণ্ডল রচন।।
তথাস্তু বলিয়া সবে তাহাই করিল।
তার মাঝে মহেশ্বর নৃত্য আরম্ভিল।।
শিবাসহ নৃত্য করে প্রভু ত্রিলোচন।
অষ্ট মূর্ত্তি অষ্টশক্তি আনন্দে মগন।।
রঙ্গভঙ্গ নানারূপে করে সবজনে।
কিবা শোভা হয় তাহে না যায় কহনে।।
তাহাদের ভক্তিভাব করিতে দর্শন।
শিবা সহ অন্তর্হিত হন ষড়ানন।।
চতুর্বৃক্ষ শাখা দোঁহে করিয়া আশ্রয়।
গুপ্তভাবে কিছুক্ষণ পুলকেতে রয়।।
তাহাদিগে নাহি হেরি দেবদেবীগণ।
বনমাঝে নানা স্থানে করি অন্বেষণ।।
চন্দ্রাগারে পরিত্যাগ করিয়া সকলে।
শিব অন্বেষণ হেতু যায় নানা স্থানে।।

একাকিনী হয়ে বনে চন্দ্রগা তখন।
সখী সখী বলি খেদ করে ঘনঘন।।
হা চন্দ্র বদনে গৌরী রহিলে কোথায়।
বনমাঝে রাত্রিকালে ত্যজিলে আমায়।।
কৃপা করি দরশন দেহলো সুন্দরী।
তব পাদপদ্ম হেরি দুই চক্ষু ভরি।।
পারিনা থাকিতে আর তোমার বিহনে।
কৃপাকর কৃপাময়ী করুণ লোচনে।।
চন্দ্রগার খেদবাক্য করিয়া শ্রবণ।
গিরিসুতা প্রাদুর্ভূতা হলেন তখন।।
কহিলেন শুন শুন ওগো সুলোচনে।
অকৃত্রিম ভক্তিতব হেরিনু নয়নে।।
সর্ব্বসুখী হতে শ্রেষ্ঠ তুমি গো সুন্দরী।
ডাকিলে আমারে তুমি বলি গৌরী গৌরী।।
গৌরী নাম সেই হেতু হইবে প্রচার।
এইনামে খ্যাত হবে জগৎ সংসার।।
শিবার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দে মগন হয় চন্দ্রগা তখন।।
এদিকে আশ্চর্য্য কথা শুন তারপরে।
অষ্ট মূর্ত্তি শিব রূপ অবিলম্বে ধরে।।
যোজন আয়ত সেই কানন মাঝারে।
শক্তিগণসহ সবে বিচরণ করে।।
ইতিমধ্যে এক মূর্ত্তি নামে যেইজন।
তাহারে ত্যজিয়া সবে করয়ে ভ্রমণ।।
একত্র হইয়া সবে হ্রদতটে যায়।
একাকী সে একমূর্ত্তি কাননে বেড়ায়।।
পথ না পাইয়া সেই করয়ে ভ্রমণ।
দক্ষিণাভি মুখে পরে করয়ে গমন।।
কিছুদূরে গিয়া দেখে পর্ব্বত সুন্দর।
আনন্দ লভিল তাহে সেই বীরবর।।
পুনশ্চ দুঃখিত হয়ে করয়ে রোদন।
কিবা কষ্ট হায় হায় কোথায় ষড়ানন।।
কিবা প্রভু অপরাধ করিনু চরণে।
তোমা বিনা এ পর্ব্বতে ত্যজিব পরাণে।।

ভক্তি করি সেইজনে পতিত দেখিয়ে।
আবির্ভূত হন শিব সানন্দ হৃদয়ে।।
মধুর বচনে তারে কহেন তখন।
একমাত্র তব ভক্তি করিনু দর্শন।।
পরিশ্রান্ত হইয়াছ তুমি অতিশয়।
অতএব এই স্থানে থাক মহোদয়।।
তোমারে আনন্দ দান করেছে পর্ব্বত।
এ হেতু নন্দন নামে হইবে বিখ্যাত।।
রাসরঙ্গ হতে তুমি এসেছ বাহিরে।
বহিরঙ্গেশ্বর নাম দিলাম তোমারে।।
এখানে যে জন তোমা করিবে পূজন।
মম পূজাফল পাবে সেই মহাত্মন্।।
বলি এত দেব দেব শশাঙ্কশেখর।
দেবদেবী সবা পাশে গেলেন সত্বর।।
একমূর্ত্তি বিবরণ কহেন সবারে।
চন্দ্রমা বৃত্তান্ত সতী কহিল তাঁহারে।।
তারপর রাত্রি শেষে দেব মহেশ্বর।
উমাসহ রাসলীলা করেন বিস্তর।।
পার্ব্বতী সম্বোধি কহে যত সখীগণে।
শ্রীরাসলীলা করিলে নদ সন্নিধানে।।
অতএব তটে তটে করে অবস্থান।
চন্দ্রাগারে রাখি সবে করহ পয়াণ।।
আদেশ পাইয়া সবে তাহাই করিল।
সুকপোলা পশ্চিমেতে অবস্থিতি হৈল।।
পূর্ব্বতটে স্থিতি হয় শ্রীদ্বারবাসিনী।
তাহার সহিতে রহে আরো অমায়িনী।।
উত্তরগা অবস্থিত উত্তর তীরেতে।।
চন্দ্রগা প্রোথিত হলো শ্রী গৌরীনামেতে।।
সিদ্ধারণ্য সমাশ্রয় চন্দ্রগা করিল।
মনোহর কুণ্ড এক তথায় সৃজিল।।
পূর্ব্বদিকে রুদ্রদেব করে অবস্থিতি।
অগ্নিকোণে রহে সূক্ষ্ম ওহে মহামতি।।
দক্ষিণেতে বৈদ্যনাথ করে অবস্থান।
ইহার পূর্ব্বেতে পূজে রাবণ ধীমান।।

ইহার নাম সেহেতু রাবণ-ঈশ্বর।
বিদিত জগতে ইহা ওহে মুনিশ্বর।।
নৈর্ঋত দিকেতে রহে দেব শিবোত্তম।
কপিল ইহার পূজা করেন সাধন।।
সেহেতু ইহার নাম কপিল ঈশ্বর।
ঈশান বায়ব্য দিকে রহে নিরন্তর।।
উত্তরে রহেন সেই বিনদের উত্তরে।
কেদার রহেন গৌরীপার্শ্বদেশ পরে।।
গৌরীনামে গৌরীকুণ্ড হইল প্রচার।
অদ্যাপি প্রত্যক্ষ সবে করে অনিবার।।
এইরূপে এক মাত্র দেব পঞ্চানন।
অষ্টমূর্ত্তি ইচ্ছাবশে করেন ধারণ।।
রাসক্রীড়া যেইজন শুনে ভক্তি ভরে।
ভুবন ঈশ্বর তুষ্ট তাহার উপরে।।
ত্রিভুবনেশ্বর নাম শুনহ এখন।
কৃত্তিবাস একনাম ওহে মহাত্মন্।।
লিঙ্গরাজ মহেশ্বর স্বর্ণকূটতেজে।
ত্রিভুবনেশ্বর পরে জানিবেক চিতে।।
প্রাতঃকালে ছয় নাম পড়ে যেইজন।
তাহার উপরে তুষ্ট দেব ষড়ানন।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
ধরাধামে নাহি কিছু ইহার সমান।।

ত্রিভুবনেশ্বরের অষ্টোত্তর শতনাম

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি মূলাধার।
সবার জ্ঞানেতে তিনি ত্রিভুবনেশ্বর।।
ত্রিভুবনেশ্বের অষ্টাধিক শতনাম।
এইরূপ বলিতেছি শুনহ ধীমান।।

সর্ব্বপাপ দূরে যায় ইহার প্রসাদে।
মোক্ষ ফলপ্রদ ইহা জানিবেক চিতে।।
এই স্তোত্রে ঋষি হন সনতকুমার।
বিরাট ইহার ছন্দ ওহে গুণাধার।।
পদগর্ভ দেব আর বাঞ্ছিত অর্থেতে।
বিনিয়োগ হয়ে থাকে জানিবেক চিতে।।
ওঁ শিবোহসিতাঙ্গঃ সংস্তুত্যো দিব্যরূপধরো।
হরঃসনৎকুমারবরদো গৌরী প্রশ্নোত্তরপ্রদঃ।।
মহাপ্রলয়কৃচ্চৈব ত্রিগুণো বিশ্বসৃক্ তথা।
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদো বিশ্বো ধূম্রারিরন্ধকান্তকঃ।।
রুদ্রঃ স্থষ্টিকরশ্চৈব যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপপতির্ভগো হিমালয়নিকেতনঃ।।
মৃড়ো মণিবতীনাথো কৈলাসগিরিনায়কঃ।
একাম্রবনসঞ্চারী স্বর্ণকূটাচলপ্রভুঃ।।
জ্যোতির্লিঙ্গী মহাদেবো বিশ্বরূপপ্রদর্শকঃ।
ব্রহ্মসম্বিৎপ্রদশ্চৈব ব্রহ্মার্চিত পদাম্বুজঃ।।
সর্ব্বদেবোপদেশজ্ঞো ভীমস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
ভাস্করাদ্যো যর্ম্ম চ্যাঙ্ঘ্রিবির্বিঘ্নুলিব্ধিপ্রদায়কঃ।।
নবামৃতপ্রদো নিত্যো বিন্দুতীর্থফলপ্রদঃ।
বিন্দুস্তবসরঃকর্ত্তা মাসব্রতনপ্রিয়ঃ।।
বাসুদেব প্রতিষ্ঠাতা শক্রযজ্ঞহবির্গ্রহঃ।
দেবাসুরাগ্রসেনানীর্ম্মরুণ্ডবিজয় প্রদঃ।।
হিরণ্যকশিপুপ্রীতঃ শক্রাদি সুরসংস্তুতঃ।
দেব্যুপদেশদশ্চৈব গোপবেণুপ্রবাদকঃ।।
কৃত্তিবাসা বিরূপাক্ষঃ পর্জ্জন্যপরিপূজিতঃ।
স্বর্জ্জ্যোতিবরদশ্চৈব বদরীমুক্তিদায়কঃ।।
কোটিযজ্ঞজলস্নায়ী ইন্দ্রসখ্যবরপ্রদঃ।
কপিলপ্রীতিদশ্চৈব কোটীলিঙ্গার্চ্চনপ্রিয়ঃ।।
প্রমোদেকর্ম্মফলদঃ সুবর্ণফলদায়কঃ।
বালখিল্যপ্রীতিকরঃ কৃতগোকর্ণপার্ষদঃ।।
সুষেণবরদাতা চ জামদগ্ন্যবরপ্রদঃ।
শ্রীরামপূজিতপদশ্চান্তরীক্ষবরপ্রদঃ।।
অশ্বমেধহবির্ভোক্তা রঘুনাথবরপ্রদঃ।
অষ্টতীর্থবরপ্রেপ্সুবরদঃ পরমেশ্বরঃ।।

কার্ত্তিকেয়পিতা চৈব বিনায়ক গুরুস্তথা।
বৃষধ্বজঃ কল্পতরুঃ সাবিত্রী প্রীতিবর্দ্ধনঃ।।
অষ্টমূর্ত্তিধরঃ পম্ভুরাম্রাতকবরোৎসুকঃ।
সর্ব্বলিঙ্গস্থিতশ্চৈব জটিলানন্দবর্দ্ধনঃ।।
বৃহস্পতিপ্রীতিকরঃ অশ্বিনী বৈদ্যপূজিতঃ।
রাবণেষ্ট প্রদশ্চৈব কমলাকর পূজিতঃ।।
কেদারকুণ্ডফলদো গৌরীপ্রীতিকরস্তথা।
মহাশশ্মানবাসী চ যোগিনীত্রয়ভূষিতঃ।।
স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপশ্চ স্বর্ণকূটপ্রিয়ঙ্করঃ।
ভৃগুসংপূজিতপদঃ কর্কোটকবরপ্রদঃ।।
ব্রহ্মহত্যাবিনাশী চ দণ্ডকাপালিনীবরঃ।
ভক্তাপবর্গদশ্চৈব ক্ষেত্রপালবলিপ্রিয়ঃ।।
ভীমসেনবলোৎসাহঃ সিদ্ধিভূতিবরপ্রদঃ।
ক্ষেত্রপ্রদক্ষিণপ্রীতঃ সর্ব্বপাপবিনাশনঃ।।
আম্রচ্ছায়াপ্রিয়শ্চৈব ললাটেন্দুবরপ্রদঃ।
ত্রিপুরারিস্ত্রিলোকেশো ভগবাংশ্চ সদাশিবঃ।।
অষ্টোত্তর শতনাম করিনু কীর্ত্তন।
পরম গোপন ইহা মুক্তির কারণ।
তিন সন্ধ্যা ভক্তিভরে যেই জন পড়ে।
অন্তকালে যায় সেই শিবের নগরে।।
ভক্তজনে এই স্তোত্র করিবে প্রদান।
অভক্তেরে নাহি দেবে ওহে মতিমান।।
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করি যেই জন।
ত্রিভুবনেশ্বরে হৃদে করিয়া স্মরণ।।
এই স্তোত্র অধ্যয়ন যেই জন করে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার চলি যায় দূরে।।
নামস্তোত্র ও তুণ্ডে করিলে শ্রবণ।
আর কি শুনিতে বাঞ্ছা বলহ এখন।।

একাম্র কাননের মাহাত্ম্য

অষ্টোত্তর শতনাম করিলে শ্রবণ।
একাম্র কানন বার্ত্তা করহ শ্রবণ।।
তুণ্ডি কহে নিবেদন করি তপোধন।
একাম্র মাহাত্ম্য এবে করিব শ্রবণ।।
রাসক্রীড়া সেইস্থানে করে হরগৌরী।
উহার মাহাত্ম্য ঋষে বল কৃপা করি।।
এত শুনি বামদেব কহেন তখন।
শুনশুন তপোধন করিব বর্ণন।।
একমাত্র আম্রতরু বিরাজে সেখানে।
একাম্র কানন নাম এই হেতু ভণে।।
দুর্লভ মাহাত্ম্য তার করিব বর্ণন।
সাবধান হয়ে শুন ওহে তপোধন।।
বারাণসীসম তীর্থ একাম্র কানন।
ক্ষেত্রপাল হয়ে বিষ্ণু আছে অনুক্ষণ।।
কীট পক্ষী নর আদি মরিলে এখানে।
শ্রীতারকব্রহ্ম নাম প্রবেশে শ্রবণে।।
কর্ণমূলে ঐ নাম দেন পঞ্চানন।
ইহার সমান স্থান নাহি তপোধন।।
ক্রোশ ব্যাপী আচ্ছায়া করে অবস্থান।
আম্রমূলে আম্রেশ্বর লিঙ্গ অধিষ্ঠান।।
সেই লিঙ্গ দরশন করে যেইজন।
শিবপদ পায় সেই শাস্ত্রের বচন।।
একাম্রেশ্বরের পাশে করিয়া গমন।
যেই জন শিবমন্ত্র করয়ে জপন।।
সিদ্ধিলাভ করে সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
ত্রিভুব ঈশ্বরলিঙ্গ বিরাজে এখানে।
গোপীকা গিরিজামূর্ত্তি শোভে এই স্থানে।।
অষ্টশক্তি অষ্টমূর্ত্তি করে অবস্থান।
অন্য অন্য দেবমূর্ত্তি আছে বিদ্যমান।।
প্রথম নায়ক যারা কাশীধামে ছিল।
রাসলীলা শুনি সবে এখানে আসিল।।
মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ যেই করে শুদ্ধ মনে।।
তাহার মঙ্গল হয় নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
একাম্র কাননে যদি কিছু পাপ করে।
প্রদক্ষিণ কৈলেপরে সেই পাপ হরে।।
মেরু প্রদক্ষিণ করে ভাস্কর যেমন।
এইক্ষেত্রে প্রদক্ষিণ করিলে তেমন।।
ত্রিকোটি জন্মজ পাপ বিনাশিত হয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয়।।
ছায়া যাত্রা সযতনে করে যেই জন।
অন্তিমে সেজন যায় কৈলাস ভবন।।
বৈশাখের পূর্ণিমাতে হয়ে একান্তর।
করিবেক ছায়া যাত্রা ওহে বিজ্ঞবর।।
এই স্থানে চারিপীঠ আছে বিরাজিত।
মহাসিদ্ধিপ্রদ তাহা জানিবে নিশ্চিত।।
ত্রয়োদশ দিন যেই সমাহিত মনে।
এখানে গমন করে বিহিত বিধানে।।
তার মন্ত্র সিদ্ধি হয় নাহিক সংশয়।
দেবতা দর্শন হয় জানিবে নিশ্চয়।।
এখানে উত্তর লিঙ্গ আছে সর্ব্বক্ষণ।
শ্রীমহাশ্মশান পীঠ অতি মনোরম।।
বৈদ্যনাথ বিরাজিত আছেন এখানে।
এখানে জপিলে মন্ত্র ঐকান্তিক মনে।।
সেইজন মাস মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে।
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এই কহিনু তোমারে।।
তীর্থ মাহাত্ম্য কথা করহ শ্রবণ।
স্নান করে বিন্দুতীর্থে যেজন সুজন।।
দেখি পাপ হরা আর পুরুষ উত্তমে।
গমন করিবে ত্রিভুবনেশ্বর পাশে।।
সেই জন শিব তুল্য নাহিক সংশয়।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেজন নিশ্চয়।।
হেথা আছে পাপহর কুণ্ড বিদ্যমান।
তাহে স্নান আদি করি যেই মতিমান।।

মৈত্রেশে ও বারুণেশে করয়ে পূজন।
বরুণ লোকেতে যায় সেই মহাত্মন।।
স্নানাদি গঙ্গা যমুনাতীর্থে করি।
দেখে যেই গঙ্গেশ্বরে অতি ভক্তি করি।।
শিব অনুচর হয় সেই সাধুজন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
কোটি তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড আর মেঘেশ্বর।
ইত্যাদি করিয়া তীর্থ আছে বহুতর।।
এই সব তীর্থে স্নান করিলে সাধন।
অবশ্য দুর্লভ গতি লভে সেইজন।।
মার্গশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
বহুফলপ্রদ তীর্থ জানিবেক চিতে।।
বিন্দুনদ জলে দেহ করিলে বর্জ্জন।
শিবের সাযুজ্য পায় সেই সাধু জন।।
দক্ষিণভাগে লিঙ্গের ধাত্রী বৃক্ষ-মূলে।
জীবন ত্যজে যেজন বহুভাগ্য ফলে।।
শিবের গৃহতে যায় সেই মহামতি।
প্রলয় অবধি তথা করে অবস্থিতি।।
অনশন ব্রত যথা করে যেইজন।
ব্রহ্মহত্যা তার দেহে না রবে কখন।।
বিনায়ক মূর্ত্তি আছে দেবের অগ্রেতে।
তাহাকে দেখিয়া কথা বলিবে মুখেতে।।
বিশ্বেশ্বর নমস্তেহস্তু সর্ব্বসিদ্ধি কর।
দরশন করি যেন ভুবন ঈশ্বর।।
এই বাক্য বলি পরে করিবে গমন।
গোপালিনী পাশে সাধু হয়ে একমন।।
ঈশানদিকেতে তাঁরে করি দরশন।
ভূমিতলে স্নেহ ভরে করিবে বন্দন।।
প্রার্থনা করিবে পরে নিকটে তাঁহার।
গোপালিনী তবপদে করি নমস্কার।।
নিসূদনি কৃত্তিবাস ভুবন ঈশ্বরী।
পুত্র পৌত্র কীর্ত্তি লক্ষ্মী দেহ কৃপা করি।।
এত বলি প্রণমিয়া তাঁহার চরণে।
যাইবে কুমারের কাছে দক্ষিণ বনে।।

ক্রৌঞ্চহন্ত্রে নমস্তুভ্যং পার্ব্বতী নন্দন।
স্বর্গ লোকে দয়া করি করহ অর্পণ।।
প্রার্থনা করি এরূপে কুমার গোচরে।
ঈশানে বৃষের কাছে যাবে ভক্তি ভরে।।
প্রার্থনা করিবে দিয়া বৃষের সদন।
তুমি সর্ব্বতীর্থপ্রদ আনন্দ বর্দ্ধন।।
যজ্ঞোদ্ভব তুমি বৃষ করি নমস্কার।
দান কর শিবপ্রীতি দয়ার আধার।।
এত বলি প্রণমিয়া করিবে গমন।
উপনীত হবে গনচণ্ডের সদন।।
করিবে গিয়া প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
দেব প্রীতি বিবর্দ্ধন নমামি তোমারে।।
তোমার প্রসাদে বীর্য্য ধৃতি-তেজবল।
ওহে প্রভু দেহ পাই যেন এই ফল।।
তাহার যে ফল হয় করহ শ্রবণ।
আশ্চর্য্য হবে শুনিলে ওহে তপোধন।।
দশ লক্ষ লিঙ্গবরে হেরিলে নয়নে।
যেই ফল লাভ হয় শাস্ত্রের বিধানে।।
তার হয় সেই ফল জানিবে নিশ্চয়।
তোমার পাশে বলিনু ওহে মহোদয়।।
তাহা হৈতে নৈর্ঋতেতে লড্ডুক ঈশ্বর।
বিরাজ করিছে লিঙ্গ অতি মনোহর।।
নব লক্ষ লিঙ্গ প্রভু এই লিঙ্গদ্বয়।
ইহা শিবের আজ্ঞা জানিবে নিশ্চয়।।
নবলক্ষ লিঙ্গপূজা কৈলে যেই ফল।
ইহারে পূজিলে নর পায় সে সকল।।
শক্রেশ্বর লিঙ্গ আছে নিকটে তাহার।
সেজন পূজিলে যায় ইন্দ্রের আগার।।
অগ্রভাগে বিরাজিত লিঙ্গ ভোলানাথ।
দশলক্ষ লিঙ্গ প্রভু খ্যাতি প্রাণনাথ।।
তার পাশে বৈদ্যনাথ আছে বিরাজিত।
দশলক্ষ লিঙ্গ প্রভু জানিবে নিশ্চিত।।
ঈশ্বরেরে গো সহস্র করিলে দর্শন।
সহস্র গোদান ফল পায় সেই জন।।

পরদ্বারেশ্বরে যেই ভক্তিভরে হেরে।
পরদারকৃত পাপে সেই জন তরে।।
তথা হতে পূর্ব্বদিকে কুক্কুট ঈশ্বর।
ভক্তিভরে হেরে তাঁরে যেই কোন নর।।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই সাধুজন।
শঙ্কর পদবী পায় সেই মহাত্মন্।।
ঈশান কোণেতে থাকে লিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর।।
দর্শন করে তাহারে যেই কোন নর।।
বৈকুণ্ঠ নগরে যায় সেই সাধুজন।
শাস্ত্রের বিধান এই ওহে তপোধন।।
বলি এত প্রণমিয়া তাহার চরণে।
পরেতে যাইবে কল্পতরু সন্নিধানে।।
তথা গিয়া প্রদক্ষিণ করি তরুবরে।
বদনেতে এই বাক্য বলিবে সাদরে।।
বাঞ্ছা সিদ্ধিপ্রদ তরু করি নমস্কার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরাধ্য তুমি গুণাধার।।
এত বলি নৈর্ঋতেতে করিবে গমন।
সাবিত্রীদেবী যেখানে আছে অনুক্ষণ।।
করিবে প্রার্থনা তারে শুন মহামুনি।
সাবিত্রী স্বরূপ ধরা বেদের জননী।।
ব্রহ্মা প্রজ্ঞ-মেধা মারে কর সমর্পণ।
বলি এত ভক্তিভরে করিবে বন্ধন।।
ভুবন পালকপাশে যাবে তার পরে।
এই বাক্য বলিবেক বদনে বিবরে।।
নমস্তেহস্তু কৃত্তিবাস ভুবন ঈশ্বর।
দেহ মোরে মোক্ষফল করুণা-সাগর।।
প্রভু করিয়াছি অষ্ট মূর্ত্তি দরশন।
ফল যেন সেই হয় ওহে ভগবন্।।
এত বলি নমস্কার করিয়া ভূমিতে।
সাধুকৃত কৃত্য স্থান করিবে অন্তরে।।
অষ্ট মূর্ত্তি এই রূপে হেরে যেই জন।
ফল পায় অন্তিমেতে সেই মহাত্মন্।।
কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশী দিনে।
দর্শন করে যে জন ভক্তিযুত মনে।।
ব্রহ্মহত্যা পাপআদি নাহি তাররয়।
তোমার পাশে বলিনু ওহে মহোদয়।।
স্নান করি বিন্দু নদে যেই মহাত্মন।
অষ্টমূর্ত্তি ভক্তিভরে করে দরশন।।
কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী যদি সেই দিন হয়।
ঘুচে তার জন্ম বন্ধ নহিক সংশয়।।
কৃষ্ণ কিম্বা শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী দিনে।
কৃত্তিবাসে দরশন করিলে যতনে।।
কৃত্তিবাস তুল্য হয় সেই মহাত্মন্।
সন্দেহ নাহিক ইথে শাস্ত্রে বচন।।
তথা হতে উত্তরেতে লিঙ্গ রুদ্রেশ্বর।
ভক্তিভরে দরশন করে যেই নর।।
ইহা ভিন্ন কত লিঙ্গ একাম্র কাননে।
মুক্তেশ্বর চক্রেশ্বর নানাবিধ নামে।।
সেই সব দরশন করে যেইজন।
কেবা তাহাদের পুণ্য করিবে বর্ণন।।
যেই জন চৈত্র মাসে একাম্র-কাননে।
দৃষ্টি রাখে শিব লিঙ্গে অতি যত্ন মনে।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ আদি বিনাশে তাহার।
মুক্তিলাভ হয় তার শাস্ত্রের বিচার।।
একাম্র-মাহাত্ম্য কেবা বর্ণিবারে পারে।
কেহ বহু শতবর্ষে বর্ণিবারে নারে।।
পুরাণের সার হয় শ্রীশিবপুরাণ।
কবি কহে পাঠে পায় অন্তে মোক্ষ ধাম।।

বিষ্ণুর সুদর্শন লাভ, হিরণ্যাক্ষ বধ ও বরাহরূপে ধরণী উদ্ধার

নিবেদন করি তুষ্টি কহে তপোধন।
শ্রীহরি পান কিরূপে চক্র সুদর্শন।।
সেই বাক্য শুনিবারে একান্ত বাসনা।
বলি তাহা দয়া করে পুরাও কামনা।।
কহে শুন বামদেব ওহে মহাত্মন।
পূর্ব্বে ছিল দুই দৈত্য অতীব দুর্দ্দম।।
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম।
হিরণ্যাক্ষ জ্যেষ্ঠ তাহে খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
হিরণ্যাক্ষ দুরজয় হয়ে ক্রমে ক্রমে।
পরাজিত করে যত স্বর্গবাসীগণে।।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সেই করিয়া হরণ।
ইন্দ্রত্বপদে আপনি সেই দুরজন।।
দুইজনে সূর্য্যচন্দ্র ফেলি ধরাতলে।
সূর্য্যচন্দ্র রূপে নিজে রহে শূন্যভরে।।
রাজগণে ধরিত্রীতে করিয়া সংহার।
সেই পদ পুত্রগণে দেয় বলা ধার।।
দেবযজ্ঞ লোপ করে অবনী মণ্ডলে।
যজ্ঞ হবি খায় নিজে আনন্দ অন্তরে।।
পাতালেতে তারপর করিয়া গমন।
যত নাগগণে জয় করে দুরজন।।
ফণাচ্ছেদ বাসুকীর করে খড়্গাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হয়ে বাসুকি পড়িল মাটিতে।।
নিরাধারা হয়ে ধরা যমালয়ে যায়।
দেবগণ নাহি দেখে কিছুই উপায়।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মিলিয়া সকলে।
শেষে উপনীত হন বৈকুণ্ঠ আগারে।।
কহেন বিষ্ণুরে সবে বিনয় বচনে।
জগন্নাথ রক্ষা কর এতিন ভুবনে।।
হিরণ্যাক্ষ হতে ধরা রসাতলে যায়।
ত্বরা করি কর প্রভু ইহার উপায়।।

শুনি তাহা ত্বরা করি দেব নারায়ণ।
হিরণ্যাক্ষ সকাশেতে করেন গমন।।
শ্যাম-মূর্ত্তি চতুর্ভুজ দেখিয়া তাহারে।
জিজ্ঞাসা করে দানব সুগভীর স্বরে।।
কোথা হতে কে বা তুমি কৈলে আগমন।
তোমারে হেরিয়া আমি আনন্দে মগন।।
তাহা শুনে হাস্য করে কহিলেন হরি।
ভাল ভাল বলি শুন ওহে সুর অরি।।
আমারে হেরিয়া হর্ষ জন্মিল তোমার।
আমার অঙ্গেতে লীন হও গুণাধার।।
দৈত্যপতি এত শুনি কহে রোষভরে।
তুমি কি বাক্য বলিলে শুনি হৃদি জ্বলে।।
ত্রিলোক প্রধান আমি খ্যাত সর্ব্বস্থান।
দেহে লীন হব তব এ কোন বিধান।।
আমার দেহে বরঞ্চ লীন হও তুমি।
এই শুনে ক্রোধে জ্বলে দেব চিন্তামণি।।
অমনি দিব্যাস্ত্র প্রভু করেন ধারণ।
যুদ্ধ ঘটে দুই জনে অতি বিভীষণ।।
কত অস্ত্র দুইজনে বরিষণ করে।
তাহা দেখি দেবগণ হৃদয়ে শিহরে।।
বহুবর্ষ এই রূপে চলিল সমর।
নিঃশেষ হইল অস্ত্র ভাবে গদাধর।।
তারপর বহুযুদ্ধ দুইজন করে।
কত বর্ষ গত হয় কেহ নাহি হারে।।
ক্রমেতে কাতর হন বৈকুণ্ঠবিহারী।
মনে ভাবে হায় হায় কি উপায় করি।।
শৈবাস্ত্র বিহনে নাহি জানিতে পারিব।
শৈবাস্ত্র লভিয়া পরে দানবে নাশিব।।
এত ভাবি যুদ্ধ ত্যজি করি পলায়ন।
জলমধ্যে লুক্কায়িত হন নারায়ণ।।
আপন জানুরে লিঙ্গ করি বিবেচন।
নিরন্তর একমনে করেন সাধন।।
প্রত্যহ সহস্র পদ্মে করেন পূজন।
বহুকাল এইরূপে করেন যাপন।।

ভক্তি পরীক্ষা হেতু দেব মহেশ্বর।
হরণ করিয়া লন একটি কমল।।
এক এক করি পদ্ম পূজিছেন হরি।
এক পদ্ম কম দেখে বৈকুণ্ঠবিহারী।।
পূজা অঙ্গহীন হয় করি দরশন।
নেত্রপদ্ম আপনার করে উৎপাটন।।
তাহা দিয়া পূজা করে দেব মহেশ্বরে।
তাহা দেখি শিব তুষ্ট আপন অন্তরে।।
আসি আবির্ভূত হন হরি সন্নিধান।
বর মাগো বলিলেন ওহে মতিমান্।।
হরি কহে অস্ত্র দেহ ওহে দিগম্বর।
বধিতে পরিব যাতে দানব প্রবর।।
তাহা শুনি তুষ্ট হয়ে দেব পঞ্চানন।
সুদর্শন নামে চক্র করেন অর্পণ।।
বলিলেন হরি শুন আমার বচন।
পূর্ব্ববৎ হবে চক্ষু ওহে নারায়ণ।।
এত বলি অন্তর্হিত হলে দিগম্বর।
যুদ্ধ হেতু হরি পুনঃ হন অগ্রসর।।
চক্র হাতে যুদ্ধ হেতু করেন গমন।
দৈত্যবর তাহা দেখি ক্রোধে নিমগন।।
পুনশ্চ বাধিল দোঁহে দারুণ সমর।
বহুক্ষণ যুদ্ধ চলে অতি ঘোরতর।।
তারপর সুদর্শন করিয়া প্রহার।
হিরণ্যাক্ষে গদাধর করেন সংহার।।
বরাহ আকার পরে করিয়া ধারণ।
দংষ্ট্রাগ্রে ধরারে প্রভু করে উত্তোলন।।
বাসুকির ফণোপরি স্থাপন করিয়ে।
আনন্দে গেলেন প্রভু বৈকুণ্ঠ আলয়ে।।
শিবের মাহাত্ম্য কেবা করয়ে বর্ণন।
তাঁহার প্রসাদে চক্র পান নারায়ণ।।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে যাহা ওহে বিজ্ঞবর।
বলিনু সকল তাহা তোমার গোচর।।
ভক্তিভরে যেই ইহা করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।
শিবলোকে যায় সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
শ্রীশিবপুরাণ হয় অতি মনোহর।
পয়ারে রচিল কবি শুন সর্ব্বনর।।
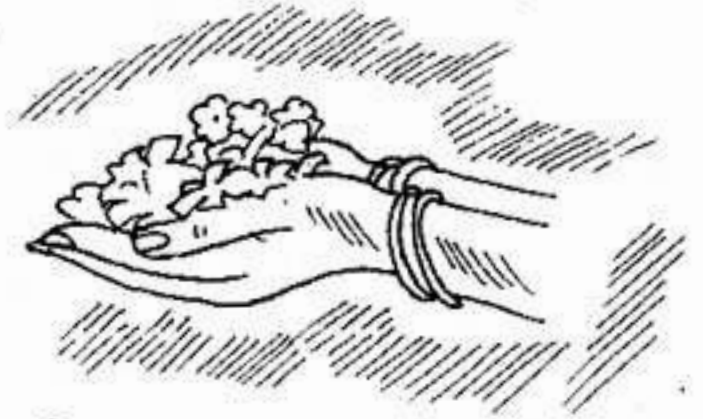
শিবের কালকূট ভক্ষণ

বলে শুন বামদেব ওহে তপোধন।
অপূর্ব্ব শিবের কীর্ত্তি করিব বর্ণন।।
কালকূট পান করি যেরূপ প্রকারে।
রক্ষা করিয়া ছিলেন এই চরাচরে।।
ক্ষীরার্ণব মধ্যমান যেই কালে হয়।
প্রথমে তাহাতে হয় বিষের উদয়।।
তেজেতে তাহার হরি কাঞ্চনবরণ।
দেখিতে দেখিতে করে কালিমা ধারণ।।
তাহা দেখি দেবগণ মিলিয়া সকলে।
আসি উপনীত হন ব্রহ্মার গোচরে।।
মধুর বচনে বলে ওহে প্রজাপতি।
করুণা কটাক্ষ কর সবাকার প্রতি।।
সমুদ্রমন্থনে উঠে বিষ ঘোরতর।
তাহার তেজেতে ধ্বংস হয় চরাচর।।
এই দেখ গৌরবর্ণ দেব নারায়ণ।
বিষতেজে হয়েছেন কালিমা বরণ।।
এত শুনি প্রজাপতি করি যোড়কর।
শম্ভুর করেন স্তব কোথা দিগম্বর।।
তুমি যোগীর ঈশ্বর সার হতে সার।
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার।।
স্তব কত এইরূপে করে প্রজাপতি।
আসি আবির্ভূত হন দেব পশুপতি।।

বলিলেন কিবা বাঞ্ছা দেব পদ্মাসন।
এত শুনি বলে ব্রহ্মা মধুর বচন।।
শরণ লই তোমার আমরা সকলে।
কৃপা করি রক্ষা কর তব এ ভূতলে।।
সমুদ্রমন্থনে উঠে বিষ ঘোরতর।
তাহার তেজেতে নাশ হয় চরাচর।।
তাহার তেজেতে হরি কাঞ্চন বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ হয়েছেন কর দরশন।।
ব্যস্ত হয়ে এত শুনি দেব পশুপতি।
বিষপান হেতু যান অতি দ্রুতগতি।।
সাগরের তীরে ত্বরা করিয়া গমন।
অবিলম্বে বিষ পান করে পঞ্চানন।।
যেমন কণ্ঠেতে বিষ আগমন করে।
নীলিমাবর্ণ অপূর্ব্ব সেই ক্ষণে ধরে।।
দেখি তাহা মিষ্টভাষে কহে দেবগণ।
শোভিছে অপূর্ব্ব কণ্ঠ ওহে পঞ্চানন।।
এত শুনি মহেশ্বর হরিষ অন্তরে।
কণ্ঠদেশে সেই বিষ ধরেন সাদরে।।
তাহা দেখি তুষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
পুনশ্চ করিতে থাকে সাগরমন্থন।।
চন্দ্রলক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা কল্পবৃক্ষ আর।
ধন্বন্তরি আদি উঠে জানিবেক সার।।
তাহা দেখি চন্দ্র লয়ে যত দেবগণ।
শিবের করেতে হর্ষে করে সমর্পণ।।
দেখিতে দেখিতে শিব তুলিলেন শিরে।
দেবগণ তাহা দেখি কহে মধুস্বরে।।
শোভা পায় শিরঃপার্শ্বে কিবা শশধর।
এত শুনি হাস্য করি দেব-দিবাকর।।
ললাট উপরে তারে করেন স্থাপন।
দেবগণ তাহা দেখি কহেন তখন।।
এক কলা তব শিরে ধর মহেশ্বর।
কৃপায় অপরার্দ্ধ দেহ দিগম্বর।।
এত শুনি অর্দ্ধচন্দ্র ধরিলেন শিরে।
অর্দ্ধেক দিলেন হর্ষে দেবতাগণেরে।।

কল্পবৃক্ষ উঠেছিল সাগর মন্থনে।
ব্রহ্মা তাহা স্থাপিলেন আপনার ধামে।।
লক্ষ্মীরে গ্রহণ কৈল দেব নারায়ণ।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বনিল দেবের রাজন্।।
ধন্বন্তরি স্বর্গধাম করিল গমন।
আনন্দে মগন হয় যত দেবগণ।।
বলি আরো এক কথা শুন তপোধন।
নীলকণ্ঠ নাম শিব করিল ধারণ।।
ধরাতলে নীলকণ্ঠ মূরতি স্থাপিতে।
বাসনা করিল শিব আপন মনেতে।।
ভারত মাঝারে দেশ নেপাল আখ্যান।
নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি প্রভু স্থাপে সেই স্থান।।
নীলকণ্ঠে যেইজন করে দরশন।
ভক্তিভরে করদ্বারা করে পরশন।।
তাহার দেহে পাতক কভু নাহি রয়।
অন্তকালে যায় সেই কৈলাস আলয়।।
শিবের মাহাত্ম্য বল কি বলিব আর।
শ্রীশিবপুরাণ হয় সার হতে সার।।

শিব পূজার ফলে মার্কণ্ডেয়ের অমর বর লাভ

কহে শুন বামদেব ওহে তপোধন।
যেরূপে মার্কণ্ড করে শিবের পূজন।।
সপ্তকল্প পরমায়ু যেইরূপে পায়।
সেই কথা শুন শুন কহিব তোমায়।।
মৃকণ্ডু নামেতে ঋষি ছিল পূর্ব্বকালে।
সত্যধর্ম্মপরায়ণ বিদিত ভূতলে।।
শান্ত দান্ত জিত ক্রোধ সেই মহামতি।
হৃদি মাঝে হরিভক্তি করেন সুমতি।।

সেই ঋষি পুত্রহীন বিদিত জগতে।
পুত্র হেতু তপ করে ঐকান্তিক চিতে।।
একুশ হাজার বছর এইরূপে যায়।
তপেতে সন্তুষ্ট ব্রহ্মা হলেন তাহায়।।
আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মা ঋষির গোচর।
মিষ্ট ভাষে বলিলেন ওহে ঋষিবর।
দারুণ তপস্যা তব করি দরশন।
পরিতুষ্ট হইয়াছি ওহে তপোধন।।
বর মাগো শীঘ্র করি বাঞ্ছা যাহা হয়।
বরদান হেতু আমি এসেছি হেথায়।।
এতেক বচন শুনি মৃকন্ডু সুমতি।
কহিলেন নিবেদন ওহে প্রজাপতি।।
প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী জানহ সকল।
তবে জিজ্ঞাসিয়া আর কেন কর ছল।।
যে বাঞ্ছা হয়েছে প্রভু আমার অন্তরে।
পরিপূর্ণ কর তাহা কৃপাদৃষ্টি করে।।
প্রজাপতি এত শুনি কহেন তখন।
জানি জানি বাঞ্ছা তব ওহে তপোধন।।
পুত্রার্থী হইয়া তপ করিছ সাধন।
অতএব যাহা বলি করহ শ্রবণ।।
বহুসংখ্যা পুত্র যদি করহ কামনা।
দুর্ব্বিনীত হবে তারা কর বিবেচনা।।
মহাতেজা হবে তারা অবনীমণ্ডলে।
স্বধা স্বাহা শূন্য হবে জানিবে অন্তরে।।
দীর্ঘজীবী হবে বটে তাহারা সকল।
পাপেতে হইবে রত কিন্তু মুনিবর।।
এহেন যদ্যপি পুত্রে করহ বাসনা।
অচিরে পুরাতে পারি তোমার কামনা।।
এক কথা বলি আর করহ শ্রবণ।
একমাত্র পুত্র যদি করহ যাজন।।
শান্তি দাহ মহাতপা হবে সে সুমতি।
বিনয় দেখাবে সেই সকলের প্রতি।।
বয়ঃক্রম সপ্তবর্ষ করিবে ধারণ।।
কৃশদেহ হবে সাধু ধর্ম্ম পরায়ণ।।

অতএব বাঞ্ছা কিবা বলহ আমারে।
যা চাহিবে দিব তাহা জানিবে অন্তরে।।
এতেক বচন শুনি মৃকণ্ডু সুমতি।।
শুন শুন বলিলেন ওগো প্রজাপতি।।
অধার্ম্মিক বহু পুত্র লভিলে জনম।
তাহার বংশের হয় নিধন কারণ।।
তাহাদের পিতা হয় নিন্দিত ভূতলে।
সেই পিতা ধিক্ ধিক্ এভব সংসারে।।
তাহাপেক্ষা পুত্রহীন হয় শ্রেয়স্কর।
তাদৃশ পুত্রেতে বাঞ্ছা নাহি পদ্মাকর।।
অনেক পুত্র সেরূপ করিলে জনম।
মমবংশ হবে ধ্বংস ওহে পদ্মাসন।।
অতএব ধর্ম্মশীল এক পুত্র বরে।
কৃপা করি দান কর নিবেদি তোমারে।।
সেরূপ সুশীল পুত্র যদি পাই আমি।
নির্ম্মল হইবে বংশ ওহে পদ্মযোনি।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন তখন।।
শুন শুন বলিলেন ওহে মুনিবর।
লভিলে অপূর্ব্ব পুত্র ধর্ম্মে তৎপর।।
সপ্তবর্ষ পরমায়ু হবে কিন্তু তার।
নিগূঢ় কথা বলিনু নিকটে তোমার।।
এতেক বচন শুনি দেব পদ্মাসন।
দেবগণ সহ যান ব্রহ্মা নিকেতন।।
জ্ঞান করি কৃতকৃত্য মৃকণ্ডু তখন।
আপন আশ্রমে ত্বরা করে আগমন।।
এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে।
জন্মিল তনয় তাঁর দিক আলো করে।।
তমাল শ্যামল স্নিগ্ধ দিব্য কলেবর।
হেরিলে জুড়ায় চক্ষু জুড়ায় অন্তর।।
ঋষিবর তাহা দেখি আনন্দে মগন।
নানামতে মহোৎসব করেন তখন।।
বাড়ে শিশু দিনে দিনে যেন শশধর।
হর্ষশোকে অভিভূত হন ঋষিবর।।

পুত্রের বদন হেরি আনন্দ জনমে।
অল্পায়ু ভাবিয়া শোকে দেহ নিজ মনে।।
তারপর বহুচিন্তা করি তপোধন।
তপেতে পুনশ্চ মন করে নিয়োজন।।
মুনি উপনীত হয়ে গোদাবরী তীরে।
সিদ্ধি হয় মনোরথ উগ্র তপ করে।।
ভূমিতলে অগ্নিদেবে করিয়া স্থাপন।
উর্দ্ধপদে বৃক্ষশাখা করি আলম্বন।।
ঘোরতর তপ করে সেই মহামতি।
সবাকার হেরি তপ হৃদে হয় ভীতি।।
ভীত হয়ে দেখি যত আছে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিতে আসে ঋষির সদন।।
ঋষিরে সম্বোধি কহে দেব প্রজাপতি।
শুনহ মৃকণ্ডু ঋষে আমার ভারতী।।
দারুণ তোমার তপ করি দরশন।
বিস্মিত হয়েছে ঋষে এতিন ভুবন।।
ঋষি বর শুনি এত কহেন তখন।
যেই পুত্র কৃপা করি করেছে অর্পণ।।
তাহে চিরজীবী কর ওহে মহোদয়।
ভিন্ন ইহা অন্য কিছু বাঞ্ছনীয় নয়।।
পিতামহ এত শুনি কুপিত অন্তরে।
কহিলেন শুন ঋষি বলি হে তোমারে।।
আমি এই বর দিতে কভু না পারিব।
আমার বচন মিথ্যা কভু না করিব।।
আসি আবির্ভূত হন গরুড় উপরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চারি করে।।
শ্রীবৎসলক্ষণ কিবা আহা মরি মরি।
বরমালা দোলে গেলে বিপিন বিহারী।।
মনোহর কিবা আহা শ্যামল বরণ।
পদ্মপত্র সম শোভে আয়ত লোচন।।
তাহারে হেরিয়া ঋষি আনন্দে বিহ্বল।
অবনত শিরে বন্দে উপর ভূতল।।
তাহা দেখি চিন্তামণি সুমধুর স্বরে।
কহিলেন উঠ ঋষে উঠ শীঘ্র করে।।
তোমার দারুণ তপ করি দরশন।
পরম সন্তুষ্ট আমি হয়েছি এখন।।
তুমি কিবা বাঞ্ছা কর বলহ আমারে।
তপ কর কেন হেন কানন মাঝারে।।
এত শুনি ঋষিবর কহেন তখন।
প্রভু তুমি অন্তর্য্যামী ওহে ভগবন্।।
দীর্ঘজীবী মম পুত্রে কর দয়া করি।
আমি এই ভিক্ষা করি বৈকুণ্ঠ বিহারী।।
এতেক বচন শুনি দেব নারায়ণ।
কহিলেন শুন বলি ওহে তপোধন।।
মাগিছ যে বর তুমি আমার গোচর।
পারিব না দিতে তাহা ওহে ঋষিবর।।
যেরূপ নিয়ম বিধি করেছে স্থাপন।
তাহার অন্যথা নাহি হবে কদাচন।।
এত বলি তিরোহিত হন নারায়ণ।
বিষণ্ণ অন্তরে ঋষি মৌনভাবে রন।।
তারপর নিজ গৃহে গিয়া ঋষিবর।
সকল বৃত্তান্ত কহে ভার্য্যার গোচর।।
দুঃখিত হইয়া পরে আপন আগারে।
উপবাস করি রহে বিষণ্ণ অন্তরে।।
এতেক পিতার ভাব করি দরশন।
মার্কণ্ডেয় মনে মনে বিষাদিত হন।।
পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম সে শিশুর হয়।
মাতারে সম্বোধি পুত্র সবিনয়ে কয়।।
কেন মাতঃ পিতা এত দুঃখিত অন্তর।
কেন আছে অনশনে গৃহের ভিতর।।
জানিতে বাসনা ইহা করগো অন্তরে।
কহ মাতঃ কৃপা করি নিবেদি তোমারে।।
এতেক পুত্রের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
করুণ বাক্যেতে মাতা বলেন তখন।।
যাবত বৃত্তান্ত কহে পুত্রের গোচর।
সে কথা শুনিয়া পুত্র করিল উত্তর।।
শুন মাতঃ নিবেদন করিগো তোমারে।
ইহার কারণে দুঃখ কেন গো অন্তরে।।

পদতলে পুতিলেন দোঁহে হরপ্রিয়ে।
প্রাণ ত্যজিলেন দোঁহে সে পাতালপুরে ॥

মৃত্যুরে করিতে নাশ আমি গো জননী।
তপস্যা করিতে যাব শুনি মম বাণী।।
ইহাতে অবশ্য হবে পিতার মঙ্গল।
মঙ্গল লভিব আমি জানিবে সকল।।
কর্ম্ম বিনা কোন জন সিদ্ধ হতে পারে।
জগত্রয় কর্ম্মবশ জানিবে অন্তরে।।
কর্ম্মবশে স্বর্গে আর নরকে গমন।
অবশ্য করিবে কর্ম্ম যত নরগণ।।
জননীরে এত বলি মার্কণ্ড সুমতি।
অরণ্য মধ্যেতে শীঘ্র করিলেন গতি।।
তথা উপনীত শিশু পুলহ সদন।
তথা গিয়া মুনিবরে করেন দর্শন।।
পুলহ চরণে শীঘ্র করিয়া প্রণাম।
সেই স্থানে করযোড়ে করে অবস্থান।।
ঋষির সকাশে হেরি মধুর বচনে।
জিজ্ঞাসা করেন তারে মিষ্ট সম্ভাষণে।।
এই স্থানে কোথা হতে কৈলে আগমন।
কিবা তব নাম বল ওহে বাছাধন।।
কাহার তনয় তুমি বলহ সুমতি।
কাহার নিকটে এবে করিতেছ গতি।।
এতেক বচন শুনি মার্কণ্ডেয় কয়।
তব পাশে আসিয়াছি ওগো মহোদয়।।
চিরজীবি হতে পারি কিরূপ প্রকারে।
তাহার উপায় প্রভু কহত আমারে।।
পুলক এতেক শুনি কহেন তখন।
শিবপূজা কর গিয়া হয়ে একমন।।
চিরজীবি হতে তবে অবশ্য পারিবে।
যত মনের বাসনা সফল হইবে।।
জগদগুরু মহেশ্বর বিদিত ভুবন।
আরাধনা কর তাঁর হয়ে একমন।।
চিরজীবি হতে তবে অবশ্য পারিবে।
যত বাসনা মনের সফল হইবে।।
জগদগুরু মহেশ্বর বিদিত ভুবন।
আরাধনা তাঁরে কর হয়ে একমন।।

প্রসন্ন যদ্যপি হন দেব ভূতপতি।
মনোরথ সিদ্ধ তবে হবে হে সুমতি।।
কুণ্ডুনামে মুনি আছে শিবপরায়ণ।
দক্ষিণ সাগরতীরে আছে সেই জন।।
তুমি যাহ তাঁহার নিকট শীঘ্র গতি।
তার পাশে উপদেশ লহ মহামতি।।
লিঙ্গপূজা তারপর করহ যতনে।
তাহলে সক্ষম হবে মৃত্যু বিনাশনে।।
এই বাক্য পুলহের করিয়া শ্রবণ।
মার্কণ্ডেয় অবিলম্বে করিল গমন।।
কণ্ডুপার্শ্বে উপনীত দক্ষিণ সাগরে।
বন্দনা করিল গিয়া মুনিপদতলে।।
শিশুর হেরিয়া বস্তু জিজ্ঞাসে তখন।
মম পাশে কি কারণে তব আগমন।।
শিশু কহে শুন শুন ওগো মহোদয়।
সপ্তবর্ষ আয়ু মম জানিবে নিশ্চয়।।
দীর্ঘজীবি হতে বাঞ্ছা করেছি অন্তরে।
পূজিব সেহেতু লিঙ্গ অতি যত্ন করে।।
উপদেশ দেহ প্রভু করি কৃপাদান।
এই জন্য উপনীত তব বিদ্যমান।।
পুলহ আদেশে আসি তোমার গোচরে।
অধীনেরে রক্ষাকর কৃপাদৃষ্টি করে।।
এতেক শিশুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কণ্ডু ঋষি মনে মনে অতি প্রীত হন।।
মন্ত্রলাভ করি শিশু আনন্দে মগন।
যথাবিধি লিঙ্গ এবে করিয়া গঠন।।
তাহার পূজা বিধানে করিবে যতনে।
মন্ত্রজপে বসিলেক ঐকান্তিক মনে।।
দুই বর্ষ এইরূপে সমাতীত হয়।
উপনীত হয় তার নির্দ্দিষ্ট সময়।।
সপ্তবর্ষ পরমায়ু বিধির বিধান।
মৃত্যুরে ডাকিয়া কহে শমন ধীমান।।
ওহে মৃত্যু মম বাক্য করহ শ্রবণ।
মৃকণ্ডু তনয় পাশে করহ গমন।।

হইয়াছে কালপূর্ণ বিধির নিয়মে।
আন তারে ত্বরা করি আমার সদনে।।
যমের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
অবিলম্বে যায় মৃত্যু মার্কণ্ড সদন।।
অসি করে যান মৃত্যু লোহিত লোচনে।
ত্বরা করি মার্কণ্ডের জীবন নিধনে।।
দূর হতে দেখে মৃত্যু মার্কণ্ড-সদন।
শূল করে বসি আছে দেব পঞ্চানন।।
তাঁহার তেজেতে মৃত্যু হয়ে হতজ্ঞান।
ভূতলে পড়িয়া তথা করে অবস্থান।।
ক্ষণ পরে সংজ্ঞা পেয়ে অসি ধরি করে।
পুনশ্চ মারিতে যায় সেই শিশুবরে।।
শিশুর পাশে যেমন করে আগমন।
অমনি ত্রিশূল লয়ে উঠে পঞ্চানন।।
ক্রোধভরে মুষ্ঠাঘাত করিয়া তাহারে।
শিরচ্ছেদ করি তার ফেলিল ভূতলে।।
মৃত্যুর নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে যমরাজ অতি ভীত হন।।
উপনীত হন গিয়া ব্রহ্মার আলয়ে।
নমস্কার করি কহে বিনয় করিয়ে।।
রক্ষ রক্ষ ওহে বিধি রক্ষহ আমারে।
মৃত্যুরে বধেছে শিব জানিবে অন্তরে।।
সপ্তবর্ষ পরমায়ু মার্কণ্ডেয় হয়।
এই বিধি করেছেন ওহে মহোদয়।।
এতেক বাক্য যমের করিয়া শ্রবণ।
ক্ষণকাল প্রজাপতি করেন চিন্তন।।
তারপর নিজ সনে লয়ে দেবগণে।
আসি উপনীত হন শিবের সদনে।।
দেখেন মার্কণ্ড পাশে দেব মহেশ্বর।
বন্দিলেন তাহা দেখি হয়ে ভক্তিপর।।
কহিলে প্রণাম লহ ওহে পঞ্চানন।
সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা তুমি ওহে ভগবন।।
তপস্যা করে পূর্ব্বেতে মৃকণ্ডু-সুমতি।
পুত্রবাঞ্ছা করে সেই শুন পশুপতি।।

সপ্তবর্ষায়ুষ পুত্র করিল যাচন।
আমি সেই রূপ বর করেছি অর্পণ।।
এতেক ব্রহ্মার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রজাপতি ক্ষণকাল করেন চিন্তন।।
তারপর নিজ সনে লয়ে দেবগণে।
আসি উপনীত হন শিবের সদনে।।
দেখেন মার্কণ্ড পাশে দেব মহেশ্বর।
বন্দিলেন তাহা দেখি হয়ে ভক্তিপর।।
ব্রহ্মার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রাগভরে রক্তনেত্র হন পঞ্চানন।।
মার্কণ্ডেরে সমাশ্বাস করিয়া প্রদান।
সম্বোধি কহে ব্রহ্মারে শিবমতিমান।।
মমবাক্য শুন শুন ওহে পদ্মাসন।
আমার পরম ভক্ত মৃকণ্ডুনন্দন।।
তার প্রভু নহে কভু দেব নারায়ণ।
তার প্রতি অধিকারী নহেত শমন।।
মার্কণ্ডেয় মমভক্ত জানিবে অন্তরে।
যাহ যাহ নিজ স্থানে যাহ সবে ফিরে।।
এতেক বাক্য শিবের করিয়া শ্রবণ।
অধোমুখে লজ্জাবশে রহে পদ্মাসন।।
প্রণাম করি অষ্টাঙ্গে ধরণী উপরে।
স্তব করে নানা বাক্যে দেব মহেশ্বরে।।
কহিলেন ওহে শিব করি নমস্কার।
তুমি যোগের ঈশ্বর বিদিত সংসার।।
তোমার মহিমা প্রভু কে জানিতে পারে।
প্রণাম করি যে তব চরণযুগলে।।
তোমার প্রসাদে এই মৃকণ্ডু নন্দন।
দীর্ঘজীবি হয়ে রবে ওহে ভগবন্।।
সপ্তকল্প মার্কণ্ডেয় রহিবে জীবিত।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচিৎ।।
নিবেদন করি এবে ওহে ভগবন।
তোমার কোপেতে মৃত্যু হয়েছে নিধন।।
তোমার এহেতু হল মৃত্যুঞ্জয় নাম।
মৃত্যু প্রতি এবে প্রভু কর কৃপাদান।।

কীর্ত্তি তব ধরাতলে হইবে স্থাপন।
বলিব কিবা অধিক ওহে ভগবন।।
এতেক বাক্য ব্রহ্মার শুনি দিগম্বর।
সহাস্য বদনে পরে করেন উত্তর।।
শুন শুন পদ্মাসন আমার বচন।
কমণ্ডলু জল তুমি করহ গ্রহণ।।
মৃত্যুর শরীরে তাহা করহ প্রদান।
অবশ্য জীবিত হবে মৃত্যু মতিমান।।
বলি এত তিরোহিত হন পশুপতি।
কমণ্ডলু জল হেথা লয়ে প্রজাপতি।।
মৃত্যু মৃতোদেহোপরি করেন প্রদান।
জীবিত হইয়া মৃত্যু ওঠে সেই স্থান।।
তারপর শিবলিঙ্গ করিয়া গঠন।
একান্ত অন্তরে যম করয়ে পূজন।।
গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ আদি উপচারে।
শিবের অর্চ্চনা করে একান্ত অন্তরে।।
যমরাজ পূজা করে হয়ে একমন।
নিজগৃহে তারপর করেন গমন।।
সত্যলোক পদ্মাসন করেন পয়াণ।
দেবগণ সবে যায় নিজ নিজ স্থান।।
শিবলিঙ্গ সিন্ধুতীরে স্থাপিল শমন।
অদ্যাপি জগতে তাহা হতেছে দর্শন।।
লবণ সাগরে স্নান করি যেই জন।
পিতৃগণে যথা বিধি করিয়া তর্পণ।।
শিবলিঙ্গ যমেশ্বর দরশন করে।
ভববন্ধ ঘুচে তার জানিবে অন্তরে।।
শমনের ভয় তার না রহে কখন।
তোমার পাশে বলিনু ওহে তপোধন।।
সে সব বৃত্তান্ত ঋষে কহিনু তোমারে।
অতীব পবিত্র কথা জানিবে অন্তরে।।
যেই ব্যক্তি ভক্তি ভরে করয়ে শ্রবণ।
মৃত্যুঞ্জয় হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
মৃত্যুঞ্জয় দিগম্বর বিদিত ভুবন।
তাঁহার মাহাত্ম্য বল জানে কোনজন।।
একমাত্র মৃত্যু জানে ওহে মহামতি।
আর জানে দক্ষ রাজা যিনি প্রজাপতি।।
আর জানে কামদেব পুষ্প শরাসন।
বলিব কিবা অধিক ওহে তপোধন।।
পবিত্র আখ্যান এই শুনিলে শ্রবণে।
দৈবাৎ যদ্যপি পড়ে ঐকান্তিক মনে।।
ইহলোকে সুখ ভোগ করে যেই জন।
ধনধান্য পুত্র পৌত্র সুখী সর্ব্বক্ষণ।।
অকালে মরণ তার কভু নাহি হয়।
প্রাণান্তে কৈলাস পুরে যাইবে নিশ্চয়।।
ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষ রবে সেই স্থানে।
শিবের পার্ষদ রূপে আনন্দিত মনে।।
শ্রীশিবপুরাণ কথা অতি মনোহর।
পবিত্র হয় শুনিলে মন কলেবর।।

শিব চতুর্দ্দশী ব্রতবিধি

অতি তত্ত্বপূর্ণ কথা শ্রীশিবপুরাণ।
শুনিলে আনন্দ লাভ বাড়ে মহাজ্ঞান।।
বামদেবে সম্বোধিয়া তুষ্টি ঋষিবর।
শুন শুন বলিলেন ওহে দ্বিজবর।।
বিষপান যেই রূপে করে পঞ্চানন।
সেই কথা শুনিলাম ওহে মহাত্মন।।
এখন জিজ্ঞাসি পুনঃ ভক্তি সহকারে।
কেন ওতে হন শিব সন্তুষ্ট অন্তরে।।
সেই কথা কৃপা করি করহ বর্ণন।
শুনিবারে কৌতূহলী হইতেছে মন।।
এতেক বচন শুনি বামদেব কয়।
শিবব্রত বলিতেছি শুন মহোদয়।।

হরগৌরী দুইজনে হিমগিরি পরে।
কথাবার্ত্তা যেইরূপ দুইজনে করে।।
সেই কথা বলিতেছি করহ শ্রবণ।
অতীব পবিত্র কথা ওহে তপোধন।।
একদিন দেবদেব শশাঙ্ক শেখর।
আছেন বসিয়া সুখে গিরি শৃঙ্গোপর।।
প্রণাম করিয়া তাঁরে পার্ব্বতী সুন্দরী।
জিজ্ঞাসা করেন প্রভু ওহে ত্রিপুরারি।।
কোন ব্রতে তুষ্ট হও তুমি পঞ্চানন।
কিরূপ বিধান তার করহ বর্ণন।।
এত শুনি মহেশ্বর সুমধুর স্বরে।
কহিলেন শুন প্রিয়ে কহিব তোমারে।।
ফাল্গুনেতে কৃষ্ণ পক্ষে তিথি চতুর্দ্দশী।
অতীব পবিত্র দিন জপিবে রূপসী।।
সেই তিথি সর্ব্বপাপ বিনাশিত করে।
মম প্রীতিপ্রদা তিথি জানিবে অন্তরে।।
শিবরাত্রি নাম তার বিদিত ভুবন।
শিবরাত্রি মুক্তিদাত্রী জানে সর্ব্বজন।।
মম পূজা সেই দিন করিলে সাধন।
আমার সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন্।।
সেই দিন উপবাস করিবে যতনে।
যামিনী যাপন করিবেক জাগরণে।।
পঞ্চামৃতে মোরে সাধু করিয়া স্থাপন।
যামে যামে মম পূজা করিবে সাধন।।
প্রহরে প্রহরে অর্ঘ্য করিবে প্রদান।
যেমত যেমত আছে শাস্ত্রের বিধান।।
যেই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে প্রথম প্রহরে।
সেই কথা বলিতেছি শুনহ সাদরে।।
নমঃ শিবায় শান্তায় করি উচ্চারণ।
ভক্তি মুক্তি প্রদায় করিবে পঠন।।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘং বলিয়া বদনে।
ভক্ত্যা তুভ্যমিমং প্রভো বলিবে যতনে।।
এই মন্ত্রে অর্ঘ্য অগ্রে করিয়া প্রদান।
যথাবিধি মন্ত্র পড়ি করিবে প্রণাম।।

এইরূপে অন্য অন্য কয়েক প্রহরে।
করিবেক অন্নদান মন্ত্রপাঠ করে।।
হোমকার্য্য তারপর করিবে সাধন।
পূর্ণাহুতি দিবে পরে যেমত নিয়ম।।
প্রার্থনা করিবে পরে মন্ত্রপাঠ করে।
সকল কার্য্য সাধিবে এরূপ প্রকারে।।
রাত্রিকাল এইরূপে করিয়া যাপন।
বিপ্রে দান প্রাতঃকালে করিবে অর্পণ।।
শম্ভুর উদ্দেশ্যে দান করিবে বিপ্রেরে।
মহেশ হউন তুষ্ট ভাবিবে অন্তরে।।
তারপর শিবভক্ত বন্ধুগণ লয়ে।
হবিষ্য করিবে ব্রতী সংযত হইয়ে।।
ভক্তি আমার উপরে করে যেইজন।
ব্রতকার্য্য এইরূপে করে সমাপন।।
ক্ষয় হয় সর্ব্বপাপ জানিবে তাহার।
যেই যায় অন্তকালে আমার আগার।।
উপবাসী করিবেক চতুর্দ্দশী দিনে।
পরাণ করিবে চতুর্দ্দশী বিদ্যমানে।।
এই ব্রতে মম যেই করয়ে সাধন।
আমার সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন্।।
বলিব কিবা অধিক ওহে মহেশ্বরী।
অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ভক্তের উপরি।।
করিনু সব প্রকাশ তোমার গোচরে।
মহাফলপ্রদ ব্রত খ্যাত চরাচরে।।
বামদেব বলি এত তুপ্তি ঋষিবরে।
সম্বোধি পুনশ্চঃ কহে সুমধুর স্বরে।।
মহেশ্বরী পাশে যথা কহে পঞ্চানন।
তোমার পাশে সেরূপ করিনু কীর্ত্তন।।
শিবরাত্রি ব্রত পুণ্য পাতক নাশন।
এই ব্রত আচরণ করে যেইজন।।
শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহামতি।
এই বাক্য সত্য সত্য শিবের ভারতী।।
তিথির বিধান এবে করহ শ্রবণ।
যেরূপে পরাণ আদি করিবে সাধন।।

অন্যান্য তিথিতে আছে এই রূপ রীতি।
তিথ্যন্তে পারণ হয় আছে হেন বিধি।।
সেরূপ ইহাতে কিন্তু নহেক নিয়ম।
চতুর্দ্দশী বিদ্যমানে করিবে পারণ।।
যথাবিধি পূজা করি দেব মহেশ্বরে।
শিবরাত্রি উপবাস সেইজন করে।।
তারে মাতৃস্তন পান করিতে না হয়।
শিবের আদেশ এই ওহে মহোদয়।।
যেই ব্যক্তি শিবরাত্রি করে আচরণ।
কামনা তাহার হয় সকলি পূরণ।।
অন্তকালে দেহত্যাগ করি সেইজন।
কৈলাসেতে শিবসহ রহে অনুক্ষণ।।
বলি আরো এক কথা শুন মহামতি।
ব্রত আচরণে যার নাহিক শকতি।।
সে জন যদ্যপি করে নিশা জাগরণ।
রুদ্রসম হয় সেই শাস্ত্রের বচন।।
নিষাদ আছিল এক অতি পূর্ব্বকালে।
উপাখ্যান বলি তার শুনহ সকলে।।
অজ্ঞানেতে শিবরাত্রি করি জাগরণ।
সেই পায় মহাফল ওহে তপোধন।।
তুণ্ডিঋষি এত শুনি কহে পুনরায়।
কেবা সে নিষাদ বল নিবেদি তোমায়।।
কোথায় আছিল সেই ব্যাধ মহামতি।
করিল ব্রত কিরূপে বলহ সুমতি।।
অজ্ঞানেতে ব্রত শ্রেষ্ঠ করি আচরণ।
নিষ্পাপী হয় কিরূপে কহ মহাত্মন্।।
বামদেব কহে শুন ওহে মহামতি।
বর্ণন করিব সেই অপূর্ব্ব ভারতী।।
তুমি প্রশ্ন অনুত্তম করিয়াছ মোরে।
শুন শুন সেই সব বলিব তোমারে।।
এক ব্যাধ মধ্যদেশে করিত বসতি।
কৃষ্ণ বর্ণ গোল চক্ষু বিকৃতি আকৃতি।।
কুটিল হৃদয় সেই অতি দুরজন।
প্রাণীগণে বিনাশিয়া করিত ভ্রমণ।।

ধর্ম্মহীন পাপমতি, অতি দুরাচার।
কাননে কাননে সেই করিত বিহার।।
একদিন জাল আদি করিয়া গ্রহণ।
কালঞ্জয় গিরিবরে করিল গমন।।
সেই স্থানে কত পক্ষী করিল সংহার।
সারস কোকিল আদি সংখ্যা নাহি তার।।
পক্ষীগণে পিঞ্জরেতে বান্ধি তার পরে।
গমনে উদ্যত হয় আপন আগারে।।
হেনকালে ক্ষুধা আসি করিল কাতর।
কাতর হৈল শীতে সেই ব্যাধবর।।
ধীরে ধীরে যায় যায় মুমূর্ষু সমান।
পদ আর নাহি চলে অতি শ্রিয়মান।।
দেখিতে দেখিতে রাত্রি আগতা হইল।
অন্ধকার ঘোরতর গগন ঢাকিল।।
নানাবিধ বন্যজন্তু ঘোরতর স্বরে।
ডাকিতে আরম্ভ করে বনের ভিতরে।।
তাহা দেখি ব্যাধ হয় ভয়েতে কাতর।
প্রাণভয়ে আরোহিল বিল্ব বৃক্ষোপর।।
উন্নত বৃক্ষ অতীব ঠেকিছে গগন।
ব্যাধবর সেই বৃক্ষে করে আরোহণ।।
ব্যাঘ্র এক হেন কালে আসিল তথায়।
ভক্ষণ করিবে ইচ্ছা অন্তরে তাহায়।।
ব্যাঘ্র আসি বৃক্ষমূলে করে অবস্থিতি।
তাহা দেখি ভয়ে ভীত নিষাদের পতি।।
বিল্বডাল বিল্বপত্র করিয়া ছেদন।
ব্যাধবর ধরাতলে ফেলিল তখন।।
ব্যাঘ্র এক হেনকালে আসিল তথায়।
ভক্ষণ করিবে ইচ্ছা অন্তরে তাহায়।।
ব্যাঘ্র ভাবিল ইহাতে যাইবে পলায়ে।
বিপদে হইবে মুক্ত গাছেতে থাকিয়ে।।
এত ভাবি বৃক্ষপত্র করিয়া ছেদন।
ঘন ঘন বৃক্ষমূলে করে নিক্ষেপণ।।
ঘটনা শুন দেবের ওহে মহামতি।
শিবলিঙ্গ বৃক্ষমূলে করে অবস্থিতি।।

বিশেষতঃ সেই দিন শিবরাত্রি হয়।
দেবের ঘটনা বল কে কোথা খণ্ডায়।।
যেই পত্র ফেলে ভূমে নিষাদ প্রবর।
সে সব পড়িল সেই লিঙ্গের উপর।।
ভয়েতে নিষাদ করে নিশা জাগরণ।
তার পাপ সেই হেতু হৈল বিনাশন।।
শিবপূজা বিল্বপত্রে সমাধা হইল।
দৈবগত্যা উপবাস করিয়া আছিল।।
এইরূপে নিশাকাল করিয়া যাবন।
গমনে উদ্যত ব্যাধ হইল তখন।।
বিল্বতরু বর হতে নামি ধীরে ধীরে।
পক্ষিভার লয়ে ব্যাধ চলিল আগারে।।
বৃক্ষমূলে যেই ব্যাঘ্র নিশা কালে ছিল।
নিষাদেরে পথিমধ্যে সংহার করিল।।
যমদূতগণ আসে নিকটে তাহার।
পাশ মুদ্গরাদি হাতে বিকট আকার।।
ভীষণ রবেতে ব্যাধে কহিল তখন।
দুরাচার শুন শুন ওরে নরাধম।।
লইয়া যাব তোমারে শমন গোচরে।
তথা হবে ফল ভোগ উচিত বিচারে।।
শিবদূত হেনকালে করে আগমন।
যমদূতগণে ডাকি কহিল তখন।।
শোন শোন দুরাচার পাতকি নিকর।
ব্যাধেরে ধরিলে সবে যাবে যমঘর।।
মহাপুণ্যবান এই নিষাদের পতি।
শিবরাত্রিব্রত কৈল এই মহামতি।।
শিবরাত্রি দিনে থাকি কানন ভিতরে।
বিল্বপত্রে পূজা কৈল শিবলিঙ্গ পরে।।
অতএব শিবলোকে যাবে এইজন।
এত শুনি কহে সেই যমদূতগণ।।
এই ব্যাধ মহাপাপী বিদিত সংসারে।
করিয়াছে কত পাপ কে গণিতে পারে।।
প্রাণীগণে দিবানিশি করেছে নিধন।
সর্ব্বলোকে সর্ব্বস্থানে নিন্দিত এজন।।
ইহারে কিরূপে লবে শিবের আগারে।
পারি না বুঝিতে তাহা আপন অন্তরে।।
ভীমকায় এত বলি যমদূতগণ।
নিষাদেরে বান্ধিবারে উদ্যত তখন।।
তাহা দেখি শূল তুলি শিবদূতগণ।
মস্তকে আঘাত করে অতি বিভীষণ।।
ক্ষতশিরা হয়ে সবে পলায়ন করে।
গিয়া উপনীত হয় যমের গোচরে।।
নিবেদন করে সব শমন সদন।
এদিকেতে যারা ছিল শিবদূতগণ।।
তাহারা ব্যাধেরে তুলি রথের উপরে।
চলি যায় ধীরে ধীরে কৈলাস নগরে।।
কত পুষ্প বৃষ্টি হয় রথের উপর।
বাজে কত দিব্যবাদ্য অতি মনোহর।।
এইরূপে যায় ব্যাধ শিবের সদন।
অবিলম্বে উপনীত হন পঞ্চানন।।
প্রমথগণেরা ব্যাধে কত পূজা করে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করে শিব নিষাদ প্রবরে।।
সিংহমুখ নাম তারে করেন প্রদান।
সেই ব্যাধ কৈলাসেতে করে অবস্থান।।
শিবপূজা প্রতিদিন হরষেতে করে।
মহাসুখে নিত্যানন্দে রহে সেই স্থলে।।
এরূপে দুর্লভ গতি সেইজন পায়।
শিবের মাহাত্ম্য বল কে বুঝে ধরায়।।
তুণ্ডি ঋষি শুনিলে হে আশ্চর্য্য কথন।
যেরূপে ব্যাধের হয় পাতক নাশন।।
শিবের মাহাত্ম্য বল কে বুঝিতে পারে।
হেনজন নাহি তুণ্ডে ভুবন মাঝারে।।
শিবরাত্রি ব্রত অতি পুণ্যপ্রদ হয়।
মাহাত্ম্য বর্ণিতে আর কারো সাধ্য নয়।।
নিজে শিবে নাহি পারে করিতে বর্ণন।
বলিব কিবা অধিক ওহে তপোধন।।
দ্বাদশ বরষ ব্রত যেই জন করে।
পুণ্যের কথা তাহার বলিব তোমারে।।

পুত্রার্থির পুত্র হয় ধনার্থীর ধন।
সম্পত্তিকামীর হয় সম্পদ অর্জ্জন।।
রাজ্যকামী রাজ্য পায় নাহিক সংশয়।
বলিব কিবা অধিক ওহে মহোদয়।।
যে কামনা ব্রত করি করয়ে সাধন।
তাহাই সফল হয় শিবের বচন।।
চব্বিশ বরষ যেই শিবরাত্রি করে।
সেইজন সর্ব্বপাপে অবহেলে তরে।।
একবর্ষ মাত্র যেই করয়ে সাধন।
পুণ্যের কথা তাহার করিব কীর্ত্তন।।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু তার পুণ্য বলিবারে নারে।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।।
অনুত্তম পুণ্য কথা করিব কীর্ত্তন।
শুনিলে পাতক নাশ শাস্ত্রের বচন।।
যেই জন ভক্তি করি অধ্যয়ন করে।
অথবা শ্রবণ করে একান্ত অন্তরে।।
মুক্ত হয় সর্ব্বপাপে সেই সাধুজন।
সেই যায় অন্তকালে কৈলাস-ভবন।।
শিবপূজা প্রতিদিন করিয়া যতনে।
অধ্যয়ন করে যেই ভক্তিযুত মনে।।
শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহামতি।
সপ্ত কল্প হয় তার কৈলাসে বসতি।।
শিবরাত্রি দিনে করি শিবের পূজন।
যেই জন এই কথা করে অধ্যয়ন।।
অথবা ভকতি করি যেই জন শুনে।
কৈলাসে তাহার পূজা করে গণগণে।।
পুরাণের সার এই শ্রীশিবপুরাণ।
ইহার প্রসাদে অন্তে পায় মোক্ষ ধাম।।

কৃষ্ণ শর্ম্মা পিশাচের উপাখ্যান

বামদেব কহে পুনঃ তুণ্ডি ঋষি বরে।
শুন শুন তুণ্ডি ঋষে বলিব তোমারে।।
শুন শিবরাত্রি কথা করিব কীর্ত্তন।
উপাখ্যান মনোহর করহ শ্রবণ।।
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে বিপ্র ছিল একজন।
পিশাচ সেজন হয় বিদিত ভুবন।।
মুক্তিলাভ করে সেই যেরূপ প্রকারে।
বর্ণন করিব তাহা তোমার গোচরে।।
পবিত্র হবে শুনিলে তোমার হৃদয়।
অতি পুণ্যপ্রদ কথা ওহে মহোদয়।।
কৃষ্ণশর্ম্মা নামে দ্বিজ ছিল একজন।
বেদজ্ঞ শ্রোত্রিয় শান্ত ধর্ম্মপরায়ণ।।
সতত করিত সেই বিষ্ণুর পূজন।
অতিথি পূজা দেবতা করে সর্ব্বক্ষণ।।
যজ্ঞ আদি দিবানিশি করে অনুষ্ঠান।
দ্বিজ সদা ধর্ম্মপথে করে অবস্থান।।
একদিন স্নান হেতু সরোবরে তীরে।
মন সুখে দ্বিজবর যান ধীরে ধীরে।।
সোপান গঠিত ঘাট অতি মনোহর।
আসি উপনীত হন তথা দ্বিজবর।।
বিমল সলিল শোভে সেই সরোবরে।
তথা উপনীত দ্বিজ হরিষ অন্তরে।।
ঋষিবর তথা গিয়া করেন দর্শন।
ইষ্টকের খণ্ড এক ভূতলে পতন।।
সেই ইষ্টকের খণ্ড করিয়া গ্রহণ।
তাহা দিয়া করে দ্বিজ চরণ অর্পণ।।
দেবপূজা যথাবিধি করি তারপরে।
শিষ্যগণসহ আসে আপনি আগারে।।
অন্ন আদি ষড়রস করেন ভোজন।
মহা প্রীতি হৃদে তাহে হয় উৎপাদন।।
মল-মূত্র ত্যাগ পরে করিবার তরে।
বিপ্রবর চলিলেন গৃহের বাহিরে।।

মল-মূত্র বিসর্জ্জন করি দ্বিজবর।
তথা এক দেখিলেন মৃত্তিকা গহ্বর।।
শৌচার্থ মৃত্তিকালভে বাসনা অন্তরে।
হস্ত প্রবেশিত করে গহ্বর ভিতরে।।
দৈবের লিখন তুণ্ডে কর দরশন।
গর্ত্তমধ্যে থাকে এক কাল ভুজঙ্গম্।।
ব্রাহ্মণ যেমন হস্ত দিলেন গহ্বরে।
ভুজঙ্গবর অমনি দংশিল তাঁহারে।।
পীড়িত হইয়া বিপ্র অতীব বিহ্বল।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে উপর ভূতল।।
মরিনু মরিনু বলি করিয়ে চীৎকার।
নাহিক নিকটে কেহ করে হাহাকার।।
দেখিতে দেখিতে বিপ্র হয় অচেতন।
বিপ্রবর অবিলম্বে ত্যজিল জীবন।।
এদিকেতে লোক মুখে করিয়া শ্রবণ।
আসি উপনীত হয় যত শিষ্যগণ।।
গতায়ু গুরুরে হেরি যত শিষ্যগণ।
হাহাকার করি সবে করয়ে রোদন।।
চন্দনের কাষ্ঠভার আনিয়া সকলে।
মৃতদেহ ঘৃতযোগে ভস্মীভূত করে।।
তর্পণ করিয়া পরে যত শিষ্যগণ।
সবে গৃহ অভিমুখে ফিরল গমন।।
যমদূত এদিকেতে অতি ভীমকায়।
বিপ্রবরে বান্ধি লয়ে যম পাশে যায়।।
চর্ম্মরজ্জু দিয়া বিপ্রে করিয়া বন্ধন।
লয়ে যায় যমালয়ে যমদূতগণ।।
কৃষ্ণবর্ণ যমরাজ সুতীক্ষ্ণ দর্শন।
বৃহৎ বৃহৎ নখ অতি বিভীষণ।।
রক্তবর্ণ নেত্র কিবা অতি ভয়ঙ্কর।
শিহরে অঙ্গ দেখিলে শিহরে অন্তর।।
বিপ্রবরে কৃষ্ণশর্ম্মা করি দরশন।
ব্যঙ্গ করি যমরাজে কহেন তখন।।
কৃষ্ণশর্ম্মা শুন শুন ওহে মহামতি।
পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছ নাহিক অবধি।।

কিন্তু এক পাপ তুমি করেছ সাধন।
যতেক পুণ্য তাহাতে হয়েছে নিধন।।
স্নানকালে গিয়া তুমি সরসী তীরেতে।
চরণ ঘর্ষণ করেছিলে ইষ্টকেতে।।
শিবের ইষ্টক সেই জানিবে ব্রাহ্মণ।
হয়েছে শিবত্ব তব তাহাতে হরণ।।
শিবস্ব হরণ করে যেই নরাধম।
রৌরব নরকে পড়ে সেই দুরজন।।
যাবত বসুধা নাহি রসাতলে যায়।
দুর্জ্জনতাবৎ বাস করিবে তথায়।।
তারপর কৃমিরূপে লভয়ে জনম।
ষাইট হাজার বর্ষ সেরূপে যাপন।।
অতএব শুন শুন ওহে বিপ্রবর।
পিশাচ হইয়া তুমি থাক অতঃপর।।
তাহার তীরেতে আছে বট তরুবর।
সেথা গিয়া কর বাস বৃক্ষের উপর।।
শিবরাজি ফল যদি সেই দান করে।
তবে হবে মুক্তি লাভ কহিনু তোমারে।।
এতেক বচন শুনি বিপ্রের নন্দন।
বিনয় বচনে কহে শমন সদন।।
প্রভু নিবেদন করি তোমার গোচরে।
সন্দেহ হইল এক আমার অন্তরে।।
আমি ইষ্টকে চরণ করেছি ঘর্ষণ।
এই কথা সত্য বটে শমন রাজন।।
মহৎ পাপ যেহেতু জন্মিল আমার।
পৈশাচিকী গতি হলো ওহে দণ্ডধার।।
শুনিনু তোমার মুখে ইহার কারণ।
মম দিব্যজ্ঞান হবে ওহে ভগবন্।।
তোমার মুখেতে শুনি কারণ সকল।
পিশাচ রূপেতে প্রভু যাব তারপর।।
এতেক বচন শুনি শমন রাজন।
কহিলেন শুন বিপ্র অপূর্ব্ব ঘটন।।
কাশ্মীর দেশেতে এক ছিল বিপ্রবর।
শিবশক্তি পরায়ণ ধার্ম্মিক প্রবর।।

প্রয়াগধামেতে সেই আসি মাঘমাসে।
গঙ্গা-যমুনাতটে মন সুখে বসে।।
যথাবিধি স্নান বিপ্র করি সেই স্থানে।
অর্পণ করিল ক্রমে দেব পিতৃগণে।।
আশ্রমেতে ভগমালী করিল গমন।
ঋষির চরণ বিপ্র করিতে দর্শন।।
ভগমালী নামে ঋষি অতি মহামতি।
সদাশিবের উপরে তাহার ভকতি।।
বিপ্রেরে দেখিয়া সেই ঋষির প্রবর।
আসন ইত্যাদি দিয়া করেন আদর।।
ফল-মূল নানাবিধ করিল প্রদান।
ভক্ষ্য-ভোজ্য দিয়া কত রাখিল সম্মান।।
এই সব দ্রব্য বিপ্রে করিয়া অর্পণ।
সবিনয়ে ভগমালী কহেন তখন।।
ভক্ষণ করহ বিপ্র করি গো মিনতি।
শিবসম তুমি ঋষে হয়েছো অতিথি।।
এতেক বচন শুনি বিপ্রবর কয়।
ভক্ষণ করিতে নাহি পারি মহোদয়।।
শিবলিঙ্গে পূজা করি করিয়া দর্শন।
অন্নআদি তারপর করিব ভোজন।।
এত শুনি ভগমালী কহে পুনরায়।
বিপ্রবর শুন শুন কহিয়ে তোমায়।।
মহাদেব সর্ব্বব্যাপী বিদিত সংসারে।
বাস করে সদাশিব হৃদয় বন্দরে।।
অতএব হৃদিমাঝে করিয়া পূজন।
সেই দেবে হৃদিমাঝে করিয়া দর্শন।।
ভোজন করহ ইহা ওহে বিপ্রবর।
ভোজনে বিলম্বে বল কিবা আছে ফল।।
এতেক বচন শুনি বিপ্রবর কয়।
পারিব না তাহা কিন্তু ওহে মহোদয়।।
বরঞ্চ ত্যজিব আমি এ ছাড় জীবন।
বরঞ্চ হইবে মম মস্তক ছেদন।।
তবু নাহি পূজা করি দেব ত্রিলোচনে।
হবে না সক্ষম প্রভু কদাচ ভোজনে।।

শিবেরে পূজিয়া নাহি যেই নরাধম।
সুখে করে জলপান ওহে মহাত্মন্।।
চণ্ডাল-স্বরূপ সেই জানিবে অন্তরে।
সর্ব্বধর্ম্মহীন সেই শাস্ত্রের বিচারে।।
শিবের দর্শন হয় অতি পুণ্যতম।
দর্শন হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে স্পর্শন।।
অতএব মহেশের না করি পূজন।
আমি কভু না খাইব ওহে তপোধন।।
এতেক বচন শুনি ভগমালী কয়।
তুমি দ্বিজ ধন্য ধন্য অতি মহোদয়।।
পরম ভকতি তব শিবের উপরে।
জিজ্ঞাসি কিছু এখন তোমার গোচরে।।
তুমি শিবের মাহাত্ম্য করহ বর্ণন।
আমি ভক্তিভরে তাহা করিব শ্রবণ।।
শিবের দর্শনে বল কিবা ফল হয়।
পূজনে বা কিবা ফল ওহে মহোদয়।।
এতেক বচন শুনি বিপ্রবর কয়।
বলিতেছি শুন শুন ওহে মহোদয়।।
শিবলিঙ্গ ভক্তি ভরে করিলে দর্শন।
সহস্রাশ্বমেধফল পায় সেইজন।।
মধ্যাহ্ন কালেতে যেই শিবলিঙ্গ করে।
আজন্ম দুরিত তার অবশ্যই হরে।।
শিবলোকে যায় সেই শাস্ত্রের বচন।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।।
শিবলিঙ্গ সন্ধ্যাকালে যেইজন হেরে।
সে জন যে ফল পায় শুনহ সাদরে।।
মহাসুখ ইহলোকে সেইজন পায়।
অন্তকালে শিবলোকে বিমানেতে যায়।।
সন্ধ্যাকালে শিবলিঙ্গ যে করে দর্শন।
সেই হয় শিবতুল্য শাস্ত্রের বচন।।
প্রদোষে শঙ্কর দেবে নয়নে হেরিলে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ-আদি ধ্বংসে অবহেলে।।
পাতক তাহার যত হয় বিনাশন।
শিবদেহে লীন হয় সেই সাধুজন।।

শিবলিঙ্গ প্রতিদিন যেই জন হেরে।
সেই হয় শিবপ্রিয় জানিবে অন্তরে।।
কার্ত্তিক গণেশ যথা শিব প্রিয়তম।
সেইরূপ প্রিয় হয় সেই সাধুজন।।
পূজা যেই শিবলিঙ্গে করে ভক্তিভরে।
অন্নভোগ যেই জন উপভোগ করে।।
শিবতুল্য হয় সেই নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
ক্রোশান্তর ভ্রমি যেই শিবলিঙ্গ হেরে।
সেই অশ্বমেধ ফল উপার্জ্জন করে।।
জন্ম জন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে।
ইহা শিবের আদেশ কহিনু তোমারে।।
প্রদক্ষিণ করিবার কালে যেইজন।
ভ্রমবশে করে সোমসূত্র বিলঙ্ঘন।।
দর্শনের ফল তার কভু নাহি হয়।
শিবের দর্শন তাঁর বিফল নিশ্চয়।।
দোঁহা মধ্যে শিব বৃষ করিলে গমন।
ব্রহ্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হয় সেইজন।।
বিশেষতঃ কৃষ্ণ-পক্ষ চতুর্দ্দশী দিনে।
শিবেরে যেজন হেরে ভক্তিযুতমনে।।
সেই যায় শিবলোকে নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
সোমবারে হেরে যেই সোমকলা ধরে।
কিবা নর কিবা নারী ভক্তি সহকারে।।
তাহাদের যেই ফল করিব বর্ণন।
শুন তাহা মন দিয়া ওহে তপোধন।।
পুত্রকামী পুত্র পায় শিবের কৃপায়।
ধনকামী ধন পায় কহিনু তোমায়।।
আরোগ্য বাসনা হৃদে করে যেইজন।
সর্ব্বরোগ শূন্য হয় সেই মহাত্মন্।।
নৃপতি বিজয়ী হয় শিবের প্রসাদে।
বেদবেত্তা হয় বিপ্র জানিবেক চিতে।।
কামনা করি যে কোন একান্ত অন্তরে।
শিবলিঙ্গ দর্শন করে সোমবারে।।
কামনা পূর্ণ তত্তৎ অবশ্যই হয়।
তাহার উপরে তুষ্ট শিব দয়াময়।।
যেই জল থাকে শিবলিঙ্গ সন্নিধানে।
শিবগঙ্গা বলি তাহা বিদিত ভুবনে।।
শিবলিঙ্গে প্রদক্ষিণ করে যেই জন।
তার পক্ষে নিকটস্থ কৈলাস ভবন।।
মহাদেবালয়ে যেই গিয়া ভক্তি ভরে।
দণ্ডবৎ নতি করে একান্ত অন্তরে।।
রেণু যত থাকে সেই মন্দির ভিতর।
কৈলাসেতে তত বর্ষ রহে সেই নর।।
শীতল সলিল যেই করিয়া গ্রহণ।
যথাবিধি শিব লিঙ্গে করায় স্বপন।।
শীতল বিমানে চড়ি সেই মহামতি।
স্বর্গলোকে গিয়া তথা করয়ে বসতি।।
শিবলিঙ্গে ক্ষীর দ্বারা করাইলে স্নান।
অন্তকালে বিষ্ণুলোকে সে করে পয়ান।।
দধিদ্বারা শিবে যেই করায় স্নপন।
সেই যায় সোমলোকে ওহে মহাত্মন্।।
নিরাময় হয়ে তথা করয়ে বসতি।
যতদিন বিদ্যমান থাকে বসুমতি।।
তৈল কিংবা ঘৃত দিয়া যেই সাধুজন।
যথাবিধি শিবলিঙ্গে করায় স্বপন।।
সেই যায় বিষ্ণুলোকে নাহিক সংশয়।
শাস্ত্রের বচন মিথ্যা কভু নাহি হয়।।
মধুদ্বারা স্নান আদি করায় শিবেরে।
সুস্বর জনমে তার কণ্ঠের বিবরে।।
পুষ্প পাদ্য তণ্ডুলাদি করিয়া অর্পণ।
শিবলিঙ্গে ভক্তিভরে করিলে পূজন।।
আজন্ম অর্জ্জিত পাপ বিনাশে তাহার।
সেই যায় অন্তকালে কৈলাস আগার।।
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যেই করি উচ্চারণ।
করদ্বারা শিবলিঙ্গ করয়ে স্পর্শন।।
তাহার দেহে পাতক কিছু নাহি রয়।
বলিল কিবা অধিক ওহে মহোদয়।।

দর্শনে স্পর্শনে হয় যেইরূপ ফল।
তোমার নিকটে তাহা কহিনু সকল।।
অভিষেক ফল যাহা কহিনু কীর্ত্তন।
অতএব শুন শুন ওহে তপোধন।।
শিবপূজা করি আর হেরিয়া তাহারে।
তবেত খাইব আমি কহিনু তোমারে।।
অনুগ্রহ কর মুনে আমার উপর।
আপন আশ্রমে যাই ওহে ঋষি বর।।
বিপ্রের এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দ-সাগরে ভগমালী নিমগন।।
ব্রাহ্মণের করপদ্ম করিয়া গ্রহণ।
মিষ্টবাক্যে ভগমালী কহেন তখন।।
বিপ্রবর শুন শুন বচন আমার।
জগতে না হেরি কারে সমান তোমার।।
বিনয় করি এখন তোমার সদন।
আমার গৃহেতে কিছু করহ ভক্ষণ।।
পবিত্র করহ তুমি আমার আগার।
তব পাশে এই ভিক্ষা ওহে গুণাধার।।
এত শুনি বিপ্রবর শিবপরায়ণ।
মধুর বচনে কহে ওহে মহাত্মন্।।
খাইব না কিছু আমি তোমার আগারে।
অধীনে বিদায় দেহ কৃপাদৃষ্টি করে।।
তোমার বচনে মম সন্তোষিত মন।
বলিব কিবা অধিক ওহে মহাত্মন্।।
এতেক বাক্য বিপ্রের করিয়া শ্রবণ।
ভগমালী কহে পুনঃ মধুর বচন।।
নিবেদন করি শুন ওহে মহাত্মন্।
শিবলিঙ্গ এই স্থানে করহ স্থাপন।।
সদা আমি সেই লিঙ্গ করিব অর্চ্চনা।
অবশ্য পুরিবে মম মনের বাসনা।।
চিরকীর্ত্তি রবে তব ধরণী মাঝারে।
অতএব শিবলিঙ্গ স্থাপ এই স্থলে।।
আমার উপরে কর করুণা নিপাত।
এই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপহ সাক্ষাৎ।।

সেই লিঙ্গ যথাবিধি করিয়া পূজন।
আমার গৃহেতে কিছু করহ ভক্ষণ।।
বিপ্রবর এত শুনি হরিষ অন্তরে।
সেই স্থানে শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করে।।
সেই লিঙ্গে যথাবিধি করিয়া পূজন।
মুনির গৃহেতে কিছু করিল ভোজন।।
সেই স্থানে সেই দিন করি অবস্থান।
যথাবিধি প্রাতঃকালে করে গাত্রোত্থান।।
ঋষির পদেতে করি বিধানে বন্দন।
তাঁহার পাশে বিদায় করিয়া গ্রহণ।।
আপন আলয়ে যায় সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূরিত ভগমালী ঋষিবর।।
শিবোক্ত নিয়মে লিঙ্গ করেন পূজন।
শিবলিঙ্গ ভক্তি ভরে করিও বন্দন।।
নির্ম্মাণ করেন তথা ইষ্টক-আলয়।।
খনিলেন পুষ্করিণী স্বচ্ছ জলময়।।
শিবের মন্দির হলো অতি মনোহর।
শিবগঙ্গা পুষ্করিণী অতীব সুন্দর।।
শুন শুন তারপর আশ্চর্য্য ঘটন।
কালবশে জীর্ণ হয় শিব নিকেতন।।
মন্দির ক্রমেতে জীর্ণ হইয়া পড়িল।
স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়ে বিস্তৃত হইল।।
কালের দুর্গম্য গতি কে বুঝিতে পারে।
কালবশে সব হয় কালে সব করে।।
পড়েছিল ভগ্ন ইট সরোবর তীরে।
ঘর্ষণ তাহাতে পদ তুমি করেছিলে।।
মহাপাপ এই হেতু হয়েছে তোমার।
পৈশাচিকী গতি হলো এইত বিচার।।
অধুনা গমন কর সেই সরোবরে।
অবস্থান কর গিয়া বটবৃক্ষোপরে।।
তরুশাখা অবলম্বি কর অবস্থান।
পাপমুক্তি আশা করি রহ সেইস্থান।।
এতেক বাক্য যমের করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে কৃষ্ণশর্ম্মা বিষাদিত হন।।

অবিলম্বে ধরিলেন পিশাচ-আকার।
বটবৃক্ষ উদ্দেশ্যেতে হন আগুসার।।
ঘন ঘন যমদূত করয়ে তাড়ন।
দৌড়িতে দৌড়িতে বিপ্র করিল গমন।।
অবিলম্বে উপনীত সেই সরোবরে।
বসতি করিল গিয়া বটবৃক্ষোপরে।।
দৈবগতি হায় হায় কে করে খণ্ডন।
যেই বিপ্র ছিল অতি ধর্ম্মপরায়ণ।।
শিবস্ব হরিয়া তার হলো কেন গতি।
বুঝিবে কে কাল গতি ওহে মহামতি।।
চৌদ্দবর্ষ এইরূপে সমাতীত হয়।
ঘটে যাহা তার পর শুন মহোদয়।।
যেরূপে মুক্তি পায় সেই তপোধন।
বর্ণন করিব তাহা করহ শ্রবণ।।
শিষ্য এক ছিল তার নিরঘ নামেতে।
বিনীত ধর্ম্মজ্ঞ দান্ত বিদিত জগতে।।
সতত করেন শিব লিঙ্গের পূজন।
শিবের উপরে ভক্তি রাখে সর্ব্বক্ষণ।।
শিবরাত্রি দিনে সেই শিষ্য মহামতি।
পূজা করি মহাদেবে করিয়া ভকতি।।
মন্দিরে প্রদীপ দান করি তারপর।
জাগরণ করি হরে হয়ে ভক্তিপর।।
চতুর্থ যামেতে পূজা করি মহেশ্বরে।
প্রভাতে পারণ করি বিধি অনুসারে।।
শিষ্য সেই সরোবরে করিলেন স্নান।
সন্ধ্যা-আদি যথাবিধি করে মতিমান।।
সূর্য্য-অভিমুখে পরে করে দরশন।
শুন শুন হেনকালে আশ্চর্য্য ঘটন।।
কৃষ্ণশর্ম্মা ছিল সেই বটবৃক্ষোপরে।
শিষ্যেরে সম্বোধি কহে সুগভীর স্বরে।।
এতেক বচন শুনি সেই শিষ্যবর।
উৎফুল্ল হইয়া চাহে বৃক্ষের উপর।।
এইরূপ মনে মনে করেন চিন্তন।
কোথা হতে কেবা বলে এহেন বচন।।

শিবপদ এত ভাবি স্মরিয়া অন্তরে।
উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিলেন বটবৃক্ষোপরে।।
কহিলেন কেবা আছ বৃক্ষের উপর।
মোরে কেবা সম্বোধিলে বলহ সত্বর।।
কৃষ্ণশর্ম্মা শিষ্যবাক্য করিয়া শ্রবণ।
শিষ্যেরে সম্বোধি কহে মধুর বচন।।
শুনহ নিরঘ তুমি বচন আমার।
গুরু হই আমি তব ওহে গুণাধার।।
কৃষ্ণশর্ম্মা মম নাম জানিবে অন্তরে।
আমি আছি দৈববশে পিশাচ-আকারে।।
আমি আছি বট শাখা করিয়া আশ্রয়।
দূরগতি লভিয়াছি ওহে মহোদয়।।
এতেক বাক্য গুরুর করিয়া শ্রবণ।
বিনয় বাক্যে নিরঘ কহেন তখন।।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং দিব্যজ্ঞানদাতা।
পরম গুরু আমার তুমি মন্ত্রদাতা।।
কিরূপে পিশাচযোনি হলো আপনার।
গুরুদেব কহ তাহা নিকটে আমার।।
এতেক বচন শুনি কৃষ্ণশর্ম্মা কয়।
নিরঘ শুনহ বলি সেই সমুদয়।।
আছিল পূর্ব্বেতে হেথা শিবের আলয়।
ইষ্টকে নির্ম্মিত তাহা ওহে মহোদয়।।
কালবশে জীর্ণ হয় শিব-আয়তন।
চারিদিকে ভগ্ন হয়ে হয় নিপতন।।
শিবস্ব-হরণ তাতে হয়েছে আমার।
জন্মিয়াছে মহাপাপ ওহে গুণাধার।।
সে পাপে পৈশাচী গতি লভিয়াছি আমি।
বট বৃক্ষে রহিয়াছি ওহে গুণমণি।।
তোমারে এখন কহি শুনহ বচন।
শিবরাত্রি ব্রত তুমি করিলে সাধন।।
তুমি এই ফলদান করিয়া আমারে।
পাপ হতে মোরে ত্রাণ কর ত্বরা করে।।
ধর্ম্মরাজ বলেছেন আমার সদন।
তোমার নিকটে শিষ্য আমি একজন।।

তাঁহার আদেশে আমি আশাপথ চেয়ে।
যাপিতেছি এতকাল বৃক্ষের আশ্রয়ে।।
ভাগ্যবশে তব সহ হলো দরশন।
তোমার পুণ্য এখন কর সমর্পণ।।
মুক্ত কর পাপ হতে তোমার গুরুরে।
বলিব কিবা অধিক তোমার গোচরে।।
এতেক গুরুর বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিস্মিত হইয়া রহে নিরঘ তখন।।
নিজ পুণ্যদান করি গুরুরে তারিতে।
বাসনা করিল শিষ্য আপনার চিতে।।
স্নানক্রিয়া সরোবরে করিয়া ত্বরায়।
কুশহস্তে গুরুপাশে ত্বরাগতি যায়।।
কুশজল হাতে শিষ্য করিয়া গ্রহণ।
পুণ্যদান গুরুদেবে করিল তখন।।
দেখিতে দেখিতে যান শিবের ভবন।
প্রমথগণেরা তারা করয়ে পূজন।।
এদিকে নিরঘ হয় আনন্দে মগন।
গুরুর চরণে নতি করিয়া তখন।।
আপন আলয়ে যায় হরিষ অন্তরে।
সব কথা বন্ধুগণে নিবেদন করে।।
কৃষ্ণশর্ম্মা এইরূপে ধর্ম্ম-পরায়ণ।
করিয়াছিল অজ্ঞানে শিবস্ব-হরণ।।
সেই পাপে হলো তার পৈশাচিক গতি।
শিবরাত্রি ফলে পুনঃ লভিল সুগতি।।
দিব্যবিমানেতে পরে করি আরোহণ।।
চলিয়া গেল আনন্দে কৈলাস ভবন।।
বলিব অধিক তুণ্ডে কিবা বল আর।
শিবরাত্রি ব্রত ফল জগতে প্রচার।।
ইহার প্রসাদে হয় পাতক-নাশন।
মনের বাসনা হয় অবশ্য পূরণ।।
গতি হয় শিবলোকে ইহার ফলেতে।
শাস্ত্রের প্রমাণ ইহা জানিবেক চিতে।।
শিবস্ব হরণে হয় যেরূপ দুর্গতি।
সে কথা শুনিলে তুমি ওহে মহামতি।।

অতএব শুন শুন বলি হে তোমারে।
যেই জন পুণ্যকামী এভব সংসারে।।
শিবস্ব কদাচ নাহি করিবে হরণ।।
হরিলে দুর্গতি তার কে করে খণ্ডন।।
শিবের মাহাত্ম্য বল কে বলিতে পারে।
কেহ নাহি হেন জন জগত সংসারে।।
ভক্তি রাখে শিবের উপরে যেইজন।
তাহার নিকটে সদা শমন দমন।।
নাহি আসে রোগ শোক তাহার গোচরে।
অবহেলে তরে সেই ভব পারাপারে।।
তাহারে দেখিতে হয় পুণ্যের উদয়।
তাহার বসতিস্থল অতি পুণ্যময়।।
তাহারে দেখিতে বাঞ্ছা করে দেবগণ।
শিবের সাযুজ্য পায় সেই মহাত্মন্।।
জিজ্ঞাসিয়াছিলে তুণ্ডে যে সব বিষয়।
তব পাশে বলিলাম সেই সমুদয়।।
যেই জন ভক্তি করি করয়ে শ্রবণ।
অথবা একান্ত মনে করে অধ্যয়ন।।
মহাঘোর পাপ যদি করে সেইজন।
তথাপি পাতক তার হয় বিমোচন।।
তার শমনের ভয় কভু নাহি হয়।
ঘুচে তার ভববন্ধ নাহিক সংশয়।।
পুরাণের পুণ্য কথা পাতক নাশন।
শ্রীকবি বলেন রাখি শিবপদে মন।।

চতুর্দ্দশী ব্রতবিধি

শুনি বামদেব মুখে এতেক কাহিনী।
মহাতৃপ্তি পান তবে তুণ্ডি মহামুনি।।

জিজ্ঞাসা করে পুনশ্চ সুমধুর স্বরে।
ওহে ব্রহ্ম নিবেদন তোমার গোচরে।।
তোমার মুখে শুনি অপূর্ব্ব কাহিনী।
তত ইচ্ছা যত শুনি জাগে মহামুনি।।
বল শিবের মাহাত্ম্য ওহে তপোধন।
শীতল হোক অন্তর জুড়াক জীবন।।
বামদেব এত শুনি কহে পুনরায়।
তুণ্ডি ঋষি শুন শুন বলিব তোমায়।।
চতুর্দ্দশী ব্রত এবে করিব কীর্ত্তন।
মহাপুণ্যপ্রদ ইহা পাতক নাশন।।
প্রসাদে ইহার হয় শিবলোকে গতি।
মন দিয়া শুন শুন ওহে মহামতি।।
প্রতি চতুর্দ্দশী দিনে যেই সাধুজন।
থাকে উপবাস করে ওহে তপোধন।।
এইরূপ সম্বৎসর যথাবিধি করে।
যতেক পুণ্য তাহার কহিব তোমারে।।
আজন্ম-অর্জ্জিত পাপ যত থাকে তার।
সে সব পাপ হইবে সমূলে সংহার।।
পুত্র পৌত্র সমন্বিত হয়ে সেই জন।
ইহকালে সুখভোগ করে সর্ব্বক্ষণ।।
সেই জন অন্তকালে শিবলোকে যায়।
অশীতি হাজার বর্ষ রহিবে তথায়।।
মাসে মাসে চতুর্দ্দশী দিনে যেইজন।
যথা বিধি শিবলিঙ্গ করিয়া পূজন।।
দিবাভাগ উপবাসে সমাতীত করে।
রাত্রিকালে বিধি মতে ভোজনাদি করে।।
সেই শিবলোকে যায় ত্যজিয়া জীবন।
শিবের বচন ইহা ওহে তপোধন।।
এতেক বচন শুনি তুণ্ডি ঋষি কয়।
নিবেদন করি এক ওহে মহোদয়।।
যাহার প্রাসাদে পায় কৈলাস-ভবন।
কৃপা করি সেই কথা কহ ভগবন।।
শুনি এত বামদেব কহে ধীরে ধীরে।
মন দিয়া শুন তবে কহিব তোমারে।।

চতুর্দ্দশী নক্ত বিধি করিব বর্ণন।
শুন তাহা মন দিয়া ওহে তপোধন।।
চতুর্দ্দশী ব্রত কথা শুনিয়া শ্রবণে।
সেই ব্রত অনুষ্ঠান করহ যতনে।।
চতুর্দ্দশী তিথি যবে হবে আগমন।
সেই দিন হয়ে শিবভক্ত পরায়ণ।।
শিবগঙ্গাজলে স্নান করিবে যতনে।
মন্ত্রপাঠ যথা বিধি করিবে বদনে।।
দেবপিতৃ-তর্পণাদি করি তারপর।
পশিবে আনন্দে শিবমন্দির ভিতর।।
পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পরে উচ্চারি বদনে।
লিঙ্গ স্পর্শণ করিবে অতীব যতনে।।
যথাশক্তি গন্ধ-পুষ্প ইত্যাদি অর্পিয়ে।
লিঙ্গে অর্চ্চনা করি ভক্তিযুত হয়ে।।
বিবিধ নৈবেদ্য আদি করিবে প্রদান।
অষ্টলিঙ্গে নতশিরে করিবে প্রণাম।।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পরে শিবের অগ্রেতে।
পড়িবে বিহিত মন্ত্র ভক্তিযুত চিতে।।
পুনরায় তারপর করিবে প্রণাম।
মন্ত্র পরে পঞ্চাক্ষর জপিবে ধীমান্।।
সহস্রবার জপিবে এইত নিয়ম।
তাহার পর আসিবে আপন ভবন।।
ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হয়ে তার পরে।
শিবগুণগানব্রতী করিবে সাদরে।।
পুরাণাদি ভক্তিভরে করিবে পঠন।
একান্ত অন্তরে কিম্বা করিবে শ্রবণ।।
আন্দোলনে শিবকথা হরিষ অন্তরে।
দিবাভাগ কাটাইবে পুত কলেবরে।।
যথাবিধি সন্ধ্যা কালে করিবেক স্নান।
মহাদেবে রাত্রিকালে পূজিবে ধীমান।।
পূজিতে হইবে শিবে শক্তি অনুসারে।
গন্ধপুষ্প-ধূপদীপ আদি উপচারে।।
শিবপূজা যথাবিধি করিয়া সাধন।
ঘৃতাক্ত শালান্ন শিবে করিবে অর্পণ।।

শৈব অগ্নি যথা বিধি করিয়া স্থাপন।
অষ্টোত্তর শত হোম করিবে সাধন।।
অশক্ত যদ্যপি হন আহুতি অর্পিতে।
শিবমন্ত্র জপিবেক ঐকান্তিক চিতে।।
শিবমন্ত্র পঞ্চাক্ষর করিবে জপন।
চতুর্গুণ আহুতির এইত নিয়ম।।
বিপ্রগণে তারপর ভোজন করায়ে।
আপনি খাইবে শেষে একান্ত হৃদয়ে।।
ধরাতলে রাত্রিকালে কুশের শয্যায়।
শয়ন করিবে ব্রতী কহিনু তোমায়।।
দিব্যগন্ধ কলেবরে করিবে লেপন।
নানাবিধ বিভূষণ করিবে ধারণ।।
বিধানে এরূপ ব্রত যেই জন করে।
পুণ্যের কথা তাহার কে বলিতে পারে।।
যাবত পাতক তার হয় বিনাশন।
লভয়ে অবশ্য সেই সুরূপ যৌবন।।
যদি থাকে পিতৃগণ অধোগতি তার।
মুক্ত হইবে অবশ্য শাস্ত্রের বিচার।।
শ্বেতবর্ণ বৃষযুত বিমাণে চড়িয়ে।
স্বর্গে যায় পিতৃগণ আনন্দ হৃদয়ে।।
পিতৃগণ সহব্রতী গিয়া শিবপুরে।
বহুকাল মন সুখে নিবসতি করে।।
মঙ্গল কামনা করে যেই কোনজন।
সেই জন এই ব্রত করিবে সাধন।।
চতুর্দ্দশীনক্তব্রত ইহারেই কয়।
ইহার প্রসাদে হয় সৌভাগ্য উদয়।।
ব্রত যদি নিশাকালে করয়ে সাধন।
রাক্ষস যোনিতে সেই লভয়ে জনম।।
পঞ্চদশ বর্ষ রহে সেরূপ প্রকারে।
শাস্ত্রের বিধান এই কহিনু তোমারে।।
সন্ধ্যাকাল সমাতীত হলে তারপর।
ব্রতচর্য্যা করিবেক ওহে বিজ্ঞবর।।
যেইজন এই ব্রত করয়ে সাধন।
পুণ্যের কথা তাহার কি করি বর্ণন।।

দেবগণ বাঞ্ছা করে তাহারে দেখিতে।
তাহার কেবা সমান আছয়ে ধরাতে।।
প্রমথেরা কৈলাসেতে হরিষ অন্তরে।
এই ব্রত আচরণ সযতনে করে।।
নানাবিধ উপচারে করয়ে পূজন।
রহে তারা সেই ফলে কৈলাস-ভবন।।
ধ্বংস হয় সর্ব্বপাপ প্রসাদে ইহার।
শিবলোকপ্রদ ইহা শাস্ত্রের বিচার।।
যেই জন ভক্তিভরে হয়ে একমন।
শ্রবণ করয়ে নক্তবিধি বিবরণ।।
চতুর্দ্দশী ব্রত ফল সেই জন পায়।
শিবের আদেশ এই কহিনু তোমায়।।
শিবপুরাণের কথা অতি পুণ্যবান।
শ্রীকবি কহিল শুন যত জ্ঞানবান।।

শিবপুরাণ শ্রবণের ফল

বামদেব বলি এত তুষ্টি ঋষি বরে।
মিষ্ট ভাষে বলিলেন সম্বোধন করে।।
যাহা জিজ্ঞাসিয়াছিলে ওহে মহাত্মন্।
তোমার পাশে সকলি করিনু কীর্ত্তন।।
বলিয়াছিল যেরূপ ব্যাস মহামতি।
তোমার পাশে বলিনু সে সব ভারতী।।
এমন পুরাণ আর নাহি কোন স্থান।
ওহে ঋষি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীশিবপুরাণ।।
শিবের মাহাত্ম্য যাহা আছয়ে বর্ণিত।
ইহা মহা পুণ্যপ্রদ জানিবে নিশ্চিত।।
মঙ্গল কামনা করে যেই সব জন।
এ পুরাণ এক মনে করিবে শ্রবণ।।

একান্ত চিতে পড়িবে ভক্তি সহকারে।
সদা রাখিবে অন্তর শিবের উপরে।।
দেবতা নাহিক আর শিবের সমান।
তাঁহার কৃপায় সাধু পায় মোক্ষধাম।।
তুষ্ট যাহার উপরে দেব পঞ্চানন।
তাহার কি ভয় আর ওহে তপোধন।।
শমন দমন থাকে তাহার গোচরে।
সেই অবহেলে তরে ভব-পারাপারে।।
শ্রীশিবপুরাণ এই করিনু কীর্ত্তন।
পুণ্যপ্রদ পাপহর ধনোব্বির্দ্ধন।।
ইহার কৃপায় নর বহুধন পায়।
ধ্বংস হয় মহাপাপ ইহার কৃপায়।।
ভক্তি ভরে যেই নর করে অধ্যয়ন।
অথবা একান্ত মনে করয়ে শ্রবণ।।
তাহার দেহে পাতক কভু নাহি রয়।
ঘুচে তার ভববন্ধ নাহিক সংশয়।।
অষ্টোত্তর শতনাম যেই নরে পড়ে।
অথবা শ্রবণ করে ভক্তি সহকারে।।
অশ্বমেধ ফল পায় সেই মহামতি।
সন্দেহ নাহিক ইথে শিবের ভারতী।।
শ্রীশিবপুরাণ পাঠ প্রত্যহ করিবে।
শ্লোক এক অক্ষরেতে অবশ্য পড়িবে।।
নতুবা দিবস যাবে কেবল বিফল।
আর হবে পদে পদে কত অমঙ্গল।।
সবাকার প্রিয়তম শ্রীশিবপুরাণ।
অভিমত সর্ব্ববাদী শাস্ত্রের বিধান।।
সাংখ্যযোগ বলি সবে জানিবে ইহারে।
অধ্যাত্মজ্ঞানদ ইহা শাস্ত্রের বিচারে।।
করাবেক বিপ্রদ্বারা ইহা অধ্যয়ন।
তাহে পুণ্য অনুত্তম হবে উপার্জ্জন।।
যখন তখন ইহা শুনিবে শ্রবণে।
বিবেচনা কালাকাল না করিবে মনে।।
শুনিতে বাসনা নাহি করে যেইজন।
শিবভক্তিহীন তবে সেই নরাধম।।

বিষ্ণুতে শিবেতে ভেদ যেই জন করে।
ইহা কভু না পড়িবে তাহার গোচরে।।
পরম জ্ঞানদ শাস্ত্র শ্রীশিবপুরাণ।
পরম প্রিয় শিবের খ্যাত সর্ব্বস্থান।।
শ্লোক ছন্দে বিরচন করে দ্বৈপায়ন।
চতুবর্গ ফললাভ মোক্ষের কারণ।।
বিশুদ্ধ করিয়া ইহা লিখিয়া যতনে।
পূজা করি যথাবিধি শাস্ত্রের নিয়মে।।
যেজন গৃহেতে ইহা করয়ে স্থাপন।
তার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করে পঞ্চানন।।
পুণ্যদিনে পর্ব্বদিনে উৎসব সময়ে।
অধ্যয়ন করিবেক সরল হৃদয়ে।।
এ পুরাণ শ্রাদ্ধকালে করিবে পঠন।
পরিতুষ্ট হবে তাতে যত পিতৃগণ।।
গঙ্গাতীরে পুণ্যতীর্থে শিবের মন্দিরে।
বিষ্ণুগৃহে শক্তিগৃহে সাধুর গোচরে।।
এইসব স্থানে ইহা করিবে পঠন।
অথবা ভকতিভরে করিবে শ্রবণ।।
শ্রীশিবপুরাণ যেই স্থানে পাঠ হয়।
সেই স্থান পুণ্যক্ষেত্র জানিবে নিশ্চয়।।
পাঠকালে অন্য কথা কহে যেইজন।
তারে ব্রহ্মহত্যা পাপ করে আক্রমণ।।
প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি যদি সেই করে।
তবে মহাপাপ হতে তরিবারে পারে।।
অসীম দুষ্পার এই সংসার সাগর।
ইহারে তরিতে ইচ্ছা করে যেই নর।।
যে জন পড়িবে এই শ্রীশিবপুরাণ।
সেই শিবের প্রসাদে পাবে মোক্ষধাম।।
পুত্রার্থীর পুত্র হয় ইহার প্রসাদে।
ধনার্থী লভয়ে ধন থাকিয়া জগতে।।
বিদ্যার্থী যদ্যপি ইহা করে অধ্যয়ন।
সুপণ্ডিত হয় সর্ব্বশাস্ত্রে সেইজন।।
কবিত্ব শকতি জন্মে ইহার কৃপায়।
শিবপদে মুক্তিকামী বিলীনতা পায়।।

দুর্গমে প্রান্তরে কিম্বা গহন কাননে।
রাজদ্বারে সঙ্কটেতে অথবা শ্মশানে।।
মহেশ্বরে হৃদিমাঝে করিয়া স্মরণ।
শ্রীশিবপুরাণ পাঠ করে যেইজন।।
তার যতেক বিপদ দূরীভূত হয়।
রক্ষা করেন বিপদে শিব দয়াময়।।
ভববন্ধ কাটিবারে যদি থাকে মন।
প্রফুল্ল অন্তরে লভে শিবের শরণ।।
তিনি মুক্তি তিনি গতি ভব পারাপারে।
ভবের কাণ্ডারী শিব জানিবে অন্তরে।।
সৃষ্টি স্থিতি তাঁহা হতে হতেছে সংহার।
অতীব ত্রিগুণ তিনি সার হতে সার।।
তিনি নিরাকার কভু সাকার কখন।
নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার বুঝে কোন জন।।
বলি তাই শাস্ত্র ধরে সাধুজনগণে।
সদা মতি রাখ সবে শিবের চরণে।।
শ্রীশিবপুরাণ এই করি সমাপন।
জয় শিব শম্ভু সবে বলহ এখন।।
কবি কহে সুখ শান্তি পাইবে জীবনে।
শিবপদ হৃদিপদ্মে করিয়া ধারণে।।
শ্রীশিবপুরাণ কথা হল সমাপন।
গৌরপ্রেমানন্দে হরি কর উচ্চারণ।।

ইতি—শ্রীশিবপুরাণে ঋষিখণ্ড সমাপ্ত।।

জয় শিব শম্ভু

শিবাষ্টোত্তর শতনাম-স্তোত্রম্

শিবো মহেশ্বরঃ শম্ভু পিনাকী শশিশেখরঃ।
বামদেবো বিরূপাক্ষঃ কপার্দ্দী নীল লোহিতঃ ॥ ১
শঙ্করঃ শূলপাণিশ্চ খট্টাঙ্গী বিষ্ণুবল্লভঃ।
শিপি বিষ্টোঽম্বিকা নাথঃ শ্রীকণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ ॥ ২
ভবঃ শর্ব্বস্ত্রিলোকেশঃ শিতিকণ্ঠঃ শিবাপ্রিয়ঃ।
উগ্রকপালী কামারিরন্ধকাসুর সূজনঃ ॥ ৩
গঙ্গাধরো ললাটাক্ষঃ কালকালঃ কৃপানিধিঃ।
ভীমঃ পরশুহস্তশ্চ মৃগপাণির্জটাধরঃ ॥ ৪
কৈলাশবাসী কবচী কঠোরস্ত্রিপুরান্তকঃ।
বৃষাকেশ বৃষভারূঢ়ঃ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ ॥ ৫
সামপ্রিয়ঃ স্বরময়স্ত্রয়ীমূর্ত্তিরণীশ্বরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা চ সোমসূর্য্যাগ্নিলোচনঃ ॥ ৬
হবির্যজ্ঞময়ঃ সোমঃ পঞ্চবক্ত্রঃ সদাশিবঃ।
বিশ্বেশ্বরো বীরভদ্রো গণনাথঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭
হিরণ্যরেতা দুর্দ্ধর্ষো গিরীশো গিরীশোঽনঘঃ।
ভুজঙ্গভূষণো ভর্গো গিরিনন্ধো গিরিপ্রিয়ঃ ॥ ৮
কৃত্তিবাসাঃ পুরারাতির্ভগবান প্রমথাধিপঃ।
মৃত্যুঞ্জয় সূক্ষ্মতনুর্জগদ্ব্যাপী জগদগুরুঃ ॥ ৯
ব্যোমকেশো মহাসনো জনকশ্চোরুবিক্রমঃ।
রুদ্রো ভূতপতিঃ স্থানুরহির্ব্রধ্নো দিগম্বরঃ ॥ ১০
অষ্টমূর্ত্তিরণেকাত্মা সাত্ত্বিকঃ শুদ্ধবিগ্রহঃ।
শাশ্বতঃ খণ্ডপরশুরজঃ পাশবিমোচনঃ ॥ ১১
মৃড়ঃ পশুপতির্দেবো মহাদেবোঽব্যয়ো হরিঃ।
পূষদন্তভিদব্যাগ্রো দক্ষাধবর হরো হরঃ ॥ ১২
ভগনেত্রভিদব্যক্তঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
অপবর্গপ্রদোঽনন্তস্তারকঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩
ইতি শ্রীশিবাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রং সমাপ্তম্

শিবগীত

ধবল ধুস্তুর শ্বেত-কলেবর, বাঘাম্বর ধরণী-নায়ক।
কণ্ঠলগ্ন ফণী, বিভূতিভূষণ, সঘনে রাম-গুণ-গায়ক॥
আসন মহাব্যোমে আঁখি পলকহীন,
সুখ-সুষুপ্তি মহাজাগরণাধীন—
পঞ্চ বদনে ববম্ ববম্ বোল,
বিশ্বময় সেই অনাহত রোল,
শক্তি নাচিছে তালে,
পেতেছ পরম কোল,
তন্দ্রাসক্ত যোগশয্যাশায়ক,
অগাধ প্রবৃত্তির নির্বাণদায়ক ॥
জয় শিব শঙ্কর রজত গিরিবর,
শুভ্র জটাপর গঙ্গা বিরাজে।
জয় ফণিভূষণ ত্রিশূল-ধারণ,
বিষাণ বাদন শ্মশান মাঝে ॥
জয় পঞ্চানন পাঁচ ত্রিলোচন,
পাঁচ ভালে পাঁচ হুতাশন।
ধক্ ধক্ জ্বলি দিক উজলি,
নরশির-হাড়মালা ঢলমল সাজে ॥
জয় সিদ্ধেশ্বর জয় শুভঙ্কর,
জয় দিগম্বর গৌরী মনোহর।
ভূত প্রেত সঙ্গে নাচে নানা রঙ্গে
ডম্বুর করে ডিমি ডিমি বাজে ॥

সূচনা

কৈলাস শিখরে বসি দেব ত্রিলোচন।
গৌরী সহ করে নানা কথোপকথন ॥
মৃদুমন্দ বায়ু বহে সেথা ধীরি ধীরি।
ফুলের সৌগন্ধ কিবা আহা মরি মরি ॥
সুন্দর জ্যোছনারাশি মধুর যামিনী।
চন্দ্রের কিরণ-ছটা বিকাশে অবনী ॥
মহানন্দে হৈমবতী কহে পঞ্চাননে।
কহ প্রভু কৃপা করে দাসীরে এক্ষণে ॥
বড় সাধ হয় মনে দেব প্রাণপতি।
তব মুখে গুহ্য কথা শুনি বিশ্বপতি ॥
আশুতোষ পরিতোষ হয়ে মোর প্রতি।
সে সাধ পুরাও মম ওহে পশুপতি ॥
শুনিয়া দেবীর বাণী কহে মহেশ্বর।
কি ইচ্ছা হয়েছে বল আমার গোচর ॥
শুনিয়া হরের কথা কহেন পার্বতী।
শুনিবারে সাধ মম হয়েছে বিভূতি ॥
তোমার নামের সংখ্যা কহ ত্রিলোচন।
তব মুখামৃত বাণী শুনি অনুক্ষণ ॥
এতেক শুনিয়া কহে ভোলা মহেশ্বর।
অসংখ্য আমার নাম কহি অতঃপর ॥
তার মধ্যে যাহা আমি করিব কীর্তন।
শ্রবণ ও পাঠেতে মুক্ত হবে জীবগণ ॥
নাহি সংখ্যা মম নাম না যায় বর্ণন।
সংক্ষেপেতে বলি যাহা করহ শ্রবণ ॥

যেই নাম ধ্যানে জীব পায় দিব্য গতি।
সেই সব নাম তবে কহি শুন সতী॥
মম মূর্তি ধরাতলে কেহ না দেখিবে।
পাষাণে নির্মিত লিঙ্গ দরশন পাবে॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মোর ভিন্ন ভিন্ন নামে।
সকলের বরণীয় হব ধরাধামে॥

অষ্টোত্তর শতনাম বর্ণন

অনাদির আদি নাম রাখিল বিধাতা। ১
মহাবিষ্ণু নাম রাখে দেবের দেবতা॥ ২
জগদ্‌গুরু নাম মম রাখেন মুরারি। ৩
দেবগণ মোর নাম রাখে ত্রিপুরারি॥ ৪
মহাদেব বলি নাম রাখে শচীদেবী। ৫
গঙ্গাধর বলি নাম রাখিল জাহ্নবী॥ ৬
ভাগীরথী নাম রাখে দেব শূলপাণি। ৭
ভোলানাথ বলি নাম রাখিল শিবানী॥ ৮
জলেশ্বর নাম মোর রাখিল বরুণ। ৯
রাজ রাজেশ্বর নাম রাখে রুদ্রগণ॥ ১০
নন্দীশ্বর রাখে নাম দেব কৃপাসিন্ধু। ১১
ভৃঙ্গী মোর নাম রাখে দেব দীনবন্ধু॥ ১২
তিনটি নয়ন বলি নাম ত্রিলোচন। ১৩
পঞ্চমুখ বলি মোর নাম পঞ্চানন॥ ১৪
রজতবরণ বলি নাম গিরিবর। ১৫
নীলকণ্ঠ নাম মোর রাখে পরাশর॥ ১৬
যক্ষরাজ নাম রাখে জগতের পতি। ১৭
বৃষভবাহন নাম রাখে পশুপতি॥ ১৮
সূর্যদেব নাম রাখে দেব বিশ্বেশ্বর। ১৯
চন্দ্রলোকে নাম রাখে শশাঙ্কশেখর॥ ২০
মঙ্গল রাখিল নাম সর্বসিদ্ধিদাতা। ২১
বুধগণ নাম রাখে সর্বজীবত্রাতা॥ ২২
বৃহস্পতি নাম রাখে পতিতপাবন। ২৩
শুক্রাচার্য নাম রাখে ভক্ত প্রাণধন॥ ২৪
শনৈশ্চর নাম রাখে দয়ার আধার। ২৫
রাহু কেতু নাম রাখে সর্ববিঘ্ন-হর॥ ২৬
মৃত্যুঞ্জয় নাম মম মৃত্যু জয় করি। ২৭
ব্রহ্মলোকে নাম মোর রাখে জটাধারী॥ ২৮
কাশীতীর্থধামে নাম মোর বিশ্বনাথ। ২৯
বদরিকাননে নাম হয় কেদারনাথ॥ ৩০
শমন রাখিল নাম সত্য সনাতন। ৩১
ইন্দ্রদেব নাম রাখে বিপদতারণ॥ ৩২
পবন রাখিল নাম মহা তেজোময়। ৩৩
ভৃগুমুনি নাম রাখে বাসনা-বিজয়॥ ৩৪
ঈশান আমার নাম রাখে জ্যোতিগণ। ৩৫
ভক্তগণ নাম রাখে বিঘ্ন-বিনাশন॥ ৩৬
মহেশ বলিয়া নাম রাখে দশানন। ৩৭
বিরূপাক্ষ বলি নাম রাখে বিভীষণ॥ ৩৮
শম্ভুনাথ বলি নাম রাখে ব্যাসদেব। ৩৯
বাঞ্ছাপূর্ণকারী নাম রাখে শুকদেব॥ ৪০
জয়াবতী নাম রাখে দেব বিশ্বপতি। ৪১
বিজয়া রাখিল নাম অনাথের গতি॥ ৪২
তাল বেতাল নাম রাখে সর্ববিঘ্নহর। ৪৩
মার্কণ্ড রাখিল নাম মহা যোগেশ্বর॥ ৪৪
শ্রীকৃষ্ণ রাখিল নাম ভুবন ঈশ্বর॥ ৪৫
ধ্রুবলোক নাম রাখে ব্রহ্মপরাৎপর॥ ৪৬
প্রহ্লাদ রাখিল নাম নিখিল তারণ। ৪৭
চিতাভস্ম রাখিল নাম বিভূতিভূষণ॥ ৪৮
সদাশিব নাম রাখে যমুনা পূর্ণবতী। ৪৯
আশুতোষ নাম রাখে দেব সেনাপতি॥ ৫০
বাণেশ্বর নাম রাখে সনৎকুমার। ৫১
রাঢ়দেশবাসী নাম রাখে তারকেশ্বর॥ ৫২
ব্যাধি বিনাশন হেতু নাম বৈদ্যনাথ। ৫৩
দীনের শরণ নাম রাখিল নারদ॥ ৫৪
বীরভদ্র নাম মোর রাখে হলধর। ৫৫
গন্ধর্বেরা নাম রাখে গন্ধর্ব ঈশ্বর॥ ৫৬
অঙ্গিরা রাখিল নাম পাপতাপহারী। ৫৭
দর্পচূর্ণকারী নাম রাখিল কাবেরী॥ ৫৮
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান নাম বাঘাম্বর। ৫৯
বিষ্ণুলোকে রাখে নাম দেবদিগম্বর॥ ৬০
কৃত্তিবাস নাম রাখে দেবী কাত্যায়নী। ৬১
ভূতনাথ নাম রাখে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥ ৬২
সদানন্দ নাম রাখে দেব জনার্দন। ৬৩
আনন্দময় নাম রাখে শ্রীমধুসূদন॥ ৬৪
রতিপতি নাম রাখে মদন-দহন। ৬৫

দক্ষরাজ নাম রাখে যজ্ঞ বিনাশন ।। ৬৬
জমদগ্নি নাম মম রাখিল গঙ্গেশ। ৬৭
বশিষ্ঠ আমার নাম রাখে গুড়াকেশ ।। ৬৮
পৌলস্ত্য রাখিল নাম ভবভয়হারী। ৬৯
গৌতম রাখিল নাম জন-মনোহারী ।। ৭০
ভৈরব রাখিল নাম শশ্মান-ঈশ্বর। ৭১
বটুক ভৈরব নাম রাখে ঘন্টেশ্বর ।। ৭২
মর্ত্যলোকে নাম রাখে সর্বপাপহর। ৭৩
জরৎকারু মোর নাম রাখে যোগেশ্বর ।। ৭৪
কুরুক্ষেত্র রণস্থলে নাম মম স্বারী। ৭৫
ঋষিগণ নাম রাখে মুনি-মনোহারী ।। ৭৬
ফণিভূষণ নাম মোর রাখিল বাসুকী। ৭৭
আর এক নাম মোর হইল ধানুকী ।। ৭৮
উদ্দালক নাম রাখে বিশ্বরূপ মোর। ৭৯
অগস্ত্য আমার নাম রাখিল শঙ্কর ।। ৮০
দক্ষিণ দেশেতে নাম হয় বালেশ্বর। ৮১
সেতুবন্ধে হয় নাম মোর রামেশ্বর ।। ৮২
হস্তিনা নগরে নাম দেব যোগেশ্বর। ৮৩
ভরত রাখিল নাম উমা-মহেশ্বর ।। ৮৪
জলধর নাম রাখে করুণ সাগর। ৮৫
মম ভক্তগণ বলে সংসারের সার ।। ৮৬
বামদেব মোর নাম রাখে ভদ্রেশ্বর ।৮৭
হয়গ্রীব নাম রাখে চাঁদ সদাগর ।।৮৮
জৈমিনি রাখিল মোর নাম ত্র্যম্বকেশ। ৮৯
ধন্বন্তরি মোর নাম রাখিল উমেশ ।। ৯০
দিকপালগণে নাম রাখিল গিরীশ। ৯১
দশদিকপতি নাম রাখে ব্যোমকেশ ।। ৯২
দীননাথ নাম মোর কশ্যপ রাখিল। ৯৩
বৈকুণ্ঠের পতি নাম নকুল রাখিল ।। ৯৪
কালীঘাটে নাম মোর নকুলঈশ্বর। ৯৫
পুরী তীর্থধামে নাম ভুবন ঈশ্বর ।। ৯৬
গোকুলেতে নাম মোর হয় শৈলেশ্বর। ৯৭
মহাযোগী নাম মোর রাখে বিশ্বম্ভর ।। ৯৮
কৃপানিধি নাম রাখে রাধাবিনোদিনী। ৯৯
ওকার আমার নাম রাখে সন্দীপনি ।। ১০০
ভক্তের জীবন নাম রাখেন শ্রীরাম। ১০১
শ্বেত-ভূধর নাম রাখেন ঘনশ্যাম ।। ১০২
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম রাখে বসুগণ। ১০৩
মহালক্ষ্মী নাম রাখে অশিব-নাশন ।। ১০৪
অল্পেতে সন্তোষ বলি নাম যে সন্তোষ। ১০৫
গঙ্গাজল বিল্বদলে হই পরিতোষ ।। ১০৬
ভাঙ্গড়ভোলা নাম বলি ডাকে ভক্তগণ। ১০৭
বুড়াশিব বলি খ্যাত এ তিন ভুবন ।। ১০৮
হর হর ব্যোম বলি যে ডাকে আমারে।
পরিতুষ্ট হই সদা তাহার উপরে ।।
অসংখ্য আমার নাম না হয় বর্ণন।
অষ্টোত্তর শতনাম করিনু কীর্তন ।।
মনেতে যে ভক্তি করি করয়ে পঠন।
রোগ শোক নাহি হয় তাহার ভবন ।।
নির্ব্যাধি হইয়া সেই দীর্ঘজীবী হয়।
শিব-বরে সেই জন মুক্তিপদ পায় ।।
নামের মাহাত্ম্য আমি করিনু বর্ণন।
মম নাম মম ধ্যান কর সর্বজন ।।
ইহকালে সুখে রবে মরত ভুবনে।
অন্তকালে হবে গতি কৈলাস ভবনে ।।

।। শিবের অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত ।।

শিবের প্রণাম

(ওঁ) মহাদেবং মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং মকারায় নমো নমঃ ।।
(ওঁ) নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ।।
নমঃ ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাংসিপাণয়ে।
নমঃ ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ।।
(ওঁ) বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়।
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় ।।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়।
দারিদ্র্য-দুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ।।
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বর ।।

শিবপুরাণে বিশিষ্ট স্থান ও চরিতাবলীর পরিচয়

১। **নৈমিষারণ্য**— যেখানে ভগবান বিষ্ণু নিমিষের মধ্যে দৈত্য-দানবদলকে নিহত করেন। এই নৈমিষারণ্যে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ ও কুলপতি শৌনকমুনির দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ হয়। এই অরণ্যে বসে সৌতিমুনি ঋষিদের কাছে মহাভারতের পুণ্যকথা ও শিবপুরাণ কথা বর্ণনা করেন।

২। **পদ্মযোনি**— ব্রহ্মার অপর নাম। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে যাঁর উৎপত্তি অর্থাৎ পদ্ম যাঁর যোনি (উৎপত্তিস্থল) সেই হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা।

৩। **ত্রিলোচন**—তিনটি লোচন অর্থাৎ চোখ যাঁহার। শিবের তিনটি লোচন থাকার জন্য তাঁর অপর নাম দেব ত্রিলোচন।

৪। **নীলকণ্ঠ**— সমুদ্র মন্থনের বিষ পান করায় শিবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়েছিল বলেই তাঁর অপর নাম হয় নীলকণ্ঠ।

৫। **কৃত্তিবাস**—কৃত্তি অর্থে চর্ম্ম আর বাস অর্থে পরিধেয়। শিব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করতেন বলেই তাঁর আর এক নাম কৃত্তিবাস। আবার কৃত্তি ও বাস নামক দৈত্যকে বধের মন্ত্রণা দুর্গাকে দেওয়ার জন্য কৃত্তিবাসও বলা হয়।

৬। **কার্ত্তবীর্য্য**—হৈহয়দের অধিপতি ছিলেন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। তাঁর রাজধানী ছিল মাহিষ্মতী। তিনি অত্রির পুত্র দত্তাত্রেয়ের বরে এক হাজার হস্তের অধিকারী ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ছিলেন। পঁচাশী হাজার বছর রাজত্ব করার পর তিনি ব্রাহ্মণ পরশুরামের হাতে মারা যান।

৭। **জাহ্নবী**— ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়নকালে যখন জহ্নু মুনির আশ্রমের পাশ দিয়ে আসছিলেন তখন গঙ্গা খেয়াল বশতঃ মুনির আশ্রম ভাসিয়ে দেয়। মুনিবর সেই অবস্থা লক্ষ্য করে ক্রোধে গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করেন। পরে ভগীরথের কাতর অনুরোধে তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি নিজের জানু চিরে দেবী গঙ্গাকে মুক্তি দেন। তাই তাকে বলা হয় জাহ্নবী।

৮। **অমৃত**—সুধা। যাহা ভক্ষণ করলে শমন সদনে যেতে হয় না। দেবাসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করার ফলে অমৃত ভাণ্ড উত্থিত হয়। সেই অমৃত দেবগণ পান করে অমর হয়ে আছেন।

৯। **কেতকী**—সত্য যুগের আদিতে শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণু অনন্ত সুখী হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন তপস্যায় রত ছিলেন। সেইকালে ব্রহ্মার সাথে সাক্ষাৎ হয়। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে কে বড় তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতান্তর হয়। তাই শিবলিঙ্গ দেহ ধারণ করে তাঁদের নিকট গিয়ে তাঁর লিঙ্গ দেহের আদি উৎস সন্ধানে বিষ্ণুকে এবং উর্দ্ধভাগ পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য ব্রহ্মাকে আদেশ দেন। ব্রহ্মা লিঙ্গদেহের উর্দ্ধদিকে যেতে যেতে লক্ষ্মীঅংশে জাতা দক্ষ দুহিতা কেতকীকে পান এবং আর না উঠে উক্ত ফুলটিকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর নিকট এসে জ্ঞাত করান— তিনি শিবের মাথা থেকে এটিকে নিয়ে এসেছেন। কেতকী ব্রহ্মার এই মিথ্যাকে সমর্থন করায় শিব রুষ্টহলেন এবং কেতকীকে শাপ দিলেন যে কোন পূজায় কেতকী ফুল ব্যবহৃত হবে না। দেব পূজায় ব্যবহৃত না হলেও লোকপূজায় ব্যবহৃত হবার জন্য কেতকী বহুকাল যাবত শিবের আরাধনা করেন।

১০। **শচী**—দেবরাজ ইন্দ্রের ভার্য্যা। তিনি ছিলেন পুলোমা নামক মুনির কন্যা।

১১। **নরনারায়ণ**—প্রাচীনকালে দু'জন ঋষি ছিলেন। তাঁদের নাম— নর ও নারায়ণ। ধর্ম্ম ও অহিংসার যে সকল সন্তান ছিলেন তাঁদের সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন নর ও নারায়ণ। এককালে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যারত থাকায় দেবরাজ তাঁদের নানাপ্রকার ভয় ও লোভ দেখিয়ে সাধনচ্যুত করতে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে মেনকা, রম্ভা ও তিলোত্তমার মত অপ্সরীদের প্রেরণ করেন। নর ও নারায়ণ ইন্দ্রের মনের কথা বুঝতে পেরে নিজেদের চরিত্র ও ক্ষমতা বোঝাবার জন্য একটি তৃণকে নিজ উরুতে ঘর্ষণ করে সৃষ্টি করলেন অপ্সরার থেকেও অপরূপা সুন্দরী রমণী। তার নাম দিলেন উর্ব্বশী। পরে তাকে ইন্দ্রের কাছে প্রেরণ করেন। পরের জন্মে দ্বাপরে তাঁরা অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ হয়ে জন্মান।

১২। **সুদর্শন**—বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ চক্র। নিজ কন্যা সজ্ঞার স্বার্থে বিশ্বকর্ম্মা তাঁর কুন্দ যন্ত্রে সূর্য্যকে বসিয়ে তেজ কমাবার জন্য কর্ত্তন করতে থাকলে দ্বাদশ সূর্য্যের সৃষ্টি হয়। সেই সূর্য্যের কর্ত্তনকালে যে সকল গুঁড়ো পতিত হয়েছিল সেগুলি নিয়ে বিশ্বকর্ম্মা একটি চক্রের সৃষ্টি করেন। সূর্য্যের অঙ্গ থেকে সৃষ্টি হওয়ায় তার নাম হয় সুদর্শন। সেই সুদর্শন চক্রটি অন্য সকল অস্ত্র অপেক্ষা ধারালো। সেই অস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যকে দান করেন। পরে সূর্য্যকন্যা যমুনার বিয়ের যৌতুক স্বরূপ তাহা নারায়ণকে দান করা হয়।

১৩। **গৃহদেবী**—ব্রহ্মা জরারাক্ষসীর নাম দিয়েছেন গৃহদেবী। বিশ্বাস ও ভক্তিভরে গৃহের দেওয়ালে জরারাক্ষসীর কল্পিত মূর্ত্তি অঙ্কন করে রাখলে সর্ব্ববিষয়ে গৃহস্থের কল্যাণ হয়। এইরূপ গৃহদেবীকে অপমান করলে বধূদের গর্ভপাত ঘটে।

১৪। **একাদশ রুদ্র**— গণদেবতা। অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী, অজৈকপাদ ও সুরেশ্বর। তাঁদের জন্ম এবং নামকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন মতামত দৃষ্ট হয়। মহাভারতে তাঁরা স্থাণুর পুত্র হিসাবে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

১৫। **মৈনাক**—মৈনাক হিমালয়ের ঔরসে মেনকার পুত্র অর্থাৎ পার্ব্বতীর ভাই। ঘটনা হল-সত্যযুগে পাহাড়ের পাখা ছিল। তারা উড়তে পারত। তার ফলে মানুষের মনে কত ভয় ছিল। সহসা উড়ে গিয়ে কোথায় কার উপর চেপে বসে। তাই দেবতাদের বিশেষ অনুরোধে দেবরাজ ইন্দ্র পর্ব্বতদের পাখা কাটতে আরম্ভ করেন। মৈনাক তখন পবনদেবের সহায়তায় সমুদ্রবক্ষে আত্মগোপন করে পক্ষচ্ছেদ হতে রেহাই পান। পবন পুত্র হনুমান সীতা উদ্ধারের জন্য যখন বিশাল জলধি অতিক্রম করছিলেন তখন পবনদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ মৈনাক সমুদ্র থেকে মাথা তুলে তার উপর বিশ্রাম নিতে বলেন। কিন্তু হনুমান মৈনাককে তার চলার পথে বাধা স্বরূপ মনে করে তাকে টপকে চলে যান।

১৬। **মার্কণ্ডেয়**—ভৃগুর পুত্র বিধাতা। বিধাতার পুত্র মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর ঔরসজাত ও ধূমাবতীর (শিলাবতী) গর্ভজাত পুত্র মার্কণ্ডেয়। ধ্যানযোগে মৃকণ্ডু জানতে পারলেন তাঁর একমাত্র পুত্রের বয়স মাত্র সাত বছর। তাই বেদে ও শাস্ত্রে পারদর্শী এই বালককে বাল্যকালে উপনয়ন দেওয়া হয়। উপনয়ন দীক্ষান্তে বালক সপ্ত ঋষিকে প্রণাম করতে গেলে তাঁরা মার্কণ্ডেয়কে চিরায়ু হবার আশীর্ব্বাদ দান করেন। তারপর সাত বছর পরে বালকের আয়ু শেষের দিনে নিজেই শিবকে জড়িয়ে ধরে থাকেন। যমরাজ এসে তাঁর পাশাস্ত্র দ্বারা মার্কণ্ডেয়কে বাঁধতে চেষ্টা করলে শিবও বদ্ধ হন। সেই সময় শিব ত্রিশূলাঘাতে যমকে বিনাশ করেন। তাই শিবের এক নাম মৃত্যুঞ্জয়। পরে শিব বর দিলেন মার্কণ্ডেয়র আয়ু হবে দশ কোটি বছর। চিরকাল ষোল বছরের যুবকের মত শরীর ধারণ করে থাকবেন। তারপর দেবতাদের অনুরোধে শিব আবার যমকে

বাঁচিয়ে দিলেন। মার্কণ্ড বিষ্ণু পূজা করলে বিষ্ণু তাঁকে বিশ্বরূপ দেখান ও গীতোক্তবাণী প্রকাশ করেন। তিনি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করে থাকবেন।

১৭। **পর্ব্বত**—জনৈক প্রখ্যাত ঋষি। ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতি মরীচির ভার্য্যা সম্ভূতির গর্ভে পুত্র পৌর্ণমাসের জন্ম হয়। আর পৌর্ণমাসের সাথে নারদের ভগ্নির বিবাহ হয়। তাঁদের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন বিরজস ও পর্ব্বত। সুতরাং পর্ব্বত মুনি নারদের ভাগিনেয়।

১৮। **ভৃগুরাম**—ভৃগুবংশের ঋষি জমদগ্নির ঔরসে এবং মেনকার গর্ভজাত পুত্র পরশুরাম। তিনি একুশবার ধরাবক্ষ থেকে ক্ষত্রিয় বংশগুলিকে নির্মূল করেছিলেন। মহাশক্তিশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জুন তাঁর হাতে নিহত হন।

১৯। **ত্রিপুরাসুর**—তারকাসুর নিধন হওয়ার পর তাঁর তিন পুত্র তারকাক্ষ,কমলাক্ষ, বিদ্যুন্মালী একযোগে পিতামহ ব্রহ্মাকে তপস্যা করে বর পান যে তাঁরা যে যে নগরীতে বসবাস করবেন সেগুলি যেন ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করা যায়। কথিত আছে এই তিনটি নগর একসঙ্গে যখন মিলিত হবে এবং এক বানে তিনটি নগরকে যে ভেদ করতে পারবে সেই ব্যক্তিই পারবে তিন অসুরকে নিধন করতে। মহাদেব তাঁর পাশুপত বানে তিনটি নগর ভেদ করে পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করে অসুরদের নিধন করেন। ত্রিপুরাসুরকে বধ করায় তাঁর নাম হয় ত্রিপুরারি।

২০। **কামধেনু**—কামধেনু স্বর্গের গাভী। দেবীরূপে পূজিতা হন। তাঁর কাছে যে যে বস্তু প্রার্থনা করবে সেই বস্তু প্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাঁকে নন্দিনীও বলা হয়। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা সুরভির গর্ভে রোহিনীর জন্ম। শূরসেনের ঔরসে রোহিনীর গর্ভে কামধেনুর জন্ম।

২১। **তারকাসুর**—তার নামক বিখ্যাত এক অসুরের পুত্র তারকাসুর। তাঁর মায়ের নাম বজ্রাঙ্গী। ব্রহ্মার বরে দেবতাদের শায়েস্তা করার জন্য তারকাসুরের জন্ম।

২২। **শ্রীকৃষ্ণ**—দ্বাপরলীলায় যদুবংশের বসুদেবের পুত্ররূপে এসেছিলেন গোলোকপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর মায়ের নাম ছিল দেবকী। তিনি বৃন্দাবনে গোপ-গোপীদের সাথে বহুবিধ লীলা করেন। শিশুকালে তিনি পুতনা নাম্নী রাক্ষসীকে নিধন করেন। বাল্যকালে বকাসুর, অঘাসুর, তৃণাবর্ত্তাসুর নামক শক্তিশালী দৈত্যদের নিধন করেছিলেন অনায়াসে। তিনিই দমন করেন বিষাক্ত কালীয় নাগ। গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করে কৃষ্ণ বৃষ্টি ও বজ্রপাতের হাত থেকে গোকুলবাসীকে রক্ষা করেন। তাঁর রথের সারথির নাম দারুক। তাঁর ষোল হাজার রমণী ছিল। তাঁর ইচ্ছায় বানকন্যা ঊষাকে তাঁর পৌত্র ভার্য্যারূপে লাভ করেছিলেন। স্বয়ং অনন্তদেব দাদা বলরাম রূপে তাঁর লীলাসহচর হয়ে অবতীর্ণ হন। তিনিই ছিলেন সে যুগের পুরুষোত্তম।

২৩। **জমদগ্নি**—ঋচিক ঋষির ঔরসে গাধীরাজ কন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্ম। জমদগ্নি পৃথিবীতে মানুষের চলার সুবিধা হেতু ছাতা ও জুতার সৃষ্টি করেন। প্রসেনজিতের পালিতাকন্যা রেণুকা ছিলেন তাঁর স্ত্রী।

২৪। **চিত্রগুপ্ত**—যম রাজার করনিক। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে এই মহান ব্যক্তির জন্ম। তিনি চণ্ডীকার সাধনা করে চিরজীবি ও পরোপকারী স্বাধীকারস্থ বর লাভ করেন। তিনি ইরাবতী ও দক্ষিণা নামক দুই ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁদের গর্ভে বারোজন কায়স্থের জন্ম হয়।

২৫। **বালী**—মেরুপর্ব্বতে যোগাসনে অবস্থানকালে ব্রহ্মার চোখের জলে ঋক্ষরজা নামক এক বানরের

জন্ম হয়। একসময় ঋক্ষরজা জলাশয়ে নিজের ছায়া দেখে ঝাঁপ দিলে অতি অপরূপা সুন্দরী রমণীতে পরিণত হন। দেবরাজ ও দিনমণি তাঁকে দেখে কামবশে আকৃষ্ট হলে উভয়ের রেতঃ পতন হলে ইন্দ্রের বীর্য্য কেশে ও সূর্য্যের বীর্য্য সুন্দরী ঋক্ষরজার গলদেশে পতিত হয়। সেই কারণে মস্তকে বালী ও গ্রীবায় সুগ্রীবের জন্ম হয়।

২৬। **যক্ষেশ্বর**—অমৃত লাভ করে গর্ব্বিত দেবতাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য মহাদেব এক সময় যক্ষেশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করে মাটিতে পড়ে থাকা একটি তৃণখণ্ডকে অমর ও শক্তিশালী দেবতাদের তুলতে বললেন। কিন্তু কোন দেবতা সে কাজ করতে সক্ষম হলেন না। দেবতাদের সেকারণ দর্প চূর্ণ হয়ে গেল। মহাদেবের এই যক্ষেশ্বর মূর্ত্তি অদ্যাবধি দেবলোকে পূজা হয়ে থাকে।